অমৃত-গ্রন্থাবলী
৩য়

- অমৃতলাল বসু

তৃতীয় ভাগ।



শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বসুমতী আফিস।

১৩১৪

কলিকাতা, ১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা ইলেকৃট্রিক্ মেসিন যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।



সুচিপত্র

এলুম, বেটা ঠকিয়ে বাঁদর বানিয়ে দিলে, এইটে বড় দুঃখ!

মন্ম। তোমায় ঠকালে কি রকম?

মধু। গেরোর কথা কও কেন? ব্রাহ্মণীর চিহ্নিত থান দুচ্চার সোণারূপো ছিল, লক্ষীর হাঁড়ীর একটা রামচন্দ্র মোহর, আর চুঁচ্ড়োর ছিরুবাবু দিয়েছিলেন, (সেইটেই আসল জিনিস) গাঁজা খাবার একটী চাঁদীর কল্‌কে; তা পশ্চিম যাবার সময় মনে কল্লুম, কোথা রেখে যাই?—কৃপণ হোক্ যা হোক্, বেটা সাবধানী লোক্। বাক্স শুদ্ধ ওরই কাছে রেখে গেছলুম, বেটা যে জোচ্চোর, ততটা আমার আঁচ হয় নি; আজ দেখা কল্লুম, বেটা পরিষ্কার বল্লে যে,—"আমার কাছে আবার কবে রেখে গেলে?" রেগে মেগে ব'ল্লুম, "নে বেটা পঁইছে খাড়ু সব নে, ব্রাহ্মণীর সোণার নো-গাছটী আর চাঁদীর ছিলিমটা দে," বেটা হা হা করে হেসে বল্লে, "তোমার গাঁজায় দোক্তা কম হ'য়েছে বুঝি?"

মন্ম। বল দেখি খুড়ো, এ রকম লোককে জব্দ করা উচিত নয়?

মধু। উচিত তো বটে রে বাবা; কিন্তু জব্দ হয় কিসে, করে কে?

মন্ম। তুমি মনে কল্লেই পার; দেখ খুড়ো, কত বড় অন্যায় দেখ, ওই ভাগ্নীটী—অনাথা, ছেলেবেলায় বাপ ম'রে গিয়েছিল, পরে আমার সঙ্গে বের সম্বন্ধ হয়, কিন্তু সেই সময়েই ওঁর মাও মারা গেলেন, মর্‌বার সময় তিনি যৌতুকের জন্য (১০০০০) দশহাজার টাকা আর বালিকাটীকে আপনার ঐ ভাইয়ের হাতে সমর্পণ করে, আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে ব'লে যান। কিন্তু টাকা দিতে হবে বলে নরাধম ওর বিবাহ দিতে চায় না; বেটা এদিকে হিঁদুয়ানী দেখায়, কিন্তু ওর কোন ধর্ম্মে মন নেই। টাকা—টাকা—টাকা—টাকাই ওর সর্ব্বস্ব।

মধু। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছিল জেনেও যে তোমাকে বাড়ী ঢুকতে দেয়?

মন্ম। না, সেটা জানে না; আমায় বাড়ীতে "ভুবো ভুবো" ব'লে ডাক্‌তো। কুন্তলার মা মর্‌বার সময় ব'লে যান যে, তাঁর কন্যার যেন ভুবোর সঙ্গে বে হয়। আমি যে "নৈহাটীর ভুবো" এ কথা বলিনি, কুন্তলাও আমায় আগে কখন দেখেনি, সেও আমায় চেনেনা। আমাদের দুজনেরই বাপে বাপে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, তাই ঐ সম্বন্ধ।

মধু। এখন তোমার মৎলবটা কি? চাও কি?

মন্ম। কুন্তলা আমাকে বে করুক বা না করুক, ওর টাকাগুলি ওকে পাইয়ে দেওয়া।

মধু। ওই হলো—ওই হলো; তোমার কুন্তলাও চাই, টাকাও চাই।

মন্ম। আমি যথার্থ বলছি খুড়ো, আমার টাকায় দরকার নাই, যা আছে আমার, যথেষ্ট চলে; কিন্তু কুন্তলার মন জেনেছি যে, ওর স্বামীকে টাকা না দেওয়াতে পাল্লে ও বে করবে না, সে ঐ এক গোঁ ধরেছে। খুড়ো, এইটী করে দাও, তুমি মনে কল্লেই পার; আর অমনি তার সঙ্গে তোমার জিনিসগুলোও আদায় কর; লোকটাকে জব্দ কর, একটী ফন্দি ঠাওরাও।

মধু। রসো, বেটা নেশা-টেশা করে?

মন্ম। কিছুতে আপত্য নাই, পরের পয়সায় বিষ কিনে দিলেও খেতে পারে। দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মজা আছে, ব্রজদাস ম'রে গেছে;—চিন্‌তে পেরেছ তো?

মধু। হাঁ হাঁ, বলে যাও, আমায় একবার ১৬৲ টাকা নগদ দিয়েছিল; বাপান্ত করে আদায় করেছিলুম।

মন্ম। সমস্ত বিষয় তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নামে লিখে দিয়ে গেছে। হল্—

মধু। আবার নাম করে!

মন্ম। আচ্ছা, যাক্ গে, হালদার মশাই,—সেই স্ত্রীলোকটী হাত করে, বিষয়টা বাগাবার চেষ্টায় আছেন; এ থেকে যদি কিছু কত্তে পার।

মধু। বিধবাটার স্বভাব-চরিত্তির কেমন ?

মন্ম। আমি যতদুর শুনেছি—সতী লক্ষ্মী ; কিন্তু পাজীর আক্কেল দেখ।

মধু। তবে ?—

মন্ম। তবে আর আমি কি বোল্‌বো, মোকর্দ্দমার হাল সব তোমায় বয়ান কল্লুম, এখন তুমি একটা উকীলী ফন্দী ঠাওরাও।

মধু। তাই তো বাবাজী, তুমি উস্‌কে দিলে, বেটার উপর রাগ বাড়্‌লো, নইলে আমার পাওনাটা আমি মন থেকে উড়িয়ে দিচ্ছিলেম

মন্ম। না খুড়ো, একটা কিছু ঠাওরাও; এতে তোমার উপকার হবে, আমার উপকার হবে, দেশের উপকার হবে।

মধু। দেশের উপকার! আমা হতে দেশের উপকার চাও তো—সব গাঁজা ধরাও। এই যে সভা করে দেশের উপকার—না খেয়ে গেঁজেলি, আমায় বড়ই বিরক্ত করেছে। এখন তোমার উপকার যা বল্লে, আসল কথা; একটু ঠাউরে দেখা যাক্।

মন্ম। হাঁ বাবা, ঠাওরাও বাবা।

মধু। র'সো বাবা র'সো, অত ঘোড়দৌড়ের চালে চ'ল্লে চল্‌বে না; এ একেলা তোমার খুড়োর কর্ম্ম নয়, তোমার ইচ্ছে দিদির বুদ্ধি একটু ভাড়া ক'রে নিতে হবে। জান তো, ওর বুদ্ধির জন্যই ওর ঘরে আড্ডাটা রাখা

মন্ম। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি যা ভাল বোঝ কর, আমি আজ আর বেশী পড়াব না। একবার কুন্তলার সঙ্গে দেখা ক'রেই বাসায় যাচ্ছি। তুমি সেইখানেই যাও, খাওয়া দাওয়া করবে, আমি এখনি ফির্‌ছি।

মধু। বহুৎ আচ্ছা! সের আগেই ঘটকের ব্রাহ্মণ-ভোজন।

মন্ম। খুড়ো! তুমি লাগ্‌লেই পার্‌বে, তোমার ঢের মৎলব; তাতে যদি আবার ইচ্ছে-দিদি লাগে।

মধু। বলি, শ্যাম যে বড় উতলা হলে গো, একটু ধৈর্য্য ধর।

মন্ম। তামাসা ছাড় খুড়ো, এ বড় সিরিয়াস।

মধু। রস তো বটে গো রাই,
মোদ্দাৎ সময় তো চাই,
বুঝ্‌লে হে কানাই।

প্রথমে একটু কারণ কত্তে হবে, তার পর রীতিমত উপর্য্যুপরি দুটী ছিলিম গাঁজা চড়াতে হবে, তবে তো মাথায় গ্যাসলাইট জল্‌বে, বুদ্ধি আস্‌বে।

মন্ম। তা আমার বাসায় যাও খাওয়া দাওয়া ক'রে সেইখানেই সব যোগাড় ক'রে দেব এখন।

মধু। না, তা হ'লে চৌধুরীবাবুদের হোটেলে নাম কেটে দেবে; বাঁধা রাইস আছে, সেইখানেই খাই গে বাবা, আজ জোটে তো সেইখানেই জুটবে। নগদ কিছু ছাড়, নেশা-ভাংটা ক'রে মৎলব ঠাওরান যাক্ গে; কাল তোমার বাসায় এসে যা হয় বল্‌বো

মন্ম। তবে এই একটা টাকা হলেই হবে?

মধু। হুইস্কির দর কিছু চড়েছে, আচ্ছা, গাঁজায় পাষাণ ভেঙ্গে নেব এখন, দাও।

মন্ম। (টাকা দিয়া) তবে এখন আমি চল্লুম, কাল যেন নিশ্চয় দেখা হয়।

মধু। আচ্ছা।

মন্ম। (প্রস্থান করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ) দেখো, ভুলো না।

মধু। না, বায়না দিলে, ভুল্‌বো ?

মন্ম। যেন বেশী নেশা ক'রে পড়ে থেকো না।

মধু। ছেড়েছ তো লম্বা এক টাকা, বেশী নেশা কি রকম?

মন্ম। না—না, তাই বল্‌ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ।

হলধর।

হল। টাকা নেবে—টাকা নেবে? রূপোর ঘড়া, সোণার চেন, হীরের আংটী, ইংরেজের বাড়ীর খাট, নেবে না কি? এই নাও না; ওরে বেটা ঘট্‌কা—হাতে হাত দিয়ে সত্যি! ওরে ছুঁড়ী বিন্দি—তুই মর্‌বার সময় আমাকে একটা হলফ করিয়ে যাবি, আর আমি তাই মান্‌বো? "নৈহাটীর ভূবোর সঙ্গে আমার কুন্তলার বে দিও;" আরে, ভূবোর মার যে অজগরের জঠর, "ওর মার দশ হাজার টাকা দাও, আর তুমি কি দেবে বল?" আমি দেব—আমি দেব? আমি—আমি—আমি—আমার ভারী দায়টা! দূর, যত বেটা ভোম্বোল দাস "কন্যাদায়, কন্যাদায়" ক'রে পাগল! কন্যাদায় কিসের রে? হিন্দুধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম! শাস্ত্রের মুখে আগুন, মনুর মাথায় মুড়ো ঝাঁটা,—হিন্দুধর্ম্ম করেছেন! ও তো উড়নচণ্ডী ধর্ম্ম, খালি খরচ—খালি খরচ! এ বুদ্ধি আমার আগে হয়নি, খালি খরচ ক'রে মরেছি। এই তো দিলুম না বে, নে বেটা, কে টাকা নিবি নে? যদি বে দিই—হায়েষ্ট বিডারে;—বড় মেয়ে, সুন্দরী, মাষ্টার লেখা-পড়া শিখিয়েছে; জাত খোয়ালে কত বেটা নীলেমে ডেকে নেবে।

নেপথ্যে—জয় রাধেকৃষ্ণ, এই কাণা আতুরকে একমুঠো চাল দাও বাবা।

হল। কে রে বেটা—কে রে বেটা? বেরো বল্‌ছি।

(বালিকা কন্যাসহ জনৈক কাণার প্রবেশ)

গীত।

আমার হবে না বিয়ে আমার হবে না বিয়ে।
বেড়াব ভিক্ষে ক'রে দুই বাপে ঝিয়ে॥
যার বাপ বুড়ো—কাণা, তার বিয়ে ক'ত্তে মানা,
যাব হেসে খেলে একটী পয়সা পেলে,
তাই নিয়ে,—
কে দাতা আছিস্, তারে আশীষ দিয়ে॥

হল। একেবারে ঘরের ভিতর? আবার একটা মেয়ে সাজিয়ে গান গাওয়াচ্ছে; জানিস্ বেটা, আমি অশ্লীল হয়েছি, আমার সামনে মেয়েমানুষের গান?

কন্যা। সমস্ত দিন খাইনে, কিছু দাও বাবা।

হল। খাওনি? খাওনি তা আমার কি?—

কাণা। দাও বাবা, কিছু দাও বাবা, এই কাণা বাবা।

হল। পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা! বেটা কাণা খোঁড়ার এক গুণ বাড়া, ভিক্ষে কত্তে এসেছে! বেটা, বেরো বল্‌ছি।

কাণা। অন্ধ নাচার বাবা, পয়সা কড়ি চাইনে—একমুঠো চাল।

হল। চাল—চাল! চাল পয়সা নয়, চাল অমনি আসে? পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা; এক বেটার দেখা নেই, আর সে দিন রাস্তায় একজোড়া ছেঁড়া জুতো প'ড়েছিল, পায়ে হয় কি না দেখ্‌ছিলুম, আর বত্রিশ বেটা অমনি আতুসী কাঁচ জ্বালিয়ে "কোন্ হ্যায় কোন্ হ্যায়" ক'রে ঘিরে দাঁড়ালো।

কাণা। গিন্নী মা—

হল। গিন্নী মা তোর বাবা।

কাণা। রুক্ষ মুখ কর কেন বাবা, অমনিই ফিরে যাচ্ছি।

হল। কোম্পানীর আইন জানিস্ বেটা, ভিক্ষে কল্লে জেল হয়; বেরো, নইলে আমি নিজে টেনে নিয়ে গিয়ে থানায় দেব।

কাণা। আচ্ছা বাবা, তোমার ভাল হোক্, চল্লুম। (স্বগত) গুওটা কি পাষণ্ড গা, একমুঠো চালের জন্যে এলুম, পাহারাওয়ালা ডাকে, উচ্ছন্ন যা—উচ্ছন্ন যা!

হল। বেটা, বিড়ির বিড়ির বক্‌ছিস্ কি? বেরো, কাণা সেজে জুচ্চুরি!

কাণা। ভগবান্ তোমায় এমনি জুচ্চুরি ক'ত্তে দিন।

[প্রস্থান।

(দয়াময়ীর প্রবেশ)

দয়া। হ্যাঁগা, আবার কার সঙ্গে বকাবকি হচ্ছিল?

হল। এই দেখ না, এক বেটা কাণা এয়েছেন ভিক্ষে ক'ত্তে; কাণা হয়েছেন তো মাথা কিনেছেন!

দয়া। তাই বুঝি গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলে? একমুঠো চাল দিলে সর্ব্বনাশ হয়ে যেতো?

হল। ওঃ! বেটী আমার কি রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মেয়ে গো! মুঠো মুঠো চাল দেবেন, কাঙ্গালী ভোজন করাবেন; অমন উড়নচুড়ে মেয়ে তোর বাপ আমার ঘরে দিয়েছিল কেন? তারক প্রামাণিকের সঙ্গে বে দিতে পারেনি?

দয়া। আমার কুষ্ঠীতে যে লেখা ছিল, চামার স্বোয়ামী হবে; মুখে আগুন, মুখে আগুন, খরচ হবে ব'লে বুড়ো ভাগ্নীকে থুব্‌ড়ো ক'রে রাখ্‌লে, বাপ-পিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ কল্লে! পোড়া কপাল, কার জন্য গেরো দিচ্ছ? ভোগ কর্‌বে কে? তোমার বরাতে পেটে কি আমার একটা হলো?

হল। আমি ভোগ কর্‌বো, তোর বাবা ভোগ কর্‌বে; পেটে একটা হলো না ব'লে আপশোষ হয়েছে—না? গণ্ডা গণ্ডা হ'লে খুব রাশ রাশ গেলাতেন, আর আমার মাথা খেতেন।

দয়া। তোমার মাথা তুমি আপনিই খাচ্ছ, এই মধু বামুন দেখা-সাক্ষাৎ জিনিস-গুলো রেখে গেল, আর চক্ষু-লজ্জার মাথা খেয়ে স্পষ্ট উড়িয়ে দিলে গা! যা ইচ্ছে কর গে, যে আগুনে হাত দেবে, আপনি পুড়্‌বে। এখন আমায় কিছু খরচ দাও, এই অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন কলসী উৎসর্গ কত্তে হবে।

হল। কি—খরচ? কি—কি—কি কত্তে হবে?

দয়া। কলসী উৎসর্গ—কলসী উৎসর্গ, কাণের মাথা খেয়েছ?

হল। দড়ী ঘরে আছে কি? তা হ'লে না হয় আধ পয়সা দিয়ে একটা কলসী কিনে দিচ্ছি, একদম কিছু খরচ হয়ে যাক্; একেবারে নিশ্চিন্ত হই।

দয়া। ন্যাকাপনা রেখে দাও, তোমার কাছে যে বেশী চায়, সে বেহায়া; একটা টাকা ফেলে দাও, তাতেই সব সেরে নেব এখন।

হল। এক টা—কা!—ষো—ল—আ—না, চৌ—ষ—ট্টী—প—য়—সা! দে বেটি দে—আমার গলায় ছুরী দে, তোর যা মনে আছে, তাই কর্, তাতেও আমার লাভ; একবেলা খাবি, হবিষ্যি কর্‌বি, তাতেও আমার লাভ; সিকি খরচায় সংসার চল্‌বে।

দয়া। বৎসরান্তে বাপ-মাকে একটু জল দেব মনে করেছি, তাতেও তোমার মাথায় চাল ভেঙ্গে পড়্‌লো?

হল। বাপ-মাকে জল কি? মরা গরুতে ঘাস খায়?

দয়া। আপনার মত সবাইকে দেখ কেন ? আমার বাপ-মা ভাগাড়ে যায়নি, মরা গরু নয় ; সাধু মানুষ, স্বর্গে গেছেন।

হল। তা স্বর্গে কি মরুভূমি হয়েছে না কি যে, তুমি না দিলে এক ছটাক জল জুটবে না ? আর যদিও একটু জলের জন্য ভূত হয়ে আস্‌তে হয়, এই তো গঙ্গার জল টলটল কচ্ছে, মোড়ে মোড়ে কল রয়েছে, এক গণ্ডুষ খেতে পারে না ? ও সব পুরুত বেটাদের কারসাজী, খালি পয়সা মার্‌বার ফিকির। যাচ্ছে—যাচ্ছে, উচ্ছন্ন যাচ্ছে. হিন্দুধর্ম্ম এই খরচের জন্যই উচ্ছন্ন যাচ্ছে।

দয়া। তোমার অধর্ম্ম নিয়ে তুমি পচে মর, এখন আমায় দেবে কি না বল ?

হল। আমা হতে হবে না, আমার কিছু নেই ; খরচের ভয়ে কাছা দিয়ে কাপড় পরিনে, আমি একটা টাকা দেব! এক—টা—কা! তুমি তাই ভাঙ্গিয়ে খরচ করবে, বামুনকে দেবে ? তুমি গলায় ছুরী দিতে পার, মানুষ খুন কত্তে পার।

দয়া। দেবে না—দেবে না ? আচ্ছা, আমিও "যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর" ওষুধ জানি। চাল-ডাল ঘরে যা আছে, সব ভুজ্যি সাজিয়ে দেব, এই নথ দক্ষিণে দেব, দেখি তুমি কি কর ?

হল। পুতে ফেল্‌বো—পুতে ফেল্‌বো—

দয়া। ফেল না দেখি, আমি লুটিয়ে দেব ; এই চল্লুম।

হল। খবরদার—খবরদার—

দয়া। আমি কোন কথা শুনবো না।

হল। ওরে, আমি ম'রে যাব, তোর পতি-হত্যার পাতক হবে, সত্যি ম'রে যাব ; ওরে, তুই জানিস্‌নি—জানিস্‌নি, সেই যে গল্পের রাক্ষসীদের প্রাণ যেমন ভোমরা-ভোমরীর ভিতর থাকৃতো, আমার প্রাণ তেমনি ঐ সিন্দুকের ভিতর আছে ; খরচ কর্‌বি আর আমায় মার্‌বি।

দয়া। পয়সা খরচ কল্লে মানুষ মরে না, আমার ঢের দেখা আছে।

হল। আমার কথা শোন্‌, তোর পায়ে পড়ি—বুক চিরে রক্ত দি ; এক কর্ম্ম কর, খুঁজে পেতে চারটে পয়সা দিচ্ছি, তার ভিতর সেরে নে।

দয়া। চার পয়সায় কলসী উৎসর্গ ?

হল। ওরে, বুঝে কত্তে পাল্লে হয় রে, বুঝে কত্তে পাল্লে হয়, বাবার আদ্যশ্রাদ্ধ আমি আট আনায় সেরেছিলুম ; দু পয়সায় নৈবেদ্য, এক পয়সা দক্ষিণে, আধ পয়সা বস্ত্রের মূল্য, আধ পয়সা কলসী, জল কলে আছে, অঢেল হয়ে যাবে।

দয়া। উচ্ছন্ন যাও—উচ্ছন্ন যাও, তুমি উচ্ছন্ন যাও, তোমার বুদ্ধিও উচ্ছন্ন যাক্‌ ; আমার যা খুসী, তাই কর্‌বো, দেখি তুমি কি কর।

হল। ওরে, যাস্‌নে—যাস্‌নে, শোন—শোন ও গিন্নী—দয়াময়ি, লক্ষ্মী ধন আমার, ওরে, এ বয়সে আত্মহত্যা করাস্‌নে ; খুন হব, খুন হব, গলায় দড়ী দেব,—ওরে, সত্য বল্‌ছি, পয়সা থাকৃলে আফিং কিনে খেতুম।

দয়া। যেমন তুমি, তেমনি আমি, আমার বাপ-মাকে বৎসরান্তে একটু জল দিতে দেবে না ? দেখি—দেখি আজ তুমি কি কর ; আজ হাঁড়িকুঁড়ী বিলিয়ে দেব।

হল। থাম—থাম মা দুর্গা, কি কল্লে ? খুড়ি,—না না, ভুলে বলেছি, দুর্গা না—কেউ না—বাবা, বাবা তুমি কি ক'ল্লে ? এই দেখ মলুম, গলা টিপে মলুম।

দয়া। মর বাঁচ যা ইচ্ছে কর, বাপ-মার কাজ আমি কর্‌বোই—এই চল্লুম।

হল। গলা টিপে মলুম—গলা টিপে মলুম, তুই রাঁড় হবি, একাদশী কর্‌বি, মাছ খেতে পাবিনে।

(হাবার প্রবেশ)

হাবা। এ ও এ ও এ ও—আবা আবা আবা।

হল। ওরে গুওটা, তুই কোথা যাস্? বাড়ীতে যে সে ঢুক্‌ছে, পাওনাদার ঢুক্‌ছে, ভিখিরী ঢুক্‌ছে; কোথা গিয়েছিলি বল্? বল্—বল্ কোথা গিয়েছিলি?

হাবা। ইঃ ইঃ উঁঃ উঁঃ উউউ (ইঙ্গিত দ্বারা পৈতা, জপ, টিকি ইত্যাদি দ্বারা পুরোহিতকে প্রদর্শন)।

হল। কোথা?

দয়া। পুরুতবাড়ী—বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? আমি পাঠিয়েছিলুম।

হল। হুঁ—হুঁ পুরুতবাড়ী?—কে যেতে বলেছিল বেটা, কে তোকে বলেছিল?

হাবা। এউ—এউ—এঁ ইঁইঁইঁইঁ (গৃহিণীকে দেখান)।

দয়া। আহা, কি চাকরই রেখেছেন!

হল। ওরে আবাগের বেটী, এমন চাকর কি পাওয়া যায়? দুটী খা'বে প'র্‌বে বই মাইনে নেবে না, আর ঘরের কথা কোথাও বল্‌তে পার্‌বে না।

দয়া। পুরুত কখন্ আস্‌বে?

হাবা। আউ আউ আউ এ্যাঁ এ্যাঁ (ইঙ্গিতে সন্ধ্যা প্রদর্শন)।

দয়া। সন্ধ্যার পর?

হল। গিন্নি—দয়াময়ি! আর পুরুতে কাজ নেই, আমায় বাঁচাও খুন করো না; এলে পরে ব'লো, আমাদের অশৌচ হ'য়েছে, এ মাসে কলসী উৎসর্গ হবে না।

দয়া। মুখে আগুন, মুখে আগুন, ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিথ্যাকথা কব?

হল। বড্ড খরচ হবে গিন্নি, বড্ড খরচ হবে! এক—টা—কা! বাপ রে!

হাবা। এ্যা এ্যা বা বা বা এ্যাবা।

হল। যা যা বেটা, দরজার কাছে বস্ গে যা, চুণওয়ালা বেটা যদি টাকার জন্য আসে, তা ফিরিয়ে দিস্, বলিস্, আমি বাড়ীতে নেই।

হাবা। অউ অউ?

হল। চুণওয়ালা—চুণওয়ালা। (চুণকা)

হাবা। হেই হেই হেই (হাস্য) অউ অউ অউ আবা আবা আ।

দয়া। এখনও ভালয় ভালয় বল্‌ছি, টাকাটী ফেলে দাও, কলসী উৎসর্গ আমি কর্‌বোই—যেখেকে হোক্।

হল। গিন্নি—দয়াময়ি! আমার খানিকটে চামড়া কেটে নেও, টাকা কাকে বলে, আমি দেখিনে

দয়া। আচ্ছা, দেখেছ কি না আমি বুঝ্‌ছি, এই চল্লুম।

হল। ওগো, যেও না, যেও না, খুন হব, আত্মহত্যা হব।

হাবা। আউ আউ আউ—এই এই এই উ উ উ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুন্তলার কক্ষ।

কুন্তলা ও মন্মথ।

কুন্ত। আমি আজ পড়্‌ব না।

মন্ম। কেন পড়্‌বে না?

কুন্ত। না, আমি পড়্‌ব না।

মন্ম। কেন প'ড়্‌বে না?

কুন্ত। আমার আজ ভাল লাগ্‌ছে না।

মন্ম। তবে আমি বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেব

কুন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বেশ, দরজায় একখানা ভাঙ্গা বেঞ্চি আছে, ঘাড়ে ক'রে আস্থন, আমি দাঁড়াব এখন।

মন্ম। দেখ্ছি, আপনার জন্য একগাছা বেত কিন্তে হ'ল; আপনি বড় খারাপ ছোকরা হ'চ্ছেন।

কুন্ত। বেতের পয়সা তো মামা দেবেন, তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত আছি

মন্ম। কেন, আমি যদি নিজের পয়সা দিয়ে বেত কিনি?

কুন্ত। নিজের পয়সা খরচ ক'রে আগে আমার জন্য বুঝি বেতগাছটী কিন্বেন?

মন্ম। না না, একটু পড়ুন, ভূগোলখানা নিয়ে আস্থন।

কুন্ত। ভূগোল আর পড়্তে হবে না, পৃথিবী যে গোল, তা আমি অনেক দিন বুঝেছি।

মন্ম। তবে ব্যাকরণ আনুন।

কুন্ত। ব্যাকরণ এনে কি কর্বো? আমার সন্ধি-বিচ্ছেদ তো হ'য়েই আছে

মন্ম। তবে শ্লেট নিয়ে আস্থন, অঙ্ক কস্থন।

কুন্ত। কি অঙ্ক কস্বো?

মন্ম। ভগ্নাংশ।

কুন্ত। আমি নিজেই ভগ্নাংশ, তার আর কস্বো কি?

মন্ম। আপনি বড় বাচাল।

কুন্ত। নারী-জন্মের কোন চাল আমার নাই, একটু বাচাল হ'ব না?

মন্ম। বস্থন বস্থন।

কুন্ত। কোথায় ব'স্বো?

মন্ম। বস্থন না, এই আমার কাছে।

কুন্ত। আপনার কাছে? না, আপনার কাছে বস্বো না; আপনি স্ত্রীলোক স্পর্শ করেন না, আমি কাছে বস্লে আপনার ব্রত-ভঙ্গ হবে।

মন্ম। আপনার সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক, আপনি কাছে বস্লে ব্রতভঙ্গ হবে না।

কুন্ত। আমার সঙ্গে আবার কি সম্পর্ক? আমার কারুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

মন্ম। আপনার সঙ্গে শিক্ষক ছাত্রী সম্পর্ক নেই?

কুন্ত। আমি যদি আপনার ছাত্রী, তা হ'লে কোন্ শাস্ত্রে আপনি আমাকে "আপনি" ব'লে কথা ক'ন?

মন্ম। ওটা কি জানেন, স্ত্রীলোককে মান্য ক'রে কথা ক'ইতে হয়, বিশেষতঃ আপনি নিতান্ত বালিকা নন, আপনার যৌব—এঁ্যা, বয়স একটু হ'য়েছে।

কুন্ত। (সহাস্যে) হো হো, আমার বয়স হ'য়েছে, মাষ্টার মশাই আমার কুষ্ঠী দেখেছেন, আমি বুড়ো হ'য়েছি, এই দেখুন, আমার চুলগুলো পেকে গেছে, দাঁত পোড়ে গেছে। চোখে দেখ্তে পাইনে; এই দেখুন, কোথা যাচ্ছি—কোথা যাচ্ছি, কিছু দেখ্তে পাচ্ছিনি; আপনি কোথায়, ও মাষ্টার মশাই! স'রে দাঁড়ান—যেন ঘাড়ে প'ড়ে যাইনে; আর চল্তে পারিনে, এইখানে কোথাও ব'সে পড়ি, দেখ্বেন—আপনি এখানে নেই তো? থাকেন তো স'রে যান, নইলে কোথায় বস্তে কোথায় ব'স্বো

মন্ম। বস্থন বস্থন, এইখানে বস্থন।

কুন্ত। না, আমি আপনার কাছে বস্বো না, আপনি এখানে নেই তো—দেখ্বেন নেই তো, আমি বসি?

মন্ম। বস্থন না।

কুন্ত। না, আমি আপনার কাছে বস্বো না—আমি এইখানে বস্লুম। (পার্শ্বে উপবেশন)

মন্ম। (হাত ধরিয়া) এই তো, এই তো আমার কাছেই বসেছেন, আর তো পালিয়ে যেতে দেব না

কুন্ত। (জিব কাটিয়া) এঁ্যা! কি ক'ল্লুম—কি কল্লুম? দেখ্‌লেন, কাণা হ'লে কত বিপদ, ছিঃ ছিঃ! আপনি তো দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন, আমায় সাবধান ক'রে দিলেন না কেন? যান, আপনার সঙ্গে আমার আড়ি।

মন্ম। আড়ি ক'র্‌বেন না, আমারও চক্ষু ছিল না, আমিও অন্ধ হয়েছিলুম।

কুন্ত। আপনি কিসে অন্ধ হ'লেন? ও—ও কি ইন্‌ফু ইন্‌ফু—

মন্ম। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

কুন্ত। হাঁ হাঁ, তারই মত ছোঁয়াচে রোগ?

মন্ম। ইংরেজীতে কাণা কাকে বলে জানেন?

কুন্ত। জানি, এ ব্লাইণ্ড ম্যান—এক কাণা মনুষ্য,—হয়নি?

মন্ম। না না, সে কাণা নয়; ইংরেজীতে কিউপিডকে কাণা বলে।

কুন্ত। কে সে?

মন্ম। কিউপিড,—আমাদের বাঙ্গালায় যেমন রতিপতি, প্রণয়ের দেবতা।

কুন্ত। সাহেবদের প্রণয়ের দেবতা বুঝি কাণা? তবে আপনি কি ইংরেজী রতিপতি?

মন্ম। কুন্তলা—

কুন্ত। নাম ধ'রে ফেল্লেন? ছিঃ ছিঃ! গঙ্গাজল স্পর্শ করুন, গঙ্গাজল স্পর্শ করুন।

মন্ম। কুন্তল'—কুন্তলা—কুন্তলা—

কুন্ত। এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—কেন—কেন?

মন্ম। কুন্তলা—কুন্তলা—

কুন্ত। কি বল্‌ছেন—কি বল্‌ছেন? সত্য সত্যই কি আমায় বুড়ী ঠাউরেছেন? শুন্‌তে পাচ্ছি যে, আপনাদের কাণা রতিপতির কাছে চৌদ্দই কি বুড়ী হয়?

মন্ম। কুন্তলা! তোমার নৈহাটীর কথা মনে পড়ে?

কুন্ত। মনে পড়্‌বে না কেন, পাঁচ বৎসরের কথা বই তো নয়?

গীত।

সেই নৈহাটীর ঘাটে—ব'সে পৈঠের পাটে,
খেলা ক'রেছি ফুল ভাসিয়ে জলে।
আহা সেথা গঙ্গা কেমন চলে ঢ'লে॥
সেথা আমের ডাল্‌টী কেমন মধুর দোলে,
সেথা ঘুমুতেম ওগো মায়ের কোলে॥
(আবার) কথা ছিল বিকিয়ে রবো পায়ের তলে
পরিয়ে ফুলের মালা তা'রি গলে॥
সে আমার বর যে ভাই,
তার নাম যে ক'ত্তে নাই,
এখন সুধু স্বপন দেখি, সে সব গিয়েছে চ'লে॥

মন্ম। মিত্তিরদের ভুবোর নাম কখনও শুনেছিলে?

কুন্ত। আজ আর আমি পড়্‌বো না, রান্না-ঘরে মামীর কাছে যাই।

মন্ম। না না, বসো, বসো, বল না সে সব মনে পড়ে—নৈহাটীর ভুবোকে?

কুন্ত। ও সব কি কথা?—আপনি আমায় কি পড়া পড়াচ্ছেন?

মন্ম। দেখ, তুমি জান, সেই ভুবোর সঙ্গে বে দিবেন ব'লে তোমার মা সত্য ক'রেছিলেন। ধর্ম্মত তুমি তাঁর স্ত্রী।

কুন্ত। যাঁকে আমি কখন চোখে দেখিনি, আমি তাঁর স্ত্রী। ও সব কথা আমায় কখন ব'ল্‌বেন না; মামা আমায় পরমপবিত্র কুমারী-ব্রত নিতে বলেছেন, আমি মেমেদের মত আশী বৎসর পর্য্যন্ত মিশিবাবা থাকুবো।

মন্ম। তোমার কি বিবাহ ক'ত্তে—সংসার ক'ত্তে সাধ হয় না? তোমার প্রাণে কি প্রণয় নেই?

কুন্ত। আমার সাধ হোক্,বা না হোক্, তাতে কি হ'বে? আমি তো আপনাকে ব'লেছি, মা তাঁর টাকা আমার স্বামীর জন্য রেখে গেছেন, মামার বড় লোভ, সে টাকা ছাড়্‌বেন না; আমার যিনি স্বামী হবেন, তিনি সে টাকা না

পেলে আমি বিবাহ করবো না ; মামার মতেই মত।

মন্ম। আমার টাকা চাইনি কুন্তলা, আমার পৈতৃক যা আছে,যথেষ্ট চ'লবে ; আমি এতদিন বলিনি- আমিই সেই ভুবো—তুমি আমাকে বিবাহ কর ; তোমার মামা কৃপণ—অর্থলোভী। চল, আমরা গোপনে চলে গিয়ে বিবাহ করি।

কুন্ত। এ্যাঁ—ছি ছি, কি লজ্জা—কি লজ্জা ! আমার বর ?—ও মা, কি ঘেন্না !—বর মাষ্টার হয়েছিল ? ছি ছি! কত বেহায়াপনা ক'রেছি, কত ফাঁস কথা ক'য়েছি।

গীত।

সোণার টোপর মাথায় দিয়ে,
লুকিয়ে ছিলে কোন্ বনে।
আজকে হঠাৎ হ'লে উদয়, দাসীর হৃদয়-গগনে॥
(আমার বর—আমার বর—ওগো আমার বর!)
ছিলুম যবে বালিকা, ছোট্ট কচি কলিকা,
নিয়ে কে জানে কি তুলিকা—
এঁকেছিলুম তোমায় আমি এই মনে
(এই মনে—এই মনে—বুঝ্‌লে আমার বর ?)
শেষ তৃষ্ণার সময় মাষ্টার মশাই,
তোমায় আমি হৃদে বসাই,
এখন দেখ্‌ছি আলো হ'লো ভাল—
আমরা সেই ছেলে-বেলার বর-ক'নে॥
(কেমন ঠিক না ?—কেমন ঠিক না ? ও আমার বর)

মন্ম। কুন্তলা—কুন্তলা—কুন্তলা—

কুন্ত। এ্যাঁ—এ্যাঁ—এ্যাঁ, বর কি এখনও আমায় বুড়ী ঠাওরাচ্ছে ?

মন্ম। কুন্তলা ! তোমায় না পেলে আমি বাঁচ্‌ব না ; আমাকে বিবাহ কর, চল আমরা গোপনে চ'লে যাই।

কুন্ত। যদি কেউ কখন আমার স্বামী হয়, সে তুমি ; কিন্তু মামা যে আমার স্বামীকে ফাঁকি দেবেন, তা আমি সহ্য ক'ত্তে পারবো না। আমি পণ ক'রেছি, টাকা আদায় ক'ত্তে পারি ভালই, নইলে যেমন আছি, তেমনি থাক্‌বো, কোন সাধে কাজ নেই, এমনই মরবো।

মন্ম। তারও এক ফিকির ক'রেছি, যদি তুমি আমার কথামত চল

কুন্ত। মাষ্টার মশাই, তুমি আমার বর, ক'ত্তে কি বুরের কথা ছাড়া চলে ?

মন্ম। কুন্তলা—কুন্তলা—কুন্তলা—প্রিয়ে—প্রিয়ে !

কুন্ত। নাথ—নাথ ! মাষ্টার মশাই—মাষ্টার মশাই !

মন্ম। চল কুন্তলা, আমরা পালাই চল, বিবাহ ক'রে আমরা দুজনে নৈহাটীতে আমার বাড়ীতে সুখ-স্বচ্ছন্দে থাক্‌বো। টাকায় তোমার কাজ কি ? এ বাড়ীতে আর তোমার থেকে কাজ নেই ;

কুন্ত। তেল দাও, সিঁদুর দাও, ভবী ভোল্‌বার নয় ; মার আজ্ঞা—টাকা সুদ্ধ আমায় দান ক'রে গেছেন, আমি অমনি তোমার গলায় পড়্‌বো না

মন্ম। এ কি তোমার বাই ?

কুন্ত। বিদঘুটে—

মন্ম। আচ্ছা, (Nothing is unfair in Love and War.) রণে প্রেমে কিছুতেই দোষ নেই ; ভাল, যদি কোন ফিকিরে তোমার মামার কাছ থেকে টাকা আদায় করা যায়, তা হ'লে আমি যা ব'ল্‌বো—করবে ? আমার সঙ্গে লুকিয়ে যাবে ?

কুন্ত। তা হ'লে তোমায় দেখ্‌লে আমি ঘোম্‌টা দেব, বুঝ্‌লে মাষ্টার—বর ?

মন্ম। এই সত্যি ?

কুন্ত। সত্যি—সত্যি—সত্যি ! তিন সত্যি ক'রে, যাব বরের গলা ধ'রে।

মন্ম। রাখ্‌বো হৃদয়ে আমি তোমায় আদরে। (আলিঙ্গন

নেপথ্যে হলধর।—ম্যাষ্টের! ম্যাষ্টের!

কুন্ত। মামা, মামা—ছাড়, ছাড়।

মন্ম। পড় পড়, যা হয় একখানা নাও না।

কুন্ত। (পুস্তক পাঠ) "আফ্রিকার অধিকাংশই অনুর্ব্বরা; গম যব ধান্য প্রভৃতি শস্য, এবং খর্জ্জুর, জলপাই, আঙ্গুর, কমলালেবু, সাগুদানা, নারিকেল, কাফি, ইক্ষু, গঁদ, তামাক, নীল উৎপন্ন হয়।"

(হলধরের প্রবেশ)

হল। ইস্, ম্যাষ্টের যে একেবারে লেখাপড়ার চীনেবাজার বসিয়েছ, ভাল ভাল, ও পড়া ভাল; পয়সা খরচ ক'ত্তে হয় না, কিন্‌তে হয় না, অথচ বাড়ীতে নানান রকম মেওয়ার নাম হ'চ্ছে। কি বই—বিদ্যাসুন্দর বুঝি? মালিনীর বেসাতী পড়াচ্ছ? বেশ বই—বেশ বই—অনেক জ্ঞানের কথা আছে,—

আট পণে কিনিয়াছি কাঠ আট আঁটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে আমি তাই আঁটি
খুন হ'য়ে গেছি বাবা চুণ চেয়ে চেয়ে।
শেষে ফুরাইল কড়ি আনিলাম চেয়ে॥

সত্যযুগ কি যুগই ছিল, দোকানীরা চাহিলেই জিনিস দিত; ভারতচন্দ্র তাই লিখে গেছে।

মন্ম। আজ্ঞে না, এ ভূগোল।

হল। ও সব এখন হ'য়েছে, বিদ্যাসুন্দরের নকল ক'রে ওরকম বই এখন ঢের হ'য়েছে। কামিনীকুমার আরও সব কি কি। বেশ বেশ, মেয়েদের লেখাপড়া আমি বড় ভালবাসি, ম্যাষ্টের, তুমি না জুটলে কুন্তীকে আমি নিজেই পড়াব মনে করেছিলুম, শুনে শুনে দাশুরায়ের পাঁচালী আমার মুখস্থই আছে, বই কিন্‌তে হতো না, মুখে মুখেই পড়িয়ে নিতুম। তুমি দাশুরায়ের পাঁচালী প'ড়েছ?—না প'ড়ে থাক তো প'ড়, বড় সুন্দর লেখা, অমন হনূপ্রকাশ আর কোথাও নেই।

মন্ম। কুন্তলা অনেক ভাল ভাল বই পড়েছেন, ওঁর বড় চমৎকার মেধা।

হল। সে ওদের বংশের দোষ, গুষ্টীই ম্যাদামারা; ওর বাপ শালা আদত আহাম্মুখ ছিল, মুচ্ছুদ্দিগিরী ক'রে হাজার দশেক বই টাকা রেখে যেতে পারেনি, আমি হ'লে সাহেবকে দেউলে নেপ্পাতুম। খালি বাজে খরচ করেছে,—এই দেখ না, ঘর বোঝাই করে কতকগুলো কাঠরা কিনেছে। কৌচ কেদারা এ সব কেন? কুন্তীকে বলি যে, ঐগুলো, আর ঐ যে সোণা-রূপো কতকগুলো পুরে আছে, ওগুলো তো ক্ষয়ে যাচ্ছে, বিক্রী করে টাকা আমার কাছে রাখ্, সুদে বাড়্‌বে কত।

কুন্ত। মামা, যা আছে, সেই সুদ থেকে আমায় কিছু দাও না, উল-টুল কিন্‌তে হবে, একটী পয়সা খরচ ক'ত্তে পাইনে

হল। দুর বেটি আহাম্মুক, সে যে জম্‌ছে—সুদের সুদ জম্‌ছে, ম্যাষ্টেরকে বল্ না, উল কিনে দেবে।

মন্ম। আচ্ছা আচ্ছা, আমি এনে দেব—আমি এনে দেব, প্যাটারনটা দেবেন, রং মিলিয়ে উল এনে দেব।

কুন্ত। আর মামা, আমার বিকেল বেলা মাথা ধরে, মাষ্টার মশাই একরকম তৈল একটু এনে দিয়েছিলেন, মেখে অনেকটা ভাল আছি, তাই আমাকে এক শিশি আনিয়ে দাও।

হল। কি তেল ম্যাষ্টের?

মন্ম। আজ্ঞে, কেশরঞ্জন তৈল।

হল। মহান্তর তেল উঠেছিল, আবার কলঙ্কভঞ্জন তেল উঠেছে; সেই কলওয়ালারা করে বুঝি—চীনের বাদাম-টাদাম দিয়ে?

মন্ম। আজ্ঞে না—এ আয়ুর্ব্বেদোক্ত তেল

হল। বেদের তেল! সে তো বাত ভাল হয়—মাথাধরার কি করবে?

মন্ম। আজ্ঞে, না, বেদে নয়, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের।

হল। বটে—কত ক'রে ?

মন্ম। এক টাকা।

হল। এক টাকা মোণ? সুবিধে আছে তো, রান্নাবান্নাও চল্‌তে পারে।

মন্ম। আজ্ঞে না, এক টাকা ক'রে শিশি—বড় উপকারী তেল।

হল। এক টা—কা ক'রে তেল কখন উপকারী হয় ? মাখিস্‌নি কুন্তী মাখিস্‌নি, চুল গুলা সব উঠে যাবে। তার চেয়ে এক সের রেড়ীর তেল আনিয়ে এক ফোঁটা পিপারমেণ্ট দিয়ে মাখিস্ দেখি, তাতে পেট-কামড়ানি মাথাধরা সব সেরে যাবে, আর চুল অমনি পাটে পাটে ব'সে যাবে।

কুন্ত। ও মা, রেড়ীর তেল মাখ্‌বো কি ? আর পিপারমেণ্ট খেলে পেটকামড়ানি সার্‌বে, মাথাধরার কি হবে ?

হল। তা না সারে না সার্‌বে, ও পোড়া মাথা একটু ধল্লেই বা ;—আধ ঘণ্টা প'ড়ে একটু ছটফট করিস্, তা হ'লেই সেরে যাবে। এই আধ ঘণ্টাটাক্ কষ্টের জন্যে এক—টা—কা—লাগাবি ?

নেপথ্যে পুরোহিত।—শীগ্‌গির লাও—শীগ্‌গির লাও—বিস্তর যজমানের বাড়ী যেতে হবে, বেলা ক'ল্লে চল্‌বে কেন গো ?

হল। ও কে ও, সেই ভট্‌চায্যি শালার গলা না ? মাগী বুঝি আমার শ্রাদ্ধ ক'চ্ছে ; সর্ব্বনাশ ক'ল্লে—সর্ব্বনাশ ক'ল্লে ; যাচ্ছি—যাচ্ছি, দাঁড়া বেটা, দাঁড়া বেটা।

[প্রস্থান।

মন্ম। কুন্তল ! যদি—মনে কর যদি—আমি ঠিক বল্‌তে পারিনি, কিন্তু যদি তোমার টাকা কোনমতে আদায় ক'রে দিতে পারি, তা হ'লে [illegible] নয়ত
তুমি আ[illegible]
[illegible]ভণ্ড, [illegible]াধম, ইঃ ইঃ
গেল। [সকলে

কুন্ত। কেন, এখন কি আমি তোমার পুরুষ আছি ?

মন্ম। তোমার সঙ্গে আমি কথায় পারি না—আমি সভায় বক্তৃতা করি—বিদ্যায় তর্ক করি—বন্ধুগণের সঙ্গে আমোদ রসালাপ করি, কিন্তু তোমার কাছে আমি একেবারে মুখ-চোরা হ'য়ে যাই, আমি কি হ'লুম,—তুমি আমায় কি ক'ল্লে !

কুন্ত। আমি আবার কি কর্‌বো ? তুমিই ভাঙ্‌ছো, তুমিই গড়্‌ছো, ছিলে মাষ্টার—হ'লে বর।

তুমি আমার বর,
আছ বর—থাক্‌বে বর,
কিন্তু বর না রাখ্‌লে পণ
কর্‌বো নাকো ঘর ;
জোর ক'রে বল্‌বো প্রাণকে
প্রাণ তুই এমনি প্রাণে মর্ ;
হ্যাঁ বর—সত্যই কি তুমি প্রেমে জরজর ?

নেপথ্যে দয়া।—ও কুন্তল !—কুন্তী—

কুন্ত। আঃ, রাত দিন কুন্তী—কুন্তী, আমি যাবো না, আমার খুসী।

মন্ম। কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। আমি যাইনি যাইনি—সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, পদ্মপলাশলোচন দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?

নেপথ্যে দয়া।—হ্যাঁলা কুন্তী, শুন্‌তে পাচ্ছিস্‌নে ?

কুন্ত। যাই বর—না না, আসি বর ?

মন্ম। চ'ল্লে ?—আবার কখন্ দেখা হবে ?

কুন্ত। যখন পাল্কী আন্‌বে।

মন্ম। সন্ধ্যার পর ?

কুন্ত। হ্যাঁ বর—হ্যাঁ বর—হ্যাঁ বর।

মন্ম। তবে যাই ?

কুন্ত। অলক্ষণে কথা দেখ—বল আসি।

মন্ম। আসি।

কুন্ত। ও কি ও, মুখে কই হাসি ?—হাস, হাস।

মন্ম। তুমি হাস।

কুন্ত। আমি তো হেসেই আছি, তুমি হাস।

মন্ম। আহা, কি মধুর হাসি!

কুন্ত। তুমি হাস—হাস, হাস্‌ছ না—হাস্‌ছ না?

মন্ম। এই যে হাস্‌লুম, তবে আমি আসি?

নেপথ্যে দয়া।—হ্যাঁলা ওলো কুন্তী!

কুন্ত। আসি গো আসি,
দেখো বর যেন শুকোয় না গো হাসি,
ডাকছে মামী—চ'ল্লো ওই শ্রীচরণের দাসী।

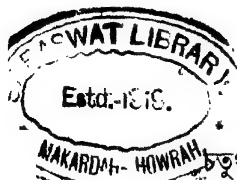
মন্ম। কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। এখন খেল্‌বো না ভাই, বাড়ী যাই।

[প্রস্থান।

মন্ম। প্রাণে আজ নূতন সুধা এলো—নূতন সুধা এলো, নূতন আলো! এ আলো চাঁদে নাই, অপ্সর-কাননে নাই, কবি-কল্পনার স্বর্গে নাই। নেবই নেব—যে ক'রে পারি নেব; কুন্তল ছাড়া আর থাকৃতে পারিনি, এ অন্ধকূপে কুন্তলকে আর রাখ্‌তে পারিনি। মধুখুড়ো না পারে, আমি আপনি টাকা দিয়ে ব'ল্‌বো, এই তোমার মামার কাছ থেকে আদায় করেছি।

[প্রস্থান।



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দরদালান।

পুরোহিত।

পুরো। ওরে হারামজাদা বেটা হাবা, নিয়ে আয় না, আজ এমন দেরী ক'ল্লে চলে?—আজ আমাদের মেইল্‌ডে; নিয়ে আয়—কলসীটলসীগুলো নিয়ে আয়, আগে থেকে সব গুছিয়ে সাজিয়ে রাখ্‌তে পারেনি?

(দুইটী কলসী লইয়া হাবার প্রবেশ)

হাবা। এ এউ এ্যাব—এ্যাউ এ্যা এ্যাউ।

পুরো। রাখ্‌ এখানে রাখ্‌, নৈবেদ্য নিয়ে আয়, ভুজ্যি নিয়ে আয়, গিন্নী কি ক'চ্ছেন? ডাক্‌ ডাক্‌, গিন্নী—গিন্নী, এই ঘোম্‌টা—নাকে নথ, বেটা ইসারাও বোঝে না।

হাবা। হ্যাউ—এ্যাউ—এ্যাউ।

[প্রস্থান

পুরো। চাকরও জুটিয়েছে ভাল, তা মিনি মাইনেয় অমন হাবা না হ'লে কে থাক্‌বে বল। মাগীর অনুরোধে এ বাড়ীর ক্রিয়া করান, নইলে মুখ দেখ্‌লে বোক্‌নো ফাটে। এমন যজমানের বাড়ীও আসে? ওগো, কোথায় গো—আন না, তোমার এই দুটো কলসীর জন্যে দিন কাবার করবো না কি? সেনেদের বাড়ীতে উনিশটা কলসী উৎসর্গ ক'ত্তে হবে, আজকের দিনটী কেমন।

(ভোজ্য ও নৈবেদ্য লইয়া গৃহিণী ও হাবার প্রবেশ)

দয়া। জ্যাঠা ঠাকুর! জানেন তো বাবা, আমার কি অদৃষ্ট, এও যে পেরে উঠ্‌বো, আমি মনে করিনি—জোর ক'রে যা ক'রেছি; অপরাধ নেবেন না।

পুরো। লাও লাও, শীগ্‌গির লাও—ব'সো, কই গঙ্গাজল কই? ওরে হাবা!

হাবা। এ্যাউ—ব্যাউ—ব্যাউ।

পুরো। ওরে বেটা গঙ্গাজল—গঙ্গাজল জল—ঢক ঢক ঢক ... তেল! সে ...

দয়া। এই ... খাবরারি কি কর্‌বে?

ভাঁড়ে ...

মন্ম। আজ্ঞে, না, বেদে নয়, কবিরাজ ...গন্দ্রনাথ সেনের।

পুরো। অপবিত্র পবিত্রো বা—

দয়া। অপর বাত্তির পা'বুিত্তির ধোপা।

পুরো। হ'য়েছে হ'য়েছে—সর্ব্বাবস্থাং গতোপি বা।

দয়া। সবার বস্তাং—কি বল্লে?

পুরো। গতো পিবা।

দয়া। গাতো পেবা।

পুরো। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষ।

দয়া। যাচ্ছি রেতে পুঁটুরী খ্যাক্য।

পুরো। স বাহ্যাভ্যন্তরে স্তুচিঃ।

দয়া। সরভাজাতে ভাঁড়ার।

(হলধরের প্রবেশ)

হল। হুঁ হুঁ হুঁ।

পুরো। এই আচমন করালেম, আপনার সহধর্ম্মিণীর মহাকার্য্য করিয়ে দিচ্ছি; আর আপনি ত ডাকেন ডোকেন না।

হল। বলি, ব্যাপারটা কি ভট্‌চায?

পুরো। কলসী উৎসর্গ—কলসী উৎসর্গ, পিতামাতাকে জলদান।

দয়া। তুমি যাও যাও, আমি এখন কাজ সেরে নি।

হল। আমায় লুকিয়ে পুরুত ডেকে আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে ঠিক ক'রেছ? দেদার খরচ ক'চ্ছো, তোমার পুণ্যি প'ড়েছে?

পুরো। মহা পুণ্যদিন,—অক্ষয় তৃতীয়া, সত্যযুগাদ্যা, ভোজ্য সহিত জলপূর্ণ ঘটদানে সূর্য্যলোকগমনফল, স্নানদানে অনন্ত পুণ্য-প্রাপ্তি; শিবগঙ্গা কৈলাস হিমালয় ভগীরথ পূজা যবৈর্হোমঃ।

হল। এখন তুমি থামঃ।

পুরো। বিষ্ণুপূজা যবদান অনধ্যায় মহাফলং শক্তু দানং জলপূর্ণ ঘটদানঞ্চ দক্ষিণে আর কি?

পুরো। নরকে যা—নরকে যা, পাপী বেটা, নরাধম, ইঃ ইঃ ইঃ, ব্রাহ্মণের মস্তকটা গেল। [সকলের প্রস্থান।

———

মনে ক'রেছ কি, এই চাল ডাল কাপড় পয়সা-গুলো নিয়ে যাবে?

দয়া। চুপ কর না।

হল। চোপরাও হারামজাদী!

দয়া। কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি বাপ-মাকে জল দিচ্ছি, তুমি আমায় সেই বাপ-মাকে গাল দিয়ে কথা কও?

হল। বাপ-মাকে জল দিচ্ছি! আমি এত মানা কল্লুম, শোনা হ'ল না বুঝি? হাবা!—

হাবা। এ্যাও।

হল। ফেলে দে ত বেটা সব।

দয়া। পাগল হ'য়েছ না কি?

পুরো। আপনিও কিরূপ বল্‌ছেন?

হল। বল্‌ছি, যদি একটু বেশী দেরী কর, তা হ'লে তোমার টিকিটি ছিঁড়্‌বো

পুরো। গিন্নি, এ কি অপমান? আমার কি আর যজমান নেই?

দয়া। খুব মুখে কালি পড়াচ্ছ! কালির তো আর বাকী নেই?

হল। বলি, এই সব জিনিসগুলো এই বামনাকে দিতে হবে?

দয়া। হবে না তো কি তোমার শ্রাদ্ধ ক'ত্তে হবে?

হল। ভট্‌চায, জান, আমি ধর্ম্মকর্ম্ম মানিনে ত্যাগ ক'রেছি, আমার বাড়ীতে বুজরুকী?

পুরো। যজমান তো আমার লেই, তাই তোমার বাড়ীতে ক্রিয়া করান! গিন্নীর অনু-রোধে এসেছিলাম, এই লাও সব প্যাচ্ছাব ক'রে দি।

দয়া। জ্যাঠা ঠাকুর, রাগ ক'র্‌বেন না, জ্যাঠা ঠাকুর রাগ ক'র্‌বেন না, ও মিন্‌ষে ক্ষেপেছে।

পুরো। আরে লাও লাও, এমন বাড়ীতে থানেয়া ক'রাতে চাই না, প্যাচ্ছাব ক'রে দি ঠিক কথা—'রে দি; আমার কত যজমান দেখালে বিশ্বাস ক

দয়া। জ্যাঠা ঠাকুর, তুমি তাড়াতাড়ি মন্ত্র দুটো পড়িয়ে দাও, আমার বাপ-মা জল পা'ক।

পুরো। লাও লাও, বল, অদ্য বৈশাখে মাসি শুক্ল পক্ষে—

হল। হলধর হালদারের চাল-ড়াল আমার ঘরে আসুকং—

দয়া। আহা, কেন বিরক্ত কর গা? জ্যাঠা ঠাকুর, মন্ত্রকটা ব'লে দাও, যাও না তুমি বাইরে।

হল। আচ্ছা দেখি কতদূর হয়।

দয়া। আপনি মন্ত্র বলুন।

পুরো। অক্ষয় তৃতীয়াং তিথৌ, এবাং জল-পূর্ণঘটং সবস্ত্রভোজ্যং কাঞ্চনমূল্যং দক্ষিণায়াং মহেশ ঠাকুরকে দিলুম। লাও এই ফুলটা নিয়ে কলসীর উপর ফেলে দাও।

হল। আরো কিছু আছে না কি?

দয়া। একটু চুপ ক'ত্তে পার না?

পুরো। বল, সর্ব্বদেবতায়াং প্রসন্নো ভব, পিতৃমাতৃ তৃপ্ত্যর্থে ময়া জলদানং কুরু, ইতি অক্ষয়ং তৃতীয়াং ব্রতং সফলং ভবেত, ভোজ্য বস্ত্র কাঞ্চন জলং পুরোহিতে দদে। প্রণাম কর—দক্ষিণে দাও।

দয়া। এই বাঁচিয়ে বুঁচিয়ে চার আনা রেখেছিলুম, এই নিয়েই আশীর্ব্বাদ করুন।

হল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এই সব সহ্য করবো? চা—র—আ—না পয়সা দিবি, আবার এই সব? হাবা!

হাবা। এ্যাঁউ—এ্যাঁউ—এ্যাঁউ?

পুরো। বড়ই অল্পে সার্লেম—এক ঘণ্টা কর্ম্মভোগ, সমস্ত বিক্রয় ক'রেও একটা টাকা হবে না।

হল। মনে করেছ কি সব নে যাবে? হাবা, আমি হাত ধরে রেখেছি. হাবা, নিয়ে কলসী।

দয়া। কি—তোমার ক'ল্লে চলে?— ড; নিয়ে আয়— ভাঁড়ে ত তত বড় কথা!—আমার বাপ মার জল তুমি নষ্ট করবে?

হল। করবো না তো কি? লাথী মেরে কলসী ভেঙ্গে দেব; হাবা, বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে? —কলসী তোল্, ভাঙ্।

হাবা। আঁও আঁউ ইঁ। (কলসী ভাঙ্গিতে উদ্যত)

দয়া। হাবা, ঝেঁটিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব, কলসীতে হাত দিস্‌নে বলছি।

হল। ভেঙ্গে ফেল্—ভেঙ্গে ফেল্, ধর্ম্মের মুখে ছাই, খালি খরচ—খালি খরচ!

পুরো। আমি অভিসম্পাত করবো—অভিসম্পাত করবো।

হল। বামনা! এই তোর টিকি ধরে ছিঁড়বো—কি করবি কর্; জিনিসপত্র সব তুলে নে, কলসী দুটো ভেঙ্গে দে—দে হাবা দে—না না, থাক্ থাক্, ভাঙ্গিস্‌নি, ভাঙ্গিস্‌নি।

দয়া। আহা, তোমার সুমতি হোক।

হল। ভাঙ্গিস্‌নি, জল ফেলে কলসী দুটো ঐ দোকানে দিয়ে একটা পয়সা আন্, আমি ধ'রেছি বামনার টিকি।

পুরো। ওরে পাষণ্ড, ছাড়—ছাড়।

দয়া। সর্বনাশ কল্লে—সর্ব্বনাশ কল্লে! ও মুখপোড়া, মানুষের চামড়া কি তোর গায়ে নেই?

হল। জোচ্চোর বেটা বামনা! আমার এক মাসের খরচ লুটিয়ে নিচ্ছিস্; নে যা হাবা, এ্যাঁ এ্যাঁ, ভেঙ্গে ফেল্লি? তা যাক্ বেশ ক'রেছিস্ ভেঙ্গেছিস্,—একটা পয়সা হ'তো। এ কি! সব জল তোমার বাপ-মা গিলেছে? বিকারের তৃষ্ণা না কি?

দয়া। মুখপোড়া যেমন মনিব, তেমনি চক চক। ... তেল! সে

দয়া। এই ...খাবরারি কি কর্‌বে?

মন্ম। আজ্ঞে, না, বেদে নয়, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের।

হল। ওটা ভাঙ্‌—ওটা ভাঙ্‌।

দয়া। বেটা, করিস্ কি—করিস্ কি? ওটা বাবার।

হল। তোমার বাবার বাবার হ'লেও রাখিনে; বামনা বেটা, আমার বাড়ীতে জুচ্চুরি!

দয়া। খবরদার, কলসী দেব না।

হাবা। এঁ্যাও এঁ্যাও এঁ্যাও।

দয়া। এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা বেটা, ছুঁস্‌নে বল্‌ছি।

হল। বামনা, তোর টিকি কাট্‌বো, হাবা ভাঙ্‌।

পুরো। ওরে ছিঁড়ে গেল—ছিঁড়ে গেল—হাত ছেড়ে দে, বেটা নরকে যাবি।

দয়া। কলসী ছাড়্ হাবা।

হাবা। আউ আঁউ আউ।

হল। ভেঙ্গে ফেল্—ভেঙ্গে ফেল্, আমি ধ'রে রেখেছি।

দয়া। ওরে, আমার কি সর্ব্বনাশ ক'ল্লে রে? ওরে, এমন ভাতার কাশীমিত্রির ঘাটে যায় না রে?

হল। তোমায় বেড়া আগুনে পোড়ায় না রে? অলুক্ষণে বেটী আমার মাথা খেলে, তিন চার সের চাল বিলিয়ে দিচ্ছে, এই জোচ্চোর বামুন বেটার পরামর্শে,—কেমন বেটা—হেইও (টিকি আকর্ষণ)

পুরো। ওরে গেলুম রে—

হল। মার্ টান—হেঁইও—

দয়া। মেরে লাথীতে মুখ ভেঙ্গে দেব।

হাবা। এঁও এঁও এঁও এঁই—ই—

(কলসী ভঙ্গ)

দয়া। ও মুখপোড়া, সর্ব্বনাশ ক'ল্লি!

হল। এইবার তো উপ্‌ড়িছি তোর টিকি।

পুরো। নরকে যা—নরকে যা, পাষণ্ড বে ধম, ইঃ ইঃ ইঃ, ব্রাহ্মণের মস্তকটা গেল

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

-:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বহির্ব্বাটীর গৃহ।

হলধর হালদার।

হল। হায় হায়, ভাব্‌ছিলুম, কি ক'রে কথাটা ফেলি, কারে দে যোগাড়টা করি?—নাঃ নিজেই নাপ্তিনী পাঠিয়ে আমায় ডাকাচ্ছে। কি বরাত—কি বরাত! আমার এখন শনির শেষ কি না, সব সুফল ফল্‌ছে, আচ্ছা দেখ্‌লে কি ক'রে? হাঁ হাঁ হয়েছে,—সে দিন বাজারের সাম্‌নে কপি-পাতা কুড়ুচ্ছিলুম, ওদের খড়খড়ির পাখী খোলা ছিল বটে, তাই সেইখান থেকে দেখেছে; তবে আমার চেহারাখানা এখন বেশ আছে। হায় হায়, একবার বাগিয়ে বস্‌তে পাল্লে হয়, বছরখানেকের ভিতর সব হাত ক'রে নেব, মায় গায়ের গহনাগুলি পর্য্যন্ত। নাপ্তিনী বেটী আবার তার নাপ্তে বেটাকে জোটাচ্ছে দেখ্‌ছি, সে বেটাও কিছু খাবে; গোড়ায় কিছু সাওখুড়ী দেখাতে বলে,—খান দুচ্চার গহনা আর নগদ হাজার খানেক টাকা ছাড়্‌তে হবে; বলে, তা হ'লে আপনার উপর খুব বিশ্বাস হবে। তা সত্যি—জল না দিলে কাণের জল বেরোয় না; যদি ফাঁকি পড়ি? তা হলেই তো সর্ব্বনাশ; ঈস্, আমায় ফাঁকি দেবে?—রাজ্যি সুদ্ধ ফাঁকি দিই আমি। ঐ মধুখুড়োর গহনা কখানা থামকা পাওয়া গেছে আর বিমলীর তিন হাজার টাকা থেকে হাজার খানেক টাকা—এই দেওয়া যাবে আর কি; ঠিক কথা—গোড়ায় একটু সরফরাজ না দেখালে বিশ্বাস কর্‌বে কেন?

(প্রদীপ হস্তে দয়াময়ীর প্রবেশ)

কে ও—কে ও রে?—আলো আনে কে? নে যা—নে যা; ওঃ! তাই বটে, আমার ঘরের লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ! নইলে এমন আর হিতৈষী কে? আমার ঘরে আলো?

দয়া। কি আপদ্ গা, ঘরে সন্ধ্যাটা দেখাবো না?

হল। সন্ধ্যা?—সন্ধ্যা ভগবান্ দেখাচ্ছেন, তুই আবার দেখাবি কি? বেটী সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে, কতটা তেল পুড়্‌ছে বল্ দেখি! আর ভাল ভাল পুরান কাপড়গুলো সল্‌তে পাকিয়ে নষ্ট ক'ল্লে! বটে, এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ?—এই ফুঃ (ফুৎকারে প্রদীপ নির্ব্বাণ।)

দয়া। বটে, দাঁড়াও; বাড়ীর ভেতর গিয়ে দশটা প্রদীপ জ্বেলে রাখ্‌ছি।

হল। না না, ছি ছি, তা কত্তে আছে? তুমি বোঝ না কেন বল দেখি? এই যে পয়সা-কড়ি বাঁচাই, এ কি আমার একার থাক্‌ছে? অমন ক'রে তেল নষ্ট ক'রো না, আর তেল কেনাই বা কেন? যত কলের পচা সরষে আর চীনের বাদাম ভাঙ্গা;—র'সো র'সো গিন্নি, তেলের কথা ব'ল্‌তে একটা মনে প'ড়ে গেল; আজ ঐ শ্যামা স্যাকরার দোকানে একবার তামাকটা টান্‌তে গেছলেম, একটা বড় মেওয়া রকমের তরকারীর কথা শুনে এলুম, কাল রাঁধ্‌বে?

দয়া। ঈস্, তাও ভাল, সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম যে, তোমার একটা ফরমাস্ ক'রে খাবার সখ হ'য়েছে শুন্‌লুম্।

হল। খাবার সখ আমার বরাবর, খেয়েই ফতুর; তবে মনের মতন হয় না ব'লেই ভাবি, দূর ছাই আর খাব না।

দয়া। কি তরকারীটাই শুনি।

হল। মেওয়া জিনিস গিন্নি—মেওয়া জিনিস! আহা, মনে ক'ত্তেই আমার জিবে জল আস্‌ছে। এই দেখ, এই যে গোল আলু আর এখন পটল উঠেছে, ঐ দুইয়েরই উপরকার সেই আসল জিনিসটে—ভারী মোলায়েম, যাকে আবাগের বেটা উড়োনচোড়েরা খোসা ব'লে ফেলে দেয়, সেই দুই না একত্র ক'রে বেশ ক'রে জল আছড়া দিয়ে মধ্যম জ্বালে ভাজা ভাজা ক'রে রাঁধ্‌লে,—উঃ, কি মিষ্টি—কি মিষ্টি! শরীরের তেজ বাড়ে কত! এক একটী খোসা এক একটী সের দুধের কাজ করে।

দয়া। ও কিপ্‌টে, এবারে খোসা চচ্চড়ি খাবে, তাই ঠাউরেছ? সাধে লোকে নাম মুখে আনে না।

হল। তুমি তৈয়েরি ক'রে খেয়ে দেখ দেখি কি জিনিস, আজকাল কলিকাতার বড়-মানুষদের বাড়ীতে খালি রাঙ্গা রাঙ্গা গোলাপী চালের ভাত আর ঐ মোগলাই ছিলকি চচ্চড়ি, তেল নুণ ছুঁইয়েছ তো সব মাটী—সব মাটী,—খালি জল আছড়া! খালি জল আছড়া! তুমি খোসার জন্য ভেবনা, আমি যোগাড় ক'রে এনে দেব।

দয়া। লোকের দরজা থেকে কুড়িয়ে? ঐ যা বলে ঠিক, ধন হ'লেই তো হয় না, ভোগ কর্‌বার বরাত চাই;—খাইয়ে আসনি, খাবে কোত্থেকে?

হল। গিন্নি! তুমি আমার মর্ম্মের ব্যথা যদি জান্‌তে, তা হ'লে আর অত ক'রে মুখনাড়া দিতে না। একবার বছর দশেক আগে বাজারে একটী আতা দেখে খেতে সাধ হয়েছিল, বাড়ী এসে বাক্স খুলে একটা পয়সা বের ক'ত্তে গেলুম, তা বুকের ভিতর যে কি ক'রে উঠ্‌লো, তা তোমায় বল্‌বো কি! ওঃ হো হো হো হো—পুত্রশোক কাকে বলে জানি না, কিন্তু এর চেয়ে যে বেশী বাড়া নয়, তা বেশ বুঝ্‌তে পারি; সেই অবধি লোভ হবে ব'লে আর বাজারে ঢুকি না, ঐ আশে পাশে যা প'ড়ে থাকে, তাই নিয়ে আসি। ওঃ ওঃ, ভাল

কথা—গিন্নি, ভেতরে যাও, এই নাপ্তে আস্‌বার কথা আছে, সুদ দিতে—সুদ দিতে !

দয়া। খাও খাও, ঐ সুদ খেয়ে খেয়েই পেট ভরাও।

প্রস্থান।

হল। তাই তো, নাপ্তিনী এত দেরী ক'চ্ছে কেন ? দাঁও ফস্‌কায় না কি ?

(ইচ্ছার প্রবেশ)

এই যে নাপ্তে দিদি, এত দেরী যে ? আমি ভাবছিলুম।

ইচ্ছা। আমরা কখন্ থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি——তোমার যে আর গিন্নীর সঙ্গে কথা ফুরোয় না ? (নেপথ্যে দৃষ্টি ও ইঙ্গিত।) ওগো, ভিতরে এস না।

(পরামাণিক-বেশে মধুখুড়োর প্রবেশ)

মধু। যা'বো কোথায় বাবু, ঘর যে অন্ধকার।

ইচ্ছা। বাবু, এই তোমাদের পরামাণিক, ওগো, দেখ দেখ, বাবুর চেহারাই দেখ, এই বয়সে কত লজ্জৎ।

মধু। ঘর যে অন্ধকার, প্রদীপ নাই কেন?

হল। পরামাণিক দাদা, কথাবার্ত্তা হবে বই তো নয়, হিসেব-পত্র দেখাদেখি নেই, ও উড়োনচুড়ে লোকের মত বাজে তেল পোড়ান কেন ?

ইচ্ছা। হোক্ না অন্ধকার, বাবুর চেহারা যে দপ্ দপ্ ক'চ্ছে, মুখখানা যে জ্বলছে।

মধু। ঠিক ঠিক, বা—বা, কি ভুরু !

ইচ্ছা। আবার চোকদুটী দেখেছ ? কেমন আড়নয়ন ! যেন মদনমোহন।

মধু। কি গোঁফ, যেন মা দুর্গার সিঙ্গী ; আমার ক্ষুরখানা নিস্‌পিস্ ক'চ্ছে।

ইচ্ছা। দেখ দেখ, বাবু হাস্‌ছেন, কেমন দাঁত—যেমন খই ফুট্‌ছে, ঠোঁট দুখানি যেন ফুটী ফেটে রয়েছে ; এ দেখে কি আর মেয়েমানুষ না ভুলে থাকৃতে পারে ? আমিই কেমন কেমন ক'চ্ছি।

মধু। বলিস্ কি নাপ্তিনি ! তবে চ'লে আয় ঘরে, এ কাজে কাজ নেই ; দু'শ টাকা দেবে ব'লেছে বই তো নয়, আমি ঢের দু'শ টাকা রোজগার ক'র্‌বো, শেষে কি তোকে খোয়াব ?

হল। ও পরামাণিক ভায়া—ও পরামাণিক ভায়া, তোমার নাপ্তিনী আমার মাসী হয় ; সুন্দরের ছিল মালিনী মাসী, আমার নাপ্তিনী মাসী, আমার সে স্বভাব নয়, তবে যে ব'ল্‌ছো ঐ ছুঁড়ীর কথা—কি জান, তুমিও তো বোঝ, বিধবার হাতে প'ড়ে বিষয়টা বরবাদ যাবে, আমি মুরুব্বী হ'য়ে দাঁড়ালে যেমন ক'রে হো'ক্ বজায় থাক্‌বে।

ইচ্ছা। সেও তো তাই খোঁজে, বলে, ছোঁড়া-ফোঁড়ার হাতে প'ড়্‌লে সব নষ্ট হবে, তাই একটু ভারিক্কে মানুষ খোঁজে, যাতে সম্পত্তিটুকু বজায় থাকে

হল। ভাড়াটে বাড়ী চারখানা আছে ব'ল্লে বুঝি ?

মধু। ও চারখানা বাড়ীর কথা ক'চ্ছেন কি ? আমার কাছে শুনুন ; এক বামুনবস্তীর জায়গাগুলো যা আছে, সোণা ফলে—সোণা ফলে ! দেখ্‌তে হয় না, মাসে আড়াই শো টাকা।

হল। মাইরি ? মাইরি ?

মধু। সিঁতির বাগানখানা—বেড়াও চ্যাড়াও, ভোগ কর আর বছরে হাজার টাকা গুণে নাও

পরামাণিক দাদা—পরামাণিক দাদা—

মধু। আর পঞ্চাশটী হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ—নগদ সুদ কি হয়, তা আপনারা জানেন।

হল। পরামাণিক দাদা! তুমি আমার বাবা—বাবা—ধর্ম্ম বাবা, দেখো যেন ফাঁকি না পড়ি; তোমায় বিশ্বাস ক'রে আমি বিস্তর ছাড়্‌ছি।

মধু। এঃ বাবু! নাপ্তে কখনো অবিশ্বাসী হ'তে পারে? আমাদের হাতে ক্ষুর থাকে, লোকে গলা বাড়িয়ে দেয়, আমরা অবিশ্বাসী হ'লে কি জাত-ব্যবসা চ'ল্‌তো?

হল। তা ঠিক ব'ল্‌ছো—ঠিক ব'ল্‌ছো, এ কথা বাস্তব বটে; তা কাল সন্ধ্যা বেলা তো?

ইচ্ছা। কিন্তু বাড়ীতে নয়, সেথায় দেখা ক'ত্তে গোড়ায় তার সাহস হয় না।

হল। তবে কোথায়?

ইচ্ছা। আমার পরামাণিক তাও ঠিক ক'রেছে।

মধু। কালীঘাটে—আমি বাসা পর্য্যন্ত ঠিক ক'রেছি।

হল। গোল হবে না তো?

মধু। সে ভদ্রঘরের মেয়ে যাবে, আর আপনি ভাব্‌ছো? এমন জায়গা আমি ঠিক করি! মোদ্দাৎ ঐ গহনা আর টাকা যা দেবে ব'ল্‌ছো, আমার হাতে দিতে হবে; সে লজ্জায় আপনার সাম্‌নে কিছু চাইবে না।

হল। তা তোমায় দিতে পারি পরামাণিক, যদি তুমি এক কাজ কর; ইষ্টেম্বর কাগজে আমি একখানি আমমোক্তারনামা লিখিয়ে নিয়ে যাব, সেইটী যদি সই করিয়ে দিতে পার।

মধু। সে ইচ্ছের হাত।

হল। দেখিস্ বেটী নাপ্তের ঝি, তোকে মাসী ব'লেছি।

ইচ্ছা। কিন্তু বাবু, একটু সেজে গুজে যেতে হবে, ও কাপড়-চোপড়ে গেলে কি ভাল দেখাবে?

হল। তাই তো বাবা, আমার সব কাপড়ই যে এই রকম কাছা ছাড়া।

মধু। কাছা দাও না কেন?

হল। ও একটা নামতার হিসেব, ওতে বেশ বাঁচে, নামতা কি জানিস্?—

কাছাকে কাছা—
কাছা দ্বিগুণে গামছা—
গামছা দ্বিগুণে চাদর—
চাদর দেড়ে ধুতি। বুঝ্‌লে?

ইচ্ছা। তা হবে না বাবু, আজকের দিনে একখানা ভাল কাছা-কোঁচাওয়ালা কাপড় প'র্‌তে হবে, গায়ে একটু খোস্‌বো মাখতে হবে।

হল। তুই বেটী আমাকে দেউলে পড়াবি দেখ্‌ছি।

ইচ্ছা। তা কি ক'র্‌বো বাবু, মেয়েমানুষের মন কি অমনি ভোলে? ও কাছাখোলা মূর্ত্তি দেখ্‌লে সে ছুটে পালাবে; সে একে নিজেই পেল্লায় বাবু।

হল। আমার বড় কাপড় নেই যে বাবা।

মধু। পাঁচটা টাকা হ'লে একজোড়া ভাল কালাপেড়ে ধুতি উড়ানি হয়।

হল। পাঁ—চ—টা—কা—কাপড়ে! মেরে ফেল্ বেটা—আমায় মেরে ফেল্।

মধু। তবে যাক্, সিমলের আশু বাবু আমায় ওর জন্য সাধাসাধি ক'চ্ছে, পাঁচ হাজার টাকা খরচ ক'ত্তে চায়, আমায় দু'কাঠা জায়গা কিনে দিতে রাজী। উঃ! বল কি, এক বামুনবস্তীর জায়গা মাসে নিখরচা আড়াইশো টাকা! ও ইচ্ছে,চল আশুবাবুর কাছেই যাই—নতুন বৌ তো তোকে ব'লেছে, হালদার মশাই রাজী না হয় আশুবাবুকে আনিস্।

হল। কে আশুবাবু?—সেই এশো? তোর হাতে ধ'চ্ছি বাবা পরামাণিক, এত গেছে, না হয় আর পাঁচটা টাকা যাবে; কিন্তু বাবা, আমি নিজে হাতে ক'রে অত টাকার কাপড় কিন্‌তে পারব না - মানুষ খুন করা কাজ আমা হ'তে হবে না; তোকে আমি দিচ্ছি একখানা ধুতি চাদর এনে দিস্।

মধু। এই দেখ্ তো—আমাদের বাবুর কি পাঠা নেই?

ইচ্ছা। আর খোসবোঁ?

হল। বাতের জন্যে হাঁসপাতাল থেকে এনেছিলুম—খুব ভাল টারপিন তেল আমার ঘরে আছে, সেই মেখে গেলেই হবে।

মধু। তবে আর কি—টাকা দেন, আমি যাই কাপড় আন্‌তে হবে কোঁচাতে হবে।

হল। দাঁড়া বাবা দাঁড়া আন্‌ছি; আচ্ছা, এক বেলার জন্য বই তো নয়, কোন রজকের কাছ থেকে দুচার পয়সা দিয়ে ভাড়া ক'রে আন্‌তে পার্‌বে না?

মধু। এক বেলার জন্য কি গো? বিয়ের টৌর্ণী হবে, রোজ যাওয়া আসা কর্‌বে।

হল। হাঁ হাঁ, তাও তো বটে, ঠিক্ ঠিক্—আচ্ছা, পাঁচ টাকা পুরোই লাগ্‌বে? তিন টাকায় হবে না?

মধু। উহুঁ।

হল। সাড়ে তিন?

মধু। খেলো হবে।

হল। নে পৌনে চার।

ইচ্ছা। উনি গোড়ায় এমন কিপ্‌পিন্নি ক'চ্ছেন, ও আশুবাবুর সঙ্গেই মিল্‌বে।

হল। না না, চার—কথা ক'চ্ছ না যে?—সাড়ে চার হ'লো—

মধু। ইচ্ছে! কথা শুনেই আমাকে দশ টাকা দিয়েছেন; তুই কেন ও জঞ্জাল বটালি বল্ দেখি?

হল। ওরে,পাঁচ রে বাবা পাঁচ—ও নাপ্তিনী মাসী, পাঁচই হবে; আশুবাবুর বাপ নির্ব্বংশ হোক্। দাঁড়া বাবা—দাঁড়াও মাসী, একটু রও, আমি খুঁজে পেতে পাঁচটা টাকা যোগাড় ক'রে আন্‌ছি।

[প্রস্থান।

ইচ্ছা। এই তো বেটা ঠিক প'ড়েছে,এবার আমায় কি দেবে বল?

মধু। তোমায় তো ব'লেছি খুড়ি, নগদ পঞ্চাশ টাকা দেব, আর শুধু ও পঞ্চাশ টাকাই বা কেন? তিন কুলে আর আমার কে আছে? তোমার বাড়ীতে একটা আস্তানা রেখেছি, যে দিন গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র হ'য়ে শিঙ্গে বাজাব, সে দিন গঙ্গায় টেনে ফেলে দিয়ে তার পরদিন যা কিছু থাকবে, তুমি নিয়ে গিয়ে কাশীবাস ক'রো; আমার খুড়ী মাসী পিসী সবই তো তুমি। ভাল কথা—মেয়েমানুষ ঠিক হ'য়েছে তো?

ইচ্ছা। হ্যাঁ, বেণেটোলার বিলেস, সদী গয়লানীকে দিয়ে তাকে ঠিক ক'রেছি—সেই দাসেদের নতুন গিন্নী সাজ্‌বে; আক্কেল দেখ-দিকি, হতভাগা মিন্‌ষে টাকার জন্য সতী-লক্ষ্মীর সর্ব্বনাশ ক'ত্তে চায়! এখন যাও, সন্ন্যাসী সাজ্‌বে না? আসল কথা বুঝি ভুলে গেলে?

মধু। এই কাছেই সব রেখে এসেছি; তবে তুমি এদিক্‌কার সব বাগিয়ে রাখ, আমি ঝাঁ ক'রে সাজ বদ্‌লে আস্‌ছি। মন্মথ ছোঁড়ার জন্যে খুব বহুরূপী হওয়া গেল।

[প্রস্থান।

(হলধরের পুনঃ প্রবেশ)

হল। পরামাণিক—

ইচ্ছা। সে কি আর দাঁড়াতে পারে? আজ বোসেদের বাড়ীতে তার কামান, সে চ'লে গেল; যা দেবে, আমার হাতে দাও।

হল। মাসী, তুমি নেবে?—এই নাও—এই পাঁ—চ—টা—কা! দেখ কর্‌করে—বিবির মুখ—এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ! এই নাও, বুঝে পেলে? উহুহু, নাপ্তিনী মাসী, দেখ্‌ছ—দেখ্‌তে পাচ্ছ?

ইচ্ছা। কি?

হল। দেখ্‌ছ না কাঁদ্‌ছেন—মা কাঁদ্‌ছেন—আমার সিন্দুক ছেড়ে যেতে মহারাণী মার চক্ষু দুটী দিয়ে জল গড়িয়ে টাকা-চাঁদের বুক ভেসে

যাচ্ছে! মাসী, এর পর কাপড় চাদরটা আমার বেচে দিও—নিদেন আধা আধি দাম তো হবে।

ইচ্ছা। তা তখন দেখা যাবে

প্রস্থান।

(দয়াময়ীর প্রবেশ)

দ। ওগো, বামুন পিসী এসেছিল, বল্‌ছিল যে, একটী পাত্র আছে,—একটু ইংরেজী মেজাজ; তোমার কাছে কিছু চায় না, ওর যা আছে,তাই দিলেই কুন্তলাকে বে করে। তা কি বল ?

হল। দূর বোকা মাগী, আপনার ভাল বুঝিস্‌নে? কুন্তীর বের জন্যে লালায়িত হয়ে বেড়াচ্ছিস্;'ওর যা আছে,তা হলেই বে করে!' তবে কি না, গায় যা গহনাপত্র আছে—আর দশ হাজার টাকা দিতে হবে, তোর কি কোন জন্মে বুদ্ধি হবে না?

দয়া। মেয়েটী যে পনর পার হয়, জাতটা একেবারে গেল যে ?

হল। জাত কিসের—জাত কিসের ? জাত তো খালি খরচের জন্যে। তুই জানিস্, ঐ খরচে জাতের জন্যে আমি হিঁদুয়ানি ছেড়ে দিয়েছি, আমি এখন ছোক্‌রাদের দলে, কিছু মানিনে।

দয়া। আচ্ছা, তুমি হ'লে কি ?

হল। যা হই না, তোর কি ?

দয়া। হও গে—উচ্ছন্ন যাও গে, তাতে আমার ক্ষতি নাই, মোদ্দাৎ বুড়বয়সে আবার কি রীত হচ্ছে? আমি আড়াল থেকে কতক শুন্‌ছিলুম, ঐ ব্রজদাসের স্ত্রীর কথা কেন হচ্ছিল ?

হল। কেন হচ্ছিল----কেন হচ্ছিল? সে তার বিষয়ের আমাকে টোর্ণী কত্তে চায়।

দয়া। বছর বাইশের ছুঁড়ী—সে তোমায় টোর্ণী কর্‌বে? আমি কিছু বুঝি না বটে ?

হল। আমার যা খুসী,তাই কর্‌বো, ও সব কথায় তোর কাজ কি ? হাবা---হাবা---

(হাবার প্রবেশ)

হাবা। এ্যাও—এ্যাও—

দয়া। হাবাকে ডাক্‌ছ কেন ?

হল। এই নে যা ত বেটীকে বাড়ীর ভেতর, বাড়ী ইঃ ইঃ ইঃ নে যা।

হাবা। আও আও আও।

হল। হাঁ হাঁ, টেনে নে যা, শীগ্‌গির আসিস্, তোকে আবার আমার সঙ্গে এক যায়গায় যেতে হবে।

হাবা। আঁউ আঁউ আঁউ।

দয়া। থাম্ বেটা।

হাবা। এ্যাঁও—এ্যাঁও—

হল। নে যা না—

হাবা উ আউ উ।

দয়া। ঝাঁটা খাবি ব'লে দিলুম।

হল। নে যা বল্‌ছি হাবা—টেনে নে যা; গিন্নি, যাও, নইলে একটা কুরুক্ষেত্র হবে।

দয়া। আচ্ছা, থাক্ মড়া, যদি ঘুণাক্ষরে কিছু টের পাই—তা হ'লে আমি গলায় দড়ী দেব।

হল। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! আমি বেঁচে থাক্‌তে অমন কাজ করিস্‌নে; তা হ'লে আমি একেবারে মারা যাব।

দয়া। দেখ না—ভুগে দেখ না,তখন কেমন মজাটা টের পাবে।

হল। ওরে, তখন টের পাব কি ?—যা সর্ব্বনাশ হবে, এখনি তা দেখ্‌তে পাচ্ছি; পাহারাওয়ালা আস্‌বে, জমাদার আস্‌বে, মোচড় দিয়ে কত আদায় ক'র্‌বে, তা কে জানে? তার পর কলিকাতায় বাঁশে বাঁধ্‌বার রেওয়াজ নেই—খাট কিন্‌তে ন' দশ আনা লাগ্‌বে; সে আবার এখানে নয়, এখান থেকে মেটক্যাল কলেজ, সেখান থেকে নিমতলা; বৈষ্ণব

বেটারা বিস্তর হাঁকবে, ঘাটে আবার তিন টাকা সাড়ে সাত আনা—

দয়া। ও অলপ্পেয়ে বুড়ো, আমি ম'লে তোমার দুঃখ হবে না? খাট কিনতে পোড়াতে খরচ হবে, সেই সর্ব্বনাশ হবে ব'লে ভাবছো?

হল। হাঁ হাঁ, আমি ম'লে যা হয় করিস্, তখন বেওয়ারিস লাস ব'লে কোম্পানীর ঘাড়ে প'ড়বি, আমার খরচা বেঁচে যাবে।

দয়া। বটে? যদিও না দিতুম গলায় দড়ী, তোমার খরচ করাব ব'লে আরও দেবই দেব।

[প্রস্থান।

হল। ওরে হাবা, দেখ্ দেখ্ গলায় দড়ী দিতে গেল—বেটা গলায় দড়ী দিতে গেল—(গলায় দড়ী দিয়া দোলবার ইঙ্গিত)

হাবা। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হি—(করতালি হাস্য ও তদ্রূপ করণ।)

হল। যা বেটা, যা যা—দড়ী ফড়ি থাকে তো লুকিয়ে ফেল্।

[হাবার প্রস্থান।

হল। দড়ীই বা ঘরে কোথা যে গলায় দেবে?

(সন্ন্যাসী-বেশে মধুখুড়োর পুনঃ প্রবেশ)।

মধু। ব্যোম বৈদ্যনাথ ভোলানাথ কাশী-শ্বর বিশ্বেশ্বর।

হল। কে রে বেটা—কে রে বেটা জোচ্চোর? একেবারে যে ঘরের ভিতর?

মধু। তেরি নাম হলধর হালদার?

হল। আমার যা খুসী নাম হোক্ না, তো বেটার কি?

মধু। কুছ নেই বাবা, কুছ নেই—

হল। বেটা ভিক্ষে ক'ত্তে এসেছ—ভিক্ষে ক'ত্তে এসেছ? জানিস্নি আমার কালাশৌচ হ'য়েছে, এই দেখ্ বেটা, কাছা স্বস্থান ত্যাগ ক'রে গলায় উঠেছে।

মধু। নেই বাবা, কুছ নেই মাংতা—তোমকা কুছ দেয়েঙ্গে।

হল। দেয়েঙ্গে কি বাবা? বাঙ্গলা ক'রে বল—কিছু দেবে?

মধু। হাঁ বেটা, তেরি ভাগ বড়া ভালা হ্যায়, এক যাগ করতে করতে থোড়া সোণা বন্ গিয়া থা, আবি হুকুম হুয়া তোমকো দেনে—

হল। হুকুম হুয়া—কেস্কা হুকুম হুয়া বাবা?

মধু। বাবাকো, আউর কিস্কো? ইচ্ছা থা গঙ্গাজীমে ডালদি, পরন্তু স্বপন হুয়া, সোণা লেকর হলধর হালদার কো দে আও, তু তো হলধর হালদার?

হল। ও বাবা, আমার চোদ্দ পুরুষ হল-ধর হালদার।

মধু। লে লে বেটা, লে লে—(স্বর্ণ প্রদান)

হল। এ সোণা! দেখি কষ্টি পাথরে একটু ক'সে দেখি।

[প্রস্থান।

মধু। মন্মথ এখনও বুঝ্তে পাচ্ছে না, তার কাজ আমি কত এগুচ্ছি; আচ্ছা, বাবা, তোর ক'নে আমি তোকে জুটিয়ে দিচ্ছি, গাঁজার খরচটা কিন্তু দিস্; দিন আটটা পয়সা বই ত নয়? এ যদি না পারিস্ বাবা—

(হলধরের প্রবেশ)

হল। বাবা, দেখ দেখ ঠিক সোণা হ্যায়, কষ্টি পাথরমে ঘসা হ্যায়, ঠিক মিলে গেছে হ্যায়, একুশ টাকার দর, বাবা, কাঁহাসে হুয়া? হামকো এই ভেল্কীটা শিখায়ে দাও, তোমকো হাম—হাম—হাম—

মধু। হাম হাম কর্তা হায় কেয়া?

হল। হাম তুমকো, তুমকো হাম—হাম, তুমকো, তুমকো হাম।

মধু। কা কুচ দেওগে?

হল। বাবা, আমি গরিব নাবালক ব্যাচারা হ্যায়, কোথা কি পাগা যে দেগা হ্যায়! আমার গিন্নী—ইস্তিরি—মাগুয়া গলায় দড়ী দিয়া মর গিয়া, এই দেখ হামার কাচা গলায় হুয়া,

ভাঁড়ারকো চাবি উস্‌কা কাছে, নেই তো এক মুঠো চাল দিতে পার্‌তা।

মধু। ক্যা, হাম তুমকো সোণা কর্‌নে শিখায়েঙ্গে—আউর তুম এক মুঠি চাউল বি নেহি দেগা ?

হল। কি করেগা ? ভাঁড়ারকো চাবি লেকে ইস্তিরি লোক গলায় দড়ী দিয়া। হাঁ বাবা, সত্যি বোলো, তুমি সোণা করতে পারতা হ্যায় ?

মধু। কা তুম বিশ্বাস কর্‌তা নেই ?—আবি সব ভস্ম কর দেগা।

হল। হাঁ বাবা, তুমি ভস্ম ক'ত্তেও পার্‌তা ? তা হ'লে আমার আর একটু উপকার কর না বাবা; হামারা ভাগ্নী হ্যায়. পনর বছরকা মাগী—বিয়ে নেই হোতা, ওকে ভস্ম ক'রে দিতে পার বাবা ? তা হ'লে আমার অনেক টাকা বজায় থেকে যাগা; পোড়াবার খরচ পর্য্যন্ত লাগেগা নেই।

মধু। আরে পাপীয়া, কেয়া বোল্‌তা—

হল। রাগ ক'ল্লে বাবা ? ঘাট হুয়া বাবা ঘাট হুয়া, থাক্‌নে দেও বেটীকো;—আমাকে সোণা ক'রে দাও।

মধু। লে আও কুছ চাঁদী—এক চৌয়ানী—

হল। সিকি ?—বাবা, গাঁটে বাঁধাই আছে, কলুরা সুদ দিয়ে গিয়েছিল, তুলিনি এখন। (চাঁদি দেখান)

মধু। আচ্ছা, হাত বন্ধ কর—কেঁও উড়ায়ে দে ?—

হল। সে কি বাবা, আমার সব ডানাকাটা পয়সা, তুমি উড়িয়ে দেবে কি ?—সোণা ক'রে দাও

মধু। এ্যাঁ, তেরা বড়ি লালচ, ব্রিং ব্রিং ব্রিং ব্রিং ব্রিং ব্রিং ফুট ফাট ফটাস—সব দেখো খুল্‌কে।

হল। এ্যাঁ এ্যাঁ, তুমি কে বাবা—তুমি কে বাবা ? কি ঠেকালে বাবা ?—সিকিটা গিনি হ'য়ে গেল ! ঐ কি পরেশ পাথর হ্যায় ?

মধু। হাঁ।

হল। তবে বাবা, একবার আমায় দাও না বাবা, যা দু একটা পয়সা ঘরে আছে, সব ঠেকিয়ে ঠুকিয়ে নিই—লোহার সিন্ধুকটাতেই ঠেকিয়ে নেব এখন।

মধু। তোমরা হাতমে হোগা নেই।

হল। কেন ?

মধু। পহেলা তোম্‌হারা অশৌচ হুয়া, ফের—

হল। মিছে কথা বাবা—মিছে কথা, জন্মে কখন আমার অশৌচ হুগা নেই; ইস্তিরিকা কৈ-মাছকা প্রাণ—ও কি মর্‌বার গা ! তবে পেটমে কাঁড়ি কাঁড়ি দেগা কে ? বাড়ীর ভিতর জলজ্যান্ত ব'সে হ্যায়; এ মিছে কাছা, মিছি মিছি সব জোচ্চোর ভিখিরী আস্‌তা—তাড়াবার জন্যে একটা কাছা কোমরে জড়ায়ে রাখ্‌তা।

মধু। কেয়া, তোম ঝুটা আদমী ? তব হাম চলে। (প্রস্থানোদ্যত)

হল। ও বাবা যেও না বাবা, তোমার অপগণ্ড সন্তানকো পাথরঠো দেগা বাবা ?

মধু। বিনা পুণ্য কর্‌নেসে পরশমণি মিল্‌তা হ্যায় ?

হল। আমি বড় পুণ্য করি বাবা বড় পুণ্য করি, এক বেলা বই খাতা নেই; দেখ পরম বৈষ্ণব—কাছা ঘুচ গিয়া।

মধু। ও নেহি, ও নেহি; দান, যাগ, হোম কর্‌নে হোগা।

হল। তা কি ক'র্‌বে বাবা—এইখানেই হোম টোম কর না বাবা, আমি চুপি চুপি গিয়ে কলুদের বেড়া থেকে খানকয়েক ঘুঁটে লুকিয়ে খুলে আনি।

মধু। হিঁয়া নেই, শ্মশানমে হোম হোগা।

হল। আমার বাড়ীও অনেকটা শ্মশানেরই

একবার দেখ না, সত্য ফল ফল্‌বে এখন

মধু। নেই নেই, কালীঘাটকো শ্মশানমে হোম কর্‌নে হোগা, আউর দান কেয়া করোগে?

হল। দান—দান? সে কাকে বলে বাবা? বাজারে যেমন ফড়েদের কাছে তোলা তোলে—দান নেয়, এ কি সেই দান বাবা?

মধু। দানকা নামভি জান্তা নেই?—হাম অযোধ্যামে একতালা ও আউর ধরমশালা, ঠাকুরজীকো দেনেকো মানস কিয়া; উস্‌মে দশ হাজার রূপেয়া খরচ পড়েগা, যো ওহি দেগা, উস্‌কো পরেশমণি দেয়েঙ্গে।

হল। কত বল্লে? দশ—হা—জা—র—

মধু। হাঁ হাঁ, ভুলুবাবু আট হাজার দেনে মাঙ্গা, হাম উস্‌কো কঞ্জুস বোল্‌কে চলে আয়া!

হল। দ—শ—হা—জা—র?

মধু। আরে, বেকুব, এক এক ঘণ্টেমে হাজার হাজার মোণ হোগা, সোণেকো পাহাড় বানায়কে উস্‌কা উপর প'ড়ে রহেগা, খালি বহুবাজারসে পুরাণা লোহা লেয়াও, পাথরসে মিলাও, সোণেকি চাদর, সোণেকি কড়ি, সোণেকি জিঞ্জির—

হল। দেখ বাবা, আর ব'ল না আর ব'ল না, আমার মুণ্ড ঘুরে যাতা হ্যায়। লোভ সামলাতে পার্‌তা নেই;—উঃ! সোণার পাহাড়! ওরে মন আমার, দে রে দে'রে ঐ কুন্তলার দশ হাজার দে রে;—ওরে সিন্দুক! ভয় নেই ভাই, ভয় নেই ভাই, পাথর পেলেই তোকে হাজার পার্শেণ্টো সুদ সুদ্ধ ফিরিয়ে দেব; দেখো বাবা সন্ন্যাসী ঠাকুর, টাকাগুলি শরীরের বুকের রক্ত, খোয়াব না ত? আমি শুনেছি, কোন কোন সন্ন্যাসীরা জুচ্চুরিও করে।

মধু। কেয়া—আ—(ক্রোধে প্রস্থানোদ্যত)

হল। ও বাবা, যাও যে—যাও যে? না না, আমি দেগা।

মধু। নেহি মাংতা—

হল। ও বাবা, এই (পা জড়াইয়া পতন)

মধু। হাম জুয়াচোর,—হামকো মৎ ছোঁও।

হল। অপরাধ নিও না বাবা, অপরাধ নিও না, আমি টাকা দেব।

মধু। নেহি মাংতা।

হল। এখুনি দিচ্ছি।

মধু। তেরা রূপেয়া হাম ছোঁয়েগা নেই, হাম্‌কো যানে দেও।

হল। ঘাট হ'য়েছে হ্যায়; ঘাট হয়েছে হ্যায়।

মধু। ছোড় দে'ও পা।

হল। আমার গলায় পা দাও, মেরে ফেল।

মধু। আচ্ছা, এক পায়ার মে খাড়া রহো, হাম ধ্যান করকে দেখে, তোমরা রূপেয়া লেগা কি নেহি?

হল। ক্রোধ সংবরণ হুয়া বাবা? এই আমি এক পায়ে দাঁড়াতা হ্যায় (মধুর ধ্যানস্থ হওন ও হলধর একপদে দণ্ডায়মান হওন)

মধু। রূপেয়া লে আও; কাল রাত ঠিক বার বাজে কালীঘাটকো শ্মশানমে যাও; হুঁয়া তুমকো পাথর আউর মন্তর দে দেগা, যাও রূপেয়া লেয়াও।

হল। কাল দেবে—আজ না? টাকা—টাকা—টা কালকে তখনি দিলে—

মধু। বদবক্ত। (প্রস্থানোদ্যত)

হল। ও বাবা, ও বাবা, আবার রাগ লে? চোরকুঠারিতে আও।

[গৃহাভ্যন্তরে উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজপথ।

মন্মথ ও ইচ্ছা।

মন্ম। সত্য বল্‌ছি—আমি এই তোমার বাড়ী থেকে খুঁজে আসছি. খুড়ো কোথা?

সেই যে তরশু সকালে একশ' টাকা নিয়ে এলো,তার পর আর দেখাটী নেই ; কি কল্লে ?

ইচ্ছা। আহা বাছা, টাকাকটী তোমার গেছে, সুবিধে মত পেলে—আমারও অনেক দিনের সাধ ছিল, তাই আমার জন্য একটী দেশী মুক্তার নোলক কিনে ফেলেছে।

মন্ম। ইচ্ছে দিদি, তামাসা ক'রো না,নোলক পর্‌বার সাধ হ'য়ে থাকে—আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'লে তোমায় তাই দেব; এখন আমার কাজ কতদূর এগুলো, জান তো বল।

ইচ্ছা। কাজ যা, তা তোমার খুড়োর মুখে তো শুনেছি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

মন্ম। ছি ইচ্ছে দিদি, তুমি রাগ কল্লে?

ইচ্ছা। রাগ কিসের ভাই? মোদ্দাৎ তোমার যে এ স্বভাব, তা আমি জান্‌তুম না; ফষ্টি-নষ্টি ক'রে বেড়াও—কিন্তু আসলে খাঁটী ছিলে, আমার জ্ঞান ছিল।

মন্ম। এখন কিসে আমাকে অখাঁটী দেখ্‌লে?

ইচ্ছা। আবার কি দেখ্‌তে হয়?—তুমি ভদ্দর লোকের বাড়ীর মেয়ে বার কর্‌বার মৎলব ক'চ্ছ?

মন্ম। ছি ছি ইচ্ছে দিদি,তুমি তা বলো না, আমাদের এ পবিত্র প্রণয়।

ইচ্ছা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি জানি, তোমাদেরে ইংরেজী প'ড়্‌লেই পবিত্র প্রণয়—গোলটী নেই আর আমাদের সেকেলে ধরণ হ'লেই কেলেঙ্কারীর ঢাক বাজে। ভাল যা হ'ক, খুব পড়া পড়াতে গিয়েছিলে! পড়ুনি মেয়ের পায়েও গড় করি।

মন্ম। আচ্ছা, ও সব কথা আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব, এখন কি হ'ল—জান ত বল?

ইচ্ছা। আমি দাদা, কিছুই জানিনে, তোমার খুড়োর সঙ্গে কখন দেখা হয়, তখন জিজ্ঞেস ক'রো।

মন্ম। খুড়ো কোথায়?

ইচ্ছা। কে জানে কোথায় শ্মশানে মশানে প'ড়ে আছে; আজ তিন দিন হ'লো সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেছে।

(প্রস্থানোদ্যত)

মন্ম। কোথা চল্লে—ও ইচ্ছেদিদি?

ইচ্ছে। আবার পেছু ডাকে।

মন্ম। বলি যাচ্ছ কোথায়?

ইচ্ছা। পাপ মুখে বল্‌তে নেই—কালীঘাটে।

[প্রস্থান।

মন্ম। কি গেরোয় প'ড়্‌লুম গা? কুন্তলাকে একপ্রকার আশ্বাস দিয়ে এসেছি, এক গাঁজাখোরের পাল্লায় প'ড়ে কি সব মাটী হলো! খুব ধড়ীবাজ দেখেই ধ'ল্লুম, মনে কল্লেম, ও নিশ্চয় পারে; এই যে বীরু বাবু তার কাছ থেকে ভাইপোর বিষয় কি ক'রে আদায় ক'ল্লে? আদালতে যেতে হলো না—কিছু না। অবশ্য একটা মৎলবে আছে, কিছু ক'চ্ছে; ওর যে মেজাজ পাওয়া ভার, খুলে ত কিছু বল্‌বে না। দূর হোক্ গে, ভাব্‌তে আর পারিনে;—দেশ ছেড়ে বাড়ী ছেড়ে কি কচ্ছি দেখ না?—তা বেশ, বাড়ী নিয়েই বা কি কর্‌বো? মধুখুড়ো কিছু না ক'ত্তে পারে, একবার শেষ কুন্তলার পায়ে ধ'রে সব বল্‌বো, সে আমার না হয়—সব চুলোয় দিয়ে, যা কিছু আছে নিয়ে বিলেত ফিলেত ঘুরে বেড়াব।

(মধুখুড়োর প্রবেশ)

মধু। হেউ হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

মন্ম। কে ও—কে ও? খুড়ো—খুড়ো? আমি তোমায় কত খুঁজেছি, তুমি না কি সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছ? ইচ্ছেদিদি যে বল্লে।

মধু। তফাৎ তফাৎ—নবাব খাঁজেহেখাঁ সাল সেলেমুদ্দৌল মধুচন্দ্র রায় রাজা C.S.I.A. B.C.D.E.Z. রাণা বাহাদুর চল্‌তা হ্যায়।

মন্ম। খুড়ো কি বক্‌ছ—শোন না।

মন্ম। হরকরা, হাম্‌সে কোন্ বাত করতা হায় ?

মন্ম। তামাসা রাখ—তামাসা রাখ, খুড়ো, একটী কথা বলি শোন।

মধু। এই চৌঘুড়ী লেয়াও—চৌঘুড়ী লেয়াও, হাম দাঁড়াতে পার্‌তা নেই।

মন্ম। খুড়ো, আজ বুঝি খুব নেশা করেছ ? আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না ?

মধু। তোম্ কোন্ হায় ?

মন্ম। আমি মন্মথ।

মধু। আরে মন্মথ, তা জানি, কিন্তু আমি তোমায় চেন্‌বার কি ধার ধারি ? আমার বাপের নাম রাণী রাসমণি, হুগলীর পোলের নাতী, মনুমেণ্টের প্রপৌত্র, তোমায় চিন্‌ব কে হে তুমি ছুঁচো বেটা মন্মথ ? মন্মথ—মন্মথ, তা কার কি কলা ?

মন্ম। খুড়ো, ঠাট্টা ক'চ্চ না কি ক'চ্ছ, কিছু ত বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

মধু। বাবা, দুদশ হাজার টাকা সদাসর্ব্বদা ট্যাকে ফেরে। নবাব মধুখুড়ো উল্লা রায় বাহাদুর যার তার সঙ্গে বড় ঠাট্টা করে না।

মন্ম। খুব যা হোক্, একটা কাজের ভার নিলে, তার পর যাচ্ছেতাই নেশা ক'রে বেড়াচ্ছ।

মধু। জল্‌দী জল্‌দী গাড়ী তৈয়ার কর—জল্‌দী।

মন্ম। আমি যা জিজ্ঞাসা কল্লুম, তার উত্তর দিলে না, খালি রাত-পাগলামী ক'ত্তে লাগ্‌লে ?

মধু। বেয়াদব, বাত নেই শুন্‌তা ?—সোয়ারী—সোয়ারী, ঠিক এগার বাজে হাম গাড়ী মাংতা—ভালা জুড়ী।

মন্ম। বেশ ক'রেছ—আমার যেমন বুদ্ধি, এক গেঁজেল ধরেছিলুম, তার উপযুক্ত ফল হ'য়েছে, যা ইচ্ছে তাই কর গে, আমি চল্লুম।

মধু। খবরদার, খাড়ারহ ! ওঃ, বুঝেছি, খালি মেওরেশ খেয়ে স্মরণশক্তি বাড়িয়ে একজামিন-গুলোতে পাশ হ'য়েছ ! বিদ্যেসাধ্যি কিছুই হয়নি, একটা কথার হিঁয়ালী বুঝ্‌তে পার না ? লেও, হাত বিস্তার কর্‌কে পাত, দশ হাজার রূপেয়াকা নোট লেও, গুণ্‌তি কর—ঠিক দেখ, খাতাঞ্জীকা পাশ জমা দেও।

মন্ম। এ কি !—সত্যি সত্যি যে হাজার টাকা ক'রে দশ কেতা নোট !—এ কিসের টাকা ? কোথায় পেলে ?

মধু। খাজনা আয়া—খাজনা আয়া—

মন্ম। না খুড়ো, তামাসা রাখ—বাংলা করে বল, আমার মন বড় ধুকপুক কচ্ছে।

মধু। বাবা পোড়ো মাষ্টারে মিল,
সোজায় কি লাগে খিল।
একটু ধুকপুক করুক না।

মন্ম। খুড়ো, এ কি কুন্তলার টাকা—আদায় ক'রেছ ?

মধু। তুমি তো ভারি বেয়াদব, একটা নবাব-সুবো লোক দেখ্‌ছো, না চাইতে দশ হাজার ঝেড়ে দিলে ; আর বল্‌ছ আদায় ক'রেছ, এ কি বিল-সরকার পেয়েছ ?

মন্ম। খুড়ো, তুমি বুঝ না, যদি কুন্তলার টাকা আদায় ক'ত্তে পেরে থাক, তা হ'লে তুমি আমার বাপের কাজ ক'রেছ !

মধু। থ্যাঙ্ক ইউ জেণ্টেলম্যান ! ঝাঁ এক গ্রেড প্রেমোসন দিয়ে দিলে ; ছিলুম খুড়ো—হলুম বাবা ; নাও নাও, রাত্রি এগারটার সময় খিড়কির দরজায় একখানা ভাল গাড়ী হাজির থাকে, হলধর—দুগুওটার নাম, ওই হাল-দারে বেটাকে আট্‌কে রাখা যাবে এখন, তুমি সেই সুযোগে কুণ্ডলাকে বুজুমে ক'রে ক্যারাঞ্চি যোগে দমদমা তক, পরে রেলযোগে নৈহাটী মোকামে যাত্রা করছ—হুকুম শ্রীমধুলাল রসীদ—অর্থাৎ বিনা রসীদে মধুখুড়োর অল টাকা নেওয়া।

মন্ম। খুড়ো, তুমি আমায় জন্মের মত কিন্‌লে।

মধু। কিনলুম বটে বাবা, কিন্তু আপনি চ'রে খেও, একটু-একটু দুধ আমায় দিও।

মন্ম। কি ক'রে বাগালে খুড়ো?

মধু। সে করা গেছে এক রকম, কিন্তু বেবাক থ্যাঙ্ক ইউগুলো আমায় দিও না—কুড়ীখানেক তোমার ইচ্ছেদিদির জন্য রেখো, সে যদি অমন ব্রজমোহনের বাড়ীর কেলেবার নাপ্তিনী না সাজ্‌তো, তা হ'লে অর্দ্ধেক কাজ হ'তো না।

মন্ম। তোমার জিনিসগুলো পেঁয়েছ?

মধু। র'সো বাবা—এখন জাঁকড়ে আছে, বিস্তর কাজ বাকি, দক্ষিণান্ত হ'য়ে গেলে সব তোমায় খুলে বল্‌ব। এখন পেছু ডেক না, চল্লুম।

[প্রস্থান।

মন্ম। আর তো কুন্তলার কোন ওজর নেই, এতদিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল। চল চল—এইবাব বাড়ীতে গে বস্‌ব; বিষয় আশয় নরোত্তম দাদা দেখ্‌বে, আমি—আমি আপনি প'ড়বো—কুন্তলাকে পড়াব—ঘরে ব'সে রাতদিন চখে চখে—মুখে মুখে—বুকে বুকে থাক্‌বো; চখে আড়াল হব না, আড়াল ক'রব না। গাড়ী ঠিক ক'রেই কুন্তলার বাড়ী।

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

কুন্তলার কক্ষ।

লা।

কুন্ত। (পুস্তক পাঠ করিতে করিতে)
আমার খুকুরাণী সোণামণি আয়তো কোলে তাই।
বুকে থুয়ে মুখখানি তোর সদাই দেখতে চাই॥
অমন মধুর মুখে মধুর হাসি কোথায় আছে কার;
চাঁদা মামা ঢেলে গেছে সুধা যত তার॥
অমন নরম নরম বাধো বাধো আধ কথাগুলি
কোথা থেকে শিখে এলি ব'নটী বল শুনি॥
তোরে দেখ্‌লে পরে হরষভরে হৃদয় ভেসে যায়
রাখি তোরে বুকে ক'রে আয় রে খুকু আয়।
বই পড়া—খেলেনার পুতুলেরই আদর করা সাধ ত মেটাতে হবে, আমার এতেই সাধ মিটুক, আসলে তো কিছু হবে না। ছেলে বেলায় রূপকথায় শুনেছিলাম বাঘামামা, তা আমার সত্যিই হ'য়েছে বাঘামামা; মন্মথ—ছিছি, মাষ্টার মশাই যাই বলুন; আমার এই বইখানি বেশ ভাল লাগে; নামটীও যেমন—বইটীও তেম্‌নি; গল্প সল্প; কি মিষ্টি নাম; মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আজ ঝগড়া ক'র্‌ব, আমায় এমনতর লিখ্‌তে শেখায় না কেন; মেয়েমানুষ যদি লেখাপড়া শেখে, যেন স্বর্ণকুমারীর মতই শেখে। দেখ দেখি কেমন লিখেছেন, যেখানটা পড়ি সেইখানটাই মিষ্টি; আরও মিষ্টি! যার অদৃষ্টে বিয়ের বৃষ্টি,সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তার কাছে আবার কি মিষ্টি—মন্মথ মাষ্টার মশাইয়ের তো আজ খবরই নেই; হুঁ—উনি আবার মামার কাছ থেকে টাকা আদায় ক'র্‌বেন! সামনেই যার মুখ তুলে কথা কইতে পারেন না—মামার মুখের কাছে কয়ে আসবেন; যাক্ গে,—আশা ক'ল্লে কেবল নৈরাশ্যের যাতনা বাড়ে বই তো নয়, নাই বা হ'লো বিয়ে, নাই বা হ'লো ঘর-সংসার; সাহেবদের ভিতর তো বিস্তর মেয়ে চিরকুমারী থাকেন আমিও না হয় তাই থাক্‌বো; তাঁদের ভিতর অনেকে ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন কাটান; বেশ—আমিও কাশী গিয়ে বাস ক'র্‌বো।

গীত।

(আমার) শুকিয়ে গেল ফুলের হাসি
ঠোঁটের হাসি হ'লো বাসী

হৃদে বাঁশী আর বাজে না
ব্যথা বাজে না অসাড় প্রাণে আলো ফাঁসী ॥
নিভে গেল চাঁদের আলো
উষা আলো চ'খে কালো
হৃদে কালো মেঘ এলো ছেয়ে ঘন রাশি রাশি।
দুঃখরাশি সহিব না আর হব গিয়ে কাশীবাসী ॥

নেপথ্যে মন্ম। কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। এই যে "অকালে উদয় কান্ত নবনীর-ের" ভারী ব্যগ্র যে, স্বরে আহ্লাদ—

মন্ম। (প্রবেশ) কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। মাষ্টার মশাই নাকি?

মন্ম। কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। বাড়ীতে নেইগো, এখন দেখা হবে না।

মন্ম। এই যে আমার কুন্তল!—এই নাও তোমার টাকা আদায় ক'রেছি, আমার কুন্তল, দশ হাজার টাকা গুণে নাও।

কুন্ত। আমার মাষ্টার মশাই, এই নাও তোমার কুন্তল দাঁড়িয়ে, তুমি কিনে নিয়েছ—আদর ক'রে বুকে নাও।

মন্ম। কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। তোমার চীনের জুতোর সুকতলা—

মন্ম। সত্য আমার কুন্তলকে পাব?

কুন্ত। কেন টাকায় কিছু জালটাল করেছ না কি—যে আমায় তাই ঠাওরাচ্ছ?

মন্ম। কুন্তল! বিস্তর ফিকিরে মধুখুড়ো তোমার এই টাকা আদায় ক'রেছে, মধুখুড়োর জন্য তোমায় পেলুম।

কুন্ত। আচ্ছা, তাঁকে আমার "থ্যাঙ্ক ইউ" না কি বল তোমরা—তাই দিও।

মন্ম। এখন তবে চল, গাড়ী দাঁড়িয়ে।

কুন্ত। সে কি—এর মধ্যে—হঠাৎ?—

মন্ম। ছি ছি—কুন্তল, এখন আবার ও কি কথা, তুমি না বলেছিলে, টাকা আদায় হ'লে তোমার আর কোন আপত্তি থাকবে না, যা ব'লব তাই ক'রবে; আমার সঙ্গে চল, এস, বিবাহ ক'রে দুজনে পরম সুখে থাকি।

কুন্ত। সে কথন্ হবে? আর এমনি ভাবে গেলে লোকে কি ব'ল্‌বে? তোমার আপনার লোকেরাই বা কি মনে কর্‌বেন?

মন্ম। কুন্তল! তোমার লজ্জা-সম্বরণের প্রতি আমার কি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই? আমায় কি তুমি বিশ্বাস কর না? অতি নিকটে খুব ভাল স্থানে আমাদের বিবাহের সমস্ত উদ্‌যোগ হয়ে আছে, তুমি এলেই দুটী হৃদয় এক হবে, গাড়ী দাঁড়িয়ে, তোমার মামা এই বেলা বাড়ী নেই, চল।

কুন্ত। এই জিনিসপত্রটত্র সব ফেলে যাব?

মন্ম। তোমার কিছুর অভাব থাকবে না, আমি সব দেব! দেখ, আমার কেমন বৈঠকখানা সাজান।

কুন্ত। কিন্তু আমি বাড়ীর গিন্নী হবো, তুমি আমার তাঁবে থাকবে।

মন্ম। সে কথা আমায় বল্‌ছো কুন্তল? এই দেখ, আমি তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি। (পদতলে পতন)

নেপথ্যে দয়া। কুন্তী—ও কুন্তী—

কুন্ত। উঠ, উঠ, মামী—মামী—

মন্ম। তাই তো পড় পড়, ঐ বইখানাই নাও না।

কুন্ত। (পুস্তক পাঠ)

"অরুণ মুকুট শিরে, অধরে উষার হাসি।
পদতলে ফুটে উঠে, শত শত ফুলরাশি ॥
শুভ্র পরিমল বাসে, উথলিত তনুখানি।
ধরায় চরণ দান, করিছে প্রভাত-রাণী ॥"

দয়া। হ্যাঁলা কুন্তী?

কুন্ত। মাষ্টার মশাই, শুভ্র পরিমল কি?—সাদা গন্ধ?

মন্ম। ওটা কি জানেন, শুভ্র পরিমল—অর্থাৎ কি না—শুভ্র—

কুন্ত। গন্ধটা ধপ্‌ধপে?

দয়া। কুন্তী, শুনতে পাচ্ছিস্‌নে?—বই রাখ।

কুন্ত। মামী, একটু থাম, গন্ধর বুঝি আবার রং আছে?

মন্ম। তা নয়, তা নয়, তবে কি না বেশ চেষ্ট স্মেল।

কুন্ত। সব বুঝ্‌লুম।

দয়া। ও মাষ্টার, কত্তা কোথায় গেল? এত রাত হ'লো—এল না, তুমিও এখনও বাড়ী যাওনি।

মন্ম। কি জানি এখনই আস্‌বেন, যাবেন আর কোথায়?

দয়া। না না, সেই নাপ্তে মিন্‌ষের সঙ্গে কি পরামর্শ কচ্ছিল।

কুন্ত। মামী, ও সব কি কথা? তুমি ঘরে যাও, এখনি আস্‌বেন, কোথায় বেড়াতে গেছেন।

দয়া। না, আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না— আমি বারবাড়ীটা একবার দেখে আসি।

কুন্ত। টাকা কি ক'রে আদায় কল্লে?

মন্ম। সে ঢের কথা, পরে শুন্‌বে, এখন চল:—কুন্তল! যদি তুমি আমায় ভাল বাস—

কুন্ত। যদি?—বটে?—তবে আমি যাব না, কাশী চ'লে যাই।

মন্ম। না না কুন্তলা, তুমি আমায় ভালবাস, বাস আমি জানি; কুন্তল, আর বিলম্ব ক'রো না শীঘ্র এস, আবার হয় তো তোমার মামী এসে পড়বেন।

কুন্ত। দেখ নাথ—বিয়ের আগে বরকে নাথ বল্‌তে আছে গা?

মন্ম। আছে—আছে, সব আছে তুমি যা ব'ল্‌বে, সব আছে

কুন্ত। তবে নাথ, এই পথের ফুল কুড়িয়ে নাও—মা যাকে তাঁর কুন্তলকে দিয়ে গেছেন, কুন্তল তাঁরই হবে; কিন্তু এর পরে পায়ে ঠেলবে না তো?

মন্ম। পায়ে ঠেল্‌বো?—পায়ে প'ড়ে থাক্‌বো। আজ চার বৎসর তুমি আমার ইষ্টমন্ত্র হ'য়ে আছ, তা জান? ও সুইট হার্ট! সুইট হার্ট! Oh sweet heart! sweet heart.

কুন্ত। ও কি গাল দিচ্ছ না কি? ইংরাজী করে কি বল্লে, ওর মানে কি?

মন্ম। সুইট হার্ট কি না মিষ্ট হৃদয়, সাদা কথায় মিঠে প্রাণ বলা যায়।

কুন্ত। ওঃ মিঠে প্রাণ—যেমন গোলাপী খিলি?

মন্ম। চল বাড়ী যাই, তার পর যত পার ঠাট্টা ক'রো; গহনা টহনা যা প'রে আছ এখন তাই থাক, বিবাহের পর তোমার এখানে আর যা কিছু আছে, তা আইনমত আদায় করবার আমার অধিকার হবে।

কুন্ত। তার জন্য ভাব্‌ছিনি—কিন্তু— কিন্তু—

মন্ম। আবার কিন্তু কি?—এখনো কি অবিশ্বাস কর্‌ছো? কুন্তল—প্রাণের কুন্তল!

কুন্ত। কেন কর্‌বো না? ছিলে মাষ্টার, হ'চ্ছো বর, এ সব জোচ্চুরি না?

নেপথ্যে (শীস দেওয়া)

মন্ম। আর দেরী নয়—আর দেরী নয়— চল, তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?

কুন্ত। তোমার সঙ্গে যাবনা তো কার সঙ্গে যাব? আমার আর কে আছে? মা আমাকে তোমায় সমর্পণ করে গেছেন; মাষ্টার হ'য়ে এসে তুমি নিজে আমার মন কেড়ে নিয়েছ; এ সংসারে কি তোমাছাড়া আমি সুখী হতে পারি? তোমায় আমি এত দিন বলিনি, কিন্তু যে দিন তোমায় প্রথমে দেখেছি, সেই দিনই আমি তোমায় চিনেছি। সম্বন্ধ হবার পর নৈহাটীতে আমি লুকিয়ে তোমায় দেখে ছিলুম, তুমি তা জান্‌তে না; যেথায় বল যাব, চল,—কিন্তু এই অনুরাগ যেন বরাবর থাকে।

মন্ম। দুষ্ট!—এতদিন এ সকল কথা লুকিয়ে রেখে আমায় পুড়িয়েছ! এস—এই যে হৃদয়ে নিলুম, চিতায় এর বিচ্ছেদ হবে।

কুন্ত। এই ঘরে ছিলুম—এই সাজ-সজ্জা—বৎসর—আজ তোদের কাছে বিদায় নলুম ; চল নাথ।

মন্ম। আমার প্রাণের প্রাণ এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

উঠান।

দয়া ও ইচ্ছা।

দয়া। বলিস্ কি—ওলো বলিস্ কি! জাত গল, কুল গেল, ধর্ম্ম গেল, লজ্জা গেল।

ইচ্ছা। মা, আপনার লোক—যত্ন কর, ালবাস, তাই বল্‌তে এলুম ; নইলে কি এ কথা বল্‌তে হয় ?

দয়া। এ্যাঁ, পালিয়ে গেল, মাষ্টারটার সঙ্গে পালিয়ে গেল ; কুলে কালি প'ড়লো! আমরা মেয়েমানুষ, টাকা জমে, তা আমাদেরও এ ইচ্ছে, কিন্তু এ কি কিপ্‌টে রে বাপু! পেটে খাবে না, মেয়ের বে দেবে না!

ইচ্ছা। হ্যাঁ মা, কত্তা কি তোমার কথাও শোনেন না? তুমি ব'লে ক'য়ে কি ধর্ম্মকর্ম্ম করাতে প'ার না?

দয়া। ওরে বাছা, আমার কথা শুনলে মার ভাবনা ছিল কি? ছি! ছি! ছি!

ইচ্ছা। তা আমি—আমি চল্লুম, আর কি রি? বাড়ীতে দুটো ভাড়াটে থাকে, মা খুড়া 'লে ডাকে, তাদের তো যত্ন কত্তে হবে—ম।

[প্রস্থান।

দয়া। ইচ্ছে মাগী তো পাড়া জাগানে, এখনই এ কথা হাটে বাজারে রাষ্ট্র হবে। ছি ছি ছি কি কলঙ্ক! কি কলঙ্ক!

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। এই যে মা এইখানেই রয়েছেন, আমি সারা বাড়ীতে ঘুরে এলেম।

দয়া। আপনি যে এখন—এত রাত্রে কি কাজ?

পুরো। আর কাজ বাছা, আমি সব জানি।

দয়া। এ্যাঁ, এই কথা—ঘরের কেলেঙ্কার—আপনি সব জান ?

পুরো। আমার কি অগোচর কিছু আছে? আমি হ'লেম পুরোহিত, পুরীর ভেতর যা হয়, আমি হিট্ ক'রে টেনে বার করি।

দয়া। বাবা—বাবা, তুমি তো জেনেছ, আর কাকেও প্রকাশ ক'রো না ; আমি বৈশাখী সংক্রান্তিতে তোমায় লুকিয়ে যত পারি চাল ডাল দেব।

পুরো। এই চালডাল তুমি যত পার অপহরণ ক'রো, তবে চুরি টুরি করো না। আমার পিতাপিতামহ তোমাদের বংশ থেকে অনেক পেয়েছেন ; তোমার স্বামী একটু কার্পণ্য করেন বলে কি আমি বংশপরম্পরাগত উপকার ভুলে যাব?

দয়া। জ্যাঠা ঠাকুর, এখনকার উপায় কি? মিনুয়ের দোষে তো বংশে কলঙ্ক র'ট্‌লো, মেয়েটা ঘর থেকে পালিয়ে গেল ; এ বদনাম ঢাক্‌বো কি করে?

পুরো। বাছা, আমি তাই ব'ল্‌তেই এসেছি, কোন চিন্তা ক'রো না ; ঐ যে তোমাদের মাষ্টার ছিল মন্মথ বাবু, ওরই ডাক নাম "ভুবো" ; তোমার ননদ ওর সঙ্গে বিয়ে দিবে প্রতিশ্রুত ছিলেন, সে যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যেৎ হয়েছে ; আমারই বাটীতে সমস্ত বিবাহের আয়োজন হ'য়েছে, কনিষ্ঠ ভায়া আমার মন্ত্র পাঠ করাচ্ছেন, এতক্ষণ বোধ হয়, কার্য্য সমাধা হ'লো। তোমার মন্মথ খুব জোগাড়ে, তোমার ভাগ্নীর এক জ্ঞাতিকে আনিয়েছেন, তিনিই সম্প্রদান ক'চ্ছেন।

দয়া। এঁ্যা, কুন্তীর বিয়ে হ'য়ে গেল ? সে যে বলেছিল, তার মার টাকা না পেলে বিবাহ করবে না; অমনি থামকা থামকাই এই কাজ ক'ল্লে ?

পুরো। থামকা নয়, বিবাহের দক্ষিণাস্বরূপ আমায় একশত টাকা প্রাদন করেছে ;—আরও একশত টাকা—

দয়া। একশো !—একশো !—দুশো টাকা তুমি নিয়েছ ? হতভাগী বেটী এই গহনা টহনা বেচে বুঝি এই কাজ ক'চ্ছে ?—টাকাগুনো বরবাদ দিচ্ছে ?

পুরো। আর এই হাজার টাকার নোট তোমায় দিয়েছে ; ব'লেছে, তার মামা না টের পায়, তুমি তোমার যখন যা খরচ হয় ক'রো।

দয়া। এঁ্যা—আমায় হাজার টাকা ! দাও—দাও—আহা, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক ; কুন্তল আমার প্রাতর্বাক্যে বেঁচে থাক, হাতের নোয়া সিঁথের সিঁদুর ক্ষয় যেন না হয়।

পুরো। তবে বাছা আমি চল্লেম, মোদ্দাৎ মেজাজ ঠাণ্ডা রেখো, কর্ত্তা একটা কীর্ত্তি করে আসছে।

[প্রস্থান।

দয়া। কি—কি—সে কি ? মিনষে তো এক রাত্তির অবধি কোথাও থাকে না ; বাইরে কোথায় গেল আজ ?

নেপথ্যে মধু।—আও, আও, আও !

নেপথ্যে হল।— ওরে, সর্ব্বনাশ কল্লে, সর্ব্বনাশ ক'ল্লে, তের চোদ্দ হাজার রে, তের চোদ্দ হাজার !

দয়া। ঐ ত তার গলা।

(চিত্রবিচিত্রিত-বদন ও গলরজ্জু হলধরকে টানিয়া মধুখুড়োর প্রবেশ)

মধু। চুপ চুপ বেটা।

হল। ওরে, তের চোদ্দ হাজার রে, তের চোদ্দ হাজার।

দয়া। ও মুখপোড়া, এ কি চেহারা ?—কে এমন ক'রে দিলে ? উহুহু, মদের গন্ধ বেরুচ্ছে যে !

হল। ওরে শালী হারামজাদী, আমার তের চোদ্দ হাজার টাকা গেল ; তের চোদ্দ হাজার রে ! তের চোদ্দ হাজার !

দয়া। গেছে !—বেশ হয়েছে— বেশ শিক্ষা পেয়েছ ! কিপ্পিনের ধন ত অমনি ক'রেই যায় ; আবার মুখে রং দিলে কে ?

মধু। মাসী, ব্রজদাসের বিধবার টোর্ণী হ'তে ইচ্ছে হ'য়েছিল, এক ব্যাটা নাপতেকে ঘটক করেছিলেন ; সে সতী লক্ষ্মী—তাকে পাবে কেন ?—নাপতে বেটা একটা বাজারে মেয়েমানুষ নিয়ে গিয়ে মদ থাইয়ে এই চিত্তির বিচিত্তির ক'রে' গলায় দড়ি লাগিয়ে বেঁধে ফেলে গেছলো, আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে এই মূর্ত্তি দেখতে পাই, তাই গাড়ী করে আন্‌লুম।

হল। তের চোদ্দ হাজার রে ! তের চোদ্দ হাজার !

দয়া। দুর মুখপোড়া, কথা কইতে লজ্জা হ'চ্ছে না ? এদিকে বাড়ীতে কি হয়েছে জান ? ভাগ্নী যে মাষ্টারের সঙ্গে পালিয়ে গেছে !—বুঝেছি, সেই ফাঁকি দিয়ে আপনার টাকা আদায় করে নিয়েছে।

হল। এঁ্যা—এ্যা ! তবে কি সন্ন্যাসী বেটা জোচ্চোর ? সেই তো দশ হাজার টাকা নে গেল, আমার কাছ থেকে সোণা করে দেবে ব'লে। ওরে শালারা, সবাই জোচ্চোর—সবাই জোচ্চোর—ডাকাত বেটারা, চোর বেটারা আমার সব লুটে নিলে ; আমি ট্যাঁকে দড়ি দিয়ে মরবো।

মধু। কৃপণস্য ধনং হরে, বহ্নি পৃথি তস্করে—বুঝ্‌লে ? ঐ দেখ, পাড়ার মেয়েগুলো পর্য্যন্ত তোমার মুখে চুণকালী দিতে আস্‌ছে।

হল। তের চোদ্দ হাজার রে—ওঁর চোদ্দ র!

দয়া। আবার ভাগ্নী—আবার ভাগ্নী! দুর দুর, গলায় দড়ী, গলায় দড়ী।

(মহিলাগণের প্রবেশ ও গীত)

আহা মুখখানি কি চমৎকার।
(আবার) রংচংয়েতে খুলে গেছে বেহদ্দ বাহার।
মরি জাগ্রত কি নাম,
সকাল বেলা নিলে হয় একাদশীর আরাম;
(চড়ালে) বোকনা ফাটে ভিজে কাঠে,
ধর্ম্মকর্ম্ম ছারে খার॥
কপালে এত ধন পেলে, তবু পেট পূরে না খেলে,
ভিখিরী এলে দিতে ঘাড় ধ'রে ঠেলে।
(এখন) কেমন মজা পেলে সাজা
টাকা গেল ঘরে তার।
কৃপণস্য ধনং হর বহ্নি পৃথ্বি তস্কর॥

যবনিকা-পতন।





অবতার

(প্র—পরা—অপ—সং—হসন্)

প্রথম অঙ্ক।

—*—

প্রথম দৃশ্য।

কলিকাতা—গয়ারামের বহির্ব্বাটীর ছাদ।

গয়ারাম।

গয়া। দর্প—বলি, ও দর্প!

নেপথ্যে দর্প। দাদা ডাকেন?

গয়া। হাঁ।

(দর্পনারায়ণের প্রবেশ)

কি কচ্ছিলে? বলি শোন, কিছু পরামর্শ ঠাওরালে—এখন করা যায় কি? ভারতের কাজ ত এক রকম মাটী হতে দাঁড়িয়েছে; কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স লিগ্ এ্যাসোসিয়েশন বিস্তর ভাগীদার জুটে পড়্‌লো; আর ছোঁড়া ফোঁড়াগুলোও কাগজ লিখ্‌তে বসেই একেবারে স্যালিস্‌বেরীকে পলিটিক্স শেখাচ্ছে।

দর্প। নো গো নো গো, পলিটিক্‌সে আর কিছু হচ্ছে না।

গয়া। তুমি ত "নো গো" বলে সেরে দিলে, এখন আমাদের গো অনের উপায় কি?

দর্প। একটা উপায় ঠাউরেছি; দেশ উচ্ছন্ন যাক্, আপনি ভারত ছেড়ে একেবারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে নজর দিন, জীবের উপায় করুন।

গয়া। আহা! দর্প রে, ও কি শোনালে! তুমি কি আমার অন্তরে প্রবেশ করেছিলে না কি? দর্প রে! আমি অতি দীন, হীনের হীন, আমা হতে জীবের উপায় কি হবে?

দর্প। হবে হবে—আপনার দ্বারাই হবে; সেবার ভারতের দিকে যেমন মন দিয়েছিলেন, সেই রকম একবার জীবের দিকে মন দিয়ে উঠে পড়ে লাগুন দেখি, কেমন না হয়?

গয়া। দর্প রে—ভাই!

দর্প। আবার কি, আপনি কেন ইতস্ততঃ কচ্ছেন?

গয়া। আমি যে মহাপাতকী।

দর্প। বেশ ত।

গয়া। বেশ ত কি হে?

দর্প। আপনি যে মহাপাতকী, তা ত বুঝ্‌তে পেরেছেন?

গয়া। মর্ম্মে মর্ম্মে— চর্ম্মে চর্ম্মে—প্রতি কর্ম্মে।

দর্প। যত অধর্ম্মে গলদ্ঘর্ম্মে, তা কি আমি জানিনে? তাই বল্‌ছি, আপনি মহাপাতকী— জীবোদ্ধারের ভার আপনাকেই নিতে হবে। একবারকার রুগী, আরবারকার রোজা;—ইতি বৃষস্কন্ধ পুরাণ।

গয়া। দেখ, পরশু রাত্রে আমি যা স্বপ্ন দেখেছি, সে অতি ভয়ানক ব্যাপার, যেন একটী গৌরবর্ণ পুরুষ—নীলবর্ণ আভা—মাথায়—

দর্প। ও কিছু নয়, কিছু নয়, ও স্বপ্ন টপ্ন

মনে কর্‌বেন না; ওই পরশু রাত্রে আমি মানা কল্লুম, শুন্‌লেন না; অতগুলো কাঁকড়া খেলেন, তাই ইন্‌ডিজেস্‌চন্‌ হয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন; নাইট্‌ মেয়ার, নাইট্‌ মেয়ার।

গয়া। আরে, ব্যস্ত হও কেন, শোনই শেষ পর্য্যন্ত; যেন দেখলুম, সেই জটাধারী পুরুষ মুণ্ডিত-মস্তকে তুলসী-পত্রের মালা জড়িয়ে আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকে বল্‌ছেন, "আরে মহাপাতকী! তোর প্রাণে প্রেমের সিন্ধু উথলে উঠ্‌বে, জীবের মুক্তি তোরই হাতে, তুই আজ থেকে পাঁচ মাস বাদে"—

দর্প। আহাহা, জয় গৌরাণ! জয় গৌরাণ!

গয়া। আরে শোনই—

দর্প। আর শুন্‌ব কি? আপনিও আমায় চেনেন, আমিও আপনাকে চিনি, বোঝ্‌বার আর বাকি কি আছে? আর কালবিলম্ব নয়, একেবারে কাজ আরম্ভ করুন; আপনি মাথার উপর থাক্‌তে আমার একা খাড়া হওয়াটা ভাল দেখায় না।

গয়া। ভাই, বোধ হয়, এখনও আমার সময় হয়নি।

দর্প। আবার কবে সময় হবে? দিন দিন যে রকম কাহিল হয়ে পড়্‌ছেন, কোন্‌ দিন হঠাৎ—

গয়া। তাই ত বলি, শরীরটা একটু সারুক, আবার এনার্জ্জি আসুক।

দর্প। আবার এনার্জ্জি আস্‌বে কাশীমিত্রের ঘাটে গেলে; এই ঠিক সময় হয়েছে—পেটের অসুখ বেড়েছে, ডাক্তার মাংস খেতে নিষেধ করেছে, কাঁকড়া পর্য্যন্ত হজম হচ্ছে না, বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বনের এই ঠিক সময়।

গয়া। বৈষ্ণব? তুমি কি ওই নেড়া-নেড়ীর পথ দিয়ে জীব উদ্ধারের কথা বল্‌ছো, কেন, শাক্তভাবে তোমার আপত্তি কি?

দর্প। বিস্তর;—প্রথমতঃ খরচা বেশী, তার উপর ওতে অবতারের তেমন চলন নেই, আরও—

গয়া। শৈব?—

দর্প। না।—

গয়া। গাণপত্য?

দর্প। বেঙ্গলে একেবারে out of fashion কখনও বোম্বাই অঞ্চলে যাওয়া হয় ত বোঝা যাবে; আপনি আর দ্বিধা কর্‌বেন না, যা বল্লুম তাই করুন।

গয়া। ভাল, মালা তিলক মাটী চাট কি কি চাই, তার যোগাড় কর; আর কাকেও বটতলায় পাঠিয়ে দাও, খানকতক বৈষ্ণব গ্রন্থ কিনে আনুক।

দর্প। দাদা কি একেবারে সংসারটা ভাসিয়ে দিতে চান, চেঙ্গড়া-চেঙ্গড়ীগুলোর এক মুঠো খাবার উপায় আর রাখ্‌বেন না, আমরা পয়সা দিয়ে বই কিন্‌ব?

গয়া। তবে গ্রন্থ পাবে কোথায়, কারুর ঠেঁয়ে চেয়ে নেবে না কি?

দর্প। বই পড়ে আপনি কর্‌বেন কি? সে ত সব পুরাণ কথা, তাই কি লোককে শোনাবেন? আপনি আমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না, প্রাণে ভাব আনুন, ভাব আনুন—তত্ত্বকথা সব আপনি বেরিয়ে পড়্‌বে। Inspiration Perspiration! Brother you have a Call

গয়া। আহাহা, দর্প রে, কি বল্লি?—

(সুরে) নব নব নব নিতুই নব রে।

দর্প (সুরে) আজ রামী কাল শামী পরশু কালো ভব রে।

উভয়ে। ওহোহো পরশু কালো ভব রে। কালো ভব রে, কালো ভব রে, কালো ভব রে নব নব নিতুই নব রে, নব নব নিতুই নব রে নব নব নিতুই নিতুই নিতুই।

(চাঁদার প্রবেশ)

চাঁদা। বড় বাবু! চাটগাঁতে কোন বাবুকে

যে পাখীর জন্য লিখেছিলেন, তিনি চার্টে পাঠিয়ে দেছেন, আস্তাবলে রাখিয়ে দেব ?

গয়া। ভাই রে, বলছিলুম, সময় হয়নি।

দর্প। কেন—আবার কি ?

গয়া। ওই দেখ এসেছে—উদ্যোগ কত্তে না কত্তেই এসেছে—প্রসন্নকে লিখেছিলুম সে পাঠিয়েছে ; দর্প—ভাই রে! এ যে চাটগাঁর পাখী, নিতুই মিলে না! আ মরি মরি, সে যে এক সঙ্গে মুরগী মটন, এসেছে এসেছে—

দর্প। এসেছে—এসেছে—প্রভুর ইচ্ছায় এসেছে; আর যদি এসেই থাকে, বাড়ীতে ফেলা যাবে কি ? ছেলেরা খাবে, আমিও না হয় তাদের একটু সাহায্য করবো।

গয়া। আমার উপায় ?

দর্প। বল্লুম না, ডাক্তার আপনাকে মোটেই মাংস ছুঁতে নিষেধ করেছে।

গয়া। ভাই! এত স্বার্থপর হলে তুমি জীবোদ্ধারের সাহায্য করবে কেমন করে ? আহাহা, চাটগেঁয়ে পাখী, নাম শুনেই যে আমার কেমন হচ্ছে! নাম—নাম—নাম! দর্প রে, কলিতে নামই বলবান্।

(সুরে)

আহা ওই নাম—শুনে নাম—রসে রসনা।
সেই জীবে—ক্ষীণ দ্বিপদ জীবে—
লেখা যোথা পাখা শোভিত জীবে—
অতি মাংসল কোমল বলদায়ী জীবে—
ত্রিদিবে পাঠাতে বাসনা।

(ছকড়ির প্রবেশ)

ছক। নামে ঘাম ঝরে গায়,
দাম দিয়ে কেনা নয় তায়,
ধাম চাটিগাঁ মহকুমায়।

দর্প। কি কর ছকড়ি, এখন ব্যাজার করো না, যাও।

ছক। ছোট দা! আমি কি তোমাদের ছাড়া ? পাশের ঘরেই ছিলুম, সব শুনেছি, ভারি এঁচে এঁচে বার করেছ, খুব মতলব ঠাউরেছ ; আমি তোমায় কতদিন ধরে বলুছি, ছাড় ছাড় ভারত ছাড়—নতুন কিছু ধর।

দর্প। ছকড়ি! ছেবলাম কর্‌োনা, বড়দাকে স্বপ্ন হয়েছে, ওঁকে জীবোদ্ধার কত্তে হবে।

ছক। আমিও স্বপ্ন পেয়েছি, আমাকে পেটোদ্ধার কর্ত্তে হবে। বড় কর্ত্তার জীব আর আমার পেট—এ দুই উদ্ধার আরম্ভ হলে কি জগতের আর দুঃখ থাকবে ? আপাততঃ ছোটদা, চাটগাঁ থেকে যে চারটী গজবরগামিনী মোরগিনী-নন্দিনী এসেছে, তাদের উদ্ধার ত করা চাই।

গয়া। প্রভো! তোমারই ইচ্ছা।

ছক। প্রভুর আবার ইচ্ছা কি ? তাঁর ইচ্ছা না হলে কি আর অমনি আসে ? ও খেয়ে ফেলা যাক্,—তুমি আমি কে ? যা করাচ্ছে, তাই কচ্ছি,—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতিস্থাপক,
যথা নিযুক্ত তথা কোর্ম্মানি।"

ওই চাঁদাকে নিযুক্ত করুন, ও কোর্ম্মা বানিয়ে ফেল্‌বে। আহা, পক্ষীজাতি গরুড়ের জ্ঞাতি, আশায় আশায় কত দূর থেকে আপনি এসেছে, ত্যাগ কত্তে কি আছে ? সেই যে গোপালে উড়ের মাথুর কীর্ত্তনটা কি ?—

(সুরে)

এসেছে এসেছে আহা এসেছে আশায়।
প'রে তামাচুড়া, প্রেমের কুঁকুঁড়া,
রাই তোমারি বাসায়॥
রাই রাই রাই হে ওহে গয়া দাদা রাই।
গজেন্দ্রগামিনী মোরগিনী-নন্দিনী,
বাবুজন-বন্দিনী পাখী পাখায়।
প্রভাতী ললিত গায় সুললিত,
শুনে জাগরিত কুম্ভকর্ণ আপনি যে হয়॥

চাঁদারাম আর ভাব্‌ছো কি ? যাও, সারথিরে বল, জবাধ্যায় করে ফেলুক

দর্প। রোসো রোসো—আমার না হয় চল্‌বে, কিন্তু দাদার খাওয়াটা কি ততটা ধর্ম্ম-সঙ্গত ?

গয়া। ও ছকড়ি, দর্প বলে কি ? ও যে আমার বাল্যসখী।

ছক। হয়েছে—তবেই তোমরা জীবোদ্ধার করেছো; ডেকচীর ভিতর থেকে যখন সৌরভে আকুল করে হয়ে উঠ্‌বে, তখন ওঁর নিজের জিভ অকূল পাথারে ভাসতে থাকবে; আর উনি তাদের বঞ্চিত ক'রে যাবেন পরের জীবকে উদ্ধার কত্তে ? না দাদা, "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং," ওকে আগে রক্ষা কত্তে হবে, "পশ্চাদ্বারো গণৈরপি," তার পর পালক-টালক-গুলো পেছনকার দোর দিয়ে ফেলে দিলেই হবে!

দর্প। যাক্, প্রভু, তোমারই ইচ্ছা, তোমারই ইচ্ছা; তবে এক কর্ম্ম কর চাঁদা—ওই খিড়কীতে বুঝি একটা তুলসীগাছ হয়েছে দেখেছি, সেটা উব্‌ড়ে এনে আগে পাখী কটাকে থাওয়া গে যা, দেহগুলো পবিত্র হয়ে যাক।

[চাঁদার প্রস্থান।

ছক। এই এই, ছোটদা না হলে বুদ্ধি বার করে কে ? ঠিক বলেছ, বেটাদের ব্যাপ্‌টাইজ ক'রে ফেলা যাক্।

(সুরে)

নব নব নব নিতুই নব রে।
আজ রামী কাল শামী পরশু কালো ভব রে।।
কতহিঁ রূপ ধরহুঁ পাখী হাম কেয়া কব রে।
কভু সুরুয়া-রূপে বিহরত কপে,
কভু ভরপুর পূর পশ আলু চপে,
আহা বনচারী কভু তুমি কারী,
আপনা পাসরি সেরূপ নেহারি,
মরি মরি মরি কিবা থাব রে।
নব নব নব নিতুই নব রে।।
শ্রীঅঙ্গ ঢালিয়া কভু হে কালিয়া
পীতধারা রূপ সেই অপরূপ
রূপে চেয়ে রব রে।
নব নব নব নিতুই নব রে॥
কভু পোষ্ট হেষ্টে হবে তুমি রোষ্ট,
রুটি টোষ্ট সনে দুটী ওষ্ঠে তোরে
ধরে দিব রে।
নব নব নব নিতুই নব রে।।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

মশারি-আবৃত পালঙ্কে প্রমথ নিদ্রিত।

বাহিরে বিছানা হেলান দিয়া হিল্লোলা।

(গীত)

বাবু জাগো জাগো যামিনী যে যায়।
যুবতী জেগেছে কবে আর কেন গো বিছানায়।
এই বুঝি ভাই ভালবাসা,
মজা করে ঘুমাও খাসা,
পাশেতে প্রেয়সী নাই, খেয়াল কি হলো না হায়
কালিদাসের কোকিল ডাকে থাকিয়া থাকিয়া,
পিউ পিউ উঠলো ডেকে রবি বাবুর পাপিরা,
কোঁকোর কোঁকোর কুঁকড়ো ডাকে
তোমার রসনায়।
আর বকম্ বকম্ পায়রা ডাকে
আমার কবিতায়॥
ওঠ বাবু মুখ ধোও পর নিজ বেশ,
চায়ের বাটিতে মন করহ নিবেশ,
নইলে কলকল ফোঁটা গরম জল
জুড়িয়ে বুঝি যায়॥

(গীত)

প্রমথ।— অহল্যা দ্রৌপদী তারা,
এই যে আমার নয়ন-তারা,
হৃদয় কারা ছেড়ে দারা উঠেছ কখন;

এই যে চুল খুলেছ, নেয়ে ফেলেছ
জরদ রঙের গরদ প'রে সেজেছ
বেশ চিকণ চাকণ।
বলি বুঝি খেতে হবে চা
তা যাচ্ছি—তা—তা—তা—
রুটী কখানা টোষ্ট করে মাখিয়েছ ত মাখন।

হিল্লোলা। থাম থাম ওস্তাদজী মশায়, আর সুর ভাঁজ্‌তে হবে না; অনুগ্রহ করে যাও, বাসি মুখে জলটা দিয়ে এস!

প্রমথ। কেন, আমার গান কি ভাল লাগে না?

হিল্লোলা। ও আবার গান কিসের? দয়া করে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলুম, তাই ন্যাকরা আরম্ভ কল্লে; এই বুঝি তুমি ভারি বিদ্বান, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী গান গেয়ে কথা কয় কোথায় দেখেছ?

প্রমথ। কি জান—গানটান গাইলে তবে প্রেমালাপটা জমে যায়।

হিল্লোলা। চা এনেছ, রুটী রেখেছ, মাখন দিয়েছ—এই মোটা কথাগুলো বুঝি তোমার প্রেমালাপ? সংসারের সাদা কথা-বার্ত্তা বুঝি গান গেয়ে বল্‌তে হয়? এইটে বুঝি তোমার natural?

প্রমথ। তা তুমিও ত আমায় গান গেয়ে গেয়ে ডাক্‌ছিলে।

হিল্লোলা। আমি গেয়ে ডাক্‌লুম ব'লে তুমি গেয়ে উত্তর দেবে? আমি হলুম অবলা—আমার গান কত মিষ্ট, একবার শুন্‌লে দশবার শুন্‌তে চায়; আর তোমার ও বাজখাঁই আওয়াজে রাগিণী ভাঁজা—এতে কি কিছু মজা আছে? থাম্‌লে লোকের প্রাণটা বাঁচে; জিজ্ঞাসা করে দেখ গে বাড়ী শুদ্ধ লোক জালাতন হয়েছে কি না?

প্রমথ। ভুল ভুল, বুঝ্‌লে প্রিয়েচন্দ্র মহাভুল, আসল শাস্ত্রসঙ্গত গান যা, তা আমাদের পুরুষের গলাতেই বেরোয়। নওল কিশোরী ধ্রুপদ মহম্মদী খেয়াল সে সব গান বুঝতে পারে কার সাধ্য; মেয়েমানুষ আবার গাইবে কি? তিনটে অক্টেভের একটা বই তোমাদের গলায় বেরোয় না; তবে অবলাজাতি বলে লোকে খাতির ক'রে তারিফ করে, আর রূপ-যৌবন কালো নয়নের—

হিল্লোলা। বটে—একটা গেয়েছি, তাই এত কথা শুনাচ্ছ, আর আমি কখন গাব না,—কখন না—গাব না—সাধলেও না—পাড়লেও না—কখন না—কখন না—কখন না—

প্রমথ। আর যদি পায়ে ধ'রে সাধি?

হিল্লোলা। তাতেও না—সাধ না, আমি মনে কর্‌বো, ষ্টকিংএর মাপ নিচ্ছ।

প্রমথ। এ একটা মানের মতন মান বটে, তা হোক, একটী গান গাও—মাথা খাও।

হিল্লোলা। আমি অখাদ্য খাইনে।

প্রমথ। এ সে মাংস নয়—হিঁদুর ব্যবহার্য্য। আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, চল দেখিয়ে দিচ্ছি, এই মাথা আহার ঘরে ঘরে চলেছে, বিশেষ তোমাদের কোমলাঙ্গিনীদের মধ্যে; বৃদ্ধারা হিংসা ক'রে মধুসূদনকে ডেকে পরকালের মাথা খাচ্ছেন, প্রৌঢ়ারা কুৎসা আর ঝগড়া করে সম্ভ্রমের মাথা খাচ্ছেন, যুবতীরা শুয়ে বসে গতরের মাথা আর বাজে নভেল পড়ে লজ্জার মাথা খাচ্ছেন, মাষ্টার মশায়রা নোট মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন, ছেলেরা সিগারেট্‌ আর কোকেন খেয়ে আপনাদের মাথা আপনারাই খাচ্ছেন।

হিল্লোলা। হ্যাঁগা, ও কি গা—কি খাচ্ছে বল্লে, কোকিল খাচ্ছে?

প্রমথ। না না, কোকিল নয়, কোকেন।

হিল্লোলা। হাঁ হাঁ, আমার বকুল ফুল পান দিয়ে ওই খায়, বলে বেশ স্ফূর্ত্তি হয়।

প্রমথ। মাসকতক বাদে স্ফূর্ত্তি টের পাবেন।

হিল্লোলা। কেন, ও কি জিনিস?—ওতে কি হয়?

প্রমথ। যেন ফূর্ত্তি কত্তে গিয়ে তোমার বকুল ফুলের ওই পান কখন খেও না; ও একটা ভয়ঙ্কর বিষ, এখন ডাক্তারেরা ওই কোকেন লাগিয়ে শরীরের অনেক স্থান অসাড় ক'রে অস্ত্র করে, তোমার চোখে থানিকটে কোকেনের জল দিয়ে তার পর ছুরি বসালেও সাড় পাবে না।

হিল্লোলা। ও মা, সে কি গো, তবে সখ ক'রে এ খায় কেন?

প্রমথ। মানুষের সখের কথা কও কেন, সখ ক'রে লোকে গলারও ত দড়ী দেয়, পৈতৃক বিষয় আশয় খুইয়ে জোচ্চোরও ত হয়; আর বিশেষতঃ জিনিসটা নতুন, এখনও শেষ ফলটা লোকে ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারেনি।

হিল্লোলা। শেষ ফল কি—প্রাণে মারা পড়ে না কি?

প্রমথ। একেবারে গেলে তো বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে আস্তে আস্তে মরে, তার পর একেবারে "পটল উৎপাটনম্—শৃঙ্গ নিনাদনম্"; প্রথমে জীবটী অসাড় হবেন, মুখে আর কোন জিনিসের তার থাক্‌বে না, তার পর ক্রমে চক্ষু ক্ষুধা বুদ্ধি সব গিয়ে—পুরুষত্ব মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে—

চৌদিকে স্বজন স্তব্ধ, গৃহে হায় হায় শব্দ।
শব জ্ঞানে বন্ধুগণে শ্মশানেতে লবে॥

হিল্লোলা। আবার গান? তা গাও গাও—আমি তো আর গাচ্ছিনে।

প্রমথ। গাও গাও, নিদেন একবার গেয়ে বল, যাও যাও নাথ, শুন মেরি বাত,
ধোত মুখ হাত কর ওই বাথ্‌রুমে গিয়ে।

হিল্লোলা। ঠাট্টা?

প্রমথ। কই?—তা হলে তো তুমি হেসে উঠতে।

হিল্লোলা। ঠাট্টার মত ঠাট্টা হয় তো লোকে হাসে, যাও, মুখ ধুয়ে এস।

প্রমথ। গেয়ে বল, গেয়ে বল; সত্যি সত্যি—তোমার পায়ে পড়ি।

হিল্লোলা। আচ্ছা, হবে এখন, আগে যা বলছি কর; আমি চা টা ঠিক করি, তার পর আবার সংসারের কাজ আছে তো। যাও না—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শীঘ্র এস, আজ আমার তোমার সঙ্গে ভারি দরকারী একটা কথা আছে।

প্রমথ। কি, এখনই বল না?

হিল্লোলা। Go you naughty man, don't do ভ্যান ভ্যান।

প্রমথ। Yes my Lord—Session Judge, একা কর গজ্ গজ।

[প্রমথের প্রস্থান।

হিল্লোলা। দেখ দেখি, সমস্ত রাত্রিতেও সখ মেটে না, সকালে উঠেই প্রেমের পশরা খুলে বসেন; আমায় কত কাজ দেখ্‌তে হয়, তা বুঝেন না—বিদেশে এসে যে গিন্নী হতে হয়েছে।

(গীত)

আমি নতুন ঘরে নতুন গিন্নী নতুন গিন্নীপনা।
আমার সাজ্‌বে কেন বাজে
কাজে বসে বাবুয়ানা॥
আমি লক্ষ্মী মায়ের লক্ষ্মী মেয়ে—শতাদরের বৌ,
শাশুড়ীটী লক্ষ্মী আমার মনে মুখে মৌ,
শত মুখে সুখ্যাতি তাঁর বৌয়ের গুণপনা।
আমায় ভালবাসে সে—আমি ভালবাসি,
চোখে চোখে হয় পলকে ফিক্ করে হাসি,
এমন পতি কোন্ যুবতী না করে কামনা?
হাতে আছে অনেক কাজ, করবো না আর
তাঁনা নানা॥

এখনও চায়ের সব আনছে না কেন?—
বয় বয়!

(বয়ের প্রবেশ)

বয়। কমিং—কমিং মেমসাব্।

হিল্লোলা। ফের মেম সাব?—আমি না তোকে বারণ করে দিয়েছি।

বয়। 'সাব' না বল্লে বাবু যে ভারি গোস্বা করে, very angry!

হিল্লোলা। তোর ইংরিজি মিংরিজি ওই বাবুকে বলিস, আমায় বহুজী বল্‌বি।

বয়। সে কেমন হবে? মরদ্—সাহেব, আর জানানা—বহুজী?

হিল্লোলা। আমি কি তোর বাবুর মত ওই খানাটানাগুলো খাই? দেখতে পাস্‌নে—আমি পূজাআচ্ছা পর্য্যন্ত করি।

বয়। Please মেম—এক রোজ খানা খেয়ে দেখুন, আজ বহুত নয়া নয়া ডিস্ তৈয়ারি হোবে; সুপ-আ্লা লেডিস্মিথ আর পাঁচটা সাইড ডিস্ বন্‌বে। পেট্ ইট কাট্‌লেট্ মেফ্‌কিং ক্রঞ্জি চফ্, ক্রুগার রোষ্ট, রবার্ট পুডিং, কিচ্‌নার কাবাব।

হিল্লোলা। ছি ছি ছি—বাবু খান ব'লে ছুঁতে হয়, তার পর আমি নেয়ে ফেলি দেখিস্‌নে? এখন দেরি করিস্‌নে, শীঘ্র চা ঠিক কর, বাবু এখনই নেয়ে আস্‌বেন। আমি আস্‌ছি।

বয়। ও ইয়েস্ ও ইয়েস্ মেম—বহুজী!

হিল্লোলা। আর দেখ বয়।

বয়। কমিং।

হিল্লোলা। আচ্ছা থাক্।

[প্রস্থান।

বয়। (গীত)

I am a very—very good boy!
(A pretty naughty witty boy)
Not a saucy—hussy – lassy—
but a boy!
In making choc'late cocoa
hot coffee,
Or a cup of first class Tea.
From Andrew Yule and
Company;
I am handy like a dandy
Drinking Brandy Port,
Or Cream de Noy (euy).
As to smashing plates of China,
And crashing Glasses of
Vienna,
(Why—oh – Ho—Ha—Ha—
Ha!)
Thats my life's only jolly joy.
I have a malady with a name.
Cleptomania or "open-sesame;"
Nice game—if not caught,
But the tread-mill is no toy,
Ohen ding—dong rings the
parlour—gong,
Merrily I sing a comic song,
Like the famous Dallas Laurie,
Or D. L. Roy.

নেপথ্যে-প্রমথ। বয় বয়!

বয়। কমিং কমিং মাষ্টার। গো অপ্ বয় ফাষ্টার ফাষ্টার।

[বয়ের প্রস্থান।

(প্রমথের প্রবেশ)

প্রমথ। এই যে চা তোয়ের, বয়টা না এইখান থেকেই উত্তর দিচ্ছিলো? ছোঁড়া ভারি দুষ্ট—কিন্তু ক্লেভার, ছেলেবেলা থেকে সাহেবের কাছে চাকুরী করেছে কি না? আঃ—আঃ—বেশ চা হয়েছে, চমৎকার ক্লেভার! The right thing, yules Reis Tea and nomistake; মাঝে মাঝে মনে করি চা টা ছেড়ে দিয়ে আর কিছু ধর্‌বো,—Say Coffee—Chocolate or Cocoa; চা টা আর exclusive drink নেই। ইউল কোম্পানীর দৌলতে যেখানে সেখানে সস্তায় ভাল চা পাওয়া যায়—অনেকেই খাচ্ছে; এখন তো

আর সাতবার সিদ্ধ করা খানসামাদের বেচা বাজারে চাগুলো কিনতে হয় না। আঃ চমৎকার! আজ বেলা অবধি বিছানায় পড়ে ছিলুম, দু চার চামচে খেতে না খেতেই letherguটা কেটে গেল। আমাদের খাটুনি যখন ইংরিজি রকম দাঁড়িয়েছে, তখন একটু আধটু ইংরিজি রকম Stimulant'ও আবশ্যক হয়ে পড়েছে; তার জন্য এই সব মোড়ের মাথায় ভাল বলে যে সব mithilated spirit বিক্রী হয়, সেগুলো ওয়াক তুল্‌তে তুল্‌তে না খেয়ে একটু আধটু ভাল চা খেলে শরীরও বেশ তাজা থাকে, মনেও বেশ স্ফূর্ত্তি হয়। Besides like rice being the produce of our country we have natural right to the use of tea. চায়ের উপর হিলির prejudiceটা ঘুচিয়ে দিয়েছি; by the by—প্রেয়সী ঠাকরুণ গেলেন কোথায়? বাহবা! আমি একলা বসে বসে চা সিপ কচ্চি, আর তিনি মাঝে থেকে স্লিপ দিয়েছেন বুঝি? কোথায় গো?—এঁ হেঁ হুঁ হুঁ, অ—অগো—আঃ—বলি ও বয়!

(বয়ের প্রবেশ)

বয়। কমিং।

প্রমথ। যমের বাড়ী গোইং, আমি তোরে ডাকলুম বুঝি?

বয়। হাঁ সাব—আপ "বয়" বোলা।

প্রমথ। এদিকে বেটাকে ত্রিশ ডাকে উত্তর পাওয়া যায় না, আর এবার অমনি কানাচে মাথা গুজে ছিল।

বয়। খোদাবন্দ কসুর মাফ হোয়, আর হাজার বার ডাকলেও আসবো না।

(গমনোদ্যম)

প্রমথ। এই চল্লি যে?—দেখ এই—এই—এ কোথায়?

বয়। কে হুজুর?

প্রমথ। এই একে ডেকে দে বাড়ীর ভিতর থেকে; বুঝেছিস?—শীঘ্র ডাক।

বয়। হাঁ হাঁ, সমঝেছে (উচ্চৈঃস্বরে) এ দাই—এ সুভদ্রী।

প্রমথ। চোপ চোপ—ষ্টুপিড ব্লকহেড, চা খাবার সময় কে আমার কাছে বসে?—কার হাত থেকে তলব নিস্?

বয়। বহুজী?—ওঃ, বুঝেছি।

প্রমথ। আর দেখ—শুন্‌তে পাচ্ছিস্, বলবি যে, আজ চা বড় চমৎকার তোয়ের হয়েছে।

বয়। আজ্ঞে, হুজুরের মনে ধরেছে?

প্রমথ। চমৎকার—Beautiful গন্ধ ভর ভর কচ্ছে।

বয়। (সেলাম করিয়া) হুজুর মা বাপ (হস্ত বিস্তার করণ।)

প্রমথ। ও কি—হাত পেতে রইলি যে?

বয়। আজ্ঞে, ভাল চা হয়েছে বল্লেন; হুজুর ভাল করে বেনিয়েছি—বকশিস পাব না?

প্রমথ। ও বাঁদর, তুমি বেনিয়েছ? আমি বলি প্রেয়সী—আমার হিলি বেনিয়েছে; fie fie—সেই গোলাব ফুল মাথান হাতের তোয়েরি মনে করে আমি এতক্ষণ কত তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিলুম, কি মিষ্ট গন্ধ বল্‌ছিলুম;—আর তুমি বেনিয়েছ? ডেক্‌চি মাজা হাত—রসুনের গন্ধ—দূর দূর, বেরো এখান থেকে

(প্রহারোদ্যত)

বয়। (গীত)

বাবু করো না আমার পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত।
তা হলে কাজে তোমার হবে গো ব্যাঘাত॥
কে উঠকে দেখবে পকেট,
সরাবে ঘড়ি চেন লকেট,
সেটকে সেট বাসন ভেঙ্গে
শুনাবে কে বজ্রাঘাত।
বাড়ীতে এলে ভদ্রলোক,
কে দেবে তার জুতোর উপর চোখ,

আর তামাক বলে গুল সেজে দে
কে বকশিস চেয়ে পাতবে হাত।
কে বাড়াবে বাজার দর,
বৌ দিদির কে হবে চর,
এঁটো করে দুধের সর
মনিবের কে মারবে জাত।
কে তাড়াবে পাওনাদারে কত্তে এলে মুলাকাত,
গেল এমন সখের চাকর,
কে করাবে খরচ দোকর,
মারবে কারে জুতোর ঠোকর,
সাহেব শুনালে কড়া বাত।
হুকি বেশী খেলে তুমি
কে ঢাল্‌বে শিরে শাওয়ার-বাথ॥

প্রমথ। আ মরি তোর এত গুণ, এতদিন বলিস্‌নে কেন?

বয়। আমার বড় চক্ষুলজ্জা বাবু, তাই নিজের বড়াই নিজের মুখে করিনে।

প্রমথ। আচ্ছা যা—এঁকে ডেকে দিয়ে যা।

[বয়ের প্রস্থান।

(হিল্লোলার প্রবেশ)

হিল্লোলা। কেন—অত ডাকাডাকি হচ্ছে কেন?

প্রমথ। ব্যারাম—আর কেন?

হিল্লোলা। কেন আমি কি কুইনাইন—তাই ব্যামোর সময় দরকার?

প্রমথ। না, তুমি ফেনাসিটীন, হিট ১০৫ এর উপর উঠলেই টেম্পারেচার নাবিয়ে দিয়ে শরীর ঠাণ্ডা করে দাও।

হিল্লোলা। তা হলে সাবধান, ডোজ যেন বেশী হয় না—Pulse দমে যেতে পারে।

প্রমথ। সে ভয় আমার নেই; ওই দুটী চোখে দু কপ্‌, ভাইনম্‌ গ্যালিসাই আছে, Kellner's 75—একেবারে মৃতসঞ্জীবনী-সুধা।

দেখে মুখপদ্ম, স্তব্ধ জব্দ মদ্দ
ক্ষুব্ধ মুখে শব্দ শুধু ম্যাও ম্যাও ম্যাও।
হেরে রূপ দুগ্ধ, মনো-মেনি মুগ্ধ
লুব্ধ চোখে চেয়ে কাঁদে ম্যাও ম্যাও ম্যাও।

হিল্লোলা। তিষ্ঠ তিষ্ঠ কবিবর, মিষ্ট পদ্যে সৃষ্টি জর—
ত্রিপদীতে বুঝি নাথ পাও চতুষ্পদ।
ভয় পাবে মরা মধু, হেম—রবি—দত্তবধু,
নবীন ত্যজিবে দেশ, গিরিশ ঘোষ পদ।

প্রমথ। বটে, ঠাট্টা! আমি ছেলেবেলা যা কবিতা লিখেছিলুম।

হিল্লোলা। হায় রে সে কাল!

প্রমথ। লিখিনে কেন জান?

হিল্লোলা। কেউ পড়বে না বলে।

প্রমথ। তা নয়—লেখবার কি আর কিছু আছে? এই মিলটন বায়রণ শেলি টেনিশন এরা সব আমার ভাব আগে চুরি করে ছাপিয়ে ফেলেছে।

হিল্লোলা। তা আমার মাথা খাও, তুমি যাহোক একখানা লিখে ছাপাও, অনেকে বই লিখে পুণ্য কচ্ছে—তুমিও কিছু কর।

প্রমথ। পুণ্য কি রকম?

হিল্লোলা। এই যেমন হিন্দুস্থানীদের ভিতর এক রকম লোক আছেন, তাঁরা ছারপোকাকে আহার দেবার জন্যে গরীব লোকদের ধ'রে পয়সা দিয়ে নিজেদের খাটীয়ায় শুতে দেন, তেমনি অনেক গ্রন্থকার এখন ঘরের পয়সা দিয়ে বই ছাপিয়ে উই আরশুলার ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করেন।

প্রমথ। (হিল্লোলার হাত ধরিয়া) Oh My Sweet, you are a wit?

হিল্লোলা। ছাড় এখন হাতখানা—Quit; একটু কাজ আছে, আসছি সেরে।

প্রমথ। এই তো এতক্ষণ ছিলে, আবার তোমার কি কাজ?

হিল্লোলা। বটে?—

(গীত)

আমার কাজটা কি--কাজটা কি--কাজটা কি?
তুমি থাক চক্ষু বুজে--মুখটী গুঁজে--বুঝবে
তা কি?
এই রান্নাঘরে ঢুক্‌তে হলো,
বামুনদিকে বক্‌তে হলো,
ঝি বুঝি বাজারে গেল—নেবু আন্‌তে বাকি।
এ নয় পেয়ে বেয়াকেল মামলাবাজ মক্কেল,
কোকিল ডেকে উকীলগিরি
শামলা নেড়ে ফাঁকি।
তোমার তর্জ্জন-গর্জ্জন উপার্জ্জন
তার বিসর্জ্জন ঢাকি॥

প্রমথ। তা তুমি লক্ষ্মীটী, হিল্লোলা না থাক্‌লে কি আমার ঘর একদিন চলে?

হিল্লোলা। এইবার চল্‌তেই হবে।

প্রমথ। কি রকম?

হিল্লোলা। হিল্লোলা যে দোলায় উঠবে।

প্রমথ। হৃদয়-দোলায় তো উঠেই আছ, আর কোন্ দোলায়?

হিল্লোলা। এই দেশে যাব, তাই বল্‌ছিলুম্।

প্রমথ। তা তো যাবই ঠিক করে রেখেছি। এই বড় দিনের ছুটি হলে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।

হিল্লোলা। হাঁ, তোমার তো আর আগে যাবার সুবিধা হবে না, আমায় কিন্তু যেতে হবে, আজ রাত্রের গাড়ীতেই যাব।

প্রমথ। কি?

হিল্লোলা। ছুটী মঞ্জুর হোক্।

প্রমথ। কি?—

হিল্লোলা। সেজ দাদার যে বিয়ে, তাই মা নিতে পাঠিয়েছেন।

প্রমথ। কেন, আর বুঝি কন্যা জুটছে না?

হিল্লোলা। না, আমায় গিয়েই ঠাকুর-ঝিকে ঠিক কত্তে হবে। লক্ষ্মীটী—ছি ভাইটী—বাবুটী, আমার হুকুম জারি কর; আমি এখান-কার সব গোছগাছ বন্দোবস্ত করে রেখে যাব, তোমার কোন কষ্ট হবে না। আর এই কটা মাস বাদেই তো তুমি যাবে, তার পর এক সঙ্গে আস্‌বো।

প্রমথ। তুমি এই কথা প্রাণধরে বল্লে?—হাঁ বল্লে—বল্লে?

হিল্লোলা। ছি, অমন কত্তে আছে? তা নয় বে টে চুকে গেলে আবার আস্‌বো।

প্রমথ। নির্দ্দয়ে—নিষ্ঠুরে—কঠোরে—ব্যাটরাবাসিনী—মটরমুখী—রাঠোরবালে! এই বুঝি তুমি প্রেয়সী—দেখনহাসি—এলোকেশী-বারাণসী? এই বুঝি বিরহিণী—পাগলিনী—খগোলিনী—জাগুলেবাসিনী? ওরে ধূলার ধূসর নন্দকিশোর ধিক্ তোরে! আরেরে বক্ষ-বিলাসী—যশস্বী—রাক্ষসী! তোর প্রাণে দয়া নেই—মায়া নেই—গয়া নেই—গঙ্গা নেই—গদাধর নেই—তাঁর পাদপদ্মও নেই।

হিল্লোলা। চুপ কর, চুপ কর, বাড়ীতে অন্য লোক আছে; আমায় নিতে অরুণ এসেছে।

প্রমথ। তোমায় নিতে যম এসেছে।

হিল্লোলা। দুও দুও, রাগের চোটে ভুলে আমায় গাল দিয়ে ফেলেছে।

প্রমথ। আমায়—আমায়—আমায় নিতে বলে'ছ।

হিল্লোলা। তা বেশ করেছো বলেছো; সে যাক্—দেখ, আজ রাত্রের গাড়ীতে যাওয়া হবে, আমি সব ঠিক করে রেখেছি।

প্রমথ। খালি যৎসামান্য কাজ—আমায় বলাটুকু বাকি ছিল বুঝি?

হিল্লোলা। চট্‌ছো কেন?—লোকের স্ত্রী কি বাপের বাড়ী যায় না?

প্রমথ। আর স্বামীর মাথাটা কি কচ-মচিয়ে চিবিয়ে খায় না?

হিল্লোলা। আমায় যেতে দেবে না—দেবে না দেবে না?—তবে আমি রাগ কর্‌বো—মান কর্‌বো—কাঁদ্‌বো।

প্রমথ। প্রিয়ে প্রিয়ে! সত্যই আমায় ছেড়ে যাবে? ওরে কে আছিস্—জল নিয়ে আয়, পাখা নিয়ে আয়, আমি মূর্চ্ছা যাব।

হিল্লোলা। তা হলে আমি হুড় হুড় করে মাথায় জল ঢেলে দেব, এই সখের কার্পেট টার্পেট সব ভিজে যাবে।

প্রমথ। না না, তা হলে যাব না—যাব না—মূর্চ্ছা যাব না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অজ্ঞান হই।

হিল্লোলা। আর অজ্ঞান হতে হবে না। শোন—দেখ, তুমি নিজে গিয়ে আমায় রেলে তুলে দিয়ে আসবে, আর রোজ চিটী লিখ্‌বে, আর—আর—আর দেখ, কিছু অন্যায় টন্যায় যেন কর্‌রো না—খবরদার।

প্রমথ। আর আমার কবিতাই যখন চল্লো, তখন আর কি নিয়ে অন্যয় করবো?

হিল্লোলা। দুদিন চোখের আড়াল হলে কি আর কবিতাকে এত মনে থাক্‌বে? আচ্ছা, সত্য বল দেখি, এতটা কি মনে থাক্‌বে থাক্‌বে? এক একবার কি আমাকে ভাব্‌বে?

বল রাখিবে মনে?
রাখিবে—রাখিবে—রাখিবে মনে?

চল তবে, কিন্তু একটু সকাল সকাল আজ কাছারি থেকে এসো। ওরে ঝিরা কোথায় গেলি?—ঘরটা পরিষ্কার কর।

[প্রমথ ও হিল্লোলার প্রস্থান।

(পরিচারিকাগণের প্রবেশ ও গীত)

ঘরখানি কি ঝরঝরে।
ঘরের ঘরুণীটী থরথরে॥
যেমন ফুলের মত গা,
তেমনি মোলাম তুলোর বিছানা,
আহা এই বালিসে চুল ঘষেছে সুগন্ধ কি ভরভরে।
এই পালঙ্কে অঙ্গ রাখে, বদন-চাঁদে চাঁদে ঢাকে,
দুজন সুজন কোকিল কূজন প্রেমেতে মন তরতরে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমথ বাবুর বাংলার ফটকের বহির্ভাগ।

(বয়)

বয়। যখন কল্‌কেতায় বাঙ্গালী বাবুদের ক্লবে ছিলুম, তখন ছকড়ি বাবুর কাছে কত গান শিখ্‌তুম, প্রিয় বাবু খুলে রেখে দিয়ে বিলিয়ার্ড খেল্‌ছিলেন, ঘড়িটে তাঁর হারিয়ে গেল, তাই তো আমি সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে এ বাবুর সাথ পশ্চিমে এলুম। আহা, ক্লবে থাকতে কত চিজ্‌ ভাঙ্গতুম! এখানে একটা বাবু—কখানাই বা বাসন? এই মাসকাবারের আরও পাঁচ দিন বাকি আছে, এখনও এগারটা বই চিমনি ভাঙ্গতে পারিনে। এই বাবুরা সব বলেন যে, আগেকার চেয়ে এখন দিন খুব ভাল পড়েছে, আর লোক সব বেশী বুদ্ধিওয়ালা হয়েছে,—তা ঠিক। এই তখন সব বাবুরা লণ্ঠন জ্বালাতো, বড়মানুষ বাবুরা কি সাহেবেরা বেলোয়ারি ফানুষ; সেটা ভারি দামের জিনিস, বেচারা খানসামা ফরাসেরা খুব হুঁসিয়ারিতে হাত লাগাতো, একটা ভাঙ্গলে মনিবের একেবারে বেশী লোকসান—ভারি গোলমাল পড়ে যেত। এখন কি মজা! কেরোসিনের আলো—দেদার চিমনি ভাঙ্গছি, দশ পয়সা কি চার আনা করে দাম—খুচরা খরচের ভিতর চলে যায়, বাবুদের অত গায়েই লাগে না। আর এই ঘর ঘর চা চলে গেছে, আমরা গরীব খানসামারা মনের সাধে চীনের বাসন ভেঙ্গে নিচ্ছি, আমার নানার কাছে শুনেছি, তাঁর এক বাঙ্গালী বাবুর বাড়ীর খানসামার সঙ্গে দোস্তি ছিল, সেই বাঙ্গালী চাকরটা নানার কাছে কত কাঁদতো, বল্‌তো তার মনিববাড়ীতে নানার সাহেবের মতন চীনের বাসন নেই, সে কিছুই ভাঙ্গতে পায় না। ভারি ভারি কাঁসার বাসন আছড়ে ফেল্লেও কাণাটা আসটা একটু ভাঙ্গে

ফাটে, কাজ চলে যায়। যে সাহেবেরা এ মুল্লুকে চিম্‌নি চীনের বাসন সব পাঠায়, তাদের চাই এই সব বড় বড় খানসামাদের সাল সাল বড় বড় একটা বক্‌শিশ্ দেওয়া। আমাদের হিক্‌মতে তাদের মাল কাট্‌তি কত বেড়ে যাচ্ছে। ও বাবা! এ জুজুর মতন সেজে কে আসে গো—ও বাবা, মাথায় শিং না কি—

(হলাহলনন্দস্বামীর প্রবেশ)

হলা। কস্ত্বং ?

বয়। তা বাবা, তুমি যে মস্তম—তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি; তা বাবা যদি কৃপা করে এখান থেকে অস্তম হও, তা হলে আমার পরাণটা ধড়স্তম হয়। এখানে তো হস্তম টান দেবার কিছু নেই—সরে দেখ না।

হলা। ত্বং কিল কীদৃশো নাম বর্ব্বরঃ ?

বয়। আমার নাম 'বর্ব্বর, তোমায় কে বল্লে জুজু মশায় ? আমার বিয়েই হয়নি, আমি একবার এক বরও হইনে; যে দুটো বে করে, তাকেই কি বলে 'বর্ব্বর'? জুজু মশায়! যা বল্‌ছো, সিধে করে বল, নইলে আমি বুঝ্‌তে পারিনে।

হলা। অহহ! দেবভাষাং নাম সংস্কৃতাং ন জানাসি?

বয়। ওসব বাজে কথা রাখ কর্ত্তা; তুমিও কি? সাহেবের কাছে যাবে? তোমার নাম কি ?

হলা। নাস্তি মম নাম, ন বাপি গোত্রজ্ঞানং ন তথা উপাধেঃ পরিচয়ঃ। সংসারনির্লিপ্তোঽহং সন্ন্যাসী, মানবাস্তু সমাহ্বয়ন্তি মাং পরিব্রাজক—পরমহংস—হলাহলনন্দ—স্বামী—এলে ফেল ইতি আখ্যয়া।

বয়। ও বাবা! খুব লম্বা বুলি আউড়ে গেলে যে ?—ওইটে কি তোমার নাম ? তা হবে, মগুরি পাহাড়ের মতন পাকড়ীটে যে লম্বা ঘুরে উঁচু হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে নামটাও মাইল তিনেক লম্বা না হলে চল্‌বে কেন ? তা বুঝেছি ঠাকুর, তোমার খাতাও সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌ছি, ও রকম ঢের আসেও জানি, এখন হবে টবে না; বহুজী কলকেতায় যাবে, সাহেবের মেজাজটা বড় খুসী নেই, তার উপর একজন মক্কেলের সঙ্গে কথা বলছেন, এখন যাও।

হলা। কুসুমোদ্যানশোভিতং প্রাসাদতুল্যং ভবনমেতৎ বিষয়বিষমগ্নস্য কস্য নাম পাপিষ্ঠস্য ?—

বয়। আর আমার পৃষ্ঠে পা দিতে হবে না, ওই ধরমশালায় যাও, অনেকের মাথায় পা দিতে পার্‌বে—দুপয়সা আদায়ও হবে।

হলা। সৌরভামোদ—

বয়। আ গেল! যা বিট্‌লে বেয়াদব; এ সৈরভীর বাড়ী পেয়েছো, বসে আমোদ কর্‌বে, যা যা মিন্‌ষে—ন্যাকাপনা করে না।

হলা। কা নাম জাতিস্তে ? মুখমিদং পরিদৃশ্যতে বিজিত-মন্মথাযুধভ্রূভঙ্গং অবিরলচঞ্চল-বিলোচনং কাকলিকলিতকল কোকিলকূজিতং সৌরভমোহিতযুবজনমানসকেশকলপম্।

বয়। আরে, আমি চুলে কলপ দিয়েছি ?

হলা। যদি নাম কামিনী—

বয়। এ সৈরভীও নয়, কামিনীও নয়, এ ভদ্রলোকের বাংলা; বাবুর—সাহেবের বাংলা।

হলা। সুধাভাষিণী যদি নাম কামিনী, দূরমপসর। ময়া কিল পরিত্যাজ্য কামিনীকাঞ্চন-কণ্টকীকাসুন্দীকচ্ছং ক্রন্দনং কষ্টবোধং চ কর্জ্জশোধং কল্পিতং কৌপীনং কেবলম্। দূরম্পসর।

বয়। আহাহা! আমি সরে যাই, দূর হই, আর উনি ফুশ করে বাড়ীর ভিতর ঢোকেন।

হলা। ন খলু অহং বারয়িতব্যঃ। অপ্রতিহত গতয়ঃ সর্ব্বথা সন্ন্যাসিনঃ। (দ্বারমধ্যে প্রবেশের উদ্যোগ)

বয়। হঠ যাও—খবরদার; এই কদমসিং,

এই কোচম্যান, ইধার আও, একটা মাণিক-পীর বাগিচামে ঘুষথা, বাত নেহি শুন্‌তা।

(দ্বার রোধ করিয়া দণ্ডায়মান।)

হলা। জানাসি অহং ইংরাজীকথনপটীয়সাং মাদৃশাং অস্তি সামথ্যং বিলাতীঘুষ্যাঘাতেন ত্বাং নারীং বা পুরুষং বা দূরে বিনিক্ষিপ্য উল্লম্ফ্য ফটকং বাট্যাং প্রবেষ্টুম্? (লম্ফপ্রদানে ফটক উল্লঙ্ঘন চেষ্টা ও ভূমিতে পতন।)

বয়। (হাসিতে হাসিতে) বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, সন্ন্যাসীঠাকুর লাফিয়ে স্বর্গে উঠতে গিয়ে প্রথম ধাপেই আছাড় খেলেন। (হাস্য ও করতালি।)

হলা। (উঠিয়া) অরে রে পাটচ্চর, গর্ভদাস, গ্রন্থিচ্ছেদক, রসুন-ভক্ষক, শ্যালক-গৃহস্থ শ্যালক, ছুছুন্দর, বৎস রাসভ! ইষ্টং পিনষ্টি ইতি ইষ্টপিটঃ রাসে কেলয়তি ইতি রাসকেলঃ ইত্যমরঃ।

(সজোরে দ্বারোদ্ঘাটন ও প্রবেশ)

বয়। গিয়েছে, ঘুষে পড়েছে, ছাড়বে না—কোন মতে ছাড়বে না, নেবেই নেবে কিছু সাহোবর কাছে আদায় করে। বহুজী তো দেখলেই একটা ঢিপ করে কুর্ণীশ করে বসবে, তার পর গলার চেন ছড়াটাই দিন আর এক-খান একশ টাকার নোটই আদায় হয়ে যাক্। এরাই রাঙ্গা কাপড়-চোপড পরে সেজেগুজে বেরিয়েছে, চোগা-পরা বাবুরা আর বড় চাঁদা আদায় কত্তে পায় না। যাই ভিতরে—এখনি সন্ন্যাসীঠাকুরের জন্যে কাফি-টাফি হুকুম হবে; আর দুখানা লেগ্ না রোষ্ট কল্লে তো ওনার পেট ভরবে না। সেবার অমনি একটা সংনস্তি এসেছিল, সে তো মুরগী কবুতর মটন বখরা মিলিয়ে তিন্ সেরের উপর মাংস খেলে, তার উপর দেড়সের বর্ফি; শেষ খেতে পারে না বুঝি, তাই বর্ফিগুলো রাই মাখিয়ে মাখিয়ে খেতে লাগলো [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রমথ বাবুর বাংলা—ড্রইং রুম্।

(হিল্লোলার কলিকাতাগমন উপলক্ষে ভৃত্যগণ বিছানা, পোর্টম্যাণ্ট ট্রঙ্ক ইত্যাদি গুছাইতে ব্যতিবাস্ত; একটী হোল্‌ড-অল হস্তে লইয়া প্রমথ বাবুর প্রবেশ)

প্রমথ। এই বয়!—ষ্টুপিড্, এই ছিল আর ঠিক সময়টী বুঝে কোথায় গেছে; নে মোথরো—দে মশারিটে এর ভেতর পূরে।

মথুর। মশারি? এই এই মশারি কাঁহা গিয়া—কাঁহা রাখ্‌খা? (নিজের পায়ের কাছে মশারির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া টেবিলের নীচে, আলমারির উপর, চায়ের বাটীর ভিতর প্রভৃতি স্থানে মশারির অন্বেষণ ও অপর ভৃত্যগণের তদন্বেষণে যোগদান; এবং 'মশারি কোথায় গেল', 'কাঁহা গিয়া', 'এই হিঁয়াথা' ইত্যাদি গোলযোগ।)

প্রমথ। বলি, ও কাণারা, কোথায় খুঁজছিস্? হ্যাঁরে ও মোথরো, এই যে তোর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে? এই ট্রেনটা আজ ফেল্ করাবি দেখছি। (নেপথ্যের দিকে) ওগো, তোমার বই ফই তেলের শিশি ফিশি কি দেবে দাও না—এতেই দিয়ে দিই; কোথায় গেলে গো? এস না—আমায় হেল্প্ কর না হিল্লোল।

(একখানি রাঙা তোষক মুড়ি দিয়া হিল্লোলার প্রবেশ)

হিল্লোলা। এই জুজুবুড়ী যাচ্ছে, জুজুবুড়ী যাচ্ছে, তোমরা ভয় পাও তো সরে যাও, হাউ মাউ খাউ।

প্রমথ। দেখ দেখি, এই সময় ছেলে মানষী আরম্ভ করে দিলে। একে তো এই বেটারা সব গোলমাল কচ্ছে, তার উপর তুমি বুঝি সং সেজে রং আরম্ভ করে

ভক্ষণ।) প্রথম বছর দুই কিছু কত্তে পারিনে, কিন্তু হিলিকে এখানে আনার পর থেকে—দেওয়ালি পোকা যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে আলোর উপর এসে পড়ে, মক্কেলের পালও তেমনি আমার কাছে এসে জুট্‌তে লাগ্‌লো।

হলা। হুঁ, তার পর? বলুন বলুন—বড় interesting তো।

প্রমথ। তবে টাকা আদায় কত্তে জানা চাই,—But I am gossiping away while my tea is getting cold; I must be a fool indeed.

(বয়ের প্রবেশ)

বয়। Yes sir?

প্রমথ। (নিজের অংশের চা ইত্যাদি না দেখিয়া) Why—আমার চায়ের বাটি কোথায় গেল? রুটীও তো নেই?

হলা। No, thanks, don't mention; ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল, তাই আমি পরমাত্মাকে দিয়েছি। আপনি আবার নিয়ে খান না, এই ছোকরা, বাবুকে চা ঢেলে দে।

বয়। (টী-পট নাড়িয়া) এ তো হয়ে গেছে, কিছু কি আপনি আর রেখেছেন?

প্রমথ। আচ্ছা যাক্, আবার আন্‌তে বল। Excuse me for a moment, I must look after my poorwi fe's baggage. (চেয়ার ছাড়িয়া গাঁঠরী ইত্যাদি নাড়াচাড়া)

বয়। Eat you cabbage sir? তা আমি বয়েল কত্তে দিয়েছি।

হলা। All right, তবে তো আজ ডিনার বড়ই জাঁকাল হবে, Boiled cabbage পর্য্যন্ত যোগাড় হয়েছে; নূতন বাঁধা কপিটে ভারি উঁচু জিনিস

প্রমথ। আপনি কি কপি বড় ভালবাসেন?

বয়। সে কপিটে বড় ছোট আছে, দুজনের হবে না।

হলা। দেখুন চৌধুরী সাহেব, যদি কপি ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা কল্লেন—তবে শুনুন, আমি সব ভালবাসি, ভালবাসিতেই আমার জন্ম, ভালবাসাতেই স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ, এই ভালবাসার জন্য বুড়ো মাকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে অন্ধ ক'রে দিয়েছি। আমি সব ভালবাসি,—আলু ভালবাসি, সন্দেশ ভালবাসি, ক্ষীর ভালবাসি, বেদানা, আঙ্গুর, এক কথায়—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তরুলতা শাখা-প্রশাখা মূল কাণ্ড সবই ভালবাসি। কথাটা হচ্ছে—আমার ভিতরকার সূক্ষ্ম আত্মা যখন যা চাবেন, আমাকে তখনি তা দিতেই হবে; তা—beg, borrow, 'steal or forge; কবির উক্তি—আপনার তো জানাই আছে।

বয় হ্যাঁ জুজুজী, এখন তো বেশ বাঙ্গলা ইংরেজী বল্‌ছো, তবে আমার সাথে তখন ফটকে কেন ওই সব কাঁকড়ী মাকড়ী কং ঘং মন্তর ঝাড়ছিলে?

হলা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)—আপনার এই চাকরের সঙ্গে আমি সংস্কৃতে আলাপ করেছিলুম, তাই বল্‌ছে। চাকর বাকর ছোট লোক অসভ্যেরা ইংরেজি বোঝে না, ওদের কাছে সংস্কৃতে কথা কইলে তবে 'সাধু' বলে চিন্‌তে পারে—একটু ভয়টয় করে। By the be আপনার dinner hour কখন্?

প্রমথ। আট্‌টার পর; আপনি কি—কিন্তু রাত্রে আমরা একটু ইংরেজী রকম—

হলা। Oh! quite my way. ডিনারের দেখ্‌ছি এখনো ঘণ্টাখানেক দেরি আছে, ততক্ষণ খানচেরেক রোল আর গোটা পাঁচ ছয় আলু বয়েল আন দেখি; আমার ধ্যানের সময় হলো। এখন সমস্ত সংসার থেকে মন গুড়িয়ে নিয়ে এক জায়গায় ফেল্‌তে হবে; আর দেখ্—যে কটা এ্যাণ্ডা বয়েল হয়েছে, আনিস্।

প্রমথ। যা না—উনি যা অর্ডার কচ্ছেন, এনে দে না।

বয়। আপনার জন্যে কি একটু জল-সাবু বেনিয়ে রাখ্‌বো ?

প্রমথ। কেন রে ?

বয়। এই মাণিকপীর ঠাকুর যে আজ এখানে ভোজন কর্‌বেন ; আপনার খাবার কি হবে, তাই ভাবছিলুম।

প্রমথ। তুই যা যা।

[বয়ের প্রস্থান।

হলা। আপনি কি কার্লাইলের Sartos Resartos পড়েছেন ?

প্রমথ। না, আমি Pollock en Torts পড়েছি।

হলা। আপনি একটা আশ্চর্য্য দেখেছেন ?

প্রমথ। হ্যাঁ, এই আপনারা যে আলাপ নেই পরিচয় নেই, পরের বাড়ীতে দু মিনিটের মধ্যে নিজের ঘর দোর করে নিতে পারেন— বল্‌তে কি, নিজেই সব দেখে শুনে নেন, কর্ত্তাকে আর কোনরূপ কষ্ট দেন না, এটা কি কম আশ্চর্য্য ?

হলা। এ কি আশ্চর্য্য দেখ্‌লেন ? আমার জীবনই আশ্চর্য্য। এই দেখুন—আমি সংসার ত্যাগ করে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন ? এ ভয়ানক আশ্চর্য্য ব্যাপার কেবল লোককে সদ্ব্যয় করাবার প্রবৃত্তি দেবার জন্য।

প্রমথ। তবে আপনার ও খাতাখানি বুঝি চাঁদার ?—আপনার কি সঙ্কল্প ?

হলা। আশ্চর্য্য সঙ্কল্প! কেবল বিশ্বের হিতের জন্যে আমি একখানা বড় বাগান প্রস্তুত কর্‌বো, তার নাম হবে হলাহল কানন। সেখানে সকল প্রকার ফুলের গাছ থাক্‌বে, যেখানে যত রকম মিষ্ট ফলের গাছ আছে, সবই রোপণ করা হবে ; চারিদিকে ঝিল— সেখানে রুই মৃগেল কাঁকড়া কচ্ছপাদি জলচর জীব ক্রীড়া কর্‌বে।

প্রমথ। সে বাগানে কি যে সে ঢুকে ফুল ফল পেড়ে নিতে পার্‌বে ?

হলা। না, সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। আমার উদ্দেশ্য আরও মহৎ,—অলিদল বিনা মূল্যে পুষ্পে পুষ্পে মধুপান কর্‌বে, বিহঙ্গমগণ বিনা ব্যয়ে পক্ক ফলে চঞ্চু প্রদান কর্‌বে, চিল-গণ অবসরক্রমে মাছগণে ছোঁ মার্‌বে, আর মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি কুসুমকুঞ্জে বসে আমি ধ্যান কর্‌বো। এই দেখুন না—রাজা জথমলাল সিং ৫৩৫৲ টাকা সহি করেছেন, মহারাজা কাঙ্গালীচরণ গুঁই ২৫০০৲, ডাক্তার বনমালী আড্‌ডী ২৩৲—এটা পেড্‌ ; এই থেকে ১০৲টি টাকা একখানা ডার্‌বী টিকিটে ইন্‌ভেষ্ট্‌ করা গেছে।

প্রমথ। আপনার সন্ন্যাসে লটারী খেলাও আছে দেখ্‌ছি যে ?

হলা। এ জগৎই লটারী—সুরতিক্ষেত্র মাত্র। বিশেষতঃ আমি যা করি, তা একে-বারে নিষ্কামী হয়ে করি ; এই যে ইউল কোম্পানীর কথা হচ্ছিল, তাঁদের এক প্যাকেট চা কিনে ফেলেছিলুম ; লাগ্‌বি তো লাগ্‌— আমার নম্বরই উঠেছিল, একেবারে এক পয়সা দিয়ে পঞ্চাশ টাকা !—নিষ্কামী হবার ফল দেখুন ; আপনার—৫২৫৲ টাকাই ফেলি— কেমন ?

প্রমথ। সে কি মশায়—আমি এত টাকা কেন দেব ?

হলা। আহা, বুঝুন মহাশয় আমার কথা। আপনি হচ্ছেন এখানকার Rising Pleader, আপনার উপর হিংসেও অনেকের আছে, অনুকরণ কর্‌বার ইচ্ছা জুনিয়ারদের ভিতরও কম নয় ; আপনার বেশী টাকা সইটে দেখাতে পাল্লে আর দশ জনের কাছেও কিছু বেশী বেশী পাওয়া যাবে। শুনুন, আপনি দেবেন ২৫৲—কিন্তু সহিটে করুন ৫২৫৲।

প্রমথ। সেটা কি রকম, ভাল ব্যবহার হবে কি ?

হলা। ধর্ম্মের জন্য !—ধর্ম্মের জন্য প্রাণ-

বসর্জ্জন কত্তে হয়—এ তো একটা মিছে কথা বই নয়? You will die a Martyr আর দেখুন, আমার কাজে আর পাপ নেই, আমি সমস্ত হৃষীকেশকে অর্পণ করেছি।

প্রমথ। তবে চাঁদা আদায়টা নিজের ঘাড়ে রেখেছেন কেন?

হলা। আহা, প্রেমময় আমার লোকের পাপের বোঝা নিতেই ভালবাসেন! Resolution, move, second, support করে ঠিক হয়ে গেছে, যে মানুষ যত মন্দ কাজ করবে, ভগবান্ তার দায়ী, ভাল কাজ যদি কিছু থাকে, তবে তার জন্যে বাহাদুরী—মানুষ নিজেই নিতে পারবে। আমি কে, তা জানেন?

প্রমথ। আগে কোথাও চাকরী কত্তেন না কি?

হলা। উঁহু, সে কথা নয়, আমি কে এসেছি, তা বোঝেন? এই শুনুন—কাণে কাণে বলি, (নিকটে গিয়া উচ্চকণ্ঠে) আমিই শঙ্করাচার্য্য।

প্রমথ। সে কি?

হলা। "সাধকস্য হিতার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" বুঝেছেন? "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন" বুঝেছেন? "নলিনীদলগতজলবৎ তরলং" বুঝেছেন?—"মণিবজ্রসমুৎকীর্ণে" বুঝেছেন? "কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা" বুঝেছেন? তাই আবার ধরায় আসা।

(কতকগুলি পুস্তক হস্তে হিল্লোলার প্রবেশ)

হিল্লোলা। চাই বই—বই নেবে গো?
মাছে পোকা এক পয়সা,
কলে সাপ এক পয়সা;
পদ্মমণি কল্লে খুন
এমনি তার বঁটির গুণ!
তারির বই বেচ্ছে মহেশা,
নগদ দাম—এক এক পয়সা॥

(হঠাৎ স্বামীজীকে দেখিয়া পুস্তকগুলি ভূতলে নিক্ষেপ।) ও মা, কে রয়েছে যে গো।

(পলায়নোদ্যম)

প্রমথ। যেও না যেও না—ইনি সন্ন্যাসী, বল্‌তে গেলে তোমারই Special অতিথি, এঁর সামনে তুমি আস্‌তে পার।

(অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবস্থায় হিল্লোলার পুনঃ প্রবেশ)

হলা। মা ভৈঃ। (হিল্লোলার প্রণাম করণ)

প্রমথ। উনি আপনাকে প্রণাম কচ্ছেন।

হলা। আমি কামিনীর প্রণাম গ্রহণ করি না; ওঁকে নমো নারায়ণায় বলে প্রণাম কত্তে বল।

হিল্লোলা। আপনি কে?—আপনাকে যেন চিনি চিনি; আপনি কি—আর একবার কথা কন দেখি, বাঙ্গালা বলুন।

হলা। কিং ভাবয়াসি? আমায় চেন বল্‌ছো—আমায় চিন্‌বে কি আগে গীতা পড়, কাদম্বরী পড়—শঙ্করভাষ্য পড়, তবে আমায় চিন্‌বে। চিন্‌তে যদি চাও—তবে ভক্তিযোগ কর—রাজযোগ হটযোগ—

(রুটী ইত্যাদি লইয়া বয়ের প্রবেশ)

বয়। এখন জলযোগ কর, এই রইলো কর্ত্তা।

[প্রস্থান।

হলা। আচ্ছা; আপনি ইংরেজী গীতাটা আপনার স্ত্রীকে ভাল করে বুঝিয়ে দিবেন। (টেবিল হইতে রুটী আলু লইয়া ভক্ষণ।)

হিল্লোলা। হ্যাঁ, তাই—নিশ্চয়ই তাই—আপনি আমাদের সেই হলধর। আমার পিসীমার বাড়ীর কাছে—মনে নেই? আমরা যখন একবার অনেকদিন সেখানে ছিলুম, তুমি মেজদির সঙ্গে খেলা কত্তে? আমি সেই—

হলা। তুমি সেই হিলি?

প্রমথ। Sir, আপনি কচ্ছেন কি?—ড্যামেজের চার্যে পড়ছেন যে? Not so familiar please and before her own legitimte hu-

hand ; you know she is my property—personal and real. এ বড় অন্যায় ! সন্ন্যাসী ছেন, সন্ন্যাসীই আছেন, তা ব'লে পরের স্ত্রীকে তুই মুই ? হিল্লোলা থেকে—হিলি ? এ কি ?—২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা ড্যামেজ হতে পারে।

হিল্লোলা। রাগ কচ্ছো কেন ? তোমার কাছে ওঁর গল্প কত করেছি—মনে নেই ? বল্‌তুম না যে, শাঁখারিদের হলা সন্ন্যাসী সেজে বেরিয়ে গেছে, এখন তার খুব ভাল সময় হয়েছে।

প্রমথ। ভাল সময় হয়েছে ? টাকা জমিয়েছেন ?—তবে তো gentleman দেখ্‌ছি ; Your hand please (করমর্দ্দন করিয়া) আসুন আসুন—বসুন ভাল করে, হিলি, বসো। (সকলের উপবেশন) Excuse me, আমি এতক্ষণ আপনাকে ordinary সন্ন্যাসী মনে করেছিলুম ; তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায়—গাছতলায় শোয়—জুটো ! একটা ইংরেজী বুঝি pick করে নিয়েছে, তা নয়—টাকা আছে You are a man of substance—ভদ্রলোক ! তা হলে সত্যই আপনি কার্লাইল পড়েছেন ? uppet socity তে introduce হবার উপযুক্ত লোক।

(ডাকের চিঠি ও খবরের কাগজ লইয়া বয়ের প্রবেশ)

বয়। সাঁজের ডাক আজ দেরিতে ছেছে সাহেব।

প্রমথ। (খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে) া, লড়াইয়ের খবর বেশী কিছু নেই। নিউ-জলাণ্ডে এবার বেশ বৃষ্টি হয়েছে, কামস্কাট-কায় একটা লোক Suicide করেছে।

বয়। এ সব বড় জরুরি খবর সাহেব, ওয়ালারা যে বেছে বেছে বার করে, টা বাহাদুরী।

হিল্লোলা। হলা দাদা, ওদিক্ থেকে বাঙ্গালা কাগজের মোড়ক গুলো আমায় দাও না।

হলা। এই নাও ; কিন্তু আমাকে আর দাদা বলে ডেকো না, এখন থেকে স্বামী বলো।

হিল্লোলা। ছিঃ !

প্রমথ। What before my face ?—

হলা। দেখুন, আমরা harmless স্বামী, কেন না—আমি কামিনী কাঞ্চন কণ্টকী কাসুন্দী কষ্টবোধ কর্জ্জ শোধ।

হিল্লোলা। থাক্, এখানায় আর কোন মজা নেই ; এইবার 'সুবচনী' খানা দাও তো হলা দা—

প্রমথ 'জী'টে বল, স্বামীতে নিদেন 'জী'টে জুড়ে দাও গো।

হিল্লোলা। এ কি !—কবিতাটার মানে কি ? 'সুবচনী' যে দেখ্‌ছি "কটাস কামড়ের" চেয়েও বাড়িয়ে উঠলো ; নাম ধরে গালাগাল আমার নামে লিখেছে।

প্রমথ। We are extremely glad to learn that the vacancy caused in the Port Commissioner's Office by the untimely death of Babu—

হিল্লোলা। রাখ রাখ তোমার পড়া রাখ, আমি একটা শিউরে উঠ্‌লুম—তা বুঝি বাবুর খবরেও এলো না ? অবশ্যই 'সুবচনী'র এ কবিতাটা আমাকে গাল দিয়ে লেখা।

প্রমথ। আরে রাম রাম, ওগুলো পড়েই কাজ নেই।

হিল্লোলা। তা বল্‌বে বই কি ? যদি তোমার কোন মক্কেলের পরিবারকে কাগজ-ওয়ালারা এই রকম গাল দিত, তা হলে এখনি তার ঘাড় ধরে কাছারী টেনে নিয়ে যেতে ; আমার কাছে ফি পাবে না কি না ?

প্রমথ। কি হয়েছে ? লেখাটা কি—তাই না হয় শুনি ?

হলা। শুন্‌বেন কি? আমি আগেই পড়ে ওর ব্যাখ্যা বুঝে' নিয়েছি। ভয়ঙ্কর Defamaton! (কাগজ লইয়া পাঠ)

"প্রথমে ব্যথিতা বামা ধরি, পতিকর
শুনাইছে শঠ নট কোকিলের স্বর॥"

হিল্লোলা। না, দাও—আমিই পড়ি, তুমি ঠিক feeling দিয়ে পড়তে পার্‌বে না। (পাঠ।)

"প্রথমে ব্যথিতা বামা ধরি পতিকর।
শুনাইছে শঠ নট কোকিলের স্বর।"

হলা। প্রমথ উল্‌টে 'প্রথমে'; স্ত্রীলোক সম্বন্ধে 'ব্যথার' কথাটা বলা বড় অশ্লীল। আপনাকে শুধু 'শঠ' বলেনি—আবার 'নট'। কি না—Actor. যাকে যার যা ইচ্ছে বল্‌তে পারে। আর 'কোকিল' বল্লে যে 'উকীল' বোঝায়, তা আর আপনাকে বলে দিতে হবে না।

হিল্লোলা। "বলে পিক কাণে মোর ঢালে হলাহল।"

আমারে কাঁদাতে নদী কাঁদে কলকল॥"

হলা। ওঃ 'হলাহল'? এটা আমাকে। আচ্ছা, আমার শালা নন্দরাম বন্ধু High Court এর Attorney, Rising Criminal Star of the High Court, দেখে নেব।

হিল্লোলা।

"পাটনী বিহীনা তরী কে দেয় পাহারা।
বিহরি হিল্লোলে দুলি যেন আত্মহারা॥

হলা। এই যে, 'পাটনা'ও আছে, "হিল্লোল'ও আছে।

হিল্লোলা।

"নিঃশ্বাস হিল্লোল তুলি কেঁদে ভাসে বালা।
আলু থালু কেশগুলি মুখ যেন জালা॥

দেখেছো দেখেছো, মুখ যেন "জালা"। আমি হাঁড়ীমুখী উনুনমুখী নই, 'জালা-মুখী'। কেন 'বালার' মিল কি কালা মালা পালা

হলা। হালা শালা

হিল্লোলা।

"পূর্ব্ব কথা মনে মনে হইল স্মরণ।
বালিকা কলিকা যবে না ছিল যৌবন॥"

শোন গো ও বড় ভালমানুষ বাবুটী, আমার যৌবন টৌবন ছিল না, তোমার দৌলতে হয়েছে।

"কত ছিল সখা সখী বৌ বৌ খেলা
অচেনা বিরহ-ব্যথা প্রণয়ের মেলা॥"

(ক্রমশঃ)

হলা। উঃ, কি অশ্লীল—বৌ বৌ খেলা।

হিল্লোলা। আর শুধু সখা সখী নয়, 'অচেনা' লোকের জন্যেও আমার 'বিরহ' হতো গো। (দীর্ঘনিশ্বাস ও হলাহলানন্দর ওহোঃ আহা হরি বোল উঃ উঃ ভয়ঙ্কর ইত্যাদি ভঙ্গীকরণ)

হলা। Downright defamation! Absolutely Horrible! Perfidy in Poetry! Moral Suicide—Homicide—Infanticide—Fire.side—Bed-side!

হিল্লোলা। নাও, শুন্‌লে? কি বুঝলে?

হলা। বুঝতে কি ওঁর বাকি আছে? দেখ্‌ছেন না, একেবারে Strnck dumb—ঝা বোবা হয়ে গেছেন। মোদ্দাৎ এ কখনই Tolerate করা হবে না; আমি যে ষড়রিপু-ত্যাগকারী-যথেচ্ছাচারী সন্ন্যাসী, এ পড়ে আমারই শোণিতের মধ্যে পিনাল কোড সেসন কোড তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ছে। "অন্য পরে কা কথা—কা কস্য পরিবেদনা।"

প্রমথ। কই, আমি তো কবিতাটায় মান-হানিকর কিছুই দেখলুম না, মানেই কিছু বুঝ্‌তে পাল্লুম না!

হলা। সেই টুকু তো ওদের মজা; খুব গালাগাল দেয়—অথচ কিছু মানে বোঝ্‌বার যো নেই। লেখকের নাম পাই আর না পাই, এডিটারকে responsible কর্‌বোই কর্‌বো।

প্রমথ। দেখ, স্বামীজীতে তোমাতে

়লে অনেক করে একটা ব্যাখ্যা কল্লে বটে, এইটে ঘাড় পেতে নিয়ে কেঁচো খুঁড়তে ড়তে সাপ বার করা কি ভাল? আমি নিজে কীল,জানি তো Cross-Examineএ থামোকা চকগুলো ঘরের কুৎসা বার করবার সুবিধা বে।

হিল্লোলা। কেন, আমাদের জীবনে এমন কি অন্যায় কথা আছে যে, প্রকাশ কল্লে লজ্জা হবে? বেশ, আমি কল্‌কেতায় যাব না।

প্রমথ। না, যখন উদ্যোগ হয়েছে, তখন যেতেই হবে; আমি কেমন একটি Love-Scene play করবো সাধ করে রেখেছি।

(গীত)

কত সাধ হৃদি চাঁদ করেছি মনে।
দিব বিদায় তোমায় প্রেম ফ্যাশানে॥
শোভিত টীপ বিন্দু, দেখিব মুখ ইন্দু,
তিলেক তরে হইয়ে হিন্দু,
'দুর্গা দুর্গা' বলিব বদনে॥
মধুর বাসন্তীবেশে, দাঁড়াবে লো এলোকেশে,
আমি মিলাব নয়ন ঐ দুটী জলভরা নয়নে॥
করিব কিছু আনিতে ভুল,
তুমি বাধাবে মহা হুলস্থুল,
আমার মরমে—প্ল্যাটফরমে
হানিবে লো আঁখিশূল তুমি ঘনে ঘনে
প্রেমে হয়ে গদগদ, ধরিব আরাধ্য পদ,
লব মুখ-কোকনদ এ হৃদয়-হ্রদে;—
াদিরে অধরে লব ওহো বিদায় চুম্বনে॥

হিল্লোলা। আর ভালবাসায় কাজ নেই।

(গীত)

যা যা—ছিঁড়ে যা প্রেমফাঁস।
পতি হয়ে দেখে যুবতীর মান নাশ॥
যে যেখানে যত আছে সম্পাদক,
মানহানিকর ভেরীনিনাদক;
কালেখক ঢক্কাবাদক ওগো কলমে কর
সর্ব্বনাশ॥
গালি দাও লিখে গল্প পদ্য,
বধ বধ বালা চৌদ্দ অদ্য,
হাসিয়ে সহিবে, তুড়িতে ওড়াবে,
মম পতি এসে পাশ॥
বল বল বল যত পার খুসি,
শান্তমতি পতি মারিবে না ঘুষি,
পড়িয়ে পাঠক গড়িয়ে পড়িবে,
পিটিতে পিটিতে তাস॥

হলা। আপনারা যে দেখ্‌ছি গানটান গেয়ে ভাব করে আসল কথাটা চাপা দেবার উদ্যোগ কচ্ছেন; কিন্তু আমার শালা নন্দরাম বন্ধু বলেছেন—যে একটা নতুন Defamation case দিতে পাল্লে তবে আমার হলাহল-কাননের জন্য ২০০৲ টাকা চাঁদা দেবেন; এ ধর্ম্মকার্য্যে প্রতিবন্ধক হওয়া আপনাদের বড় অন্যায়। উঃ, কি ভয়ঙ্কর! "পাটনী—" "তরী—" "হিল্লোল—" "অচেনা বিরহ"!

হিল্লোলা। আর মুখ যেন "জালা"? আচ্ছা, তুমি কিছু কর না কর, কলকেতায় তো যাব; মেজদিদির স্বামী শুনেছি "অবতার" হয়েছেন—অনেক লীলা দেখাচ্ছেন, আগে আমার এই কলঙ্কভঞ্জন তাঁকে দিয়ে করাব।

প্রমথ। এই নাও, এইবার তোমার হরিনামের ঝুলি থেকে বুদ্ধির বুলি বেরুচ্ছে; ও "অবতার ফবতার" বিশ্বাস-টিশ্বাসগুলো ছেড়ে দাও না।

হলা। তা হ'লে কি আপনি বলেন—আমি "শঙ্করাচার্য্য" নই?

হিল্লোলা। শোন, তোমার বিশ্বাসে অবিশ্বাসে তো কিছু কাজ হবে না; আমার বিশ্বাস যে, মেজদিদির স্বামী বিষ্ণুর অবতার না হলেও তিনি যে বুদ্ধির অবতার, তার আর সন্দেহ নেই। ভোরে কলকেতায় পৌঁছেই তাঁর বাসায় গিয়ে পায়ে আছাড় খেয়ে পড়বো;

তাঁর দ্বারা আমার কলঙ্কভঞ্জন হোক্ বা না হোক্, মানরক্ষা যে হবে, সেটা নিশ্চয়।

প্রমথ। 'সুবচনী'র সম্পাদকটা কে?

হলা। Oh! I know him a dare-devil fellow, কাকেও গ্রাহ্য করে না; এই জন্যই লোকে তাকে 'বাকা-বিষরদ' নাম দিয়েছে।

(নেপথ্যে ডিনারের ঘণ্টা ও বয়ের প্রবেশ)

বয়। টেবিলে খানা দেওয়া হয়েছে।

প্রমথ। ডিনারটা নেওয়া যাক্; হিলি, তুমিও যাও, কিছু মুখে দিয়ে এস।

হিল্লোলা। তা যাচ্ছি, কিন্তু আমার কলঙ্কভঞ্জন?

(গীত)

প্রমথ। বলেছে খঞ্জন গঞ্জন আঁখি
কে বল আর বল্‌তে বাকি,—
(আমায়) তুমিই দিতে পার ফাঁকি,
সোহাগী জান না কি?

হিল্লোলা। তবে অপমান সয়ে থাকি,
এ কলঙ্ক অঙ্গে মাখি?

বয়। ডিনারে দেব চা কি?
ঝল্‌সে দিছি দুটো পাখা।

প্রমথ। চোপ বেয়াদব গোস্তাকি!

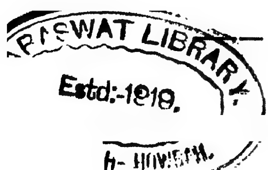
বয়। না না, ওঠাব এ সব জিনিসটা কি?

প্রমথ। হাঁ হাঁ হাঁ—তাই—তাই—তাই

[বয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বয়। Yes Sir! thank you, now good by.

[প্রস্থান



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

গয়ারামের অন্তঃপুর।

বড়-বৌ ও হিল্লোলা।

বড়-বৌ। কে জানে বোন্—লোকে তো বল্‌ছে শুন্‌তে পাচ্ছো, নিজের চোখেও আশ্চয্যি আশ্চয্যি ভাব দেখ্‌তে পাই। মনে কর, যিনি হাঁসের ডিম দিয়ে না রাঁধ্‌লে নিমঝোল পর্য্যন্ত খেতে পারেন না, আজ তিন তিন মাস ঐ রাত্রে যা একটু সুরুয়া খান; তা ছাড়া আর মাংসের সঙ্গে সম্পর্ক নেই মানুষ হলে কি ভাই এটা পার্‌তো? আর তুই শুনিস্‌নে---ছেলেবেলা একজন গণক আমার হাত দেখে বলেছিল যে, তোমার স্বামী একটা অবতার হবেন! সে যাই হোক্, তোর একখানা চিঠি একদিন আগে আমায় লেখা উচিত ছিল, একখানা ঘরটর বেশ ঠিক করে রাখ্‌তুম, এখন কোথায় বসাই, তার ঠিক পাচ্ছিনে।

হিল্লোলা। প্রথম যে আমার কলকেতায় নেবেই বরাবর জাগুলে যাবার কথা ছিল, তার পর সন্ধ্যাবেলা ওই হতভাগা কাগজখানার সেই পয়ারটা পড়েই তো আমার রাগ হলো তোদের বাড়ী এসে একটা হেস্ত নেস্ত করে যাব প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম্। আমার ঘরটর ঠিক কত্তে হবে না, আমি এখনি আমাদের শিমলার বাড়ীতে যাব; সেইখানে জিনিসপত্রটত্র স... পাঠিয়ে দিয়েছি, থাক্‌বারও বন্দোবস্ত করেছি। এখন মেজদিদি চল—সিঙ্গিমশায়কে বলে আমার কলঙ্করটনার যাতে একটা প্রতিবিধান হয়, এখনি ক'রে দাও।

বড়-বৌ। রোস রোস, এ"ন না; এখন

হলে দেখবি অনেকটা সোজা মানুষ, হয় তো তার কাছে স্বীকারই করবেন না।

হিল্লোলা। ইস্, আমি অবতার টবতার ভূতটুত সব দেখলেই চিন্‌তে পারি; ওইখান থেকে ওইখান বই তো নয়—অনেকবার গয়ায় গিয়েছি, সেখানে ভূতের আড্ডা।

বড়-বৌ। বলিস্‌নে ভাই, ভয় করে, এমনি-উনি কাছে এলে কেমন গা ছম ছম করে। আচ্ছা হিল্লোল! তুই ত এত বই-টই পুথি-টুথি পড়িস্, বল্ দেখি, মানুষ অবতার হলে বাঁচে তো? আমার যে কপাল, কেষ্ট হতে হতে বলরাম হয়ে শিঙে না ফোঁকেন।

হিল্লোলা। ও মেজদিদি, সে ভয় নেই, দেখিস্, অক্ষয় অমর হবেন্; আমাদের পিসীমাদের বাড়ীর কাছে সেই হলা যে মাঝামাঝি "অবতার' হয়েছে, তাকেই দেখ্‌লুম্, আগেকার চেয়ে তার এখন দিব্যি শরীর হয়েছে, আর খেতে যে পারে।

বড়-বৌ। তা এরাও ভাই; এর আম্বাটা বেশী, হজম কত্তে পারেন না, কিন্তু ঠাকুরপো যে ভাই মালপো খায়! এই এক আশ্চয্যি দেখ ভাই, প্রাণে একটু প্রেম না হলে কি ভাই মানুষে ঐ চেলের গুঁড়ির মালপোয়াগুলো দেড় সের দুসের খেতে পারে? আর ভাই, ভক্তও অনেক জুটেছে, আবার শুন্‌ছি না কি বোম্বাই থেকে মাদ্রাজ থেকে মুর্শিদাবাদ। আরও কত কত জায়গা থেকে চিঠিতে টেলিগ্রাফে সব ভক্ত হচ্ছে, অনেকে প্রণামীও কে জানে বোন্, নিতে আছে কি? আমি ভাই, সেই জন্যে কপালে ঠেকিয়ে দাহার সিন্দুকে তুলে রেখে দিই।

হিল্লোলা। প্রণামী নেন?—তবে রশ।

বড়-বৌ। সবার কাছে নেন না-যার পর কৃপা করেন; উপযুক্ত প্রণামী হলে টাকায় কড়ে আঙ্গুলটী ঠেকান; ঠাকুর-পো সব তুলে টুলে রাখেন, তিনি ও সব খবরও রাখেন না।

হিল্লোলা। তবে ভাই চল, আমি কেঁদে কেটে পায়ে আছাড় খেয়ে পড়বো, কৃপা কত্তেই হবে। আমার স্বামী ভাই কাপড়-চোপড়ে সাহেব—ভিতরে নন; তবে উনি তো অন্তর্য্যামী, আমার অপরাধ কেন নেবেন?

বড়-বৌ। ওরে, বল্লুম যে এখন না; আজ সব ভক্তেরা এসেছে, এখানে ছানার দালনা দিয়ে মোচ্ছব হবে,—তা হলে আজ নিশ্চয়ই সেই রকম ভর হবে। ওঁরা বলেন ভাব—কিন্তু সেটা ভর; সেই সময় গিয়ে যদি কেঁদে কেটে পড়্‌তে পারিস্, তবে কৃপা হতে পারে, তোর কলঙ্কভঞ্জনের উপায় হয়।

হিল্লোলা। তা পড়্‌বো ভাই; কখন্ ভর হবে, আমি টের পাব কেমন করে?

বড়-বৌ। চল না, আমরা বৈঠকখানার পাশের ঘর থেকে খিড়কির ভিতর দিয়ে দেখ্‌বো তখন; যদি তেমন তেমন হয়, তোকে টিপে দেব, তুই অমনি গিয়ে পায়ের কাছে পড়্‌বি; আজ শুনেছি, আবার কল্পবিক্ষ্যি না কি হবেন!

হিল্লোলা। তবে চ ভাই, এর একটা বিহিত করে তবে আমি শিমলেয় যাব; আর দেরি করিস্‌নে, তোর বাড়ী এসে 'অবতার' কাছে আসছে আসছে মনে করে বুকটার ভিতর কেমন কচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গয়ারামের বাটী।

গয়ারাম, দর্পনারায়ণ ও ছকড়ি।

গয়া। দর্প রে!—উঃ—আহা হা—আবার যে শরীর ধারণ করে ধরায় এলুম, দেহে এত ক্লেশ বহন কল্লুম।

ছকড়ি। নিত্যি বেমো, আর ফাউল হজম করবার পরিশ্রম।

দর্প। আরে, চুপ দাও, ছুটো ভক্তির কথা শুন্‌তে দাও; ভক্তেরা আস্‌ছে—একটু প্রেমাবেশ আসা চাই।

গয়া। আহা হা হা—দর্প রে! দেখ আমার কম্পন হচ্ছে।

ছকড়ি। কি বড়দাদা, কিছু রকম হবে না কি? পাখা জল টিল এনে রাখ্‌বো?

দর্প। কি, দশার কথা বল্‌ছো? লীলাময় উনি, ওঁর যদি সে ভাব উপস্থিত হবার বাসনা হয়ে থাকে, তা হলে পাখা জলে কি করবে ছকড়ি? ওঁর প্রেমমাখা নাম, ওঁকেই শোনাতে হবে; দেখনি, বৈষ্ণবেরা কীর্ত্তন কত্তে কত্তে যদি দেখে যে, কারুর দশা লাগে, তা হলে সে গানের একটা প্রেমমাখা পদ তার কর্ণের কাছে বার বার গায়, এবং নাম শোনাতে শোনাতে খোল করতালির ধ্বনি করে, তাণ্ডব নৃত্য কত্তে থাকে; তবে দশা-প্রাপ্ত মহাজন চৈতন্যলাভ করেন। যদি কখনো কারুর সেভাব দেখ, 'গয়ারাম' নাম শুনিও, দেখ্‌বে কি আশ্চর্য্য ফল! এ তোমার স্মেলিংসল্ট ভিনিগারের কাজ নয়।

ছকড়ি। ছোট দাদা! আজ একটা জ্ঞানের মত জ্ঞান দিলে বটে, আমাদের গুষ্টীতে কখনো ও রোগ ছিল না ভাই; সেজদাদার বড় বৌটা কোত্থেকে এক হিষ্টিরিয়ার ব্যামো এনেছেন; এইবার বৌমা যখন দাঁতখামটী মেরে গোঁ গোঁ করে পড়্‌বেন, আমি সেই সময় বাড়ীশুদ্ধ লোককে ডেকে খোলে চাঁটী দে লাফাতে থাক্‌বো আর 'গয়ারাম' 'গয়ারাম' হাঁক পাড়্‌বো। হ্যাঁ বড়দাদা! তোমার এই 'গয়ারামটা' পেটেণ্ট করে নিলে হয় না? তা হলে এই হিষ্টিরিয়ার বাজারে তোমাদেরও বিলক্ষণ আসে, আমারও দুপয়সা হয়।

দর্প। তুমি কোথাকার আহাম্মুখ হে? ছুটো প্রেমের কথা বুঝ্‌তে পার না?

ছকড়ি। না,—আমি বঙ্গবাসীর সালসার প্রথম খদ্দের, আমি প্রেমের কথা বুঝিনে, আর তুমি দুদিন খোলে চাঁটী দিয়ে একেবারে নিধুবাবু হয়ে গেছ? আমি প্রেমের কথা বল্‌ছিলুম না ত কি বলছিলুম? প্রেম না হলে কি হিষ্টিরিয়া হয়? পুরুষের মধ্যে দশহাজারের ভিতর একজনেরও হিষ্টিরিয়া পাওয়া দুর্ঘট, কিন্তু মাঠাকরুণদের ভিতর শতকরা একশ-এক জনেরও আশীর্ব্বাদ আছে। কেহ বা অজ্ঞান হন, কেহ বা সজ্ঞানেই থাকেন—অথচ তখন পূর্ণমাত্রায় হিষ্টিরক; এতেই প্রমাণ হয় যে পুরুষে প্রেমিক প্রায় নেই, কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রাণ প্রেমে ভরা।

গয়া। হচ্ছে হচ্ছে, দর্প! ধৈর্য্য ধর, ছকড়ির প্রেমের অঙ্কুর হচ্ছে; ওকে বড় কেওকেটা ভেব না, ও সেই পরামাণিক—যে গত অবতারে আমার মস্তক মুণ্ডন করে দিয়েছিল; ছকড়ি রে তুই আমার পরম ভক্ত। পূর্ব্বজন্মে তুই নাপিতবংশকে পবিত্র করেছিলি।

ছকড়ি। তবে দাদা, এ অবতারেও আমায় সে বংশে পাঠাওনি কেন? সেবার মাথা থেকে সুরু করে সমস্ত মুখখানা কামিয়ে সিকি পয়সার কড়ি পেয়েছি, এ জন্মে দাড়ি গোঁফ ছুঁতে হতো না, শুধু ঘাড়টা খানিক গোড়া থেকে কোপ্‌চে দিয়ে চার চার গণ্ডা পয়সা আদায় করে নিতুম; এ কি দাদা! তুমি "অবতার"—আর তোমার রাজ্যে অবিচার?

গয়া। ভয় নেই, মেয়েরা চুল ছাঁট্‌তে আরম্ভ করেছেন; লম্বে আর বাড়ে না, ঝাঁকড়ায় পাষাণ ভেঙ্গে নেবেন; সুতরাং এ অবতারে পরামাণিকদের কাজ শীঘ্রই বাড়িবে, তোমায় আর দুঃখ কত্তে হবে না।

দর্প। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও—ও সব কথা ছেড়ে দাও; ভাব আন্‌তে হবে, আহা

প্রেমের কথা কও, ভক্তেরা ঐ এসে উপস্থিত হলো।

গয়া। দর্প রে!

দর্প। দাদা—প্রভু! কি বলেন?

গয়া। আহা, সেই কথা মনে হচ্ছে! যুগ-যুগান্তর গেল, তবু ভুল্লুম না রে! দর্প রে ভাই, রামরূপে তোরে না জানি কত ক্লেশই দিয়েছি।

ছকড়ি উনি তখন মা জানকী ছিলেন না কি?

গয়া। না.সব.ভুল্লি রে দর্প! তোর হ্লাদিনী জেগে উঠ্‌ছে না কেন? বৎস, তুই যে আমার ভক্ত হনুমান্ ছিলি রে।

ছকড়ি। ঠিক ঠিক, তাই ছোটদাদা ভাল করে হাস্‌তে পারে না, পাছে গালের পোড়া ঘায়ে চার লাগে।

গয়া। হনু রে!

দর্প। ও দাদা,ও ত্রেতার কথা ছেড়ে দিন। আপনার বালিবধ মনে পড়্‌লে আপনার উপর আর Respect থাকে না, মান্‌তে ইচ্ছে করে না। নিন নিন, ঐ ভক্তেরা সিঁড়িতে উঠ্‌ছে।

গয়া। আহা! এবার এই ছোট ছোট দাঁত কটা নড়্‌ছে,চালভাজা গুঁড়ো করে খেতে হচ্ছে, আর সে কত যুগের কথা! দন্তে মেদিনী বিদীর্ণ করেছিলুম। কোথায় গেল আমার সে মনোহর বরাহরূপ! (চক্ষু মুদিয়া বিভোর-ভাবে উপবেশন)

(ভক্তগণের প্রবেশ)

ভক্তগণ। (জানু পাতিয়া) শ্রীপাঠে প্রণাম! প্রভুর চরণে প্রণাম। ডেপুটী প্রভুর চরণে প্রণাম। দরজা জানালা কড়িকাঠ তোমরা কোন্ মহাজন—কি ভাবে এসেছ, সকলের চরণে প্রণাম।

১ম ভক্ত। আহা, এ কি দেখি!—প্রভু কি ভাবাবেশে আছেন?

দর্প। চুপ চুপ, অনেক তত্ত্বকথা বেরুচ্ছে, পূর্ব্বের কথা ব্যক্ত হচ্ছে, আমি সব নোট করে রাখ্‌ছি এই সব নিয়ে শ্রীগ্রন্থ লেখা হবে।

গয়া। ওরে ভক্তগণ, এবার আমার কি জন্য ধরায় আসা জানিস্—কি জন্য ধরায় আসা?

ছকড়ি। একেলা মানুষ কত রকম ভোল বদলাতে পার, তাই জীবকে দেখাবার জন্য—আর কি?

(গীত)

আহা তুমি বহুরূপী—তুমি বহুরূপী।
(আমি বলি চুপি চুপি বলি চুপি চুপি)
(আহা জান্‌বে না শুন্‌বে না ফুট্‌বে না কেউ।)
তুমি ভেল্কি দেখালে কল্কি সাজিয়ে,
ম্লেচ্ছ নিধন দোকাঠি বাজায়ে,
কাজ কি কাজিয়ে আখেরে বুঝিয়ে
পটল বলিলে ঝিঙ্গেটি ভাজিয়ে,
ডেকৃচি মাজিয়ে মালসা যাজিয়ে
তুলিলে নতুন ঢেউ।
(বলি চুপি চুপি বলি চুপি চুপি)
(আহা জান্‌বে না শুন্‌বে না ফুট্‌বে না কেউ)

সকলে। বলি চুপি চুপি। (ইত্যাদি)

গয়া। আহা! কি কর হে? ছকড়ি বেল্লিক-পনা করে গান কচ্ছে, ওতে ধূয়ো ধর কেন? শোন, বড় গূঢ় রহস্য, আমি একা আসিনে—দর্প এসেছে, ওঁর গোপনে আসা যাওয়া আছে; আর ছকড়ি এসেছে. আহা, ও কে সেই মানস-সরোবরে অপ্‌সরারা আদর ক'রে মধুকণ্ঠ ব'লে ডাক্‌তো—ওর সেখানকার নাম বাঁটুলবাহন। তার পর এসেছেন আমাদের বড় বৌ, তিনি একজন মহাজন।

ছকড়ি। সেটা কি দাদা বড়বৌদিদির পদাবলীর জোরে বুঝ্‌তে পেরেছেন? উনি যদি মহাজন হন, তা হলে আপনি তো খাতক; বুঝেছি, মহাজনের পদাবলীর তাড়া না পেলে খাতকের কি সাড় হয়?

গয়া। ছকড়ে—মধুকণ্ঠ! বিদ্রূপ নয় রে বিদ্রূপ নয়; আমি খাতকইতো বটি। ছকড়ি, ধর না হে—

(সুরে)

বটি বটি বটি খাতকই তো বটি।

(ঐ জন-রঞ্জন খঞ্জন-গঞ্জন ভবভয়ভঞ্জন
মহাজনের খাতকই তো বটি)

ছকড়ি, ধরনা হে এ পদাবলীটী প্রেমভাবে রচনা করেছিলুম, তোমার তো জানা আছে।

ছকড়ি। দাদা! তোমার প্রেমভাবটা আর আমার জানা নেই? তবে আমার গলায় এখন ভাবটা আস্‌ছে না, একটু জমে আসুক না, একটু তত্ত্বকথা চলুক।

গয়া। কি বল্‌ছিলুম, স্মরণও হয় না; ওরে, আমি জীবাধম।—তৃণাদপি লঘু। ভক্তগণ তোমরা আমায় কৃপা কর, আমার নাগরকে এনে দাও, এই যমুনা রাত্রে জ্যোৎস্না জলে বাঁশরীতলে আমি সেই মধুর কদম্ব বাজনা শুনেছি, আর যেথাকতে পারিনে। এই দেখ কালভুজঙ্গিনী বেণী ফুলে ফোঁস ফোঁস কচ্ছে। আহা হা, মরি মরি, সেই লীলাচলে দেখা হয়েছিল, আমায় দুটী বেগুন দিলে, তার আগে একদিন কৈলাসে ব'সে গুরু—ভাই শিব আমি মেনকা গণেশমণ্ডল লোচন ময়রা একত্রে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজনে বসেছি।

ছকড়ি। কেন, সেদিন কি মার বাপের শ্রাদ্ধ?

গয়া। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়্‌ছে।

ছকড়ি। আর চাঁদা বেটা নন্দী সেজে পাতে গরম গরম খিচুড়ী আর নোনা ইলিশমাছ তাজা দিয়ে গেল।

গয়া। ছকড়ি! খিচুড়ী আর নোনা ইলিশমাছ হজম কর্‌বার অগ্নি থাক্‌লে কি আর অবতার হয়েছি? শিব অবশ্য হবিষ্যি কল্লেন, আর আর সকলে লুচি খেলে পাঁঠাও খেলে। আমি তখন লাল গুঁড়ো খাই; বিজয়া একটু বার্লি ক'রে দিয়েছেন—মেলিনস ফুডের সঙ্গে দু এক চামচে মুখে দিচ্ছি, এমন সময়—

ভক্তগণ। আহা আহা, মরি মরি প্রভু আমার কত কষ্ট সহ্য করেছেন—বার্লি খাচ্ছেন।

(গীত)

যে বদনে—আহা যে বদনে সাজিত ভেঁপু
সে বদন—চাঁদবদন রে!
দেয় বালির বাটীতে ফুঁ॥
(যে বদন যে বদন)—
যে বদন করে আস্বাদন,
যুবা-বাবুজন রসনা-রঞ্জন,
চানা-চর্ব্বণ-পটু মেষের মতন,
এ কি অঘটন, তার কিসের অনাটন;—
মন বুঝ্‌তে নার্‌লি, খান সুজি কি বালি
মোদের গয়ারাম প্রভু!
(মোদের গয়ারাম—প্রভু গয়ারাম—
মোদের গয়ারাম।)

গয়া। শ্রীদাম, শ্রীদাম! ঐ যায়, ঐ যায়, ধর ধর। (ভাবাবেশ হওন)।

ভক্তগণ। কি কি—এ কি হলো!

দর্প। হয়েছে—হয়েছে—ভাব হয়েছে পায়ের ধূলো নাও।

ভক্তগণ। রাধে রাধে—

দর্প। আর ও নাম নয়, ও নাম নয়—একেবারে খুলে বল, প্রভুর আসল নাম গয়ারাম বল; কেষ্ট তো দ্বাপরের কথা; কেষ্ট-ফে এখন সব লোপ পেয়েছে, এই বেদ-বেদা শুনেছ? সেই বেদের আগে ব্রহ্মার প্রপিতামহের রচিত যে ক্লেদ-গ্রন্থ আছে, তাতে ে 'গয়ারাম' প্রভুর উল্লেখ আছে, সেই 'গয়ারাম দেহধারণ করে এসেছেন।

দর্প। গয়ারাম বোল—গয়ারাম বোল আর পায়ের ধূলো নাও।

ভক্তগণ। গয়ারাম গয়ারাম বোল! গয়ারা গয়ারাম বোল! (সকলের পদতলে পতন।

দর্প। বেচারাম, দাঁড়িয়ে রইলে যে?—তুমি পায়ের ধূলো নিলে না?

বেচা। আজ্ঞে, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে ও কাজটা করি আর কেমন করে?

দর্প। আরে, কি মিছে বামনাই ফামনাই ফলাও? এই আমাদের ঘোষাল তিনু চক্রবর্ত্তী এমনি সবাই সগজেই বড়দার পায়ের ধূলো নিয়েছে, আর এখন তো উনি বৈকুণ্ঠের ভাবে আছেন।

বেচা। আজ্ঞে, তাদের ভেতর অনেকেই আপনাদের চাকরী করে, অন্যত্র ভর্ত্তি হবার মতন বিদ্যা-সাধ্যি নেই, কাজেই—

দর্প। আরে, রেখে দাও, রেখে দাও, তোমার মত বামনাই ঢের দেখেছি; যিনি আস্‌বার তিনি এসেছেন, 'গয়ারাম' রূপে সামনে দেখেও ভ্রান্তি ঘুচ্‌ছে না?—আর দক্ষিণেশ্বর অবধি ছুটে গিয়ে সেই 'রামকৃষ্ণটার' পায়ে পড়ে থাক্‌তে; পূজুরী বামুন আবার পরমহংস কব্‌লাতো?

বেচা। আজ্ঞে, তিনি কখনও কিছু কব্‌লাননি।

দর্প। তাইতে তোমরা একেবারে ভগবান্‌ করে তুলেছো? আর বড়দা নিজ মুখে বলেছেন, আমি বল্‌ছি যে, উনিই—তিনি জীবোদ্ধার কত্তে এসেছেন, এতেও তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না? তোমার সেই 'রামকৃষ্ণ' ইংরেজী জান্‌তো যে, তাকে ঈশ্বর বল, কখনও নিজের মুখে সে এ কথা বল্‌তে পেরেছে?

বেচা। আজ্ঞে, যিনি সত্যি রাজা, তিনি কি আর নিজের মুখে ফুক্‌রে বেড়ান—যে আমি রাজা! যে রাজা চেনে, সে ললাটের টীকা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারে; কৌপীনেও রাজার রাজশ্রী ঢাকা পড়ে না। মহাশয়! এখানে মধুর হরিনাম কীর্ত্তন হয় মনে করে, সুপবিত্র ভগবৎকথা আলাপন হয় বিশ্বাসে এ অধম আপনাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—আপনারা একটা অবতার হয়ে দল পাকাবার চেষ্টায় আছেন; পরমহংসদেবকে ঈশ্বর বলে বুঝ্‌তে পারুন নাই পারুন, তিনি যে অদ্বিতীয় পুরুষ সাধুত্তম ছিলেন, সে তো আর কারুর অগোচর নাই। যেখানে সাধুনিন্দা হয়, সেখানে আমার মত অধমের থাকা কর্ত্তব্য নয়।

দর্প। আচ্ছা রসো ষ্টুপিড?

গয়া। (সরোদনে) আহা-হা, আমি মাখন খাব, মাখন খাব।

ছকড়ি। এখনও উইলসন হোটেল থেকে লোক ফেরেনি, সে রুটীর সঙ্গে বিকেলে হবে। ছোটদা! বুঝেছি, সেই ভাব হয়েছে—প্রেম। এ তো বড়বৌ মহাজনের নামে যে পদাবলীটী হয়েছে, সেটা না গাইলে দাদা স্বভাবে আস্‌বেন না? ধর হে ধর সব—

(গীত)

বটি বটি বটি খাতক তো বটি,
ওই মহাজনের খাতক তো বটি।
ওই জন-রঞ্জন খঞ্জন-গঞ্জন—
ভব-ভয়-ভঞ্জন মহাজনের খাতক তো বটি।
ঐ মন উচাটন রোজ অনাটন
মানে টন টন মহাজনের খাতক তো বটি।
দিই ওই চরণে গুঁজরি পাঁজর,
নিজের ভাগ্যে উল্‌টো চটী॥
ধারে কিনে ঢাকাই শাটী,
বেড়ি ধনীর কঠোর কটি,
লজ্জা রাখি আপনি পরি পাঁচপো ধটী॥
এ সংসার নাট্যশালা,
ওই মহাজন করেন আলা,
আমার খালি পরদা তোলা;
প্রিয়া নাটের টেকা নটী।
ছক্কা পঞ্জা নওলা দওলা টেকা নটী॥

(গয়ারাম কণ্ঠে বংশীরব করিতে করিতে বঙ্কিমভাব ধারণ।)

ছকড়ি। ও কি ও! বড়দা বেঁকৃছে চুরছে, ওই হাতে টাঁস ধল্লো, আড়ষ্ট হলো! এ কি, বড়দা কেষ্ট হলো—না কেষ্ট পেলে?

ভক্তগণ। গয়ারাম বোল! (পদতলে পতন।)

গয়া। (ভাবভঙ্গীতে) অনন্তরূপ আমার —অনন্তলীলা! (এবার এক সঙ্গে ধনুর্ব্বাণ-ধারী রাম বিষ্ণু ইত্যাদি ভঙ্গীধারণ।)

ছকড়ি। এই দেখ গো, বড়দাদা কত রকম কি কচ্ছে—রং বদলাচ্ছে; আমি জানতুম, আঁতুড়েই পেঁচোয় পায়।

গয়া। (শ্যামাভাবে) মা ভৈ মা ভৈ! পদ্মা, একবার খড়িখানা পেতে দেখ দেখি, কোন্ ভক্ত আমায় স্মরণ কচ্ছে?

ছকড়ি। ছোটদা! ভারি সুবিধে, ভারি সুবিধে; এই বেলা একটা পাঁটা কেটে নেওয়া যাক্, মালপোর সঙ্গে দেখিয়ে চল্‌তে পার্‌বে।

(নাড়ুগোপালভাবে গয়ারামের উপবেশন)

ছকড়ি। এইবার বড়দা নাড়ুগোপাল হয়েছে—পাঠশালের ভাব মনে পড়েছে।

(বেগে হিল্লোলার প্রবেশ)

হিল্লোলা। রক্ষে করুন সিঙ্গিমশায়! আমার কলঙ্কিনী নাম রটেছে, এই আপনার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়লুম।

ছকড়ি। দশা হয়েছে, দশা হয়েছে, ধুয়ো ধর, ধুয়ো ধর।

ভক্তগণ। (হিল্লোলাকে ঘেরিয়া) প্রিয়া নাটের টেক্কা নটী, প্রিয়া নাটের টেক্কা নটী।

হিল্লোলা। ছি ছি, এখানেও অপমান! মহিলার অপমান!

ছকড়ি। চৈতন্য হচ্ছে, চৈতন্য হচ্ছে—গাও গাও 'টেক্কা নটী ছক্কা পঞ্জা টেক্কা নটী।'

ভক্তগণ। ছক্কা পঞ্জা টেক্কা নটী
নওলা দওলা টেক্কা নটী।

(ত্রস্তভাবে বড় বৌয়ের প্রবেশ)

বড় বৌ। হ্যাঁগা, তোমরা ক্ষেপেছো না কি? ও সব কি কচ্ছো? হিল্লোলা ওর শ্বশুরবাড়ীর গুরুর কাছে মন্তর নিয়েছে, আগে ওর উপদেশ হোক্—তবে তো গান গাইলে মূর্চ্ছা ভাঙ্গবে।

হিল্লোলা। মেজোদি! তোমার স্বামীকে বল, আমায় কৃপা করুন, আমার কলঙ্কভঞ্জন করে দিন, নইলে এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না। আমি ওঁর কাছে যোড়া মোষ মেনেছি, ২০০৲ টাকা খরচ ক'রে আট্‌কে বেঁধে দিব, বাবুকে ব'লে ৫০৲ টাকায় ওঁর অতিথিশালা করে দিব।

বড় বৌ। কর্‌বেন বই কি, কর্‌বেন বই কি, কত লোক সপাঁচ আনা করে দিয়ে পায়ের ধূলো বুলিয়ে পিলে ভাল ক'রে নিচ্ছে, আর তুই আপনার শালী—তোর কলঙ্কটা আর যাবে না?

দর্প। ভক্তি তেঁতুল খরিদ কর—ভক্তি-তেঁতুল খরিদ কর—পায়ের গোবর কিনে কলঙ্কের উপর রগড়াও, সব উঠে যাবে।

গয়া। হবে হবে—বাঞ্ছা পূর্ণ হবে, আমি কল্প-বাঞ্ছারাম! শ্রীকৃষ্ণ আপনি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে শ্রীমতীর কলঙ্কমোচন করেছিলেন, এ অব-তারে ব্যাধিগ্রস্ত হবে কে? আমার যথেষ্ট আছে—এর উপর আর কি হবে;'
কি হবে বল না?

গুরোঘোষ। 'এবারও ব্যাধিটা আমানের উপর বরাত দিন না।

ছকড়ি। দাদা, ও পরামর্শ শুনো না; ইংরেজের মুল্লুক—তুমি অবতারই হও আর হও যাই, কারুকে কিছু খাইয়ে দিলে পাহারা-ওয়ালার সঙ্গে শ্বাতাবাড়ী আর' ঘর কত্তে হবে।

গুরোঘোষ। সত্য ব্যাধি কত্তে হবে কেন? মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনকে আত্ম-

প্রশংসাদ্বারা প্রাণত্যাগের কাজটা করিয়েছিলেন, আমাদের সেইরূপ একটা অনুরূপ ব্যাধি ঠাউরে নেওয়া যাক্ না।

দর্প। বল্‌ছেন বটে গুরোঘোষ, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ব্যাধির অনুরূপ কি কি আছে?

১ম ভক্ত। ব্যাধির অনুরূপ?—ধরুন—অর্থ-পিপাসা।

দর্প। সর্দ্দির জর—ঘর কত্তে ঘর ।

২য় ভক্ত। স্বার্থপরতা?

দর্প। মাথাব্যথা।

৩য় ভক্ত। বিলাসবৃদ্ধি?

দর্প। পেটের পীড়ার মধ্যে।

৪র্থ। নূতন রকমের প্রণয়?

দর্প। হু উঁ, কিন্তু বড় জোর প্লুরিসি কি নিউমোনিয়া।

৫ম ভক্ত। নাম কেন্‌বার জন্য ক্ষেপে ওঠা?

দর্প। ঘোর বিকার—এই মাত্র। মহাব্যাধি চাই, মহাব্যাধি চাই।

ছকড়ি। তবে আমি বলি শোন, এই মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়া।

দর্প। ঠিক ঠিক—বর্ত্তমান যুগে মোকদ্দমাই মহাব্যাধিস্বরূপ

ভক্তগণ। মোকদ্দমা মহাব্যাধি, মোকদ্দমা মহাব্যাধি—

গয়ারাম বোল, গয়ার'ম বোল

গয়া। এখন প্রমথ ভায়াকে এই লীলায় একটা মোকদ্দমায় জড়িয়ে ফেল্‌তে পাল্লেই তাঁকে মহাব্যাধিগ্রস্ত করা হবে; আমি স্বয়ং বৈদ্য সেজে (সুরে) "ধনি আমি কেবল নিদানে।" ছকড়ি, ধর না।

(গীত)

ধনি আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার,
বিশেষ গুণ সে জানে॥
ওহে ব্রজাঙ্গনা কি কব অধিক,
আমারি এ সৃষ্টি প্রেমে পলিটীক,
হরি মন আমি হরিবারে ধন
ভ্রমণ করি ভুবনে॥
চারিদিকে টাকা আয়োজন হয়,
এসে পড়ে সব আমারি আলয়,
নগদ মূল্যে মন মম প্রেম-ডোরে টানে॥

গয়া। লীলাময়ি! আশ্বস্তা হও, (সুরে) "রাই ধৈর্য্যং—রহু ধৈর্য্যং—পতি আগচ্ছং মমালয়ে।" তা হলেই তাঁর ব্যাধি আর তোমার কলঙ্কভঞ্জন। তোমার পতিকে সহস্রছিদ্র থলি রজতখণ্ডে পূর্ণ ক'রে আন্‌তে বল্‌বো তার পর সেই থলি দুদিকে দুজন দূতীর কোঁচড়ে আর আদালত-কুঞ্জের প্যায়দার পায়ে ঢেলে দিলেই সকলে বুঝ্‌তে পার্‌বে—তোমার মান বজায় রয়েছে; আর যদি বস্ত্রহরণ পর্য্যন্ত কত্তে চাও, তা হলে সেই শূন্য থলি প'রে তোমার স্বামী কলকেতা ত্যাগ করতে পার্‌বেন। কিন্তু শ্যালি কে? তোমার মেজদিদি—শ্রীমুরারি গুপ্তের মুখে শুনলুম যে, তুমি একজন মহাজন, বাল্যাবধি প্রেম-ভক্তিময়ী; তুমিও আপনার কুঞ্জে একটু লীলা অভ্যাস কর, একটু ব্রজের ভাব প্রাণে এনো। আহা হা হা, দেখ দেখ ভক্তগণ! লীলাময়ী শ্যালিকার বদনে যেন মান-ভঞ্জন মাখান রয়েছে; আহা, তুমি যদি নিজের সেবা-কুঞ্জে বসে একবার মধুর মান-ভঞ্জনলীলায় প্রবৃত্ত হও, তা হলে বড় শোভা হয়।

বড়-বৌ। হাঁ, কর গে না হিলিকে নিয়ে মানভঞ্জন! সে প্রমথ চৌধুরী পিস্তল নিয়ে বেড়ায়—লীলা ছরকুটে দেবে; তখন যদুবংশ থাবে কি?

গয়া। আহা, আমি কেন? যখন ব্যাধিটে আয়ানের উপর চাপালেম, তখন পায়ে ধরাটাও না হয় তাঁরি উপর বরাত দেওয়া যাবে; তারে খবর দিলে প্রমথবাবু তো আস্‌বেন, তাঁর সঙ্গে প্রকৃষ্টরূপে মান-ভঞ্জন লীলাটী করো।

তবে শ্রীমতী মধুমঞ্জরী! তুমিই আমার এই শ্রীলীলায় প্রধানা সহায় হবে।

[হিল্লোলা ও বড়বৌয়ের প্রস্থান।

গুরোঘোষ। আমরা জীবাধম! কিছুই জানিনে, কিছুই শিখিনে, কেবল ঐ নামই ভরসা।

দর্প। ভ্রান্তি! ভ্রান্তি রে গুরোঘোষ,—মধুমঞ্জরী! নামের মহিমা সেবার নবদ্বীপে প্রচার করা গেছে, এবার আমাদের আবির্ভাব নামের জন্য নয়—দামের মহিমা প্রচার কত্তে; নাম এখন খুব সস্তা; ভক্তিপ্রেমের প্রয়োজন নাই, নগদ দিলেই পাওয়া যায়। শ্রীগয়ারাম এই দাম নিতেই ধরাধামে এসেছেন।

দর্প। ওরে চল চল, বৈরাগ্য নিয়ে নাকে রসকলি কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি ধ'রে দ্বারে দ্বারে যাই—দাম মহিমা গাই; মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বলি—কলির জীব আয় রে! দে দাম, দে দাম!

ভক্তগণ। দে দাম—দে দাম! গয়ারাম বোল—গয়ারাম বোল!

(গীত)

অপার দেখ দামের মহিমা।
দামে নাম কেনা হয়, মান জোড়া যায়
ঘোচে কলঙ্কের কালিমা॥
দামে আপন হয় রে পর,
দামে মেলে মেয়ের বর,
আর পণ্যের মত পণ্য কেনো,
দামে মিত্র লাভের নাই সীমা।
করে দাম কসা মাজা,
কত মহাজন হয় যে রাজা,
দিলে প্রচুর ল্যাজ বাহাদুর—
নয় বহু দূর—এমনি দামের গরিমা।
ভদ্র সাজ কিনে দামে,
বেড়িয়ে বেড়াও বাঁকা ঠামে;
পেলে দাম গয়ারাম মৃগধামে পাঠান দিদি মা॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শ্যামবাজারের মোড়।

(ছকড়ি ও বয়ের প্রবেশ)

ছকড়ি। তবে লোকটা ভাল—অঁ্যা?

বয়। হ্যাঁ খুব ভাল, দিলদরিয়া মেজাজ, বাবু তো বাবুই বটে,—আর বহুজীর কথা বল্‌বো কি—অমন মানুষ দেখিনে; লোকজনকে কখনও বক্‌তে জানেন না, জিনিসপত্র হারাল—একবার একটু বকাবকি ক'ল্লেন—পাওয়া গেল না বস্—আর কথা নেই। সাহেব আমার কত চেষ্টা করেও বহুকে রাগাতে পারেন না।

ছকড়ি। তবে মা লক্ষ্মী খামোকা এমন ক্ষেপে উঠ্‌লেন কেন?

বয়। একটা সাধু-সাজা বদ্‌মায়েস এই গোলযোগ বাধিয়েছে। বাবুকে ব'লে কয়ে অনেক টাকা খরচ করিয়ে গঙ্গার কিনারায় একটা মন্দির তোয়েরি করেছেন; গর্ম্মির দিনে ঠাকুরের মাথার উপর সিল্কের টানা-পাখা চলে, আর চারিদিকে খসের টাট্ লাগায়; আর রোজ পঁচিশ ত্রিশজন কাঙ্গালী ফকীর খেতে পায়।

ছকড়ি। বাঃ! এতো খুব ভাল, তবে তো এ বেচারির লোকসানটা দেখা উচিত নয়।

বয়। না ছকড়িবাবু, সেই ক্লব থেকে জানি, তোমার খুব মেজাজ খাসা. ফিকিরও আসে। এ কলকেতার হুজুগবাজদের হাত থেকে আমার বহুজীটিকে বাঁচিয়ে দাও।

ছকড়ি। মাম্‌লা ফামলায় নাব্‌লে বিস্তর টাকা বেরিয়ে যাবে।

বয়। টাকার জন্যে তত আসে যায় না, আমার সাহেব মাসে তিন হাজার টাকার উপর রোজগার করেন; আমার ভয় হচ্ছে—পাছে এই গোলমালে বহুজীতে সাহেবেতে একটা

বেবনাবনি হয়। আহা, দুটীতে কেমন ভাব গো! হেসে গেয়ে খেলে বেশ সুখে থাকে। সেই চৌরঙ্গীর থিয়েটারে সাহেব মেমে যেমন খেলা দেখেছি, আমাদের সাহেবের ঘরেও ঠিক তেমনিটী হয়।

ছকড়ি। দেখ্ গোপলা, হয় তো আমায় কিছুই কত্তে হবে না, বিধাতা আপনিই গয়ারামের ভূর ভেঙ্গে দেবেন। শুনেছি, ওঁদের একটা কে বুড়ো জ্ঞাতি কলকেতায় এসেছে, সে লোকটা ভারি ধড়িবাজ, মোক্তারি করে। গয়ারামদাদার এই সব অদ্ভুত কাণ্ড শুনে সে একটা কি মতলব ঠাউরেছে, যে পাগল প্রুভ ক'রে, ওঁদের হাত থেকে সরকারী দেবত্তর বিষয়টা বের করে নেবে; ডাক্তারের সাক্ষী-টাক্ষীও না কি যোগাড় করেছে।

বয়। সে তো ওরা জব্দ হবে, তাতে আমার বহুজীর কি?

ছকড়ি। হ্যাঁ রে গোপলা! তুই ছোঁড়া মগের ছেলে, সাহেবের কাছে চাকরি কত্তিস—এত চালাক, এটা বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে? ওঁদের কোন রকম একটা নাকাল দেখ্‌তে পেলেই প্রমথবাবুর পরিবারের চোখ ফুটে যাবে, আর 'অবতার টবতার' বলে বিশ্বাস থাক্‌বে না; আর যদি সেই পাড়াগেঁয়ে শিঙ্গি যোগাড় ক'রে পাগলখানায় পুরতে পারে, তা হলে একটা তামাসাও মন্দ হবে না; এই বাঙ্গালা মুলুকের আমরা সকল পাগল যদি ধরা পড়ি, তা হলে একলাখ দলন্দায়ও আমাদের যায়গা হবে না। কিন্তু তা হলে, গোপলা, আমার একটু মুস্কিল হবে, এই অবতারী হুজুগে খাওয়া দাওয়াটা খুব চলেছে ভাল।

বয়। আপনার খাবার ভাবনা কি? আমার সাহেবের সঙ্গে আলাপ ক'রে দিব, দেখ্‌বেন,জজ সাহেবের টেবিলেও অমন খানা যায় না।

ছকড়ি। আলাপ নেহাত কত্তে হবে না, প্রমথবাবুর সঙ্গে কলেজে আমার জানা-শুনা ছিল, তবে এখন বড়লোক হয়েছেন, ঢের টাকা, চিন্‌তে পারেন কি না?—

বয়। (জিব কাটিয়া) ছি ছি, এমন কথা বলো না ছকড়িবাবু, চৌধুরী সাহেবের মেজাজ বড় নরম, তাতে ঠিক বাঙ্গালীবাবুই আছেন; ভারি চক্ষুলজ্জা—সেই জন্যে কত লোকে কত ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যায়। তা বাবু, তুমি শীঘ্র একটা ফিকির কর, আমার বহুজীকে নিয়ে মিঠাপুর চলে যাই। এখন আমি তবে চল্লুম, গাড়ী আস্‌বার সময় হলো, সাহেব এখনি এসে পৌঁছিবেন। আজ আবার বহুজী বাবু এলে তাঁকে নিয়ে একটা রং কর্‌বেন; এখানে আলাপি মেয়ের দল জুটেছে—কৃষ্ণযাত্রা ক'রে মানভঞ্জন হবে।

ছকড়ি। তা তার জন্যে তোর তাড়াতাড়ি কেন? তুই তো আর সং সাজ্‌বিনে?

বয়। কি জানি—সেই ঢাকার কালেক্টর বকেট্ সাহেবের মত আমার সাহেবও যদি ক্ষেপে হনূ-টনু চান, তোয়েরী থাকা ভাল।

ছকড়ি। কেষ্টযাত্রায় হনূমান্ কি রে?

বয়। সে জানেন না বাবু? সেই সাহেবের কাছে আমার মামা যখন চাকরি কত্তো, তখন সাহেব একবার শফরে গিয়ে রামযাত্রা দেখে আসে; সদরে ফিরেই পেশকার মুকুন্দবাবুকে হুকুম দিলে যে, 'যাত্রা লেয়াও'; মুকুন্দবাবু এক দল ভাল কেষ্টযাত্রা আনিয়ে দিলে। সাহেব খানিক শুনে বল্লে "এ কেয়া? হনূ কাঁহা?" বাবু বুঝিয়ে দিলে,"এ কেষ্ণযাত্রা—হনূ নেই।" সাহেব বল্লে,"কেয়া?—হাম দেখা যাত্রামে হনূ হায়, আর তোম বোল্‌তা হনূ নেই? হামরা হুকুম—হনূ লেয়াও।" তখন অধিকারীকে বুঝিয়ে একজনকে হনূমান্ সাজিয়ে বের কল্লে; সে লাফাতে লাগ্‌লো,আর সাহেব তখন হেসে গড়াগড়ি; ঝড়াঝড় টাকা পেলা দিতে আরম্ভ কল্লে, ফের হুকুম দিলে, 'ফিন্ হনূ বোলাও',

অধিকারীও ভাবগতিক বুঝে—দুটো থেকে চারটে ছটা দশটা, শেষ নিজে আর দলশুদ্ধ হনূমান্ সেজে আসরে হুপ হুপ করে লাফাতে আরম্ভ কল্লে; সাহেব নাচে, নোট পেলা দেয়, আর বলে, 'আউর লেয়াও, আউর হনূ লেয়াও'; কলকেতা থেকে একবার ষ্টার থিয়েটারের দল গিয়েছিল, কিন্তু তাদের ভিতর ম্যানেজার আর তার এক ইয়ার—এই দুটো বই হনূমান্ ছিল না বলে সাহেব চটে গেল, পেলা-টেলা কিছুই দিলে না।

ছকড়ি। বেড়ে সাহেব তো! সে এখন কোথায় বদলী হয়ে আছে,জান্‌তে পাল্লে আমি গয়ারাম দাদার দল নিয়ে গিয়ে কিছু রোজগার ক'রে আন্‌তে পারি।

(শিবস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে হলা-হলানন্দের প্রবেশ)

হলা। (স্তোত্রপাঠ)

"অম্ভোধর-শ্যামল-কুণ্ডলায়,
বিভূতি-ভূষাঙ্গ-জটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥"

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ গঙ্গাজল ঢেলে গঙ্গা পূজা কচ্ছি। কে কার স্তব করে, আবার রচনাও নিজের। কিন্তু এক আশ্চার্য্য দেখ্‌ছি—এবারে আর পূর্ব্বজন্মের মতন সংস্কৃত স্তব রচনা কত্তে পাচ্ছিনে; সম্ভবঃ এটা ইংরেজি বিদ্যাটা বেশী নিয়ে এসেছি বলে।

বয়। (জনান্তিকে) ও ছকড়িবাবু! ওই সে—সেই।

ছকড়ি। কে রে?

বয়। জুজুজী, ওই গো,সেই বহুরূপী সাধু। ওই শালা ব্যাখ্যানা করে বহুজীকে গোড়ায় রাগিয়ে দিয়েছে।

হলা। কস্ত্বং?

বয়। সেই আমি পাটনার চেনা-শুনা মস্তম, লাফিয়ে ছিলে ছুঁয়ে কুসুম, এখানে মতলব কার বাড়ী উত্তম খুস্তম?

হলা। Do you speak English Babu?

ছকড়ি। Yes, and I can punish insolence quite in an english fashion too.

হলা। Then I give you absolution. আমি কে—আপনি জানেন?

ছকড়ি। গয়ারাম দাদার সাক্ষাৎ মাসতুতো ভাই—তোমায় আর চিনি নে? কিন্তু কর্ত্তা, ও সব এখানে খাট্‌ছে না, এখানে আমরা আগে থেকেই আসর জমিয়ে নিয়েছি; আমি সেই নবদ্বীপের নাপ্‌তে।

হলা। গয়ারাম!—সে তো যোচ্চোর imposter!

ছকড়ি। আর তুমিই যে প্ল্যাকার্ড পোষ্টার, তা বুঝ্‌বো কেমন করে? তুমি যে রংএর মোড়কে অঙ্গ আবরণ করেছো, তাতে ভিতরে যে আসল মাল আছে, তা তো বোধ হচ্ছে না, সিঁদুরে আঁবগুলো প্রায় টক হয়, যে কাপড়ের পাড়ের বাহার বেশী, তার জমী তত ভাল হয় না।

বয়। আর বাবু, যে সাবানে খোস্‌বো ভর ভর কচ্চে—সেগুলো ভাগাড়ের চর্ব্বিতে তোয়েরি; বকেট্ সাহেব বল্‌তো শুনেছি।

হলা। 'সাধকস্য হিতার্থায়'—বুঝ্‌লে কি না?

বয়। ছকড়িবাবু! কত্তাটী যা খেতে পারে, তোমায় বলবো কি! হ্যা মাণিক পীরজী, এতক্ষণ চুপ ক'রে রয়েছো যে? কিছু খাচ্চো না?

হলা। আমার অমূল্য প্রাণধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়; লোককে সদ্ব্যয়ের প্রবৃত্তি দেবার জন্যই আমার ধরায় আসা। আর সেই জন্যই সকলের নিকট চাঁদা নিয়ে আমি একটী হলাহল কানন প্রস্তুত করবো; যেখানে অলিগণ বিনামূল্যে পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করবে।

ছকড়ি ব্যাংগণ উপহাররূপে সাপের বদনে ভালুপেবলে প্রবেশ করবে; তা মশায়, এ জগতের হিত ক্রমে যে ব্যবসায় দাঁড়াল? লোকের উপর উৎপাতটা কিছু বেশী হচ্ছে না?

হলা। ব্যবসায় তো দাঁড়াবে। ধর্ম্মটা Relative অর্থাৎ কুটুম্বিতা নয়; Speculation—কি না ব্যবসামূলক দাঁওকারক Rathe এর মত ছিল বটে, ধর্ম্মকে relative বলে, কিন্তু একটা concrete basis থেকে start ক'রে Von Hoffman কেমন তা খণ্ডন করে দিয়ে গেছেন। তার পর Kant, Hamilton. Mansel, Spencer এঁরা সকলেই ধর্ম্মকে শুধু speculation নয়, much speculation অর্থাৎ বেশী বেশী চাঁদা আদায়ক উপযুক্ত বলে Hoffman এর theisis support করে গেছেন। যুগে যুগে আমি এঁদের ভিতর শক্তি সঞ্চার করে আস্‌ছি কি না।

ছকড়ি। তা দেখুন, আপাততঃ মিউনিসিপাল রাস্তার উপর একটু শক্তি সঞ্চার করুন্ না; এই উত্তরমুখ ধরে বরাবর খালধার অবধি চলে যান, তবু হিমালয়ের দিকে অনেকটা এগিয়ে থাক্‌বেন।

হলা। I say, how does your cash-balance stands at the Bauk?

ছকড়ি। Did'nt I say, that I can punish insolence quite in an—

হলা। থাক, থাক বুঝেছি বুঝেছি, I merely ask, because I happened to have the subscription-book by me. হ্যাঁরে বয়! তোরা কোথা বাসা নিয়েছিস? চৌধুরী সাহেবের পুরিবার কোথায়?

বয়। (স্বগত) শিম্‌লের ঠিকানা বলে দিলে এখনি গিয়ে উৎপাত করবে, আগুন আরও জ্বালাবে। (প্রকাশ্যে) ওঃ, বাসার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? এই বরাবর দক্ষিণ মুখে চলে যান; আহিরীটোলার ভিতর দিয়ে খালধার হয়ে হ্যারিসন রোডে পৌঁছুবেন, সেখান থেকে মুচিপাড়ার থানা বাঁ দিকে রেখে জিগ্‌-জ্যাগ লেনে ঢুক্‌বেন; তার পর বাবুখানসামার লেন, ক্রীক্ রো, রাজা উদ্‌মন্ত্র ষ্ট্রীট হয়ে তুলোপটীর চৌমাথায় এসে,—ওই যা—ওইখানটায় আমি হারিয়ে গেছলুম; আর বাসা খুঁজে পেলুম না সাঁইজী।

হলা। ওরে, নারী-মুখী অর্দ্ধ মন্দ! ত্বং কামিনী কামিনী কামিনী! নচেৎ এত বক্র-গামিনী? আচ্ছা, আমি যোগচক্ষে খুঁজে নেব।

[প্রস্থান।

ছকড়ি। খুব মজায় আছে মোদ্দাৎ, কাজও নেই, দায়িত্ব নেই, দুনিয়ায় এসে বেশ মজাদারী করে নিলে।

বয়। হ্যাঁ ছকড়িবাবু! তুমি ক্লবে যে গানটা হামেসা গাইতে, সেই "দুনিয়া হতো কত মজাদার" সেটা আমি শিখে নিয়েছি; একবার গাও না বাবু, ভাল করে দোরস্ত করে নিই।

ছকড়ি। ওহো হো হো, তোর সেটা এখনো মনে আছে? আচ্ছা আয় গাই।

উভয়ে (গীত)

তবে দুনিয়া হতো কত মজাদার।
রহিত না কারুর কিছু দুঃখ আর॥
যদি না থাকিত পাঠশালা,
গুরুমশাই হতো কাণা আর কালা,
থাকিত বাবা খাবার দেবার—
নয় মেরে ধরে স্কুলেতে পাঠাবার॥
যদি না থাকিত রে ভাই দোয়াত কলম,
এ, বি, সি, আই, ভলম্, ভলম্.—
এরিথমেটীক্ তিরোহিত,
জিয়োমেট্রি না জন্ম নিত,
পাঠিয়ে দিত অ্যাল্‌জ্যাবরারে
সাত সাগরের পার॥

তেরতে যৌবনের ছাপ,
থাক্‌বে বিষয় মরবে বাপ,
যেথায় সেথায় মিলবে ধার—
মর্‌বে বেওয়ারিস্ পাওনাদার॥
থাক্‌বে আফিসেতে চাকরি বজায়,
কাজ আপনি চল্‌বে কলে মজায়,
মাইনে মাসে দশটী হাজার,—
কিন্তু রবিবারটী রোজ,
আর এবেলা ওবেলা মাসকাবার॥
রূপসী প্রেয়সী আছে, রাঁধে বাড়ে গায় নাচে,
বিবাহটী একটী দিন;—
তার পর ফুলশয্যা বছর হাজার॥
যদি কত্তো না সে গজর গজর,
আমার কাজে দিত না নজর,
শুন্‌তো কথা দিত না জবাব,
দেখ্‌তো না সে হিসাবের বাব,
গহনা গড়ালে গর্জ্জে উঠ্‌তো—
কত্তো রোজ সোমবার॥
রোজ ভূমিষ্ঠ হতো ছেলে,
পাশটী করে বিয়ে এলে;
বহু বিবাহ উঠ্‌তো জেঁকে,
লগ্ন রোজ সন্ধ্যা থেকে,
আর পাওনা গণ্ডা চুকে গেলেই—
শুভ কাজের হতো সার॥
হতো ভারি ব্যামো কষ্ট ছাড়া,
কথাটা পাড়ায় তোলা পাড়া
ঔষধ ব্রাণ্ডি পথ্য পাঁঠা;
সাহেব ডাক্তার দুবেলা আস্‌তো—
ফিটী কিন্তু নিত না তার॥
যদি বিদ্যা হতো পড়া বই,
আপনি কলম লিখ্‌তো বই,
ছাপা হইত বিনা মূল্যে,—
গবর্ণমেণ্ট কিনিত পড়ে থাকিত যত যার॥
যদি দাঁড়ালে লেক্‌চার বেরুতো মুখে,
হতো দেশ-উদ্ধার চুরুট ফুঁকে,
গীতা কিনিলেই অষ্টসিদ্ধি,—
আর পরের পয়সায় বিলাত গিয়ে
লেক্‌চারে দেশ ছারেখার॥
টাকা হলেই হতো বংশ,
সন্ন্যাস নিয়ে চল্‌তো মাংস,
কাংস ছুঁলে স্বর্ণ হতো মন্তরেতে ফতেওয়ার
যদি থাকিত না লেখা দাসখত,
পিয়াদা পুলিস আদালত;
বিনা চাষে হতো ধান,
বিনা চাঁদায় রাজসম্মান,
নিত্য বিয়ের বাজনা বাজিত,—
খাজনা নিত না জমীদার॥
যদি সবাই এক এক টাকা দিয়ে,
কুবের কত্তো আমায় নিয়ে,
থাকিত না কেউ আমার শত্রু;
শত্রুর শুধুই মরণ হতো;—
কোথাও থাকিত না হাহাকার॥

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

কলিকাতা—প্রমথবাবুর অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

হিল্লোলা।

হিল্লোলা। হাঃ হাঃ হাঃ! বড় মজা, বড় মজা! এই মানভঞ্জনের পালাটা মনে মনে যতই ঠিক করে নিচ্ছি সেই কলঙ্কভঞ্জনের কথাটা ততই ভুলে যাচ্ছি। মেজদিদির স্বামী দেব-অবতার হোন আর নাই হোন—রসিক অবতার বটে, বেড়ে শিখিয়ে দিয়েছেন। আজ এলে মান-ভঞ্জন করিয়ে তবে ছাড়্‌বো। দেখ দেখি, আমি তারে খবর দিলুম আর সেটা তাঁর খবরেই এল না? নিজে এক অবতার কি না! হাঃ হাঃ হাঃ! বাহবা বাহবা! আস্‌ছে আস্‌ছে—ব্রজের ভাব আস্‌ছে, এক তারে কত তার মিলিয়ে ফেলেছি, দূতীগিরী পার্‌বো; এই বাগানে কুঞ্জ

আছে, অর্কিড হাউসের ভিতর চাক্কে মধুকর আছে, বারাণ্ডায় খাঁচায় কোকিল ঝুল্‌ছে, আর আমি বিরহিনী তো আছিই। সব চেয়ে মজা হয়েছে—নলিনীবাসিনীকে পেয়ে! নবীনবাবু যে ঠিক এই সময়টীতে ছুটী নিয়ে কলকেতায় চিকিৎসা করাতে এনেছেন, তা কি আগে জান্‌তুম? তা হলে বয়টাকে আর এ সব কথা বল্‌তুম না। নলিনী নিজেই বৃন্দেগিরী কর্‌বে বলেছে; আর তার আলাপ নেই কলকেতায় এমন মেয়েই নেই; টুনী, প্রভাত ইন্দিরা, ডালি আরও দু তিন জনকে নিমন্ত্রণ ক'রে আমাদের আমোদে যোগ দেবার জন্য ঠিক ক'রে রেখেছে।

(ব্যস্তভাবে নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। হিলি হিলি হিলি! আস্‌ছে, আস্‌ছে—তোর পাটনেয়ে মেড়া আস্‌ছে; গাড়ীর ধ্বজায় হরকরা দেখা দিয়েছে। ঠিক হয়ে নে;—একটু কাঁদ-কাঁদ মুখ, একটু রাগ-রাগ-মুখ, একটু হাসি-হাসি-হাসিনা, একটু চাই-চাই-চাইনা, দেখি-দেখি-দেখ্‌বো না, এস-এস-এসনা গোছ করে চোখ করে ফেল।

হিল্লোলা। (মলিনীভাবে বসিয়া) আর প্রভাত ট্রভাত?

নলিনী। তারা ঠিক আছে, সময়ে উদয় হবে, কিছু শেখাতে হবে না! আমরা ডেপুটী রাণী, জজের রাণী, আমাদের সাতসাগরের জল খেয়ে ঘুরতে হয়; সবডিভিজনের আঁধার বনে যদি আমরা অফিসার উকীলদের পরিবারেরা মিলে একটু আমোদ টামোদ না কর্‌বো, তবে বাঁচ্‌বো কেমন ক'রে?

হিল্লোলা। (সহাস্যে) আ মরণ! তোর পায়ে ও কি লো?

নলিনী। (দুতীগিরিভাবে) তালতলার চটীগো সখী।

হিল্লোলা। দুর দুর, খুলে ফেল্, তোর জুতো কোথা গেল?

নলিনী। জুতো চলে মফঃস্বলে, দেশে গেলেও নয়, কলকেতায়ও নয়। গোবিন্দ যে এই রকম চটী পায়ে দিয়ে আসরে আস্‌তো, বট্‌ঠাকুর গল্প করেন শুনেছি। চটী না হলে—

হিল্লোলা। দূর দূর, খুলে ফেল্, বিশ্রী দেখাচ্চে, খুলে ফেল্।

নলিনী। (দুতীগিরিভাবে) আচ্ছা, তোমার কথা রাখ্‌লুম রাই। (অন্যদিকে যাইয়া জুতা ত্যাগ ও নেপথ্যাভিমুখে) আবা—আবা—ধবলী ই-ই-ই—

(প্রভাত, ইন্দিরা, ডালি ও অন্যান্য সকলের প্রবেশ)

ওগো অ্যামেচিওর দুতীগণ!—

প্রভাত। হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ—কি বল্‌ছো বাস-দেব?

নলিনী। বলি পার্‌বে?

সকলে। হুঁ উঁ উঁ উঁ উঁ—

নলিনী। আটকাতে?

সকলে। হাঁ আ—আ—আ—

নলিনী। শ্যামকে?

সকলে। পার্‌বো গো বৃন্দে!

নলিনী। অর্থাৎ এখানে আমাদের শঠ নট বটতলার বট কপট মর্কট সাহেবকে?

হিল্লোলা। হাঁ হাঁ বেশ—বড় মজা হয়েছে, তোদের ভাই তখন তো লজ্জা কর্‌বে না?

নলিনী। লজ্জা? কাকে? প্রমথকে? কোকেন খেয়ে মরি না কেন! যখন বৌ-বাজারের মেসে থেকে বি এ পড়্‌তো,—তোর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে, তখন তোমার কর্ত্তার যে নতুন কবিতা লেখা জেগেছিল; আমরাও কলকেতায় ছিলুম কি না? ফি রবিবার তাঁর কাছে গিয়ে কবিতা শুধ্‌রে নেওয়া হতো; চেয়ে খাবার খেয়েছে, সে প্রমথের কাছে আবার লজ্জা?

হিল্লোলা। আমি এখন একটা গানটান গাইবো না কি? একটু ঝিঁঝিট খাম্বাজ গোছ?

নলিনী। বাপ রে, এখন নয়; চুপ চুপ—মস্ মস্—আস্‌ছে বুঝি? (সখীদের প্রতি) ওগো দেশের দেশাঙ্গনাগণ! আমি যা বলি, শ্রবণ কর; তোমরা একবার বিনোদবেশে ফুলড্রেসে ফুলিয়ে দিয়ে এলোকেশে একটু দাঁত বার করে হেসে হেসে রেডি হয়ে নাও। সে আস্‌ছে—সেই উকীলরাজ আস্‌ছে; যদি বল কিসে জান্‌লে? তবে তার উত্তর শ্রবণ কর। যেমন বাঁশী বাজ্‌লে ব্রজাঙ্গনারা বুঝ্‌তে পারে যে, শ্যাম আস্‌ছে, যেমন খড় খড় শব্দ হলেই এ্যামেরিকান্‌রা বুঝ্‌তে পারে যে, Rattle-Snake আস্‌ছে, তেমনি মস্ মস্ কল্লেই দেশাঙ্গনারা বুঝ্‌বে যে, বাবু আস্‌ছে, আর চট্ চট্ কল্লেই বুঝ্‌বে যে ভট্টাচার্য্য মশায় আস্‌ছে। আমি সেই মধুর মস্ মস্ শুনেছি, তোমরাও attention দিলেই শুন্‌তে পাবে।

সকলে। সখি, শুনেছি গো শুনেছি—শুনেছি আর বুঝেছি; এ মস্ মস্ আমাদের প্রাণকান্তের নয়, আমাদের হিল্লোলের ভেড়াকান্তের।

হিল্লোলা। দুর দুর, চুপ কর, ওই এল!

(প্রমথের প্রবেশ)

প্রমথ। এই যে—বাগানে বসে আছ বুঝি?

(নলিনী ও সঙ্গিনীগণ অগ্রসর হইয়া)

(গীত)

আমরা এই দাঁড়ালেম প্রহরী আজ কুঞ্জদ্বারে।
কাটা বিচ্ছেদ নদী অদ্যাবধি
কেমন করে যাবে পারে॥
ওই বসে আছেন বিনোদিনী,
রাগে সূর্পনখার ননদিনী,
কত্তে তারে আমোদিনী
পার্‌বে না তুমি শ্যাম সাহেব।
তাই বলি যাও যাও না কালো,
দিচ্ছি বরং সঙ্গে আলো,
আমরা সবাই বল্‌ছি ভাল;
বল্লে হিল্লোলারে 'ফিরে চা লো,—
চাইবে না সে আঁখি ঠারে।
যাও আণ্ডামানে বিছানা নে,
স্থান নাই হৃদ্‌কারাগারে॥

প্রমথ। By Jove! ব্যাপারখানা কি? ও! বুঝেছি বুঝেছি, মশায় এসে জুটেছেন?—ডেপুটীরাণী! তবে একটা mischief আছেই আছে।

প্রভা। Mischief কি?—আমরা বুঝি দুষ্টুমি করি?

প্রমথ। না, এই যে অশ্লেষা মঘা রোহিণী কৃত্তিকা সকলেই অধমের ধামে—

প্রভা। ধূমধামে বাঁকাঠামে বিনাদামে অলক্তক-রঞ্জিত চরণ-রেণু শিলাবৃষ্টি কত্তে এসেছি। কেমন, নলিনী দিদি, হচ্ছে তো?

নলিনী। হ্যাঁগো প্রভাতী ললিতে।

হিল্লোলা। বলি ও নলিনী,—দুর, মরুক গে, বলি ওগো বৃন্দে দূতী! মানা কর, মানা কর, এখানে যেন কেহ আসে না, মধুর হাসি হাসে না, আমায় ভালবাসে না, চোখের জলে ভাসে না—

প্রমথ। গলা খাঁকরি দিয়া কাসে না,—ও, বুঝেছি বুঝেছি, মানভঞ্জনের পালা হচ্ছে? Masquerade by moon light?—All right, I am in the fun too; বল আমায় কি পার্ট নিতে হবে?

হিল্লোলা। ওলো ডালি বিশাখা, বল্ আর পার্টে কাজ নেই, ওঁর নাট নিয়ে উনিই থাকুন, আমি পতির পাট উঠিয়েই দিচ্ছি।

(যাত্রার সুর)

বাবু নাম আর কর্‌বো না,
বাবুর মুখ আর দেখ্‌বো না,
বাবু রব আর শুন্‌বো না।

(দূতী) সাজ্‌বো না আর বাবু সাজে,
বাবু বল্লে মর্‌বো লাজে,
ওলো দূতী! তোদের মিনতি করি,
াদি হিলির প্রাণে রাইয়ত বিলি না কত্তে চাস,
চবে বাবু নাম আর আমার কাণে শুনাস্‌নে।

ডালি। ওগো প্রাণের আলি! শোন্ বলি—
ারে দাঁড়িয়ে তোমার ঐ যে বাগানের মালী!
ানিও তো বাবু!

হিল্লোলা। সাম্‌নে একটা তাঁবু ফেলে দাও
খি। ও মুখ যেন আর না দেখ্‌তে হয়; তুমি
র ও বাবু নাম পুরুশ্চারণ করো না।

(গীত)

বাবু নাম আর শুনাস্‌নে কাণে।
যাব না আর বাবুর কাছে,
শোব না তার উপাধানে॥
নাম নেব না মুখে, বাবুরামকে দেব ঠুকে,
চেয়ে বাবু পতির মুখে,
কোন্ বাঁদী আর ঘোমটা টানে॥
বাবুর ছবি রাখ্‌বো ঢাকি,
পুষবো না আর বাবুই পাখী,
বাবুর্চ্চিরে বল্‌বো ডাকি
চাকরি নিতে অন্য স্থানে
র বাবুধাক্কা সাড়ী, চ'ড়ে বাবুজানের গাড়ী,
র মাঠে বাবু ঘাটে যাব না আর গঙ্গাস্নানে।
বাবু লেখা দেখ্‌লে চিঠি
সৎকার কর্‌বো অগ্নিদানে॥

প্রমথ। Oh my dear deary হিলি, love-
ttle laughing lily! তুমি বাবু নাম আর
ব না? রসো, পালা মিলিয়ে সব ঠিক ঠাক
হবে, নইলে জ্যোৎস্না যাত্রা মাটী হবে।
ানে, গোবিন্দ কৃষ্ণকে বিদেশিনী সাজিয়ে
তা; আমারও বাবু-বেশ চল্‌বার নয়;
ght—ঠিক আছে।

(গীত)

শ্রীমুখ-পঙ্কজ দেখ্‌বো বলে হে!
আজ এসেছি হেলে দুলে,
স্থান দিও ভাই চরণতলে॥
দেখ্‌বো তোমায় নয়ন ভ'রে,
তাই এসেছি চশমা প'রে,
যখন চশমা দেখে তোমারি ছবি
তখন কবি ভাসে নয়ন-জলে॥
মানের রঙ্গে তুমি রঙ্গি,
তাই সেজেছি এ ফিরিঙ্গি,
এখন বাঁচাও প্রিয়ে চরণ দিয়ে,
পায় পড়ি হে পাপস হয়ে।
যদি তুমি না চাও চোখে,
(তবে) হুইস্কি খাব বেজায় রোখে,
ফেল্‌বো কেঁদে নেশার ঝোঁকে
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান॥

(প্রভা প্রভৃতি সুরে।—
বলি আমরা বুঝি কেউ না?—
বলি এল না এল না খবরে?—

প্রমথ।— (সুরে)
সখি রে! রাইকে আমি গুঁড়ি দেখি,
ডাল পালা তার সখা সখী।
তাই তরুমূলে অগ্রে করি সলিল সেচন।
তরুর শিরায় শিরায় রস করিবে প্রেরণ॥

এখন তোমরা আমায় মূলের তলে যাবার জন্য সাহায্য কর, একটু তফাত থাক—ডালপালায় আমার চূড়া বেষ্টন করে আট্‌কে ফেল না।

নলিনী। বলি ছোকরা, তুমি কে হে? এত রাত্রে না ডাক্‌বামাত্রে কৃষ্ণগাত্রে এখানে এসে সৎপাত্রে পড়েছো? তোমায় যেন চেন চেন কচ্ছি, কোথায় যেন দেখেছি বটে।

(গীত)

তুমি কে বট হে?
তোমায় চেন চেন করি, চিনিতে না পারি
কোথায় তোমায় দেখেছি হে॥

তুমি কলকেতা কালেজে ছিলে,
ইংলিশেতে মেডেল নিলে,
তোমায় মেসের বাসায় অন্তবেশে দেখেছি হে॥
তখন এডুকেশন হয়নি ফিনিস,
খেল্‌তে যেতে লনে টেনিস,
তখন ছিল না এ ধড়া চুড়া
মালকোঁচ্চা দেখেছি হে॥
তখন বয়স তোমার গণ্ডা ছয়,
হয়নি সাধের পরিণয়,
চৌদ্দ গুণে পত্ত লেখে প্রেমের কথা কইতে হে॥
তখন এই দুটী নয়নের আশে,
পাশের পড়া ফেল্‌তে পাশে,
সে সব স্মরণ আছে তো হে।
পরে ভার্য্যা পেয়ে সেজে বর,
হলে 'ল'য়ের ব্যাচিলর,
উকীলের পিল হিলির মনে আছে তো হে।
এখন গেছে পশার জমে,
তাই ভারি হয়েছ দমে,
বুঝি ছ' মোহরের কমে
কও না কথা প্রিয়ার সনে হে।
দেখে সে রূপচাঁদের মুখ,
ভুল্লে এরূপ চাঁদের মুখ,
পরের সুখ ও পুরুখ ভাল বোঝ তো হে॥

প্রমথ। তবে বৃন্দে, অলমতি বিস্তরেণ। পাটুলিপুত্র হতে প্রেমসূত্রে রেলে আস্‌তে হয়েছে, চিম্‌নির ভূষা গাত্রের ভূষাকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে, যমুনাতীরে গিয়ে পিয়ার সাহেবের সহিত গাঢ় আলিঙ্গনের পূর্ব্বে ভদ্রসমাজে গ্রাহ্য হবার উপযুক্ত হব না; সুতরাং পেলা কম পড়্‌ছে মনে করে একটু তাড়াতাড়ি মিলন করে দাও। আমি সেই দ্বাপর প্রচলিত সাধের মধুর শাস্তিটে মাথা পেতে নিই, নিত্য চরণ ধরা পাটনার বাঙ্গলা দেখেছে, আজ সারা বাঙ্গলা আমার প্রেমের বীরত্ব দেখে নিক। (হিল্লোলার চরণের নিকট জানু পাতিয়া।)

(গীত)

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মান কর লো দান।
অহং আহাম্মুখং বেরসিকং—
কিসে বুঝ্‌বো তোমার টান॥
বদসি যদি কিঞ্চিদপি—
তবু দেখ্‌তে পাই হে দাঁতের পাঁতি।
হরতি দর তিমির মতি—
দেখ বুকের ভিতর আঁধার রাতি॥
ত্বমসি মম শামলাং, ত্বমসি মম মামলাং,
ত্বমসি মম মক্কেল-মহারত্নং।
বোরোণীয়া ফুল-গঞ্জনং, মম হৃদয়-রঞ্জনং।
তুমিই ভাল জান মরি দীনপতি যত্নং।
ভণ মধুর ভণিতা, জীবন্ত কাবিতা,
আমি চরণ সাজাই আল্‌তা দিয়ে।
উক্তি আপত্তি খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্॥
(আমার এই মাথা নিয়ে।)

হিল্লোলা। দূতী গো দূতী! সেই দ্বাপ থেকে পায়ে ধরা চলে আস্‌ছে; আর কি ওতে নভেল্‌টী আছে?

নলিনী। নে ভাই নে—আজ পুরো পড়াই পড়; স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ লজ্জাশীল খুলে বল্‌তে পাচ্ছিনে, কিন্তু রাত হয়েছে জঠরে অতি কঠোর ক্ষিদে পেয়েছে; এ আমোদের বিয়ের বাসর—তারও শেষ হ পাকাফলারে দৈ এসে শেষ ঘোষণা করে আমাদের জ্যোৎস্না-যাত্রারও শেষ হও আবশ্যক।

সকলে। বৃন্দে গো তথাস্তং, আমরাও গৃ যাবার জন্য ব্যস্তসমস্তং।

নলিনী। তবে সাহেব! একবার বাঁ ধাঁজে দাঁড়াও। হে চুরুট-বর! মুখে সিগা দাও, হাতে নাও পাঁচনবাড়ী, আমি তোমাদে আড়ি ঘুচিয়ে দিচ্চি। ওগো ও রোম্যান্টিক মুখী, একবার এই দুঃখীর দুঃখ ঘোচাও, বা

এসে দাঁড়াও, আমরা যুগল দেখে যুগল নিয়ে অনর্গল ভোজনে প্রবৃত্ত হই। (প্রমথ ও হিল্লোলাকে যুগলভাবে দাঁড় করাইয়া।)

সকলে।— (গীত)

চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী দাঁড়াল।
সখী এমন চাঁদ আর কেবা পায়?
যে চাঁদে রূপ-চাঁদ এনে ঘরে যোগায়।
ও চাঁদ কর্ম্ম করেন খেটে মরেন এ চাঁদের তরে,
এ চাঁদ ধর্ম্ম ধরেন নভেল পড়েন,
শুয়ে শুয়ে ঘরে।
বিনোদিনীর নেত্র যেন ইলেক্‌ট্রিক বাতি
(তায়) বাবুবোকা শ্যামাপোকা
পড়ে মাত্তি মাত্তি।
কবিকুলদাসী কয় করযোড় করি,
দর্শকের সদাই জয় কর হে শ্রীহরি॥

(সুবচনীর সম্পাদককে তাড়া করিয়া নৃসিংহ-বেশী গয়ারাম সঙ্গে সঙ্গে দর্পনারায়ণ ছকড়ি ও নানা বেশে ভক্তগণের প্রবেশ)

গয়া। হুহুঙ্কার হুহুঙ্কার; আরে রে হিরণ্যকশিপু!

সুব। আরে এটা কে রে? ঘাড়টা ধ'রে মুচ্‌ড়ে দেব, না পাহারাওয়ালার জিম্মে করে দেব?

গয়া। তবে রে হিরণ্যকশিপু জটিলা গোস্বামিনী! আমি থাক্‌তে তুমি শ্রীমতীর কলঙ্ক রটাও? আজ বাসার কাছে পেয়েছি, তোমার স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ কর্‌বো।

সুব। ও কার গলা?—গয়ারাম দা না? এ কি মূর্ত্তি ধরেছো? (গাত্রে হস্ত প্রদান)।

ভক্তগণ। লোম ছিঁড়ে যাবে, লোম ছিঁড়ে যাবে, হাত ওঠাও।

দর্প। ওয়াট্‌সন সমার্সের বাড়ী থেকে ১০৲ টাকা দিয়ে খরিদ হয়েছে, তোমায় কিন্তু ড্যামেজ দিতে হবে।

সুব। হাঁ হে দর্পনারায়ণ ভায়া! তোমরা এ সব কি কচ্ছো বল দেখি? অবতার টবতার হয়েছো না কি?

দর্প। আর 'সম্ভবামি যুগে যুগে' নয়, এক গয়ারাম-অঙ্গে নানা লীলা—যে দিন যা অভিরুচি, আজ নৃসিংহের পালা; প্রভু আজ তোমার উদরবিদারণ কর্‌বার জন্য ১০৲ টাকা দিয়ে পোষাক কিনে নৃসিংহরূপ ধারণ করেছেন।

ভক্তগণ। গয়ারাম বোল! গয়ারাম বোল! গয়ারাম বোল!

প্রমথ। সত্যি—দাদা না কি?

গয়া। হাঁ রে ভাই আয় না। (হুঙ্কার শব্দ) ওরে জটিলে! হয় সহস্রছিদ্র টাকার থলি এখানে এনে ঢাল, নয় এখনি তোর স্ফটিকস্তম্ভ বিদারণ—

প্রমথ। হাল্লো ছক্—ওল্‌ড বয় তুমি যে? এ কাণ্ডখানা কি?

ছকড়ি। তবু ভাল—চিন্‌তে পাল্লে। অবতার তোমার পরিবারের কলঙ্কভঞ্জন কর্‌বেন কি না? তা ব্যাধি লীলা কর্‌বার আর দেরি সইলো না—এই সিংহের পোষাকটা কেনা ছিল, সুবচনীর জটিলাকে বাসার কাছ দিয়ে যেতে দেখে সেজে একেবারে তাড়া করে বেড়িয়েছেন। কিন্তু সুবচনীর লাঠির যা বহর দেখ্‌ছি তাতে দাদাকে মুচড়ে একটী খোঁড়া হাঁস না করে ফেলেন।

প্রমথ। নাও হিলি তোমার অবতার দেখ, তুমিও পাগল—নইলে এই পাগলের কাছে আস্‌বে কেন?

হিল্লোলা। ভাগ্যিস্ পাগ্‌লামো করে ছিলুম, নইলে আজকের এমন মজা কেমন ক'রে দেখ্‌তে?

প্রমথ। (সুবচনীর প্রতি) আপনিই কি সুবচনীর সম্পাদক? আমার এই যা কিছু খরচ হয়েছে, আপনারি দেওয়া উচিত, সমস্ত কাণ্ডের গোড়া হলেন আপনি।

স্থব। আমি—সে কি রকম?

প্রমথ। আপনার গেল ১৯শে তারিখের কাগজে "বিচ্ছেদ ভীতা" নাম দিয়ে একটা পয়ার ছাপা হয়েছিল?

(হলাহলানন্দের প্রবেশ)

হলা। সেটা সম্পূর্ণ defamatory! (সবিস্ময়ে) এ কি What is this? Bedlam let loose! না বারোয়ারীর সং চল্‌তে পারে।

স্থব। মশাই আপনার সঙ্গে পরিচয় নাই; যা হোক্, পরে হবে, ভদ্রলোক এই যথেষ্ট; আপনি অনুগ্রহ ক'রে আপনার পরিবারকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বল্‌বেন যে, সে পয়ারটীতে কারুকে কোন লক্ষ্য নাই, অর্থও কিছু বিশেষ নাই; আমার একটী পাগলাগোছ আত্মীয়ের একটু কবিতা লেখার ছিট আছে, মনে বড় দুঃখ কর্‌বে, তাই space ছিল—দিয়ে দিয়েছিলুম।

হলা। আচ্ছা, প্রমথবাবু কিছু না বলেন না বলেন, "হলাহল" কথাটা আছে, আমি ছাড়ছিনে। মোদ্দাৎ এটা কি—কেহ বলছেনা যে? সং না পাগল?

স্থব। গাগল! সত্য পাগল—

ভক্তগণ। গয়ারাম বোল! গয়ারাম বোল!

সকলে। পাগল পাগল! পাগল পাগল! পাগল পাগল!

ছকড়ি। দাদা জুরীর verdictটা এইখান থেকেই বেরিয়ে গেল, এই ঢের, আমি সন্ধান পেয়েছি, তোমার এক জ্ঞাতি এই অবতারতত্ত্ব শুনে আত্মীয়তা করে এখানে এসেছেন, তোমায় পাগলখানায় পাঠিয়ে কি দেবত্তর বিষয় আছে, হস্তগত কর্‌বার যোগাড় কচ্ছেন। আর অবতারগিরিতে কাজ নেই, পুরণো কাজে মন দাও। মোদ্দাৎ এ মোহন মূর্ত্তিখানি মাঝখানে দাঁড়িয়ে সকলকে একবার ভাল ক'রে দেখাও; আর আমি এই সময় একবার চেষ্টা করি, যদি জ্ঞান মুখুয্যেকে পাই, একখানা ফটোগ্রাফ তুলে নিই।

ভক্তগণ। গয়ারাম বোল! গয়ারাম বোল!

ছকড়ি। চোপ!

সকলে। সবাই পাগল! সবাই পাগল!

(গীত)

এ দুনিয়াখানা পাগলখানা।
এ বলে ওরে পাগল নিজের বেলা সবাই কাণা।
পাগল বাবা ভস্ম মাখে গলায় হাড়ের মালা,
জননী পাগলী আমার গৌরী গিরিবালা,
তাদের পাছশালে ভ্রান্ত ছেলে,
দুদিন মিলে করে পাগলপনা॥
কেহ গুরু সেজে কথার তেজে টানে মুক্তিরথ,
আপনি অন্ধ দৃষ্টি বন্ধ পরকে দেখায় পথ,
কেহ অন্যে দেখে ব্যঙ্গ করে—
আপন অঙ্গে কত রঙ্গ—চোখে দেখে না।
আমরা পাগল তোমরা পাগল
পাগলামী তার কারখানা॥

যবনিকা-পতন



যাদুকরী

পঞ্চরংএর পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষ ।

অবলাসিংহ	পাহাড় দ্বীপের রাজা।
হরদমসিংহ	প্রতিবেশী অন্য রাজ্যের অধিপতি।
প্রেমচাঁদ	উজীর।
দৈত্য।	
তিনকড়ি	জেলে।
শম্বর	কাফরি ভৃত্য।
	পারিষদ্‌গণ।

স্ত্রী।

তড়িতাসুন্দরী	...	...	অবলাসিংহের রাণী (যাদুকরী)
সোণালী	...	...	তড়িতার সখী।

অপ্সরিগণ, সখিগণ, মৎস্যকুমারী।

যাদুকরী

প্রস্তাবনা।

চন্দ্রলোক।

অপ্সর ও অপ্সরী।

(গীত)

অপ্সর।—

বোলো লালপরী,
বোলো লালপরী।
ক্যায়সে কোন্ খেল্‌মে
আজু রাত গুজারি॥

অপ্সরী।—

আরে ওস্তাদ হ্যায় তু,
তুঝে হাম কেয়া বাতাই।
কোন এলেম না মালুম
তুমহে তুসে ক্যা ছিপাই।

অপ্সর।—

চাঁদ ছোড়্‌কে চলো তব
দুনিয়া পর উতারি।
দুনিয়াক্যা দস্তুর তুমহে
দেখায় জেরা পিয়ারী।
যাদুগীর হ্যায় ইঁহ...
এক পাহাড় টাপুকে রাণী।
চেলা বনায়া কালাদেও
কিয়া মেহেরবাণী॥
ছলা ছিনালী ভালা শিখা
হ্যায় যোড়ি দেখা নেহি।
খসমকে চসম পর চালাওঁয়ে
গোলামসে আশনাই॥

অপ্সরী।—

দুনিয়াকা হাওয়া কড়া হ্যায়
হুঁয়া ক্যায়সে যায়ুঙ্গি ম্যাঞ।
শ্বাস না বহতি, কাঁচোরি কস্‌তি,
চমকৃতি আপ তাপ কি রোশনাই॥

অপ্সর।—

ডরকা তেহারি পিয়ারী
যাঁহা হাম রহেঙ্গে জানি
ছাতিপর ছাতি মিলায়েঙ্গে
আঁখোপর আঁখি।
পঙ্খীসে উড়ালেওয়েঙ্গে
হর্‌গুল্‌সে হাওয়া তেরি লিয়ে॥

উভয়ে।—

চলো দুনিয়া পর উড় চলোঁ,
চলো দুনিয়া পর উড় চলোঁ,
ও মেরি পিয়ারী, মেরি পিয়ারী,
মেরি জানকি পিয়ারী,
মেরি দিলকি পিয়ারী,
মেরি কলিজা কি পিয়ারী॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

(রাজা অবলাসিংহ ও রাণী তড়িতার প্রবেশ)

অবলা। বলি প্রিয়ে!

তড়িতা। কি বল্‌ছো রাজা?

অবলা। বলি ও প্রিয়ে!

তড়িতা। ভাল জ্বালাতন করেছ, দিন নেই, রাত নেই, হর ঘড়ি প্রিয়ে প্রিয়ে প্রিয়ে।

অবলা। বলি প্রিয়ে, ওহে প্রিয়ে, প্রিয়ে হে।

তড়িতা। কি হুকুম?

অবলা। এই বুঝি উত্তর?

তড়িতা। উত্তর নয় তো কি।

অবলা। তা নয়—এই কি প্রেমের উত্তর?

তড়িতা। তোমার প্রেমের মতন আমার প্রেমে অত উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম নেই।

অবলা। হে মনোমোহিনী, তা নয়, আমি অমন মিঠেকড়া রকম গলা কাঁপিয়ে প্রিয়ে ব'লে ডাক্‌লুম, তোমাকেও একটু মিহি সুরে ভ্যালসা গোছের উত্তর দিতে হয়; বলতে হয় জীবনাধিক—

তড়িতা। তাই হোক, তোমার জীবনেই ধিক্।

অবলা। আহাহা, ব্যাকরণটা বুঝ্‌লে না; জীবনা—ছিল—ধিক, জীবনাধিক; ভাল না হয় বল প্রাণেশ্বর।

তড়িতা। আমার প্রাণখানা কি দুধের কড়া যে প্রেম-ঘুঁটের আঁচে তুমি তার উপর সর পড়ে আছ।

অবলা। মরি মরি জীবনময়ি! তুমি আমার দুধের কড়াই বটে; বয়সকালে যদি আফিং ধরি, তা হলে তোমার ভরসাতেই ধরবো।

তড়িতা। মহারাজ, তুমিতো খুব রসিক।

অবলা। প্রিয়ে তুমিওতো খুব বুদ্ধিমতী—ঝাঁ চিনে ফেলেছ। আচ্ছা প্রিয়ে, তুমি সত্য আমায় ভালবাস?

তড়িতা। তোমার আঁচটা কি?

অবলা। আমার আঁচটা যদি জিজ্ঞাসা কল্লে, তা হলে তুমি আমায় ভয়ঙ্কর ভালবাস, কেমন—না?

তড়িতা। ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর—খুব ভয়ঙ্কর!

অবলা। আচ্ছা, কতখানি ভালবাস?

তড়িতা। গজে মেপে দেখিনে, আন্দাজ চার হাত কি সতের পো হতে পারে।

অবলা। ঠিক ঠিক তা কি জান বাস্‌তেই হবে, আমায় ভাল না বেসে থাক্‌তেই পার না।

তড়িতা। কেন?

অবলা। এই যে তোমায় কত গহনা দিয়েছি।

তড়িতা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বটে।

অবলা। তা দেখ, আমিও তোমায় খুব ভালবাসি।

তড়িতা। সত্য—এত অনুগ্রহ?

অবলা। হ্যাঁ—তা অনুগ্রহ তোমার উপর খুব আছে।

তড়িতা। কেন বল দেখি?

অবলা। কি জান, আমরা হলুম রাজা লোক, জন্ম জন্ম কত তপস্যা ক'রে তবে স্ত্রীলোকে আমাদের মতন বড় লোকের পায়ে যায়গা পায়; তা আমরা যদি তাদের একটু অনুগ্রহ না কর্‌বো, একটু জীবন যৌবন গহনা মাসহারা না দিব, তা হলে তারা যে মনের দুঃখে অভিমানভরে জগৎ সংসারকে তুচ্ছ ক'রে একাকিনী বিষাদিনী পাগলিনী প্রায় ঠিক দুপুরে গাড়ী ডাকিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে চলে যেতে পারে।

তড়িতা। এ বড় অন্যায় বটে, ঘরে এমন জলজ্যান্ত পতি-রত্ন থাক্‌তে মেয়েমানুষের খামকা এত কষ্ট ক'রে চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া কেন?

অবলা। আচ্ছা প্রাণেশ্বরি, আমার মতন সুন্দর পুরুষমানুষ তুমি আর দেখেছো?

তড়িতা। তুমি তো পাঁচজন লোক আমার কাছে নিয়ে এস না, কোথা থেকে দেখবো বল?

অবলা। আচ্ছা প্রিয়ে, আমি যদি ম'রে যাই।

তড়িতা। নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পাষণ্ড কুষ্মাণ্ড!

অবলা। বলি, রাগ কর কেন, একটা কথার কথা বল্‌ছি।

তড়িতা। কথার কথা কি? তুমি কি জান না, এ রাজ্যে বিধবা-বিবাহ নিষেধ?

অবলা। ঠিক ঠিক, ওটা স্মরণ ছিল না; তবে বল্‌বো না—কেমন?

তড়িতা। প্রাণসখা জীবনসখা, অভাগিনীর সর্ব্বস্ব! তুমি মর্‌বে?—এই কথা মুখে আন্‌লে এই বুঝি ভালবাসা? এই বুঝি প্রণয়? এই কি আমার পতিভক্তির ফল! ছি ছি তুমি কি জাননা যে সেদিন আমি অত টাকা খরচ ক'রে হীরের চন্দ্রহার গড়িয়েছি? হৃদয়-সর্ব্বস্ব! তুমি পটলোৎপাটন কল্লে আমি আর তা পর্‌তে পাব না। হে অবলার গতি! জান তো আমি ইলিশ মাছ কত ভালবাসি, তুমি শিঙ্গায় ফুৎকার দিলে আর কি আমি তেঁতুল দিয়ে মুড়ো রেঁধে খেতে পাব?

অবলা। স্থির হও, স্থির হও, বুকের পাঁজরা আমার!—ক্ষান্ত হও; ওঃ এতদিন বুঝ্‌লুম যে, তুমি যথার্থ আমায় ভালবাস। ওঃ, আমি কি হৃষ্টপুষ্ট পাপিষ্ঠ পতি, এমন আদর্শ-সতীর মনে কষ্ট দিচ্ছি; না প্রিয়ে, তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি মর্‌বো না।

তড়িতা। ঠিক বল্‌ছো?

অবলা। মাইরি—কোন্ শালা ভাঁড়ায়।

তড়িতা। বল জ্বরবিকারে মর্‌বে না?

অবলা। না।

তড়িতা। ওলাউঠায়ও নয়?

অবলা। কখনই না। বল কি প্রিয়ে, তুমি চন্দ্রহার পর্‌তে পাবে না, ইলিশ মাছ খেতে পাবে না, এ সব কথা মনে ক'রে কি আর আমি মর্‌তে পারি?

তড়িতা। না, আমার ভয় হচ্ছে—তুমি মর্‌বে।

অবলা। কিসে?

। তোমরা পুরুষ জাতি, তোমাদের বিশ্বাস কি? তোমরা শট নট বঞ্চক তঞ্চক, ঝাঁ ক'রে ফাঁকি দিয়ে ডায়েবিটিজ ক'রে বস্‌বে।

অবলা। তা—তা যদি হয়—একান্তই হয়, তাতেও আমি মর্‌বো না; মিষ্টি খাওয়া ত্যাগ কর্‌বো, গুড় চিনি মিছরী বাতাসা সন্দেশ রসগোল্লা কিছুই খাব না, তোমার অধর-সুধাও নয়; যায় যাবে প্রাণ—তবুও আমি মরবো না।

তড়িতা। কিন্তু—কিন্তু যদি পাঁচ জনে উদ্যোগ ক'রে তোলে, তিন চারি জন বড় বড় ডাক্তার আনে,—ভাব্‌ছ কি? কথা কও না যে?

অবলা। তা হ'লে নিরুপায়; বড় শক্ত সমস্যা,—প্রেয়সী, ভারি গোলে ফেল্লে! দেখ, তোমার প্রেমের অনুরোধে যমকে এক রকম বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত কর্‌বো' মনে কর্‌ছিলুম, কিন্তু ঐ ডাক্তারের কথা যা বল্‌ছো, তাঁরা ভদ্র লোক,—টাকা খেয়ে অধর্ম্ম ক'রে আমায় ছেড়ে যাবেন কেমন ক'রে?

তড়িতা। তবে দেখ্‌ছি তুমি মর্‌বে? তা হলে আমি কিন্তু সহমরণে যাব।

অবলা। না না রাণী, কিছু আবশ্যক নাই, আমার জন্য ভেব না। সেখানে শুনেছি, অনেক বিদ্যাধরীটরী আছে, আমার এক রকম চ'লে যাবেই। তোমার কষ্ট ক'রে সঙ্গে যাবার প্রয়োজন নাই।

তড়িতা। না আমি যাবই; তবে যদি থাক্‌তেই হয়, সতীত্বের মহিমা দেখাবার জন্য আমাকে এ পৃথিবীতে একান্তই যদি থাক্‌তে হয়, তা হলে হে হৃদয়বল্লভ,-হে শ্যামসুন্দর হে মদনমোহন, হে নটবর, হে মধুসূদন, হে অযোগবাহন, তোমার যেখানে যা আছে আমার নামে লেখা-পড়া ক'রে দিয়ে যেও তোমার তো সন্তানাদি হয়নি, আমি দারুণ

বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য কত্তে সেই বিষয় সম্পত্তি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখল করিতে রহিব।

অবলা। দেখ—দেখ—জগৎ দেখ—সতী স্ত্রীর অসাধ্য কাজ নেই! দেখ তার আত্ম বিসর্জ্জন! উঃ! পূর্ব্বজন্মের কত পুণ্যফলে—ওঃ খঃ খঃ খঃ ওমা ও মা ওঃ ওঃ ওঃ ওঃ ওঃ (বিষম লাগার ন্যায়) উঃ কি বিষম লাগ্‌লো গো উঃ উঃ!

তড়িতা। ও মা, কি সর্ব্বনাশ হলো গো; ওগো, শুনেছি যে গো, বিষম লেগে হঠাৎ মানুষ মারা যায় গো! ওগো, অবীরার কি ক'রে গেলেগো? সবে মাত্র যে, এই লেখা পড়া ক'রে দিবার কথাটা হচ্ছিল গো!

অবলা। খঃ খঃ ভয় নেই, ভয় নেই।

তড়িতা। ভরসাই বা কি গো! ওরে, কে আছিস্, ওরে সখী, এই প্রাণসখী লোগ্ জল্‌দি হিঁয়া আও, রাজাকো দেখো, পাঙ্খা লে আও, পানি ছিটাও, পাট করো, আমি কাপড় কেচে আসি।

[প্রস্থান।

(সোণালীর প্রবেশ)

সোণা। এ কি এ কি! রাজার যে বিষম লেগেছে, এই বুঝি গেল গো গেল! মহারাজ! মহারাজ! হুকুম হোক্ আমি রাজমাথায় চপোটাঘাত করি, নইলে বিষম সার্‌বে না।

অবলা। (কাসিতে কাসিতে) নিয়ম নেই, বে-আইন ক'রে থাবড়া মের না।

সোণা। আর মহারাজ, আপনি হুকুম দিলেই আইনি হবে।

অবলা। বে-দস্তুর, আগে কোতোয়ালের কাছে দরখাস্ত কর।

সোণা। তার পর?

অবলা। শেষ পেস্কারকে জানাবে।

সোণা। সে বুঝি সেরেস্তাদারকে বল্‌বে?

অবলা। হাঁ, সেরেস্তাদার মুন্সীকে খবর দেবে।

সোণা। আর মুন্সী গিয়ে উজীরকে এত্তেলা দেবে।

অবলা। হাঁ হাঁ তার পর আমার যখন অবসর হবে—উঃ, গেলুম গো গেলুম গো, যখন অবসর হবে—

সোণা। তখন মাথায় থাবড়ার হুকুম দেবে, আপাততঃ যে একেবারে অবসর হচ্ছে, এখন তো বাঁচ।

(মাথায় চপেটাঘাত ও ফুৎকার দেওন।)

অবলা। ওঃ ওঃ! বাঁচ্‌লুম, কে ও? সখী—সোণালী? ওঃ! তুমি আজ আমার প্রাণ দান কল্লে! যদিও রাজমাথায় চপেটাঘাতের জন্য তোমার অবশ্য ফাঁসী হবে, কিন্তু বেশ জেনো, তোমার কাছে আমি জন্মের মতন কৃতজ্ঞ রইলুম।

সোণা। মহারাজ! একেই বলে রাজ-দয়া; রাজকৃতজ্ঞতার পরিশোধ আর আমি কি দিব, কিন্তু দেখে নেবেন—ম'লে আর আমি এক দণ্ডও বাঁচ্‌বো না!

অবলা। উঃ! সোণালী, কি বিষমই লেগেছিল, যদি মরে যেতুম, তা হলে কি হতো?

সোণা। সর্ব্বনাশ হতো, আর কি হতো। আমাদের পাঁচ বছরের মাহিনা-পত্তর পড়ে রয়েছে, বিষয় কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডে যেতো।

অবলা। বলি, তা নয়—তা নয়—আমার কি হতো?

সোণা। তা শ্রাদ্ধ-পত্তর এক রকম হতো, রাণীমার ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি আছে, ষোড়শ-টোড়শ কত্তেন; অনেক বামুন-পণ্ডিতকে আশা দিয়ে রেখেছেন—যে রাজার শ্রাদ্ধে রূপোর ঘড়া গাড়ু দিয়ে বিদায় করবেন।

অবলা। এঁ্যা! রাণী কি আমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই আমার শ্রাদ্ধের কথা-টথা বলেন না কি?

সোণা। তা বলেন বৈ কি; মিছে কথা বল্‌বো না—অন্য দোষ যাই থাক, রাণী ঠাক্‌রুণ

আমুদে আহ্লাদে আছেন। বলেছেন, তিনি চার দল কীর্ত্তন আন্‌বেন, বামুন-ভোজনের দিন পাঁটা-টাটা করবেন, আর নিয়মভঙ্গের দিন সখের যাত্রা দিবেন।

অবলা। আহা, পতিপ্রাণা এখন থেকেই আমার ভবিষ্যৎ ভাব্‌ছেন ; সোণালী! আমার শ্রাদ্ধে এত ঘটা হবে, আর আমি কিছুই দেখ্‌তে পাব না! আমি যে যাত্রা শুন্‌তে বড় ভালবাসি।

সোণা। আপনি গঙ্গাযাত্রাই শুনে যাবেন, সখের যাত্রাটা আপনার বদলে শম্বর একাই শুন্‌বে।

অবলা। শম্বর!—কোন্ শম্বর?

সোণা। আপনার সখের কাফরি চাকর; তখন সেই একরকম খোলাখুলি রাজা হয়ে বস্‌বে কি না।

অবলা। কেন, সে রাজা হবে কিসে?

সোণা। রাণীর কা'কে রাজা বলে?

অবলা। কেন, রাণীর পতিকে।

সোণা। তা হলে সে রাজা না হোক্— উপরাজা হলো না?

অবলা। তবে রে হারামজাদী, আমার সঙ্গে ঠাট্টা! কোতোয়াল, কোতোয়াল, এখনই এই পাপীয়সীর মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে এর মাথায় ঘোল ঢেলে বনবাস দিয়ে আয়

সোণা। তা বৈ কি, শম্বর আপনার মাথায় হাত বুলুলে, আপনার তো একটা কিছু করা চাই, আমার মাথায়ই ঘোল ঢালুন

অবলা। দেখ, হিঁয়ালী রাখ, স্পষ্ট ক'রে বল।

সোণা। আমি আর স্পষ্ট ক'রে বল্‌বো কি, রাজ্যি শুদ্ধ স্পষ্ট চোখে চেয়ে দেখ্‌ছে যে, রাণী শম্বরকে স্বয়ম্বর করেছেন।

অবলা। এ্যাঁ রাণী!—আমার প্রিয়তমে! সেই বাঁদীর বেটাকে—কৈ আমি তো কিছু দেখিনে!

সোণা। তা আপনি কেন, কেউই দেখ্‌তে পায় না; ও কাজের মজাই ওই, সব্বার চক্ষে পড়ে—কেবল যার বুকের উপর ভাতের হাঁড়ী ওলে সেই কাণা হয়ে থাকে; তার উপর আমাদের রাণী ঠাকরুণ যে যাদু শিখেছেন।

অবলা। যাদু কি?

সোণা। তা বুঝি জানেন না, ওঁর একটা পোষা দত্যি আছে, তার নাম কালাদেও, সে রাণীকে কত মন্ত্র শিখিয়েছে; উনি মনে কল্লে এখনই সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে পারেন, পাখীকে মানুষ কত্তে পারেন; মানুষকে—এই তার সাক্ষ্য দেখুন না, আপনাকেই তো ভেড়া ক'রে রেখেছেন।

অবলা। ভেড়া! কৈ—না না, কৈ আমার তো শিং বেরোয়নি।

সোণা। শিং ভিতরে ভিতরে গজিয়েছে, মাথায় হাত দিয়ে দেখ্‌লে কি হবে?

অবলা। তুই মিছে কথা বল্‌ছিস্; আমি রাজা—সুন্দর যুবা পুরুষ—এত ভালবাসি, আমায় ছেড়ে অমন সুন্দরী রাণী—তিনি কি সেই কালো কর্কশ কোঁকড়া-চুলো কাফরি গোলামকি গোলামকে ছুঁতে যেতে পারেন?

সোণা। মহারাজ, আপনি সেদিন বামুন-ঠাকুরকে পচা মাছ চচ্চড়ী রাঁধ্‌তে হুকুম দিয়েছিলেন মনে পড়ে? এত দেশ থাক্‌তে আপনি রাজা লোক—এ সখ হোয়েছিল কেন?

অবলা। কি জান, বড় বড় টাট্‌কা মাছ তো রোজই খাওয়া যায়, একদিন সখ হলো, মুখটা বদ্‌লে দেখি।

সোণা। তা হলে কি রাণীর মুখটা বদ্‌লাবার সখ হয় না? তার উপর প্রেমের খেলাই একটু উল্টো গোছের।

অবলা। দেখ, যদি তোর কথা মিথ্যে হয়, গর্দ্দান নেব।

সোণা। মহারাজ, তবে লোকে যা কথায় বলে, "যার মাথার উপর মাথা আছে, সেই

রাজা রাজড়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কয়" সে কথা সত্য ?

অবলা। কেন ?

সোণা। এই দেখুন না—একবার আপনার রাজমাথায় থাবড়া মেরে বিষম কাটিয়ে আমার ফাঁসী হয়ে গেল, তার উপর মাঝে একবার মুণ্ডচ্ছেদ হয়ে গেছে, সেই মাথায় ঘোলও ঢেলেছেন, এখন আবার গর্দ্দানা নেবার ভয় দেখাচ্ছেন ; না মহারাজ, কিছু নয়—আমি সব মিছে কথা বলেছি। রাণী আপনার সতী লক্ষ্মী স্বর্পণখা, তিনি আপনার চোখে নিতুলি মন্ত্র পড়েন না, শম্বর কাফরি ব'লে কেউ তাঁর ভালবাসার লোক নেই, তার সঙ্গে বাগানে দেখা করেন না, তাকে আপনার থাবার অর্দ্ধেক ভাগ দেন না,তাকে সোণা হীরে পরান না, আবার তার কাছে মাঝে মাঝে মুখঝামটাও খান না।

অবলা। তুই দেখাতে পারিস্ ?

সোণা। আপনার মাথায় দুটো চোখ আছে, বাড়ার পাশে বাগান আছে, রাণীও আছেন, শম্বরও আছে, ইচ্ছা কল্লেই দেখ্‌তে পারেন ; আর এতটা পরিশ্রম স্বীকার না করেন, বাঁদী হাজির আছে, গর্দ্দানাটা নিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুন। সত্যই তো কে কোথায় কি বল্লে, বড় লোকের ছোট নজর ক'রে কি তা দেখা উচিত ?

অবলা। আচ্ছা, আমি এখনই বাগানে যাচ্ছি, যদি কিছু দেখি, তা হলে সেইখানেই দু জনের,—আর তা না হলে ডালকুত্তো দিয়ে তোকে খাওয়াব।

সোণা। তা খাওয়াবেন, মোদ্দাৎ যা করেন,একটু সাবধানে করবেন। আপনার রাণী যেমন তেমন কুহকিনী নয়, তাকে জব্দ কত্তে গিয়ে শেষে নিজে না জব্দ হন।

রাজা। আমি রাজা—রাজা! কার সাধ্য আমার কি করে ? দেখ্‌ছি। [প্রস্থান।

সোণা। অনেক দিন চেপে চেপে থেকেছি, আর পাল্লুম না ; চক্ষের উপর নিত্য নিত্য এ কাণ্ড আর দেখা যায় না ; তার উপর আগে বরং রাণী আমাকে একটু ভরম সরম কত্তেন, পুরাণ গহনাখানা কাপড়খানাও দিতেন, এখন এই যাদু শিখে অবধি মুখের মিষ্টকথাটুকুও গেছে। কি রুচি বাপু ! এমন সুন্দর স্বামী—কত তপস্যা ক'রে মেলে,আমরা একদিন পেলে বোত্তে যাই ; এমন সোণার পুরুষ, রাজ্যের রাজা—তাকে ছেড়ে কি না কালো কাফরি গোলাম—ছি ছি ছি ছি ছি, আরে ছি—ও প্রেমের গতিই উল্টো দিকে।

(গীত)

পীরিতে বিপরীতে মজে ওগো মন
কামিনী কুরূপে ভজে থাক্‌তে পতি মদনমোহন।
ঢোলে দোলে কমলকলি,
কোলে তোলে কালো অলি,
লাজে রাঙ্গা রবি ছবি অস্তাচলে পড়ে ঢলি।
তোর মন মলিনী ছি নলিনী
হেলাতে হারালি রতন।
যার ঘরে ধরে না ননী ছানা,
লুকিয়ে খায় সে চিঁড়ে চানা,
মানুষ কাণা যায় গো জানা,
প্রেমেতে হলে মগন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

(অস্ত্র-হস্তে অবলাসিংহের প্রবেশ)

অবলা। বাঁদীর বেটার সাথে !
গা আমার কাঁপ্‌ছে রোখে ;
নিতুলি দে আমার চোখে,

ফেরো তুমি পথে পথে—
হাড়হাবাতে বাঁদীর বেটার সাথে!
আজ এসেছি মাথা খেতে
রইলুম এই আড়ি পেতে।

(অন্তরালে অবস্থিতি)

(শম্বরের প্রবেশ)

শম্বর। রাণী বেটী খুব মজেছে, একেবারে ঘাড়মুড় ভেঙ্গে পড়েছে;—পড়বে না? আমি কচুবনের কালাচাঁদ, ক্যায়সে আমার প্রেমের ফাঁদ। এই সোণালী শালী বলে আমায় কালো,—আরে কালোই তো ভাল! কালোর চেয়ে কি রং আছে, বারমাস ব্যবহার কর, তখন ময়লা হবার ভয় নেই; আর তোমার শাদাই বল, গোলাপীই বল, চম্পাই বল—ঐ টাট্‌কা টাট্‌কা, হাত না দিতে দিতেই দাগ ধরেছে, রং মেড়ো পড়ে আস্‌ছে। আমার এই যা রং—এ পাকা রং, একবার চেপে বুরুষ দিলেই ঝাঁ চক্ চক্ ক'রে ওঠে; তাই তো মেয়েমানুষ কালো রং বেশী ভালবাসে। নীলাম্বরী কাপড় পরে, কপালে কালো টিপ কাটে, চোখে কালো কাজল দেয়, দাঁতে কালো মিশি লাগায়, হাতে কালো চুড়ীর বাহার মারে, কালো চুলের গরব করে, কেশরঞ্জন মেখে চুল কালো করে, আর কালো তারায় নয়না ঠারে; বাহবা কালো! কালো—কালো—দুনিয়া আলো! ইস্, আজ এখনও আসছে না?—এই রাজা বেটা বুঝি ধরে রেখেছে, আজ আসুক, একটু খেলিয়ে নিচ্ছি; মনে করে বুঝি—আমি চাকর ব'লে একেবারে পায়ের জুতো হয়ে থাক্‌বো?

(তড়িতার প্রবেশ)

তড়িতা। এই যে, বাঁল এসেছ?

শম্বর। যাও যাও, যেখানে ছিলে, সেই-খানে যাও।

তাড়িতা। বলি ও আমার কালো মাণিক, আজ কি হয়েছে?

শম্বর। কিছু হয় নি, বেশ টকটকে রাঙ্গা রাজা আছে, সেইখানে গিয়ে ব'সো না; আমি চাকর-বাকর মানুষ, আমার কাছে কে

তড়িতা। তুমি কি যে সে চাকর, তুমি যে আমার প্রেমের চাকর।

শম্বর। তাই বুঝি মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ জুতোপেটা কর।

অবলা। বেটা—বেটা, প্রেম কত্তে এসেও জুতোপেটা ভুল্‌তে পারনি?

তড়িতা। ইস্, আজ এত গরম কেন?

শম্বর। গরম হব না!—তোমার রূপের সুঁদরিকাঠ যে জেলে রেখেছো, তার আঁচে আঁচে এই দেখ আমার বাইরের দিক্‌টা সমস্ত কালি প'ড়ে গেছে, আর ভিতরে মেজাজের গরম জল টববগ ক'রে ফুট্‌ছে।

অবলা। দাঁড়াও না বেটা, আমি হাঁড়ী ফাটাচ্ছি, রসে ঢেউ খেল্‌বে এখন।

তড়িতা। আরে বাঃ বাঃ আমার প্রেমের কাফরি, প্রাণের জাফরি, একেবারে কবি হয়ে পড়েছ দেখ্‌ছি।

শম্বর। তা হয় হয়, প্রাণে প্রেম ফুটলেই মুখে কবিতা ছোটে।

তড়িতা। তা চল, একটু কুঞ্জে ব'সে তোমার কবিতা রসিকতা শোনা যাক্।

শম্বর। না না না, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা-টথা কচ্ছিনে, আমার রাগ হয়েছে।

তড়িতা। দেখ, একটু তো তা'কে ভুলিয়ে ভালিয়ে আস্‌তে হবে; হাজার হোক্ বিয়ে ক'রে এনেছে।

শম্বর। ওঃ! বিয়ে করেছে তো একেবারে মাথা কিনেছে।

তড়িতা। সে তো সত্য কথা, কিন্তু আহা-মুখ লোক মত শত তো বোঝে না।

অবলা। তা বৈকি বাপের সঙ্গে ঝকমারি, স্ত্রীকে কাছে বসিয়ে রাখি, চ'রে খেতে ছেড়ে দিইনে, বেজায় আবদার আমার।

শম্বর। দেখ, তোমার ঐ রাজাটার বড় ছোট নজর।

তড়িতা। কিসে?

শম্বর। বড় লোকের এমন হ্যাংলা বৃত্তি কেন? রাজা-রাজড়ার দস্তর কি? ক্ষীরের বাটিটা সামনে ধল্লে—একটু চামচেয় ক'রে চেকে ছেড়ে দিলে, চাকর-বাকরে বাটিকে বাটি প্রসাদ চুমুক মারুক। নূতন জরীর পোষাক তোয়েরী হয়ে এল, একবার প'রে বেড়িয়ে আস্‌লে,—তার পর হরকরা বরকন্দাজের দখলে গেল। তেমনি রাণী বিয়ে ক'রে এনেছিস্ বাপু, বাসরঘর গেল, ফুলসজ্জা গেল, আর কেন? এখন পাঁচজন মোসাহেব আছে, আমরা আছি।

তড়িতা। দুর পাগল, আমি যেন তোমায় ভালবেসে ফেলেছি নহিলে কাজটা কি ভাল? সে হলো পতি, আমি হলুম সতী

শম্বর। ইস্, মাঠাকুণের যে ভারি নিষ্ঠে! তবে যাও—যা ভাল বোঝ কর গে, আমি চল্লুম, এখনি চাকরিতে জবাব দিয়ে দেশে চলে যাব। আর তোমার সঙ্গে কথা কহিতে চাইনে, আর তোমার মুখ দেখতে চাইনে, এই চল্লুম।

অবলা। ও বাবা! বেটার জোর দেখ, এ যে দেখ্ছি জমিদারের চেয়ে পত্তনিদার হওয়া ভাল।

শম্বর। বুঝ্লে, খোসামোদ কল্লেও আর থাক্ছিনে, এই চল্লুম।

তড়িতা। ছি ছি! রাগ কত্তে আছে? তুমি হলে আমার মনের মতন, প্রাণের ধন, কালো রতন—

তোমার রূপটী ভজে মনে মজে
দছি লাজে ছাই।
হয়ে রাজকন্যে তোমার জন্যে
পাগল হয়েছি ভাই॥

শম্বর। যাও যাও, আর তোমার মধু ঢাল্‌তে হবে না। বুঝেছি—দুদিন হয়েছিল সথ, তাই খেয়েছিলে বরফির উপর টক্, নইলে আমি কাফরি কালো, আমায় কেন লাগ্‌বে ভাল?

তড়িতা। তুমি কি আমার কাছে কালো?

ঐ রূপেতে চুপে চুপে প্রাণে জ্বলে আলো!
দেখে তোমার চোখের চটক্
খুলে গেছে প্রাণের ফটক,
তোমায় আমায় প্রেমের নাটক।
কার সাধ্য তা করে আটক।

শম্বর। বের সম্বন্ধ করে ঘটক,
ছন্দানন্দে নাচে তোটক,
বই কিনে পড়ে পাঠক,
উড়ের দেশে জেলা কটক,
বলে যাও না সব টকাটক।

তড়িতা। ছি! নারীর প্রাণ বোঝ না, তা নিয়ে ঠাট্টা কর; সত্য বল্ছি, পরে কি ভাবে জানিনে, কিন্তু আমার চোখে তুমি নিখুঁত সুন্দর—একেবারে রতিপতি! ঐ মুখ দেখে আমার মনে হয়—হায় হায় কি আর বল্‌বো?

(গীত)

সদ্য ফোটা পদ্ম দেখি বদনখানির ছাঁদ।
কি নীল আকাশে ভাস্‌ছে যেন চতুর্দ্দশীর চাঁদ॥
বুঝ্‌লে কি না আমার চোখে,
যে যা বলে বলুক লোকে,
কালাচাঁদ তুমি আমার প্রাণপাখী ধরা ফাঁদ!
চোখ দুটী তোর ভোরের তারা,
নাক টিকোলো বাঁশী পারা,
দেখে প্রাণ দিশেহারা হারালে বিষাদ।
হাতে তুমি বালা বাজু গলায় মতির হার,
কাঁকালে মেখলা সথা ঢাকাই গুলবাহার,
ললাটে চন্দন-রেখা আঁখির প্রিয় অঞ্জন,
অনন্ত তরঙ্গ তোলে কেশে কেশরঞ্জন,

তুমি হীরে পান্না হাসি কান্না,
রান্না বান্না তাই রে নানা
খাঁটিসোণা নাইকো মুলে খাদ।

অবলা। চাঁদ দেখ্‌লে, পদ্ম দেখ্‌লে,এইবার তোমায় ধুতুরোফুল দেখাচ্ছি দেখ না।

তড়িতা। বলি চুপ ক'রে হে? একটা হেসে কথা কও, আড়নয়নে চাও।

শম্বর। ও সব কথার ঘটা রঙের ছটা
অনেক আছে জানা।
সব বুঝেছি, সব দেখেছি,
নয় তো আমি কাণা।
প্রাণে যদি থাকৃতো ব্যথা,
আগে ছুটে আস্‌তে হেথা,
মোলাম প্রাণ গোলাম পেয়ে
এখন ছল কচ্ছো নানা।
জানি ঢেঁকির ভাগ্যে স্বর্গে
গেলেও আছে ধান ভানা॥

অবলা। বেটা ধান ভান্‌ছো বটে, কিন্তু ঢেঁকি যে আমার বুকের উপর পড়্‌ছে রে বেটা!

তড়িতা। নিত্যি নিত্যি নেশার ঘোরে
ফেলে তারে,
যাদু তোর পাশেতে ছুটে আসি,
তবু তোর মন উঠে না,
মান টোটে না,
ঠোঁটে মোটে নাইকো হাসি।

শম্বর। ব্যভারেতে ব্যক্ত প্রেম
মিছে কেন ত্যক্ত কর;
কোঁকড়া চুলো কালো কালো,
নয়কো বেঁটে নয় ছেয়ালো,
আমায় কেন লাগ্‌বে ভাল?
রাজা ভাতার সুয়ো তোমার
ধেয়ে গিয়ে পায়ে ধর।

তড়িতা। জান্‌তে তোমার নাইকো বাকি,
মনকে কেন দাও হে ফাঁকি;
তোর উপরি আছে নেশা,
তোর উপরি ভালবাসা,
কাঁদে প্রাণ তোরই তরে,
তোরই প্রেমে আছি জ্বরে।

শম্বর। তবে আজও কেন সে না মরে?

তড়িতা। মরণ বাঁচন সমান তার,
তাই তো কিছু বলি না আর।
নইলে পরে যাদুমণি,
এমন যাদু আমি জানি,
আছে মানুষ বানাই মাছ,
ওড়ে বাড়ী গজায় গাছ।
যা ইচ্ছে তাই কত্তে পারি,
এমনি গুণের আমি নারী।

শম্বর। বোঝা গেছে যাও যাও,
তোমার বিদ্যে নিয়ে ধুয়ে খাও

অবলা। সোণালী তো মিছে বলেনি,
সত্যই রাণী যাদুকরী।
এখন কি করি?
আর সহ্য হয় না—কি করি?—

তড়িতা।— (গীত)

ছি ছি মণি মিছে মিছে কর কেন মান।
তোমার মানের জ্বালায়
মন জ্বলে যায় আউটে উঠে প্রাণ॥
মুখটী হলো তোলো হাঁড়ী
ঝামটা দিয়ে নাড় দাড়ি,
কল্লে যাদু বাড়াবাড়ী ভাল লাগে না কান॥

অবলা। আর পারিনে, এইবার বলিদান

(গীতান্তে অবলাসিংহ অগ্রসর হইয়া শম্বরকে ছুরিকাঘাত ও প্রস্থান, শম্বরের ভূমে গড়াগড়ি ও বিকটরবে রোদন।)

শম্বর।
বাপ রে বাপ খুলে খাপ মাল্লে বুকে ছুরি।
খুব করেছি, প্রেমের ঘরে লুকিয়ে সুখে চুরি

তড়িতা। হায় হায়, মেরে ফেল্লে-মেরে ফেল্লে—কল্লে কে এ কাজ?

মাল্লে জানে আমার জানে, কার জানে এ ঝাঁজ।

শম্বর। ওরে বাপ রে, মা রে, গেলুম রে মলুম রে, চাচা রে, চাচী রে, জ্যাঠা রে, খুড়ো রে, মেষোপিশে মশাই রে, তালুই রে, বেয়াই রে, সব্বাই রে!

তড়িতা। হায় হায়, ওগো, আমি কি বলে কাঁদ্‌বো? এমন সময় কি ক'রে রোদন কত্তে হয়? ওগো আমার তো আগে কখন পতি মরেনি,—একটীও না; এ কান্না যে কি ক'রে কাঁদতে হয়, তা যে আমি জানিনে; ওগো, কেউ নেই—কেউ নেই? বল না—কাঁদবো না মূর্চ্ছা যাব? ওগো, আত্মহত্যা কল্লে যে আর বাঁচ্‌বো না, নইলে এখনই বুকে ছুরি মাত্তুম! হ্যাঁগা, পাগল হব কি, চুল এলো কর্‌বো, চোখ কপালে তুল্‌বো? হ্যাঁগা, তোমরা কি রকম লোক—কেউ বল্‌বে না? চুপ করে রইলে যে? বল না—বল না—বুক চাপড়াব, এক বাটী দুধ খাবো, খিল্ খিল্ ক'রে বিকট হাস্য কর্‌বো? এক গণ্ডুষ জল এনে দাও না, না হয় ডুব দিই; হ্যাঁগা, হাত তুল্‌বো, হ্যাঁগা ধেই ধেই নাচ বো, হ্যাঁগা ডিগবাজি খাবো? নিষ্ঠুর জগৎ নিস্তব্ধ রইলে! এই দারুণ শোকের সময় কেউ কিছু শিখিয়ে দিলে না? করুণ রসের এমন সুবিধে হারালুম!

শম্বর। পিশেমশাই, ওরে বাবা, ওরে দাদা, ওরে পাড়াপড়শি, ওরে শালারা—

তড়িতা। বল বল, আবার বল, মধু ঢাল্‌ছিলে আবার ঢাল; আহা, প্রাণকান্ত তুমি, কেন এমন ভ্যাবাকান্ত হোলে? হে হৃদয়বল্লভ! তুমি রামবল্লভের মত কেন চুপ করে পড়ে রইলে? হে লোচনানন্দ! তুমি ধূম্রলোচনের মতন কেন শুয়ে পড়্‌লে? হে বীরবর! তুমি থর্ থর্ করে কাঁপছো কেন? হে দাসীর হৃদয় ফাঁসি! তুমি এর চেয়ে যক্ষ্মাকাসিতে মলে না কেন? হে প্রাণনাথ? তোমায় কূপোকাত দেখে আমার যে দাঁতে দাঁত লাগ্‌ছে; আর না, আর না, আমি মর্‌বো, আত্মহত্যা কর্‌বো; ছুরিতে নয়—বিষে নয়, আগুনে নয়।

শম্বর। ছি ছি! ও কাজ ক'রো না ক'রো না, ক'রো না, ওরে বাপ রে, চাচা রে, এ অবস্থায় আমি পুলিসে সাক্ষ্য দিতে যেতে পার্‌বো না।

তড়িতা। না, আমি মর্‌বো, কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না; আমি ক্ষীর খাবো, রাবড়ি খাবো, কালিয়া খাবো পোলোয়া খাবো, অম্বলের ব্যামো কর্‌বো, ডাক্তারী ঔষধ খাবো, তার পর এ জীবন—যা থাকে কপালে।

শম্বর। আর যদি না মর?

তড়িতা। যদি না মরি, তা হলে দেখ্‌বে—দেখ্‌বে, জগৎ দেখুক তা হলে আমি গান গাবো। গাই—গাই? কে আছ, সুর দাও, সুর দাও, তবলা বাজাও, তবলা বাজাও।

(সখিগণের দ্রুত প্রবেশ)

সকলে। (সুরে)

হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ সখী কর কি কর কি?
আরে ছি আরে ছি ছ্যা ছ্যা ছি।

(গীত)

হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ সখী গাও যদি গাইতে হবে নেচে।
নইলে সই লো কই লো পড়িবে প্যাঁচে॥
শুনে কাণে গান তোর,
হবে লোকে শোকে ভোর,
দেবে জোরে এন্‌কোর, ধত্তে হবে ফের কেঁচে।
তার পর করতালি, কেহ লো দেবে না আলি,
নাহি দিলে গালাগালি যাবে জেনো বেঁচে,
আয় ভাই কাজ নাই আর সুর এঁচে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজার গৃহ।

অবলাসিংহ।

অবলা। আজ আসুক হারামজাদী;
ঝোঁটী মুড়াবো, গাধী চড়াবো,
ধড়া পরাবো,
বানাবো বেটীকে বাঁদী।

(তড়িতার প্রবেশ)

আস্‌ছো রাণী গুটী গুটি,
লাল করম্‌চা নয়ন দুটী,
এত কান্না কার জন্যে শুনি?

তড়িতা। মা যে গিয়েছে ম'রে
পরশু রেতের ভোরে,
খবর নিয়ে এল ছোট নানি।

অবলা। বলিস্ কি পরশু দিন,
সে না আজ বছর তিন?

তড়িতা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে ব'লেছি,
বাবাকে খেয়ে গেছে বাঘে।

অবলা। জানি জানি—সে তো তোর জন্মাবার সাত বচ্ছর আগে।

তড়িতা। তবে পিসীমা পাঁচু শিঙ্গেয় দেছে ফুঁ, বলি এখন ভেঙ্গে।

অবলা।
মিছ কতুরি জীভটে তোর উপড়ে নেব টেনে;
হাড়হাবাতি হতচ্ছাড়ি,
কস্‌বিগিরি আমার বাড়ী,
জুতো মেরে থোঁতামুখ ক'রে দেব ভোঁতা
বল্ শালী—তোর কাফরি নাগর
কবর দিলি কোথা?

তড়িতা। বটে বটে তবে তোমারই এই কাজ!
আমার সুখের তরু মুড়িয়ে দেছ,
মাথায় হেনে বাজ!

গরম হতে হয় না সরম মরমে ব্যথা দিয়ে
নরম পেঁয়ে ধর চেপে দেখাব বাপের বিয়ে
জ্বালাব পোড়াব, আগুন ছড়াব,
উড়িয়ে বাড়ী পড়াব দ'।
উল্টে পাল্টে যাক্ সৃষ্টি,
বিষের ঝট্‌কি রক্ত বৃষ্টি,
পোড়াইয়া রাজ্য দেখাই র'॥
খিল্ খিল্ খিল্ হাসুক মড়া,
জলে কিল্ কিল্ করুক ঘোড়া,
বিড়াল বিউক বেঙের ছাঁ।
ষাঁড়ের ঘাড়ে শোরের মাথি,
শুকিয়ে শিয়াল হোক গে হাতী,
মসলি বনুক আদমি ধা॥
হাবলি ফাবলি যারে উড়ে,
জঙ্গলে যা সহর জুড়ে,
হুকুম কড়া তোর ঠ্যাং জ্যাং ভুঁড়ি।
বদ্‌লে হাড়মাস হোক নোড়ানুড়ি॥

(অকস্মাৎ রাজপুরী জঙ্গলে পরিণত, রাজপুত্রের অর্দ্ধাঙ্গ প্রস্তরময়।)

চতুর্থ দৃশ্য।

রঙ্গপট।

অপ্সর ও অপ্সরী।

অপ্সর।— (গীত)

কাহে নেহারি তেহারি পিয়ারী
আজু এ্যায়সি হাল।
কোন দুখ্‌সে বহতি শ্বাস
আঁখিয়া এ্যায়সি লাল॥

অপ্সরী।—

হাত জোড়ি পিয়ারে তেরে পেঁইয়া পড়ি,
চলো চলো চলো সেঁইয়া দুনিয়া ছোড়ি;
দিল্ দড়কতী ছাতি করকতী শীর বিগড়্‌তী
ক্যা, কস্‌বি কি চাল॥

অপরে।—

পরী রহম সে ভরি হার দিল,
জানি মেরি তেহার।
ছুনিয়াকি দুখ্ সে ঝরে আঁখোসে
মতিয়াকি হার॥

উত্তরে।—

গম হোকে কাম নেহি জানি
চলো দোনো মিলি।
ক্যায়সা সুরত সে সমজ ল্যায়
সয়তানি কি চতুরালী॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সমুদ্রগর্ভ।

মৎস্য-কুমারী ও দৈত্য।

মৎস্য-কু। বলি ওরে দৈত্যি, ওরে অন্ধা।

দৈত্য। কি আজ্ঞা কচ্ছেন মৎস্যগন্ধা?

মৎস্য-কু। বলি আবার যে সিন্দুক থেকে রিয়েছ?

দৈত্য। ঠাকরুণ! তোমার রূপখানি এক-র ভাল ক'রে দেখ্‌বো ব'লে।

মৎস্য-কু। কি রকম দেখ্‌ছ?

দৈত্য। আর কথায় কাজ কি—ভাব্‌ছি াপনাদের যারা বে করে,তাদের ভারি মজা।

মৎস্য-কু। কি রকম?

দৈত্য। মুড়োয় অধরসুধা, ল্যাজে মাছ-জা; প্রেমপিপাসা পেটের ক্ষুধা একাধারেই টে যায়।

মৎস্য-কু। বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয় না কি?

দৈত্য। সম্প্রদান কর্‌বেন কে?—কাঁকড়া সী, আর মন্ত্র পড়াবেন তো হাঙ্গর চাটুয্যে যায়? ভাল মৎস্য-কুমারীঠাকরুণ! একটা থা জিজ্ঞাসা করি, মর্ত্ত্যলোকে শুনেছি তো সুন্দরীরা সোহাগভরে মাঝে মাঝে তাঁদের পতিকে পদাঘাত করেন, আমাদের দেবতা-দের মধ্যে যে এ পদ্ধতিটা একেবারে নেই, তাও বল্‌তে পারিনে, আপনারা প্রেম উথলে উঠ্‌লে কি করেন? পা তো নেই—ল্যাজের ঝাপটা মারেন?

মৎস্য-কু। একবার দেখ্‌বে কি করি?

দৈত্য। আজ্ঞে না, আপনার চুলে যে ঝাপটা কেটেছেন তাতেই, মরে আছি, আর ল্যাজে খেলিয়ে কাজ নেই।

মৎস্য-কু। আমাদের এই জল-রাজ্যে কেমন আছ?

দৈত্য। বড়ই আয়েস; প্রথমতঃ ডুবে মর্‌বার ভয় নেই, তার উপর কাঁকড়া কাছিম রুই কাতলা—আপনারাও পাঁচ জন আছেন কষ্ট ক'রে আর মেছোবাজারে যেতে হয় না

মৎস্য-কু। বটে, আমরা কি মেছুনী, এ কি মেছো হাটা পেয়েছ? মার্‌বো এখনি ঝাঁটার বাড়ী; আচ্ছা এক বালাই এসে জুটেছে, কবে এখান থেকে বিদায় হবে? এই তো সিন্দুক থেকে বেরুতে পার, তবে একটা জেলের জালটাল ধ'রে উঠে যেতে পার না?

দৈত্য। সেইটুকু যে বন্ধ, নইলে সাধ ক'রে কি আর আঁসটে গন্ধ স'য়ে থাকি, সলিমান খুড়ো শাঁপ দিয়েছেন সিন্দুকের ভিতর থাকবো, সিন্দুক শুদ্ধ যদি কেউ তোলে তবেই উদ্ধার, নইলে যে পগার, সেই পগার।

মৎস্য-কু। তা কেউ বুঝি তুল্‌ছে না?

দৈত্য। না—শালারা যেন টের পেয়েছে; জাহাজ থেকে হাত সুতো নাব্‌ছে, পাহাড় থেকে জাল পড়্‌ছে—এ পাশ ও পাশ চার-পাশ, কেবল সিন্দুকটুকু বাদ দিচ্ছেন।

মৎস্য-কু। তুল্‌বে—তুল্‌বে, ভয় কি?

দৈত্য। তোমারও কাঁটা আঁস ঝরে যাবে, পা টা হবে, ঘাঘরা শাড়ী পরবে ভয় কি?

মৎস্য-কু। আচ্ছা তোমায় যদি এখন কেউ তোলে, তা হলে তাকে কি বক্‌শিস দাও?

দৈত্য। এই চরণকমলখানি না তার বুকে চাপিয়ে দিয়ে জীভখানি ক' গজ মেপে দেখি।

মৎস্য-কু। বটে, সে কয়েদখালাস ক'রে দেবে, তোমার উপকার কর্‌বে আর এই তোমার প্রত্যুপকার?

দৈত্য। সুন্দরি, তুমি জলে থাক, প্রাণটাও জলের মত চলচলে; পৃথিবী শক্ত মাটি, সেখান কার চাল বুঝ্‌বে কি? ভাবছো বুঝি তোমাদের জলেই হাঙ্গর কুমীর আছে—ডাঙ্গায় নাই? সেখানে ভাল কল্লেই মন্দ কর্ত্তে হয়, নইলে লোকে তাকে মানুষই বলে না। তোমাদের তো এ অগাধ সাগর, সেখানে এক বিদ্যাসাগর ছিলেন, তাঁকে যদি কেউ বল্‌তো, "মশায় অমুক আপনাকে গাল দিয়েছেন," তিনি উত্তর দিতেন, "কৈ বাবা, আমিতো তাঁর কখনও কোন উপকার করিনে;" আর তা ছাড়া—

মৎস্য-কু। তা ছাড়া আর কি?

দৈত্য। আমি প্রথম প্রথম মনে কত্তুম যে, এখন যদি কেউ আমায় তোলে তা হলে তাকে ধন দৌলত রাজ্য ঐশ্বর্য্য সব দিই; কিন্তু বেটারা আমার মন বুঝ্‌লে না—আজও তুল্লে না। এখন দিব্বি গেলেছি যে, যে আমায় তুলবে, তাকে উল্টো বক্‌শিস ঝাড়্‌বো; এই সাগরে গঙ্গা এসে মিশেছেন, গঙ্গা জল ছুঁয়ে দিব্বি—লঙ্ঘন তো কর্‌বার যো নেই।

মৎস্য-কু। বটে—তুমি এমন সাধু পুরুষ! তবে আমিও তো এই বাহিরে থাক্‌তে দিচ্ছি, কোন্ দিন আমারই ঘাড় ভাঙ্গতে চাহিবে। ঢোকো কর্ত্তা ঢোকো, এখনই ঢোকো, নীচে যাও, নীচে যাও।

দৈত্য। থাকি না একটু—বেশ ঠাণ্ডায় আছি, তোমার মৎস্য গন্ধবাসিত বচন-সুধা পান কচ্ছি।

মৎস্য-কু। আর আমি এই কাঁটার বাড়ি ঘা পাঁচ সাত দান কচ্ছি।

দৈত্য। ছিঃ! রসে ডুবে আছ—তবু এমন বেরসিক তুমি!

মৎস্য-কু। এই যাও বলছি নীচে।

দৈত্য। রাগে আঁস ফুলছে যে, আচ্ছা যাই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রঙ্গপট।

অপ্সরীগণ।

(গীত)

আজি জম গিয়ে হো খেলা।
দম ছুটেগা গম খায়েগা, কালাদেওকা চেলা
ছিনালী জল যায়েগা, রাজাকো জান বাঁচেগা
মিলা ভালা শলা॥
নয়া রাজা মজা করেগা, যাদু ঠুনা টুটায় দেগা
ছুটায় দেগা ছলা॥

(করতালি ও নৃত্য)

তায় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

সমুদ্র-তীর।

তিনকড়ি জেলে।

(গীত)

মজালে মুস্কিল হলো ওরে মাছ মিলে না মূলে
মরবে জানে খানা বিনে আজকে ছেলেপুলে

পয়লা খেপে ঠেক্‌ছে ভারি,
গুড়ুই দড়ি তাড়াতাড়ি,
ও আল্লা বিষমোল্লা মরা
ঘোড়া জড়িয়ে এল জালে॥

(ঘোটকের উত্থান ও গীত)

খড়বড় খড়বড় তড়বড়
ঘোড়া ট্রামগাড়ীকা টান।
হ্যাকচ হেঁই যাচ্ছি পই জানকা হায়রাণ॥
টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ নালকি ঠোক্কর,
জুড়িজঙ্গি চলে চৌরঙ্গি
কদম্‌ কদম ধায় বিলাতী ছক্কর,
টোক্কর লাগে ছক্কর পর,
বেটুয়া ঠাট্ট, লোটে লবেজান॥

[নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

তিন।— (গীত)

ভেড়ীর ভেট্‌কী ট্যাংরা শুঁট্‌কী বাটা পুঁটী কই।
খয়রা খোলসে পাঙাস পার্শে শোল সিঙ্গি রুই॥
ফেলে ছানাপোনা আয়না পোনা,
গাদা গাদা পায়রা চাঁদা
হায়! হায়! হায়!
চারটিখানি চুনো হোলেও চলে!
মজালে মুস্কিল হলো ওরে মাছ মিলে না মূলে॥

আবার যে ঠেক্‌ছে ভারি
দোহাই পীর তোর পায়ে পড়ি;
মারো টান্‌ হিড় হিড় হিড়,
বাহবা জালে ভারি ভিড়!

(জাল তুলিয়া সবিস্ময়ে)

ও আল্লা কি কল্লা এবার আবার কি?
পেঁট্‌রা পুরে পেঠিয়ে দেছ বুঝি চাঁদির চাকি?
(সিন্দুক তালা বন্ধ দেখিয়া)
সমজেও সমাজাতে তুমি পারনিকো আল্লা।
পেঠিয়ে দাওনি চাবিকাটি কেমনে খুলি তালা॥

দূর তোর যাক লেঠিয়ে ভাঙ্গি তব্‌লি!
পেট্‌টা ভরে দেখে নিই চাঁদি ভরা বগ্‌লি॥

(সিন্দুক ভঙ্গকরণ, ধূমোদ্গম,
দৈত্যের আবির্ভাব।)

দৈত্য।
হুম্‌ হুম্‌ হুম্‌ হুরে বেটা তুল্লি মোরে কেরে?
কেমন মরণ মর্‌বি তুই, বল শালা শীগ্‌গির ছুঁই।
তিন। ও বাবা আকাশ পাতাল দিকধাড়াঙ্গা।
হাম্‌দো মাম্‌দো হাড়ভাঙ্গা
হেঁকে বলে কর দাঙ্গা
এখন মুই কাঁহা যাঙ্গা?
দৈত্য। জল্‌দী জল্‌দী বলবি জেলে,
মজা পাবি তুই কিসে ম'লে?
তোর বুকে ডলি বাঁশ
না গলায় লাগাই ফাঁস?
চাস তো পাক দিয়ে মারি ধরে চুলে।
তিন। ও বাবা এ কি বলে!—
হাঁগো ছিলে কালাপানির তলে,
তুলে দিলুম জড়িয়ে জালে;
(এখন) ফাঁশ দিতে চাও আমার গলে?
এই ইয়ারকি কে শেখালে?
দৈত্য। না বেটা বড় বকালে।
তিন। আচ্ছা বাপু দৈত্যের পো,
তোমার কেন এমন ধল্লো গোঁ?
দৈত্য। মান্‌তুম না খোদার হুকুম,
সলিমান খুড়ো তাই করে জুলুম;
বাক্‌সোয় পূরে তালা এঁটে
দরিয়ায় দিলে রাগের চোটে,
আগে ভাগে ওঠাতিস্‌ যদি
দিতুম তোরে বাদসার গদী;
দেরি কেন কল্লি পাজী
জানিস্‌ আমি বদমেজাজি।
তিন। (স্বগত) আচ্ছা—
বুঝেছি তোমার কারসাজি;
খেলা হোলো ভোজের বাজি।

বেশ বেশ—মনে পড়েছে সেই নাপিত
ভায়ার ফন্দী,
থালির ভিতর ভূতকে পূরে করেছিল বন্দী।
অন্ধ তোমায় কচ্চি রোসো সেই চালটি চেলে,
ভূতের ভিতর দৈত্য তুমি,
আমি মানুষের মাঝে জেলে।

দৈত্য। কি রে বেটা—
কি বক্‌ছিস্ গিজি গিজি গিজি?

তিন। বল্‌ছি—
তোমায় ঐ কথায় কি আমি ভিজি?

দৈত্য। ওরে বেটা জেলের পো,
এ কি! মাছ চুরি তোর সেরকরা পো?

তিন।— (গীত)

তুমি নয় তো নেহাত বাঁওন বাঁটুল বেঁটে।
কেমন ক'রে এমন পেঁড়ায়
ছিলে যাদু এঁটে॥
মিথ্যে কথা কয়োনাকো হয়ে বেহ্মদৈত্যি।

দৈত্য।—দেখবি বেটা দেখবি বেটা
গুটিয়ে যাব ধাঁ—এই হয়ে একরত্তি?
তবু বছরখানেক ধরে থালি জল ক'রেছি পত্তি॥

তিন।—
আছ এই গোঁটাগোঁটা মোটাসোটা,
ঠিক যেন তেতালা কোটা,
অমনি হয়ে যাবে একটী ফোঁটা,
কুমড়ো ভুঁড়ি গুড়িয়ে যাবে
হাতে থাক্‌বে বোঁটা।

দৈত্যি।—
এই তার সাক্ষী দেখ, বাক্যি তুলে রাখ,
তেরেকেটে তাক তেরেকেটে তাক;—
দিস্‌নে তালা বল্‌ছি শালা ডালাথানা ঢাক॥

(ধূমাকারে সিন্দুকমধ্যে প্রবেশ ও
ধীবর কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ)

দৈত্য। (সিন্দুকমধ্য হইতে)
দেখ্‌লি বেটা দেখ্‌লি?

তিন। হাঁ—টেনে দিচ্ছি শিকলী।

দৈত্য। সে কি রে শালা?

তিন। এই আঁটলুম তালা।

দৈত্য। পায়ে পড়ি তোর দে রে খুলে।

তিন। আর কি ভবি কথায় ভোলে।

দৈত্য। এখন কর্‌বি কি তা বল্?

তিন। গড়িয়ে দেব ঠেলে মাঝ দরিয়ার তল।

দৈত্য। মাইরী মার্‌বো না তোরে কত্তেছিলুম ঠাট্টা।

তিন। যেমনি তুই বুনো ওল তেমনি আমি খাট্টা।

দৈত্য। ওরে ধন-দৌলত দিব তোরে।

তিন। পয়লা তো পাক দে মেরে?

দৈত্য। মাইরী না খোদার কসম।

তিন। তো বেটার কি আছে চশম?

দৈত্য। মাইরী মাইরী তোর মাথা খাই।

তিন। আহা! আপ্যায়িত হলাম দৈত্যি ভাই।

দৈত্য। একবার ভাই খোল না ডালা।

তিন। তা হলে জেলেভাই তো হবেন শালা।

দৈত্য। দোহাই দোহাই—আক্কেল পেয়েছি খুব।

তিন। বাড়্‌বে আরো বুদ্ধির বহর জলে দিলে ডুব।

দৈত্য। আর ভাই করিস্ নাকো নাকাল।
তোর ভাল করবে মাকাল;
সত্যি আমি ব্রহ্মদৈত্যি কইনে কথা মিথ্যে,
বাগে পড়ে রাগ ছেড়েছি নাইকো মাটী
চিত্তে।

তিন। তবে খুলি—ডালা তুলি?

দৈত্য। খোল খোল—করি কোলাকুলি;
(ডালা উত্তোলন) আঃ আঃ! বাঁচ্‌লুম, ছেড়ে হাঁপ।

তিন। পালা পালা বাপ বাপ।

(পলায়নোদ্যম)

দৈত্য। আরে কি হয়েছে—কাঁহা ভাগো ভাই ?

তিন। বেঁচে থাক্‌লে বাবার নাম দৌলতে নাই।

দৈত্য।

ডর মৎ করো ভাই—শুন মেরি শল্লা।
তিন পাহার কি বিচমে হ্যায় বড়া তল্লা।
হরফজুরে এক্ এক দফে ফিকো হুঁহ জাল,
মসলি মিলেগা হরকিসমকি জরস হররা লাগে।
দরবারমে কারবার করো পাওগে সোনা চাঁদি,
খুসী হোগা জরু তেরা বাপ নানা

(অন্তর্ধান)

তিন। পায়ের গোলাম কচ্ছে সেলাম
তোমার পেত্নী থাকুক ডাঁটা।
মাছ পাই তো বাঁচ্‌বো জানে
নইলে জানী দেবে ঝাঁটা॥

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

(সোণালীর প্রবেশ)

সোণা। (গীত)

আমি নারী হয়ে বুঝ্‌লেম নাকো
নারীর কেমন মন।
ফুলের মতন কুলের বালা পাষাণ এমন।
সংসার শ্মশানে ভাসান,
পতির বুকে চাপান পাষাণ,
কলঙ্ক-নিশান তুলে মদনে মগন॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ ফিক্ ক’রে হাসি,
ধিক্ আঁখি ঠেরে প্রাণাধিকে ফাঁসি,
ছি ছি ধিক্ ওলো সর্ব্বনাশী,
তোর কালো কেশরাশি,
ধিক্ মমতাতে মাখা মধু সম্বোধনে ;—
বলি হারি ওলো নারী তোর ভোলান বচন॥

ভাল সাপেই সাপের বিষ তোলে, আমিও তো জাতফণী—দেখি যাদুমণির যাদু ভাঙ্গতে পারি কি না ? বুঝেছিলুম একটা কারখানা হবেই, তাই মোহিনী মন্ত্র পড়্‌বার আগেই সরে পড়েছিলুম। এ রাজা মস্ত রাজা—পুরুষ বটে, যেমন তেজ, তেমনি বুদ্ধি, তবু কিন্তু আমি জাতের রীত ছাড়িনে। একটু ফণা দুলিয়ে বেণী দুলিয়ে বুড়ো উজীরের প্রাণটা টলাতে হয়েছে, নইলে চট ক’রে এমন সখের রাঁধুনী ঠাক্‌রুণ হতে পাত্তুম না। আচ্ছা পুরুষগুলো কি ? সকলেই যে বোকা, এমন কিছু কথা নয়, সব বোঝে, তবু জেনেশুনে মজে। অপরাধই বা কি ? এই চোখ দুটীতে যে প্রদীপ জ্বলে,—পতঙ্গ বৈ তো নয়, কতক্ষণ থাক্‌বে ? রাজার উজীর—বুদ্ধিতে এই রাজ্যখানা চল্‌ছে, তবু বুড়ো মিন্‌ষে ফস্ কোরে বুঝে গেল যে, আমার এই ছেয়ালো ছোয়ালো ছাব্বিশের প্রাণটী তাঁর জন্য পাগল হয়েছে।

(উজীর প্রেমচাঁদের প্রবেশ)

প্রেম। এই যে আমার শশীমুখী—তুমি পথে ?

সোণা। হারিয়ে তোমার মনোরথ,
সার করেছি শেষ পথ
হব কার পদানত ভাবছি এখন তাই,
দেখ্‌ছি বিধি সুখের নিধি
ভাগ্যে রাখে নাই।

প্রেম। আমার ময়না নাচে ময়না পরে
তাই তাই তাই।
প্রাণে আমার হামাগুড়ি হাম গুড়াগুড় যাই।

সোণা। উজীর সাহেব, তুমি বেশ সুপুরুষ ;

প্রেম। হাঁ ?

সোণা। তোমার গিন্নী গলায় দড়ি দিয়েছেন?

প্রেম। সে কি?—কেন?

সোণা। অমন স্বোয়ামী রেখে গঙ্গা পাওয়া একটা আধিক্যেতার কথা—তাই জিজ্ঞাসা

প্রেম। তা—তা—তুমি যখন আমার উপর কৃপা ক'রেছ, তখন তার একপ্রকার মরাই হয়েছে।

সোণা। আচ্ছা উজীর সাহেব! তুমিতো বল্লে আমার জন্যে প্রাণ দিতে পার?

প্রেম। তা পারি—এখনি পারি।

সোণা। আচ্ছা, তা তো পার—টাকা কড়ি কি রকম দিতে পার বল দেখি?

প্রেম। প্রিয়ে, ভেঙ্গে দিলে—একেবারে ভেঙ্গে দিলে—অমন প্রেমের কবিতা একেবারে চুরমার ক'রে ভেঙ্গে দিলে! সুবদনী প্রাণ-তোষিণী নয়নতারা দধিমুখী! তোমায় যে আমি স্ত্রীভাবে দেখেছি, ঠিক আমার স্ত্রীর মতন থাকবে।

সোণা। কি—তোমার বাড়ী গিয়ে?

প্রেম। না না, তা নয়, তোমার বাড়ীতেই তবে আমার স্ত্রীর মতন।

সোণা। মতন—ঠিক স্ত্রী নয়?

প্রেম। তা কেন, লোকে তোমায় উজী-রণী বলে ডাকবে, অমন গহনা গাঁটী হীরে মতি ঘাঘরা এঁটে আর সখী সেজে বেড়াবে না, বেশ মোটা কাপড়খানি প'রে হাতে শুধু দুগাছি রুলি দিয়ে গেরস্তর মতন থাকবে, আর নগদ মাসহারা মাসে মাসে তোমার নামে আমার খাতায় জমা হতে থাকবে।

সোণা। উজীর সাহেবের মেজাজটা খুব আমীরি দেখছি। তার পর তুমি ম'লে সহ মরণে যাব না কি?

প্রেম। কাঠ মাগ্‌গী—কাঠ মাগ্‌গী—হুলোহুলি পড়ে যাবে; তা তুমি এক কর্ম্ম কত্তে পার, জলে ঝাঁপ দিতে পার। তা সে স-পরের কথা পরে, এখন চল তোমার সঙ্গেই যাই।

সোণা। আচ্ছা উজীর সাহেব—

প্রেম। একশোবার 'উজীর সাহেব উজীর সাহেব" কি? সে যখন চাকর-বাকর থাকবে তখন ব'লো, এখন বল দোস্ত ইয়ার প্রাণনাথ সে ইয়া।

সোণা। আমি অত পারসী আরবী বলতে পারবো না, হয় বলবো উজীর সাহেব—না পোড়ারমুখো ড্যাকরা হাড়হাবাতে বুড়োমড়া

প্রেম। হা হা হা তাতে একটু আত্মীয়তা হয় বটে; তবে কথাগুলো ব্যাভারে ব্যাভারে কিছু অশ্লীল দাঁড়িয়েছে; একটু শুদ্ধ ক'রে ব'লতে পার, দগ্ধবদন অস্থিদরিদ্র বৃদ্ধশব—

সোণা। আচ্ছা, তাই হবে; কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা করি, আমি রাজার বাড়ীর রাঁধুনি হয়েছি, রাজা নিজে আমার হাতে খাবেন রাণীও খাবেন; আর আপনি উজীর হয়ে আমায় নষ্ট কত্তে চাচ্ছেন?

প্রেম। ওঃ সকালবেলা একটা ডুব দিয়ে হাঁড়ী চড়িয়ে দেবে, তাতে দোষ নেই, অমন রাঁধুনী এখন ঘর ঘর চলেছে।

সোণা। আচ্ছা, এ সব তখন বোঝা যাবে এখন আমার যা কাজ আছে, রাজাকে রাজী করিয়ে সেটা ক'রে দেবে তো?

প্রেম। দেখ ও চাওয়াচাওয়িগুলো ছেড়ে দাও, নেওয়া দেওয়া থাকলে কি প্রেম হয়?

সোণা। তুমি দিয়ে থুয়ে দেখ দেখি, তখন আমার প্রেম হয় কি না বুঝতে পারবে। কিছু পেলে আমার প্রেম একেবারে উথলে ওঠে—

টাকার বসন্ত হাওয়া বয়,
মোহরে কোকিল কুহরে;
আর যদি দাও বাড়ী ঘর,
তা হোলে একেবারে এ হৃদয় জরজর

তখন ঐ বুড়ো নয়নের চাউনি,
প্রাণে বাঁধবে বাউনি।

মোদ্দাৎ একান্তই পয়সা কড়ি তুলে দিতে যদি তোমার বুকের পাঁজরায় ঘা পড়ে, তা আমার কাজ নেই, কিন্তু যে কথা বলেছি—সেই এক-জনকে জব্দ করবার কথা, তা রাজাকে দে আমায় করে দিতেই হবে।

(নেপথ্যে তিনকড়ি)—(গীত)

"আরে হুম তেরে নানা হুম তেরে নানা"

প্রেম। স'রে যাও, স'রে যাও, কে এদিকে আস্‌ছে।

সোণা। সে কি প্রিয়তম দগ্ধবদন, আমি যে তোমার স্ত্রীর মতন, আমার সঙ্গে কথা কইতে তোমার লজ্জা কি?

প্রেম। মান—সম্ভ্রম—ইজ্জত,—দরবারে গোল হবে, সর সর, নইলে আমি পালাই।

(পলায়নোদ্যম)

সোণা। আমায় ছেড়ে পালাও কোথায় প্রাণের বৃদ্ধশব? (হস্তধারণ) এতে দোষ কি? স্ত্রীর মতন হলুম আমি এই যে বলছিলে।

প্রেম। আরে ছাড় ছাড়, দেখলেই দোষ, আমাদের ভদ্র তন্ত্রের বচনই হচ্ছে—

ব্যভিচার কদাচার কিছু করো না বাকী।
যদি দিতে পার লুকিয়ে রেখে
চোকের চোখে ফাঁকি॥
আমি পালাই পালাই এর পর দেখা করবো

[দ্রুত প্রস্থান।

সোণা। ঐ ধর ধর ধর।
লাফে লাফে পালায় আমার ভদ্র প্রাণেশ্বর॥

(গীত গাহিতে গাহিতে তিনকড়ির প্রবেশ)

রমজানি তোর বদনখানি দেখেছিলুম ভোরে।
ফেরে ফারে গিয়ে নসিব খুল্লো আখেরে॥
বিবি তুই মোর বদনা বাটী
জালের কাঁটী—
হাড় মাটি তোর লয়ান জোরে॥
রম্‌জানি তোর বদনখানি দেখেছিলুম ভোরে॥
(তোর) ময়ান দেওয়া বয়ানখানি বড়
ভালবাসি,
(আমার) রোজার শশী দেখনহাসি
ওলো রূপসী,
একমরণে মরবো দুজন গাড়বে পেড়ে
একগোরে॥

সোণা। ওহে জেলের ছেলে আর পুকুরে
কি মাছ পেলে?
দেখছি যে ভারি ফূর্ত্তি, মতে উঠেছে
কার মূর্ত্তি?

তিন। পুইসা কোথা পাব বিবি যে ফূর্ত্তি করবো। আর মূর্ত্তির কথা যা বলছিলে—তা কি জান, ঘরে একটা আছে সেকেলে রকম, তেমন নয়—এই তোমার কি না—আপনকার বুঝলে বিবি—ঐ পায়ের মেতিপাতার যুগ্যিও নয়; বিবি বিবি তোমার কি চেহারা!

সোণা। বা তুমি জাল ফেলে শুধু মাছ ধর না, আর কিছু ধরবারও চেষ্টায় আছ, বেশ রসিকও দেখছি।

তিন। এই এই হামেসা জলে থাকি কি না, তাই শরীলটে একটু রসে উঠেছে; বিবিদের সঙ্গে আমি খুব রসের কথা কইতে পারি।

সোণা। বটে।

তিন। হঁা,—বিবি আজ কি দিয়ে পান্তা ভাত খেলে?

সোণা। এখনও কিছু খাইনে,—আজ যে তোমাদের বাড়ী মাকালপূজোর নেমন্তন্ন।

তিন। (সহাস্যে) বেশ বলেছ—খুব জবাব দিয়েছ; তা দেখ বিবি, অতদূর কষ্ট পেয়ে আর আগমন করবে, টাকাটা আমার হাতেই দাও, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

সোণা। টাকা কিসের ?

তিন। ঐ পেন্নামির,—তাই দিতেই তো নেমন্তন্ন যাওয়া।

সোণা। বেশ বেশ, তোমার বড়মানুষি চালচালও অভ্যাস আছে দেখ্‌ছি যে।

তিন। এই রোজ রুইমাছ ধরি কি না—তাই মেজাজ গরমে গেছে।

সোণা। বটে!—আজ কি মাছ ধল্লে ?

তিন। আজকে ?—সে কথা আর পুছ ক'রো না বিবি পুছ ক'রো না,—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ (হাস্য) রাজার বাড়ী নজর দেব, বেচ্‌বো না—বক্‌শিস্ পাব। সে মাছ যদি তুমি দেখ, তোমারও বিবি মাছ হতে ইচ্ছে যাবে। ওঃ তা যদি হও, তা হোলে তোমার ঐ সোণার অঙ্গ হেলিয়ে জলে কিলবিল কত্তে থাকে, আর আমি অমনি গুঁড়ি মেরে মেরে গিয়ে ঝপাৎ ক'রে পোলো চাপা দিই।

সোণা। তা তখন দিও, এখন কি মাছটা পেলে আমায় দেখাও না।

তিন। দেখ্‌বে দেখো, যেন রং দেখে পাশ কাটিও না। এই,—ক্যা মাছ—ক্যা মাছ! ইয়া লাল, ইয়া নীল, ইয়া সবুজ, ইয়া গোলাপী জরদ—বাহবা—বাহবা!

সোণা। কি আশ্চর্য্য কি চমৎকার! এমন মাছতো কখনও দেখিনে; এ মাছ বেচ্‌বে—কত নেবে ?

তিন। ইস্, একেবারে হেসে যে আট-খানা! ছবুড়ি ছত্রিশ পাটী যে বের ক'রে ফেল্লে।

সোণা। এই বুঝি আমার চেহারাটেহারা সব গেল ? দুটো মাছ চেয়েছি আর চ'টেছ ? তবু দাম দেব।

তিন। দাম কেন ?—তুমি দম্ দিয়েও নিতে পার। রোসো—মাছ নিয়ে কি কর্‌বে ? এগুলি রাজার হুজুরে নজর দিয়ে যা পাব, তাতেই শুধু তোমার কেন—তোমার কে কে আছে বল, সব্বারই মাসহারা বন্দোবস্ত করে দিতে পার্‌বো।

সোণা। রাজাকে মাছ নজর দেবে—তা আমার সঙ্গে এস।

তিন। তোমার সঙ্গে ?—সে কি ? রাজা কি তোমার ওখানে ?

সোণা। আরে দূর, আমি রাজার রাঁধুনী।

তিন। অ্যাঁ অ্যাঁ, বটে বটে বটে, তা তো বল নি,—তাই তো তোমার গায়ে একটু ডাল-চিনি এলাচের গন্ধ বেরুচ্ছে বটে, তা চল চল দেখ,—

যদি দিইয়ে দাও বেশী টাকা।
তুমিও যাবে না ফাঁকা!

(গীত)

মাছ বেচে আজ পাব লাখ টাকা।
ঝাঁ ঝা ঝাঁ ঝাঁ বাড়্‌বে ঝাঁজ,
মেজাজ হবে ইয়া বাঁকা (ইয়া বাঁকা।)
তখন যখন ব'স্‌বো হেলে,
কে সুধায় আর কার ছেলে,
তেনা জেলে—T. C. Zalay,
সইটী তো ইংরিজি ছাঁকা॥
গরীব ইয়ার্ ডোণ্ট কেয়ার্,
মজ্‌লিসেতে পাব চেয়ার,
সদার সাহেব কাট্‌বে হেয়ার্
ভাগ্‌নে টান্‌বে পাখা॥
পম্প ধর্ব্বো ছেড়ে নাগরা,
বিবি পর্ব্বে ঘুরিয়ে ঘাগ্‌রা,
কুক্ কেলভি গড়্‌বে ব্রেস্‌লেট,
ঘুচিয়ে তানার হাতের শাঁখা।
হেঁইও পইস্ হাঁক্‌রে সইস্
কোসে তেনা জুড়ি হাঁকা॥
শ্যাম্পেনেতে রাঙ্গা আঁখি,
বাঙ্গালা কি আর কব নাকি ?
হাঁকাহাঁকি ছোটলোকি
ঘণ্টা টিপে চাকর ডাকা॥

দরোয়ানেরে দিব শিক্ষা,
পাওনাদারে গলাধাক্কা,
পাকা বনেদি চাল ভিতর যত ফাঁকা

তৃতীয় দৃশ্য

রন্ধনশালা।

(সোণালী)

সোণা (মাছ ভাজিতে ভাজিতে)

(গীত)

রাজার বাড়ীর ভাত রাঁধা বড় শক্ত কারখানা।
এতে চালাকি চাই চৌদ্দ গণ্ডা বুদ্ধি দুআনা ॥
রাজা খাবেন দাদ্‌খানি,
ভেট্‌কিমাছের আধখানি,
ন্যাজাখানি পাবেন রাণী,
গুঁড়ো গাঁড়া "রাজছানা" ॥
রাজার ভাগ্‌নে, ভাইপো, নাতি
জামাই, শালা, জ্ঞাতি,
চিংড়ী খেয়ে তিংড়ে উঠে ফোলাবেন ছাতি,
তাঁদের দুধের বাটী মানা ॥
যার হাতে টাকার তোড়া,
তার পাতে ডিমের জোড়া,
(অন্যে) শাকের গোড়া বেগুন পোড়া,
মাসকলায়ের দানা ॥

(দেওয়াল ফাটিয়া অপ্সরীর প্রবেশ)

অপ্সরী। মাছ—মাছ—মাছ! কে দিয়েছে এমন বরণ, কে দিয়েছে ছাঁচ?
ছেড়ে যাস্‌তো যাব ছেড়ে,
নেবর্ণবরণ ধরণ কেড়ে;
তাই বলি যা উড়ে উড়ে।

(মৎস্য অদৃশ্য, পাকপাত্র উল্টাইয়া দিয়া অপ্সরীর অন্তর্ধান)।

সোণা। মাগো মা আজকে আবার—
বুঝি কাজ করে কাবার!
সেবার ছিল দৈত্যি দানা—এবার এল পরী
তেলের কড়া উঠলো জ্বলে,
মাছ গেল আকাশে চলে,
এবার রাম ডাকি কি রহিম ডাকি,
মূর্চ্ছো যাই কি মরি!
ওমা মাগো, আমি এ কি কল্লুম, কোথায় এলুম? কড়া থেকে লাফিয়ে উনুনে পড়লুম, যাদুর রাজ্যি ছেড়ে ভূতের রাজ্যিতে এলুম। কালও অমনি কড়ায় মাছ চড়িয়েছি, আর কোত্থেকে একটা তালগাছ পানা ভূত এল, কড়ার তেল গেল পুড়ে—মাছ গেল আকাশে উড়ে।
আমার দাঁতে দাঁতে দাঁতি,
ধড়াস্ ধড়াস্ ছাতি।
তবু রাজার পেত্যয় নাই,
বদ্যি বলে আমার হিষ্টিরি বাই ॥
ওমা ঐ যে দাড়ি দুলিয়ে উজীর মুখপোড়া আস্‌ছে—
তোরে চিনি—আয় তুই
আছে বেশ ঠাণ্ডা ভুঁই,
আগে মুড়ি দিয়ে তো শুই।

(প্রেমচাঁদের প্রবেশ)

প্রেম। বাহবা বাহবা ছুঁড়ি,
মাছ ফেলে দিয়েছ মুড়ি?
সখের মস্‌লি গেলে জ্বলে,
ভাজ্‌বে তোরে তার বদলে।
সোণা। আজ দৈত্যি নয়, সত্যি সত্যি
পেত্নী দেখা দিলে।
ভাগ্যে ছিল হাতে নোওয়া,
নয় ফেল্‌তো গিলে ॥
প্রেম। রাত জেগে রাজার কাজে
দিয়েছিলে ঢিলে।
ভূত ছাড়াবে চাঁড়াল এসে
চড় চাপড় আর কিলে ॥

সোণা। ওগো ভাজামাছ উল্‌টে দিতে,
পেত্নী দেখা দিলে ভিতে;
মূর্ত্তি দেখে ফুর্ত্তিহারা,ঝাপ্‌টে এসে ধল্লে ত্বরা
উচ্চবাচ্য ঘুচে গেল, মূর্চ্ছা গেলুম ধড়াস্।

প্রেম। সরকারী জল্লাদ দেবে
কোসে গলায় ফাঁস।

সোণা। এসো এবার প্রেম জানাতে—
মুখে দেব পাঁশ।
আর দাড়ী ধরে দুটী গালে ঠাস্ ঠাস্ ঠাস্॥

প্রেম। আমায় চড় মাল্লে হবে কি, রাজা আপনি আস্‌ছেন রান্নাঘরে, জেলেকেও আন্‌তে গেছে ধরে। ভূতের কথায় প্রত্যয়, রাজার যদি না হয়, তখন কি হবে? এতদিন রাজবাড়ীতে ভূত ছিল না, আর তুমি আস্‌তে না আস্‌তেই ভূত এল, দৈত্যি এল, পেত্নী এল, পরী এল।

আমাদের রাজাকে তো চেন না;
এ ভূত পেত্নী মানে না।
হাল্‌কা রাশ নয়কো রাজার,
এর কাছে ভেল্কী চলা ভার॥

সোণা। তা বেশ আমায় ফাঁশী দিক্, আমি মরে যাই, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুসী হোয়ে দেখ। তোমার কি?—তুমি বড়লোক রাজার উজীর—পুঁজীর অভাব নেই—সুজীর পায়েস খাও।

প্রেম। এই মারকুলি খাবার পর থেকে; তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে—তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে?

সোণা। ওগো তা দাঁত দেখেই বুঝেছি; আমি কি আর রসিক লোক দেখ্‌লে চিন্‌তে পারিনে, মার পেট থেকে পড়ে অবধি প্রেম ক'রে আস্‌ছো; পীরিত এখন গায়ে চাকা চাকা হয়ে ফুটে বেরিয়েছে,তাকি দেখ্‌তে পাচ্ছিনে; তা বেশ—জন্ম জন্ম প্রেম কর, মারকুলি খাও, সালসা খাও, আমার জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদবে কেন? এই যে কথায় বলে—'মেয়েমানুষ যদি ভালবাসে, তা হোলেই তার সর্ব্বনাশ'; আমার যে দেখছি তাই। তা বেশ ভাই বেশ; রূপ আছে—চেহারা আছে—বয়স আছে—ভাবনা কি? মর্‌বো যখন—আশীর্ব্বাদ ক'ত্তে ক'ত্তে মর্‌বো, আমার চেয়ে সহস্রগুণে রূপসী যেন তোমার প্রেয়সী হয়।

প্রেম। তা—তা—তোমার এমনই মনই বটে! তাকি জান, তোমার সঙ্গে এই দুদিন আলাপ,তোমার রূপটাই এখনও পর্য্যন্ত চোখে বড়ই লেগে রয়েছে; এর মধ্যেই তুমি মর্‌বে—সেটা আমার বড়দাস্ত হবে না।

সোণা। মনে কল্লুম, রাজার উজীর, তাঁর নজরে পড়েছি, আমার সুখের আর সীমা থাক্‌বে না; তা কপাল কপাল! আহা, আজ নিজের হাতে ফুল তুলে, ভাল মালা গেঁথে রেখেছি, বড় সাধ ক'রেছিলুম, একজনকে পরাবো।

প্রেম। কাকে—কাকে?

সোণা। সে আছে একজন—আর নাম ক'রেই বা কি হবে? বিছানায় আতর মাখিয়ে রেখেছিলুম, চন্দন ঘসেছিলুম।

প্রেম। কার জন্যে—কার জন্যে? আমার জন্যে ত নয়?

সোণা। ঘরে ধূনো-গঙ্গাজল দিয়েছিলুম।

প্রেম। তবে সেই—তবে সেই—বুঝেছি—তবে সেই।

সোণা। খ্যাংরাগাছটা ভাল ক'রে ধুয়ে রেখেছিলুম।

প্রেম। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি—এই আমার জন্যে—আমার জন্যে।

সোণা। এই আছে তার মস্ত বাড়ী।

প্রেম। ঐ চৌমাথায়; সে আমার—সে আমার।

সোণা। আর তার আছে, তিনটে ঘোড়া ছ'খানা গাড়ী।

প্রেম। আমার—আমার।

সোণা। আর মস্ত লম্বা দাড়ী।

প্রেম। এই আমার—আমার—আমার।

সোণা। আর সে বদ্‌মেয়েসের ধাড়ি।

প্রেম। তা হোলেই আমি—আমি—আমি—আমি না হোয়ে যায় না।

সোণা। তা রাজা এসে আর হুকুম দেবে কেন, জল্লাদ এসে আর ফাঁসী দেবে কেন? এই আপনার বিউনীগাছটা আপনার গলায় দিয়ে তোমার সাম্‌নেই মরি। (গলদেশে বেণী-বেষ্টন)

প্রেম। ছিছি ছিছি, এমন কাজ ক'রো না—ক'রো না, গলায় দড়ি দিয়ে ম'লে ভূত হয়, তুমি পেত্নী হবে?—তখন কি জানি যদি আমায়ই পেয়ে ব'সো।

সোণা। তা পেলুমই বা! এই তো এখন আমায় পাবার জন্যে এত পায়-ধরাধরি কচ্চো, আর তখন যদি আমি আপনিই এসে পেয়ে বসি, সেতো তোমার পক্ষে ভালই হবে।

প্রেম। আরে বল কি—সে কি? ম'রে পাবে কি?

সোণা। কেন, এই মানুষ রয়েছি—এত ভালবাসা—আর ম'রে গেলেই কি এত ভয়?

প্রেম। ও সব কথা ব'লো না?—ও সব কথা ব'লো না, আমায় যার একেলা শুতে হয়। ছেলেপুলে হবার পর থেকে গিন্নী আলাদা বিছানা ক'রেছেন।

সোণা। এই তো দেখ্‌ছি ভূত মানো,তবে আমার কথায় পেত্যয় হচ্ছিল না কেন?

প্রেম। আরে মানি—রাত্রিতে মানি, অন্ধকারে মানি, একেলা মানি, তা ব'লে পাঁচজনের কাছে সভ্যসমাজের কাছে মান্‌বো কেন?

সোণা। ওগো ভূত মেনো গো ভূত মেনো, ওগো বড্ড আছে। আমার কাঁচা বয়স আর আইবুড়ো পেয়ে, ভূতে যে উপদ্রব করে গো তা তোমায় আর কি বলবো; শোন যদি তোমার কান্না আস্‌বে। ওগো সে রকব রকম ভূত গো!

(গীত)

এই কাঁচা বয়েস দেখে ওগো নজর দেয় ভূতে।
কে যেন পাছে পাছে, ছম ছম করে গা,—
পারিনে একেলা শুতে॥
নবযৌবন যবে ফোটে,
কোথা থেকে কত ভূত জোটে,
ফেরে পাবার আশে,
আশে পাশে আগু পিছুতে।
বেহ্মদৈত্যি লুকিয়ে দেখে,
চ্যাংড়া ভূতে চিঠি লেখে,
আর গলায় দড়ে জ্বালায় বড়, আসে গুঁতুতে॥
ভূতের ভিতর আছে বড়লোক,
এত বড় জিভখানা তার অতি ছোট চোখ,
গঙ্গাময়রা হার মেনে যায়
সে যে যায় না কিছুতে।
আদুরে আবদারে পূত,
বড় প্যান্‌প্যানে ঘ্যান্‌ঘেনে ভূত,
ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে কাছে আসে,
চায় বিছানা ছুঁতে;
নাকে কথা কয়, পড়ে বোধোদয়,
আমায় দেয় না ঘুমুতে॥

প্রেম। আর ব'লতে হবে না,—আর ব'ল্‌তে হবে না, থাম—আমি মেনে নিয়েছি। আজকাল তোমার আমার এক প্রাণ তো,যখন তুমি দেখেছ, তখন আমারও দেখা হোয়েছে; রাজা এলেই ব'লবো এখন আমিও ভূত দেখেছি; হ্যাঁ কটা ব'লবো? মেয়ে ভূত না পুরুষ ভূত—কি ব'ল্‌বো?

সোণা। বলো দাড়ীও আছে,শাড়ীও পরে, এমন ভূত এখন অনেক আছে, রাজা বুঝে নেবে এখন।

প্রেম। তবে যাই, এখানে থেকে কাজ নেই। রাজা আস্‌ছেন, আমরাও যাই চল;

যেতে যেতে পথেই হয় তো দেখা হবে; কিন্তু বুঝেছো সোণালী—

সোনা। হুঁ হুঁ, একশোবার কি মুখে ব'লতে হয়, আমি তোমার চোখের ভঙ্গীতেই আঁচ পেয়েছি

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বারান্দার পথ।

রাজা হরদমসিংহ ও পারিষদগণ।

রাজা। আজ স্বচক্ষে দেখতে হবে।

মুচ। আজ্ঞে হ্যাঁ,—আর স্বকর্ণে শুনতে হবে।

মর্ক। আর স্বনাসিকায় শুঁকতে হবে।

সকলে। আর স্বজিহ্বায় চাকৃতে হবে।

রাজা। আচ্ছা ভুত কি?

মর্ক। আজ্ঞে, পেত্নীর পুরুষমানুষ।

রাজা। বলি তা নয়, ভূত কি আছে?

মুচ। আজ্ঞে ভূত আগে ছিল, এখন যা আছে, বর্ত্তমান—

মর্ক। ঠিক, ঠিক—ভূত যখন মর্ত্তমান, তখন উপস্থিত বর্ত্তমান।

(প্রেমচাঁদ ও সোনালীর প্রবেশ)

রাজা। এই যে উজীর তুমি যে এলে? একি রাঁধুনীও যে সঙ্গে, শুধু হাতে যে?

পারি। শুধু হাতে যে,—শুধু হাতে যে?

মর্ক। আজ্ঞে নেহাত শুধু হাত নয়, বালা চুড়ি টুরিতো রয়েছে।

রাজা। তা নয়, ভাজা মাছ?

মর্ক। ভাজা কৈ মাছ কৈ?

প্রেম। মহারাজ,আর ও কথায় কাজ নেই; চলুন, সভায় চলুন; আলোটালো আছে, সেইখানেই বল্‌বো।

রাজা। কি আজও কিছু হোয়েছে না কি? আবার কিছু দেখা দিয়েছিল?

প্রেম। মহারাজ,সে কথায় আর কাজ কি? ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর! ঐ ঠাকুরুণটীকে জিজ্ঞাসা করুন্; কিগো বল না।

সোণা। তুমিই বল না—সে অদ্ভুত কাণ্ড—

প্রেম। বেয়ারা প্রকাণ্ড—বল না।

সোণা। চক্ষু দুটো ভাণ্ড—বল

প্রেম। ডাকে যেন ষণ্ড—বল না।

সোনা। হাতে যমদণ্ড—বল না।

রাজা। আর ব'লতে হবে না,—এ বোধ হয়,—

পারি। আজ্ঞে ঠিক ব'লেছেন—এ বোধ হয়—বোধ হয়—

রাজা। আমার মনে হচ্ছে,আর কিছু না—

পারি। আর কিছু না আর কিছু না—

রাজা। সেই পুকুরে কোনরূপ—

পারি। আজ্ঞে, কোনরূপ—কোনরূপ—

রাজা। অথবা—

পারি। অথবা—অথবা—

রাজা। আর তা না হয় তো—

পারি। তা না হয় তো—তা না হয় তো—

রাজা। কিন্তু—কিন্তু তা হলে—

পারি। কিন্তু—কিন্তু তা হলে—

সোণা। মহারাজ আমি বলি কি—

পারি। তুমি কিছু ব'লো না,—তুমি কিছু বলো না, মহারাজ বল্‌বেন—মহারাজ বল্‌বেন।

রাজা। আহা না হয়, মেয়েমানুষের কথাটা শোন না।

পারি। সত্যই তো, মেয়েমানুষের কথাটা শোন না।

রাজা। কি বল্‌ছিলে—বল গো?

সোণা। আজ্ঞে না, আর কাজ নেই, আপনিই ব'লুন।

রাজা। আমি বলি—

পারি। রাজা বলেন—রাজা বলেন—

রাজা। সেই জেলে বেটারই সব দোষ।

পারি। জেলে বেটারই দোষ।

রাজা। সে কি দিয়েছে।

পারি। সে কি দিয়েছে।

রাজা। ধ'রে লেয়াও শালাকো।

পারি। ধ'রে লেয়াও শালাকো।

রাজা। আরে ডাক না।

পারি। আরে ডাক না।

রাজা। কি গেরো!

পারি। কি গেরো!

(তিনকড়ীর প্রবেশ)

তিন। আর গিয়ে কাজ কি, আমি আপনিই এসেছি।

পারি। মহারাজ! জেলে এসেছেন।

রাজা। হুঁ হুঁ—বেটা হুঁ—

পারি। হুঁ হুঁ—বেটা হুঁ হুঁ হুঁ—

প্রেম। মহারাজ! ওকে কি বল্‌বেন বলুন।

রাজা। আরে দাঁড়াও না হে, একটু মেজাজটা গরম কর্‌তে দাও।

পারি। গরম কর্‌তে দাও।

রাজা। আরে আরে জেলে কুলাধম—

পারি। ধম্—ধম্—ধম্—

রাজা। পাষণ্ড পামর পাপিষ্ঠ বর্ব্বর।

পারি। বর্—র্‌-র্‌-র্‌-র্—

রাজা। বীভৎস, এ মৎস্য তুই কাঁহাসে লে আয়া শালা?

পারি। শালা—

রাজা। বল বল্‌ছি—

তিন। মহারাজ—

পারি। চোপরাও—চোপরাও—

রাজা। চুপ কল্লি যে?—কি বল্‌ছিলি বল্।

তিন। আজ্ঞে, ঐ তিন পাহাড়ের ভিতর—

পারি। চোপরাও—চোপরাও—

রাজা। আবার হাঁ ক'রে রইলো—বল্।

পারি। বল্—জল্‌দী বল্।

তিন। আজ্ঞে, বল্‌ছিলুম তো—এঁরা যে—

পারি। চোপরাও—চোপরাও।

তিন। ভাল গেরো, বল্‌তেও বল্‌ছে, চোপরাও কচ্ছে।

সোণা। তা কর্‌বে—ওটা রাজকায়দা। তুমি বলেও যাও, চোপ্ চোপও শুনে যাও।

তিন। আজ্ঞে, একটা দৈত্যির কথায় ঐ তিনপাহাড়ের মাঝে যে পুকুর আছে, তাতে জাল ফেলেছিলুম।

পারি। এই আর কি—দোষ কবুল করেছে, ফাঁসী হোক্ ফাঁসী হোক্।

তিন। আজ্ঞে, জাল ফেলেছিলুম।

পারি। বেটা, মাছ ধর্‌বি ধর, বেটা জাল ফেল্লি কেন?

সোণা। ও রাত্রিতে মাছেদের ব'লে গেছলো যে, বাসায় যেও, তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল—যায় নি, তাই জাল ফেলেছিল, বুঝলে? এই দেখলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি তোমাদের চেয়ে বেশী

তিন। জাল গুটিয়ে দেখি—

পারি। দেখলেন হুজুর, জাল গুটিয়ে দেখেছে; বেটা আ—

তিন। দেখি যে তার ভিতর লাল নীল সবুজ সব মাছ।

পারি। সর্ব্বনাশ! সব মাছ!

সোণা। সে পুকুর কোথায় বল্লে?

রাজা। হাঁ হাঁ বেটা পুকুর কোথায়—পুকুর কোথায়? নিয়ে আয় বেটা—পুকুর নিয়ে আয়।

তিন। আজ্ঞে, পুকুর যদি না আসেন, আপনি সেখানে গেলে হয় না?

পারি। রাজা যাবেন কি? এত বড় স্পর্দ্ধা! পুকুর আস্‌বে—পুকুর আস্‌বে।

তিন। আজ্ঞে, পুকুরকে আগমন করি কেমন ক'রে, অত বড় বাটী কোথায় পাব?

রাজা। তাও তো বটে।

পারি। তাও তো বটে।

রাজা। তবে চল, যাওয়া যাক্।

সোণা। মহারাজ তাই চলুন, আমি এখন সব বুঝতে পেরিছি—এ এক যাদুকরীর যাদু, আপনাকে বুঝিয়ে দেব; আমিও সঙ্গে যাই চলুন।

রাজা। যাবে বটে—গেলে দেখায়ও ভাল, কিন্তু পথে নারী বিবর্জ্জিতা।

পারি। ঠিক ঠিক, তুমি বিবর্জ্জিতা হোয়ে চল—বিবর্জ্জিতা হোয়ে চল।

প্রেম। না না, অমনি চল—অমনি চল, সেটা ভাল দেখাবে না।

রাজা। কিসে যাই?

পারি। আজ্ঞে রথে।

রাজা। উঁহুঁ বড় হেঁচকানি লাগে।

পারি। তবে অশ্বে।

রাজা। উঁহুঁ বাজীনো শত হস্তেন।

পারি। তবে গজে—গজে—গজে।

রাজা। না—ফলং জলদা।

পারি। তবে ফুটেই চলুন।

রাজা। না—সে তিন পা গেলেই গজে দাঁড়াবে।

তিন। আমি বলি, মহারাজ ওলাউঠায় চলুন—চট্ যাবেন।

পারি। বেশ বেশ, মহারাজ ওলাউঠায় যাবেন—ওলাউঠায় যাবেন।

রাজা। তবে প্রস্তুত হও।

পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ—ওলাউঠায় সাজ দে—ওলাউঠায় সাজ দে।

[তিনকড়ি ও সোণালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সোণা— (গীত)

চল যাই সরোবরে—সেই সরোবরে।

তিন।—

আহা চল চল একটু রকম সকম ক'রে॥
ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে সেথা জলে চরে॥

সোণা।—

দেখবো কেমন মায়া-মীন,
রসে রঙ্গিলা রঙ্গিন,

তিন।

দেখো নয়ন ভ'রে, কালো ঝালর তুলে,
দুটী নয়ন ভরে;—
হেরিলে চঞ্চল আঁখি, পালাবে খঞ্জন পাখী,
জলে নীল কমল ফোটে,
তারা না লাজে মরে—লাজে মরে।

উভয়ে।—

মাছ ধ'রবো না দেখ্‌বো শুধু,
যদি গো মনে ধরে—মনে ধরে॥

পঞ্চম দৃশ্য

রঙ্গ-পট।

অপ্সরীগণের নৃত্য ও বংশীবাদন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

(তড়িতার প্রবেশ)

তড়িতা।— (গীত)

যাদু জানি, যাদু [illegible], আমি যাদুকরী।
যাদুর [illegible] যাদু
কোথায় [illegible] ভাবরী॥
ইন্দুমুখের ইন্দ্রজালে, [illegible] আগুন ধূ ধূ জ্বলে
ত্বরিতে জড়িত জালে [illegible]হিত মাধুরী হেরি
যাদুমণি হারাধ্বনি, [illegible] আমি যাদুকরী॥
প্রেমতন্ত্রে শেখা [illegible], [illegible] নাই যাদুযন্ত্র;
অন্তরে বাসিয়ে ভাল [illegible] কেনেছি বিষধরী
দহিতে আহুতি দিতে [illegible] জ্বালায় জ্বলে মরি

(শম্বরের শবের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) আহা প্রাণনাথ পড়ে আছ? এমন প্রগাঢ় ভালবাসা ভুলে একেবারে কালাপাহাড়ের মত অসাড় হয়ে পড়ে আছ? কে কাছে দাঁড়িয়ে ডাক্‌ছে দেখতে পাচ্ছ না? টেলিস্কোপে আকাশের তারা দেখে, মাই-ক্রসকোপে ফটিকজলের পোকা দেখে, ষ্টেথেস্-কোপে ডাক্তারেরা আর কটা ফি পাওনা আছে বুঝে দেখে, হরস্‌কোপে ফাঁড়া দেখে, আর ইংরেজ মড়ারা এত স্কোপ ক'রেছে, একটা মড়াস্কোপ কি ক'ত্তে পারে নি! ওহে দে মল্লিক কোম্পানি! তোমাদের দোকানে কত রকম বেরকমর চশমা আছে, তোমাদের সুন্দর চশ-মার গুণে কাণারও চক্ষু হয়, মড়াতে দেখতে পায়, এমন চশমা নাই কেন? আহা প্রেমিকার কত আবদার কেউ কি তা বোঝে না? প্রেম-ময়! মরেছ—মরেছ—মরেছ—বেশ ক'রেছ, তা ব'লে দুটো প্রেমালাপ ক'ত্তেও কি নেই? প্রেমিক লোকে তো দিনে দুশোবার মরে, নয়ন বাণে মরে—নাচে মরে—গানে মরে—মাস-কাবারে মরে—পূজোর সময় মরে—দেখলেও মরে—না দেখলেও মরে—পত্র লিখে মরে—গহনা চাইলে মরে। প্রাণ তো পকেট থেকে বার ক'রেই রেখেছে, কথায় কথায় দিচ্ছে—তবু তো তার বাকি্য ছাড়ে না? তুমি তবে এমন প্রেমিক হোয়ে মুখ বন্ধ ক'রে আছ কেন? আহা, গুণমণির আমার কতই গুণ ছিল, কারও কি তেমন আছে! আহা! হৃদয়নিধি আমার দুপায়ে দাঁড়াতেন, আর দুখানি পা দেয়নি বলে কখনও বিধাতার নিন্দে করেন নি! কত লোকের ল্যাজ গজাল—ল্যাজের উপর ল্যাজ, একগুণ খসে দেড় গুণ গজায়; হৃদয়ধন আমার মনে মনে হিংসা ক'র্ত্তেন, কিন্তু কখনও মুখ ফুটে বলুতেন না! আহা, কত মন্ত্র জানি কথা কওয়াতে পার্‌বো না?—কওয়াব, কও-য়াব—

মাখিয়ে মোহিনী তেল তাজা রেখেছি লাস।
খালি খোলখানি যে ডাঁটো আছে
শুকিয়ে গেছে শাঁস॥
ময়নাপাখীর কাছে আমি রেখেছি মেনে ওল।
ছোঁয়াই মোহিনী ছড়ি ফুটুক যাত্নর বোল॥

শম্বর। (নেত্রোন্মীলন করিয়া) ওরে কেরে—কেরে? গুমরুচ্ছিলুম—ফুক্‌রে দিলি কেরে?

তড়িতা। ষাট্ ষাট্—ষেটের বাছা—ষষ্ঠির দাস, সোণা আমার ডর পেয়ে ডুক্‌রে উঠেছে! দেখ দেখ শম্বর, চেয়ে দেখ, তুমি কথা ক'য়েছ ব'লে আমার কত আনন্দ!

শম্বর। আর আনন্দে কাজ নাই, সেখানে আমায় নন্দরাম দেখাচ্ছে।

তড়িতা। সেখানে—কোথায়? স্বর্গে? তুমি কি এখন স্বর্গে আছ?

শম্বর। আরে ছ্যা ছ্যা, সেথায় কি মানুষে থাকে? সব ফাঁকা—যেন খাঁ খাঁ কচ্ছে। দু একটা বামুন পণ্ডিত গোচের ভক্তবিটেল আর গোটা পাঁচ ছয় হবিষ্যি খাওয়া নয় শাঁখা হাতে মাগী আছে, আর যত অলপ্পেয়ে এখানে দান খয়রাত করে গেলে হয়েছেন, তাঁরা পেটভাতায় পড়ে আছেন। এক দণ্ড সেখানে টেকা যায় না।

তড়িতা। বল কি?—তবে লোকে সেখানে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয় কেন?

শম্বর। ভুল—ভুল—বোকামী! জান তো পৃথিবীতে কতকগুলো ধর্ম্মের দালাল আছে, তাদের দালালী ভোজকানিতে ভুলে মনে করে সেখানে বড় বুঝি সুখে থাক্‌বে। আরে ছ্যা ছ্যা! না আছে ডাংপিটেগোছের ডাক্তার, না আছে দুটো জবরদস্ত উকীল; একটা আদা-লত নেই যে দুটো মামলা করা যায়, একটা থিয়েটার নেই যে দুদণ্ড গিয়ে আমাদ ক'রে আসা যায়। একটা বাবুর মত বাবু নেই, একটা সৌখীন মেয়েমানুষ নেই; আর কত

ব'লবো—এখানে যা যা মজার জিনিষ দেখছো তা কিছুই নেই। তা চুলোয় যাক্—গরজ বুঝে ব্যবস্থা দেয়, এমন একটা পুরুত পাওয়া যায় না।

তড়িতা। বটে বটে, তবে তুমি কোথায় আছ?

শম্বর। সেখানকার বাঙ্গালীটোলায়।

তড়িতা। সে কি নরক নাকি?

শম্বর। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে তোমরা ঐ বল বটে, কিন্তু সেখানকার নাম সহর গুলজার। তার উপর নূতন মিউনিসিপ্যালিটী হোয়েছে, সুখের আর শেষ নাই; দশ পা না চলতে চলতেই দুশো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা।

তড়িতা। তবে তো দেখছি বেশ সুখে আছ, কষ্ট কিছুই নেই।

শম্বর। হ্যাঁ এদিকে সব সুখ, কষ্টের মধ্যে কি জান—একটু, ক্ষুধাও মেটে না, পিপাসাও মেটে না।

তড়িতা। আচ্ছা সেখানে প্রেম কেমন?

শম্বর। গলায় গলায়; তবে ঐ কোলাকুলী কর্‌বার সময় একটু গোল।

তড়িতা। কেন?

শম্বর। সেই সময় আমিই বন্ধুর বুকে ছুরি বসাই, কি তিনিই আমার বুকে বসিয়ে দেন।

তড়িতা। আচ্ছা, লোকজনের মেজাজ কেমন?

শম্বর। তা রাজরাজড়ার মত সদানন্দ, কিছুতেই গুজোর নেই; লোকের বাড়ীই পুড়ুক, আর ছেলেই মরুক, সব আপনার আমোদ নিয়ে আপনিই আছে।

তড়িতা। ছেলেপুলেরা কি করে?

শম্বর। বড়মানুষের ছেলেরা বাপের মরণ টাকে, আর গরীবের ছেলেরা রাতারাতি বড়মানুষ হবার চেষ্টা করে।

তড়িতা। স্ত্রীলোকেরা?

শম্বর। ওঃ তাঁরা। তাঁরা সেখানে ইঞ্জিনিয়ার।

তড়িতা। কি রকম?

শম্বর। সবাই ঘর ভাঙ্গেন; তা কি আপনার কি পাড়া-পড়শীর।

তড়িতা। আর যখন কাজ না থাকে?

শম্বর। তখন হয় আর্শীতে মুখ দেখেন নয় হিষ্টিরিয়া হয়।

অবলা। (পর্দ্দার পশ্চাৎ হইতে) উঃ গেলুম গেলুম গেলুম; পাষাণী পাষাণ কল্লে তবু প্রাণে মাল্লে না।

শম্বর। কে ও—কে ও।

তড়িতা। শত্রু,—তোমার শত্রু—আমার শত্রু! যে তোমার বুকে ছুরি মেরেছে, আমার প্রাণে বিষ ঢেলেছে।

শম্বর। কে—রাজা?

তড়িতা। হাঁ; দেখবে, কি দুর্দ্দশা ক'রেছি দেখবে? দেখাচ্ছি, দাঁড়াও; (পর্দ্দা উদ্ঘাটন) এই দেখ।

রাজ্য শ্মশান রাজা পাষাণ থালি আধখান।
উপরে আছে হাড়মাস, বুকের ভিতর প্রাণ॥

শম্বর। আহা হা, কেন কল্লে? ভাল ক'রে দাও—ছেড়ে দাও।

তড়িতা। ইস্! এত দরদ কোথায় পেলে, নরক থেকে শিখে এলে নাকি? তবে সেখানে বুঝি মায়া-মমতা আছে।

শম্বর। একটু,—তোমাদের এখানে ওপাটই নাই, সেখানে কিছু আছে।

তড়িতা। তবে আমি তো সেখানে যাচ্ছিনে।

শম্বর। না, তোমায় তা যেতে হবে না, তোমার জন্য নূতন মহল তোয়েরি হবে, আমি যোগাড় দেখে আস্‌ছি; অবিশ্বাসী স্ত্রী বোনেদ খুঁড়বে, ব্যভিচারী পতি খিলেন গাঁথবে, অকৃতজ্ঞ বন্ধুতে আর পুত্রেতে মিলে ছাদ পিট্‌বে।

তড়িতা। ইস্! অনেক বড় বড় কথা শিখে এসেছ যে?

শঙ্কর। সাদা কথায় মনের ভাব বল্‌লে সেখানে ভদ্রসমাজে যায়গা পাওয়া যায় না। সে যাক, রাজাকে—তোমার স্বামীকে ভাল ক'রে দাও।

তড়িতা। ভাল ক'রে দেব বৈকি—খুব ভাল ক'রে দেব; যেমনই আমার সুখের পথে কাঁটা দিয়ে ভাল ক'রেছেন, তেমনি ভাল কচ্ছি, আরও ভাল কর্‌বো।

অবলা। এস, আর কেন? নিত্যকর্ম্ম সারো; সতী-লক্ষ্মী! পতিসেবায় মন দাও, চাবুকগাছটা হাতে নাও।

তড়িতা। সে তো হবেই, রোজ বিশ ঘা বরাদ্দ আছেই; আগে তোমার বুকের ভিতর আগুনের শলা দিই; দেখ্‌ রে হতভাগা পতি, দেখ্‌, তোর চোখের উপরই কি করি দেখ্‌! আমার যে প্রাণের নায়ককে মেরেছিস্‌, দেখ্‌ ফুলের চাঁদোয়া খাটিয়ে ফুলের বিছানা ক'রে তাতে শুইয়ে রেখেছি, তোর সামনেই তার গায়ে হাত দিচ্ছি, আদর কচ্ছি; কেমন জ্বল্‌ছে -বুকের ভিতর জ্বল্‌ছে তো?—

অবলা। শুধু বুকের ভিতর কেন?—স্বর্গের খাটালে খাটালে বাতি জ্বলছে, যেদিন তোমার বিয়ে ক'রেছি, সে দিন যে আমার বোশেখ মাসে জলসত্র দেওয়া হয়েছে।

তড়িতা। বাতি জ্বলবে না?—নিজের হাতে ঝাড় টাঙ্গিয়েছ, এখন আপশোস কল্লে হবে? এত দেহের সুখ এত রঙ্গভঙ্গ মায় শেখালে কে? তুমি না আর কেউ? ধর! আমি কুলস্ত্রী, কেন আমায় সংসারের দেখতে দাও নি? কেন দিবারাত্রি আমায় কলিকুঞ্জে জাঁটিকে রাখতে? কেন ধর্ম্ম শেখাও নি—প্রেম শেখাও নি? নিত্য নূতন বিলাসের রসে কেন আমায় ভাসাতে? কেন ায় অঙ্গরাগ হাবভাব কত্তে বলতে? বিলা-সের দাস! পশু-প্রবৃত্তির বশ হয়ে কেন আমায় লালসায় ভাসাবার জন্তে লালায়িত হোতে?

অবলা। আমি কি তোমায় ব্যভিচার কত্তে শিখিয়েছিলুম?

তড়িতা। শিখিয়েছিলে কি! স্বামী হয়ে আমার প্রতি ব্যভিচারিণীর মতন ব্যাভার ক'রেছিলে।

অবলা। মিথ্যাকথা! আমি কখন ব্যভি-চারিণীর মুখ দেখিনে, পর-স্ত্রী স্পর্শ করিনে।

তড়িতা। শতগুণে সে ভাল ছিল; লম্পট লাম্পট্য-প্রবৃত্তি কেন বারাঙ্গনার সঙ্গে মেটাও নি? আমি কুলের কামিনী, আমায় কেন কুলটাবৃত্তি শিখিয়েছিলে? তখন তো আমার লজ্জা ছিল; অনঙ্গ-অনুচর! কোন্‌ রঙ্গে বিবা-হিতা স্ত্রীর সে লজ্জা ভঙ্গ করেছিলে? এখন তা ভুলে যাচ্ছ কেন? নিজের হাতে মদ ঢেলে আমায় খাইয়েছ—নেশার ঝোঁকে ধেই ধেই নেচেছি ব'লে এখন আমায় মাতাল ব'ল্‌ছো!

অবলা। ঠিক্‌ ঠিক—রাণি, ঠিক্‌ ঠিক্‌—

তড়িতা। প্রবৃত্তি দমন ক'ত্তে পার নি; পশুভাবে প্রাণ পোরা—অথচ লোককে দেখাবে সুচরিত্র। কুচরিত্রের কলঙ্কটা আমার বুকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা ক'রেছিলে—তা লুকোয় না, সর্ব্বাঙ্গে ফুটে পড়েছে। ঘরের ভিতর বাজি পোড়াচ্ছিলে,—চালা ধর্‌বে না? আমায় তো নরকের আগুনে পুড়তে হবেই, কিন্তু তোমায়ও সেই কুণ্ডের ভিতর ব'সে আমার দগ্ধ অঙ্গে প্রলেপ দিতে হবে।

অবলা। ছি ছি—এ কথা কেন আগে বল নি—আগে বোঝাও নি, আগে সাবধান কর নি?

তড়িতা। নেশা—মজা—স্বামীকে বশে রাখবার আয়াস! প্রথমে ভেবেছিলুম যা জ্বল্‌ছে তা ভাত রাঁধবার আগুন, ক্ষুধা-শান্তির আয়ো-জন, কিন্তু অনেক কাঠ ঢেলেছিলে— বড়

জোরে ফুঁ দিয়েছিলে,তাই ধূ ধূ জল্লো—তোমার চিতা জল্‌লো, আমারও চিত্ত জলে উঠলো!

অবলা। মার মার—এস এস—তোমার চাবুক মার।

তড়িতা। রোসো, তোমার সামনেই তোমার গোলামের মুখচুম্বন করি।

শম্বর। না—না—

তড়িতা। বড় মজা হবে—ও দেখছে।

শম্বর। না—না, আর একজন দেখছে—ঐ সে! কপালে মস্ত চোখ জলছে—দুনিয়া দেখে!—আর ঐ সব পরী পরী—ওরা সব কি লিখে রাখ্‌ছে!

তড়িতা। হতভাগা কাপুরুষ! তোর জন্যেই আমার এ দুর্দ্দশা। শম্বর আমার মরেছে, যাদুতে কথা কওয়ালুম—তবু ভুল বকছে; দাঁড়া, তোকে তোর আহার দিই। (চাবুক উত্তোলন)

অবলা। মার মার, আজকের কথায় ঢের জ্ঞান দিয়েছ, চাবুকের ঘায় সে জ্ঞান হাড়ে হাড়ে বসিয়ে দাও।

তড়িতা। এই এক। (প্রহার)

অবলা। আমার মতন কে আছিস্—দেখ্।

তড়িতা। এই দুই (প্রহার)।

অবলা। আঃ, পারি তো কলঙ্ক ধুই।

তড়িতা। হ্যাঁ—এই তিন। (প্রহার)

অবলা। শোধ হচ্ছে বিলাসের ঋণ।

তড়িতা। বটে, এই চার। (প্রহার)

অবলা। ছিঃ, স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার!

তড়িতা। বুঝছো তো,—এইবার পাঁচ। (প্রহার)

অবলা। বীজ পুতেছি, গজালো গাছ।

তড়িতা। এই ছয় সাত আট নয় দশ।

শম্বর। বস্ বস্ বস্ বস্, গেলুম—ম'রে গেলুম,—থাম থাম।

তড়িতা। (নিকটে যাইয়া) কি হোলো,

শম্বর। ওরে, মড়ার গায়ে খাঁড়ার ঘা! আর না—আর না—কাকে মাচ্ছিস্?

তড়িতা। কেন?—ঐ হতভাগাকে।

শম্বর। না রে না, ও খাচ্ছে ঘা—জলছে আমার গা; রাজার পিঠে সপাৎ সপাৎ—আমার যেন বজ্রাঘাত। দে ওকে ছেড়ে দে, ভাল ক'রে দে, তা হোলে আমিও হয় তো ভাল হবো।

তড়িতা। ভাল যদি ক'রে দিই, তার পর ওরে নিয়ে কি কর্‌বো?

অবলা। ভাবনা নেই, আমি আপনিই সর্‌বো। কুঞ্জ স্থাপন ক'রে গেলুম, পাঁচজন অতিথের সেবা হোক্, আমি মাধুখুরী মেগে বেড়াব।

তড়িতা। ওকে ভাল করে দিলে তুমি বাঁচবে? তা হোলে—রোসো, আমি আসছি।

[প্রস্থান।

অবলা। বলি ওহে আমার প্রিয়সখীর সৌখীন পুরুষ, ও শম্বর!

শম্বর। কি আজ্ঞে কচ্ছেন প্রভু?

অবলা। বলি, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো—ঠিক উত্তর দেবে?

শম্বর। সে কি—দেব্ না? আপনি মনিব, বাপের সমান।

অবলা। আরে রাম রাম, বাপটাপ আর ব'লো না, রাণী তো সম্পর্ক বদ্‌লে নিয়েছেন, এখন তুমি আমার উপভাই।

শম্বর। সে অনুগ্রহ ক'রে যা বলেন।

অবলা। শুনেছিলুম, তুমি মরেছিলে?

শম্বর। আজ্ঞে হাঁ—আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হয়েছিল।

অবলা। বেশ বেশ—কিন্তু দেখলুম, রাণীর সঙ্গে তো বেশ কথাবার্ত্তা ক'চ্ছ?

শম্বর। তা কইলুম, আমার প্রেমে মরণ কি না! তাতে বাক্যি বন্ধ হয় না।

অবলা। আমার তো এই দশা; রাণী

শম্বর। আজ্ঞে, ঐ একরকম, শাঁসে জলে গেছ।

(রাজা হরদমসিংহ, প্রেমচাঁদ ও পারিষদ্-গণের প্রবেশ)

প্রেম। এই যে! মহারাজ, দেখুন কি কারখানা, বিধকুটে ব্যাপার!—
এ কি সব্ আজব ঢং চম্‌কে যায় যে পীলে।
হাত মুখ বুক মানুষের মত নাইয়ের নীচে শিলে॥

রাজা। অদ্ভুত অদ্ভুত—এ কি আকার!

পারি৹। কিম্ভুত কিমাকার।

রাজা। আচ্ছা, পা থেকে কোমর অবধি ত বেশ পাথরে গেঁথে ফেলেছে, উপরটায় কিছু করেনি কেন? হ্যাঁ হে মুচকুন্দরায়, বল দেখি, এর মানেটা কি?

মুচ। আজ্ঞে, আমার আন্দাজ হয়, মিউ-নিসিপ্যালিটীকে ভারা বাঁধবার দরখাস্ত করেছে, এখনও পাশ পায় নি।

প্রেম। আরে না না, সামনের রাস্তা কম চওড়া, দোতালা মোটে মঞ্জুরই হয়নি।

রাজা। ঠিক ব'লেছ—ঠিক বলেছ।

পারি। ঠিক ব'লেছ—ঠিক ব'লেছ।

রাজা। বলি ওহে—তুমি কি রাজপুত্র?

অবলা। আজ্ঞে, আধখানা রকম।

রাজা। তোমার বড় কষ্ট—কেমন?

মুচ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা কচ্ছেন মহারাজ! ভদ্রসন্তানের পা গেছে, আর জুতো পর্‌বার যো নেই।

রাজা। দেখ সভাসদ্‌গণ!

পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ মহারাজ!

অবলা। আপনাদের কোত্থেকে আগমন হ'চ্ছে?

প্রেম। এই তোমায় সব দেখতে এসেছি।

অবলা। প্রেয়সী ঠাকরুণ রাজ্যের আয়-বৃদ্ধি কচ্ছেন না কি? আমায় দেখাবার জন্য কি টিকিট ক'রেছেন?

প্রেম। ইনি হচ্ছেন মহারাজা হরদমসিংহ বাহাদুর, তোমার পায়ে পাথুরী হয়েছে শুনে দেখতে এসেছেন।

অবলা। বটে বটে, আপ্যায়িত হলুম, বসুন বসুন—কোথায় বা বস্‌বেন! আপনা-দের কি তামাক-টামাক খাওয়া অভ্যাস আছে?

মুচ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আর জলটল খাওয়াও অভ্যাস আছে।

অবলা। বেশ বেশ—তাই তো তামাক দেয় কে? ওরে—ওরে!

মুচ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি ডাক্‌তে থাকুন,—সত্যি সত্যি তামাক নাই বা দিলে, মাঝে মাঝে "তামাক দে রে তামাক দে রে" ব'লে হাঁক পাড়ুন, তা হোলেই যথেষ্ট খাতির হবে। আমা-দের সভায় ঐ বন্দোবস্ত।

পারি। আমীরি কায়দাই এই—আমীরি কায়দাই এই।

রাজা। আপনার এ ব্যায়রামটা কি, তা ধার্য্য হয়েছে?

অবলা। আজ্ঞে হ্যাঁ, কবিরাজ একে বলেন, বনিতা-বিকার, আর ডাক্তারে বলেন, প্লেগ।

রাজা। পেলেগ্! কোমর অবধি পাথর, আপনার পেলেগ্ কোথায়?

অবলা। আজ্ঞে, বিউবনিক নয়—ম্যাট্রি-মনিক প্লেগ।

মুচ। তা হ'তে পারে, আমার সম্বন্ধীর দাদ হয়েছিল, তা হারাধন ডাক্তার বল্লে, ওটাকে এখন চুম্বকনিক পেলেগ্ বল্‌তে হবে।

রাজা। বেশ বেশ, আর আপনি বড়লোক রাজপুত্র, আপনার নবজ্বর, সর্দ্দি, এ রকম ইতুরে ব্যায়রাম হোতেই পারে না; এ লোককে বল্‌তে কইতে ভাল, পেলেগ্ হয়েছে। হঠাৎ কথাটা মনে না পড়ে, টাই-

ফুলফিবার হয়েছে ব'লে ফেল্‌বেন। তা এখন চিকিৎসার কোন কিছু ব্যবস্থা হয়েছে?

অবলা। হাঁা, কব্‌রেজ মশায় কামিনী-কটাক্ষ-কটাহ তৈল প্রস্তুত কর্‌বার জন্যে সাড়ে সাত টাকা নিয়ে গেছেন, ইতিমধ্যে আমার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা ক'রে গেছেন।

পারি। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি! সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি!

প্রেম। আর রুগীর পরকালের প্রতি আগে দৃষ্টি।

রাজা। আর ডাক্তার কি বল্লেন?

অবলা। তিনি উকীল ডাক্‌তে বল্লেন।

রাজা। কেন?

অবলা। উইল কর্‌বার জন্যে।

রাজা। বাঃ বাঃ! ডাক্তারে উকীলে এরূপ সদ্ভাব, পরস্পরের সাহায্য জাতীয় উন্নতির সুন্দর লক্ষণ।

অবলা। আর তিনি কলম্বোয় হাওয়া খেতে যেতে বলেন।

রাজা। সে কোথায়?

অবলা। লঙ্কায়।

রাজা। উত্তম স্থান—উত্তম স্থান; বেশ—তা যাওয়া হচ্ছে না কেন?

মুচ। পায়ে পাথর, ডিঙ্গুবেন কেমন করে?

পারি। তাও তো বটে—তাও তো বটে!

অবলা। জাহাজে যাওয়া যায়, কিন্তু কাপ্তেন সাহেব ঠিক কত্তে পাচ্ছেন না, আমার যাবার ভাড়াটা মালের হিসেবে ধর্‌বেন কি মানুষের হিসেবে ধর্‌বেন।

প্রেম। আমি বলি, উনি মধুপুর যান; শুনেছি, সেখানকার জল ভাল, পাথরও হজম হয়ে যায়।

মুচ। তার চেয়ে এক কাজ আছে—কোথায়ই যেতে হয় না; আমরা রাজ-মোসাহেব, আমাদের ভিতরকার আওহালটা ওঁকে শুনিয়ে দিলেই হয় পাষাণ বিদীর্ণ হবে, নয় গ'লে যাবে।

(সোণালীর প্রবেশ)

সোণা— (গীত)

মুখখানি তো বেশ।
আধখানি চাঁদ কপালখানি কাদম্বিনী কেশ॥
ঠোঁট দুখানি হাসি আঁকা,
একটু যেন বিষাদ-মাখা।
ভুরুদুটী পরিপাটী নাহি কুটিলতা-লেশ॥
কিন্তু কুলে কালি ছুঁলে, দংশে এসে ফণা তুলে,
কুলবতী কুল হারালে দুর্গতি অশেষ!
নয় নিরাপদ, সেই যুবতীর পতির গলদেশ॥

মর্ক। ইস্‌! গানটা শুনে যে উজীর সাহেবের দাড়ীতে তরঙ্গ উঠ্‌ছে।

প্রেম। কি জান, একে গান—তার স্ত্রীলোকের গলা!

মর্ক। হাঁা, একটু টলাটলির কথা বটে।

মুচ। উজীর সাহেব কি গালে গোবর-টোবর রেড়ির খোল-টোল দেন না কি?

প্রেম। কেন?

মুচ। তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম; ভাল সার না পেলে, অমন লম্বা হয়ে দাড়ী গজালো কেমন ক'রে? নিদেন এক জোড়াও ভাল কম্বল তোয়েরী হোতে পারে।

মর্ক। না হে না, ও দাড়ী নিয়ে ঠাট্টা ক'র না; উজীর সাহেব হিসেবী লোক, বুঝে সুঝেই খেউরী হন না, ওঁকে দাহ কর্‌বার সময় আর ধন্‌চে লাগবে না, দাড়ীর আগুনেই চিতা ধ'রে যাবে।

প্রেম। থাম থাম—মরা-টরার কথা কেন, আমি কি বুড়ো হয়েছি? এখানে একজন মেয়েমানুষ রয়েছে, ওঁর সামনে যা তা বলে না বলছি। হাঁা গো সোণালী! এখানে আর আমরা দাঁড়িয়ে কি কর্‌বো? তোমাদের রাজা অবলা-সিংহের ব্যায়রাম তো বড় শক্ত দেখছি, আমরা আর এর উপায় কি কর্‌বো?

সোণা। উপায় আমি ক'রেছি, রাণীর

বিছানার নীচে এইখানা ছিল—এইটাই তাঁর যাদুর ছড়ী, আমি চুরি ক'রে এনেছি; মহারাজ যা মনে ক'রে এই ছড়ী ছোঁয়াবেন, তাই হবে। নিন,—আপনাদের মধ্যে যাঁর অমাবস্যায় জন্ম, তিনি "যেমন ছিল তেমনি হোক্" ব'লে রাজার গায়ে ছড়ীটে ছুঁইয়ে দিন।

মুচ। তবে উজীর সাহেব, আপনিই ছড়ীগাছটা নিন।

প্রেম। কেন—আমার কি অমাবস্যায় জন্ম?

মুচ। হ্যাঁ।

প্রেম। তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে?

মুচ। পাকাচোর না হোলে কি রাজমন্ত্রীর কার্য্য কর্ত্তে পারে, আর অমাবস্যায় জন্ম না হোলেও পাকাচোর হয় না।

সোণা। হ্যাঁ মহারাজ! আমিও এ বিষয়ে সাক্ষী দিতে পারি যে, মন্ত্রীমহাশয় পাকাচোর।

রাজা। কেন?—তোমার কিছু চুরি করেছেন না কি?

সোণা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার গোরু-বাঁধা দড়ীগাছটা।

প্রেম। সে কি!—কখন্ তোমার দড়ী চুরি কর্‌লুম? আমার দড়ীর অভাব!

মর্ক। তা বৈ কি—উজীর সাহেবের দাড়ীতে যা কোষ্টা গজিয়েছে, তা পাকালে অমন বিশ-গাছা কাছি হয়।

সোণা। না মহারাজ! সত্যি ব'ল্‌ছি, আমার প্রাণগরুটী একটী দড়ীতে বাঁধা ছিল, মন্ত্রীমহাশয় সেটী চুরি করেছেন, তাই আমার প্রাণটা ওঁর জন্য হাম্বা হাম্বা ক'রে বেড়াচ্ছে।

মর্ক। বটে, আপনার এই কাজ! রসুন, আমি উজীরণীকে ব'লে দিচ্ছি।

প্রেম। কি ব'লে দেবে? বদ্‌মাইস লোক সব, যাও, আমি থাক্‌তে চাইনে এখানে।

(গমনোদ্যত)

সোণা। (মন্ত্রীর দাড়ী ধরিয়া) আরে ছি উজীর সাহেব, এই বুঝি তুমি রসিক, একটা ঠাট্টা শুনেই চটে চল্লে? নাও; এই ছড়ীগাছটী হাতে নাও; বল যে, "কালাদানার হুকুম, আগে যা যেমন ছিল, শীগ্‌গির সব তেমনি হ" ব'লে রাজপুত্রের গায়ে একবার ছোঁওয়াও।

পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠোক ঠোক।

প্রেম। (ছড়ী লইয়া) 'কালাদানার হুকুম, আগে যা যেমন ছিল, শীগ্‌গির সব তেমনি হ।' (যাদুযষ্টির দ্বারা ভূমি ও রাজাকে স্পর্শ, রাজপুত্রের পূর্ব্বকান্তিপ্রাপ্তি)

রাজা। বাঃ বাঃ চমৎকার! আশ্চর্য্য! কি যাদু!

পারি। কি যাদু! কি যাদু!

শম্বর। রাণীর যাদু গেল ভেসে।
আমি বেঁচে উঠলুম হেসে॥

(লম্ফপ্রদানে উত্থান)

পারি। এ কে রে বাপ!

সোণা। আজ্ঞে উনিই।

প্রেম। উনিই কিনিই?

সোণা। যাদুকরীর সখের যাদু রাণী ওঁরই প্রেমে মজে, ঐ মোহনরূপ ভ'জে, এই জঞ্জালটা জজালেন।

প্রেম। হ্যাঁ হে বাপু, তোমার এই কাজ?

শম্বর। আজ্ঞে উজীর সাহেব, আমি মাইনের চাকর, রাজার হুকুমে তাঁর জুতো ঝেড়েছি, আর রাণীর হুকুমে—

মর্ক। তাঁর ঘরে হাঁড়ী কেড়েছ, বেশ করেছ।

শম্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ, বেয়াদবি করি কেমন ক'রে, আপনি ভদ্রলোক, বুঝে দেখুন।

অবলা। মহারাজ হরদম্‌সিং বাহাদুর! আপনার জন্যই আমি প্রাণ পেলুম, আপনার জন্যই এই শ্মশান আবার রাজ্য হলো।

রাজা। অবলাসিং! তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন, তোমার দুঃখের অবসানে

আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছি; কিন্তু যা কিছু শুভাশুভ ঘটনা হ'লো,—সে আমার দ্বারা নয়, তোমার এই সোণালীর গুণে।

অবলা। হ্যাঁ সোণালী, তোমার এত গুণ! এমন সুন্দর হৃদয়! আমি কি দিয়ে তোমায় পুরস্কৃত কর্‌বো?

মর্ক। আজ্ঞে, ওঁর একটী বিবাহ দিন; মন্ত্রী মশায় উপস্থিত আছেন, ওঁর উপস্থিত গৃহিণী শুন্‌ছি ভেক নেবেন।

মুচ। হাঃ হাঃ হাঃ! বেড়ে ব'লেছ, খুব রসিকতা ক'রেছ।

অবলা। আজ বড় আনন্দের দিন, বল সোণালী তুমি কি পুরস্কার চাও?

সোণা। আজ্ঞে, আমিও ক্ষত্রিয়কন্যা।

অবলা। বটে বটে, স্মরণ ছিল না; বল কি পুরস্কার নেবে?

সোণা। মহারাজ ধার্ম্মিক, যুবাপুরুষ, স্বজাতীয়; কুমারীকে কি পুরস্কার দিতে পারেন, আপনিই বিবেচনা করুন।

অবলা। বুঝেছি, তোমার ন্যায় সুন্দরী ও গুণবতী হলে সে ভাগ্যবান্ পুরুষ, তাকে আপনার অঙ্কশোভিনী ক'ত্তে পারে। সোণালী, আজ থেকে তুমি এই রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী— আমার

পারি। উজীর সাহেব, উলু দিন—উলু দিন—উলু—উলু

প্রেম। এ কেমন হলো—এ কেমন হলো!

সোণা। মন্ত্রীমশায়! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, আপনি দুঃখ কর্‌বেন না, এ জন্মে আমি আপনাকে কখনই ভুল্‌বো না, আপনার সঙ্গে চিরকালই আমার সম্বন্ধ থাক্‌বে। আজ থেকে আমায় মাসী ব'লে ডাকতে পারেন!

পারি। (হাস্য)

নেপথ্যে। (বিকট শব্দ, চীৎকার ও ক্রন্দনরব।)

(সত্রাসে তড়িতার প্রবেশ)

তড়িতা। রক্ষা কর, রক্ষা কর, মহারাজ হয় আমায় ক্ষমা কর, নয় আমায় মেরে ফেল, ভূতের উপদ্রব আর সহ্য হয় না।

রাজা। এ কি!—ইনিই রাণী না কি?

সোণা। আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনিই রাণী তড়িতা সুন্দরী।

তড়িতা। মহারাজ, যাদুর যষ্টি হারিয়েছে, এখন দৈত্য আমার উপর ভয়ানক উৎপাত কচ্ছে, আপনি না রক্ষা কল্লে উপায় নাই।

প্রেম। ভূত পুষলেই তার হাতে মত্তে হয়, আমি শুনেছি।

রাজা। অবলাসিং, তুমি রাজা ও স্বামী, দোষীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাই তুমি।

অবলা। মহারাজ বাহাদুর! বিবাহ ক'রেছি, একদিন আদরও ক'রেছি, ওর অপমানে আমার অপমান। সিংহাসন হতে নির্ব্বাসন, নির্জ্জননিবাস, রাজরাণীর পক্ষে উহাই যথেষ্ট।

পারি। বাঃ বাঃ—

সোণা। মহারাজ! প্রাণেশ্বর! আপনি নামে অবলাসিংহ, কিন্তু আজ পুরুষসিংহের ব্যবহার দেখালেন! দাসীর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর্‌বেন, স্ত্রীলোক ঠিক দর্পণের মতন, ভাল ক'রে রাখ্‌লে স্বচ্ছবক্ষে নিজের প্রতিবিম্ব পরিষ্কার দেখ্‌তে পাবেন; কিন্তু একটুতে ছড় লাগে, ভেঙ্গে যায়, এমন কি, নিশ্বাসটীর পর্য্যন্ত দাগ পড়ে। মহারাণি! সৌভাগ্যবলে আমি আপনার সতিনী হলেও আপনার দাসী। আসুন, দুজনে একবার নারী-হৃদয়টা এঁদের বুঝিয়ে দি!

(গীত)

সোণা। আমাদের রাখতে হয় সাবধানে
তড়িতা। না হয় একটু এ দিক্ ও দিক্।
সোণা। পায় গো সুধারাশি ব্যাভার যে জানে
তড়িতা। আর পুরুষ আপনি থাকে ঠিক॥

সোণা। আমরা যুথিফুলের বার,
তড়িতা। কিন্তু গলায় দিলে বারেবার,
সোণা। সৌরভ সুষমা আধার
তড়িতা। জ্যোতিহারা পূতিগন্ধ তার।
সোণা। আলতো আলতো তুলতে হয়,
তড়িতা। শুকতে মাই অধিক॥
সোণা। আমরা খাঁটি দুধের বাটী,
তড়িতা। কিন্তু জালে দিও ভাঁটি,
সোণা। অতি পুষ্টিকারী মিষ্টি পরিপাটি,
তড়িতা। নইলে আঁকলে সব মাটি ;—
সোণা। কল্লে ঘন মেরে আহা খেতে বেড়ে
তড়িতা। হয়গো বল্‌কাতে টনিক।
সোণা। আমাদের ভালবাসা বেশ ভাল,
তড়িতা। তাতে হাতে পাই মাণিক,
সোণা। কিন্তু নাইটী দিলে মাথায় উঠি
তড়িতা। নাচি ধিনতা ধিনিক্ ;
সোণা। প্রেম আউটে রাখা তাইতো বটে
তড়িতা। ভাওটো হওয়া ঘোর বাতিক॥

সপ্তম দৃশ্য।

রঙ্গপট।

বাদ্য ও নৃত্য।

পটপরিবর্ত্তন।

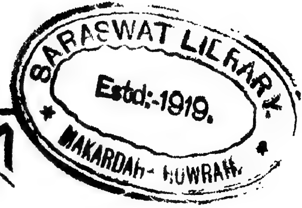
মানস সাগর।

অপ্সরাগণের গীত ও প্রমোদ-নৃত্য।

দিল্ ভরকে খেল্ খেলো ভাই।
আবি বাজাও তালি।
ঠমকে আং হেলায়ে চল নাচি চলি॥
ঠুন্ ঠুন্ ঠুনা না না কাহেঙ্গে না বোলি।
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুনু-নু-নু বাজে
পাঁয়জের ঝলমলি॥
আঁখিয়া ঝমক মারে চমকে বিজলী॥

যবনিকা।

আদর্শ-বন্ধু



[নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

দণ্ডার সিংহ	...	সেনাপতি (ভবিষ্যতে মন্দাবতী-পতি)।
রাও দিনকর	...	ভা'য়াতের প্রধান সর্দ্দার।
" পৃথ্বীধর	...	সৈন্যাধ্যক্ষ।
" মতিচাঁদ	...	ভা'য়াতের নব-সভাপতি।
" জুলাইচাঁদ	...	সর্দ্দার।
অংশু	...	দিনকরের পুত্র।
পাহাড় সিংহ	...	সেনানায়ক।
রাও কুম্ভ সিংহ	...	পৃথ্বীধরের পিতা।
চট্সাঁই।		
উদরায়ণ	...	পুরোহিত।
লট্কা	...	দিনকরের ভীল-ভৃত্য।

ভট্টদ্বয়, সৈনিকগণ, সর্দ্দারগণ, ভৃত্যগণ, জহুরী, সরবতওয়ালা, ফুলওয়ালা, বালকগণ, গ্রহাচার্য্য ও ঘাতক ইত্যাদি।

স্ত্রী।

আশাবতী	...	পৃথ্বীধরের বাগ্দত্তা-পত্নী।
হিরণ্ময়ী	...	দিনকরের পত্নী।
অরুন্ধতী	...	আশাবতীর মাতা।
শিলাবতী, কমলা, যমুনা ও ভদ্রা		পুরকন্যাগণ।
ভাগীরথী	...	পরিচারিকা।

নাগরিকাগণ।

আদর্শ-বন্ধু

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—*—

মন্দাবতীর চক।

নাগরিকাগণ)

(গীত)

মধু যামিনী জাগো—জাগো ব্রজবালা।
আজি দোলে দোলে, হোরি খেলে নন্দলালা।
মারে কুমুম পিচকারী, শ্যামলিয়া গিরিধারী,
লাল পিয়ারী অঙ্গভালা ফাগে উজালা॥
লাল তপন-তনয়াতট, লাল কদম্ব বট ;—
লাল গোপী-কটি-শোহন ঘট,
লাল তনু কালা শঠ নট ;—
লাল কেশ লট পট ছোটে যুবতী-মালা॥

[নাগরিকাগণের প্রস্থান।

(ভট্টদ্বয়ের প্রবেশ)

শোহন। তোমাদের মন্দাবতীতে তো হোরির ধূম খুব বেশী দেখতে পাই।

দোকান। আইয়ে ভট্টজী মহারাজ, দো এক পুরুয়া তনি সরবৎ তো পি লিজিয়ে,— সরবতে আনার, আঙ্গুর কি সরবৎ, ফলসা কি সরবৎ, সরবতে বনকৃসা—

লছমী। চলো ভাইজী, থোড়া সরবৎ তো পিও।

শোহন। আরে সরবৎওয়ালে, তোম্ কোন্ জাত হো?

দোকান। কুছ ডর নেই, পি লিজিয়ে, মরু গন্ধি হুঁ, আইয়ে বৈট যাইয়ে।

(জনৈক জহুরীর প্রবেশ)

জহুরী। আরে গন্ধি ভাই, এক পুরুয়া বনকৃসা, আউর পুদিনা মিলায়কে দেও, তনি গোলাপপত্তি দে দেও, আজ বড়া গরম চড়া।

দোকান। আইয়ে কহিয়ে শেঠজী, হোরিক দিনমে বিচা কিনা ক্যায়সা ভয়া?

জহুরী। আউর বিচা কিনা! যো দেশমে রাজা নেহি, হুঁয়া জহুরীকো, আউর বড়া বড়া কারিগরকো অন্ন কাঁহা?

শোহন। দেশে রাজা নাই, এ কি রকম কথা? তবে তোমাদের শাসন পালন চলে কি রকম?

লছমী। তুমি কি জান না প্রায় ষাট সত্তর বৎসরের উপর আমাদের কচ্ছ দেশে রাজা নাই; শেষ রাজা ধানুকী সিংহ অপুত্রক ছিলেন, তিনি মৃত্যুকালে রাজ্যের সমস্ত বিশিষ্টলোককে শয্যা-পার্শ্বে ডাকিয়ে বলে গিয়েছিলেন, "দেখ, পোষ্যপুত্র দ্বারা আমার বংশ ও রাজ্যরক্ষা করা চিরদিনই অনিচ্ছা; তোমরা প্রজাবর্গ আমার সন্তান, আমি এই রাজ্য আমার সন্তানকে দান করে গেলেম। তোমরাই আমার প্রকৃত উত্তরাধিকারী, সকলে মিলে তোমাদের মধ্য হ'তে একাধিক ষষ্টিজন সচ্চরিত্র সুবিদ্বান্ শাস্ত্রজ্ঞ সদ্বংশজ নাগরিককে সাধারণের অভিমতে সর্দাররূপে মনোনীত করবে।

শোহন। বাঃ, এ তো মন্দ নয়, মহারাজ ধানুকী সিংহ এ বুদ্ধি পেলেন কোথা থেকে?

লছমী। তাঁর বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা কত্তে হয় বটে, কিন্তু কচ্ছরাজ্যে এ প্রণালী একেবারে নূতন নয়। পূর্ব্বে রাজতন্ত্র বর্ত্তমানেও রাজা সকলের সম্মান ভোগী-হ'য়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাক্‌তেন বটে, কিন্তু দুই শতাধিক উচ্চবংশজ ঠাকুরগণই রাজ্যের বিধি-বিধানাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; তবে মহারাজ ধানুকী সিংহ সেই প্রথা অধিক প্রসারিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন; কেবল মৌলিকঠাকুরগণই নয়, যোগ্য হ'লেই সকল প্রজারই সাধারণের মত লইয়া ভা'য়াতে আসন লাভ কর্‌বার অধিকার হয়েছে।

শোহন। ভা'য়াত কি?

লছমী। আগেকার ঠাকুর-সঙ্গতকে ভাদিয়াৎও বল্‌তো, ভাইয়াৎও; বল্‌তো; এই ভা'য়াতে প্রতিবৎসর একজন করে প্রধান নির্ব্বাচিত হয়। অধিকাংশ সর্দ্দার যাঁর পক্ষে মত দেন তিনিই প্রধান হ'ন। এই হোরি-পূর্ণিমায় সেই নির্ব্বাচন হয়, তাই আজ এখানে অন্য দেশের চেয়ে হোরির ধূম বেশী দেখ্‌ছ।

শোহন। বটে, তাই এত উৎসাহ!

লছমী। উৎসাহ হবে না! প্রতি প্রজারই মনে আছে, উপযুক্ত হলে তার, না হয় তার সন্তান-সন্ততির একদিন না একদিন রাজকার্য্যে ক্ষমতা হবে।

(চট্‌সাঁইয়ের প্রবেশ)

চট্। হবে হবে—রাজা হবে। বাবা, তোমরা দুজনে কে বাপ, যেন এক বোঁটাতে দুটী বেগুণ; এলেবাস পোষাক, মাথায় টোপর, ঠিক এক করেছ; ভক্ত বুঝি? তবে খট্‌কা রেখ না বাপ; যাদুধন মোর, শিয়াল কি কখন বাঘ হয়? মনিষ্যি কি দেবতা হয়? রাজা বলে তো একটা মানুষ ভগবান্ পয়দা করেন না; যার হাতে জোর, সেই মন ভোর; বাপ রে আমার, ক্ষমতাটা পেলেই অমনি ভারী হয়ে উঠতে হয়। এই দেখ না বাপ-মাকে ভুলিয়ে পালালেম, একটা মেয়েমানুষের কাছেও কয়েদ হলেম না, গাছপালাকে আপনার করে নিয়ে সংসার কর্‌লেম; যতদিন লুকিয়ে ছিলেম—ছিলেম ভাল, তার পর চট্‌-টট্ পরে চিম্‌টে হাতে নিয়ে যেই দুদিনের তরে সহরে এলেম, অমনি দেশ শুদ্ধ মিলে আমায় মাটী কর্‌বার চেষ্টা করেছিল।

লছমী। সে কি সাঁইজী, তুমি কৌমার সন্ন্যাসী, তোমায় মাটী করে কে?

চট্। আর মাটী করে কে? মাটী করে মাটী। এই মাটীর দোষ রে বাপ মাটীর দোষ। কারুর কি এতে রক্ষা আছে, যেমন ছুঁয়েছ মাটী অমনি হয়েছ মাটী। দেখ না, তুই নারাণে, অমন গোলকের মজা ছেড়ে দীনবন্ধু হতে মাটীর মানুষ হ'য়ে মাটীতে এলি, আর অমনি সে বৃকভানুর সুন্দর মেয়েটাকে দেখে মাটী হয়ে গেলি; দূর দূর, এই মাটীই খারাপ—এই মাটীই খারাপ! এতে রাম মাটী, কৃষ্ণ মাটী, যে আসে সে মাটী; সব মাটী।

দোকান। সরবৎ পিওগে সাঁইজী?

চট্। কে তোর সরবৎ খায়, মাটী গোলা মাটী গোলা; মানুষের পেটে মানুষ হয়, ছাগলের পেটে ছাগল হয়; তোর বনক্‌সাই বল্, আর আনারই বল্, আনানাস ফল্‌সা যাই হোক্, সব তো মাটীর পেটে হয়েছে—মাটী নয় তো কি? ও মা দেখ না, কাপড় চোপড় ছেড়ে চট পর্‌লেম, কোথায় লোকে আমায় ঘেন্না করবে, না এ আস্‌ছেন পাদোদক জল নিতে, উনি আস্‌ছেন চরণে ফুল দিতে, ইনি এলেন মুখে ক্ষীর দিতে; রবুয়া বলে ঔষধ দাও, সুভদ্রা বলে, ছেলে দাও, ভজুয়া বলে, টাকা দেও, মুন্নালাল সভা করে আমায় বলে, ধর্ম্মের বক্তিমে দাও; এ এসে বাজনা বাজায়, ও এসে ফুলের মালা দেয়, আবার কারু কারুর কাছে শুন্‌তে পাই, আমি "বুদ্ধদেব"—আবার

জন্মেছি। আর মাগীদের তো কথাই নেই, পান চিবুতে চিবুতে ভক্তিভাবে নয়ন ঠেরে "বাবা" বলে আমায় প্রেমের ফাঁদে ফেল্‌তে চায়। দূর দূর, মাটী না ছাড়লে মাটী যায় না।

শোহন। তা সাঁইজী, কেন বনে যাও না।

চট্। যাব তো মনে করি, কিন্তু মনের কোণে মাটীর ঘা লেগেছে। পণ্ডিত মথুরাদাস আমার স্তোত্র লিখেছেন! জগমল ভাস্কর আমার মূর্ত্তি গড়ে বেচেছে! আর রোজ রেতে মেয়েমানুষ পা টিপ্‌তে আসে। সংসার ছেড়ে পালিয়েছিলেম, কিন্তু মাটী ছেড়ে পালাতে পাচ্ছিনে; তাই বল্‌ছিলেম, তোদের মাটীর রাজ্যি, এতে কোন উপায় নেই; নামে কি এসে যায়, তোদের রাজার ছেলেই রাজা হোক্, আর কেলুয়া ভুলুয়াই সর্দ্দারী করুক্ যার হাতে দাণ্ডা, সেই ষণ্ডামীর পাণ্ডা সেই কোলের দিকে টান—কাঙ্গালের মৃত্যুবাণ। মধুময় রাণী ধারে মুড়ি দেয়নি,—তার চাল কেটে দে। "জোর যার মুল্লুক তার", দুনিয়ার এই আচার;—সব ভুয়ো—সব মাটী।

(গীত)

ওরে ওরে দেহখান দর্পণে দেখে বয়ান,
ছল করে বল্ রে মন আমি বড় রূপবান্,
কিন্তু সব মাটী—সব মাটী!
মাটীতে ফোটে ঘাস, গরু এসে করে গ্রাস,
তাতেই সে জীবন ধরে, মাটী দুধ হয়ে ঝরে
বাবু ভাই রাজা মশাই যায় আদরে;—
আরে সেও মাটী—সেও মাটী!
রাজা বসে দমকে, শিরে হীরে ঝমকে,
সে ময়লা কাটা কয়লাখানা,
পোড়া মাটীর বাবুয়ানা;—
খালি চক্ চকানে ঝক্ ঝকানে মাটী!!
ওরে যার চোখটী দেখে হয় মাতাল,
ভাব্‌ছিস বসে আকাশ পাতাল,
কর্‌ছিস মনে হলি মাটী;
সেই কাল কেশ—এলো বেশ,
ঢল্ ঢল্ ঢল মুখটী সরেশ;—
ওরে চট্ সাঁই কয় আর কিছু নয়;
সেও মাটী—সেও মাটী!!

[প্রস্থান।

জহুরী। পাগ্‌লা কেয়া বোলো—মিট্টি মিট্টি আরে যব্ তক্ জিন্দগি, তব্ তক্ সম্‌ঝো আপনা ভালাই; বোলতে হো হীরাকো কয়লা! কয়লাকা দাম মে কভি হীরা মিল্‌তা হ্যায়?

শোহন। জান্‌তা হু ভাই সব, আদমীকা তন আউর কুছ নেহি—শ্রেফ মিট্টি মিট্টি! লেকেন এক হাঁসিয়া আঁখি সুরতি বদন দেখকে কোন্ চুপ রহ সকে।

লছমী। জহুরী মশাই যা বল্‌ছেন ঠিক; আর চট্‌সাই যা বল্‌ছিলেন যে, ক্ষমতা পেলে সামান্যলোকও রাজার মেজাজ ধারণ করে, তা নিতান্ত মিথ্যা নয়; এই আমরাই ত মত দিয়ে একজনকে ভা'য়াতে পাঠাই তার পর সেই আবার আমাদের চিন্‌তে পারে না।

জহুরী। আমার পরদাদার কাছে শুনেছি যে, আগে কেত্ত জহরৎ—কেত বেনারসী শাড়ী—কেত তস্‌বীর, কেত পুতলি এই মন্দা-বতীরাজ্যে বিক্রী হতো; রাজা আপনি নিতেন, তাই দেখে বড় বড় সর্দ্দারেরা, এমন কি, ছোট ছোট রায়তরা থোড়া দামে কিনে নিত। কিন্তু ভা'য়াতের রাজা হ'য়ে সব কমিনা কর্ত্তা হয়েছে, তাদের কাছে আর আমরা সওদা বিচ্‌বো কি?

লছমী। তা সত্য, রাজা উৎসাহ না দিলে কলা কবিতাদির আদর হয় না; এখন চল।

(ফুলওয়ালা বালকগণের প্রবেশ।)

(গীত)

দোলের দিনে ফুলের মালা গলায় দোলা না।
দুলিয়ে মালা জুয়ানবালার মনটী ভোলা না॥

আমার মন মাতান জাতি ফুলের হার,
মাঝে মাঝে থাকে থাকে রমণের বাহার;
আপনি সেজে সাজিয়ে তারে,
(আয় রে আয়) শেষে ঝোলা না।
দেখ্ দেখ্ টাট্‌কা ফুল আটকা সুতোয়
কালকের তোলা না॥

শোহন। ইধার আও বাচ্চে, দেখে তেরা হার; জোড়ি কেত্তা লেওগে?

১ম। ভট্টকে পাশ দাম নেহি লেতে, এই লেও—পহিন লিজিয়ে, আশীষ দিজিয়ে—

বালকগণ। দাম নেহি লেতে, আশীষ দিজিয়ে, মেরা মালা লেও, মেরা মালা লেও।

(মালাদ্বারা ভট্টদ্বয়কে সজ্জিতকরণ)

ভট্টদ্বয়। জীতা রও বাচ্চে, জীতা রও, কিষণজী মঙ্গল করে।

[বালকগণের প্রস্থান।

শোহন। আহা, ওই মালীর ছেলেগুলি তো বড় শান্ত, ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে।

লছমী। ভাইজী, ভারতবর্ষে ভট্টের সম্মান এখনও মলিন হ'য় নাই।

(তিনজন সর্দ্দারের প্রবেশ)

১ম সর্দ্দার। আপনি বুঝছেন না, মতিচাঁদকেই প্রধান করা উচিত।

২য় সর্দ্দার। কেন কেন—আমি শুন্‌তে চাই কেন? আমি যদি শোহনলালের দিকে মত দিই?

১ম সর্দ্দার। শোহনলাল কে? তুমি কি দণ্ডারের কথা মান্‌বে না?

২য় সর্দ্দার। কেন, দণ্ডারের কথা মান্‌বো কেন? আমি কিছু ধারি তার—না হয় দেব—সময় হলেই দেব।

১ম সর্দ্দার। সময় হলেই দেবে কি? তিনি স্পষ্ট বলেছেন—"যে আমার দেনা রাখে, আজই দি'ক—নয় মতিচাঁদকে প্রধান করুক; যে না এ কথা শুন্‌বে, দেনার দায়ে সে আমার গোলাম হবে।"

৩য় সর্দ্দার। তা অনেক সর্দ্দার কাজে কর্ত্তব্যে দণ্ডারের গোলাম হয়েই আছে। মতিচাঁদ প্রধান হবেই হবে।

[সর্দ্দারগণের প্রস্থান।

শোহন। ও ভাইজী, তোমাদের প্রজাতন্ত্র তো বুঝ্‌ছি; সেই গোলমাল, সেই বলের প্রভুত্ব, ধনের আধিপত্য। চট্‌সাঁই যা বলে গেল, মিথ্যা নয়। ঐ শোন, কোথায় আবার হোরির গান হচ্ছে, চল দেখি গে। একে নবীন বসন্ত—তায় দোললীলা, জন-সাধারণের আমোদ হবে না কেন; বৃন্দাবনের কবি-বর্ণিত ছবি যেন আজ চখে আস্‌ছে!

(গীত)

সাজিয়া শ্যামল বেশে, ফুল পরে হেসে হেসে
যৌবনে জাগিয়ে ধরা করে ঢলমল।
মধুময় বৃন্দাবন, আনন্দেতে নিগমন
মধুমাসে মধুরসে ভাসিল সকল॥
নাশিয়ে নিশির মসী, আকাশে বসিল শশী
চাঁদির চাঁদ্‌নী ঢেলে ভুবন ভুলায়।
মৃদুল পবন বায়, ফুলে ফুলে ব'য়ে যায়
ব্রজের দুলালী মন মদনে দুলায়॥
তরুণ তমাল-তলে, নীপমূলে দলে দলে
সেবা-কুঞ্জে গোপীপুঞ্জে প্রমোদেতে ধায়।
হাতে আবীরের থালা, প্রেমিকা গোপের বালা
আকুলিতা পুলকিতা দেখে শ্যামরায়॥
নাচে গোপী বনমাঝে, কাঁকালে মেখলা বাজে
শ্যাম সনে নাচে রাধা শুনে প্রেমগান।
নাচিতে ফেলিতে পদ, ফুটে উঠে কোকনদ
ফুল্লমদে হৃদিহ্রদে বহিছে তুফান॥
কেহ লয়ে পিচকারী, শ্যামে করে টিটকারী
(বলে) কোথা দেব কানু ফাগ তব কাল অঙ্গে।
আয় আয় সয়ে আলি, চাঁপায় লাগিবে কালি
কাজ নাই ওলো রাই থেকে কাল সঙ্গে॥

রাই বলে ছি ছি ছি ছি, ও কি কথা বল সখি
শ্যামের সুষমা যত ধলাতে কি আছে।
কাল গায় ফাগ-ঘটা, জলদে বিজলী-ছটা
যদি ধলা চা'স বালা যা চাঁদের পাছে॥
উঠিল হাসির রঙ্গ, বাঁধ ছাদ হলো ভঙ্গ
প্রেমের তরঙ্গে আজ মাখামাখি খেলা।
সরমে ভরমে ঢিল, লাজের দুয়ারে খিল
কোলাকুলি খোলাখুলি আবীরের মেলা॥

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নগরপ্রান্ত।

পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সৈন্য।

সৈন্যগণ। জয় দণ্ডার সিংহের জয়, সেনাপতির জয়।

পাহাড়। আস্তে আস্তে, এখনও সময় হয়নি, এখন অত বাড়াবাড়ি করে কাজ নেই —দণ্ডার সিংহের জয়-ঘোষণার দিন শীঘ্রই আস্‌বে;—তখন যত সাধ থাকে, যত উৎসাহে পার, তাঁর জয়গান করো।

১ম সৈন্য। দিন আস্‌বে কি—এসেছে; আমরা যোয়ান, যুদ্ধই জানি, সেনাপতিকেই চিনি।

২য় সৈন্য। তা বৈ কি! সর্দ্দারেরা আমাদের জন্যে কি করেছেন? যুদ্ধ বাধ্‌লে যে আমরা বুকের রক্ত দিতে—প্রাণ দিতে যাই, তা কি তাঁরা মনে রাখেন? একটু আমোদ করে স্ফূর্ত্তি করে বেড়ান দূরে থাক, আমরা পেট ভরে খেতেই পাইনে।

৩য় সৈন্য। হুঁ, পেট ভরে খাবে? আমি যা পাই, তাতে আমার মাসে পোনের দিনও কুলায় না, তা তোরা দিবি না দিবি—যোয়ানের যা কাজ লুটেপুটে খাই, তাই কর্‌তে দে। তা' নয়,—সব ধর্ম্মের রাজ্য কচ্ছেন। আমি একদিন একটা চামারের খাসি কেড়ে নে গে মেরে খেয়েছিলেম, তা ঐ সর্দ্দার দিনকর কি না আমায় তিন দিন কয়েদ কর্‌বার হুকুম দিলে, আর খাসীর দাম বলে আমার মাইনে থেকে কেটে আটদাম সেই পাজী চামার বেটাকে দিলে।

১ম সৈন্য। হ্যাঁ, ঐ দিনকর বেটা ধর্ম্মের ঢেঁকি। আমি একবার একটা দোকানদারের কাছ থেকে একটা সাঁচ্চা টুপী নে হাস্‌তে হাস্‌তে মাথায় দিয়ে চলে গিয়েছিলেম, তার পর ভাং খেয়ে কোথায় পড়ে যায়, আজও খুঁজে পাইনে; তা এই জন্যে কি না সাজা দিয়ে আমায় অপমান কর্‌লে।

৩য় সৈন্য। যা হোক বাবা, আমাদের দণ্ডার সিংজীর জয়জয়কার হোক্, তাঁর চাঁদীতে এবছরের হোরীটে মজায় কাট্‌বে; আমি তো একঘড়া ভাং আর দুটো খাসী একলা খাব। কি বল্‌বো হাতীয়ার, সব কেড়ে রেখেছে, নৈলে আজ সকলে ভাং আর খাসী খেয়ে এই ফাগুয়ার রাতে বাজারকে বাজার লুটে ফেল্‌তেম; জঙ্গী যোয়ানের হাতে হাতিয়ার নেই—লুঠ কর্‌বার এক্তারই নেই, ছোঃ ছোঃ ছোঃ! কি অন্যায়—কি অরাজক!

পাহাড়। ঐ যা বল্লে অরাজক, আসল কথা—অরাজক; দেশে রাজা না থাক্‌লে কি জঙ্গী যোয়ানের কদর হয়? সামান্য লোক সব রাজ্যের ক্ষমতা পায়, তাদের ছাতী কত? যে আমাদের খেলাত দেবে, বক্সিস্ দেবে, লুঠ-তরাজ কর্‌বার হুকুম দেবে? রাজা চাই—রাজা চাই।

২য় সৈন্য। 'ক—কিন্তু একটা কথা তো মান্‌তে হবে? আমাদের রাজা ধানকী সিংহ তো এই মন্দাবলী সব প্রজাকে দান করে গেছেন; আমরা তো প্রজা, একদিন আমা-

দের ছেলেপুলেরাও তো সর্দ্দার হ'য়ে হুকুম চালাতে পার্‌বে?

১ম সৈন্য। ছাই পার্‌বে, আমাদের কপালে ছাই হবে; এই জনকতক বড় লোক আর শাস্ত্রপড়া মুখ-গোমড়ারা খালি আপনাদের ভেতর বাছাবাছি করে সর্দ্দার হচ্ছেন, সভাপতি হচ্ছেন, আর মজা করে আপনাদের যে যেখান আছে, তাদের পেট ভরাচ্ছেন।

পাহাড়। আর আমাদের তো ভা'য়াতে প্রবেশ কর্‌বার অধিকার নেই; সৈন্যদের জন্য ভা'য়াতের দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ।

৩য় সৈন্য। দেখ দেখি, কি অন্যায়, শত্রুর মুণ্ড নিতে আমরা, বুকের রক্ত দিতে আমরা, আর আমাদেরই কখনও সর্দ্দার হবার সম্ভাবনা নাই? অরাজক!—অরাজক!!

পাহাড়। ঠিক্—ঠিক্, অরাজক!—অরাজক!! রাজা চাই—রাজা চাই।

১ম সৈন্য। সে আর আমাদের অদৃষ্টে হবে না, রাজবংশ তো লোপ হয়েছে।

পাহাড়। তোমরা কি জান না যে, আমাদের দণ্ডার সিংজী পুরাতন রাজবংশীয়?

সকলে। সে কি! সে কি!

পাহাড়। খুব নিকট, বার পুরুষ ছাড়াছাড়ি; তার উপর আমার বোধ হয়, যে—চামুণ্ডা মায়ীর ইচ্ছা—দণ্ডার সিংজীই মন্দাবতীর রাজা হন।

১ম সৈন্য। চামুণ্ডা মায়ীর ইচ্ছা! তিনি কি কোন স্বপ্ন-টপ্ন দিয়েছেন?

পাহাড়। না, কিন্তু সে বড় অদ্ভুত কথা, তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে।

সকলে। কি রকম? কি রকম?

পাহাড়। ভা'য়াতের সর্দ্দারদের নিকট তিনি মন্দুরা হ'তে দুঃখী সৈন্যদের জন্য খাদ্য, অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র চাইবার জন্য এখানে আস্‌ছিলেন, পথে মধুবনের ভিতর দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে সিংজী বড় ক্লান্ত হয়ে একটী গাছতলায় শয়ন করে নিদ্রা যান; মুখের উপর রৌদ্র পড়েছে দেখে একটী রাজসাপ তাঁর মাথার কাছে এসে ফণা ধরে রৌদ্র নিবারণ করে।

সকলে। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

পাহাড়। তার পর শোন, এমন সময় কোথা থেকে একটী নীলকণ্ঠ পাখী উড়ে এসে সেই ফণার উপর নৃত্য কত্তে থাকে।

সকলে। অদ্ভুত! অদ্ভুত! জয় চামুণ্ডা মায়ীকি জয়! জয় নাগরাজকি জয়! জয় নীলকণ্ঠকি জয়!

পাহাড়। এমন সময় একটা রাখালের গোরু সেইখানে ছুটে আসাতে সিংজীর নিদ্রাভঙ্গ হলো, অমনি পাখীটে—

৩য় সৈন্য। ফড় ফড় করে উড়ে গেল?

পাহাড়। আর সাপটা?

৩য় সৈন্য। সড় সড় করে গর্ত্তে গেল? আর সন্দেহ নেই, আর কথায় কাজ নেই, একে রাজার জ্ঞাতি, আর উপর সাপের ফণা—পাখীর নাচ, আর তার উপর রাজার মতন দুহাতে আমাদের অর্থ দিয়েছেন। আমরা দণ্ডার সিংহ মর্‌তে বল্‌লে মর্‌বো, বাঁচতে বল্‌লে বাঁচবো; আমরা আর কারেও চাইনে।

পাহাড়। দেখ ভাই যোয়ান সব, আপাততঃ মহারাজস্বী তোমাদের বড় অল্প অর্থই দিতে পেরেছেন, তিনি এতে বিশেষ লজ্জিত; কিন্তু শীঘ্রই তাঁর জায়গীরের খাজনা এসে পৌঁছিবার কথা,—তখন তিনি তোমাদিগকে এ অপেক্ষা বেশী অর্থ দেবেন; আর যদি সে দিন হয়—বুঝেছ—তখন—

সৈন্যগণ। আর বল্‌তে হবে না, আর বল্‌তে হবে না, খুব বুঝেছি, শীঘ্র সে দিন হবে; —জয় মহারাজ—

পাহাড়। আবার? যাও, এখন তোমরা খুব আমোদ কর গে, কিন্তু খুব হুঁসিয়ার থেকো, কাছাকাছি থেকো, যা বলেছি, মনে আছে তো?

২য় সৈন্য। খুব মনে আছে, একবার সঙ্কেত পেলে হয়।

পাহাড়। আচ্ছা, তবে আমি চল্লেম, সিংজীকে তোমাদের কথা বলি গে

৩য় সৈন্য। হ্যাঁ যাও, বহুত বহুত রাম রাম বোলো—বহুত বহুত রাম রাম বোলো।

[পাহাড়ের প্রস্থান।

একবার হুকুম পেলে হয়, আমাদের জঙ্গী লোকের হাতীয়ার কেড়ে নিয়ে অপমান! আমাদের গড়ে আমাদের যায়গা নাই! আর ভয় কি? দণ্ডার রাজা হবেই হবে, সাপের কথা শুন্‌লিনি?

(চট্‌সাঁইয়ের প্রবেশ)

চট্‌। ঐ সাপের কথা—ঐ সাপের কথা, ভারি ঠিক্—ভারি ঠিক্; খতিয়ে দেখিস্, মিলিয়ে নিস্; ফরাক্ নয় এদিক ওদিক্।

১ম সৈন্য। কি সাঁইজী, কি বল্‌ছো? তুমি আবার সাপ দেখ্‌লে কোথায়?

চট্‌। দুনিয়াময়—দুনিয়াময়!
বাপ, খালি সাপ—খালি সাপ।
উড়্‌ছে দু দশটা চিল,
বাকী সব সাপ কিল্ বিল্।
কেউ আছেন মুস্‌ড়ে মাথা,
কেউ ধরেছেন ফণা ;—
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাড়বে বিষ, একটু চেপে র'না।

২য় সৈন্য। সাঁইজী, তুমি কি বল টল আমরা বুঝ্‌তে পারিনে; আমরা জঙ্গী যোয়ান লোক, মার কাট করে খাই, তোমার হেঁয়ালী কি বুঝি?

চট্‌। বুঝ্‌বি বুঝ্‌বি বাপ, চোখ বুজ্‌লেই বুঝ্‌বি।

১ম সৈন্য। আপাততঃ তো সাঁইজীর ভাং খেয়ে আধখানা চোখ বুজে এসেছে।

চট্‌। আক্কেলও তাই খুলেছে, রাজ-সাপ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

১ম সৈন্য। (জনান্তিকে) ওহে, সাইটে বোধ হয় সিদ্ধ পুরুষ; কি হবে সব—জানতে পেরেছে, তাই পাগ্‌লামী করে বল্‌ছে।

২য় সৈন্য। চল, আর এখানে গড়িমাসী করে কাজ নেই। আর একটু ভাং খেয়ে আমোদ করে সেই ঠিক জায়গায় যাওয়া যাক্; লড়ায়ের গন্ধ পাচ্ছি।

[প্রস্থান।

চট্‌। ভাং খাস্‌নি, সিদ্ধি খা, বুদ্ধি বাড়্‌বে। আগে ঘরের শত্রু তাড়া,—তার পর রাজ্যের শত্রু তাড়াবি; সিদ্ধি খা আর ধর্ খাঁড়া, ঘরের শত্রু তাড়া। খুব রাগ, খুব রাগ, বাগ দেখ্‌বি আর তেড়ে লাগ্‌বি; আগে ছিল পাঁচ বেটা, ফের জুটলো এসে ছটা ঠেঁটা; নয় হেজি পেঁজি,—এই এগার বেটা ভারি তেজী। আমি দিন-রাত কর্‌ছি লড়াই—এই তাড়াই—আবার আসে, ফের তাড়াই—ফের আসে,—ফের তাড়াই,—উঃ, বাপ রে বাপ, কার মাইনে খাই যে, এত লড়াই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভা'য়াতসভার সম্মুখ

দণ্ডার সিংহ।

দণ্ডার। বটে—
দুই দিন তরে পাইয়া প্রাধান্য
আমারে নগণ্য কর!
ইতর সমান,
সাধারণে হই অপমান;
কপটী আমারে বলে,—
ঘোর অত্যাচারী ব'লে ঘোষণা আমার!
দুর্দ্দান্ত দণ্ডারে—দিয়ে গণ্ডার উপাধি
করে লোকে উপহাস।

দেখিব এবার—দেখিব এবার
কোথা যাও সর্দ্দারের দল?
এক বর্ষ হয় নাই পূর্ণ,
দর্প চূর্ণ—
দেখি, পারি বা না পারি করিবারে?
বড় বটে বিদ্যাবল!—
সাঙ্খ্যের শোলক আর বেদান্ত আলোক;
দেখি শস্ত্র বলে, শাস্ত্র বল
হয় কি না হয় পরাজয়।
ছড়াইয়ে রজতের রাশি
একত্র করিব অসি,
কুটিল কৌশল তায় সহায় আমার;—
এ রণে কে জিনে—কে হারে
দেখি একবার।
নির্ব্বাচন—নির্ব্বাচন—
এই শেষ নির্ব্বাচন;
প্রজাতন্ত্র বিসর্জ্জন!
তবে ত দণ্ডার নাম ধারণ আমার।
কে না হয় অর্থে বশীভূত?
কয়জন দিনকর ভা'য়াত সঙ্গতে?
মতিচাঁদ যদি আজি হয় সভাপতি—
ভীরুর সমান না করি পাতক-ভয়,
মম খাতক-নিচয়
করে তারে নির্ব্বাচন,
করে যদি সম্ভাষণ প্রধান বলিয়া;—
কৌশলে উঠিয়া বসি রাজার আসনে,
বলিদান দিব এই স্বায়ত্ত-শাসনে।

(পাহাড়ের প্রবেশ)

কি সংবাদ, কি সংবাদ পাহাড় তোমার?
পাহাড়। শুভ সমাচার—শুভ সমাচার!
প্রতি যোদ্ধা দাস আপনার;
পর্ব্বদিনে,গর্ব্ব ক'রে করে জয় গান—
দণ্ডার দিয়েছে সবে পার্ব্বণের দান;
ব্যঙ্গ ক'রে কয় সবে ভা'য়াতের কথা।
ইঙ্গিতে তোমার আজ্ঞা পেলে,
জনে জনে—
প্রাণপণে প্রবেশিবে গড়ের ভিতর।
দণ্ডার। কিন্তু আশঙ্কা হ'তেছে মনে;
আজিকার নির্ব্বাচনে
মতিচাঁদ যদি নাহি হয় হে প্রধান;
আমার স্বপক্ষ সবে—
এক রবে যদি নাহি দেয় মত?
কর্ত্তব্যের ব্রতে—বচনের স্রোতে
যদি সবে মাতায় সে দিনকর;—
পাহাড়। তা হ'তে কঠিন ফাঁদ পাতিয়াছ তুমি
রচি রজতে শৃঙ্খল;
সর্দ্দারের দল
অধিকাংশ কিঙ্কর তোমার;—
ক্ষীণ শীরে বহে তব ঋণভার।
স্বাধীনতা অধিকার,
মনুষ্যত্ব সদাচার,
বন্ধক দিয়েছে তব সিন্দুকের পায়;
তব বাসনার দাস রসনা তাদের।
দণ্ডার। বলেছ কি সৈন্যগণে
আরও অর্থ দিব জনে জনে?
পাহাড়। অক্ষরে অক্ষরে আজ্ঞা করেছি পালন
দণ্ডার। অক্ষরে অক্ষরে!—
অসিধারী! মসীপাত্র সাথে
কতদিন সম্বন্ধ তোমার?
কবে হ'তে পরিচয় অক্ষরের সনে?
ভাল যাক্—
বলেছ কি ফণাছত্র নীলকণ্ঠ কথা?
পাহাড়। অসিজীবী হলধর, গ্রাম্যকূট,
সহজ বিশ্বাসী সবে,—
লক্ষণালক্ষণ বড় মানে মনে;
শুনি—
ফণীফণা ছত্র'পরে নীলকণ্ঠনৃত্য
সিদ্ধান্ত করেছে স্থির,
তব শিরে বীরবর
রাজচ্ছত্র শোভিবে সত্বর।
দণ্ডার। রাজচ্ছত্র! রাজচ্ছত্র!

নহে শুধু দুর্গাধিপ কিল্লাদার,
রাজা—
দণ্ড করে—ছত্র শিরে
সিংহাসনে অধিষ্ঠান!
উচ্চ আশা
পুরুষকার সাধনা যাহার,
জনগণ মন,
যেই জন জানে কিনিবারে
কিবা অসম্ভব তার পক্ষে?
কে বলিতে পারে, ভাগ্যের ভাণ্ডারে
কি আছে সঞ্চিত তার তরে?
মন্দাবতী রাজরক্ত
সঞ্চালিত শিরায় আমার,
সিংহাসন অধিকার
কেন হবে অসম্ভব?
যাক্,—সে তো, দূর ভবিষ্যৎ কথা।
আজিকার নির্ব্বাচনফলে
ঝুলিতেছে অদৃষ্ট আমার।

পাহাড়। বৃথা চিন্তা কেন কর বীরবর?
আশঙ্কার—সংশয়ের নাহি কিছু হেতু!

দণ্ডার। কিন্তু কি হেতু বিলম্ব এত?
এখনও কি তর্কাতর্কি মতামত—
হয় নাই শেষ?
হাঃ হাঃ হইয়াছে সভাভঙ্গ;—
জয় চামুণ্ডা জয়দে!
আসে দ্রুত মতিচাঁদ
জয়োল্লাস সহাস্যবদনে,
ফুল্লমুখ দুলাল পশ্চাতে চলে।
কি সংবাদ কি সংবাদ বন্ধুবর?

(মতিচাঁদ ও দুলাইয়ের প্রবেশ)

বল শীঘ্র প্রধান হয়েছ তুমি,
বল মিত্র মতিচাঁদ?

মতি। হয়েছি হয়েছি প্রভু রাজ্যের প্রধান।
সমধিক সর্দ্দারের সাধু অভিপ্রায়ে,
এবে বিশ্বাসের সম্মানের
অতি উচ্চতরপদে প্রতিষ্ঠিত আমি;—
তুষিতে তোমার মন,
সাধিতে তোমার কার্য্য, সেবিতে তোমায়,
আজ্ঞা করিতে পালন।
বার বার—
কত উপকার পাইয়াছি তব করে,
এইবার সেই ধার
স্বল্পমাত্র শুধিবারে করিব সাধনা।

দুলাই। আশা-গিরি-উচ্চশিরে উঠিয়াছ প্রভু;
চড়ি চুড়া'পরে—
বিস্তার বাসনা তব, উদার উদ্দেশ্য,
দিক্ দৃষ্টি সীমা শূন্য কর্ম্মক্ষেত্র পানে।

দণ্ডার। বড়ই বন্ধুর এই পর্ব্বতের পথ;
ভর করি ভীষণ সাহসে,
বহুদিন হ'তে
বিপদ-সঙ্কুল এই পথে,
উপেক্ষিয়া শৈলাঘাত কণ্টকের ক্লেশ,
তীব্রতর পতন-যন্ত্রণা,—
ধৈর্য্য ধরি
ধীরে ধীরে আরোহণে করেছি আয়াস;
দেখিতেছি আশার আলোক—
ক্ষীণ প্রভা দূরে,
তবু নাশিয়াছে তামসের সীমা।
ভাল—ভা'য়াতের অভিপ্রায়
হইয়াছে মনোমত মোর।

দুলাই। কিবা বলে সেনাদল?

দণ্ডার। লহ এই নায়কের সাক্ষ্য।

পাহাড়। সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত সকলে।

দণ্ডার। যাও দ্রুত পাহাড় আবার;
মম ভাণ্ডার হইতে
লহ প্রচুর কাঞ্চন,
বণ্টন করহ গিয়া সৈন্যদল মাঝ।
পূর্ব্বের রজত দানে প্রস্তুত তাহারা—
স্বর্ণের উজ্জ্বল বর্ণে হবে মাতুয়ারা;
মুক্ত-হস্তে কর বিকিরণ।

[পাহাড়ের প্রস্থান

এস মিত্র মতিচাঁদ কোল দাও মোরে
কৃতজ্ঞ রহিব তব পাশ।
মতি। ঋণী আমি তোমার নিকটে।
দুলাই। আমারও রেখেছ মান,
অর্থ দিয়ে বিপদ সময়ে।
দণ্ডার। তবে পর ভাব তোমরা আমায়;
এই কি জগৎ—
মিত্রে মিত্রে শ্রেষ্ঠার সম্বন্ধ!
কেন তুচ্ছ সে সাহায্য কথা?
তোমার সহায়ে
হাসিবেন ভাগ্যলক্ষ্মী আমাপানে চাহি।
গিয়াছে সে দিন,
এক বর্ষ পূর্ব্বে—
যবে লক্ষ্য করি ধর্ম্মাধ্যক্ষগণে,
করি আমি অভিযোগ,
যোগাযোগ—অপরাধে শত্রুগণ সনে
অপবাদ মিথ্যা বলি, সর্দ্দারের দল,
লোক-চক্ষে
ক'রেছিল নিন্দার ভাজন মোরে,
বঞ্চিত করিয়া
উচ্চপদ হতে হীনজন প্রায়।
দুলাই। স্পর্দ্ধা ত কম নয়—
আপনাকে পদচ্যুত।
কে দিনকর?
দণ্ডার। হ্যাঁ হ্যাঁ চিরশত্রু মোর!
স্বদেশহিতৈষী—ভণ্ড—
বক্তৃতা-বাগীশ—বিদ্বান্,
চিরদিন মম কার্য্যে দিয়াছে সে বাধা;
কখন' প্রসন্ন নয় নির্দ্দয় বঞ্চক।
কিন্তু গিয়েছে সে দিন
সে দিন গিয়েছে;
আমার ইচ্ছার পদে
এবে রাজবিধি হবে অবনত;
মন্দাবর্ত্তী রাজতন্ত্র—
মম মন্ত্রে হইবে চালিত,
আমিই গঠিব তারে নবকলেবরে।
শুন হে দুলাই,
বাক্পটু—বিজ্ঞ মূর্ত্তি—গম্ভীর দর্শন
সর্দ্দারের দল
ভৃত্যভাবে নিত্য যারা সেবে দিনকরে,
দেখিবে বিষাদে—
দণ্ডারের স্মৃতি-হুতাশন;
কভু নাহি যায় নিভে;
মর্ম্মাঘাত সে কভু না হয় বিস্মরণ।
দুলাই। বুঝাও বুঝাও দেব,
বিক্রম তোমার ঐশ্বর্য্য অপার
একবার দুষ্টগণে দাও বুঝিবারে।
দণ্ডার। বহুদিন হতে পুষেছি হৃদয়ে বিষ
কালসর্প দন্ত হতে তীব্র তীক্ষ্ণতর
অজ্ঞাতে দংশন হবে;
কিন্তু শিরে শিরে
ধীরে ধীরে প্রতি গ্রন্থি করিয়া জর্জ্জর,
সাংঘাতী গরল
কলেবর করিবে বিনাশ।
বহুদিন হতে
এই চিন্তা চক্রান্ত আমার
বিজড়িত প্রতি শিরাসনে।
(নেপথ্যে) জয় জয় সেনাপতির জয়।
মতি। শোন শোন বীর অধীর সৈনিকদল
অবিবাদে উচ্চনাদে
করে তব জয় জয়।
দণ্ডার। (আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে)
ভাল ভাল হে পাহাড় সিং
বুঝিলাম করিতেছ কর্ত্তব্য পালন;
আজ্ঞামত সাধিছ আমার কাজ।
হে সাধু দুলাই, মিত্র মতিচাঁদ
ভা'য়াতের সর্দ্দার তোমরা—
হেথা আর রহিতে উচিত নয়,
প্রস্থান করহ ত্বরা।
নবরঙ্গ হইবে সূচনা;
মম সঙ্গে সাধারণে যদি দেখে দোঁহে,
বুঝে যদি মম কার্য্য—সহযোগী,

বিস্তর বিতণ্ডা হবে;—
হবে আশা সিদ্ধির ব্যাঘাত।
নেপথ্যে। চল চল গড়ে গিয়া পড়।

(পাহাড় সিংহ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

দণ্ডার। কে বলে গড়ে চড়ায়ের কথা?
পাহাড়। এই এই দেখ ভাই সব
বীরেন্দ্র-কেশরী
সেনাপতি দণ্ডার স্বয়ং।
জয় জয় সেনাপতি!
আমাদের—আমাদের সেনাপতি।
সৈন্যগণ। জয় জয় সেনাপতি!
আমাদের আমাদের সেনাপতি।
দণ্ডার। দেখ দেখ বন্ধুগণ,
যেন বদ্ধ হয়ে তব ভালবাসা-পাশে
চিরারাধ্য সত্যে
অন্ত নাহি দিই বিসর্জ্জন।
যেন গলি স্নেহ-ভাবে—
ধর্ম্মে এবে মর্ম্ম হতে না দিই ভাসান,
না লেপি কলঙ্ক-পঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুলে।
যদি মম মনে না হতো ধারণা,
বারিতে তাড়না, সাধিতে রাজ্যের হিত,
দিতে প্রপ্রীড়িত সৈন্য-চিতে প্রীত,
বাসনা সবার দুর্গ অধিকার তরে;
তবে জানু পাতি জুড়ি কর,
তুলি করুণার স্বর
মাগিতাম তোমা সবে হইতে নিবৃত্ত।
কিন্তু বৃথা আশা!
বৃথা প্রবোধিব মনে!
সঘনে বলিছে কাল,
ঘুচাও জঞ্জাল
না কর বিলম্ব আর।
সহি অত্যাচার, হাজার হাজার
বীরবাহু আছে প্রতীক্ষায়,
অসীম আশায় ঝুঁকি
আসে তোমা পাশে;
বড় ব্যস্ত অস্ত্র হাতে দিতে যোগদান
তোমা সবা সাথে!
গৌরব অর্জ্জন করি
রাখিবে জাতির মান;
কিন্তু কি জানি ভা'য়াত যদি,—
পাহাড়। ভা'য়াত নিপাত যাক্,
অঙ্গ জ্বলে শুনিলে ও নাম।
তোমার, তোমার অধীন মোরা—
নহে ভা'য়াতের দাস;
অস্ত্রধারী মোরা
ঘৃণা করি বাক্যের সর্দ্দারে।
আগুয়ান আগুয়ান জয় সেনাপতি!
সৈন্যগণ। আগুয়ান আগুয়ান জয় সেনাপতি!
দণ্ডার। কোন্ দিন কবে আহবের রবে
নিদ্রিত আছিনু আমি,
কোন্ দিন হীনপ্রাণ সম
শুনি নাই বীর-আবাহন,
কোন্ দিন অনীকিনী
শুনি দুন্দভির ধ্বনি
আছিনু বধির আমি,
কোন্ দিন শুনি তোমাদের স্বর
আসিনি সত্বর
দিতে কায়মন এ হৃদয় ভুজদ্বয়
স্বদেশের তোমাদের ক্ষত্রিয়ের কাজে
কিন্তু মেনো বোধ
রেখো মোর এক অনুরোধ;
নিষ্কোষিত অসি তব
ঝলিবে ভাস্কর-করে,
হুহুঙ্কারে কাঁপিবে মেদিনী,
দেখি শুনি পাবে ভয়
ভণ্ড পাষণ্ডের দল,—
ছিদ্রান্বেষী বীরদ্বেষী সবে;
অহেতু আঘাত না কর কাহারে,
রক্তপাত নহে সুলক্ষণ;
ব্রজেৎ ব্রজেৎ হয়ে সমবেত
হও দুর্গে আগুয়ান।

সৈন্যগণ। দুর্গে আগুয়ান! দুর্গে আগুয়ান!
জয় সেনাপতি বীরেন্দ্র দণ্ডার।
[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

নগরের উপকণ্ঠস্থ পথ।

দিনকর।

দিন। অবশেষে হায়—
দণ্ডারের অভিপ্রায় হইল সফল,
মতিচাঁদ হয়েছে প্রধান,
বুঝেছিনু পূর্ব্বে আমি,
ঘটিবে এ অঘটন;
কালচক্রের কুটিল ঘূর্ণনে
অসম্ভব কিবা!
পলায়েছে ধর্ম্ম এবে মন্দাবতী হতে;
স্বদেশের হিত, জাতির মঙ্গল
স্বার্থস্রোতে গিয়েছে ভাসিয়া;
আত্মসুখ আশ, বিলাসের দাস
নাহিক ধর্ম্মের ভয়; নিজের সম্মান
দেছে বলিদান যেই সব নীচাশয়,
কি আশা তাদের হতে?
উচ্চ বংশ অবতংস কত যুবাজন
ধ্বংস করি কুলের গৌরব,
বিলাসের ক্ষণিক সৌরভ লোভে—
করিছে বিক্রয় সম্মান মর্য্যাদা পদ,
হৃদয়ের স্বাধীনতা, রাজ্যের মঙ্গল
হীন চাটুকার প্রায় ধনীজন পায়
দণ্ডেকের আমোদের তরে।
স্রোতস্বিনী ধায় বেগে মিশিতে সাগর,
কিন্তু তা হতে দ্বিগুণ বেগে
যায় বিলাসের দাস—
যশী জন হাসি আশে,
লুঠিতে চরণে তার—
লিখে দিতে দাসখত
বিকাইতে আত্মা মন কায়।
সেই শুনে জ্বলিছে অন্তর মোর!
আহা আহা মন্দাবতী
আর আশা নাই তোর;
ডুবিল সৌভাগ্যের রবি!—
গৌরবের ছবি হলো অন্ধকার!
কিন্তু তবু—
তবু জনমের ভূমি তুমি মোর!
লালন পালন হইয়াছি তব কোলে;
এখনও—এখনও
তুমি মাতৃভূমি মোর।
নিদয়া হইয়া মাতা
আমারে ঠেলিছ পায়,
তবে জনমের সনে শিরায় শিরায়
সেই স্নেহ—
স্বদেশের প্রেম আছে মা জড়িত,
বিদূরিত পারি কি মা করিবারে তায়!
শোকেতে তোমার, নয়নেতে বহে ধার
ঘৃণার ভাজন নহে তুমি কভু মাতা।

নেপথ্যে। (কোলাহল ধ্বনি)
জয় জয় সেনাপতি।

(লট্‌কার প্রবেশ)

দিন। লট্‌কারে কি সংবাদ
কিসের এ গোলোযোগ?
লটকা। হুলথুল গোল—ভারি গোল।
দিন। কি কি শীঘ্র বল।
লট্‌কা। আর বল্‌বে কি—সে সব হয়ে গেছে।
দিন। কি কি, হয়ে গেছে কি?
লট্‌কা। আর কি? কাম সেরে দিয়েছে।
দিন। খুলে বল্ ভাল করে?
লট্‌কা। আর খুলে বল্‌বো কি, তারা খুলে
ঢুকেছে, দলকে দল ঢুকেছে।
দিন। কে ঢুকেছে? কোথা?
লট্‌কা। কুথা আর?—কিল্লা—কিল্লা—কিল্লা
দখল করেছে!

দিন। কিল্লা! কোন্ কিল্লা?

লট্‌কা। আউর কোন্ কিল্লা? গড়—গড়-মান্দার গড়।

দিন। মান্দার গড় দখল! সে কি? কে কর্‌লে?

লট্‌কা। আউর কে কর্‌বে? যে মন্দাবতীর মাথা খাবো—গণ্ডার সিং।

দিন। অ্যাঁ দণ্ডার সিং?

গড়মান্দার দণ্ডারের করে!

এ কি কথা শুনি?

কেমনে?—কোথায়?—কখন্?

দণ্ডারের করে!

প্রতারক দণ্ডারের করে!

অত্যাচারী দণ্ডারের করে!

কেমনে? কেমনে?

বল্ বল্ লট্‌কা শীঘ্র করে বল্।

লট্‌কা। বজারে হুই চুই পড়েছে; সব বুল্‌ছে হাজার হাজার জুয়ান জঙ্গী লিয়ে গণ্ডার সিং গাঁ গাঁ করে কুঁদে কুঁদে গড়ে ঢুকিয়েছে। হাতিয়ার সব হাত করেছে, ধন কৌড়ী সব লুঠ লিয়েচে।

দিন। সে কি? যা, দেখে আয় ভাল করে।

বজ্রাহত প্রায় আমি হয়েছি অবাক,

চৈতন্য বিকল!

মান্দারের গড়—

স্তূপাকার অস্ত্র-শস্ত্র সহ,

শোণিত-পিপাসু সেই সৈনিকের করে!

নেপথ্যে। (কোলাহল শব্দ) জয় জয় সেনাপতি।

দিন। আবার—অবার ঐ দস্যুর গর্জ্জন,

দেবগণ! এ কি দেখি?—

পতাকা নিজের

উড়ায়েছে গড়ের চূড়ায়!

অই না আইসে রাহুর উপগ্রহ দল

বাহু ভরি লয়ে লুণ্ঠনের দ্রব্য যত,

আর অস্ত্র রাশি রাশি!

হায় কি করিলি—কি করিলি

মাতৃঘাতী ক্রীতদাস দল!

(পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ)

পাহাড়। জয় দণ্ডারের জয়! জয় দণ্ডারের জয়!

সৈন্যগণ। জয় দণ্ডারের জয়! জয় দণ্ডারের জয়!

দিন। বাক্‌রোধ হোক্!

গণ্ডগোল করি ভণ্ড প্রতারক দল,

না করিস্ পাপকণ্ঠে

নগরের শান্তিনাশ;

আরে দুষ্টদল-নেতা

চলিয়াছ আগে আগে,

বল্ দে উত্তর আমায়

সর্দ্দার আমি—এ রাজ্যপালক,

কি দুষ্কর্ম্ম করেছ সাধন?

পাহাড়। বিদ্যা-গর্ব্বী—বক্তৃতাবাগীশ

শুষ্ক দর্শনের দাস,

কোন্ বীরকর্ম্ম মোরা করেছি সাধন

বলিতাম বুঝে নিতে নিজ বুদ্ধি হ'তে;

কিন্তু বড় সুখ

ঢেলে দিতে বিষ তব কাণে—

দেখিতে গম্ভীর চক্ষু রোষেতে রক্তিম,

জ্বালাইতে হৃদে তব রোষের অনল।

বসি তাই,—তব আশায় ঢালিয়ে ছাই

আয়ত্ত করেছি মোরা মান্দারের গড়।

দিন। দেবগণ, দেবগণ! ধৈর্য্য দাও হৃদে,

ভুলিয়া গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, শিক্ষা, অভিমান

রোষবশে—

খণ্ড খণ্ড নাহি করি এ পাষণ্ড দেহ।

রে ভুজ! হও স্থির হও স্থির,

ক্ষমিলাম তোরে ভীরু পিচের দাস।

পাহাড়। শুন সৈন্যগণ—দেখ সৈন্যগণ

কে ভীরু?

আমারে দিয়াছ গালি

দিব তব মুখে কালি,
বীর দণ্ডারে আবার বলেছ পিশাচ;
এই মন্দাবতী রাজ্যে,
দাঁড়াইয়া রাজপথে সবার সমক্ষে
উচ্চকণ্ঠে বলি আমি তোরে
মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক।

দিন। বেয়াদব দাস—

পাহাড়। সৈন্যগণ! ঘায়ে ঘায়ে কর খণ্ড খণ্ড।

সৈন্য। মার্ মার্ কাট্ কাট্।

(সকলে দিনকরকে আক্রমণোদ্যোগ,
অপর দিকে পৃথ্বীধরের প্রবেশ)

পৃথ্বী। হট্ হট্—যদি থাকে জীবনের ভয়;
ভীরু বিশ্বাসঘাতক পাতকীর দল—
হট্ ভীরুগণ, হুকুম আমার।
চেন কি আমায় সবে?
দেখ মুখ পানে,
চেন কি ধর্ম্মের তরওয়াল
ফিরে যাহা করেতে আমার?
আছে তো স্মরণ——
দেখেছ ত খেলা এর কত রণ-ক্ষেত্রে,
কি সাধ এখন?—করিবে কি অনুভব
সুতীক্ষ্ণ শীতল পরশ ফলকের
কম্পান্বিত কলেবর সবে।
এই দেহ, এ হৃদয়—
হৃদয়ের মর্ম্মের শোণিত,
দুর্ভেদ্য বর্ম্মের প্রায়
আবরিবে ও পবিত্র অঙ্গ।
অসি করে এই দাঁড়ানু সম্মুখে,
সাধ্য কার হও আগুয়ান।
তুমি না পাহাড় সিং?
ছিঃ ছিঃ তোমারও কি নাহি লজ্জা!
দেখেছি তো যুদ্ধকালে সাহস তোমার,
তবে কোন্ লাজে দলবল সাজে
কাপুরুষ ভীরুর সমান
একজনে কর আক্রমণ?
নাহি লজ্জা! ধিক্ ধিক্ ধিক্ হে তোমায়,
পাহাড়—পাহাড়
হায় এই জনে আমি যোদ্ধা ভেবেছিনু!

পাহাড়। বীরবর পৃথ্বীধর অসিধারী তুমি,
নায়ক মোদের; আজ্ঞায় তোমার
ক্ষমিলাম আজি এই মসিজীবি জীবে,
প্রসন্ন শঙ্কর আজি পণ্ডিতের প্রতি;
তাই খণ্ডিতে উঁহার গ্রহ
মন্দুরা নগর হ'তে
আচম্বিতে উপনীত মহাশয়
রক্ষিবারে শাস্ত্র দক্ষ প্রাণ।
চল চল সৈন্যগণ,
এতক্ষণ
বীরেন্দ্র দণ্ডার আছে অপেক্ষায়।

[পাহাড় সিংহ ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

পৃথ্বী। ভাই, ভাই—
শত সহোদরাধিক সুহৃদ্ আমার,
হৃদয়ের আধ বন্ধু দিনকর
নিরাপদ এবে তুমি,
উন্মত্ত ঘাতকদল গিয়েছে চলিয়ে।

দিন। ধন্য ধন্য মিত্র—
ধন্য ধীর-মতি বীর আদর্শ সুধীর!
অদৃষ্টের ফলে
ইষ্টদেব মম তোমারে আদিষ্ট করি,
পাঠালেন রাজ্যের এ অসময়
সাহায্য করিতে মোরে।
দৈবের ঘটনা বিনা কে আনে তোমায়
মন্দুরা বন্দর হ'তে—
দূর মন্দাবতী ধামে!

পৃথ্বী। রণশ্রম হ'তে
কিছুদিন লইয়াছি অবসর;
বলিব কি কেন ভাই?—বলিব কি কেন?
অন্তরের অতি অভ্যন্তরে
আছে তো তোমার স্থান;
আসিয়াছি যাপিবারে কুসুম বাসর

প্রেম পরিণয়ে—
আশাবতী পাণি করিয়ে গ্রহণ ;
বড়ই হরষে
প্রিয়তমা আশে এসেছিনু দেশে,
কিন্তু তা হতে সহস্রবার
আনন্দ অপার হ'তেছে আমার মিত্র,
আসি তব ঘোর দ্বন্দ্ব সন্ধিস্থলে
দেববৃন্দ কৃপাবলে !
কিন্তু কিসের কলহ ?
কি কারণ
রাজ্যমাঝে হেন রূঢ় আচরণ ?

দিন। হা পৃথ্বীধর—
বড়ই বিপদে মাতৃভূমি আমাদের ;
মন্দাবতী-ভাগ্য ঘোর অন্ধকারে !
কিন্তু বলিলে না তুমি
আসিয়াছ বিবাহ করিতে ?

পৃথ্বী। হা ভাই, হইয়াছে ধার্য্য
গোধূলিতে আজি !
আশাবতী হবে ভার্য্যা মোর।

দিন। তবে তব হৃদে নাহি দিব তাপ
পাপ কথা ব্যক্ত করি,
দেখাইয়ে প্রাণের এ অগ্ন্যুৎপাত
হর্ষে তব দিব না ব্যাঘাত ;
সে কথা বলিলে জ্বলিবে হৃদয় তব।
অই প্রাণময় কায়া
ধরে স্বদেশের মায়া ;
অস্থির হইবে বীর।
পারিবে না অক্ষত শরীরে,
ফুল্ল-প্রাণে ধরিতে হৃদয়ে
প্রণয়-মগনা বরাঙ্গনা তব।
আহা !
কেন আমি এতদিন লইনি বিরাম,
(আরামদায়িনী মম মমতা-প্রতিমা)
সে সতীর স্নেহমাখা হৃদে !
কেন নাহি সন্তানে করিয়ে কোলে,
তার সুমধুর বোলে গ'লে গিয়ে
ভুলি নাই কূটমন্ত্র রাজ্যতন্ত্র কথা !
কেন যাইয়ে সুদূরে প্রকৃতির ঘরে
করি নাই শান্তি-কুঞ্জে প্রেম আলাপন !
এ গুরু বেদনা—বিষের যাতনা
তবে আজি নাহি হ'ত ভোগ।
কিন্তু—
উহু উহু এ কি মায়া ঘিরেছে আমায় !
এ বন্ধন ছেদা নাহি যায় ;
ওহো মিত্র পৃথ্বি—
প্রজাতন্ত্র-ভিত্তি বুঝি ভেঙ্গে যায় !
সম্মুখে—সম্মুখে দেখি ভীষণ আঁধার
বিষাক্ত কণ্টকবন।
আত্মজন করে ঘর নাশ,
জ্বালি গরলের বাতি
চির অমারাতি—
আনিতেছে আগু-বাড়ি ভাগ্যের আকাশে
কি কব হে মিত্র, কি কহিব আর
ইহা হতে শত গুণে হ'ত শ্রেয়স্কর
হইতাম ভিন্ন জাতি তস্করের দাস !
কি কথা বলেছি হায়—
বিদেশীয় দাস !
তা হ'তে——
শতেক গুণ সহস্র সহস্রবার
ভাল আত্মীয়ের অত্যাচার।
আহা আহা
স্বাধীনতা ! কি সুন্দর নাম তোর—
কি মধুর ছায়া !
বিদায়—বিদায়—বিদায় এখন ভাই।
(প্রস্থানোদ্যত)

পৃথ্বী। না—না—যা'ব আমি তব সাথে
শুনিব সকল কথা,
সামান্য কারণে
প্রশান্ত হৃদয়ে তব জ্বলেনি অনল।

(চটসাঁইয়ের প্রবেশ)

চট। কি রে বাপ, কি জ্বলছে? আগুন,—

কোথায় জ্বেলেছিস্? বুকের ভিতর,—এত কাঠ পেলি কোথা?

দিন। সাঁইজী, কাঠ আপনার লোক যোগাচ্ছে, আর পা'ব কোথা?

চট্। তবে তোর ভাগ্যি ভাল, ভাগ্যি ভাল; প্রাণের ভিতর হুলি জ্বেলে এত রোস্‌নাই করেছিস্; আমি একটা সল্‌তে পাকিয়ে প্রাণের প্রদীপে দিয়ে রেখেছি—আর চক্‌মকি ঠুক্‌ছি, জ্বলে আর নিভে যায়, জ্বলে আর নিভে যায়;—যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার। তুই কাঠের পাঁজায় বুকটা বোঝা করে রেখেছিস্, আর আমি একেবারে আকাট মেরে গেছি।

পৃথ্বী। সাঁইজী, তুমি ত আর সত্য পাগল নয়; তুমি নিজে বল্‌ছ অন্ধকার, কিন্তু আমরা জানি, যদি কারুর প্রাণে আলো থাকে সে তোমারই। আচ্ছা—বল দেখি, আমাদের দেশের দশা কি হবে?

চট্। দেশের দশা? খুব হবে—জাঁকিয়ে হবে; শুধু দশা কি, মেয়েরা চতুর্থী কর্‌বে, বড় ছেলে দশা কর্‌বে, নাতিপুতিতে মিলে শ্রাদ্ধ কর্‌বে, তার পর যে যেথানে আছে, সকলে মিলে ধুমধামে সপিণ্ডকরণ সার্‌বে। কিছু ভাবিস্‌নি—কিছু ভাবিস্‌নি, ভারি ঘটা—পাত পেতে বসে থাক্; কণ্ঠশ্বাস হয়েছে—এই ম'ল ব'লে; তার পর চতুর্থী, দশা শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ। শেষ লুচি মণ্ডা মিঠাই বলিদান, লাড্ডুর পিত্তেশ পাকে দুএকটা পাবি; পাত পেতে রাখ্, পাত পেতে রাখ্।

দিন। বুঝেছ পৃথ্বি, সাঁইজী যা বল্‌ছে, তা মিথ্যে নয়, সত্যই স্বদেশের মৃত্যু আসন্ন।

চট্। এ্যাঁ, স্বদেশের মৃত্যু আসন্ন! তোর দেখ্‌ছি মতিচ্ছন্ন ধরেছে। চল্ যাবি? দেশে যাই।

পৃথ্বী। আবার দেশ কোথায়?

চট। আমাদের দেশ, বাবা, দুদিন বিদেশে এসে সব ভুলে যাচ্ছ; চ চ দেশে যাবি, চ চ

এক রাজার প্রজা মোরা, এক চালাতে ঘর করি।
একটী ঘাটে দেয় রে খেয়া, একখানি বই
নাই তরী॥
ফেলে বিষয় আশয় আপনার জনে।
কলার বাসনা চড়ে এসেছি রে ঘোর বনে॥
এখন আদাড়েতে পাঁদাড়েতে দিনে রেতে
ঘুরে মরি।
কাজ নাই আর ছদ্মবেশে এ বিদেশে,
চুপ্‌টী করে সরে পড়ি॥

পৃথ্বী। কোথায় তোমার দেশ শুনি?

দিন। ওহে পৃথ্বি, বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, চট্‌সাঁই পরকালের কথা বলছেন; ওঁর কি সংসারে মায়া আছে?

চট্। না, তোদেরই আছে; ও কি সহজে যায়, ও রক্তবীজের ঝাড়, যত কাটি, তত বাড়ে। মনে কল্লুম, একেবারে দুটোকে পারব না, 'য়্ব' বেটাকে কেটে 'মা' বেটীকে রাখি। মা, মা বেটী কল্লে কি না জীব বেচার উপর চড়ে না বসে বল্লে যাবি কোথা—থাক না; "য়া" কাটালি দিন কতক "মা" "মা" বল না. পাঁচজনকে শোনা না, ঐ "য়া" বেটা এসে 'মা'র ডাইনে বস্‌লো, আর নে যায় কে? চল্ ছুটে পালাই—ছুটে পালাই, নইলে যেতে পারব না।

দিন। সাঁইজী, যা বল্‌ছ সত্য, কিন্তু কাজ ফুরাবার আগে পালাবার এক্তার কি? সংসারে যতদিন থাক্‌তে হবে, ততদিন তো কর্ত্তব্য পালন কত্তে হবে।

চট্। কর্ত্তব্যটা কি শুনি, 'আমি' আর 'তুমি' বলে দুটো পুতুল গড়ে মাথা ঠোকাঠুকি করান; তা বুঝেছি, তোর এখন ঠোকাঠুকির সাধ মেটেনি, তা কর্, খুব ঠোকাঠুকি কর্। আমার কথায় কাজ কি? আপনি আগুন জ্বালাবি পুড়্‌বি পোড়াবি। তা পোড় পোড়,—পুড়্‌তে পুড়্‌তেও খাদ কেটে যায়। দেখ্ যদি

আপনার খাদ কাটিয়ে পরের খাদ কাটাতে পারিস্!

[চট্‌সাঁইয়ের প্রস্থান।

পৃথ্বী। ওর সব কথা পাগ্‌লামী নয়, ভিতরে অর্থ থাকে; যা বল্লে, তাতে যেন বিপদের আশঙ্কা বোধ হচ্ছে

এস মিত্র শুনিব সকল কথা,
প্রাণে যদি থাকে তব ব্যথা·
অধিকারী আমি তব পাইবারে ভাগ।

দিন। সে কি কথা!
আজি তব বিবাহের দিন
বাড়িতেছে বেলা;
নহে দূর বধূটীর ঘর—
ঐ দেখা যায় কুঞ্জ মনোহর,
আসিলে প্রবাস হতে বহুদিন পরে
অবশ্য উৎসুক বালা দেখিতে তোমায়;
যাও ত্বরা সম্ভাষিতে তারে।

পৃথ্বী। কিন্তু মিত্র তুমি।

দিন। আহা—আহা—
ঐ দেখ আপনি আসিছে বালা।

পৃথ্বী। কি?—কোথা?—আশাবতী!
না—কই—আমি নাহি দেখি;
সে কেন আসিবে পথে?
ভাল পরিহাস বটে।

দিন। দেখ এই দিকে—বৃক্ষাবলী-মাঝে।

পৃথ্বী। সেই, সেই বটে!
বিশ্ব-বিমোহিনী—
মম মমতার ধন।

(সম্ভাষণ করিতে অগ্রসর হওন ও আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। জয় ভগবতি!
নিরাপদ দুই জন!

পৃথ্বী। কেন আশাবতী কিসের আপদ্?

আশা। বড় ভয় হয়েছিল মনে
শুনি দাসী-মুখে
বিবাদ কি বাধিয়াছে পথে
বিদ্রোহী সৈনিকগণ সাথে

পৃথ্বী। কিছু নয়—কিছু নয়।

আশা। ভাল প্রিয়বর!
প্রবাসে ছিলে তো ভাল
ভুলি দুঃখিনী বালায়?

পৃথ্বী। ভুলিব তোমায়!
ভালবাসা সনে ভুলের আলাপ কোথা।
স্থির বিজলীর ছটা
মধুর মাধুরী ঘটা,
প্রফুল্ল অধরে—
ধীর-ভাষে প্রেম-সম্ভাষণ,
প্রাণে প্রাণে প্রিয় আলাপন—
উভয়ের হৃদয়ের প্রথম বিকাশ
কে পারে ভুলিতে?

আশা। বিজয়ীর বেশে, মাতি রণোল্লাসে
ফিরিয়াছ কত দেশে,
খুলি রূপের পশরা, কতই অপ্সরা
করিয়াছে বীর—শিরে পুষ্প বরিষণ,
কি জানি কেমনে কোন্ আঁখি
ফাঁকি দিয়ে ভুলায়েছে
আমার সাধের বরে।

পৃথ্বী। শোন আশাবতী,
জানি—
শরতের শশধর বড়ই সুন্দর;
জানি সরসীর বুকে
ফুল্লমুখী সরোজিনী বড় মনোহর;
জানি তারামালা করি ঝলমল
বড়ই উজ্জ্বলরূপে
বিভাসে তামসী নিশি;
জানি চম্পকের কলি
ডালে ডালে দুলি ছড়ায় মাধুরী;
জানি নবীন নীরদে মারি উঁকি ঝুঁকি
চপলা চমকি—
হেলে দুলে ঢালে রূপের লহর

জানি সুনীল ফেনিল জলধির জলে
কমলা কমলদলে হইয়া প্রকাশ
অঙ্গের সৌরভে, রূপের গৌরবে
করেছিল বিশ্ব-বিমোহন ;
নিঃশব্দ নিস্তব্ধভাবে
দেবসুর নর,
করেছিল রূপসুধা পান।
কিন্তু স্বভাবের সৌন্দর্য্যের,
কবিতার ঐশ্বর্য্যের,
সমস্ত মাধুর্য্য ঘটা,
পায় পরাজয় নয়নে আমার।
তোর ছটা পাশে,—
ভালবাসা আশা-কুল আশাবতী মোর
আশা। তবু তো হে আসিয়া স্বদেশে
প্রথম সম্ভাষ তুমি করনি আমায়,
আগে আলিঙ্গন পাইয়াছে বন্ধু তব।
যে হবে বনিতা—হৃদয়-সবিতা
না দিল তাহারে কর,
আমারে অন্তরে রাখি বর মোর
বন্ধুবরে টানিল অন্তরে আগে ;
আমি কিন্তু শুনি তব বিপদের কথা,
খাইয়া লাজের মাথা, না বলিয়া মায়
আসিয়াছি ত্বরাত্বরি ভেটিতে তোমায়
দিন। (একান্তে) ঠিক—ঠিক
পাঠালে দণ্ডারে যমের ভাণ্ডারে
পাপমুক্ত হয় মাতৃভূমি।
বনিতা বালক—মায়ার পুতুলি দুটী
পাঠাইব কানন-বাটীতে,
নিরাপদে রহিবে তাহারা ;
আমি হেথা
নিশ্চিন্তে করিব এই প্রাণ বিসর্জ্জন
বঞ্চক-রুধিরে করি মাতার তর্পণ।
পৃথ্বী। বল অশাবতী
জননী তোমার আছেন কুশলে ?
আশা। জননী আমার বড়ই ব্যথিতা
পরে দিতে একমাত্র দুহিতা তাঁহার ;
কিন্তু সেই পর তুমি মোর বর,
এই ভেবে বিষাদে হরষ তাঁর।
পৃথ্বী। জান কি সংবাদ কিছু পিতায় আমার?
আশা। জান ত
প্রাচীন অতি সেই মহামতি বীর,
কাল করিয়াছে গ্রাস হর্ষ ত্রাস তাঁর ;
বুদ্ধি হ্রাস হইতেছে দিনে দিনে।
অতি ক্ষীণ কলেবর
দুগ্ধ শুধু আহার এখন ;
কি জানি কি কথা আসি মনে
বিকাশে সরল হাসি প্রশান্ত বদনে ;
(আহা যেন ভাষাহীন শিশুর সে হাস !)
কিন্তু প্রিয়তম হয় ত্রাস,
ঐ হাসি হেসে নর প্রবেশে ধরায় ;
কুশলে মর্ত্ত্যের লীলা হ'লে অবসান,
ঐ অর্থহীন হাসি হেসে
শেষ চ'লে যায়।
অনন্ত বিদায় আগে দ্বিতীয় শৈশব!
সেই আধহাসি—সেই ভোলা রব।
পৃথ্বী। আহা আদরিণী মোর
না হ'তে বাসর ভোর,
ছাড়ি বধুর মধুর খেলা
করিবি গো গুণবতী
স্থবির শ্বশুরে শুশ্রূষা।
আহা!
শৈশবে আমার ছাড়িয়া গিয়াছে মাতা,
কে মমতা করিবে তোমায়!
আশা। কোন্ ভাগ্যবতী নারী
পায় হেন অধিকার
বল প্রাণসখা দয়িত আমার।
কার ভাগ্য ধরে পেয়ে নববরে
ঘরেতে যাইয়ে তার হইতে ঘরণী ;
সব স্নেহে তোর আমি হব চোর
রজনী করিব ভোর প্রেম-আলাপনে।
পুনঃ সারাদিন ধ'রে,
প্রাণপণ করে পালিব সংসার-কাজ।

ওহে হৃদিরাজ,
কন্যার সমান
করিয়ে যতন সেবিব জনকে তব ;
ভুল-ভ্রান্তি না গণিয়া কিছু
করিব গো জীবনের ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর।
ধন্য ধন্য আমি !
এ হেন রতন
আলোকিবে আলয় আমার,
ফুল্লমুখী বালিকা গৃহিণী মম !

দিন। (একান্তে স্বগত) আর কি—আর কি?
সাহসে করিয়া ভর একটী আঘাত,
বস্ কার্য্য শেষ ;
দেবগণ দেও বল
নহেক অধিক
সাংঘাতিক একই আঘাত—
মন্দাবতী স্বাধীন আবার,
দণ্ডার শমন-ঘর।

পৃথ্বী। (দিনকরের অঙ্গস্পর্শ করিয়া)
কেন কেন, ভাই দিনকর ?

দিন। কে ও—কে ও—
পৃথ্বীধর ?
আহা, আর কে এখানে,
গুণবতী রূপবতী ভগিনী আমার ;
হয়েছে স্মরণ—
হবে তোমাদের পরিণয়।
প্রাণের অধিক মিত্র,
সোদরের স্বর্গ-চিত্র,
প্রণয় বিজয় দুই মুকুট উজ্জ্বল
সুখ মনে
একসনে পর ধীর বীর-শিরে !
কল্যাণীয়া আশাবতী হও সাবধান ;
দিও না পতিরে তব
জটিল কুটিল রাজতন্ত্রে দিতে মন।
বড় জ্বালাতন ! বড় জ্বালাতন !
এই শাসন-পালন তন্ত্র
যন্ত্রণা দিবার যন্ত্র ;
কুশলের কথা বটে
কিন্তু কৌশল কেবল।

পৃথ্বী। হৃদয়ের আধ দিনকর !
অর্দ্ধেক আমোদ মম হবে তিরোধান,
(হবে যবে আমাদের শুভ পরিণয়)
বিবাহ সময় তুমি যদি
নাহি হও অধিষ্ঠান।

দিন। নিমন্ত্রণে কিবা প্রয়োজন,
না ডাকিতে আগে আমি যাইব যে সেথা।

পৃথ্বী। ভাল কথা,—দেখ আশাবতী
গম্ভীর পণ্ডিত বন্ধুর সম্মুখে মোর
এত ভালবাসাবাসি,
প্রণয়ের হাসি,
মাখামাখি হৃদয়ে হৃদয়ে,
বড়ই লজ্জার কথা !

আশা। তবে বলিব কি, বলিব কি পৃথ্বীধর ?
বন্ধু তব বড়ই গম্ভীর ধীর ;
মনে নাহি আন পুঁথিগত প্রাণ
দর্শনে মগন চিত ;
কঠোর হৃদয় হাসির উদয়
লজ্জা করে ও অধরে করিতে বিকাশ।
কিন্তু ভাণ ভাণ ভাণ,
আছে ঐ হৃদে সুকোমল প্রাণ ;
কতবার দিয়ে ফাঁকি,
দেখিয়াছে ঐ আঁখি,
লক্ষিতে লুকায়ে হিরণ্ময়ী পানে
ভালবাসা-ভরা প্রাণে।
অলক্ষিতে এসেছে চকিতে
প্রেম জল আঁখি ভ'রে,
কাঁপিয়াছে ভুজযুগ,
যেন হৃদে ধরে ধরে ধরে !
হৃদয়ের সাধ—
প্রতিপদ চাঁদ নবীন কুমারে,
লইতে হৃদয়ে হয়েছে হে আশ।
তবু মনে ত্রাস
পাছে হয় পাণ্ডিত্য বিনাশ,

তাই রোধি গাম্ভীর্য্যের স্থান,
তাই—
হিরণ্ময়ী-প্রেমদান কিরায়ে নয়ন,
অন্তভাবে ভুলায়েছে স্বাগত স্বজনে ;
বল দেখি পতির স্থমিত্র মোর
পড়েছ কি না পড়েছ ধরা মোর হাতে ?
কিন্তু রেখো মনে
আজি যদি নাহি আস আমাদের বাড়ী,
এই আড়ি—আড়ি—আড়ি।
থ্বী। সখা তবে আশায় রহিব আমি,
চল আশা।

[পৃথ্বী ও আশার প্রস্থান।

(লট্‌কার পুনঃ প্রবেশ)

লট্‌কা। এই যে সর্দ্দার তুই এখানে এখনও আছিস্ ? ভারি গোল বাঁধ্‌ছে,—সর্দ্দার সর্দ্দার কি হবে বাবা ?—

দিন। কেন, তুই এমন কচ্ছিস্ কেন, কি হয়েছে ?

লট্‌কা। তুহার কি একটা আপৎ পড়েছে; দেখ বাবা, আমি তুহার গোলাম ছিলো, বহুত চাঁদি দিয়ে কিনিয়ে ছিলি ;—কিন্তু কি জানি তোর প্রাণটা কেমন। কিন্‌লি—আর আমায় খোলসা দিলি, বল্লি, "তু যা ঘর, তু খোলসা"। কিন্তু বাপ্‌ রে হামার, তোকে হামি ছাড়্‌তে পাল্লে না ; তুহার গুলামের গুলাম হোয়ে, ছেলিয়ার ছেলিয়া হোয়ে,মু তুহার কাছে আছে।

দিন। ও সব পুরাণ কথা কেন ? বাড়ীতে এ সব কথা যেন গোল্ করিসনি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

—*—

কক্ষ।

হিরণ্ময়ী ও অংশু।

অংশু। (বসিয়া) আমি যাব—বাবা যাবে, আমি যাব—লট্‌কা যাবে, লট্‌কা পাখী ধরে দেবে ; রাঙ্গা পাখী, রাঙ্গাফুল, মাকে দেব, বাবাকে দেব, আমাকে দেব, বাবা দুষ্টু হ'লে বাবাকে দেব না।

হিরণ। কি ব'ল্‌ছ অংশু, কি কাকে দেবে না ?

অংশু। (হাসিয়া) না—না, কিছু না, তুমি কেন শুন্‌লে, কেন শুন্‌লে ?

হিরণ। তাই ত শুনে ফেলেছি, এখন কি হবে ? আমি বলে দেব, এখন অংশু তোমায় ফুল দেবে না বলেছে ;—ও গো দেখ অংশু তোমায়——

অংশু। (হিরণ্ময়ীর মুখ চাপিয়া) না—না, ব'ল না ব'ল না,মা আমার—মা জননী আমার—লক্ষ্মীটী আমার,ব'ল না ব'ল না, বল্লে তোমায় কোলে ফেলে চেপে ধরে দুধ খাইয়ে দেব।

হিরণ। আর আমায় দুধ খাইয়ে দিলে যে আমি কাঁদ্‌ব।

অংশু। কাঁদ না—কাঁদ না, কাঁদ্‌লে আমি ঐ বটগাছের উপর বসিয়ে দেব। হাঁ মা, বটগাছ কে মা ?

হিরণ। বটগাছ—গাছ বাবা, আর কে! ছায়া হয়, পাখীতে ফল খায়।

অংশু। তা বটগাছের মা কোথা ?

হিরণ। বটগাছের মা সেই—সেই মাঠে আছে।

অংশু। ওকে কোলে কর্‌বে না ? হ্যাঁ মা, মা কোলে করে কেন মা ?

হিরণ। এই যে তুমি আমার কোলে

এসেছ; (অংশুকে কোলে লইয়া) ছেলেকে কোলে কল্লে মার প্রাণ জুড়িয়ে যায় !

অংশু। কই মা, দেখি না, কোথায় জুড়িয়ে যাচ্চে, তোর প্রাণ কোথায় মা ?

হিরণ। প্রাণ কি দেখা যায়, সে বুকের ভিতর আছে।

অংশু। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বুঝি জানিনি, সেই-খান থেকে দুধ আসে। মা, কেউ নেই, একবার লুকিয়ে মাইটা দে না মা, কেউ কোথাও নেই।

হিরণ। ছি বাবা, বড় হয়েছ, এখন কি আর——

(ভাগীরথীর প্রবেশ)

ভাগী। ও অংশুর মা, অংশুর মা, তুমি নশ্চিন্দি হয়ে ছেলে কোলে করে বসে রয়েছ কি গো !

হিরণ। কেন—কেন কি হয়েছে ?

ভাগী। কি হয়েছে জান না !—দেশসুদ্ধ লোক শুন্‌লে আর তুমি জান না ! বলে—

যার বিয়ে আর মনে নেই।
পাড়া-পড়সীর কাট্‌না কামাই ॥

হিরণ। কি তোমাদের বাড়ীতে কিছু—

ভাগী। বালাই—বালাই, আমাদের বাড়ী কেন কিছু হতে যাবে; আমাদের আজ বে, আমোদ ঘটা—কত কুটুম আস্‌ছে।

হিরণ। তবে—তবে কি বল।

ভাগী। এই দেখ্‌লেম, দইয়ের ভার ঢুক্‌লো আমি চারিখানা নূতন কাপড় পেয়েছি, আবার চাঁদীর হাঁসুলিও পাব।

হিরণ। তা পা'স পাবি বেশ কর্‌বি, এখন কি হয়েছে তা বল্; আমাদের রাওজীর কিছু অসুখ-টসুখ শুনেছিস না কি ?

ভাগী। অসুখ কেন হ'তে যাবে গো, মস্ত মরদ—দাঙ্গা করেছেন, অসুখ কোথা ?

হিরণ। দাঙ্গা !—কিসের দাঙ্গা ? কোথায় ? ভা'য়াতে কিছু হয়েছে না কি ? ক'দিন তো মন ভার ভার দেখ্‌ছি।

ভাগী। ওগো বল্‌বো কি,—এ কি বল্‌বার কথা, আমার মুখ দিয়ে কি বাক্যি সর্‌ছে ! এই নাপিত-বউকে ডাক্‌তে গিয়েছিলুম; তার পর মালী-বউকে ফুলের কথা বলে এলুম; সে কি গোল গো কি গোল বাবা ! আজ কোথায় না আমাদের বাড়ীতে বে, আর এই দিন বৈ গোল কর্‌বার সময় পেলি নি; হাড়হাবাতে দাঙ্গা-বেজে খুনেরা সব।

অংশু। ও মা, কোথায় গোল হচ্ছে মা, আমি দেখ্‌তে যাব।

ভাগী। হ্যাঁ, তা যাবে বই কি ? যেমনি বাপ, তেমনি বেটা; দাঙ্গার নাম শুনলেই নেচে উঠে; দিদিঠাকুরুণ, তুমি কিছু ভেব না, যা কপালে আছে, তা হবেই; দাও ছেলে দাও, আমাদের বাড়ী নিয়ে যাই, প্যাঁড়া ট্যাঁড়া থাইয়ে ভুলিয়ে রাখ্‌বো এখন।

অংশু। না মা, আমি যাব না।

হিরণ। ভাগীরথী, কি হয়েছে বল, মীনারা কি আবার উৎপাত কর্‌তে এসেছে ?

ভাগী। তা'রা কেন গো ? আপনা আপনি লুটপাট করে মর্‌ছে; সেই পোড়ার-মুখো মিন্সে গণ্ডার,—কেল্লা চড়াও হয়ে তরো-য়াল-টরোয়াল বের করে এনে কতকগুলো গোঁয়ারের হাতে দিয়েছে, তারা যাকে পাচ্ছে, তাকেই খুন কচ্ছে; তোমাদের রাওজীকেও না কি ঘেরাও করেছিল, এতক্ষণ আছে কি না, আমি বল্‌তে পারি না।

হিরণ। এঁ্যা ! এঁ্যা ! কি বলিস্ ! না—না।

ভাগী। ওগো হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের বরও না কি তাঁর সঙ্গে জুটে হাঙ্গাম করেছে; তোর বাপু আজ বে, দই এল, মিঠাই এল—নাচ হবে—গান হবে।

হিরণ। ভাগী—ভাগী, বল বল কোথায়—

কাথায়—কোথায় তিনি? পৃথ্বীধরও কি সঙ্গে আছেন?

অংশু। ও মা, চল মা চল, বাবাকে কে মার্‌ছে, চ' মা চ' তাকে মার্‌বি 'চ'।

ভাগী। খবরটা শুন্‌লে দিতে হয়, দিদি, তাই দিলুম, আমার ঢের কাজ—আর দাঁড়াতে পারিনে।

[প্রস্থান।

অংশু। ও মা, চল না মা!

হিরণ। কোথায় যাব? মহেশ্বর কি কল্লে? কি কল্লে? কিসের লজ্জা—আমার স্বামীর বিপদে লজ্জা কিসের? আয় অংশু তা'য়াতেই যাই। (অংশুকে কোলে লইয়া যাইতে উদ্যত)

(দিনকরের প্রবেশ)

এই এই এই যে আমার পতি।
নাথ নাথ,
ভগবান্ শুনেছেন
দুখিনীর দীর্ঘশ্বাস।

দিন। প্রিয়তমে, আছে আছে—
ঘুচে নাই সিঁথির সিন্দুর তব।

হিরণ। কি লজ্জা! কি লজ্জা!
ছি ছি
হেন অমঙ্গল কথা কেন আন মুখে?
বিশৃঙ্খল সৈনিক সকল
তোমা সম ধর্ম্মবীরে করে অপমান!
কিন্তু—
তবু ভাল, তবু ভাল নিরাপদ তুমি,
মন্দিরে মন্দিরে দিব দেবপূজা আমি।
কিন্তু হে পুরুষ!
তব পৌরুষের দায়,
চিরদাসী প্রেম-অভিলাষী—
রমণীর প্রাণ যায়।
যবে সম্মানের আশে
উচ্চ অভিলাষে প্রবেশ সংসার-রণে
একবার নাহি ভাব মনে,
আছে ঘরে
আঁখিধারা ঝরে।
ভালবাসা-আশী প্রণয়ের দাসী,
আদরেতে তুলে পাদুখানি কোলে
সতত সোহাগে সেবিতে প্রয়াসী।
সুধু পেতে উচ্চপদ হৃদি গদ গদ
প্রেম-নদে না পাইয়া কূল
আকুল রমণী মোরা
কভু নাহি ভাব মনে।
কিন্তু,
সে যে প্রতিক্ষণে আঁখিধারা বরিষণে
ডাকে ভগবানে তোমারে রাখিতে সুখে।
কভু নিন্দে বিধাতায়,
বলে,—কেন করে পুরুষে কঠিন এত
দিয়ে
দুর্দ্দম দুরাশা-ভরা অশান্ত হৃদয়।

অংশু। বাবা—বাবা! তোমায় কে মেরেছে?

দিন। এস বাবা, কোলে এস, কেউ মারেনি—মার্‌বে কে?

অংশু। হ্যাঁ বাবা, কে মেরেছিল, ভাগী বল্‌ছিল, দাঁড়াও না, আমি বড় হয়ে তা'দের খুব মার্‌বো, তোমার সেই খুব বড় তলয়ারখানা দুহাতে ধরে ধুপ ধুপ করে মার্‌বো।

দিন। (অংশুর প্রতি) তা মের বাবা।
দেখ হিরণ্ময়ি
নগরের রুদ্ধ বায়ু বড় অপকারী;
মনে মনে হয়
ক্ষীণ অতি হতেছে তনয়,
আমাদের প্রাণাধিক আঁখির মাণিক
যেন হারায়েছে সে লাবণ্যছটা।

হিরণ। না না নাথ
হইয়াছে নয়নের ভ্রম তব,
বড় ভালবাস তাই সদা শঙ্কা মনে।
চেয়ে দেখ বদন তাহার,

ফুটিয়াছে যুগল গোলাপ,
ধোয়া যেন শিশিরের জলে।
দিন। দেখ হিরণ্ময়ি
আমি করিয়াছি স্থির,
বাছাবে লইয়ে তুমি কিছুদিন তরে
যাবে মোর কানন-বাটীতে
করি পান নির্ঝরের নিরমল নীর,
সেবি
কুসুম-সুরভি ভরা শীতল সমীর,
খেলাইয়া ফুল্লমনে
গিরি বনে তৃণদলে,
সবল সুন্দর হবে
স্নেহের পুতলি মোর।
তুমিও গো প্রিয়তমে
পাবে বল ও কোমল কায়।
হিরণ। ভাল ভাল
তুমিও তো রবে সাথে?
দিন। জান হিরণ্ময়ি
হৃদয়ের বাতী চির-সাথী মোর!
তিল নাহি চাহে প্রাণ
নয়নের আড়ে রাখিতে তোমারে,
প্রাণের বাছারে মোর।
কিন্তু তাও জেন গুণবতি,
পতি তব যেই ব্রত করেছে গ্রহণ,
সেবিবারে মাতৃসম জনমের ভূমি,
প্রাণের মায়ায় ত্যজিয়ে তাহায়
যাইতে সে পারে না কখন।
কঠিন কর্ত্তব্য হেথা বিরোধী হৃদয়াসনে।

(লট্‌কার প্রবেশ)

লট্‌কা। এ রাজা!
দিন। চুপ! যাও সরে।

(হিরণ্ময়ীর প্রতি)

এইক্ষণে তব সনে না পারি যাইতে
রাজকার্য্য-ভার মস্তকে আমার
যাইবার নাহি অধিকার।
নাহি অধিকার
প্রিয়া সনে করিতে বিহার
ফুল্লমনে কুসুম-কাননে
খেলিতে খেলাতে
সন্তান লইয়ে নিশ্চিন্তে বসিয়া।
কিন্তু
ত্বরিতে ত্যজিতে তোমা হইবে নগর
শিশুরে লইয়ে কোলে
সেবক লট্‌কা অবশ্য যাইবে সাথে।
হিরণ। প্রাণনাথ কিছু কি হয়েছে?
দিন। ও কি ও!—
কেন প্রিয়ে বিরস বদন
কেন দেখি এসেছে আঁখিতে জল?
শুন মোর কথা রয়ো নাকো হেথা।
হিরণ। ক্ষম নাথ অশ্রুপাত!
চুরি করে চখেতে এসেছে জল
রমণীর মন সহজে দুর্ব্বল

হৃদয়ের আরাধ্য আমার
আজ্ঞাবাধ্য চিরদাসী তব।
"কেন" "কি" "কিসের জন্য"
কখন কি জিজ্ঞাসা করেছে দাসী?
তুমি ভর্ত্তা কর্ত্তা দেবতা ধরায়,
আমি বিক্রীতা তোমার পায়
পতি সদা দিবে অনুমতি
সতী তাহা করিবে পালন;
সর্ব্বস্ব সম্পত্তি, তুমি গুণনিধি
এই মাত্র জানি আমি দাম্পত্যের বিধি।
দিন। সংসার অরণ্যে বহু বহু পুণ্যে
মিলে পুরুষের ভাগ্যে তোমা সম সতী।
হিরণ্ময়ি! হিরণ্ময় প্রাণ মোর—
একে প্রেম-ডোরে আছি বাঁধা তোর,
তাহাতে অধিক জোরে ক'রেছ বন্ধন,
করি দান
নন্দন-প্রসূন সন্তান রতনে।

কতক্ষণ রব আমি একা ;
যাব সদা জানিতে কুশল
আজি যদি পায় অবসর
তব প্রাণেশ্বর হয়ে অগ্রসর
চুমিবে আদরে চাঁদের কোলেতে চাঁদ।

হিরণ। যাবে—যাবে নাথ
এত ভাগ্য মোর !
আজই তবে পাব দরশন !
দেখ আশা দিলে মোরে, রহিব আশায়।

দিন। নিশ্চয়
কিন্তু দেখ না কর বিলম্ব আর,
শুভযাত্রা কর ত্বরাত্বরি।
কিন্তু তবু—তবু
ক্ষণিক এই বিচ্ছেদের আগে
একবার প্রাণাধিকে করিব চুম্বন।
হিরণ !
একটী রতন মাত্র দেছেন বিধাতা
তোমায় আমায়,
এ যুগল হৃদয়ের একমাত্র ফল
অমৃতের প্রায় ওই শিশু হায় !
দে'খ দে'খ সদা রেখো মনে,
অতি সযতনে রেখে নয়নে নয়নে
করিবে পালন।
আপদে সম্পদে, গৃহে কি বাহিরে
আঁখি রাখিবে উহার 'পরে
গুণবতী সতী তুমি, কি আর বলিব।
জেন জেন জেন—স্থির জেন মনে,
সন্তানের মন করিতে গঠন
একমাত্র পারে জননী তাহার।
স্বভাব তাহার
মাতার ব্যাভার করে চির অধিকার।
স্তন-ক্ষীর সনে, শিশুদের মনে
প্রবেশে মায়ের মন ;
দিবে হেন উপদেশ,
যেন অবশেষ
হয় শিশু রাজা হতে রাজা,
উচ্চ হতে উচ্চ,
শোভে এ ধরায় উজ্জ্বল বিভায়।
তুচ্ছ করি অবনীর সাম্রাজ্য-মুকুট,
পরে শিরে
অমরার দেব-বিভাছটা।
হেলায় ঠেলিয়ে প্রলোভন-ঘটা,
করে একমাত্র উপাধি ধারণ
"ধার্ম্মিক মানব" ব'লে।

অংশু। হ্যাঁ বাবা, মা কোথায় যাবে ?

দিন। সেই যে তোমার পাহাড়ের বাড়ীতে, তুমিও যাবে—তোমায় কি আর ফেলে যাবে ?

অংশু। আর তুমি ?

দিন। আমিও যাব; যাব আস্‌বো, কেমন ? সে বাড়ী ভাল তো ?

অংশু। হ্যাঁ ভাল—বেশ ভাল ; কত ফুল রাঙ্গা রাঙ্গা, কেমন ঝর ঝর করে জল পড়ে, লট্‌কা রাঙ্গা পাখী পেড়ে দেবে, আমার নিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেল্‌বে ; লট্‌কা, ঘোড়া হ'বি ত ?

লট্‌কা। হুঁ।

দিন। হিরণ, নাও, তুমি আর বিলম্ব কর না ; আজ পৃথ্বীর বে, আমাকে সেখানে একবার যেতে হবে।

হিরণ। যাবার সময় দেখা হবে না ?

দিন। এই যে হ'ল।

হিরণ। তবু—

দিন। ছিঃ ! ও কি ? লক্ষ্মীটী, চোকের জল ফেল্‌তে নেই, অংশু, খাও তো ও চোখে একটা চুমো, দুষ্টুমি করে কাঁদ্‌চে !

অংশু। এ্যা মা !

দিন। (চোখের জল মুছাইয়া) হি ছি, একবার হাস দেখি, এই অংশু হেসেছে রে—আমি আসি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

—*—

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

কুম্ভ সিংহ ও আশাবতী।

আশা। এই—এই কেমন দেখুন দেখি, কেমন কত ফুল ফুটেছে, কত পাখী ডাক্‌ছে। এইখানে এক জায়গায় বসিয়ে দিই, ব'সে ব'সে দেখুন কেমন।

কুম্ভ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ নৌকা যাচ্ছে না?

আশা। নৌকা কোথা বাবা?

কুম্ভ। ঐ যে মস্ত মাস্তল—কেমন দুল্‌ছে দেখ্ দেখি, আহা, ডুবে যাবে না ত?

আশা। নৌকা ডুব্‌বে কি? দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, ওটা মস্ত ঝাউগাছ, কেমন বাতাস সোঁ সোঁ কচ্ছে।

কুম্ভ। ও বাবা, সোঁ সোঁ কচ্ছে, তবে আমি কোথায় লুকাব? তাই তো ভারি শীত কচ্ছে, একখানা কম্বল মুড়ি দে আমায়।

আশা। শীত কই বাবা? আপনার কপালে ঘাম বেরুচ্ছে, দাঁড়ান, আমি মুছিয়ে দিই

কুম্ভ। মুছিয়ে দিবে? দেখ যেন আবার চোখের কাজল মুছে যায় না।

আশা। কই, চখে ত কাজল নাই।

কুম্ভ। হ্যাঁ, আছে বই কি, মা যে আমায় দুধ খাইয়ে, গা মুছিয়ে, কাজল পরিয়ে দিয়েছে। দোলায় শুয়ে ছিলুম, কেন আমায় তুলে আন্‌লি?

আশা। আহা, একেবারে যেন শিশু! সেই তখনকার কথা আস্‌ছে। বাবা বাবা!

কুম্ভ। কেন মা আমার, তুমি তো আমার মা! কে জানে কেমন ভুলে যাচ্ছি!

আশা। হ্যাঁ, আমি আপনার মা, এখন থেকে আমিই মা হ'ব।

কুম্ভ। তা আমায় মার্‌বে না?

আশা। কেন, মার্‌বো কেন?

কুম্ভ। যদি আমি দুষ্টুমি করি। দেখ মা, আমি লড়াই কর্‌তে গিয়েছিলুম,—হামাগুড়ি দিয়ে লড়াই কর্‌তে গিয়েছিলুম—তুই জান্‌তে পারিস্ নি? তা মা, আমি ছেলেমানুষ কি না—একশটা, দু'শটা দু'শটা এগারটা বই দুষমনদের কাট্‌তে পারিনি। তা রাজা কল্লে কি না—আমায় কোলে করে তুলে আমার গলায় এক-ছড়া ঝকঝকে মটরের মালা দিলে।

আশা। মটরমালা তুমি তার পর কি কল্লে।

কুম্ভ। ও মা, পিসীমাকে বলিস্‌নি, কেড়ে নেবে, তোঁকে পর্‌তে দেবে না। তোর জন্যই লুকিয়ে রেখেছিলুম।

আশা। কৈ, মটরমালা তোমার মাকে দিলে না?

কুম্ভ। ও মা, দেব কি, সে কথা কাউকে বলিস্‌নি; একটা মা ছোট ছেলে, আমার চেয়েও ছোট—সে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আমার গলাটা না জড়িয়ে ধরে বল্লে,—'বাবা'! আমি অমনি কেঁদে ফেল্লুম, কেন মা আমি কাঁদ্‌লুম? সে ত আমায় মারেনি।

আশা। আহা, এ আমার প্রিয়তম। তাঁকেই রণজয়ের পুরস্কার মতির মালা দিয়েছিলেন, তাই এখন মনে হচ্ছে। তা বাবা, তুমি কাঁদ্‌লে কেন?

কুম্ভ। কান্না যে এল, তা আমি কি করব, একটা ছোট ছেলে যদি অমনি তোর কাছে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে মা বলে, তুই কি কাঁদিস্ নে? এই দেখ না, তুই এখনি কাঁদ্‌বি, আমি তোর গলা জড়িয়ে ধরি। মা—মা—মা!

আশা। কেন কেন বাবা আমার, বাবা, কুমারীকে তুমি সন্তানস্নেহ আগে বুঝিয়ে দিলে।

কুন্ত। হ্যাঁ মা, যে আমায় ফুল দেয়, সে আজ দিলে না?

আশা। আমি তোমায় ফুল তুলে তোড়া বেঁধে এনে দিচ্ছি; তুমি এখানে ছায়ায় ব'সো।

[কুন্তকে বসাইয়া আশাবতীর প্রস্থান।

কুন্ত। চাঁদি মামা চাঁদি মামা টি দিয়ে যা।
কোলে দোলে রতনমণি চুমো খেয়ে যা॥

অরুন্ধতী ও ভাগীরথীর প্রবেশ)

অরু। কৈ আশা কোথায় গেল? ভাগীরথী, তোর কি ভীমরথি হয়েছে—দেখ না খুঁজে; আজ তার বে, সাজবে গুজবে,না এই ঠিক দুপুর বেলায় বাগানে এল। তবু ভাগী দাঁড়িয়ে রইলি,আশাকে খুজে ডেকে আন না।

কুন্ত। মা মা, কোথায় গেলি? বড় ক্ষিদে পেয়েছে, একটা আমায় পেঁড়া দে।

ভাগী। ও বাবা,এ কি! ও মা,ঐ দেখ দেখ, ঝাউবনের ভিতর শাদাপানা কি নড়ছে। ও বাবা! ও বাবা! রাম রাম রাম।

(পলায়নোদ্যত)

অরু। ও ভাগী, তুই কোথা যাস্—কোথা যাস্? ভয় কি, তোর চুলে বাবা ঠাকুরের মাদুলী আছে।

ভাগী। আর মাদুলী আছে! ঘাড় ভাঙ্গলে তখন কি হবে?

কুন্ত। ও মা, দোলাটা দুলিয়ে দে?

অরু। রাম রাম! ও কি সত্যি ভূত না কি? আমার বাড়ীর ঈশানকোণে কালভৈরবের নো পোতা আছে, ভূত আস্‌বে কেমন করে? ভাগী, আমি যাই, তুই মেয়েকে খুজে নিয়ে আয়!

[প্রস্থান।

ভাগী। ও গিন্নি, ওই ব'লে পালালে বুঝি, পালালে বুঝি? রাম রাম।

(পুরোহিত উদরায়ণ শর্ম্মার প্রবেশ)

উদ। উঃ ভারী তেজ! দিগ্‌গজ সব পণ্ডিত এসেছেন, আমার সঙ্গে সব তর্ক! ক চ ট ত প, ঝ ঢ় দ ঘ ভ, সহর্ণেষ্ব ইতি পরাশরের রঘুবংশের সমস্ত শ্লোকই আমার কণ্ঠাগত, আমায় কি না বিবাহ-শাস্ত্রের মন্ত্রার্থ জিজ্ঞাসা করে! আরে দূর দূর, লোমহর্ষণের মুদ্রারাক্ষস তন্ত্রের নিরুক্ত অধ্যায়ে বিবাহের সমস্ত মীমাংসাই খণ্ড খণ্ড খণ্ডীকৃত বিভঞ্জিত বিবস্ত হয়ে আছে, তা সকলই আমার উদরস্থ। কৈ গৃহকর্ত্রী অরুন্ধতী কই?

ভাগী। ও মা, পুরুতঠাকুর যে, ও উদরাময় ঠাকুর।

উদ। উদরাময় নয়—উদরায়ণ।

ভাগী। তা হ'লেই বা তোমার উদরাময়, ক্ষতি কি?

উদ। ক্ষতি প্রতিদিন একটী করে পক্ক বেল আবশ্যক, উদরাময় কি সহজ বস্তু? জ্বরাতিসারের বিনিময়, আমি তা নই—তা নই।

কুন্ত। ও মা, তবে আমায় শিয়ালে নিয়ে যাক্।

উদ। ও ভাগীরথী, মধ্যাহ্নকালে এ কি ভূতোক্তি?

ভাগী। পুরুতঠাকুর আমায় ধর,আমায় ধর, আমার চুলে বাবাঠাকুরের মাদুলী আছে, তাই ধরে মন্তর পড়। (পুরুতকে জড়াইয়া ধরা)

উদ। এ কি এ কি! তুমি যে আমায় চপেটাঘাত কল্লে? আরে বিচ্ছেদ হও, বিচ্ছেদ হও, আমার সতীত্ব নাশ হবে—সতীত্ব নাশ হবে।

ভাগী। ও উদরাময় ঠাকুর, ও উদরাময় ঠাকুর, আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর, চোখ টিপে ধর।

উদ। আরে বিচ্ছেদ কর, বিচ্ছেদ কর, ব্রাহ্মণী দেখ্‌লে আমায় কি বল্‌বে? আরে সতীত্ব নাশ হ'ল, সতীত্ব নাশ হ'ল।

কুন্ত। (অগ্রসর হইয়া) ও হাড়গিলে, ও হাড়গিলে, তোমরা দুজনে ঝটাপটী করছো কেন? শোন শোন, মা—আমার মা কোথায় গেল? আমায় যে দুধ খাইয়ে দেবে।

উদ। ভাগীরথী,ভাগীরথী,এ বালভূত, মহাকালের মাসতুতো সোদর; আমায় ছাড়, অত পেট টিপ না, আমার গর্ভস্রাব হবে। (ভাগীরথীকে দূরে নিক্ষেপ।)

ভাগী। আমি নেই, আমি নেই, চোখ বুজেছি, কেউ যেন আমায় দেখ্‌তে না পায়। রাম রাম রাম।

উদ। ধূল মন্তর ধূল মন্তর যা যা উড়ে যা,
ভূত প্রেত, চড়েল,হাঁ করে গে থা;
কেওড়াগাছের পাতা, কেউটেসাপের মাথা,
গেঁড়ি গুগ্‌লীর হাড়, গিরগিটের ঘাড়,
ছাড় ছাড় যা যা তফাৎ তফাৎ যা।

(পৃথ্বীধরের প্রবেশ)

পৃথ্বী। বাবা—বাবা, আমি জান্‌তেম না, আপনি এ বাগানে আছেন। কোথায় আপনি?

ভাগী। ও জামাই, ও জামাই, এখান থেকে পালাও, আজ তোমার হাতে স্থতো।

পৃথ্বী। তুমিও যে এখানে?

ভাগী। ও জামাই, পালাও, সোঁদা ছেলেকে আগে ধরে; আমায় নিয়ে চল, পা নেটিয়ে পড়্‌ছে—চল্‌তে পাচ্ছিনি।

পৃথ্বী। সে কি, তোমার কি হয়েছে? বাবা কোথাঁয়? বাবা—বাবা, আপনি এখানে? সঙ্গে কেউ নেই? (প্রণাম)

উদ। ধরেছে ধরেছে, বরকে ধরেছে। এ বাবা সোজা ভূত নয়। পলায়তঞ্চ, কচ্ছং লিতং টিকিং দুলিতং যৎপলায়ন্তি স জীবতি।

(উদরায়ণের পলায়ন)

ভাগী। ও পুরুতঠাকুর, আমায় একেলা ফেলে একেলা ফেলে।

[প্রস্থান।

পৃথ্বী। ভয় নাই ভাগীরথী, আমার বাবা, বাবা বাবা, আপনার আশীর্বাদে আজ যে আমার বিবাহ; আপনি যে আমার শ্বশুরালয়ে এসেছেন, বুঝুন না—বুঝুন না, আপনি নববধূ ঘরে নিয়ে যাবেন, সে কত যত্ন করবে।

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। বাবা—বাবা, এই দেখ আমি কত ফুল এনেছি; এ কি, এ কি, তুমি এখানে!

(যমুনা, কমলা, ভদ্রা প্রভৃতি পুরকন্যাগণের প্রবেশ)

যমুনা। ভোমরা আসে মধু আশে
পেলে ফুলের বাস।
যার যেখানে সেই, সেই,
ছোটে তারির পাশ॥
কে জানে ভাই নাম করবো না
যদি রাগে কেউ।
স্রোতের মুখে বাতাস পেলে,
আপনি উঠবে ঢেউ॥

আশা। পিতা বড় ফুল ভালবাসেন, তাই আমি ওঁর জন্যে নানা রকম ফুল তুলে এনেছি।

পৃথ্বী। আশাবতী,তুমি এর মধ্যেই পিতার সেবা আরম্ভ করেছ, ওঁকে এখানে আন্‌লে কে?

আশা। আমিই লোক পাঠিয়ে আনিয়েছি।

পৃথ্বী। মিছে আনা, আহা, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না।

আশা। তবু তবু—

পৃথ্বী। তবু তুমি বেশ করেছ।

কুন্ত। আমার ঘুম পাচ্চে, বড্ড ঘুম পাচ্চে, কে আমায় শুইয়ে দিবে?

আশা। ঘুম পেয়েছে—শোবেন? (পৃথ্বীর প্রতি) তুমি এইখানে থাক, আমি বাবাকে শুইয়ে রেখে আসি। বাবা, উঠুন, চলুন, আমি আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসি।

প্রস্থান।

ভদ্রা। এরা ভাই আর ঠিক বর-কনে নয়, ছেলেবেলা থেকে যাওয়া আসা, এক সঙ্গে খেলা,এ যেন ভাই বোনের বে! কেমন ভাই, তোমাদের ভাই বোনে বে হচ্চে না? এতে ঘড় আমোদ—কেমন?

পৃথ্বী। কি করে বল্‌বো বল, তুমি তোমার জগধর দাদাকে বিয়ে করে দেখ না, ভাই বোনে বেতে কেমন আমোদ হয় বুঝ্‌তে পার্‌বে।

ভদ্রা। যাও।

পৃথ্বী। কেন, তার বেলা যাও কেন, হাঁ যমুনা, আমি কি মন্দ বলেছি? ভদ্রাই তো বল্লে, ভাই বোনে বেতে বড় আমোদ, আমিও ওকে সেই আমোদই কর্‌তে বল্‌ছি, এ আর অন্যায়টা কি?

যমুনা। তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কব না। আমাদের খেলার সাথী আশাবতীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন, আবার সেধে সেধে ভাব কর্‌তে আস্‌ছেন; এমন বেহায়া পুরুষ দেখিনি।

পৃথ্বী। বেহায়া পুরুষ না দেখ্‌তে পার, কিন্তু বেহায়া মেয়ে তো দেখেছ?

যমুনা। হ্যাঁ, দেখিছি, কোথায় দেখিছি?

পৃথ্বী। কেন তোমার আরসীতে।

যমুনা। কোথায়?

কমলা। হ্যাঁ লা যমুনা, তুই এমন ন্যাকা, তোকেই বেহায়া বলে গাল দিলে বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌নি?

যমুনা। আমি তো অত শাস্ত্রও পড়িনি, মন্দুরানগর থেকে রঙ্গও শিখে আসিনি।

পৃথ্বী। তা চল, তোমার সখীর সঙ্গে আমাদের ঘরে চল, যত চাও রঙ্গ শিখিয়ে দেব এখন।

যমুনা। যাকে শিখাবার, তাকেই আগে শিখাও, আমাদের রঙ্গ শিখাবার লোক আছে।

কমলা। দূর পোড়াকপালী, কি বল্‌ছিস্?

যমুনা। কেন, আমায় ঘাঁটায় কেন?

কমলা। তা ও কথার কি ঐ জবাব? বল যে আমায় রঙ্গ শিখাবে, সে পূর্ব্বজন্মে অনেক তপস্যা করেছে।

(ভাগীরথীর পুনঃ প্রবেশ)

ভাগী। তা তপিস্যে কর—এইখানে বসেই তপিস্যে কর, খুব কর; মুণ্ডমালা-টালা ছাই-টাই এনে দেব না কি?

কমলা। তোর খাওয়া হয়ে গেছে না?

ভাগী। কেন হবে না, কারুর তো আর ধার করে খেতে হয় না? খেটেছি খুটেছি, পেট ভ'রে খেয়েছি।

কমলা। তবে আর ছাই পাবি কোথায় যে আন্‌বি?

ভাগী। আমি কি ছাই খাই না কি

কমলা। তা তুই আপনি বোঝ, আমি কিছু বলেছি, এখন কি দরকার বল।

ভাগী। দরকার আর কি,—বর কার?

যমুনা। কেন—আশাবতীর।

ভাগী। তবে তোমরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কুঞ্জের ভিতর তপিস্যে ক'চ্ছ কেন?

কমলা। তোর জন্যে, আমরা সকলে প'ড়ে হাতে ধ'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্‌ছিলুম যে, দেখ, ভাগীরথী থাক্‌তে আশাবতীকে বে করাটা তোমার ভাল দেখায় না; লোকে বল্‌বে, পৃথ্বীধরের চোক নেই, তাই সুন্দর-কুৎসিত চিন্‌তে পারে না, বল্লুম, ভাগীরথীর চেহারার চটকে কত বড় বড় ভূত প্রেত আটক পড়ে।

ভাগী। ওগো ওগো ওগো, থাম থাম থাম, আমরাও পুরুষ দেখেছি—ঠাট্টাও বুঝি,—আমাদেরও বয়স ছিল, মার পেটে থেকে পড়েই বুড় হইনি।

। কৈ, তুমি তেমন বুড়ো কৈ?

তোমার তো এখন বয়স হয়েছে দেখায় না।

ভাগী। শোন শোন শোন, ভদ্রলোকের কথা শোন, যারা রূপ চেনে, যাদের চোক আছে, তাদের কথা শোন; যৈবনের গুমরে ফেটে পড়্লেই হয় না। রূপ-যৈবন চিরদিন থাকে না, থাকে না—ঐ যে কি গান আছে না—কি যৈবন কি?—

কমলা। (ভাগীর হাত ধরিয়া) কি গান বল্ না ভাই, গেয়ে বল্, তোর পায়ে পড়ি।

ভাগী। আমি কি গান গাইতে জানি?

পৃথ্বী। তা গাও না, তোমার গলা তো মন্দ নয়।

ভাগী। না—না, অমনি এক রকম, অভ্যাস নেই—কসলৎ নেই।

কমলা। তা বই কি, শুনেছি সেকালে ভাগীরথী দু'হাতে দুটো তানপূরা নিয়ে তানসেনের গোরের উপর বসে মহম্মদী খেয়াল গাইত।

যমুনা। আর শিয়ালগুলো সব বাহবা বাহবা কর্‌তো।

ভদ্রা। এই যে, তবে না কি যমুনা কথা কইতে জানে না? এখন ভাগীরথী দিদি গাক্, শোন।

ভাগী। এ্যা—উঁ—হুঁ—(সুরে) তানা নানা দিন নানা না—

সকলে। বাহবা বাহবা!

ভাগী। ধুম তানা নানা নানা—এ্যা এঁ—

(গীত)

এ যৈবন চিরদিন নয়।
(লব) যৈবন চিরদিন নয়।
তাই করি মানা করিস্‌নেকো অপচয়॥
যেমন ভাদ্দর মাসে ভরা গাঙ্গে ষাঁড়াষাঁড়ির বাণ
এক জোয়ারে আসে ছুটে,
উথ্‌লে উঠে বাড়ায় নারীর মান
আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে পড়ে ভাঁটা
তখন কাদা ঘাঁটা হয়।
নবীন নারী কেঁদে মরে যৈবন হ'লে ক্ষয়॥

সকলে। বাহবা বাহবা! কে বলে তোমার বয়স গিয়েছে?

(গীত)

কে বলে যৌবন গিয়েছে চলে।
শ্রাবণে প্লাবন যেন কূলে কূলে উথলে॥
পূরন্ত বাসন্তীলতা, আগা মূলে ভরা পাতা,
বদনে চাঁদিনী খেলে, আঁখিতে জোনাকী জ্বলে
(রস) ঢল ঢল ঢল ঢল চল্‌কে পড়ে,
(রূপ) টল টল টল টল দোলে ঝড়ে,
বসয় গিয়েছে, গেছে সরস
প্রাণে প্রাণ তো দলে॥

যমুনা। ও মা ও মা, মাসী যে।

(অরুন্ধতীর পুনঃ প্রবেশ)

অরু। বাঃ বাঃ বাঃ! তোদের কাণ্ডখানা বেশ যা হোক; এ্যা! অবাক্ কল্লি যে! ওদিকে সব প'ড়ে রয়েছে আর তোরা এখানে ধেই ধেই করে নেচে গান কচ্ছিস্? আর বাবাজী, তুমিও নিশ্চিন্দি হ'য়ে এদের রঙ্গ দেখ্‌ছো, তোমার না আজ বে?

পৃথ্বী। না মা, এই আমি বাড়ীর ভিতর যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

ভাগী। তাই তো বল্লুম, যে জামাইজী তোমার আজ এই বীতিকিচ্ছি বিপদের দিন।

অরু। ও কি কথা রে মাগী? শুভদিন—বিপদ্ কি রে?

ভাগী। ও তাই হ'ল, একটা বিটকেল কাণ্ড তো আজ হবে, তা আজ আর গান শুনে কাজ নেই, আর একদিন তখন শোনাব।

অরু। এ্যাঁ তুই কি বলছিস্? হ্যাঁরে যমুনা, আমি ঘুমিয়ে না জেগে? ভাগী গান গাচ্ছিলো না কি? ভাগী ভাগী ভাগী, গান গাচ্ছিলি কি লো? হ্যাঁ রে মাগী, তুই গান গাচ্ছিলি কি লো?

কমলা। তা মাসী, সেটা যেন আমাদের দোষ, আমরা যেন গাইতে বলেছিলুম, কিন্তু ও নাচ্‌লে কেন? আমরা তো আর নাচ্‌তে বলিনি।

অরু। এ্যাঁ, নাচ্‌লে! ভাগী নাচ্‌লে!

কমলা। ঘুরে ঘুরে মাসী ঘুরে ঘুরে, চোক মট্‌কে, কাঁকালে হাত দে।

ভাগী। আর তোমরা নাচনি?

অরু। বেশ করেছে নেচেছে, ওদের নাচ্‌বার বয়স নেচেছে, তা বলে তুই? আজ আসুক দিনকর, তাকে ব'লে মাগীকে ঠাণ্ডা গারদে পাঠাচ্ছি।

ভাগী। কি, ঠাণ্ডা গারদে পাঠা'বে, আমি পাগল না কি? আমার খুসি আমি গাইবো, আমার খুসি আমি নাচ্‌বো। আজ বাসরঘরে নাচবো গাইবো; আমার আশাবতীর বে, আমি নাচ্‌বো না? ওরা নাচের কি জানে?

যমুনা। হ্যাঁ ভাগী দিদি, তুমি নাচ শিখে-ছিলে কার কাছে?

অরু। ওর সেই মিন্‌ষে যখন বেঁচেছিল, সে যে ভাল্লুক নাচাতে, তাই দেখে শিখেছে। এখন আয় সব গোছগাছ কর্‌বি আয়, আজ কি বসে গল্প কর্‌বার সময়? আয় সব আয়।

[ভাগীরথী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভাগী। গাব না, কেন গাব না?
যৈবন চিরদিন রয় না।
শোন হীরেমন সুরী ময়না॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অলিন্দ।

(পৃথ্বী ও আশাবতী)

আশা। স্ত্রীলোকে সন্তান গর্ভে ধ'রে মায়ের সুখ মায়ের আহ্লাদ বুঝ্‌তে পারে, কিন্তু আমি কি ভাগ্যবতী! বাবাকে পেয়ে আমি মালা বদলের আগেই সেই অনির্ব্বচনীয় মধুর আনন্দ উপভোগ কচ্ছি।

পৃথ্বী। স্নেহময়ী আশাবতী—মমতা-মাখান আশাবতী আমার, জান্‌তুম, তুমি কেবল খেলিয়ে বেড়াও; গান গাওয়া ফুল তোলা আমোদ করা যেন তোমার জীবনের সর্ব্বস্ব, এই মনোহর কুঞ্জই যেন তোমার সমস্ত জগৎ, কিন্তু জান্‌তুম না, ঐ শূন্য-গর্ভ বিশ্বলহরী, এই নৃত্যশীল বীচিমালার গভীর তলে এত রাশি রাশি উজ্জ্বল রত্ন লুকায়িত আছে! কোথায় পেলে তুমি এই মধুর গাম্ভীর্য্য, কোথায় পেলে তুমি এই কোমল স্নেহের সৌন্দর্য্য! জননী খেলা খেল্‌তে কোথায় শিখ্‌লে তুমি প্রিয়-তমে? পিতা আমার এরই মধ্যে অঞ্চলের স্নেহে আবদ্ধ হয়েছেন, এরই মধ্যে তোমার ইঙ্গিত আদর বুঝ্‌তে শিখেছেন, এরই মধ্যে সত্য সত্যই যেন তোমাকে আপনার মমতাময়ী মা ব'লে চিনেছেন; তুমি যেমন আদর ক'রে ভুলিয়ে সহজে আজ দুধ খাওয়ালে, মাতা আপ-নার ক্রোড়স্থ শিশুকে পারে কি না সন্দেহ!

আশা। পৃথ্বীধর, তুমি আমার বাল্যসখা—আজ আমার প্রাণসখা, রজনীতে আমার প্রাণ-পতি হবে। তোমার কাছে আমি লজ্জা জানি না, মান জানি না, ভাণ জানি না; কিন্তু প্রিয়-তম, এই সুখের উপরও যদি কিছু সুখ থাকে, সে পিতাকে যত্ন করে, তাঁর এই বিষাদ-মাখা মধুর শৈশবের সেবা করে, সে সুখ আমার হচ্চে! আমি সত্য বল্‌ছি, আমার মনে হচ্চে,

আমি একটী সগু-প্রসূত নব-কুমার কোলে পেয়েছি ; প্রিয়তম, আমার এক একবার ভয় হচ্ছে,—এত সুখ এত আনন্দ এত সৌভাগ্য তো কারুর ললাটে ঘটে না, আমার কি সহিবে?

পৃথ্বী। ছি ছি কুসুমকলি আমার, ও কথা কি মনে আন্‌তে আছে? তোমার মত মাধুরী-ময়ী সরলার পানে দেবতারাও সহাস্তে দৃষ্টি করেন ; আদরিণি! পূর্ণচন্দ্রের কিরণ, বসন্তের সমীরণ, কমলের সৌরভ, কমলার গৌরব, দেবতার দয়া, মানবের মায়া, জগতের অমরার সমস্ত সৌন্দর্য্য যদি একীভূত হয়, তা হ'লে তার নাম হয় আশাবতী।

আশা। দেখ, তুমি অমন করে বেশী আদর দিলে আমার মাথা ঘুরে যাবে, আমি দুষ্ট হব।

পৃথ্বী। তুমি দুষ্ট হও রুষ্ট হও, আমি সবে তুষ্ট থাক্‌বো ; এখন বল দেখি, তোমার সেই সাধের বাগানবাড়ী নেওয়াই কি স্থির হলো, সেইখানেই কি সংসার পাত্‌বে?

আশা। প্রিয়তম অতি মনোরম স্থল!

স্বচ্ছজলে টল টল হ্রদ
শুয়ে আছে গিরি-কোলে,
হ্রদ ফুল্ল কোকনদ
হাসিতেছে রাশি রাশি ;
তলে বালু দেখা যায়,
রজত-সফরী খেলিছে তথায়,
তীরে বসুমতী তুলিছে তরঙ্গ
শৃঙ্গের উপরে শৃঙ্গ সুরঙ্গে বিহরে,
শ্যাম তৃণদলে আবরিত কায়
তরুলতা কত শোভা পায়,
থরে থরে
পাতার মাঝারে ফুটিয়াছে ফুলদল,
পরিমল পবন ছড়ায়।
শাখী-পরে
ঝাঁকে ঝাঁকে বসে নানা পাখী—
বিবিধ-বরণ নয়ন-রঞ্জন,
খেয়ে বিনিমূলে কেনা ফল
প্রকৃতির উপহার,
মনসুখে তোলে স্বর লহরে লহরে!
সেই গানে মিলাইয়া তান
নিঝরিণী গিরি-গায় গড়াইয়া পড়ে।
ছাওয়া উলুখড়ে,
রমণীয় মণ্ডপ তথায়
ভরা নব তৃণ বাসে,
সুখের আবাস স্বপনের ছবি মম!
নিরজনে
প্রেম-আলাপনে রহিব দুজনে।
আহা মনে হয়
যবে চন্দ্রিকা-নিশায়,
পাতায় পাতায় রজত মাথায় শশী
নীরদ ঘোমটা খুলি
হ্রদ জলে দেখে নিজ মুখ,
ছাড়িয়া অমরা,
আসিয়ে অপ্সরাদল
সেই জলে করে স্নান ;
করে গান নেচে নেচে
সুকোমল গিরিতলে
দলিয়া ঘাসের কুসুম চরণে।

পৃথ্বী। কল্পনা লইয়া খেলা
সদা তব দেখি বালা।

আশা। সত্য বটে
স্বভাবের মাধুরীতে যোদ্ধার কি কাজ ;
রণ-হুহুঙ্কার, ধনুক-টঙ্কার
নৃত্য গীত যার ;
শত্রু করে পলায়ন
সেই চিত্র দরশন,
কি সম্বন্ধ তার কল্পনার সনে!
কিন্তু আছে প্রভু
অন্য প্রলোভন টানিতে তোমার সেথা ;
মিত্র-প্রেম—
ফাঁদে বাঁধা যার তুমি,
অভিন্ন হৃদয় অন্ত কলেবর তব,

সেই দিনকর
করিয়াছে কানন রচনা তথা।
আহা আহা হাসি আসিয়াছে মুখে,
আহ্লাদেতে গদ গদ দেখি!
প্রণয়ে আমার নাহি কিছু ধার,
কিন্তু রবে বন্ধু-সন্নিধানে
তাই এ আনন্দ তব।

পৃথ্বী। আপনি দিনকর
করেন তথায় বাস?

আশা। না।
কিন্তু প্রেমময়ী হিরণ্ময়ী তাঁর
ল'য়ে আপন সন্তানে
(মরি মরি কি সুন্দর সোণার সে শিশু!)
গেছে জুড়াইতে সেথা,
ত্যজি
নগরের বদ্ধ বায়ু, ঘোর কলরব।
পেলে অবসর তব বন্ধুবর
যান তথা দেখিতে তাদের।
এখন—
এখন বল পৃথ্বীধর
প্রণয়ের ঘর মোর বাঁধিবে সেখানে?

পৃথ্বী। আদর আমার
হ'য়ে তুমি কর্ণধার যদি ধর হাল,
সুখে তুলে পাল হেলায় যাইতে পারি
সুদূর সাগরপারে,
রামচন্দ্র সেতুবন্ধ করি উত্তরণ;
নিকটে বিপিন বাস
নিতান্ত সামান্য কথা।

আশা। ভাল জান
ভুলাইতে সুমধুর তোষামোদে;
দেখ পুনঃ
স্বভাবের সেই খেলা-ঘরে,
খেলিবে আদরে
আমাদের স্থবির সন্তান,—
ভোলা মন দ্বিতীয় শৈশবে।

পৃথী। বড় সাধ হ'তে সন্তানের মাতা।

(লট্‌কার প্রবেশ)

আশা। কি রে লট্‌কা!

লটকা। হামার রাজা কুথা? হামি যে শুন্‌লো, সে তোদের কাছে আছে; আর একটা সর্দ্দার আমাকে বোল্লো, তু তাকু ডাকি আন. বড়া ভারি কাম আছে।

পৃথ্বী। তিনি এইখানেই আছেন, আমাদের সঙ্গে দেবদর্শনে যাবেন; যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয়, যাও পিছুনে, ঐ নেবুবাগানে তাঁর দেখা পাবে।

লট্‌কা। ভাল।

[প্রস্থান।

পৃথ্বী। আবার কি হ'ল? এখন কি প্রয়োজন? আমাদের এই শুভকার্য্যে বন্ধু উপস্থিত থাক্‌তে পার্‌বেন না নাকি?

আশা। ইস্, থাক্‌বেন না—কেন থাক্‌বেন না? তাঁকে খুঁজ্‌তে এসেছে লোকটা কে?

পৃথ্বী। ওটা একটা ভীল, ওকে ছেলেবেলা ডাকাতরা ধ'রে এনে এখানে বিক্রী করে, তার পর দিনকর কিনে নেন; একটু বড় হ'লেই দিনকর ওকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন; কিন্তু ও কোনমতেই গেল না, স্বেচ্ছায় ভৃত্য হ'য়ে রইলো; ও বলে, দিনকারর মত সদয়-হৃদয় মহাপুরুষের সেবা করায় স্বাধীনতা অপেক্ষা অধিক সুখ, অধিক আনন্দ।

আশা। দেখ, তুমি থাম, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বন্ধুর একটা কথা পেলেই অমনি তাঁর গুণব্যাখ্যা আরম্ভ হলো। দেখ, সত্যি বলছি, আমি যদি তোমায় ঘোড়াকে, কি একটা পাখীকে বেশী আদর কর্‌তে দেখি, তা হলেও আমার মনে মনে রিষ হবে, আমি ভরী রাগ কর্‌বো; কেন তুমি আর কাকেও আমার চেয়ে ভালবাস্‌বে?

পৃথ্বী। কা'কে তোমার চেয়ে ভালবেসেছি?

আশা। কেন, তোমার বন্ধুকে? তাঁকে তুমি প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাস না?

পৃথ্বী। বাসি, সত্য বাসি, সেও আমায় তেমনি ভালবাসে।

আশা। তবে আমাকে কেমনি ভালবাস?

পৃথ্বী। তোমায় আমি শুধু ভালবাসি, কেমনিও নেই, এমনিও নেই।

ভালবাসা তোরে জীবন আমার,
অন্য প্রাণ নাহি মোর।
আশাবতী তুমি তুমি,
আমিও যে তুমি,
তব মুখ চুমি
পৃথ্বীধর নাহি আমি আর,
আমিত্বও গিয়েছে আমার।
হৃদয়-কলস ভরি ভালবাসা-জল
ঢালিয়া দিয়াছি তব প্রণয়-ক্ষীরোদে;
মিশে গেছে জলে জল।
সুধাময় হয়ে গেছি মিশিয়া তোমাতে,
নাহি ভিন্নকায় ভিন্ন প্রাণ
ভিন্নবৃত্তি ভিন্ন পৃথ্বী আর।

আশা। কথক ঠাকুর নমস্কার নমস্কার!
তবে আর কেন
ওই ওই আসে দিনকর।

(দিনকরের প্রবেশ)

দিন। পৃথ্বি—
আশাবতী না জানিবে কিছু।
আশাবতী করি আশীর্ব্বাদ
অবিবাদে অবিচ্ছেদে ভুঞ্জ পতি-সুখ;
দেবগণ
কৃপা বরিষণ করুন তোমার শিরে,
দেব-কৃপা রহুক তোমারে ঘিরে,
দিবারাতি সাথে সাথে
দেবগণ রক্ষুন্ তোমারে।
পৃথ্বী বলি শোন,—
(জনান্তিকে) জান কি—জান কি পৃথ্বী,
এই মাত্র কি শুনিনু আমি!

আশা। হে ধার্ম্মিক
তব আশীর্ব্বাদ বিফল না হবে।
দেখ সখা এই পৃথ্বী তব
সারা বেলা ধ'রে বিমুক্ত অন্তরে,
কেবল বলিতেছিল কত ভক্তিভরে
ভালবাসে সে তোমায়;
"দিনকর ভাই দিনকর ভাই"
আর কথা নাই।

দিন। কি আর কথা নাই এই সারা বেলা?
প্রেমের প্রলাপে
করেনি আলাপ আশাবতী সনে?
(জনান্তিকে) সর্ব্বনাশ আমাদের!
সুধু আমাদের নয়—
অভাগী জনমভূমি পৃথ্বী!

পৃথ্বী। সে কি কথা বল স্পষ্ট করি।

দিন। (জনান্তিকে) বুঝেছ কি পৃথ্বীধর
রাজার রাজত্ব পুনঃ!

পৃথ্বী। সে কি? কোথায়? কে রাজা?
অসম্ভব।

দিন। সত্য সত্য
সত্য আমি বলি শুন,
দণ্ডার পরিবে আজি রাজার মুকুট;
তারি আজ্ঞাধীন সৈন্যগণ
সারি দিয়ে দাঁড়ায়েছে পথে।

পৃথ্। কিন্তু ভা'য়াত!—
ভয়াতুর দুর্ব্বল ভা'য়াত
সত্যই কি মত দেবে ইথে?
নাহি—নাহি কি হে কেহ
একজন বাধা দিতে তাহে?

দিন। বাধা দিবে তারে!
(প্রকাশ্যে) দেবগণ দেবগণ
হও সহায় আমার,
কিম্বা করহ বিনাশ,
আমি বাধা দিব তারে।

আমি—আমি—আমি—
অনল গহ্বর গিরি
করে যদি অগ্ন্যুৎপাত স্বপক্ষে তাহার!
আসে ভৈরব বেতাল
দধীচির সমস্ত কঙ্কাল,
বজ্ররূপে পূরে তার অস্ত্রাগার,
বিপক্ষে একাকী দাঁড়াব আমি।
একাকী—একাকী!
হাঃ হাঃ কোথা গেল,
ভুলিয়াছি ছুরিকা আমার।

আশা। এ কি এ কি পৃথ্বীধর।

পৃথ্বী। অকস্মাৎ ঘটেছে ঘটনা,
রাজ্যে গোলযোগ
আলোড়িত হৃদি তাই হয়েছে সখার;
ধৈর্য্য ধর আশাবতী কিছু নাহি ভয়।

দিন। পৃথ্বীধর
এসেছিনু শুভকার্য্যে বিবাহ-সভায়,
শান্তির আবাসে
শান্তবেশে আসিতে উচিত,
সে কারণ নিরস্ত্র এখন;
সখা দেহ মোরে তব তরবারি।

পৃথ্বী। কেন—কি করিবে?

দিন। যা করি—দাও—দাও।

আশা। পৃথ্বীধর! পৃথ্বীধর!
মোর দিব্য
বল কিবা অভিসন্ধি বন্ধুর তোমার?

পৃথ্বী। দিনকর কোথায় যাইবে বল?

দিন। ভা'য়াত-সভায়।

পৃথ্বী। তবে আমি যাব তব সাথে।

আশা। কখনই না।

দিন। না—ভাল বলিয়াছ সখী,
কখনই না।
(জনান্তিকে) না না কখন হবে না তা
কি করিবে গিয়া সাথে?
ভা'য়াতের বিধিমতে
যোদ্ধার নিষেধ
অস্ত্রহাতে প্রবেশিতে সভাতলে;
তবে মম সনে গমনে কি ফল?

আশাবতী
লও লও, লয়ে যাও বরে ধ'রে,
দেবগণ রাখুন দোঁহারে সুখে।

পৃথ্বী। ভাল প্রতিজ্ঞা করহ তবে,
আবাল্য সখ্যতার করহ শপথ,
ধৈর্য্য ধ'রে র'বে কার্য্যকালে;
উন্মত্ত রোষের বশে না করিবে কিছু;
দুঃসাধ্য দুষ্কর কার্য্যে তুলিবে না কর।

দিন। স্থির কর মন,
ক্রোধে বোধাবোধ শূন্য নাহি হব!
(উভয়ের হাতে হাত মিলাইয়া।)
ভাগ্যবতী স্নেহের পুতলি!
প্রিয়তম পৃথ্বীধর
এত দিন আছিল আমার,
প্রফুল্ল-হৃদয়ে
আজি হতে দিলাম তোমায়।
আসি তবে—বিদায় এখন।

পৃথ্বী। না—
আমি যাব তব সাথে—

দিন। আশাবতী লয়ে যাও হাত ধ'রে,
আদর জান না?
হয় তো
লগন-সময় পুনঃ হব উপস্থিত
হইতে মগন তোমাদের সাথে সুখে।

[পৃথ্বী ও আশার প্রস্থান।

দিন। এইবার—
এইবার মন্দাবতী তোমার সেবায়
থাকে কিম্বা যায় প্রাণ, তুচ্ছ এই কায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভা'য়াত-সভা।

মতিচাঁদ, ডুলাই, সর্দ্দারগণ ও দণ্ডার সিংহ

ডুলাই। এঁ্যা, না করিতে আক্রমণ,
এত শীঘ্র
পলাইল শত্রুদল আগে হতে।
দণ্ডার। হে সুধীর সর্দ্দার-মণ্ডলী
রাজ্যের ভূষণ সবে,
কি কবে অধিক দাস,
সবে মাত্র করেছি সজ্জিত
অসীম-সাহসী রাজ্যের হিতৈষী
মম বীরদলে,
কোথা হ'তে
ঠিক যাদুবলে যেন
বার্ত্তা গেল চ'লে বিপক্ষ-শিবিরে।
ছিল ক্রুদ্ধ, পেলে শঙ্কা
থামিল যুদ্ধের ডঙ্কা,
তাম্বু তুলে পলাইল পাহাড়ীয়া দল,
বন্য পশুর সমান
আপন বিবরে সবে
চর-মুখে পেয়ে সমাচার
করিলাম সসম্ভ্রমে সবার গোচর;
রাজ্যের মঙ্গল হেতু হয়ে জ্ঞানহারা
লঙ্ঘন করেছি বিধি;
প্রস্তুত শাস্তি তরে।
মতি। হে পণ্ডিত সর্দ্দার সজ্জন,
ভ্রাতৃগণ করহ শ্রবণ!
সত্য বটে
ভা'য়াতের অনুমতি আগে,
প্রবেশিয়া গড়ে
খুলি অস্ত্রের ভাণ্ডার,
বিধি-বহির্ভূত কাজ করেছে দণ্ডার;
সত্য বটে
আপনার মনের মহত্বগুণে,
দোষ করিয়ে স্বীকার
যাচিছে আপন মুখে আপনার দণ্ড;
কিন্তু সবার ইচ্ছায়
ভা'য়াতের সভাপতি আমি;
শুন সবে মম অভিপ্রায়।
দুরে যাক দণ্ডারে দণ্ডের কথা,—
যেই ভীষণ বিপদে
আজি সবে পেনু পরিত্রাণ,
হ'ল রক্ষা মন্দাবতী বিপক্ষের করে,
বিনা রক্তপাত প্রজাক্ষয় অর্থব্যয়,
একমাত্র
সেনানীর অপূর্ব্ব বুদ্ধির বলে।
উচিত সবার হয় এই সভাতলে
প্রদানিতে বীরমাল্য সেনাপতি-গলে।
দণ্ডার!—
আজি প্রকাশ্য সভায়
এ ভা'য়াত ধন্যবাদ দিতেছে তোমায়।
দণ্ডার। মান্যবর সভাপতি!
অতি দীন যোদ্ধা আমি,
ভৃত্য তব এ রাজ্য-সেবক,
পালন করেছি মাত্র কর্ত্তব্য আমার
ইথে আর পুরস্কার কিবা প্রয়োজন?
কোন্ গুণে ল'ব ধন্যবাদ?
কর্ম্মফলে প্রভুদল সন্তুষ্ট সবাই,
ধন্যবাদ এ অধিক নাহি আমি চাই।
ডুলাই। না না
তব কর্ম্মফলে এখন(ও) জীবিত মোরা,
ধন্যবাদ অবশ্য দানিব।
মতি। হে বীর দণ্ডার
হায় কত গুণ বাখানি তোমার!
হয় মনে
রাজ্যেশ্বর বলি তোমা করি সম্বোধন;
ভুজবলে বুদ্ধিবলে
কর প্রজার রক্ষণ;
এ বিপত্তিকালে

রাজ্য ঘেরা শত্রুজালে,
যুদ্ধের আশঙ্কা সদা।
দুলাই। অন্তরের অন্তর হইতে
সুন্দর প্রস্তাব করি আমি সমর্থন,
ল'য়ে রাজার আসন
করুন দণ্ডার সুখে প্রজার পালন।
দণ্ডার। হে পণ্ডিত সর্দ্দার মণ্ডলী—
দুলাই। মহামতি সেনাপতি
করি হে মিনতি ক্ষণেক নীরব রহ;
এ সভায় জানি মোরা সবে
নিজ বিনয়ের গুণে কিবা কবে তুমি।
দিন। (নেপথ্যে) নীচাশয় দাস কারে দিস্ বাধা?
চণ্ডালের হাতে করাইয়া বেত্রাঘাত
দ্বিধা ক'রে দিব শির।
সকলে। ও কি, কি কি কি?
মতি। গভীর যুক্তির কালে
মন্ত্রণা-আগারে,
অসভ্যের ন্যায় করি কলরব
কে করে প্রবেশ?

(দিনকরের প্রবেশ)

দিন। কেহ নয়, সর্দ্দার জনেক!
প্রথম জিজ্ঞাস্য কিছু আছয়ে আমার,
কেন দেখিলাম পথে, আসিবার কালে
বসিবার তরে
তোমা সবাকার সাথে পবিত্র সভায়?
কেন দেখিলাম পথে পথে
অস্ত্রধারী সৈন্যগণ করে বিচরণ?
সুধু পথে নয়,
এই পবিত্র মন্দিরদ্বারে
কাতারে কাতারে
নগ্ন-অসি সৈন্যবৃন্দ দিতেছে পাহারা!
পুনঃ জিজ্ঞাসি সবায়,
শান্তভাবে ধীরে ধীরে চিন্তায় মগন,
কর্ত্তব্যসাধনে
প্রবেশিতে যাই সভার ভিতর,
কেন
অসি তুলি দস্যুদল রোধিল আমায়?
সর্দ্দারের অধিকার গিয়েছে কি মোর?
মন্ত্রাগারে নাহি মম স্থান?
কাহার স্পর্দ্ধায় আমার গলায়
নরঘাতী যুদ্ধের নফর
অসি তোলে করিয়ে সাহস?
নাম তার পাষণ্ড পাহাড়
কলঙ্কী নারকী নীচ বিশ্বাসঘাতক!
কার বলে
সৈন্যদলে ঘিরেছে ভা'য়াত-সভা?
মতি। ভ্রাতৃগণ
কঠিন সমস্যা!
শুভাশুভ দেশের মোদের
নির্ভর যাহাতে করে,
হইবে অচিরে করিতে পূরণ।
বাতুলের প্রলাপ-বচন
শ্রবণের যোগ্য নহে এবে।
দুলাই। এক কথা সুধু আমি করেছি জিজ্ঞাসা,
যদি ভুজবলে বুদ্ধির কৌশলে
না রক্ষিত দণ্ডার মোদের,
কি হইত এতক্ষণ দশা সবাকার?
দিন। কি হইত দশা?
অধীনতা হীনতার বিপরীত দশা!
আর কোন্ দশা!
স্বাধীনতা-গরিমায় হইয়ে উজ্জ্বল,
অবহেলে
ভুঞ্জিতাম স্বাধীন জাতির সুখ;
বিধিদত্ত মানুবের সত্ত্ব সমুদয়
নিজের রাজ্যের কার্য্যে নাহি হ'ত ক্ষয়।
মুক্ত প্রাণে
রাজপথে করিতাম বিচরণ,
মুক্তদ্বার হ'ত মন্ত্রাগার,
মুক্তকণ্ঠে কহিতাম কথা
মুক্ত করে কাজ।
মতি। সম্ভাষি জিজ্ঞাসি আমি সচিব সকলে,

সহিব কি স্থিরভাবে
বিদ্রোহীর বিদ্বেষ-বচন?
দিন। বিদ্রোহী! বিদ্রোহী!
হাঁ রে মতিচাঁদ কে ছিল বিদ্রোহী,
যবে
মম অভিযোগে সমগ্র ভা'য়াত-সভা
ষড়্‌যন্ত্রকারী ব'লে,
একবাক্যে
সৈন্যাধ্যক্ষে করেছিল কর্ম্মচ্যুত?
যবে বর্ষণ-বিহীন কর্কশ-গর্জ্জনে,
কুতিক্ত বক্তৃতা তব
গিয়েছিল আকাশেতে ভেসে,
তবে কে ছিল বিদ্রোহী?
দুলাই। চুপ চুপ চুপ দিনকর
সভাকার্য্যে হতেছে ব্যাঘাত;
নহে—
দিন। কি—কি, কে বলে আমারে চুপ?
দুলাইচাঁদ?—
বচনের ছাঁদে মিঠি মিঠি বুলি,
যেন ভূমিগতা লতা পাদুকার ধূলি;
তুমি?
ভাল ভাল শুনি কি তব প্রস্তাব;
ভাল রহিনু নীরব।
বল।
মতি। এইব'র কর স্থির
প্রবীণ সচিবগণ।
যোগ্যতর কেবা আর
মহাত্মা দণ্ডার চেয়ে?—
আমাদের শীর্ষস্থান করে অধিকার,
দেখে রাজকার্য্য আমাদের হ'য়ে;
সুধু কেন তাই?—
সম্পূর্ণ প্রভুত্বে করে রাজ্যের শাসন;
যেই কার্য্যে
বহুদিনে প্রাণ হয়েছে ধার্য্য
অন্যায্য অযোগ্য রূপে ব্রতী মোরা এবে।
যদিও
মনে মনে অনেকের আছে অভিমান,
নাহি
মোদের সমান কেহ শাসক পালক,
বল একমাত্র মহান্ দণ্ডার
হয় কিবা নয় যোগ্যতর?
দুলাই। কে তবে অধিক যোগ্য?
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,—
এ বিপত্তিকলে একমাত্র স্তম্ভ হ'য়ে,
কে আর ধরিবে শিরে
বিপুল ক্ষমতা-ভার?
মতি। যদি তাই হয়,
কিবা চায় রাজ্য আর মঙ্গল অধিক
সাধারণ প্রজাগণ তরে!
কি অভাব আমাদের—কি করি আমরা
মন্ত্রণার ভাগে
এক সঙ্গে বহু লোক করিয়ে জনতা,
কেবল কলহ তর্ক রাচাল বক্তৃতা
এই তো মোদের কাজ!
তাই বলি ওহে সর্দ্দার-মণ্ডলী,
ওহে স্বদেশীয়গণ,
চাই
করিতে বরণ হেন জন উচ্চপদে,
যিনি ভুজবলে বুদ্ধির কৌশলে
সমস্ত প্রভুত্ব পেয়ে করতলে,
আমাদের চেয়ে
ভালমতে করিবেন রাজ্যের শাসন।
তাই স্বার্থে দিয়ে বিসর্জ্জন,
সাধারণ হিতের কারণ,
এই শুভক্ষণে, আজি প্রকাশ্য সভায়
সভাপতিরূপে আমি করি হে প্রকাশ—
এইক্ষণ হ'তে ভা'য়াতের নাশ।
কেশরী-বিক্রমে, বুদ্ধে বৃহস্পতি,
ঐশ্বর্য্যে কুবের সম,
রাজজ্ঞাতি মহান দণ্ডার
আজি হ'তে
হইলেন মন্দারতী রাজ্যের ঈশ্বর।

দিন। রাজ্যেশ্বর! রাজা!

১ম সর্দ্দার। এতে সম্পূর্ণ সম্মতি মোর।

২য় সর্দ্দার। এ প্রস্তাবে আমিও সম্মত।

তুলাই। সকলেই—সকলেই সন্তুষ্ট ইহাতে।

দিন। সকলে—সকলে!

সত্য কি হে সন্তুষ্ট সবাই?
হ'ল সর্ব্বনাশ;
জাতির জাতিত্ব প্রজার স্বায়ত্ত,
সমুদয় সত্ব
বঞ্চনায় হ'ল বিসর্জ্জন,
তুড়ি দিয়ে নিল কাড়ি প্রজা অধিকায়।
আর সন্তুষ্ট সবাই!
আরে রে রে ক্রীতদাসদল,
ও হো
পিতৃহন্তা মাতৃঘাতী পাতকী-নিচয়,
ওহো ভগবান্ ভগবান্
কি বলিব আর!
মুখপানে চাহিয়া এদের
সম জাতি মনুষ্য যে আমি,
এ কথা বলিতে হইতেছে লজ্জা মোর!
হাঃ হাঃ কি করিলি কি করিলি,
স্বহস্তে স্বেচ্ছায় দিলি কি না ডালি,
প্রাণাধিক প্রিয়তর স্বাধীনতা-ধন?
রাজ্যের প্রধান ভিত্তি করিলি খনন?
ঠেলে ফেলে
দিলি ওরে গৌরবের চূড়া তার!
স্বেচ্ছাচার অত্যাচার,
রক্তারক্তি একাকার,
পীড়িতের হাহাকার,
হবে এবে পবিত্র মন্দিরে!
কেন কিসের কারণ,
ওহে ভাইগণ
নিজ করে বাঁধি শিলা আপন গলায়,
ডুবিতেছ জনমের মত
অতল গরল সাগর আঁধারে
কভু কি পাইবে কূল,
কভু কি ভাসিবে আর?
যদি কভু ভাস হায়
পূতিগন্ধ শবপ্রায়,
জগৎ কুঞ্চিবে নাসা দেখিয়া ঘৃণায়;
কেন রে কেন রে ভাই
স্বহস্তে রচিয়া চিতা অগ্নি জ্বালি তায়,
দিতেছ ইচ্ছায় ডালি আপনার কায়?

৩য় স। আমি কভু দিই নাই মত।

৪র্থ স। না—না আমিও না।

৫ম স। না—না—

দিন। হও চিরজীবী লও ধন্যবাদ।

কে রে ভাই
ক্ষীণ-কণ্ঠে উৎকণ্ঠা করিলি বারণ?
কিন্তু হায় হায় হায়,
কয়জন মাত্র পাত্র
দুর্ব্বল ভাষায় তুলিল আশার রব!
ছি ছি মন্দাবতীবাসী!—
না না কর মাপ,
নাহি দিব শাপ না বলিব কটু।
করপুটে জানু পাতি করি নিবেদন,
ওহে স্বদেশীয়গণ
ভ্রাতার সমান সবে জীবনের ধন,
দেখ অন্ধ আঁখি অশ্রুতে আমার,
কণ্ঠে বাক্ নাহি সরে আর;
দেখ হীনজন প্রায় লুণ্ঠিত ধরায়
ধরি সবাকার পায়,
বচন না জুয়ায় আমার!
কি বলিব আর—
জ্ঞানহীন বাক্যে দীন আমি!
দেখি আজিকার এই ব্যবহার
স্বর্গে বসি শোকে সবে ফেলে অশ্রুধার!
সন্তানেরে স্বাধীনতা দিতেছে বিদায়,
দেখে—
স্বর্গ আত্মা করে হায় হায়!
গৃহেতে রমণী আছে
কেমনে যাইবে কাছে?

শিশুসুত ল'য়ে কোলে
চখের সুমুখে তুলে
কেঁদে কেঁদে সুধাইবে যবে সবে,
কে এপুত্র কেন নাথ কেন ভাই,
কোন্ দোষে
এ সবারে করিলে হে চিরদাস?
কি উত্তর দিবে তবে,
কেমনে লজ্জায় তুলিবে বদন হায়?
মতি। প্রধানের পদে প্রতিষ্ঠিত আমি;
দুই এক ক্ষুদ্র জন হইলে অমত
প্রভূত আমার মতে হবে তা' শুন;
আমি বলি এইমত এইমত,
রাজদণ্ড দণ্ডারের করে।
জানু পাতি করি নমস্কার
বলি রাজ্যেশ্বর সম্ভাষি তোমায়;
জয় মহারাজ দণ্ডারের জয়।
সকলে। জয় মহারাজ দণ্ডারের জয়।
দণ্ডার। বন্ধুগণ স্বদেশের সজ্জন সকল
কৃতজ্ঞ রহিনু আমি সবাকার ঠাঁই।
দিন। হা দেবগণ হা ভগবান্!
হা—হা মাতৃভূমি জননী আমার।
দণ্ডার। অবসরমতে মুকুট পরিব শিরে,
রাজদণ্ড করিব ধারণ,
যোগ্যজনে মিত্রগণে করিব সম্মান;
কিন্তু চাহি এবে
করিবারে দূর এই পুরী হ'তে,
যা'দের উৎপাতে
শান্তিভঙ্গ হয় রাজত্বের,
যা'রা চীৎকার কলহ করে
প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে রাজশক্তি সনে।
(অগ্রসর হইয়া দিনকরের প্রতি)
যাও যাও চলে।
দিন। ভা'য়াতের সভ্য আমি,
ভা'য়াতসভার মাঝে
রহি দাঁড়াইয়ে নির্ভীক অটল।
দণ্ডার। বেয়াদব বিশ্বাসঘাতক,
সম্মুখে আমার
মুখের উপরে হেন কথা কও?
দিন।—বিশ্বাসঘাতক!—কাকে? কাকে
হেন কথা?
বুকে হাত দাও আপনার,
দেখিবে
বিশ্বাসঘাতক কোথায়!
মন্দাবতী মন্দাবতী!
মা গো এই ছিল ভাগ্যেতে তোমার!
হা ধর্ম্ম—স্বাধীনতা!
তোমাদের নামে
আজি হ'ল হেন ব্যভিচার!
যেই নাম নিলে রসনায়
পুলকেতে প্রাণ ভেসে যায়,
মানব-হৃদয়
উচ্চ হ'তে উচ্চস্তরে করে আরোহণ;
মাতা মন্দাবতী সতী
হারালে মা হারালে চিরদিন তরে!
না রে না রে দণ্ডার
আমি নহি প্রতারক,
কিন্তু মাতৃভূমি ভক্তিবলে
এই সভাতলে
ডেকে বলি প্রতারক তুমি,
দণ্ডার। রক্ষিগণ রক্ষিগণ।
দিন। বাঃ বাঃ হইয়াছে সুরু,
গুরু ডাকিতেছে নরঘাতী চেলাদলে!
(পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ)
দণ্ডার। বন্ধন কর।
দিন। বটে!
তবে লহ লহ রে পামর,
একজন স্বাধীনের
এই শেষ—শেষ উপহার!
(দণ্ডারকে ছুরিকা হস্তে আক্রমণ, সৈন্যগণ কর্তৃক দিনকরকে বন্ধন।)
নে—নে, ভাগ্যতারা তোর উন্নত এখন,

মন্দাবতী—প্রাচীন নগরী
আজি হ'ল ধূলিসাৎ!
বস! হ'য়ে গেছে
আর কি?
অধম গোলাম মোরা জনমের তরে!

ার। শুন সভাস্থ সকলে,
যদি কেহ থাকে হে বিদ্রোহী
গর্ব্ব খর্ব্ব হবে তার এবে।
দৃষ্টান্ত দেখাব আজি অতীব ভীষণ,
সাবধান হবে যাতে
রাজদ্রোহী নরঘাতী নীচাশয় যত।
এই দিনকরে দিব জল্লাদের করে;
ঘাতকের জঘন্য কুঠার,
সামান্য তস্কর সম
কাটিবে ইহার শির;
না দিব যোদ্ধার মত অসির সম্মান!
ইতর জনের প্রায় লইয়ে মশানে
অদ্যই ঘাতক ছেদন করিবে শির।

র। স্বদেশীয়গণ, সর্দ্দারের দল
পুতিয়াছ বিষবৃক্ষ—হাতে হাতে ফল!
আনন্দে ভক্ষণ করি নিদ্রা যাও
পার যদি বিষাক্ত বহ্নির মাঝে!
দাসের শৃঙ্খল
করিতে ধারণ হইয়াছি বাদী,
ভুঞ্জ দাসত্বের সুখ, ক্ষম অপরাধ।
ওগো মা জনম-ভূমি!
আজি মনে রেখো তুমি,
তোমার উদ্ধার তরে
অনেক যতন ক'রে না পেয়ে উপায়,
ম্লান রাঙ্গাপায়
এই দেহ দিব বলিদান।
চল রে পাহাড় লয়ে চল কারাগারে।

দিনকরকে বেষ্টন করিয়া পাহাড় সিংহ
ও সৈন্যগণের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

(পৃথ্বীধর)

নেপথ্যে। জয় মহারাজ দণ্ডারের জয়
(কোলাহল)

পৃথ্বী। কিসের এ কোলাহল!
বরিষার কালে ভীষণ কল্লোলে
নামে যথা জল-স্রোত পর্ব্বত হইতে,
সেই মত
গোল আজি হতেছে নগরময়!
দেবগণ কি হ'ল কি হ'ল
সখার কারণে
উৎকণ্ঠায় কাঁপিতেছি আমি
কে আছ ওখানে?

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

আ'য়াতের সমাচার শুনিলে কি কিছু?

ভৃত্য। না প্রভু।

পৃথ্বী। হ'ল বহুক্ষণ,
পাঠায়েছি সংবাদের তরে
ফিরেছে কি কেহ?
কাম চোট্টা অলসের দল!

ভৃত্য। এখন (ও) ফিরে নাই কেহ।

পৃথ্বী। যাও শীঘ্র দ্রুতগতি
দৌড়িতে সক্ষম তুমি,
জান ত সর্দ্দার দিনকরে,
দেখ ভাল ক'রে তাঁরে,
কি বলেন কি করেন তিনি;
যাও যাও—

ভৃত্য। যথা আজ্ঞা প্রভু। (যাইতে উদ্যত)

পৃথ্বী। আর শুন—বেশ করে বুঝ
ক্রোধের লক্ষণ উত্তপ্ত বচন,
হয় যদি কিছু তাঁর দণ্ডারের সনে।

[ভৃত্যের প্রস্থান

যাও যাও—
যৌবনের উন্মাদ শোণিত
না বহে শিরায় আর ;
স্থির বুদ্ধি দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞানে ;
তথাপি সথার আমার
হৃদয়ে তেজ বড়ই প্রখর।

(অপর ভৃত্যের প্রবেশ)

২য় ভৃত্য। প্রভু!
পৃথ্বী। কি সংবাদ কি সংবাদ—
এলে কি ভা'য়াত হ'তে ?
২য় ভৃত্য। না প্রভু
ভা'য়াত-সভায় যাই নাই আমি।
পৃথ্বী। কি যাও নাই ?
আমি আজ্ঞা দিয়েছিনু যাইতে তথায়।
২য় ভৃত্য। আমি নহি, অন্য একজন।
আমি আসিয়াছি প্রভু নিবেদন হেতু
সকলে প্রস্তুত ;
পুরোহিত—
কুটুম্ব সমাজ উপস্থিত সবে।
কন্যা হয়েছে সজ্জিত,
দেব-দেবী প্রণামের তরে
মন্দিরে হইবে যাত্রা, আসুন সত্বর।
পৃথ্বী। কি হয়েছে সময় ?
২য় ভৃত্য। লগ্ন ব'য়ে যায় প্রায়, বিলম্ব না সহে।
[প্রস্থান।
পৃথ্বী। ধৈর্য্যহারা কখন কি বর
হইয়াছে হেন বিবাহ-বাসরে ;
ভগ্ন মন—শুভ লগ্ন হ'ল উপস্থিত,
কিন্তু কি করিব আমি চলে না চরণ,
দোলায় দুলিছে প্রাণ
দিনকর আশাবতী মাঝে।
সথার না পাইলে সংবাদ
কোন সাধে মন নাহি যায় ;
বিষমবিপদে তিনি,
হয় ত বা মৃত্যু-মুখে!
আর প্রেম-ফাঁসি পরিবার আশে
নিশ্চিন্তে হেথায় আমি!
মৃত্যু-মুখে—সখা মৃত্যু-মুখে।
কেন হেন কথা এল মম মনে!
আর না আর না এখনি যাইব আমি।
পাথর বাঁধিয়ে পায়
আজি চলিছে সময় ;
প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠায়
যখন অস্থির প্রাণ,
পদ চলে মন্থর-গমনে।
হা জগদীশ!
কেহ নাহি আসে, কেহ নাহি বার্তা আনে
হৃদয়ের ভার মোর করিতে লাঘব!
কি করি—কি করি ?
এ কি আশাবতী!

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। প্রিয়তম পৃথ্বীধর!
পৃথ্বী। কেন আদরিণী ?
আশা। শুনিনু গোপনে জননীর ঠাই
অসুস্থ হয়েছ তুমি,
তাই দেখ এই কন্যা-সাজে
না করিয়া লাজ,
না করিয়া ব্যাজ,
(আসিতে হেথায় যদিও উচিত নয়,)
তবু আইলাম ত্বরাত্বরি দেখিতে তোমায় ;
সুধাইতে দেহের কুশল
করিতে সান্ত্বনা।
পৃথ্বী। কি বলিব জননী তোমার,—
কেন বৃদ্ধা হেন কালে
দিল ক্লেশ কোমল প্রাণেতে তব ?
ছি ছি নাহি কিছু বিবেচনা!
প্রাণাধিকে আছি আমি সুস্থ সুখে,
মহাসুখে—মহাসুখে!
শশিকলা না হও উতলা।

আশা। আর বলিতেছিলেন মাতা,—
কিন্তু সে কথায় আমি নাহি দি কাণ!
পৃথ্বী। কি—কি সে কথা?
আশা। বলিতেছিলেন
বসি চণ্ডীর ঘটের কাছে,
পাছে আজি আমি—না জানেন তিনি;
কেঁদে কেঁদে বলিলেন মাতা চণ্ডিকায়
খণ্ডিতে আপদ গ্রহ,
ফিরাতে বরের মন
যদি
বিবাহে বিরক্তি কিছু হ'য়ে থাকে তাঁর।
পৃথ্বী। আহা আহা সরলা আমার
কেন নয়নেতে বহে ধার?
শশিকলা হ'ও না বিকলা,
উতলা অধিক ক'র না আমায়
ফেলে তুমি আঁখি জল।
শুন সুকুমারী
এ হৃদয় দিয়েছি তোমায়,
বিকায়েছি কায়,
বাঁধা আমি রূপ-ফাঁদে তোর!
বালক বয়সে খেলিতে খেলিতে
গলায় দিয়েছি মালা,
পুনঃ আজি বালা পরাব যে হার
জীবন থাকিবে টুটিবে না আর;
জীবনের পারে সেই হেমহারে
অমরায় রব গাঁথা দুই জনে!
হাসিলে কি শশীমুখী?
শুকাল শিশির, ফুটিল কমল!
দেখে ওই হাসি, প্রেম-ফাঁসি পরিবারে
হৃদয়ে ধরিতে তোরে হইনু অধীর।
চল চল আশাবতী
চল আনন্দদায়িনী
আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে সকলে।
(গমোনদ্যত)

(লট্‌কার প্রবেশ)

কোথা লট্‌কা—
বল বল কোথা তোর প্রভু?
কব ছুটো কথা, বল কোথা তিনি?
লট্‌কা। সর্দ্দার হামাকে তোকে লিয়ে যেতে বলেছে।
পৃথ্বী। কোথায়—কোথায়?
লট্‌কা। সে—সে আপনি বল্‌বো।
পৃথ্বী। কোথায়?—
কখন্ হইবে দেখা?
এক কথায় পার না বলিতে;
ও হো হো হো
বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি আঁখি দেখে তোর,
মৃত্যু! মৃত্যু! —
প্রাণদণ্ড হইয়াছে সখার আমার!
লট্‌কা। রাজা—রাজা—হ্যা রে হামার রাজা—
রাজা রে হামার—
বাপা রে হামার—
পৃথ্বী। দিননাথ দিননাথ
এই হ'ল অবশেষ!
হা সখা—হা সখা
ছি ছি বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর আমি!—
অচল অটল দেখিনু দাঁড়ায়ে,
যবে বন্ধু পতঙ্গের প্রায়
গেল বেগে জ্বলন্ত পাবক-মুখে!
যথা দেখে লোক দীপ্ত দিনকরে,
সেইমত সুস্পষ্ট বুঝিনু আমি,
অসংখ্য নৃশংস বিপক্ষ সমাজে
ক্রোধে একা গেলে
সখা নিশ্চয় হারাবে প্রাণ।
ধিক্ ধিক্ ভীরু প্রাণ!
আমার বিপদে
কভু সখা না করিত হেন ব্যবহার!
ধিক্ ধিক্ রে আমায়!—
লট্‌কা। শুন সর্দ্দার—
পৃথ্বী। ব'ল না—ব'ল না কিছু না বলিতে হবে,
জানি আমি কিবা আসে তব রসনায়।
হায় পক্ষীর সমান

যাব আমি সখার সদনে,
নহে শবদেহ তার
নীরবেতে তিরস্কার করিবে আমায়।
আশা। পৃথ্বীধর পৃথ্বীধর কি কর কি কর ?
পৃথ্বী। আর না— আর না---ধর না আমায়,
যেতে দাও সখার সকাশে।
আশা। শুন প্রিয়তম—
পৃথ্বী। ছেড়ে দাও, শুন কথা——
নহে
তুমি আমি সম পাপী বন্ধুর মরণে ;
রূপের ছটায় মধুর কথায়
তুমি ভুলায়ে রাখিলে মোরে,—
রহিলাম ভুলে রমণী-অঞ্চলে বাঁধা !
কামিনী—কামিনী জগৎভুলানী
রহ দূরে ;— (কিঞ্চিৎ সরাইয়া দেওন)
আশা। হা নির্দ্দয় !
পৃথ্বী। কেঁদেছ—কেঁদেছ ?
আশবতী কাঁদাইনু তোরে !
ক্ষমা কর,
দয়া কর, বাতুল উন্মাদ আমি।
কি করি কি করি ? ওহো আশাবতী
নাহিক উপায়,
প্রাণ যায় সখার আমার !
অদৃষ্ট-আকাশে মোর
উঠেছে রাক্ষস গ্রহ,
লয়ে যায় ছিঁড়ে মো'রে তোর হৃদি হতে !
চল চল লটকা চল চল।

[পৃথ্বীধর ও লটকার প্রস্থান।

আশা। পৃথ্বীধর পৃথ্বীধর
ছায়া যাবে সাথে সাথে।

[আশাবতীর প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কারাগারসম্মুখস্থ পথ।

(দিনকর।)

দিন। (স্বগত) পাব না পাব না দেখিতে আর,
মুদিবে কি আঁখি না দেখে শেষ দেখা !
বুঝ তো পতির প্রাণ পিতার মমতা,
তবে হেন ব্যথা কেন দিতেছ অপরে ?
হ'ল না স্মরণ ?
মম আবেদন যবে করিলে অগ্রাহ্য
মাৎসর্য্যের ভরে হে দণ্ডার,
আছে নিজ ঘরে বনিতা দুহিতা।
ভাল কেন এ পিয়াসা,
আঁখি মুদিবার আগে দেখিতে বাসনা !
যা'ব কোথায় যে চ'লে কোন্ অন্ধকারে !
বিস্মৃতি-সাগরে
কিছুক্ষণ পরে হইব মগন।
কেন তবে এই দরশন আশ ?
সকলি তো বুঝি সকলি তো জানি,
কেহ কারু নয় মিছা অভিনয় ;
তবে নির্ব্বোধের প্রায়
এখনও হৃদয়
কামনায় কেন কাঁদে সাধে ?
(চটসাঁইয়ের প্রবেশ)
চট্। কাঁদে কি সাধে, ঐ এক জায়গায় বাধে !
বুদ্ধিফুদ্ধি চিত্তশুদ্ধি শুনতে বড় বেশ।
পরের বেলা বুঝিয়ে দিতে নাইকো
জ্ঞানের শেষ॥
কি বুদ্ধি থাকে মাথার ভিতর,
আর একটা কে বুকে।
সেইটে দেয় না হেসে খেলে যেতে
শিঙ্গে ফুঁকে॥

তারি বাপ তারি মা তারি ম্যাগ ছেলে।
বেরাল কুকুর কোলে করে এ সব না পেলে॥
সেই পাঠায় ঠোঁটে হাসি,
চোখের কোণে জল।
চট প'রে তার খট্‌কাতে ভাই হয়েছি
পাগল॥

দিন। কি সাঁইজী যে, আপনি তো মহাজ্ঞানী।

চট্ট। তা ঠিক, জ্ঞানের আমার অবধি নাই, তা না হ'লে অজ্ঞান হয়ে ঘুরে ঘুরে মরি?

দিন। আপনি যে যথা তথা ভ্রমণ করেন, তা জীবের হিতের জন্য।

চট্ট। এ বদনাম কেন বাবা!— কোন্ দিন তোমার কি হিত করেছি? খামকা একটা দাবী ঘাড়ে চাপাও কেন? তুবড়ী বাজীতে আগুন দিয়েছ, জ্বলন্ত ফোয়ারা ছুটেছে, ফুল কাট্‌ছে; বারুদও ফুরুবে, অন্ধকারে খোলটা প'ড়ে থাক্‌বে।

দিন। কিন্তু আপনার ঐ তুবড়ীর আলোয় অনেকে পথ দেখ্‌তে পায়।

চট্ট। আর খুদে খুদে পোকামাকড় বেচারাও বিস্তর মারা পড়ে; সে যা হোক্, এখন তোমার কি জ্ঞানটার আবশ্যক?

দিন। জানেন কি আমার আসন্নকাল নিকট!

চট্ট। বেশ তো, আর কাঁটাখোঁচা ভেঙ্গে পথ চল্‌তে হবে না, ঘরে পৌঁছে নিশ্চিন্ত হ'বি।

দিন। কিন্তু পথে যা'রা সঙ্গে ছিল, তা'দের জন্য প্রাণ এত আকুল হচ্চে কেন?

চট্ট। বারণ কর না।

দিন। বারণ শোনে কই?

চট্ট। তোর অত বুদ্ধি, এত বড় একটা রাজ্যি চালালি, আর এইটে ঠিক কর্‌তে পাচ্ছিস্‌নি? কত শাস্ত্র পড়েছিস্, জানিস্ ত সব মায়া!

দিন। জানি বটে এ সংসার মায়াময়,
দারা পুত্র কেহ কারু নয়!
আছে এই আজি নানা ভাবে সাজি,
এই চলে যায় যেন ছায়াবাজী প্রায়!
সবই বুঝি—সবই জানি,
তবু মন বারিবারে নারি;
চুরি করে আসে বারি নয়নের কোণে,
স্মরি তাহাদের মুখ—
জুড়াইতে বুক যারা দুঃখের সংসারে!
জানি— .
দীনবন্ধু দয়াময় উপায় সবার,
তবু প্রাণ করে হাহাকার;
ভেবে অকূলে যেতেছি ফেলে,
ছিল যারা
স্নেহের পুতলি মুখ চেয়ে মোর
এ কি ঘোর মনের বিকার!
বুদ্ধি তর্কে না কুলায় আর;
পরমাত্মা সদা নির্ব্বিকার
তবে কেবা করে আকুল পরাণ?

চট্ট। আছে চিতের ভেতর চিত
গেড়ে মস্ত ভিত, করে বুদ্ধির উপর জিত
এই হাড় আর মাসে ফেলে ফাঁদে
খানিক হাসে খানিক কাঁদে,
সেটা আর কেউ নয়—
তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
তারে ফেল্‌বার নয়—তোল্‌বার নয়,
সে সকল কয়—সকল সয়,
সে একেই পাঁচ—একেই ছয়,
ওই তোর হৃদয় তোর হৃদয়!

গীত।

ওই বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু কি।
ওরে সেইটুকুতে ঠেকে গেছি॥
ও সে তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
শাস্ত্রতর্ক আর বিচারে,
প্রমাণ করি সব মিছারে,

তবু আর কেটা কে, কোথা থেকে
টান দে ধরে মনকাছি ॥
ও সে তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
জানে সবাই সব মায়া,
কায়াথানা কেবল ছায়া,
জায়া সুত ভগ্নী ভায়া,
খালি ছবির খেলা, ছায়াবাজী।
একজন খালি হয় না রাজী !!!
সে তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
মায়ার জলে রান্নাবান্না,
মায়ায় খুঁজি হীরে পান্না,
মায়ার দোরে দিয়ে ধন্না,
হন্যে হয়ে ঘুরতে লেগেছি,
ঘোরাচ্চে যে কানামাছি।
সে তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
তবু বুদ্ধি ছাড়া আর যে আছে,
বেঁধে রেখে মায়ার কাছে
পাক খাওয়াচ্ছে ঘানিগাছে,
এমনি সেটার কারসাজী।
সে বোঝে নাকো বুঝিসুঝি,
ভবের মেলা ভোজের বাজী ॥
সেই পাজীটা তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
যা' বল্‌বার ছিল বল্লুম শেষে,
চট্‌সাঁই যে চল্লো দেশে,
কাজ ফুরুলো, গাছ মুড়ুলো,
সাঁই গুড়ুলো মাটীর কাজ।
আজ থেকে তার অন্নুদয় ॥

[প্রস্থান।

দিন। ঠিক ঠিক, হৃদয়—হৃদয়!
দয় ব'লে নাম তার হয়েছে হৃদয়!
হৃদয়ই তো পিপাসা বাড়ায়,
আশারে তাড়ায়,
দেখাইয়ে প্রলোভন তখনি ভাড়ায়।
হৃদয় আপন করে,
আপন গোপন করে,
পর তরে অশ্রুধারে আঁখিরে ভাসায়।
মমতা-নেশায় আসন্ন সময়
মানবে মাতায়ে রাখে;
ধন্য ধন্য রে দণ্ডার!
জীবনের সাথী এ হেন হৃদয়ে
অনায়াসে দে'ছ বলিদান।

(পাহাড় সিংহ ও রক্ষিগণের প্রবেশ)

পাহাড়। সকলি প্রস্তুত,
প্রস্তুত—প্রস্তুত।
দিন। মুহূর্ত্তের তরে কর অপেক্ষা পাহাড়।
পারি নাই বিদায় হৃদয়ে নিতে
তব প্রভুর সমান,
তাই কেঁদে উঠে প্রাণ;
সাবধানে শুন এক শেষ অনুরোধ,
দিও এই লিপি পৃথ্বীধর-করে—
একমাত্র বন্ধু যেই, তত্ত্ব লবে মোর।
মিনতি তোমায়,
যদি কভু দেখ পৃথ্বীধরে
ব'লো তারে,
দিনকর মরণের পূর্ব্বক্ষণে
করিয়াছে সখারে আশীষ।
আরও ব'লো—
নিশ্চিন্তে মরেছি আমি,
শান্ত-মনে সুদৃঢ় বিশ্বাসে।
জানি বন্ধুভাবে পিতৃভাবে
করিবে পালন বনিতা শিশুরে মোর;
উদার হৃদয়—
নেপথ্যে পৃথ্বী। হঠ হঠ সেনাগণ,
অসম্ভব!
হত্যা করিবে তাহায়
আমা সনে আলাপের আগে?

(পৃথ্বীধরের প্রবেশ)

পৃথ্বী আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু সব আমি তাঁর,
হৃদয়ের ভাই,
আপন হইতে আপনার।

মৃত্যু-আগে বলিবার থাকে যদি কিছু,
আমি মাত্র অধিকারী শুনিবারে তাহা ;
ছেড়ে দাও পথ।
হা দিনকর! হা দিনকর!
দিন। শেষ বাঞ্ছা ছিল মনে দেখিব তোমায়,

কেঁপেছিল হৃদি ভেবে সাক্ষাতের ভয় ;
ধৈর্য্য ধর পৃথ্বীধর, পুরুষ আমরা—
পুরুষের রোদন না সাজে!
পৃথ্বী। দণ্ডাজ্ঞার সাথে সাথে মৃত্যু!
নাহি সহে মুহূর্ত্ত বিলম্ব?
দিনকর! কোন আশা নাহি আর,
সকলি কি অসম্ভব?
দিন। আমার স্বপক্ষে অসম্ভব সব!
দণ্ডারের পক্ষে সকলই
পড়িয়ে মায়ায়, বারেক জায়ায়
দেখিবারে হয়েছিল সাধ,
আনাইয়া তারে হেথা ;
তাই দ্বাদশ দণ্ডের তরে,
চাহিয়া সময় করেছিনু এই ভিক্ষা।
পৃথ্বী। দিলে না, দিলে না!
দিন। এক দণ্ড নয়!
কিন্তু আকুল হয়েছে প্রাণ
একবার
চুমিবারে স্নেহভরা সেই মুখ।
আহা! হবে অনাথিনী
আদরিণী প্রেয়সী আমার!
আহা!
অনাথ হইবে শিশু—বক্ষের পঞ্জর!
আহা! হ'ল না হ'ল না
নিরঞ্জন আগে আর একটী চুম্বন,
মুখে ভাষ নাহি আসে,
কণ্ঠে যেন বিঁধেছে কণ্টক ;
ছি ছি হইয়ে পুরুষ
আজি কাঁদিলাম রমণীর মত।
স্নেহ-প্রেমে গলা'য়ে হৃদয়,
উথলে নয়নে
ভালবাসা জনার কারণ,
প্রতি বিন্দু তার পূরিত পৌরুষে॥
অমৃতের কণা ভেবে
দেবগণ চায় তার পানে।
বলিতেছিলে না তুমি,
চাহ দেখিবারে একবার
বনিতায় বালকে তোমায়,
চির-বিদায়ের আগে?
দিন। পৃথ্বীধর
যদি সহস্র বৎসর
হ'তো পরমায়ু মোর,
দিন দিন নবনব সুখ তায় ;—
সে সুখের সুদীর্ঘ সময়
হেলায় দিতাম ফিরে বিধাতায়,
মুহূর্ত্তের তরে—
যদি পারিতাম ধরিতে হৃদয়ে,
প্রাণের প্রিয়ারে, শিশু অংশু সহ!
পৃথ্বী। পাহাড় সিং,
ল'য়ে চল ভদ্র মোরে
এই দণ্ডে দণ্ডারের পাশে ;
উচিত মোর বলা মহারাজ,
নব অভিধান তাঁর ;
চল ল'য়ে রাজার নিকটে।
এ কি! এই যে আসেন এই দিকে।

(রাজবেশে দণ্ডারসিংহ ও দুলাইয়ের প্রবেশ)

দেখ দেখ নবীন ভূপতি
চরণেতে পতিত তোমার আমি।
যদি ভালবাস ভার্য্যারে তোমার,
যদি থাকে স্নেহ আপন সন্তানপরে,
যদি মায়াময় মনে
পার বুঝিবারে পতির পিতার মন,
শুন যোড়করে মম নিবেদন ;
দাও অনুমতি, ওহে মন্দাবতী-পতি
মরণের আগে

দিনকরে যাইতে ভবনে,
একবার দেখিতে বনিতা,
কোলে ল'তে স্নেহের পুতলি শিশু।
অষ্ট দণ্ড তরে প্রাণদণ্ড রাখ বন্ধ,
আমার চরণ করে
রক্ষিগণ পরাক শৃঙ্খল ;
মৃত্তিকার তলে—
ঘোর কারাগারে রাখুক আমায় ;
র'ব বন্দী বন্ধুর কারণ
যতক্ষণ ফিরে নাহি আসিবেন তিনি ;
দাও এই ভিক্ষা, শুধু এই ভিক্ষা দাও।
দণ্ডার। কি আশ্চর্য্য
বন্দী রবে পরের কারণ !
প্রাণদণ্ড প্রতীক্ষায়—
বন্দী তার বিনিময়ে !
কে তোমার—সহোদর ?
পৃথ্বী। না, না, ঠিক সহোদর নয়,
না—হ্যাঁ—
আমার—আমার প্রাণের অধিক ভাই।
দণ্ডার। দিনকর
পড়িয়া তোমার শাস্ত্র
বুঝি এই বাতুলতা !
দিন। নহে বাতুলতা,
নহে কোন আত্মীয় আমার,
যে ভাবে আত্মীয় লোকে বলে এ সংসারে।
ভালবাসা হৃদয়ে হৃদয়ে
হইয়াছে হৃদয়ের ভাই দুইজন।
দণ্ডার। (দিনকরের প্রতি)
তব অনুরোধে, আগ্রহে তোমার
ফেলিছে বিপদে আপনার শির।
পৃথ্বী। না ঈশ্বর শপথ।
দণ্ডার। ভাল, শুনি তব সখার মিনতি।
(দিনকরের প্রতি)
যদি আমি মুক্তি দিই তোমারে এক্ষণে,
দিই অনুমতি যাইতে ভবনে,
বিনা রক্ষী
অথবা—
প্রহরী অলক্ষিতে রক্ষিতে তোমায়,
কিছু কি ভাবনা তব নাহি হবে মনে ?
কেন বাধা ভয় এই বন্ধুর কারণে ?
জান কি নিশ্চয় ?
আসি ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়
আপন অদৃষ্ট-লিপি করিয়া পূরণ,
উদ্ধারিবে বন্ধুরে তোমার,
নিবারিয়া প্রাণ-নাশ তার ?
দিন। নিশ্চয়—নিশ্চয় !
স্বর্গে বসি শুন দেবগণ,
আসিব সময়ে নিশ্চয় নিশ্চয় !
শূন্য-গর্ভ বস্তু করে শব্দ সমধিক ;
দেখে সখার ব্যবহার
উথলিছে হৃদয় আমার,
নাহি শক্তি করিবারে বাক্য আস্ফালন।
দণ্ডার। ভাল রাখিল্যম প্রার্থনা তোমার।
কত দূরে আছে তব পুত্র পরিবার ?
দিন। চারোয়ার গিরিধারে উপবনে মোর,
বার ক্রোশ হেথা হ'তে।
দণ্ডার। ভাল, পোনের দণ্ডের তরে
দিনু সময় তোমায়,
প্রাণদণ্ড বন্ধ রবে পঞ্চদশ দণ্ড।
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর মাথার উপর এবে,
যাও শীঘ্র—
পঞ্চদশ দণ্ড পরে,
ঠিক সন্ধ্যার সময়
উপস্থিত হইবে এখানে,
থাকে যদি ধর্ম্মভয় ;
ইচ্ছা থাকে রক্ষিতে বন্ধুর প্রাণ।
যাও লয়ে যাও জামিনে কারায়।
(দিনকরের বন্ধনমোচন
দিন। আসি ভাই, কি কব তোমায় !
পৃথ্বী। কোন কথা না, কোন কথা না
যাও ভাই নিরাপদে
যেইখানে পড়ে আছে প্রাণ তব।

যাও দ্রুতগতি
এ কি আবার আঁখিতে জল !
ধৈর্য্য ধর ভাই !
দিন। ভাই ইচ্ছা ক'রে কাঁদি নাই,

তোমা হেন বন্ধু,—এ হেন মহান্ প্রাণ !
দেখে নাই দেবগণ অমরায়।
আর কেন, বিদায়—বিদায় !
এস হে নায়ক কর আবদ্ধ আমায়।
দিন। পাহাড় সিং,
দাও ভদ্র মোর সেই পত্রখানি ;
পৃথ্বীধর, আর একবার
দাও কোল কর আলিঙ্গন। (আলিঙ্গন)
ভাই ভাই—
সত্বর আসিব, বিদায় এখন !
পৃথ্বী। যাও ঘরে গিয়ে দেখ সবে সুখী।

[দিনকরের প্রস্থান ও পৃথ্বীধরকে বন্ধন করিয়া রক্ষিগণের অপর দিকে প্রস্থান।

দওার। দুলাই দুলাই,
সত্য কি দেখিনু যাহা !
জাগ্রত কি আমি !
না—
দেখিলাম স্বপনেতে কোন দেবলীলা !
সত্য কি এ মাটীর ধরায়
দেবের দুর্ল্লভ এ হেন হৃদয়

দুলাই। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য !
দওার। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য কি হে ?
মহাভারতের কথা, পুরাণ কল্পনা,
উপকথায় ললিত রচনা
আদর্শ যা কিছু আছে,
এই বন্ধুত্বের কাছে সব পায় পরাজয়।
এনে দাও ছদ্মবেশ মোরে
আপনি ভেটিব পৃথ্বীধরে কারাগারে,
সময়মতন দেখাইব প্রলোভন ;
যদি দেখি স্থির এই বন্ধু-বীর
রহিল অটল,
যদি জীবনের ডরে
তার সত্য নাহি নড়ে,
ধিক্ তবে মুকুটে আমার !
তুচ্ছ গৌরবের রব—রাজত্ব অর্জ্জন !
তুচ্ছ সিংহাসন - শিশুর খেলানা !
ঐশ্বর্য্য—সুখের দারিদ্র্য ;
ধর্ম্মে, প্রেমে নাহি যদি শোভে নরকায়া,
রাজত্ব, ঐশ্বর্য্য সব ছায়া—ছায়া ছায়া !

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আশাবতীর বাটীর পশ্চাৎ।

(লট্‌কা ও দিনকর)

লট্‌কা। এ মেরা রাজা—এ মেরা সর্দ্দার—এ মেরা বাপ—আরে জান বেঁচে গেছে রে বাপ জান বেঁচে গেছে।

দিন। বেঁচে গেছি, সে কি ?

লট্‌কা। আরে ঘোড়া ঘড়ি তো বেঁচিয়েছে, ঘোড়া ঘড়ি তো বেঁচিয়েছে ! আরে মেরা বাপ।

দিন। যাক্, আমার ঘোড়া—আমার ঘোড়া—আমার ঘোড়া কোথায় ? ঘোড়া এখানে রেখেছে কেন ?

লট্‌কা। হামি জান্‌লে সর্দ্দার তুই সিংজীর সাদিতে আস্‌বো, নেওতা খাবো—সেই ঘোড়াটা এখানে রাখ্‌লো। উঃ ওঃ পিপড়কা পেড়ে বেঁধিয়ে দিয়েছি, ঘণ্টুয়া সাথে আছে ; তেজী ঘোড়া কচ্ছী কচ্ছী রে রাজা, তুহার বিজলী, নয়া মাঙ্গিয়েছিস্ বেটা, তীরেসা ছুট্‌বে।

দিন। কি আমার কচ্ছী ? কি বিজলী ?

লট্‌কা, তোমার খুব বুদ্ধি, ঠিক ঘোড়া প্রস্তুত রেখেছ, চল।

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। দিনকর সত্য কি যা' শুনি ?
দিন। আশাবতী ক্ষম মোরে ;
শুনিতেছি তব স্বর ডাকিছে আমায়,
তবু না সম্ভাষি
বাধ্য আমি হতে অগ্রসর ;
কয় দণ্ড মাত্র পাইয়াছি অবসর,
জীবন মরণ মাঝে অমূল্য এ দণ্ডচয় !
পলমাত্র অপচয় করিবারে নারি।
আশা। রাও দিনকর
দেহ উত্তর আমায়, সত্য কি যা' শুনি ?
না কি তব অভিমতে!
প্রতিভূ রাখিয়ে প্রাণ,
আছে মম পৃথ্বীধর বদ্ধ কারাগারে,
আগমন প্রতীক্ষায় তব ?
দিন। বোঝ তুমি,—অন্যে গিয়া অকস্মাৎ
জানাবে মরণ-বারতা মোর,
তা হতে নহে কি ভাল
নিজে আমি গিয়ে ঘরে,
বলি ধীরে ধীরে—
"হিরণ ! বিদায় দাও যাই মরিবারে ?"
আশা। না তা কেন ?
হেসে হেসে বল গিয়া তারে
"দেছে প্রাণ পৃথ্বীধর তব বিনিময়ে"।
নগরে উঠেছে গোল,
পল্লীর সবাই বলিছে আমায়
"আশাবতী
ভাঙ্গিছে কপাল তোর,হও লো সাবধান।"
দিন। তোমার কি মনে হয়,
প্রতারণা আমি করিব সখায় ?
আশা। মনে হয় ?—
মন কোথা মোর, কে করিবে মনে ?
কি সম্ভব অসম্ভব কিবা
কেমনে জানিব ?
কে জানে অচিন্ত্য কোন্ দৈবের ঘটনা,
তিলমাত্র লঘুভারে
পারে পালটিতে অদৃষ্টের তুলাদণ্ড,
পণ্ড করিবারে
মানবের সকল সংকল্প !
কি আর তখন ?
পৃথ্বীর মরণে,
কেন নাহি সুখী তবে হবে দিনকর
বাঁচাতে ঘৃণিত-প্রাণ ?
দিন। আশাবতি
শপথ না করি ;
যথা সন্দেহ আপন মনে
সেইখানে শপথের ঘটা,
কথায় কথায় দিব্য গুরুতর।
আমি যে আসিব ফিরি সখার সকাশে
অতি স্বাভাবিক কথা এই ;
সত্য প্রকৃতির নিত্য নিয়মের মত।
ইথে যদি করি দিব্য
পবিত্র বন্ধু নামে লেপিব কলঙ্ক।
ক্ষণকাল তরে বিদায় কল্যাণি !

(যাইতে উদ্যত এবং আশাবতী কর্তৃক বাধা দেওন

ছি ছি ধর'না আমায়।
আশা। এ হ'তে অধিক জোরে
ধরিবেন হিরণ্ময়ী,
কিন্তু তারে তুমি করিবে না মানা।
রাখিতে জীবন, ধরিয়ে চরণ
দুনয়নে ফেলিবে অশ্রুধার ;
হৃদয় বিদারি হাহাকারে—
বিঁধিবে অন্তর তব,
হইবে অস্থির তুমি ;
হেথা পৃথ্বীধর হারাইবে শির।
দিন। শান্ত হও, ছেড়ে দাও মোরে।
আশা। কর দয়া দিনকর দুঃখিনী বালায়।
দিন। সময় পলায়,—

অতি অনিচ্ছায় ছাড়াইনু তব কর।
বর্ব্বরতা ক্ষমা কর গুণবতি!
আশা। দিনকর—সখা দিনকর!
দয়া কর—দয়া কর!
দিন॥ দেবগণ করুন করুণা,
রক্ষুন তোমারে।

[দিনকরের প্রস্থান

আশা। দিনকর, দয়া—দয়া—দয়া দিনকর!
অবলারে ক'রো না গো অনাথিনী,
ওহো বালিকার সর্ব্বস্ব যে ভেসে যায়!
গেলে?—গেলে?—
ওহো ঐ যায়, ছুটিয়া পলায়!
অন্তরের অন্তর হইতে মম
কে যেন বলিছে ডেকে,
"এই গেল ফিরিবে না আর,"
ফিরিবে না আর রাখিতে নাথের প্রাণ।
প্রাণের ব্যথায়
হিরণ্ময়ী লুটাইবে পায়,
জড়াইয়া গলা—
ফুকারিয়া রোদন করিবে শিশু,
জাগাইবে মানবের
সহজাত জীবনের আশা।
কে না চাহে রক্ষিতে আপন প্রাণ?
কিম্বা কোন দৈবের ঘটনা
রোধিবে তাহার পথ,
বাধা দিবে ফিরিতে সময়ে;
সেই বাধা পৃথ্বীরে বধিবে মোর!
ওহো কি করি—কি করি আমি!
ধাই পাছু পাছু,
বুঝাইব এই সব পায়ে ধ'রে তাঁর,
হৃদয় গলা'য়ে আনিব ফিরা'য়ে।
মগ্নপ্রায় ভগ্ন মন অভাগার মত,
প্রাণের আকুল আশায়
ধ'রে রব দিনকরে।
কিন্তু হায় হায় যাইব কোথায়!
ওহো! কত পথ গেছে,
কেমনে যাইব পাছে?
তুরঙ্গ কুরঙ্গ বেগে ধায়—
দ্রুত দূরে যায়;
ওহো! আমার কপালে বাজ
অশ্ব হ'ল পক্ষিরাজ,
চরণে পবন দলিয়া চলে।
পৃথ্বীধর পৃথ্বীধর!
এখনও চন্দন চর্চ্চা বসিয়ে কপালে
করিতেছে কপালেরে হেসে পরিহাস।

(বৃদ্ধ রাজকর্ম্মচারিবেশে দণ্ডারের প্রবেশ)

দণ্ডার। তুমি না গো আশাবতী?
পৃথ্বীধরে পতিত্বে বরণ তুমি না করিবে?
আশা। কি?—কি?—পৃথ্বীধর?
কি সংবাদ তার—কি সংবাদ তার?
দণ্ডার। বলি তুমি তো বিয়ের ক'নে,
পৃথ্বীধর বর?
আশা। হ'য়েছিল সব আয়োজন,
উঠেছিল হুলুধ্বনি ভেদি চন্দ্রাতপ,
কিন্তু কালরূপী কাল ঘটালে জঞ্জাল!
দেখিতে দেখিতে—
নিভে গেল আনন্দের আলো।
নহে বাসরের দীপাবলি,
নাচে চিতা-অগ্নি নয়নে আমার!
ওহো! কখনও কখনও সে ফিরিবে না?
দণ্ডার। না, ফিরিবে না।
আশা। না!
সন্দেহ আমার প্রবল করিলে তুমি;
যথেষ্ট আঁধার আছিল হৃদয়ে!
কোন্ অন্ধকার হ'তে এলে তুমি,
পুনঃ শুনাইতে অমঙ্গল ভাব?
ও কি হাসি বদনে তোমার?
কি বিকট ভয়ঙ্কর হাসি!
দণ্ডার। শুন আশাবতি
পাষণ্ড দণ্ডার করেছে প্রতিজ্ঞা,

দিতে আজ্ঞা অনুচরে
দিনকরে রোধিতে রথ্যায়,
বারিতে প্রবেশ তায় সময়ে নগরে।

আশা। জগদীশ জগদীশ এ কি হ'ল!

দণ্ডার। এই অত্যাচারী পীড়কের গৃহে
আমি কর্ম্মচারী,
সেই সূত্রে জানিয়াছি গোপন মন্ত্রণা,
গূঢ় সাংঘাতিক অভিপ্রায়।

আশা। যদি করেছ এ দয়া
পূর্ণ কর পুণ্য তব;
খুঁজি মন্দাবতীধাম
লও জবাধিক অশ্ব,
দ্রুত ধেয়ে ধর দিনকরে,
জানাও তাঁহারে এই জঘন্য জল্পনা;
জানি আমি সদাশয় তিনি,
আছে ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রকৃতিতে কোমলতা,
জেনে শুনে বন্ধুরে বঞ্চনা
মনে হয় কভু নাহি করিবেন তিনি।
পিতৃসম তুমি
ধর গিয়ে তাঁরে, বাঁচাও পতির প্রাণ।

দণ্ডার। আগে হ'তে আমি এক করেছি উপায়
বাঁচাতে তাঁহার;
পৃথ্বীধর সনে তুমি
কর পলায়ন মন্দাবতী হ'তে।

আশা। কি বল কি বল! আছে কি উপায়
বাঁচাইতে তাঁর প্রাণ?
দণ্ডার সর্পের দন্তে পেতে পরিত্রাণ?

দণ্ডার। নিরাপদে চিরদিন তরে,
কার্য্য কর যদি তুমি
পরামর্শমত মোর।

আশা। আজ্ঞাধীন হব তব,
মাগিব কল্যাণ
দেব-সন্নিধানে তব মঙ্গল কারণ।

দণ্ডার। এস তবে,
এস মম সাথে।

আ। দেখিব—
দেখিব তাহায় পুনঃ?
চল—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ভাগীরথীর প্রবেশ)

ভাগী। কই, নেই তো এখানে? ভ্যালা ভ্যালা, আশাবতী মেয়ে বটে, ক্ষেত্রীর ঝি কি না? ঘোড়া চড়া খাঁড়া ধরা মেরে সব কি না? তোর আজ বে—কত কাঁদ্‌বি, ন্যাকরা কর্‌বি; আমার যে দিন বে হয়েছিল, কান্নার চোটে পাড়া থেকে লোক তাড়িয়েছিলুম, আমায় কি কেউ থামাতে পারে? ও মা, তুই আজ কনে, পা পর্য্যন্ত ঘোমটা টেনে পিঁড়ির উপর বসে থাক্‌বি, তা নয় কেবল ছুটোছুটি। আহা, মনে ক'রেছিলুম, আজ কত পুরী লাড্ডু খা'ব, ধনুয়ার মাকে ব'লে রেখেছিলুম, তাকে কত দেব, ঐ জয়পুরী পাথরের লোটাটা কত দিন ধরে দেখ্‌ছি, মনে করেছিলুম, আজকের গোল-মালে লুকিয়ে রাখ্‌বো, তা চুলোয় যাক্— বাসরে কত ভাল ভাল গান গাইব, নাচ্‌বো, তা কিছুই হ'ল না গা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারা-প্রাঙ্গণ।

(দণ্ডার সিংহ।)

দণ্ডার। রাখিয়াছ এই কারাগারে?
অনর্গল কর দ্বার;
থাকে যেন মনে বলিয়াছি যাহা,
আনহ বন্দীরে।

[একজন রক্ষীর প্রস্থান

(স্বগত) ভাল ক'রে করিব পরীক্ষা;
(প্রকাশ্যে) বীরবর পৃথ্বীধর!

পৃথ্বীধর নেপথ্যে—
কি আবার, কে ডাকে আমায়?

(পৃথ্বীধরের প্রবেশ)

দণ্ডার। বন্ধু, হিতৈষী তোমার,
অমূল্য সময় নাহি কর ক্ষয়,
শীঘ্র এস, এস মম সাথে।
পৃথ্বী। কোথা যেতে হবে?
দণ্ডার। কিছু উপকার করিতে তোমায়,
দানিতে সাহায্য বিপত্তির কালে
আসিয়াছি আমি হেথা।
পৃথ্বী। কে তুমি?
পার কিবা উপকার করিতে আমার?
দণ্ডার। এই অত্যাচারী দণ্ডারের ঘরে
বসতি আমার;
জেনেছি দৈবাৎ, বিষম উৎপাত
হবে যা তোমার পরে।
পৃথ্বী। কি—জীবনের শঙ্কা!
দণ্ডার। হাঁ—জীবনের শঙ্কা।
এই পঙ্কিল কর্ম্মের তরে
বিংশতি নৃশংস সৈন্যে করেছে প্রেরণ,
রোধিতে মিত্রেরে তব আসিবার কালে;
নিবারিবে উদ্ধার তোমায়।
পৃথ্বী। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ এ কি শুনি!
দণ্ডার। সমরেতে সখা তব
নাহি হ'লে উপস্থিত,
সে দণ্ডার পাথরের চিত,
লইবে তোমার প্রাণ;
পরে—
পাঠাইবে দিনকরে শমনের ঘরে।
পৃথ্বী। বিষম এ সমস্যায়
হায় দিয়েছিনু প্রাণ বাঁধা!
ভেবেছিনু তুমি আমি—
দুজনার একজন যদি বাঁচি,
হয়—আমি পালিতাম পত্নী-পুত্রে তব;
নয়—তুমি পুত্রের সমান
সেবিতে পিতারে মোর,
সান্ত্বনা করিতে দান আশাবতী ধনে।
কিন্তু এবে দেখি,
দোঁহাকার ঘরে হবে হাহাকার,
কেহ না বাঁচিবে আর এ নীচ চক্রান্তে।
দণ্ডার। পৃথ্বীধর,
আমি আসিয়াছি বাঁচাতে তোমায়।
পৃথ্বী। কোন্ পণে? কি আছে উপায়?
দণ্ডার। শুনি তব প্রাণের মহত্ত্ব,
এই আদর্শ-বন্ধুত্ব,
বিশ্বাসে আশায়
হায় পিশাচ দিতেছে ছাই,
আঘাত লেগেছে মম হৃদয়ের তারে!
প্রাণ মোর নাহি চাহে আর,
রাখিতে এ পাপের সভায়।
গোছেগাছে উৎকোচে,
খুলিয়াছি কারাদ্বার;
তব জীবনের সাথী আশাবতী
হয়েছে সম্মত পালাতে তোমার সনে।
জনক তোমার—
পৃথ্বী। মহাশয়! মহাশয়!
দণ্ডার। শুন দিয়ে মন।
জনক তোমার—
প্রাচীন স্থবির জনক তোমার—
তুমি যাঁকে ভাব বকেন প্রলাপ,
না করে আলাপ
বহুদিন হ'তে অপরের সনে,
সেই পিতারে তোমার
আমি করিয়াছি নমস্কার;
বুঝায়ে ব'লেছি ভাল ক'রে
সকল ঘটনা।
ক'রে প্রণিধান, আমার বাখান,
আলিঙ্গন দান দিয়াছেন মোরে,

আপনি উঠিয়া
বিরামের শান্তি-শয্যা হ'তে তাঁর।
পৃথ্বী। অদ্ভুত ঘটনা তুমি করিছ রটনা!
দণ্ডার। না হও আশ্চর্য্য।
নিদ্রিত মস্তিষ্ক জেগে উঠে
অকস্মাৎ প্রবল উচ্ছ্বাসে।
গোপনে গোপনে আমি রেখেছি গুছায়ে,
তব যাত্রা হেতু যেবা কিছু প্রয়োজন।
সম্মুখে বন্দরে ঐ আছয়ে প্রস্তুত পোত;
নাখোদা জনেক
বান্ধব আমার—অধিকারী তার।
অতি দ্রুতগামী পোত,—
পেয়ে অনুকূল বায়ু তুলিতেছে পাল,
এখনি নঙ্গর তুলি যাইবে গুর্জ্জরে;
উঠ গিয়া পোতে, আশাবতী সাথে,
পশ্চাতে মিলিব আমি
ল'য়ে পিতারে তোমার।
পবিত্র দ্বারকা তীর্থে
হ'বে অন্তিম আবাস তাঁর।
এই যে সুশীলা বালা!
এস ত্বরা, এস সতী স্বামীর সকাশে।
পৃথ্বী। সত্য—সত্য—সত্য—সত্য!
এ কি দুর্ব্বোধ্য বিধির লীলা!
সত্য এল আশাবতী, সত্য তবে সব!

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। প্রিয়তম পৃথ্বীধর
কৌমার লজ্জায় আমি দিছি বিসর্জ্জন,
আসিয়াছি বলিতে তোমায়;—
এসেছিল শুভক্ষণ
হৃদয়ে ধারণ তুমি করিবে আমারে,
কিন্তু দৈবের বিপাকে—
এলে চলে দাসীরে ঠেলিয়া পায়;
ক্ষমিয়াছি, ভুলে গেছি সেই হতাদর।
ভাব মনে, কত দিন উভয়ে উভয়ে
নিভৃত নিকুঞ্জে—
করিয়াছি প্রাণ বিনিময়;
ভাব মনে, কত দিন হ'ল
ভালবাসা-ভয়!
এই ক্ষুদ্র হৃদয় আমার,
করি কৃতাঞ্জলি
দিয়েছে অঞ্জলি চরণে তোমার।
ল'য়ে বালিকার রূপ
কত তুমি ক'রেছ বিদ্রূপ,
প্রেমে গ'লে ক্ষমেছি তোমারে সব;
সেই ভালবাসা বাসিব তোমায়
যত দিন রহিবে জীবন।
প্রাণের প্রণয় দিব হে তোমায়,
রমণী ধরায় হৃদি-প্রতিমায়
বাসে নাই কভু হেন ভালবাসা!
চল নাথ মম সাথে সুদূর-প্রবাসে।
পৃথ্বী। শুন আশাবতী, বুঝ মম ভালবাসা,
নাহি কর উপহাস;
জননীর কোলে শিশু—দুজনে ঘুমায়,
থেকে থেকে জেগে মাতা শিশুমুখ চায়;
হ'লে ঘুমে অচেতন মুদিলে নয়ন,
কিছুক্ষণ সে বদন নারিবে দেখিতে;
তাই করে প্রাণ কেমন কেমন!
রাখি চোখে চোখে মিলাইয়া বক্ষে
করে তারে গাঢ় আলিঙ্গন।
তাহার অধিক প্রাণাধিকে মোর,
উচাটন হয় প্রাণ, তোমার কারণ।
প্রিয়া মম চুরি ক'রে
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছ ডোর,
মনে ছিল—
ফুলের বাসর কভু না হইবে ভোর।
আহা আশাবতি,
ভালবাসা সীমায় আমার,
উপমা কোথাও না মিলে;
ভারতের সমগ্র ঐশ্বর্য্য,
তব সৌন্দর্য্যের কাছে
বিলীন হইতে যায়।

কি মোহিনী নয়নে তোমার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ছার নিকটে তাহার!
কিন্তু তব রূপ, তব গুণ,
হ'ত যদি
লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক উজ্জ্বল,—
আপনি মোহিনী
আসি যদি বসিত লো নয়নে তোমার,—
সৌন্দর্য্য হইতে সুন্দর হইতে যদি,
ধরি কোটি কমলার
অতুল লাবণ্য সুন্দর বদনে তব,—
তথাপি তথাপি ওলো পতি-পাগলিনী,
করিয়াছি যেই সত্য—ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-পদ করিয়া স্মরণ,
(জীবন অধিক মানবের মান)
নিজমুখে রাখি বাঁধা,
সেই সত্য কখন না হইবে খণ্ডন ;
হইব না আত্মঘাতী
দিয়ে মানে বলিদান।
আশা। বুঝিতে না পারি কিবা বল তুমি ?
দণ্ডার। সতী কিবা তব অভিপ্রায় ?
পৃথ্বী। জান না কি আশাবতী তুমি,
সেই দণ্ডার রাজন্
দেছে অবসর দিনকরে,
জামিন রাখিয়ে জীবন আমার।
দণ্ডার। (স্বগত) আশ্চর্য্য ! অদ্ভুত !
স্থির-প্রতিজ্ঞার রেখা এখনও ললাটে,
অকপটে চাহে সত্য করিতে পালন ;
নয়নে কুঞ্চন নাহি।
আশা। পৃথ্বীধর ! হৃদয়ের দেবতা আমার-
প্রাণের প্রাণের নিধি প্রিয় পৃথ্বীধর,
আমি তবে নহে কেহ ?
ঘৃণায় ঠেলিছ পায় !
দণ্ডার। কিন্তু সেই অত্যাচারী রাজা
নিজে নাশিছে বিশ্বাস,
গোপনে মন্ত্রণা করি।
। শুনিলাম বটে তব ঠাঁই।
আশা। পারিবে না দিনকর
রাখিতে তোমার প্রাণ আসিয়া সময়ে।
পৃথ্বী। প্রিয়তমে আশাবতী, শুনিয়াছি সব।
আশা। আর তুমি ?—
ওহো ভগবান্ ! ভগবান্ !
তুমি হারাইবে প্রাণ না আসিলে সেই !—
পৃথ্বী। তাও জানি আশাবতী—হিয়ার হীরক।
আশা। যদি জানহ সকল,
কেন তবে অচল এমন ?
কেন নাহি পলাইছ
আমারে লইয়ে হৃদে ?
দয়াগুণে—
এ প্রাচীন করেছে উপায় যবে,
হায় হায় কেন নাহি চল ?
পৃথ্বী। এই প্রলোভন শ্রবণ আমার
উচিত না হয় কদাচিৎ ;
কিম্বা যদি পশে কাণে,
মিথ্যা বলি জানে যেন প্রাণ।
থরে থরে ঘটনার স্তরে
ঘুরিতেছে এই ধরা,
কেবা জানে কোন্ সূক্ষ্ম তন্ত্রে
মন্ত্রণার যন্ত্র তব করিবে বিফল !
কিবা সূত্রপাতে করিবে নিপাত !
কিন্তু জেন স্থির—নাহি হেন বুদ্ধিবীর,
সে টলাবে মম হৃদি
সত্য হ'তে এক পদ।
পুরুষ বলিয়া—
মনে মনে আছে যে সম্মান,
কার সাধ্য কে করিবে আন ?
ধর্ম্মের দুয়ারে রাখিবে পৌরুষ,
ভীরু নাহি হব আমি।
শুন আশাবতী,—
কোন মতে সখা মোর পারিবে ফিরিতে ;
কোন মতে—কোন মতে,
এই আশা—নিরাশা এ আশা !—
তবু করে বিশ্বাস তাহায় ;

এ প্রসঙ্গ সাঙ্গ কর সতী।
কালের বদন অতীব ভীষণ,
প্রজ্বলিত চিতা-চিত্র অতি জ্বালাদায়ী!—
তথাপি—তথাপি—
নিশ্চয় (এ) মরণ প্রার্থনীয় শতবার,
সম্মানে কলঙ্ক-রেখা সন্দেহের চেয়ে।

দণ্ডার। দেখ দেখ চেয়ে,
গরুড়ের পক্ষ সম
শ্বেত বক্ষ করিয়ে বিস্তার,
আনন্দে উড়িছে পাল অনুকূল বায়ে;
কচ্ছ সাগরের সুনীল সলিলে,
হিল্লোলে দুলিছে পোত।
আসে ক্ষুদ্রতরী তীরে
লইতে আরোহিগণে;
নাহিক সময়,
এখনি—এখনি যাইতে হবে।
চল পলাইয়ে কেহ না বলিবে কিছু;
কর ধীর মতি স্থির,
নহে ত্যজি তীর যাবে তরী
কর্ষিয়া তরঙ্গস্তূপ;
এখন যদি না যাও যাবে না কখন।

আশা। দেখ দেখ, তীর-বেগে আসে তরী
আরোহি লহর-মালা,
শুন শুন ক্ষেপণীর ঘাতে
তালে তালে জলোচ্ছ্বাস-রব;
দেখ স্বাধীনতা সম্মুখে তোমার,
দেখ স্বাধীন তরণী;
অনন্ত স্বাধীন সাগরের জল,
কলকলে ডাকিছে তোমায়
তরণীর নিরাপদ কোলে।
পৃথ্বীধর! ও আমার পৃথ্বীধর!
চল চল কালের কবল হ'তে,
হেসে ভেসে নাচিয়া তরঙ্গ-রঙ্গে
পবিত্র দ্বারকা-দ্বীপে।

দণ্ডার। লাগিয়াছে তরী ঘাটে,
এখনও কি ইতস্ততঃ?

পৃথ্বী। না—না—
ভগবান্ বড় প্রলোভন!
রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে;
আশাবতী কাঁদে, ধারা বহে মুখচাঁদে,
"না" বলিতে ফেটে যায় প্রাণ,
ছিঁড়ে যায় হৃদি-গ্রন্থি।
যাক্—যাক্—
তবু না—না—দেখিব না মুখ;
কি করে বুকের মাঝে!
বুঝি বল হারাই হারাই,
জগদীশ দোহাই!—
দেহ বল অন্তস্থলে মোর,
রাখ পুরুষের মান,
পলাইছে জ্ঞান, আমি পালাই পালাই।

[বেগে কারাগারের ভিতর প্রস্থান

আশা। ওরে আশা ফুরাইলি একেবারে,
হ'ল সর্ব্বনাশ।
দীননাথ! (মূর্চ্ছা)

দণ্ডার। এ কি! এ কি! কে আছে?

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

(অরুন্ধতী)

অরু। গোপীনাথ গোপীনাথ, কি হ'ল! এমন সুখের সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেন হ'ল?

(কমলার প্রবেশ)

কম। ও মাসী-মা, আমরা হাতাহাতি করে হাজারর উপর পাণ তো সেজে ফেলেছি,

এখন সিন্দুকের চাবিটে দাও, তার ভিতর রেখে দিই, আবার বাইরে রাখলে, কেউ খেয়েটেয়ে ফেল্‌বে।

অরু। আর পাণ কি হবে ?

কমলা। ও মা,সে কি গো! পাণ কি হবে ?—বে-বাড়ীতে পাণের কি কম খরচ! হুদো হুদো সব নিমুন্তন্নে লোক আস্‌ছে, তোমার সিন্দুকে না রাখ, কোথায় তুলে রাখ্‌বো বল ?

অরু। হ্যাঁলা কমলা, এত বড় মেয়ে হলি, তবু কিছু জ্ঞান হ'ল না? মাথার উপর কি বিপদ্ পড়েছে বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ নি ? বর কোথায় যে বে হবে ?

কমলা। সে বাপু আমরা কি জানি,তোমরা গিন্নিবান্নী আছ, তোমরা বুঝবে। আমাদের যা কত্তে হয়, আমরা কচ্ছি। মাসীর কথা শোন, বের আগেই অমন একটা গোলমাল হয়ই হয়, তা ব'লে কি বে বন্ধ থাকে ?

অরু। আরে বাছা এ যে, বরের প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

কমলা। প্রাণ নিয়ে টানাটানি, না হাতী নিয়ে টানাটানি; রাজা তো রাজা—বাদ্‌শা হলেও প্রাণে মার্‌তে পারে না, আমি জানিনি বটে, বরের সাতখুন মাপ।

অরু। বাছা, জন্ম জন্ম ছেলেমানুষ থাক, আমাদের মতন বুড়ো হয়ে কথায় কথায় যেন নির্ভরসা হতে না হয়।

(উদরায়ণ পুরোহিতের প্রবেশ)

উদ। গৃহিণী কস্তং, কস্তং গৃহিণী? তুমি কস্তং—অর্থাৎ কোথায় ?

অরু। (স্বগত) মরছি একে আপনার জ্বালায়, আবার বুড়ো বামুন তার উপর এল জ্বালাতে।

উদ। বলি কেন বাক্‌রোধং? আপনা আপনি কি বিজবিজং ?

অরু। হ্যাঁ পুরুতঠাকুর, কি বিপদ্ হয়েছে, বুঝ্‌ছো না ?

উদ। আমি বুঝ্‌ছিনি ? বেদবেদান্ত শঙ্খ-ষড়্‌যন্ত্র ন্যায় অন্যায় দর্শন অদর্শন্ ষড়্‌বিংশপুরাণ অষ্টাবিংশ মহাভারত কোকিল পাতরেঞ্জল সব আমি বুঝি, আর আমায় বলে বুঝ্‌ছো না, তবে আমি নির্ব্বিরোধ মূর্খ অবজ্ঞান ?

অরু। বিপদের সময় ভাল লাগে না বাপু।

উদ। বিপদ্, কিসের বিপদ্ ? হনূমান পুরাণ পড়েছ ? তা যদি পড়্‌তে, তা হলে বিপদ্‌কে এতক্ষণ আমার মতন চতুষ্পদে মথন কত্তে পার্‌তে।

(শীলাবতীর প্রবেশ)

শীলা। হাঁ ঠাকুরদাদা,আপনি কি চতুষ্পদ ?

উদ। নয় তো কি ? আমি কি অসামান্য মানব যে, সকলের সমপদ হব? আমি চতুষ্পদ, আমার পিতা ছিলেন ষট্‌পদ; কথং কিবা চিন্তা করন্তি মনে মনে জানন্তি কেহং যে হত-জ্ঞান করিস্! একাধিক্রমে বাইশ বৎসর নানা শাস্ত্রং ধৃতং ময়া কর্‌বার পর অধ্যাপক আমায় প্রশ্নিইলেন "কি উপাধি লবে?" আমি বল্লুম, "বিদ্যারাসভং" নিষ্কাতরে বিদ্যার বোঝা বইতে পারি।

অরু। ঠাকুর,এখানে না বকে দুটো তুলসী-টুলসী দাও গে, যাতে আমাদের এই গোরো-টেরো খণ্ডন হয়।

উদ। তা কি বাকী আছে? যে কাজ করেছি, তার জন্যে দুটী সুবর্ণ দক্ষিণা দিতে হবে। এ দক্ষিণাটা উদ্ভিদ্ বিবাহের বিদায়ের ভিতর ধরি-তব্য নয়। বল্‌ছিলে দুটী তুলসী পাতা, এ শকট সংকট বিপদে ক্ষুদ্রমতি তুলসীপাতায় কি কাজ হয় ? আমি স্বচক্ষে একশ একটা বড় বড় কচু-পত্র উদঘাটন করে ঘটে চড়িয়েছি, আর বীজ-মন্ত্রটন্ত্র নয়—শক্ত শক্ত শুঁড়িমন্ত্র পাঠ করেছি, এতক্ষণ বর দেখ গে বাসায় বসে নিপাত।

সকলে। বালাই! বালাই!

শীলা। হাঁ ঠাকুরদাদা, ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে ? বরনিপাত কি গো ?

উদ। ওরে শ্যালিকা অর্থাৎ মাদীশালী, সমসকৃষ্ট তো পড়্লিনি, তা বচনের বাক্য বুঝ্বি কেমন করে?—বরনিপাত কি না বরের বিপদ্ নিপাত। বি ধাতু পদপ্রত্যয়ের অনটের সঙ্গে নট্ ঘট্ হয়ে ওটা গুহ্য হয়ে গেল; আমাদের সমসকৃষ্টের অনেক কথা গুহ্য হয়ে লোপ পেয়েছে।

(ভাগীরথার প্রবেশ)

ভাগী। দাও দাও দাও, শীগ্গির দাও।

অরু। কি দেব লো? আর জ্বালাস্নি বাপু এ সময়।

ভাগী। আমি ত জ্বালাচ্ছি গো! তা মেয়ের বে দাও, জামাইকে নিয়ে খাও দাও শোও, তার পর জ্বালাকে বিদায় দিও; আজ ত এখন দাও, মেয়েটা মেঝেয় পড়ে কাঁদ্ছে, কত বোঝালুম, —যাচ্ছে তাই বল্লুম, খোঁপাটা আল্গা হয়ে গিয়েছিল, কসে দিলুম, ফুলগুলোর ছিরিও নেই ছাঁদও নেই—হ্যাঁগা, এ কি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাজর ব্যাজর বক্‌ছ কেন? দাও না—

উদ। কিং দত্তং কিং দত্তং?

ভাগী। ফড়িং কি গত্তং! ফড়িং কি গত্তং, আমার শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়্তে এলে?

(কুম্ভসিংহের প্রবেশ)

কুম্ভ। কত বাজনা আস্ছে, বাঁশী বাজ্ছে, রাঙ্গা কাপড় এয়েছে; আজ বিয়ে—কার বিয়ে? আমার—না আর একজন? আমার। এই যে নাচঘর, ঐ যে বাইজী সব দাঁড়িয়ে আছে; বাইজী, বাইজী, আমায় চিন্তে পার? এই যে মুনীয়া এসেছ, সেবার আমার বিয়েতে নেচেছিলে, বাবা তোমায় একখানা পান্না দিয়েছিল, কেমন মনে আছে? এ কে দাঁড়িয়ে—গণশী? তুমি এত ছোট হয়ে গেছ? অনেক বয়স হ'য়েছে, দেহ গুঁড়িয়ে আস্ছে কি না!

ভাগী। ওরে বুড়ো, কি ন্যাকামো কচ্ছিস্? এদিকে তোর ছেলে মরে, আমাদের খরচপত্তর করিয়ে সব মাটী করে।

অরু। ভাগী, কি বলিস্, তোর মুখের সামাই নাই?

ভাগী। না, আমার সামাইও নেই, কামাইও নেই, তোমার জামাই এই ঢং ক'রে লেঠা বাঁধাতে পারে আর আমি বল্‌তে পারিনি? আর এই বুড়ো মড়া—তোমার বেয়াই এসে ন্যাকাপনা কচ্ছেন, এঁকে কেউ ধ'রে ঠাণ্ডা গারদে দেয় না গা? আমায় বলে কি না

শীলা। ও ভাগী দিদি, তোকে বলেনি তোকে বলেনি, আমাদের বাইজী বল্‌ছে।

ভাগী। হ্যাঁ, তোমাদের বলেছে, খুঁড়িয়ে বড় হওয়াটা বুঝি যৈবনের দোষ! আমার চোখ দেখে, হাত-পা নাড়া দেখে মিন্‌ষে বুঝেছে যে, আমার ভাও বাতলান অভ্যাস আছে, তাই আমাকে বাইজী বল্‌ছে। আমি বাইজীই থাকি আর ধাইজীই থাকি, তা ও মিন্‌যের কি?

কুম্ভ। ও বাঁদী, কি বল্‌ছিস্? বাইজীদের পাখ্খা কর না। সারেঙ্গীওয়ালারা কোথায় গেল? ধর দেখি তান, "মেরে এজী এজী ভালা, রাম নাম সত্য হ্যায়।"

ভাগী। ঐ গান গেয়েই এবার তোমার বিয়ে হবে বটে, বুঝ্লি মিন্‌ষে? ছেলের যে প্রাণ যায়, তোমার ছেলে—তোমার ছেলে।

কুম্ভ। এ্যাঁ এ্যাঁ, আমার—আমার! আমার ছেলে, ছেলে!

ভাগী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ছেলে পৃথ্বিধর, মন কি পুড়িয়ে রেখেছ? পৃথ্বিধর—

কুম্ভ। পৃ—থ্বি—ধর! পৃথ্বি—ছেলে?—আমার?—সেই তো—হাঁ, নাম রেখেছিল যে, সে ত অনেক দিন চ'লে গেছে, কোথায় সে?

ভাগী। ওগো, তোমার ছেলে—আজকের যে বর, পৃথ্বিধর—পৃথ্বিধর—

কুন্ত। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঐ—ঐ—আমার ছেলে, আমার ছেলে—কোথায় গেল? দে দে, এনে দে, দে—পৃথ্বীকে দে, আমার মা কোথায় গেল? আমার ছোটখাট মা—টুক্‌টুকে মা, দুধ খাওয়ালে,ফুল দিয়ে ভুলালে, ঘুম পাড়ালে, কোথা গেল মা? মা আমার কেন লুকালো? আপনি লুকুলো, আমার বাবাকে লুকিয়ে রাখ্‌লে—পৃথ্বীকে লুকিয়ে রাখ্‌লে।

লীলা। ও মামী, দেখ্ দেখ, বুঝি মনে মনে বুঝ্‌তে পেরেছে, চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে; মনের ভেতর বুঝেছে, আহা, বাপের প্রাণ!

উদ। বাপস্য প্রাণ তলয়ারস্য খাপ, মনে মনে বোঝন্তি—খাপ লাগন্তি কাপে কাপ।

কুন্ত। ও মা, তুই কোথায় গেলি? আমার টুক্‌টুকে মা, বাবাকে নিয়ে আয়, দুজনে আয়।

অরু। দেখ, গেরোর উপর গেরো দেখ, আহা, বুড়ো মানুষ বুঝেছে, বুঝ্‌তে পাচ্ছে না যে বুঝেছে—কিন্তু প্রাণ বুঝেছে, এই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো; লোকজন-পোরো বাড়ী, এখন কি করি?

কুন্ত। মা! গলা শুকিয়ে উঠ্‌ছে, মাই দে না মা—

কমলা। তোমার সে মার কাছে নিয়ে যাব—এস।

কুন্ত। যাবি? তুইও বেশ মা—এও বেশ মা—সব্বাই বেশ মা! গাছপালাও মা, পৃথিবী-টেই মা—মা মা চ মা।

[ভগীরথী ও পুরোহিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

উদ। কিমাশ্চার্য্য ধনুর্ধরম্! আস্তিকস্য ভাগীরথী এ কি হ'ল, কস্বং?

ভাগী। আর কি হবে?—এখন পাঁজী পুথি বগলে নিয়ে গস্তং গস্তং।

উদ। এত পরিশ্রম, মন্ত্রপাঠ, দক্ষিণার কি?

ভাগী। ঐ যা বল্‌ছ কস্বং, কলাগাছে কাঁদী কাঁদী নস্তং।

উদ। ওরে আর্ব্বাচীনে পাষণ্ডী পাপিয়া! আমাকে পরিহাস?—বিদর্ভ?

(নেপথ্যে কোলাহল)

ঐখানে পাহাড়ের উপর, ঐখান থেকে দেখা যাবে। চল চল শীঘ্র চল, চল্‌তে পার না? পাহাড়ে উঠ্‌বে কেমন করে?

(কমলার বেগে প্রবেশ)

কমলা। ও ভাগী, ও ভাগী, খিড়কী বন্ধ ক'রে ভিতরে আয়, ভিতরে আয়, সহর শুদ্ধ লোক বেরিয়ে প'ড়েছে, পাহাড়ের দিকে ছুট্‌ছে, দিনকর আস্‌ছে না কি দেখ্‌তে।

ভাগী। আস্‌বে—আস্‌বে—মুখপোড়া আবার আস্‌বে? চল তো দেখি গে।

[প্রস্থান।

উদ। অয়ি প্রিয়ে চারু কদম্বশীলে—মুঞ্চ ময়ি খুদে অবলে, আমি পুরোহিত—রমণীবিশেষ, তোমাদের সহিত অবলুণ্ঠন দিয়ে অভিসার করবো—চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

চায়রার উপত্যকা।

দিনকরের উপবন-বাটিকা।

(অংশু ও হিরণ্ময়ী)

অংশু। মা মা, দেখ দেখ, আমি একটা—দুটো কি পেয়েছি।

হিরণ। দেখি, ও মা, এ যে নিচু, কোথায় পেলে?

অংশু। ঐ যে পড়ে ছিল, আমি কুড়িয়ে আন্‌লুম।

হিরণ। হুঁ, বুঝি বাদুড়ে—

অংশু। কে এনে দেছে মা?

হিরণ। তোমার শ্বশুর তোমার জন্যে এনে দেছে বাবা।

অংশু। মা, শ্বশুর কেমনতর পাখী? কোন্ গাছে থাকে? আমায় একদিন দেখাবে?

হিরণ। হ্যাঁ দেখাব, এখন যাও, নিচুগুলো আর নেবুটা নিয়ে ঐ ঝুড়িটার ভিতর রেখে এস ত বাবা।

অংশু। আমি রাখ্‌বো, আমি রাখ্‌বো (ফল লইয়া ঝুড়িতে রাখিয়া) ও মা, আজ গাছগুলোর কাছ থেকে সব ফলগুলো কেড়ে নিয়েছিস্? এ ডালাটা সব ভ'রে গেছে। ও মা, নানানস্‌টা পেড়ে ফেলেছিস্? তবে আমি "বন থেকে বেরুল টে,—সোণার টোপর মাথায় দে" কারে বল্‌ব?

হিরণ। আরও আনারস আছে বাবা।

অংশু। হ্যাঁ মা, আজ এত ফল কেন তুল্‌ছিস্? আজ কি বাবা আস্‌বে?

হিরণ। কি ক'রে বল্‌ব বাবা, কেশবনাথ জানেন।

অংশু। কেচ্ছবনাথ কেন আমায় ব'লে দেন না; বাবাকে কদ্দিন দেখিনি, বাবা বড় দুষ্টু হয়েছে, আমায় দেখ্‌তে আসেন না, আজ এলে বাবার কাছে ত য'াব না।

হিরণ। শুন বাবা, লট্‌কা বলেছিল, এমনি সময় তিনি আস্‌বেন। তুমি যাও ত ফটকের কাছে যাও, তা হ'লে এলেই তিনি তোমায় কোলে নেবেন, এই বাগানে আস্‌তে আস্‌তে তোমার মুখের রং কেমন সুন্দর হ'য়েছে, দেখে ভারী খুসি হবেন। দেখ বাবা, রাস্তায় যেও না, ফটকের কাছে আমগাছে যে দোলনা আছে, তা'তে ব'সে দোল গে। কোলে উঠ্‌তে পার্‌লে যেন আর কোন দিকে ভুলিয়ে নিয়ে যেও না; বুঝ্‌লে অংশু,—মায়ের ছেলে মার কাছে এস।

অংশু। তবে আমি যাই, দোলায় দুল্‌ব, বাবা এলেই ঝাঁপিয়ে কোলে উঠ্‌বো; বাবা আমার জন্যে কত কি নিয়ে আস্‌বেন।

[অংশুর প্রস্থান।

হিরণ। চম্পকের কলি মোর।

প্রথম আদরে তাঁর
এবে তব অধিকার,
তুমি পাবে কোমল কপোলে
প্রথম চুম্বন;
কেন নাথ হইয়ে নিঠুর
পাঠাইলে এ দাসীরে নির্জ্জন নিবাসে?
সন্দেহ-দোলায় সতত দুলিছে মন,
এই আশা—এই ভয়!—
নাহি জানি রমণীর মন
অকারণ কেন হয় সচঞ্চল!
তাহার উপরে
আসিয়াছি দেখে তোমারে বিকল,
রাজতন্ত্রে বিদ্রোহ-সূচনা।
এস নাথ এস মম পাশে,
মিছা হাসি হেসে ভুলায়ো শিশুরে।
না দেখে তোমার মুখ শূন্য মোর বুক,
জগৎ বিষাদময়!

(অংশুকে কোলে লইয়া দিনকরের প্রবেশ)

অংশু। মা, দেখ দেখ, বাবাকে ধ'রে এনেছি।

হিরণ। এ্যাঁ এই যে এলে!

দিন। হিরণ্ময়ি সর্ব্বস্ব আমার!—

হিরণ। হৃদয়ের অধীশ্বর মোর,
দেখ ভালবাস ব'লে
তুলিতেছিলাম ফল তব তৃপ্তি হেতু;
কিন্তু নাথ! আসিবে আসিবে ব'লে,
গুণে পলে পলে
প্রতীক্ষায় কেটে যায় দিন;
হৃদয়ে শুকায় আশা।
হয় তো আসিছ তমি, এই ভাবি মনে

কতবার ঘর-বার করিয়াছি ভুলে।
উত্থিত কুয়াশা-ধূম উপত্যকা-পথে,
আলয় আলোকহীন তোমার বিহনে
দিন। তবে কি—তবে কি
আমি না থাকিলে কাছে,
আপনায় ভাব তুমি এত অসহায়,
হৃদয়ের হিরণ আমার?
হিরণ। কি করে আমার মন
জান না কি মনে মনে?
ওহে জীবন-সর্ব্বস্ব
প্রাণাধিক প্রিয়তম দয়িত আমার,
যদি বলি খুলে—
থর থরি কত কাঁপে অন্তর আমার!
কি যে সন্দ হয় মনে, মন্দারবতীধামে—
তুমি যবে থাকহ একাকী,
ব্যস্ত রাজকাজে।
কি! না শুনিতে চমকিলে কেন?
পুরুষ বলিয়ে বড়ই পৌরুষ তব;
কিন্তু যদি অবলা হিরণ
বলে তার মর্ম্মের কাহিনী
পারে ছুটাইতে
অশ্রুধার নয়নে তোমার।
এই লইলাম হাতে হাত,
বল সত্য ক'রে নাথ
আর নাহি ফেলিয়া রহিবে মোরে?
দিন। বল দাও, বল দাও মোরে জগদীশ!
হিরণ। সত্য সত্য কর প্রাণেশ্বর,
আমি ধরিয়াছি কর;
যদি না থাকিত অংশু সাথে,
শুধাংশুবদনে না শুনাত মোরে
মধুমাখা আধ আধ ভাষ,
যদি না বলিত ললিত বুলিতে
কত কি করিবে বাছা বড় হলে পরে
অসহ্য হইত মম নিভৃত নিবাস!
আয় বাবুয়া বল—যা বলিস মোরে
নিতি নিতি, শুনিবেন উনি।
দিন। হাঁ বাবা, হাঁ বাবা অংশু
বড় হ'লে কি হইবে তুমি?
অংশু। তলয়ার বেঁধে করিব লড়াই।
দিন। না না, লড়াই কি ভাল?
অংশু। না আমি করিব লড়াই
কাকাজী পৃথ্বীর মত
আমি হব একজন,—
'একজন' কি বলে মা?—
সেই যে—সেই যে—
হাঁ হাঁ যোদ্ধা!
কাকা যোদ্ধা, আমি যোদ্ধা।
দিন। বেঁচে থাক বাবা,
আছে বীরের লক্ষণ তো'তে!
যাও তো চাঁদ, যাও ঐ পাঁচীলের ধারে
আছে যে লতানে গাছ
আন গুটীকত ফুল তুলি—
গেঁথে দিব মালা তোরে।
(অংশু যাইতে উদ্যত)
শুন—শুন,
নন্দন-লাঞ্ছিত হার
একবার পরা রে গলায়,
বেড়ে ধর কণ্ঠ মোর সুকোমল করে;
আহা হয়েছে—হয়েছে, জুড়াইল প্রাণ!
হবে একজন, বেঁচে থাক বাছা;
যাও, আন ফুল দুলাল আমার।
(স্বগত) এইবার দয়াময়
জড়িত রসনা, কেমনে প্রকাশি?
[অংশুর প্রস্থান
হিরণ। দিন দিন কলা কলা।
সুধাংশু পূরয়ে যথা,
অংশুর আমার
রূপের মাধুরী বাড়িতেছে সেইমত।
দিন। আদরের আদরিণী,
সংসারের জ্যোতিঃ সতী হিরণ্ময়ী মোর
করহ স্মরণ বিবাহের দিন হ'তে;

কখন কি ভুলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়
বলিয়াছি কুবচন ?
চাহিলে তোমার পানে,
কুপিত নয়ন দেখেছ কি কভু ?

হিরণ। না—না জানেন ভবানী, কখনই না।
কত ভাগ্যবতী, তাই পাইয়াছি
শিবের সমান এ হেন সুন্দর পতি!

দিন। বল—
হৃদয় হইতে বলিতেছ এই কথা ?

হিরণ। সত্য সত্য নাথ!
তোমার শিক্ষায়
কপটতা শিখি নাই আমি।
পরিহাসে তব পাশে
মিথ্যা কভু কহি নাই;
জান না কি নাথ তুমি ?—
হৃদয় আমার,
দর্পণ সমান আছে বিদ্যমান
প্রাণের সম্মুখে তব।

দিন। শান্তি পেলে অশান্ত এ প্রাণ!
আহা স্নেহবতী সতী—
হৃদয়-সাগর তোর
প্রেমের সলিল তায়
উছলিছে কানায় কানায়!
হ'লে মম দেহান্তর,
ও অন্তর ঢেলে দিবে নিরন্তর
সমুচয় সুধারাশি সন্তানে মোদের,
ডুবাইবে তারে জননীর অমৃত আদরে।

হিরণ। ছি ছি ও কি অলক্ষণ!
মরণের কথা এন নাকো মুখে
যত দিন জীবে দাসী।
বল সর্ব্বস্ব আমার,
কিবা পুরস্কার আর্য্য-সতী চাহে আর
পতিকোলে পরলোক-গতি বিনা ?
নাথ নাথ! ও কি ভাব মুখে ?
কেন পাংশু সুধাংশু অধর ?
অঙ্গ যেন ভেঙ্গে পড়ে, কাঁপে থর থর!
পীড়িত কি তুমি ?
কিম্বা কোন বিষয়ের শোকে
হইয়ে হতাশ হয়েছ উদাস!
বল কি ব্যথায় ব্যথিত হৃদয় ?
বল, অন্তরের শান্তি হরিয়াছে কে ?

দিন। শুন প্রাণের হিরণ,
যদি আমি শুনাই তোমায়
কেন ভয়ঙ্কর গুরুতর
বিষাদ-সংবাদ,
পারিবে কি ধরিবারে ধৈর্য্য ?

হিরণ। সংসারের কি দুঃখের কথা নাথ
শুনাবে আমায়,
তব সহবাসে
পরিহাসে উড়াইতে পারি;
আপনি হাসিয়ে হাসা'ব তোমায়;
হইয়ে সেবিকা
শিখা'ব তোমায় হ'তে সুখী; অদৃষ্টের ফেরে
বল খুলে কি বেদনা হৃদে ?

দিন। লিখেছিনু এই পত্র মিত্র পৃথ্বীধরে,
হয় নাই প্রয়োজন পাঠাতে তাঁহায়;
কর পাঠ তুমি। (পত্রপ্রদান)
এই পত্রে
দুই তিন ছত্রে বুঝিবে সংবাদ;
রসনা বিবাদ করে হৃদয়ের সনে,
মুখে না বলিতে পারি!

হিরণ। (পত্র পড়িয়া) এ কি—এ কি
কালভুজঙ্গের বিষে লেখা এ লিখন!
কুরে কুরে খায় প্রাণ মোর!
দিনকর!—মৃত্যু!—কখন্!—কেমনে ?
কিছু না বুঝিতে পারি!
মৃত্যু!—কোথায়!—কি দোষে ?

দিন। দণ্ডার হ'য়েছে রাজা,
আজ্ঞায় তাহার প্রাণদণ্ড মোর।

হিরণ। কিন্তু কই তুমি নহ কারাগারে,—
শৃঙ্খল নাহিক পায় ?
কি জানি, কেমনে পেয়ে অবকাশ

এসেছ হেথায়,—
একাকী! একাকী! নাহি কোন রক্ষী!
চল যাই পলাইয়ে রাজপুতনায়
অথবা গুর্জ্জরে।
কোথাও—কোথাও
মন্দাবতী ছেড়ে হোক্ যেখানে সেখানে,
যেথায় সেথায়।
দিন। নহেক কোথাও।
লইয়ে বিদায় এইখান হ'তে
যাইব সটান
মন্দাবতীধামে।
এতক্ষণ ফুরা'ত জীবন!—
হিরণ। না—না।
দিন। শুন বলি, এতক্ষণ ফুরা'ত জীবন!
কিন্তু হৃদয়ের সখা পৃথ্বীধর,
খসা'য়ে শৃঙ্খল মোর
প'রেছে আপন পায়,
মম আগমনপ্রতীক্ষায়
নিজের জীবন দিয়াছে জামিন,
পায়ে ধ'রে পাপাচারে
মেগে নেছে অবসর,—
পাঠাতে আমার তোমার সকাশে
চির-বিদায়ের তরে!
হিরণ। সকলি দৈবের লীলা!
দেবদত্ত অবসর,
নাহি দিব যাইতে তোমায়;
এই ধরিলাম বুকে,
প্রেমমাখা ভুজে কঠিন বন্ধনে,
যাও দেখি?—দেখি হৃদয় ধরেছে হৃদি!
দিন। না—না।
হিরণ। কখন না—কখন না
থাকিতে জীবন, যেতে নাহি দিব কভু।
না—না!
দিন। না?—না? না যাব ফিরিয়ে?
নাহি খসাইব সখার চরণ-শৃঙ্খল?
ওরে আপনি যে দিয়েছি পরায়ে তারে।
হিরণ। জীবন—জীবন অমূল্য জীবন,
রক্ষিতে তাহায় যে কোন উপায়!
দুষ্কর্ম্ম সুকর্ম্ম হয়,
পাপ পুণ্যে পরিণত।
যেই জগদীশ করেছেন সৃষ্টি,
দেছেন চৈতন্য জীবে,
অহরহ তিনি বলেন সবায়,
প্রকৃতির বশে—মানসের রসনায়
"রক্ষ রক্ষ রক্ষ সবে, রক্ষ আপনায়।"
যদি ভালবাস মোরে,
ভালবাস প্রাণের বাছারে,
বলি জানু পাতি—(জানু পাতিয়া উপবেশন)
ও কি, কেন আগুন নয়নে!

(অংশুর ফুল লইয়া প্রবেশ)

ভাল ভাল নাথ নয়নে তড়িৎ তব,
বাকী কেন থাকে বজ্রাঘাত!
বধহ আমায়, নহে রাখ প্রাণ
আমাদের তরে।
আহা দেবগণ সময় বুঝিয়ে
এনেছে তনয়ে;
ওরে হ'বি রে অনাথ!
তুলি ক্ষুদ্র দুটী হাত
জানু পাত মম পাশে,
বল মধুর-বচনে বীণার রোদনে,
বল
শৈশবে অনাথা না ক'রে তোমায়;
(ওহো! শৈশবে—শৈশবে—
না বুঝিতে কিছু!)
করুণাসাগর প্রাণেশ্বর মোর
চেয়ে দেখ মুখপানে,
পতি—দেখ প্রাণের দুর্গতি!
দেখ
বনিতা-বালক লুঠায় চরণে তব।
দিন। দেখিয়াছি—দেখিতেছি সব,
দেবতা দানব

করিছে আহব হৃদয়ে আমার
শিরায় শিরায় অন্তর্ভেদী তড়িৎ-তাড়ন!
কিন্তু না—কিন্তু না—
যা রে—যা রে মুদে আঁখি,
হ রে বধির শ্রবণ,
না দেখিস্ না শুনিস্
এই কাতরতা!
মায়ামোহে দারাপুত্র দেখাইছে লোভ,
নাশিতে বিশ্বাস, হ'তে ধর্ম্মচ্যুত।
হিরণ! হিরণ! সহধর্ম্মিণী আমার,
হও ধর্ম্মেতে সহায় পতির তোমার।
কাঁদ—কাঁদ—কেঁদে কিন্তু দাও হে বিদায়!

(স্ত্রী-পুত্রকে আলিঙ্গন)

হিরণ। কেঁদেছি—কেঁদেছি হৃদয় বেঁধেছি,
অন্তরে অন্তরে ফাটিতেছে হাড়ে হাড়ে,
আষাঢ়ের ধারা দুনয়নে না কুলায়!
ওহো পতি যায়—প্রাণ যায়—
যায় সর্ব্বস্ব আমার!
ওহো আমি কোথা আর,
কোথায়—কোথায়! (মূর্চ্ছা)

দিন। হিরণ!
জীবনের জীবন আমার,
খোল আঁখি দেখ চেয়ে,
জাগ জাগ হিরণ আমার,
পলায় সময়,
অন্তিমকালের কাল
আসিছে নিকটে মোর,
কর্ত্তব্যের কঠিন তাড়ন,
নাহিক অপেক্ষা
কথায় কথায় কাটা'তে সময়।
আহা! অচেতন মলিন-বরণ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ,
শবপ্রায় অবয়ব
এই ভাবে হবে তোরে যেতে
সময়েতে হ'ত শব ভীষণ মশানে।

(দিনকর কর্ত্তৃক উচ্চস্থানে শয়ন)

আহা হা রাখিব না মৃত্তিকায়;
আয় আয় চূর্ণ-বিচূর্ণ এ হৃদে
একবার ধরি তোরে জনমের মত!
ওরে এই শেষ—এই শেষ!
বিদায়—বিদায় প্রিয়ে,
বিদায় জনম মত!
নিরঞ্জন আগে এই বিদায়-চুম্বন,
ওহো পারি না রে, আর একবার!

অংশু। বাবা, মা কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে প'ড়্ল কেন? তুমি কি বল্‌চ, তুমি কাঁদ কেন বাবা?

দিন। ওরে অংশু রে আমার
ফেটে গেল—ফেটে গেল বুক!
আর নাহি সহে!
কুসুমের কলি হ'লি রে অনাথ;
বক্ষের পঞ্জর—
প্রাণ চেয়ে প্রিয়তর,
শৈশবের সুচিত্র সুখের,
প্রীতিমাখা প্রতিবিম্ব মোর!
দীনবন্ধু দীনবন্ধু দেখিবেন তোরে!
থাক থাক বাবা ভোলাস্ মায়েরে,
গেল বাপ অকূলে ফেলিয়ে!

অংশু। ও মা—ও মা উঠ না মা।

[দিনকরের বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

পর্ব্বতপথ।

(লট্‌কা)

লট্‌কা। যাঃ—হুয়ে তো গেছে, কাম তো সেরে দিয়েছে, রাজা মোর ফিরে মর্‌তে যেতে পার্‌বে না। এখন যা হোয় লট্‌কার লিলাটে হোবে। লেকেন বড়া থাপ্পা হোবে, হামার জানটী বি লিতে পারে। লে ভোরে। ভার পর

ঠাণ্ডা হোলে লট্‌কা লট্‌কা বোলে বুক্‌ চাপ্‌ড়াবে আর রোবে, তখন কেমন মজাটী হোবে! ঐ সর্দ্দার আস্‌ছে, এক থাপ্পড়ে হামাকে মারিয়ে ফেল্‌বে। ভাগ ভীলের বেটা ভাগ। আরে ভাগ, এই এসে গেল।

(দিনকরের প্রবেশ)

দিন। আর কি—যা হবার হয়ে গেছে। ব'লে ফেলেছি, জন্মের শোধ একবার দেখে নিয়েছি, জন্মের শোধ বুকে ধরেছি, চুমো খেয়েছি। আহা! মূর্চ্ছিতাবস্থায় ফেলে চল্লুম, শিশুর হৃদয়-বিদারণ ক্রন্দনে কাণ দিলুম না, কি নিষ্ঠুর—কি নিষ্ঠুর আমি! তা. কি ক'র্‌ব, উপায় কি? ধর্ম্ম সত্য, দেবতুল্য নির্দ্দোষ প্রাণ! লট্‌কা, শীঘ্র ভিতরে যাও, তোমার প্রভু-পত্নী মূর্চ্ছিতা, অংশু কাঁদ্‌ছে, তাদের দেখ গে, সান্ত্বনা কর গে। ব'লো, আমার কি ভয়ানক অবস্থা! ব'লো, আমার হৃদয় চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেছে! ব'লো, ঘাতকের খড়্গে এ প্রাণ যাবার অনেক আগেই আমি মরেছি, যাও।

লট্‌কা। বাঁচ গিয়া রে বাপ। (যাইতে উদ্যত)

দিন। এই লট্‌কা, শুন, আমার ঘোড়া কোথা রাখ্‌লে, শীঘ্র এনে দে যাও; বিস্তর বিলম্ব করেছি—আর না। পবনদেব! আর অধিক ক্ষণ আমার নিশ্বাস তোমায় কলুষিত কর্‌বে না; এ জন্মের মতন আমায় সাহায্য কর। তোমার বলে বন্ধুর কাছে আমায় নিয়ে চল, আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর। ওহো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই যে সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢ'লে পড়্‌ছেন। ঘোড়া—ঘোড়া—লট্‌কা, দাঁড়িয়ে কি ক'চ্ছ?

লট্‌কা। এ রাজা। (কম্পন)

দিন। কাঁপ্‌ছ কেন? কেন মুখ চূণ? স'রে যাও, মানুষের মত হও। চট্‌—চট ঘোড়া নিয়ে এস। যাবে আর আস্‌বে, আমার প্রাণের অবস্থা বুঝ্‌ছ না?

লট্‌কা। রাজা. রাজা——

দিন। গোলাম, আমার কথা শুন্‌ছিস্‌ কি না শুন্‌ছিস্‌? নিয়ে আয় এখানে; ঘোড়া—ঘোড়া—আমার ঘোড়া? আমার এতক্ষণ অর্দ্ধেক পথ যাওয়া উচিত ছিল।

লট্‌কা। এ রাজা, এ অন্‌দাতা, তু হামাকে মেরে ফেল্‌বি?

দিন। ভীল. তুই কি পাগল হয়েছিস্‌ না কি? এই ভয়ঙ্কর অন্তিমসময়ে বিদ্রূপ কচ্ছিস্‌? কি, কথা কচ্ছিস্‌ না যে?

লট্‌কা। সর্দ্দার মেরা, রাজা মেরা, বাপ মেরা, তু কভি আমাকে কড়া কথাটী বোলিস্‌ না, ছেলিয়ার মত হামাকে ভাল বাসিয়েছিস্‌।

দিন। ও সব কথা এখন কি আবশ্যক? ওরে, শীঘ্র ঘোড়া এনে দে, সময় যায়—সময় যায়—না হয় কোথা আছে বল, আপনি গিয়ে নিচ্ছি।

লট্‌কা। রাজা, খুসিসে গিয়ে আপন মাথাটী দিবি, হামি এ দেখ্‌তে পার্‌বে না, লট্‌কার প্রাণটী কেমন কেমন কোর্‌তে লাগ লো।

দিন। কি, বল—শীগ্‌গির বল।

লট্‌কা। (পদে পতিত হইয়া) বাপ! তুহার জান বাঁচাবার আশ কোরে হামি ঘোড়া—

দিন। কি?

লট্‌কা। মারিয়ে ফেলেছি, তোকে বাঁচাতে ঘোড়া মারিয়ে ফেলেছি।

দিন। জগদীশ! জগদীশ!

লট্‌কা। মাপ কর রাজা, মাপ কর বাপ।

দিন। রাক্ষস, এখনও আমি কেন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, তা জানিস্‌? দেখ্‌ছি—দেখ্‌ছি, আমার প্রাণের প্রার্থনা শুনে দেবতারা তোর মাথায় বজ্রাঘাত করেন কি না দেখ্‌ছি! এখনও হ'ল না—এখনও এক বজ্রপাতে দুর্জ্জনের মৃত্যু

হ'ল না! ভাল, থাক দেবতারা, আপন হাতে আজ পিশাচের ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধান কর্‌ব। আয় প্রেত, তোর দেহ এখনি খণ্ড খণ্ড করি।

লট্‌কা। মারিস্‌নি মারিস্‌নি, প্রাণ দে রাজা প্রাণ দে। বাপ! হামি মর্‌তে পার্‌বে না, বাপ! হামি মর্‌তে পার্‌বে না—বাপ, হামি তুহার প্রাণ বাঁচিয়েছি, হামার প্রাণটী দে, হামার প্রাণটী দে।

দিন। সখা আমার, সখা আমার! উঃ! কেন আমার হৃদয়ের অগ্নিশিখা তোকে ভস্ম কচ্ছে না? পৃথ্বীধর প্রাণ হারাল, আমার জন্য প্রাণ হারাল! হায় হায়, পৃথ্বীর রক্তে আমার আত্মা কলুষিত হ'ল! মহাপাতকী আমি, আমিই তারে হত্যা কর্‌লেম; আহা—"দিনকর, তুমি কোথায়" ব'লে সখা আমার এতক্ষণ কাতরে ডাক্‌ছে। আর দিনকর, তুমি কোথায়? পাপিষ্ঠ দিনকর নিশ্চিন্তে দূরে দাঁড়িয়ে? ওহো —ঐ—ঐ ঘাতক খড়্গ তুলেছে, ঐ পৃথ্বীর কাতর চক্ষু, ঐ আশাবতী কাঁদ্‌ছে, মর্ম্মের অভিসম্পাতে আমাদের দগ্ধ কচ্ছে। ঐ রক্ত-স্রোত—ঐ রক্ত-স্রোত—পৃথ্বীর রক্ত আমায় ডুবালে ডুবালে!

লট্‌কা। ওঃ বাপ, প্রাণ দে—প্রাণ দে——

দিন। কেবা ডাকে হৃদয়ে আমায়
প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!
বলিদান—বলিদান!
তাই হবে, তাই ক'র্‌ব!
চল্ চল্।

লট্‌কা। কুথা—কুথা যাবে?

দিন। বৈতরণীপারে—কালের আঁধার দ্বারে!
মন্দাবতী বহুদূরে,
শমনের ঘর এই যে নিকটে!
ওই যে ওই পাহাড়ের পাশে
অন্ধকার গভীর গহ্বর,
ঘাড়ে ধ'রে ঘুমাইয়া তোরে
ফে[illegible]য় অতলে,
সঙ্গে সঙ্গে নিজে দিব ঝাঁপ;
না—না, গোলাম পালাবি কোথা
কাতরে কাঁদিছে পৃথ্বীধর
বিশ্বাসঘাতক তরে।
বিশ্বাসঘাতক আমারে করিলি তুই!
ওই—ওই রক্তমাখা কবন্ধ তাহার
ছুটে আসে বধ্যভূমি হ'তে,
রক্তমাখা—
শৃঙ্খলিত-করে করে আবাহন
ঐ লম্ব-গিরি-শৃঙ্গ হ'তে!

লট্‌কা। প্রাণ, প্রাণ, দয়া, দয়া

দিন। চা'স্ দয়া প্রেত-পিশাচের কাছে
দিনকর ভুলেছে করুণা!

[লট্‌কাকে টানিয়া লইয়া বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বধ্যভূমি।

(পাহাড় সিংহ ও দুলাই)

পাহাড়। বড়ই আশ্চর্য্য খেয়াল
দেখি এ রাজার!

দুলাই। আশ্চর্য্য মনের গঠন তাঁহার,
হেন বিপরীত ভাব-সমাবেশ
নাহি দেখা যায় বহু জনে!
উচ্চ হ'তে উচ্চতর হইবার আশ,
বিদ্যা-বীরত্বের একত্র মিলন।
দুন্দুভি-নিনাদে, রণের হুঙ্কারে
উন্মাদ যে প্রাণ,
সেই প্রাণ গ'লে যায় পুনঃ,
বাণী—বীণা মধুর ঝঙ্কারে।

দেখিয়াছ রণক্ষেত্রে নির্ম্মম হৃদয়
ভ্রূকুটি-কুটিল ভয়ঙ্কর রূপ
বিপক্ষে বিনাশ-কালে,—
আবার দেখেছি আমি,
সঙ্গীত-নায়ক বড় বড় কলাবতে,
রাগ-রাগিণী আলাপে
করিবারে পরাজয়;
মম মনে হয়, সে সময়
রণজয়-ধ্বনি হ'তে, শ্রোতার "বাহবা"
মিষ্টতর লাগে তার কাণে।
হাড়। উপস্থিত ক্ষেত্রে
মিত্রতার অপূর্ব্ব আদর্শ,
হৃদয়ের বিচিত্র বিকাশ,
আকর্ষণ করিয়াছে তাঁরে;
চিরদিন বিশ্বাস রাজার,
শোণিত-মাংসের দেহে
স্বার্থের প্রভুত্ব বড়ই প্রবল!
অন্যের কারণে, বন্ধুত্বের প্রয়োজনে
স্বার্থবিসর্জ্জন—
মন তাঁ'র না করে প্রত্যয়।
বোধ হয়
এইজন্য অদ্যকার অদ্ভুত পরীক্ষা।
কিবা মনে হয় আপনার,
দিনকর আসিবে কি ফিরে?
লাই। শোণিতের সনে,
জীব-মনে জন্মে সংস্কার
রক্ষিতে আপন প্রাণ;
দূরে থাক জীবগণ-কথা।
বাক্য-বুদ্ধিহীন তরুগুল্মলতা
রক্ষিবারে জানে নিজ উদ্ভিদ্-জীবন!
দেখ লজ্জাবতী লতা, হয় সঙ্কুচিত
অঙ্গুলি হেলালে কাছে,
দেখ সদ্যোজাত ছাগ-শিশু
জানে না সে মগনের সাংঘাতিক ফল;
ল'য়ে গেলে নদীজলে তা'য়,
কাঁপিবে সে থর থর, চা'বে পলাইতে।
প্রাণ সনে দিয়াছেন বিধি
প্রাণের এ মায়া;
যত দিন রয় কায়া, এ মায়া না যায়!
তাই ভাবি অসম্ভব,
"দিনকর ফিরিবে আবার"!
পাহাড়। সত্য কভু না ফিরিবে সে?
দুলাই। বল কি?—বদ্ধপ্রাণ হয়েছে বিমুক্ত,
খসিয়াছে বন্দীর শৃঙ্খল,
স্বাধীনতা নিশ্বাস-প্রশ্বাসে,—
মুক্ত সমীরণ খেলিতেছে অঙ্গে
বহি পর্ব্বত তরুর বাস,
অসীম জগৎ-উদ্যান প্রফুল্ল চৌদিকে,
জীবন মরণ নিজ স্বেচ্ছাধীন;
হেন অবস্থায়, বাতুল না হ'লে
কে দেয় বাড়া'য়ে গলা জল্লাদের করে?
পাহাড়। কিন্তু তাই যদি হয়,
রাজার সকাশে আছে কি ক্ষমার আশা
পৃথ্বীধর-ভাগ্যে?
দুলাই। কিছুমাত্র না।
ল'য়ে এক মুহূর্ত্তের আয়ু,
জীবনের বায়ু
নাহি দিবে সেবিতে তাহারে রাজা।
দেখে এই উন্মত্ত হৃদয়-বল,
গর্ব্বিত শিক্ষার ফল,
ক্রোধানল প্রজ্বলিত তাঁর;
দেখে এই উচ্চভাব, ভয়ের অভাব
মনে মনে ভেবেছেন আপনারে হীন।
দেখেছ অদূরে ঐ গিরিশিরে,
কাতারে কাতারে কত দাঁড়ায়েছে লোক?
পাহাড়। উদ্গ্রীব নীরব সবে
উৎকণ্ঠা-আবেগে!
দেখিতে শুনিতে এই
অপূর্ব্ব ঘটনাপূর্ণ নাটকের শেষ,
দেখ—
ছাদে ছাদে উঠিয়াছে কত নরনারী;
হাজার হাজার চক্ষু

চেয়ে আছে পথপানে ;
দণ্ডকাল আগে—
অতি দূরে উঠেছিল কোলাহল,
সাগরের জল যথা চঞ্চল তরঙ্গে!
কিন্তু সময় হতেছে শেষ,
পরিশেষ—
দেখিবার আশে রব-হীন স্থির সবে ;
যেন ত্রিযামায় নগর ঘুমায়।

আশা। (নেপথ্যে) কার সাধ্য, কে বারে
আমায় ?
যদি মৃত্যু হয় তাঁর
স্বচক্ষে দেখিব আমি ;
তার পর চিতায় যাইব সাথে।

(আশাবতী ও অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। মা আমার—মা আমার কি কর ?

আশা। আর না—
আর না শুনিব সান্ত্বনা তোমার ;
মমতার স্বরে আর নাহি প্রয়োজন !
শুনিব কেবল—
শ্মশানেতে প্রেতের চীৎকার।

অরু। ও মা আশাবতি, ঘরে চল, লজ্জাসরম সব গেল, বড়ঘরের মেয়ে তুই, এখানে আস্‌তে আছে বাছা ?

আশা। আমা হেন অভাগীর তরে
কোন্ স্থান আছে আর শ্মশান সমান !
আমি পত্নী তাঁর,
পত্নী ধর্ম্মের সমক্ষে ;
বহুদিন হ'তে হৃদিপুষ্পহার
হইয়াছে বিনিময় ;
পত্নী—পত্নী
বাকি শুধু সংস্কৃতে উচ্চারিতে
শাস্ত্রের শপথ গোটাকত,
দুজনার কেহ কিছু না বুঝিব ;
পতি-পত্নী প্রাণে প্রাণে মোরা ;
ঐ—ঐ—ঐ বধ্য-মঞ্চ—
ভয়ঙ্কর বাসর আমার !
ঐ—ঐ ঝুলিছে কৃপাণ !
দীনবন্ধু—দীনবন্ধু !

অরু। ও মা তুই, কি করিল্‌ ? ঘরের ছেলে ঘরে আয় মা ! ও বাবা দুলাই রায়, তুমি তো আমার ঘরের ছেলে, একটু উপকার কর বাবা ! আমার দুঃখিনী মেয়েকে ধ'রে ঘরে পাঠিয়ে দে বাবা ! আমি দেখি কোথায় রাজা ; তাঁর পায়ে ধ'রে পৃথ্বীর প্রাণ ভিক্ষে নেব।

[প্রস্থান।

আশা। দিও নাক বাধা,
ভয়ঙ্কর আনন্দে আমার
ক'রো না ব্যাঘাত ;
প্রাণভরে—প্রাণভরে যতক্ষণ পারে,
দেখিবে উন্মাদ প্রাণ বারেক সে মুখ !
শেষ দেখা লেখা ছিল ভীষণ মশানে !
কারে জান ? তারে—তারে—
যারে বরবেশে দেখেছি প্রভাতে,
যারে ভেবেছিনু দেখাব বাসরে
কৌমার সরমের সুধামাখা সমাদর।
যা'রে, এবে দিয়ে লজ্জা বিসর্জ্জন,
আসিয়াছি শেষ দেখা দেখা দিতে
বিপরীত স্থলে,—
ধরণীর যমালয় নৃশংস মশানে।
আর লজ্জা নাই—নাহি আর ভয়,
আছে শুধু ভালবাসা—
আর বিকট নিরাশ !
জ্বলন্ত আগুনে এক সঙ্গে জ্ব'লে,
হ'ব ভস্মরাশি !

(ছদ্মবেশে দণ্ডার ও গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ)

এই যে তুমি!
তুমিই প্রথমে মোরে দেছ কুসংবাদ,

হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত
হ'য়েছে তুষার-জল।
ঠিক ব'লেছিলে তুমি
"ফিরিবে না দিনকর"!
ওহো কপালে আমার
মিত্র হ'ল স্বার্থপর, প্রতারক রাজা!
ণ্ডার। শুন আশাবতি,
মিথ্যা কথা ব'লেছি তোমায়।
াশা। কি?
ণ্ডার। কোন নিগূঢ় কারণে,
উপকথা করিয়ে রচনা
গিয়েছিনু তব পাশে।
াশা। কি কারণ?—
জিজ্ঞাসায় নাহি প্রয়োজন;
এবে ইচ্ছা ক'রে নির্দ্দয় হৃদয়ে
কেন হেন মিথ্যা কথা র'চে,
ক'রেছিলে প্রাণে মোর কশাঘাত?
কি হ'বে জিজ্ঞাসি আর!
কিন্তু বালিকার মাথা খাও
একবার কহ সত্য কথা,
অভ্যাসের দোষে রসনা তোমার,
যদি না অশক্ত হয় সত্য উচ্চারণে;
দাও সত্য প্রশ্নের উত্তর,
আছে কি গো আশা?
পারে কি গো দিনকর ফিরিতে এখনো?
দণ্ডার। পারে—যদি থাকে মন,
আসা বা না আসা
সম্পূর্ণ নির্ভর ইচ্ছায় তাহার;
এখনও স্বাধীন সে সমীরণ সম।
আশা। রাখে নাই সৈন্য তবে দণ্ডার রাজন্
রোধিবারে পথ?
দণ্ডার। না—না সত্য কথা।
আশা। যে হও সে হও তুমি,
এই একটী কথার তরে
দেবতার আশীর্ব্বাদ—
বর্ষুক তোমার'পরে;
হও সুখী পুত্রপরিবার সনে।
আহা! এই ক্ষীণ আশার কিরণ
নবীন জীবন দিতেছে আমায়!
নবীন আলোক দেখি গো নয়নে!
অবিরোধে দিনকর পারে ফিরিবারে।
কিন্তু—কিন্তু—ওহো ভগবান্,
এখানে যে কাল—
করাল বদন করিয়ে ব্যাদান
এসেছে শিয়রে!
ওহো দুয়ারে দাঁড়ায়ে যম!
কতক্ষণ আছে গো সময়?
দণ্ডার। সুধাও এ গ্রহাচার্য্যে।
আশা। হে আচার্য্য—
গ্রহ। চৈত্তিরির আজ ন'টী হীন।
সমান সমান নিশিদিন॥
ছটী কলা দিয়ে বাদ।
আকাশেতে উঠ্‌বে চাঁদ॥
ত্রিশ দণ্ড শূন্য পল।
রবি যাবে অস্তাচল॥
বাকী সিকি দণ্ড ছ' বিপল।
আস্‌তে আঁধার ধরাতল॥
আশা। এই—এই—এইমাত্র
আছে গো সময়!
ওহো! জ্যোতির্ম্ময় আলোক আধার—
জগৎ-জীবন দিনকর!
"লক্ষ্মণে" দানিতে প্রাণ
বীবের কবলে আছিলে আবদ্ধ তুমি;
দুর্ব্বল অবলা—বাহুতে নাহিক বল,
আছে মাত্র ভক্তিবল প্রাণে,
করুণা-নয়নে দেখ চেয়ে দাসীপানে।
পতির প্রাণের হইয়ে প্রয়াসী,
শ্মশানে সন্তাপে ডাকিছে তোমায় সে।
হে পিতা সবিতা! তনয়া হয়েছে ভীত
বিবাহের আগে বৈধব্য শঙ্কায়,
রক্ষা কর তারে!
যাও মন্থর-গমনে

পশ্চিমগগনে তব ;
হে তিমির ! ডুবাও না অনন্ত তিমিরে,
এক সাথে গাঁথা যুগল জীবন ;
এস যদি সন্ধ্যাদেবী খুলে কাল কেশ
জীবনের অভিনয় হবে মম শেষ।

দণ্ডার। দেখ সময় পলায়,
ঐ ঘটিকায় বালু ঝ'রে যায়,
তথাপি না আসে ফিরে দিনকর রায়।
শুন শোকাকুলা বালা,
পলে পলে পল
তব আশা-তরুতলে করিছে আঘাত
ক্ষীণ রবিকর, উঁকি মারে রাত।

আশা। ওগো গ্রহবিপ্রবর
ভূত ভবিষ্যৎ গোচর তোমার,
বল খুলে তব জ্যোতিষের বলে
কত দূরে দিনকর ?
আছে কি আসার আশা ?

গ্রহ। আট্‌কা আছে দু'পা ব'লে,
চার পা পেলে আস্‌বে চ'লে ;
দোরে এসে খাড়া ছ'পা,
বেঁচে যাবে খাঁড়ার ঘা।

আশা। এ কি প্রহেলিকা ভাষার তোমার,
বুঝিতে না পারি কিছু।

গ্রহ। এসেছে যা মনে,
বল্লুম তা গ'ণে।
দাদার কড়ি দিদিকে দিস্‌,
মধু ঢাল্‌তে ঢেলেছে বিষ ;
বাঁচ্‌তে বলে কাণে কাণে,
আপনি মরে ম'র্‌তে টানে ;
বিষম গণ্ডী খণ্ডালে কি
হ'তে চ'াবি রাজার ঝি।

আশা। বুঝিলাম তুমি বচনের সার,
তোমা হ'তে উপকার
হবে না আমার কিছু।
সত্যের নিশান তুমি হে তপন !
প্রভাকর সত্যের আকার,
তব পবিত্র বিশ্বাসে
আজি যদি হয় সত্য নাশ,
যাও চির-রাহুগ্রাসে ;
আকাশে প্রকাশ—
কভু নাহি আর তুমি হও হে ভাস্কর ;
অনন্ত আঁধারে ঘেরুক অবনী,
পাপ পুণ্য যাক্ রসাতলে,
মানব-সমাজ হইয়ে তস্কর
পরস্পরে করুক বিনাশ !
যদি দিনকর—
স্বার্থে ভুলি পদতলে দলে এ বিশ্বাসে,
পৃথ্বীরে আমার—
হেলায় ফেলায় কালের কবলে,
যদি ধর্ম্ম !—ওহো শৃঙ্খলের ঝিঞ্চন
পশিতেছে কাণে মম,
কারাগার খুলেছে দুয়ার,
আর এক দুয়ারের ধারে
আনিছে পতিরে মোর !

(কারাগার উন্মোচন ও বন্দীভাবে
পৃথ্বীর প্রবেশ)

আশা। পৃথ্বীধর—পৃথ্বীধর—
ওহো এই কি হে বরবেশ !

পৃথ্বী। আহা আশাবতী এসেছ এখানে
মমতা-মাখান প্রাণ বালিকা আমার,
প্রণয়ের আদর্শ-প্রতিমা ;
যূপের সম্মুখে প্রথমে তোমার
নয়নে নয়ন মিলেছে আমার,
চিতায় বিদায় সব শেষ লবে তুমি।
দুঃখের ধরায় ঘটনা-নিচয়,
কেমনেতে হায় হয় বিপর্য্যয় !
কোথা আজি হবে মম পরিণয়,
কিন্তু আশাবতী তব সুখের আশায়,
হেন কাল-পরিণাম

ভেবেছিনু আজি নিশা আরামে ঘুমা'ব
তব সুকোমল বক্ষস্থল
করি উপাধান,
নহে করি আলিঙ্গন
রসহীন-দারু-জ্বালাময় হুতাশন!
ভেবেছিনু ভাষাহীন;
প্রণয়-সঙ্গীতে তব,
অলক্ষ্যে বাজিবে বক্ষে সুমধুর তাল,
সেই তালে হইয়ে বিভোর—
ঘুমঘোর ঘেরিবে আমায়,
স্বপনের নন্দন-কাননে
তোমে ল'য়ে ভ্রমিব সোহাগে;
কিন্তু ফুরাইল সব,
ধূমাকার অন্ধকার দেখিছে নয়ন!
জীবনের আগে
ফুরায়েছে জীবন স্বপন!

আশা। ধৈর্য্য ধর প্রিয়তম
এখনো আছে গো আশা,
ফিরিবারে পারে দিনকর।

পৃথ্বী। না—না—আশাবতি
মুছে ফেল আশা।
নাহিক স্মরণ ওই বৃদ্ধের বচন?
নাহি জানি কবে কিবা করেছি রাজার,
সংকল্প তাঁহার,সুখের বাজারে
আগুন লাগাতে মোর।
নগর-দুয়ারে
মিত্রবরে না দিবেন করিতে প্রবেশ।

আশা। শুক্ল শ্মশ্রু এই বৃদ্ধ দুষ্ট মূর্দ্ধা হ'তে
সেই গল্প করেছে কল্পনা,
নিজ মুখে করেছে স্বীকার
মিথ্যা সে রটনা;
হউক রাজার জয়
কেহ নাহি দিবে বাধা।
ঋণ পরিশোধ সাধ
থাকে যদি সখার তোমার,
কণামাত্র ধর্ম্মজ্ঞান মনে যদি থাকে,
অনায়াসে আসিতে সে পারে
পুনঃ এ বন্ধুত্বের রাখিতে সম্মান।

পৃথ্বী। আসিতে সে পারে?
এখন(ও) সম্ভব!—এ কি কথা!
বল—বল আসা কি সম্ভব?
ওহো জীবন-আশা! জীবন-আশা!
ওরে প্রাণ এ কি এ কঠিন মায়া!
কায়া সনে কত তোর প্রেম!
অগ্রসর যতই শমন,
ততই সজোরে ততই আবেগে
কর এই রক্তমাংসে দৃঢ় আলিঙ্গন।

আশা। যে তুরঙ্গে করি আরোহণ
আসিছেন সখা তব,
দৈববলে হোক্ বলী পদ তার;
স্রোতস্বতীগতি বিজলীর জ্যোতিঃ,
ঝঞ্ঝাঝড়বেগ করি অতিক্রম,
আসুক্ সে পক্ষিরাজ;
কাজ নাই মাতা বসুমতী
কঠিনতা তব মৃত্তিকায়,
রোদন আমার গলিয়ে সলিল হয়ে,
স্রোতে ভাসাইয়ে
দ্রুত আনুক ঘোটকে হেথা।

পৃথ্বী। দেখ অস্তগামী তপন আভায়,
আকাশ ধরায় মিলেছে যেখানে,
হইয়াছে সুপ্রকাশ;
যত দূর দৃষ্টি যায়, কেহ আসিবার—
কোন চিহ্ন নাহি দেখা যায়;
কি জানি যদ্যপি?—
না—না—কভু নাহি সম্ভব তাঁহার!—
সে কি পারে হেন কার্য্য করিবারে?
যদি পড়িয়ে মায়ায়—
না—না—অসম্ভব! অতিশয় অসম্ভব!

আশা। অসম্ভব!—
ঘোর মিথ্যাবাদী সখা তব;
বিশ্বাসঘাতক—
নরহন্তা—মিত্রঘাতী—হত্যাকারী তব,

নীচের অধম নীচ প্রতারক,
রক্ষিতেছে ঘৃণিত জীবন আপনার
সত্য—ধর্ম্ম—বিশ্বাস—মিত্রতার প্রেম
এক সঙ্গে দিয়ে বলি ;
কলঙ্কিত কলুষ-পূরিত প্রাণ !
আর একবার—শেষবার
হে ভাস্কর সাধিব তোমায় ;
জগতের চক্ষু থাক্ উন্মীলিত,
ক্ষণেকের তরে, মেঘমালা সম
এই তরঙ্গিত পর্ব্বত-শিখরে
কর অবস্থান।
উজ্জ্বল আলোকে
ইহলোক হ'তে নাথেরে আমার,
মিত্রতার স্বার্থশূন্য সত্য অপরাধে
কেহ না করিবে হত্যা ;
থাকিতে তোমার কর,
কারু না উঠিবে কর।
দণ্ড দিতে ভণ্ড-প্রাণ-ত্রাণকারী জনে।
হায়—হায়
কেহ না শুনিছে উন্মাদ রোদন মোর !
কালের গভীর গহ্বরে
নিপাতন তরে,
ওগো আনে টেনে প্রাণধনে মোর !
পৃথ্বীধর! প্রিয়তম পৃথ্বীধর—
পৃথ্বী। ওহো ভয়ে দীন সৈন্য আমি !
রণক্ষেত্রে—
জীবনযাপন করিয়াছি চিরদিন
হাসিতে হাসিতে
পারিতাম হেলায় মরিতে,
উপেক্ষিয়া দণ্ডারের পৈশাচ গরব ;
কিন্তু বেদনা বাজিছে প্রাণে,—
উদয় যখন মনে
নবীন জীবন আমার,
না পরিতে প্রণয়ের সুখ-হেমহার,
হই'ছে আধার ছিন্ন,
বান্ধবের স্বার্থপরতায় !
আমার মরণ সনে
সেই সুহৃদের কলঙ্ক রহিয়ে গাঁথা,
ভেবে প্রাণে লাগে ব্যথা !
ফুটিতে ফুটিতে, হায় হৃদয়-কলিকা
হইল দলিত,
ঝ'রে গেল সুশ্যামল পাতা
অবিশ্বাসে তার,
প্রাণ হ'তে শতগুণ
করিতাম বিশ্বাস যাহারে।
না—না—কেন এ কুচিন্তা ?
দিনকর—দিনকর
সহোদর অধিক আমার ;
ছদ্মবেশে এ সংশয়
এসেছিল চুরি ক'রে ;
ধিক্ ধিক্ ধিক্ এ সন্দিগ্ধ মনে
হবে আজিকার এ ঘটনা,
অবোধ্য রহস্যময় লীলা বিধাতার।
আছে—
স্নেহময় পুত্র, প্রাণের বনিতা তাঁর,
পালিতে তা'দের সখা বিনা নাহি কেহ
কে জানে তা'দের মঙ্গল কারণ
কিবা দিয়ে বাধা,
অনিচ্ছায় রেখেছেন বেঁধে বিধি।
সখারে আমার,
বন্ধন-বিহীন মম প্রাণ
নিতে বিনিময়ে।
দিনকর পৃথ্বীধর দুজনার মাঝে
কা'র প্রাণ সমধিক মূল্যবান্ ?
ছি ছি সখা সনে আমার তুলনা ?
কমলের সনে শ্যাকুলের ফুল ?
পাহাড়। চ'লে এস পৃথ্বীধর।
আশা। না—না—
কেন ?—কেন গো এখনি ?
এখনো সময় আছে ;
দেখ দেখ অস্তাচলে

কিরণের রেখা এখন ত দেখা যায় ;
বিপ্রবর বিপ্রবর
কিছু কি—কিছু কি নাহিক সময় ?
গ্রহ। উল্‌টে পাল্‌টে দুটীবার,
ঝ'রে যাবে বালির ধার।
আস্‌তে হয় আস্‌বে সে,
পা ক'টা ত পেয়েছে।
আশা। কেবল হেঁয়ালী-মাখান কথা,
মনোব্যথা কেহ নাহি বুঝে মোর !
পাহাড়। যে কাঁদে তোমার তরে
বল তারে বিদায় বচন,
জানাও জীবনের শেষ আকিঞ্চন।
অস্তগামী তপনের পানে
একবার শেষ চেয়ে লও ;
না কর বিলম্ব আর—
লম্বমান খড়্গ শিরে, এসেছে সময়।
পৃথ্বী। এস, কাছে এস—এস বক্ষের পঞ্জর ;
এক কথা গুণবতী, আশাবতী—
প্রণয়ের ডোরে বেঁধেছি রে যা'রে
শেষ অনুরোধ তার,
সখার আমার
যদি কভু পাও হে সাক্ষাৎ,
সম্পাত তাহারে কখন না দিবে ;
দৈবের নির্ব্বন্ধে ঘটিল যা ছিল ভালে।
সন্ধ ক'রে মন্দ তুমি নাহি বোলো তায়,
অভাগা ভাবিয়ে শান্ত ক'রো তাঁরে।
হৃদয়বাসিনি আদরিণি মোর !
নয়নে নয়ন জীবনে জীবন,
এ প্রাণের কোটিগুণ ধন,
শেষ ইচ্ছা—শেষ আশা—শেষ ভিক্ষা—
প্রেয়সী তোমার পাশে,
ভুল না ভুল না, রেখ লো স্মরণ !
আশা। চুপ্ চুপ্ !
ওই—ওই—কি যেন—কি যেন
দাঁড়াও একটু স'রে—
পৃথ্বী। ছিল হৃদয়ে আমার, ফুরাইল হায় !
দীনবন্ধু লও কোলে,
এই ব্যাকুলিতা বালায় আমার ;
তুমি বন্ধু বন্ধু-বিহীনের,
শান্ত ক'রো কামিনীর প্রাণ,
বড় শান্ত শান্তকারিণী আমার।
আশা। আমি দেখ্‌ছি—দেখ্‌তে পাচ্ছি—
যেন—যেন—
পাহাড়। ল'য়ে যাও কেহ এরে
বধ্যমঞ্চ হ'তে দূরে।

(অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। কোথা গেল রাজা ? আমি পায়ে ধ'রব ব'লে খুঁজে বেড়াচ্ছি ; এই যে—এই যে,—
ও মা আশাবতী এখনও এখানে,
ঘরে যাবিনি কি বাছা মোর ?
পৃথ্বী। জননী এসেছ ? বিদায় আমার ;
ল'য়ে যাও তনয়ায় তব ;
থাম আর একবার,
বিদায় দয়িতা মোর !
মলিন অধর তব—
দিতে বিদায়-চুম্বন,
অধর আমার কাঁপে ঘন ঘন।
বিদায়—বিদায়
বাল্যখেলা-সাথী প্রেয়সী আমার !
কোথায় ঘাতক হয়েছি প্রস্তুত।
আশা। এখনো—এখনো, করহ অপেক্ষা ;—
গ্রহাচার্য্য তব ঘটিকায়
আছে বাকী কয় পল হ'তে অবসান ?
ঐ দেখ ; দূরে—অতি দূরে—
আছে কার তীক্ষ্ণচক্ষু কর বিলোকন,
গোধূলি-ধূসরে, আঁখির আসারে
দৃষ্টি নাহি চলিছে আমার।
ওহো কা'রু কি নয়ন নাহি !
তবু মম আঁখি দেখিতেছে দূরে,
বহু দূরে—চক্রসীমা-পারে

হাঁ হাঁ—ঐ আসে—কি যেন আসিছে—
আঁধারে চলিয়া আসে,
তবু যেন আছে গো আকার;
কিছু নয়, কিছু নয়—তবু যেন
আঁধারে আঁধার যেন আঁধারের ছায়া।
পৃথ্বী। হৃদয়ের মধু ধরায় আঁধার মোর!
দুলাই। হে নায়ক কি করে ঘাতক?
স্বকার্য্য-সাধনে কেন এ বিলম্ব?

(নায়ক ও ঘাতক অগ্রসর হওন)

আশা। রহিলাম ধ'রে,
না ছাড়িব পতিরে আমার;
ডাক্ রে রাজায় তব।
কেহ কর সপ্রমাণ,
অদূরে যে ছায়া আমি দেখি বিদ্যমান,
নহে সে আমার আশার আশা?
কেহ আসে—কেহ আসে—
যতক্ষণ নাহি আসে
আশায় আমার দিবে যদি বলিদান,
এই আলিঙ্গনে রাখিব বেড়িয়া নাথে,
দেখি কেবা কাড়ি লয়?
দুলাই। সজোরে বিচ্ছিন্ন কর,
অরুন্ধতী লয়ে যাও কন্যারে তোমার।

অরু। ওরে একবার ব'লে দে রাজা কোথায়? রাজবাটীতে তো তাঁকে খুঁজে পেলুম না, একবার দেখা পেলে আমি তাঁর পাদুটী জড়িয়ে ধ'রে চখের জল ধুইয়ে দি।

দুলাই। রাজার বিচার যা হবার তাই হবে,
কান্নার সময় নহে,—
কাঁদিলে ত কিছু নাহি হবে!
লয়ে যাও।
আশা। ওগো দূর করে দিও না আমায়।
ওহো পৃথ্বীধর প্রাণেশ্বর!—
প্রণয়-তরুর শাখা
বাহুদুটী কোথায় তোমার?—
ওই দেখ আসে—
এখন ত দূরে—তবু কি জানি কে আসে,
ওরেরে বর্ব্বরদল
মর্ম্মর-পাথর হতে কঠিন অন্তর,
ওরে নরঘাতী মনুষ্য-পিশাচ,
মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্তের তরে
কর না অপেক্ষা,
এক নিশ্বাসের দেহ অবকাশ;
আসে—আসে—মা ভবানী! (মূর্চ্ছা)
দণ্ডার। সসম্মানে লয়ে যাও বালিকারে,
করহ চৈতন্য-সম্পাদন অন্য স্থানে।
পৃথ্বী। ওরেরে ঘাতক!
তোমার কুঠার-ধারে নাহি হেন ধার,
তীক্ষ্ণধার বাজিবে ঘা গলাতে আমার
মর্ম্মঘাতী বিদায়ের আঘাত হইতে!
আয় আয়—শীঘ্র শীঘ্র কেটে ফেল মোরে;
সখা দিনকর,
বাল্যের বান্ধব আমার,
চিতা'পরে ফেল দুটী অশ্রুধার।
(নেপথ্যে কোলাহল)
(কে আসে—কে আসে?) এল—এল
জগদীশ জগদীশ!
পর্ব্বত প্রস্তর চরণে করিয়া ভগ্ন
তুরঙ্গ আসিছে বেগে;
আছে—আছে যে আরোহী,
আছে ধ'রে ঘোটকের গলা;
নহে দুর্দ্দম এ বেগে
যেতো পড়ে গড়াইয়ে।
নাগরিকগণ
গিরিশৃঙ্গ'পরে উড়াইছে উত্তরীয়,
অশ্বারোহী
দিতেছে উত্তর আপন উত্তরী মেলি;
কিন্তু তবু চিনিতে না চিনিতে না পারি,
সবেগ-গমনে
অশ্ববক্ষ স্পর্শিছে ভূতল।

(সেই—সেই—এসেছে—এসেছে।)
কেবা ঐ অশ্বারোহী ?
কার আগমনে উঠে উল্লাসের ধ্বনি !
তাই কি ? না—না—তবু অসম্ভব নয়,
এই যে—এই যে,
এই দেখি—দেখি—দেখি
লুকাইল তুঙ্গের আড়ালে।
হারে রে জীবন আর কেন আশা তোর !
না না, যেন নাহি আসে দিনকর ;
আছে বিবাহিতা বনিতা তাহার,
আছে পুত্র-প্রাণের পুতলি,
ভগবান্ সে যেন না আসে,
যায় যাক্ মম প্রাণ।

দিনকর (নেপথ্যে)
কোথায় ! কোথায় ! আছে কি ?

(দিনকর অতি বেগে প্রবেশ করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মানপূর্ব্বক নিরীক্ষণ)

ওহো বেঁচে আছে বেঁচে আছে,
গলে নাহি খড়্গ-রেখা !
হাঃ হাঃ হাঃ !

(বাতুলের ন্যায় হাস্য ও পতন)

পৃথ্বী। ভগবান্ ভগবান্ ;

(দিনকরকে ক্রোড়ে লইয়া)

উঠ ভাই মোর, উঠ ধার্ম্মিক সুজন
মেল মিত্র পবিত্র নয়ন তব।
ওহো মূর্চ্ছাগত হায় !
ঘর্ম্মধারা ঝরিছে ললাটে,
ভিজেছে বসন,
কালিমা পড়েছে মুখে,
অতি বেগে আগমনে
ঘন গুরুশ্বাস তরঙ্গ তুলিছে বুকে।
ভাই ভাই দিনকর
হৃদয়ের সহোদর
ডাকে তব পৃথ্বীধর,
না দিবে উত্তর তারে ?
কহিবে না প্রবোধ-বচন ?

দিন। এঁ্যা কোথায় আমি !
পড়ে গেছি অশ্ব হ'তে ;
পতন-আঘাতে হয়েছিল সংজ্ঞা লোপ।
ভার—বড় ভার, তুলিতে না পারি মাথা ;
কি হ'ল কি হ'ল আমার !
দেখেছি ভীষণ স্বপ্ন,
সব বিশৃঙ্খল—সব ভয়ানক ;
কি যেন কি হল, ছিল কোথা গেল
কারে করিলাম হত্যা, কেবা হত হল ;
এখনো এখনো দেখি ঐ মরে—ঐ মরে !
কে ধ'রে রেখেছে মোরে,
দয়া কর দাও ছেড়ে,
রেখ না রেখ না ধ'রে,
ওহো সে মরে সে মরে।
পৃথ্বীধর সখা মোর,
হারে রে দুর্ব্বৃত্তদল দিবিনাক ছেড়ে ?
দেখিবি এ ভুজযুগে
আছে উন্মাদের বল।
এ কি ! কে এ ! তুমি ! তুমি
কথা কও,
কথা কও শুনি তব কণ্ঠস্বর।

পৃথ্বী। সখা—সখা—ভাই—ভাই

দিন। সেই স্বর—সেই স্বর
শুনিয়াছি পশেছে হৃদয়ে,
ওহো উঠিয়াছে ঝঞ্জন করিয়ে শির।
বুঝিয়াছি ঐ বধ্যমঞ্চ,
ওই রক্তমাখা যূপ,
ওই দুলিছে কুঠার,
কালরূপী ঘাতক দাঁড়ায়ে ওই ;
আর সে আমার এখনো রয়েছে,
কে নে যাবে ?
এই ধরিলাম বুকে চেপে,
রাখিব অন্তরে পূরে।

পৃথ্বী। দিনকর দিনকর সখা!
দিন। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)
চুপ চুপ
ওরে আমায় হাস্‌তে দে;
মুখে নাহি সরে ভাষ,
খালি হাসি—হাসি, পাগল হয়েছি আমি!
আয় আয় পূরিত পৌরুষে
পবিত্র হৃদয়ে তোর
ধরি চেপে হৃদয় আমার
রেখেছি পবিত্র তাহা,
ভয় নাই
এ মিলনে ছোঁবে না কলঙ্ক তোরে;
আছে ধর্ম্ম আছে মান।
পৃথ্বী। কেন নাহি মরণে আমার
রহিল না এ হেন বন্ধুর প্রাণ!
দিন। পৃথ্বীধর—কেমন?
হইয়াছি উপস্থিত ঠিক সন্ধিকালে
যেন চুলে ধ'রে ফিরাইতে কালে;
সত্য—সত্য ভগবান্!
যদি আসিতাম দুই দণ্ড আগে,
নাহি হ'ত অনুভব
উৎকট আনন্দের
এই তীব্রতর জ্বালা
ওহো কি বিজয়—কি বিজয়,
দণ্ডারের কিবা পরাজয়
না পারিবে সখারে বধিতে!
কিন্তু সত্য বল মিত্র মোরে,
সন্দেহ কি হয়েছিল আমার উপর?
হ্যাঁ—হ্যাঁ—হয়েছিল
বল বল কিছু না করিব মনে।
পৃথ্বী। একবার
মুহূর্ত্তের তরে মাত্র সখা।
দিন। উঃ সেই বিশ্বাসঘাতক নফর,
পৃথ্বীধর
নীচমতি ভীল রক্ষিতে আমার প্রাণ
করিতাম বিনাশ তাহায়;
কিন্তু
অকস্মাৎ দেখিনু অদূরে,
পথিক জনেক আসে
চাপি বেগবান্ অশ্বে;
হতাশে হুতাশে হয়ে জ্ঞানহারা,
বিকট চীৎকারে
করিলাম আক্রমণ তারে,
উন্মত্তের ন্যায় করিনু হুকুম
ত্যজিতে পর্য্যাণ,
করিল সে অস্বীকার।
কিন্তু
স্বীকার বা অস্বীকার কে মানে তখন,
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল যথা ধরে ক্ষুদ্র পশু,
সেইমত লম্ফ দিয়ে
আঁকাড়িয়ে ধরিলাম কণ্ঠ চেপে;
এইরূপে পৃথ্বীধর ধরিয়া তাহায়
"দে ঘোড়া—দে ঘোড়া—ঘোড়া তোর"
করিনু চীৎকার।
দণ্ডার। (অগ্রসর হইয়া) দিনকর দিনকর!
দিন। এই—এই আমি,
চেয়ে দেখ বধ্যমঞ্চপানে,
দেখ—দেখ না আমায়,
সদর্পে দাঁড়ায়ে আছি নিজ সিংহাসনে।
দেখিতেছ ঐ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ,
রঞ্জিত হ'য়েছে যাহা
অস্তগামী তপনের রাগে,
ও হতে উজ্জ্বল সিংহাসন মোর।
ওহে গিরি দেখিতেছ আমার গোবব?
যাইতেছি যম জয় করিবারে
রক্তবস্ত্রে সাজাইয়া অঙ্গ;
বেঁচে গেছে পৃথ্বীধর,
কি ভয় মরণে আর!
মরণ তো——
(নেপথ্যে কোলাহল)—জয় পৃথ্বীধর!

এ কি! ছাড়িয়ে বসতি
সারা মন্দাবতী আজ চড়েছে পাহাড়ে,
কোটি কর তুলে দেয় আমারে বিদায়!

(নেপথ্যে কোলাহল)

(জয় পৃথ্বীধর, জয় দিনকর, "দোহাই রাজার, দোহাই রাজার"।)

দিন। কোটি কণ্ঠে মন্দাবতী করিছে চীৎকার।
নেপথ্যে। জয়—জয়—জয়!
দিন। শোন্ শোন্ কত জয় জয়।
কোথায় দণ্ডার?
ধরিয়াছ রাজদণ্ড মুকুট মাথায়,
কিন্তু কবে—
কোন্ দিন জীবনে তোমার
হেন জয়োল্লাস শুনিয়াছ কাণে?
কবে এত হৃদি এত কর
করিয়াছে আশীষ তোমায়?
পৃথ্বী। সখা সখা কর মতি স্থির,
নাহি হও জ্ঞানহারা এ হেন সময়।
নেপথ্যে। জয়—জয়—জয়!
দিন। শুন আবার—আবার!
অধিত্যকায় উপত্যকায়
হয় প্রতিধ্বনি,
সাগর-কল্লোল দিয়ে কোলাহলে যোগ
কাঁপাইছে বসুমতী।
বল মোরে বল,
স্বদেশ-বিদ্বেষী,—
মাতৃদ্রোহী ক্রীতদাসদল,
বল, যা'রে মাতৃভূমি করেছ বিক্রয়
কোথা সেই দুর্দ্দান্ত রাজন্?
দেখিব তাহারে,
কেন—কি কারণ আসে নাই হেথা?
কোথায় তোদের প্রভু?
দণ্ডারের কি হ'ল এখন?
দেখিবে না এসে মরণ আমার!
বড় সাধ
একবার হাসিব তাহারে দেখে,
তার পর—তার—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

(দণ্ডারের অগ্রসর হওন ও ছদ্মবেশ পরিত্যাগ)

দিন ও পৃথ্বী। এ কি হ'ল!
দণ্ডার। আশ্চর্য্য হতেছ?—
ভাল ধৈর্য্য ধর ক্ষণকাল,
শুনিব যা আছে বলিবার তোমাদের।
আগে বিশেষ আদেশ কিছু
দিতে হবে অনুচরগণে;
যাও শীঘ্র হে দুলাই,
বল গিয়ে রাজভাটগণে
ত্বরিতে করিতে সবারে প্রচার,
উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া নাগরিকগণে,
পূর্ব্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে
নগরের
এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তশেষে
করুক ঘোষণা,
"দণ্ডার—অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত দণ্ডার"
যা'রে বলিছে সকলে,
অযাচিত হয়ে
স্বেচ্ছায় সে দিনকরে দানিল জীবন।
পৃথ্বী। সে কি—কি বল দণ্ডার?
বল বল পুনরায়।
দণ্ডার। সব ক্ষমা—সব ক্ষমা,
বিনা বাক্যে সব ক্ষমা!
পৃথ্বী। ভগবান্ ভগবান্ এ কি শুনি!
তুমি—তুমি—তুমি দিলে দিনকরে প্রাণ?
দণ্ডার। সুধু প্রাণ নয়—পূর্ণ-স্বাধীনতা।
পৃথ্বী। মহাত্মা দণ্ডার
হে আমার রাজরাজেশ্বর,
সুধু প্রাণ নয়—পূর্ণ-স্বাধীনতা!
ক'রে নতজানু চরণে তোমার,
খুলি হৃদয়ের সকল দুয়ার,
ঢালি শতধারে নয়ন-আসার,
কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা জানাই তোমায়;

তুমি রাজা বটে!
সুধু পদে নহে, মনে।
সখা—সখা দিনকর
কেন হেন শরীর নিথর?
দণ্ডার। ধর্ম্ম! তুমি সর্ব্বশক্তিমান্,
এ বিশ্ব-বিজয়-ক্ষমতা তোমার!
আজি হ'তে সেবক তোমার আমি
মর্ম্মে কর্ম্মে পূজিব তোমায়।
রাও দিনকর কি হয়েছে?
কেন হেন ভাব?
এস নেবে মৃত্যুর আবাস হতে,
সমাদরে মিলাইব
দুই আদর্শ-সুহৃদে।
পৃথ্বী। ওহো দিনকর ভাই!
দিন। পৃথ্বীধর এ মহান্-হৃদয় দণ্ডার!
না—না—হ'ল না—
কি বলিব?—কিছু না বলিতে পারি;
ধর পৃথ্বীধর ধর মোরে,
না পারি বারিতে,
জলধারা নয়নে আপনি আসে।
ওহো হ'ল দণ্ডারের জয়—
আমারে কাঁদালে শেষে।
দণ্ডার। দিনকর! বিজয় তোমার,
জয়ী পৃথ্বীধর,
মানব হৃদয়ে দেখায়েছ
অমরার শোভা;
এইজন্য নহে শুধু—
স্বার্থত্যাগ শিখিলাম তোমা দোঁহা দেখে
বুঝিলাম, ধর্ম্ম-গৌরবের কাছে
অতি ছার রাজসিংহাসন!
হেয় কোটি মুকুটের মান!
সদাশয় মহাপ্রাণ
নাহি ভাব মন্দাবতী হেতু,
স্বদেশরক্ষার হেতু
দৃঢ়মন একজন,
সভাতলে হইলে বিতণ্ডা
রাজদণ্ড দেখায়ে সে করিবে বারণ;
নামমাত্র রব আমি রাজা,
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সেবিব স্বদেশে,
অসি হাতে হ'লে প্রয়োজন।
প্রজার কারণ নিত্য কার্য্য নির্দ্ধারণ
পূর্ব্বের মতন করিবে সকলে;
দিনকর!
তুমি হবে আমার দক্ষিণ কর।
এস দিনকর
হও সুখী বন্ধুর সুখেতে।
দিন। রাজন্! হারিয়াছি আমি
দিনকরে করিয়াছ পরাজয়।
পৃথ্বী। আশ্চর্য্য চরিত্র!

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি)

জয় মহারাজ দণ্ডারের জয়!
দণ্ডার। বল অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন!
আহা—আহা! আবার ছুটিয়া আসে বালা,
সুকুমার মুখচাঁদ
কেঁদে কেঁদে হয়েছে মলিন।

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। ও পৃথ্বীধর—ও আমার পৃথ্বীধর!
পৃথ্বী। আশাবতি প্রিয়তমে!
আশা। নাথ—পতি—স্বামী—প্রাণেশ্বর!
পৃথ্বী। শুনেছ সকল?
আশা। শুনি নাই?
নগরেতে নাই অন্য রব,
আনন্দে নাচিছে সবে—
খালি জয় জয়!
আদর্শ-বন্ধুত্ব,
হৃদয়ের প্রেম, নূতন জীবন
দয়া ধর্ম্ম কৃতজ্ঞতা,
এই কথা সকলের মুখে

হে রাজন্ মহাত্মন্!
দিয়ে এক প্রাণদান
করিয়াছ বহু প্রাণ রক্ষা;
ক্ষুদ্রমতি দীনা হীনা প্রজা
করিতেছে নমস্কার, কর আশীর্ব্বাদ।

দিন। নিরাশ জীবন পুনঃ পেয়ে,
উঠেছিল
মস্তিষ্কে আমার প্রবল ঝটিকা,
অকস্মাৎ হ'য়ে আশ্চর্য্য অবাক্,
বুঝি নাই
কত সুখের সাগর উঠিল উথলি
ক্ষমিলেন যবে মোরে রাজা!
কিন্তু এবে আনন্দের স্রোত,
অতল গভীর দুকূল প্লাবন করি,
ছুটিছে হৃদয়ে মোর।

(লট্‌কার প্রবেশ)

লট্‌কা। সর্দ্দার—সর্দ্দার—রাজা! মার মার, খুন কর মোকে, তখন পাহাড়থে গিরাতে গিছিলি—হামি কাঁদিয়েছেল, আর কাঁদ্‌বে না; ভৈইয়া কাঁদে, মা কাঁদে, হামি তা দেখ্‌তে পার্‌বে না,লিয়ে এসেছে রায়,খুন কর মোকে, ঐ এসেছে তারা।

(হিরণ্ময়ী ও অংশুর প্রবেশ)

হিরণ। প্রাণনাথ! সত্য কি যা জনরব?
রাজা করেছেন ক্ষমা!
অভাগীর সিঁথির সিন্দুর
র'য়ে গেছে ঘুচিতে ঘুচিতে!

দিন। যে রাখে সিন্দূর তোমার,
নমস্কার কর তাঁরে;—
মন্দাবতী-রাজ উনি,
নহে শৌর্য্যে বা সম্পদে, হৃদয়-গৌরবে।
দিনকর আগে আর
কারু কাছে নোয়ায়নি শির।

হিরণ। পতি পাইলে জীবন,
কি হয় সতীর প্রাণ বুঝ কি রাজন্?
সেই প্রাণ—
হয় নত জীবন-দাতার পায়।

অংশু। বাবা, বাবা! তোমায় কে মেরে ফেল্‌ছিল না? তা হলে না কি তুমি আর আস্‌তে না, কোলে নিতে না? আমি তা হলে কা'র সঙ্গে ব'সে খেতুম?

দিন। বাবা, বাবা, কোথা যাব আমি, এই যে, এস না কোলে।

লট্‌কা। রাজা,মার মার—হামায় খুন কর, এতো পাহাড় না ফেলিয়ে দিবি, ঐ একটা খাণ্ডা ঝুল্‌ছে, মার বুকে।

দিন। লট্‌কা! অংশু ছোট, তুমি আমার বড় ছেলে, বন্ধুর প্রাণের আশঙ্কায় উন্মত্ত হয়ে কি করেছিলুম, কিছু মনে ক'র না।

হিরণ। আশাবতী বোন্‌টী আমার,
তব পতিভক্তি-গুণে,
নিঃস্বার্থ মহত্বে তাঁর,
আজি রহিনু সধবা আমি।
দুঃখিনী ভগিনী তোর কিবা দিবে আর!
জীবনের পারিজাত অংশু মোর,
সেই অংশু আজি হ'তে তোর।
যাও বাবা মাসীমার কোলে।

আশা। বল মা—মিতে মা
কোলে নিব তবে।

অংশু। মা—মা সীতে মা—

দিন। সত্য বটে সত্য বলিয়াছে শিশু,
সীতা সম সতী আশাবতী;
কিন্তু হও কমলা সমান সুখী!

পৃথ্বী। দেখ আশাবতী অংশু হয়েছে তোমার।

দণ্ডার। অংশু আমার।—
জান দিনকর
আছে একমাত্র শিশুকন্যা মোর;
আগে যুদ্ধকার্য্য, রাজনীতি
শিখায়ে অংশুরে,
যথাকালে—

দিব পরিণয় কন্যা সনে মোর ;
মন্দারত্রী-সিংহাসনে
ভবিষ্যতে পুত্র তব লইবে আসন।
আশাবতী নাহিক জনক তব,
কিন্তু জান তো রাজা হয় সকলের পিতা,
সেই সম্বন্ধের বলে—
আজি আমি সম্প্রদান করিব তোমায়।
দিনকর পৃথিধর !
পৃথিবীর সার পুরস্কার
দিলে মোরে দুইজনে।
দেখে নিঃস্বার্থ মহত্ত্ব, আদর্শ-বন্ধুত্ব,
দেখে তোমাদের সত্যের আলোক
পারি যেন চলিবারে আমি—
পুষ্পময় পুণ্যপথে।

(সকলের জয়ধ্বনি)

সকলে। জয় মহারাজ দণ্ডারের জয় !
জয় ধর্ম্মের জয় !
জয় বন্ধুত্বের জয় !

নাগরিকাগণ।—

গীত।

মরি মরি কে মুছালে কে মুছালে আঁখিধারা।
বিষাদ-পাথার মথি তুলিল সুধার ঝারা ॥
নিয়ে পরের ব্যথা প্রাণটী পেতে,
আহা কে গেল রে সুখে মেতে,
রেখে প্রেমের মান, প্রেমিক-প্রাণ,
কে হ'ল রে আত্মহারা।
সুখ নাচিয়ে বেড়ায়, সুখ লতায় পাতায়,
সুখসমীরণ বয়, ধরা করে মাতুয়ারা।
সখা সখী সবে সুখী দ্বার খোলে কারা ॥

যবনিকা-পতন।



বাবু

সামাজি নক্সা

পাত্র পাত্রীগণ

পুরুষগণ

ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যাল	দেশহিতৈষী বাবু।
স্ফটিকচাঁদ চক্রবর্ত্তী	ষষ্ঠীর শ্যালক।
অশনিপ্রকাশ	বৈজ্ঞানিক বাবু।
সজনীকান্ত চাকি	সংস্কারক বাবু।
তিনকড়ি মামা।	
বাঞ্ছারাম সাধুখাঁ	ধর্ম্মধ্বজ বাবু।
দামোদর	সজনীর চেলা।
কন্দর্পকান্ত	ছোকরা বাবু।
গোবিন বাঁড়ুয্যে	কেরাণী বেচারি বাবু।
ভজহরি	গ্রাম্যমণ্ডল।
তিতুরাম গাঙ্গুলী	মৌতাতি ব্রাহ্মণ।
নদেরচাঁদ	কন্দর্পের ভৃত্য।
ভাগবত	ফটিকের খানসামা।
গুরুচরণ	সজনীর প্রতিবাসী সামান্য গৃহস্থ।
ঘনশ্যাম চন্দ্র বেণী	শিশু-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ।

গোরা ও বাবুগণ

স্ত্রীগণ

নীরদা	ষষ্ঠীর স্ত্রী।
ক্ষমাসুন্দরী	বাঞ্ছারামের স্ত্রী।
দয়িতদলনা	সজনীর স্ত্রী।
শীলদা জ্ঞানদা	ষষ্ঠীর প্রতিবেশিনী
কায়েতঠাকুরঝি	
আজিমা	কন্দর্পের মাতামহী।
শ্রীমতী	ষষ্ঠীর মাতা।
সৌধকিরীটিনী	দয়িতদলনার কন্যা।

মহিলাগণ

বাবু

নান্দী।

কানন।

বৈষ্ণবীগণের বাবুনাম কীর্ত্তন।

আহা বেঁচে থাক্ বেঁচে থাক্ নব পুরুষ-রতন।
শ্রীমতী শ্রীপদ স্মরি যারা ভাবে অচেতন॥
যেন কালজাম,ঘনশ্যাম চাম,আঁকা বাঁকা ঠাম,
টো টো টো টো কামে করে দেহের পতন॥
কাঁচে আঁখি ঢাকা, শিরে সিঁথি বাঁকা,
কথা বাঁকা বাঁকা,
বাঁকা মুখে রাখা, কিবা দাড়ি আবরণ।
অঙ্গে পরা কোট, বাক্যে ভরা ঠোঁট,
মুখে যত চোট,
কাজেতে চম্পট, তুলিতে পটোল সতত যতন॥
কখন বা বাবু কখন মিষ্টার,
পিতা হন ভ্রাতা, বনিতা সিস্‌টার,
সম্বোধনে নাহি সম্বন্ধ বিচার,
কিম্ভূত-কিমাকার যেন কিসের মতন।
বেঁচে থাকে যদি, হবে নিরবধি, কত নব বিধি,
ছেড়ে দেবে দিদি যত চা'ল পুরাতন॥
ঘোমটা ঘোচাবে, খেমটা নাচাবে,
নামটা বাজাবে,
পোড়া যমটা যদি সবে ছাড়ে গো এখন॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

ফটিকের বৈঠকখানা।

ফটিকচাঁদ ও ভজহরি।

ফটিক। তোমায় কে খ্যাপালে বল দেখি? খবরের কাগজে লিখ্‌লে দুর্ভিক্ষ ঘুচ্‌বে! আর ষষ্ঠে শালা আসল বদ্‌মায়েস, সে আমার কথা রাখ্‌বে! বরং ব'ল্‌তে গেলে পায়াভারি ক'রে ব'স্‌বে!

ভজ। আপনি একবার ব'লে দিন,তার পর আমিও হাতে পায়ে ধ'র্‌বো, ষষ্ঠীবাবু আপনার পরম আত্মীয়, ভগ্নীপতি, অবশ্যই আপনার কথা রাখ্‌বেন।

ফটিক। আরে, সে শালা বাপের কুপুত্র, আমি ত সম্বন্ধী বই নয়।

(ভাগবতের প্রবেশ)

কি রে ভাগবতে! কি খবর?

ভাগ। জমাইবাবু আইছন্তি, ই ভসাখণ্ড মতে দিলা, কই দিলা বড়বাবুক দিউ।

ফটিক। কি ভসাখণ্ড, এ যে টিকিট দেখ্‌ছি।

ভাগ। হঃ টিকিস অছি, কিসর টিকিস

মু কিমতে বুঝিব, আপনি পড়িকিড়ি ত্থাখ। (টিকিট দান)

ফটিক। (টিকিট লইয়া নাম পাঠ) "মিষ্টার এস্, কে, ভ্যাটাভ্যাল"; কচুপোড়া খাও, ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যাল বুঝি এস্. কে, ভ্যাটাভ্যাল হয়েছে! তবু যদি সাহেবেরা মনে করে —বাবু কোন ইড্‌রু পিড্‌রুর দৌহিত্র। (ভাগবতের প্রতি) তা উপরে আস্‌তে বল্ না, খামকা নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?

ভাগ। মু ত কহি দিলা আপনি জমাই মনুষ আছ, ঘরের মনুষ, ধাকিড়িকিড়ি উপর চড়ি যউ, ত মতে ইংরাজী কিচিমিচি কড়িকিড়ি কহিলা, মু ত বুঝল না, কহিল তু ভসাখণ্ড দিউ, নইতো আঁটিকাঁটি হব না—না কঁড় কহিলা।

ফটিক। যা, যা, উপরে আস্‌তে বল্।

[ভাগবতের প্রস্থান।

আঁটিকাঁটি কি—ওঃ (Etiquette) এটিকেট! দেখ ত শালার ঢং, শ্বশুরবাড়ী এসে কার্ড পাঠিয়ে এটিকেট! দেখ্‌ছ ভজহরি! এই বেয়াদব বাঁদরকে তুমি গাঁয়ের দুর্ভিক্ষ ঘোচাবার জন্য ধ'র্‌তে এসেছ।

ভজ। হামেসা সাহেববাড়ী যাওয়া আসা আছে, তাই ইংরেজী চাল হয়ে গেছে; যা হোক্, আমার দেখ্‌ছি বড় শুভযোগ, কার মুখ দেখে যাত্রা করেছিলেম, আপনাকে আর কষ্ট পেয়ে যেতে হ'ল না, বাবু আপনিই উপস্থিত হয়েছেন।

(ষষ্ঠীর প্রবেশ)

ষষ্ঠী। (Halloo Halloo Halloo) হাল্লো হাল্লো হাল্লো!

ফটিক। হুয়া হুয়া হুয়া!

ষষ্ঠী। ——morning মিষ্টার ফটিকচাঁদ।

ফটিক। তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি মিষ্টার ভ্যাটাভ্যাল!

ষষ্ঠী (সেক্‌হাণ্ড করিতে যাইয়া) Ha' do' ye' do) হাড়ু-ডু?

ফটিক। (কপাটী খেলার ভাবে) ছেল্ দিগ্‌লে দিগ্‌লে দিগ্‌লে—

ষষ্ঠী। By all the devils, ও কি ও!

ফটিক। হাড়ু-ডু-ডু খেলা নেহাত চেঙ্গড়ার কাজ, তাই ছেল্ কপাটী ধরিয়ে দিচ্ছিলুম, সে যা হোক্, তুমি এসে প'ড়েছ, এক রকম ভালই হয়েছে, নইলে আমায় আবার দৌড়ুতে হ'ত।

ষষ্ঠী। In deed!

ফটিক। মাই—রি-ই-ই! এই পাড়াগেঁয়ে ভূতটাকে কে খেপিয়ে তুলেছে যে, তুমি এখন বড় লায়েক হয়েছ, কোম্পানীর সোণার কাটী রূপোর কাটী; এঁদের দেশে বড় আকাল প'ড়েছে, তুমি না কি ডুকলম লিখ্‌লে আর দুটো স্পিচীফাই ঝাড়্‌লেই, হয় পড়্ পড়্ ক'রে ক্ষেতে ধানগাছ বেরিয়ে প'ড়্‌বে, নয় কোম্পানী বাহাদুর অন্নছত্র খুল্‌বেন, আমায় ধ'রে ব'সেছে তোমায় ব'লে দিতে, এখন যা হয় কর।

ষষ্ঠী। Now look here মিষ্টার ফটিক, I am out on a social mission, I can't attend to political affairs just now.

ফটিক। যা হয় একটা ব'লে দাও না বাবু, আমার কাছে আর এ ঘ্যাঙা কেন?

ষষ্ঠী। Oh no, tell him to see me between two and three in the afternoon on Friday, he must send a memorial signed by all the respectable ryots to our association; but has he got funds sufficient to go on with the preliminaries?

ফটিক। টাটু হামটু বলটু পারটু নু, কাঁকুঁয়া কুঁ ঘিচি ঘিচি ঘ্যাঙ।

ষষ্ঠী। Don't you be joking in these serious affairs, what do you mean?

ফটিক। ঘিনি ঘিনি ঘিন্,—লুক্ লুকা লুক্, পুক্ পুকা পুক্, পুকুৎ পুকুৎ পাক্।

ষষ্ঠী। সকাল বেলাই নেশা-টেশা ক'রেছ না কি, বক্‌ছ কি?

ফটিক। পথে এস বাবা! দিশি বুলি ঝাড়, আমিও জবাব দিচ্ছি, বিদ্‌ঘুটে চা'ল চাল কেন? এলে শ্বশুরবাড়ী, পাঠালে ত কার্ড; তার পর দুজনেই আমরা বাঙ্গালী, তায় কুটুম্ব, আমি কি বাবার ভাষা বুঝ্‌তে পারিনি; আচ্ছা, তুমি ইংরেজীতে বেশী লায়েক, ইংরেজী ঝাড়্‌ছ, আমিও চীনের বুলি ব'ল্‌ছি।

ভজ। মশাই, আপনারা বোট্‌কেরা পরে কর্‌বেন, গরিব বড় দায়ে প'ড়ে এসেছে, নিবেদনটী অবধান করুন।

ষষ্ঠী। কি তোমার দরখাস্ত, কি নাম আছে তোমার গ্রামের?

ভজ। আজ্ঞে, বর্দ্ধমানের সান্নিধ্যে কাঙ্গালডাঙ্গা, দু সন ধান হয়নি, মশাই, না খেয়ে সব ম'রে উজর উঠে গেল, শুনেছি, আপনার কলমের ভারি জোর, বক্তিমেরও খুব ঠমক, যদি গরিবদের উপর দয়া করেন।

ষষ্ঠী। কত টাকা উঠেছে চাঁদা?—

ভজ। আজ্ঞে, পেটে অন্ন নাই, চাঁদা দেবে কে?

ষষ্ঠী। Then go away, go away. don't come bothering here.

ফটিক। কাঁ কুঁয়া কুঁ কিচির মিচির কাঁই।

ষষ্ঠী। থাম ফটিক, তোমাদের গাঁয়ে আমার খবরের কাগজ কেউ subscribe করে না, আমি সেখানকার জন্য "for nothing" লিখ্‌তে পারিনে।

ভজ। মশাই, যদি একবার স্বচক্ষে গ্রামের দুর্দ্দশা দেখেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই আপনার দয়া হবে, পয়সা খরচ কর্‌বার লোক কোথায় মশাই, অধিকাংশই দুঃখী চাষা লোকের বাস, উপরি উপরি দুসন ফসল না হওয়ায় নিজেদের কথা দূরে থাক্, ছেলে-পুলেদের মুখে যে দুটী অন্ন দেবে, তাও রোজ জোটে না। আপনার নাম শুনেই এসেছি, আপনার কাগজের ভারি মান, শুন্‌তে পাই, লাট সাহেব শুদ্ধ পড়েন, গ্রামের অবস্থাটা যদি জোর কলমে দু এক ছত্র লেখেন, তা হ'লে গভর্ণমেণ্ট হ'তে সাহায্য হ'তে পারে, অনেকগুলি প্রাণীর প্রাণরক্ষা করেন।

ষষ্ঠী। তা হচ্ছে না, নিদেন তোমাদের গ্রাম থেকে আমার কাগজ দশখানি ক'রে নিতে হবে, তার বার্ষিক মূল্য আগাম চাই, ডাকমাশুল শুদ্ধ একশ টাকা; আমার চেহারাও এক ডজন নিতে হবে, তার দাম চব্বিশ, বাঁধিয়ে তোমরাই নিও। আচ্ছা, তোমাদের গ্রাম গরিব ব'ল্‌ছ, উদ্ধার ভাণ্ডারের চাঁদা বেশী না হয়, পঞ্চাশ—না, তোমরা বুঝি আবার গোঁড়াহিন্দু, শশী দাও না—তবে একান্নই দিও; তা হ'লে এডিটোরিয়েলে হবে না, লোক্যালে একটা প্যারা লিখে দেব তখন।

ভজ। একশ পঁচাত্তর টাকা! আজ্ঞা, ঘর ঘর ঘটী পাথর বেচ্‌লে এর সিকি টাকা উঠ্‌বে না, আর আপনার ইংরেজী কাগজ পড়্‌বেই বা কে, গ্রামের ত কেউ ইংরেজী জানে না, প্রায় সব চাষাভুষ লোক—

ষষ্ঠী। এঁ্যা, ইংরেজী জানে না! তবে সে গ্রাম থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি, সে গ্রামের জন্য আমি কিছু ক'র্‌তে পারিনে; তা হ'লে গোড়ায় একটা বড় রকম চাঁদা তুল্‌তে হবে; হাল গোরু লাঙ্গল সব বেচে আমায় একটা ফণ্ড তুলে দিক্, আমি সেখানে একটা স্কুল খুলে দিচ্ছি, আগে ইংরেজী প'ড়্‌তে শিখুক্, তবে তাদের জন্য আমাদের মত সভ্য লোকেদের দয়া হবে, Sympathy পাবে।

ফটিক। তবে হালি বংশটা যা আছে, তার ধ্বংস না হ'লে আর কিছু হচ্ছে না।

ষষ্ঠী। না; আর ধর্‌'তে গেলে, তারা

ম'লে দেশের উপকারও বটে, লোকসংখ্যা বড্ড বেড়েছে, ম্যাল্‌থসের মতে দুর্ভিক্ষ বা মড়ক হয়ে কিছু কমা উচিত ; তা লেখাপড়া জানা সভ্য লোকের চেয়ে ওরকম মূর্খ চাষা লোকদেরই মরা কর্ত্তব্য।

ফটিক। তা অসভ্য বেয়াদব বেটারা ত মর্‌তে চায় না! নাও বাবুকে কিছু নগদ দাও, একটা কর্ত্তব্য-জ্ঞান শিখে গেলে।

ভজ। মশাই,বড় আশা ক'রে এসেছিলেম, আপনাকে একবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে গ্রামের অবস্থা দেখাব, স্বচক্ষে দেখ্‌লে দয়া হবেই হবে।

ষষ্ঠী। আমি যেতে পারি—

ফটিক। আমার দোনলা বন্দুকটা দেব না কি, কতকগুলো মানুষ মেরে আস্‌বে? মৃগয়াও হবে, দুর্ভিক্ষও দমন হবে, এক কাজে দুই ফল।

ষষ্ঠী। Stop a moment.

ফটিক। ঘটাঘট্‌ ঘট্‌ ফোমেণ্ট।

শোন, আমার খরচা দিয়ে নিয়ে চল, যাচ্ছি।

ভজ। আজ্ঞা তা দেব বৈ কি, তা দেব বৈ কি ; কষ্ট ক'রে যাবেন,আবার কি গাঁটের পয়সা খরচ ক'র্‌বে? আপনার যাওয়া আসার ইণ্টারমিজের রিটাইন টিকিটটা কিনে দেব, তার জোগাড়টাও এক রকম কষ্টে শ্রেষ্টে ক'রে এসেছি।

ষষ্ঠী। দেখ্‌ছি তোমরা অতি অসভ্য জায়গায় থাক ; দেশহিতৈষিতার কি কি দরকার, কিছুই জান না, তোমাদের গ্রামের দুর্ভিক্ষের প্রতিকার ক'র্‌তে যাব,'আমি ইণ্টারমিডিয়েটে গেলে আমায় চিন্‌বে কে ? ফার্ষ্টক্লাশে যাবার আস্‌বার টিকেটের দাম ঠিক কর, আর আমি কেল্‌নারের হোটেলে খাব, লেক্‌চার দেব, তার জন্য একজন ফিরিঙ্গী রিপোর্টার এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে, তার সেকেণ্ডক্লাশের ভাড়া, আর ফি যে ক'টাকা নেয়। তার পর আমি যে যাচ্ছি, তার জন্য রাজসাহী, ঢাকা, যশোর, পাটনা, বেনারস, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সিলোন, বিলেত আর যে যে জায়গায় আমাদের ব্রাঞ্চসভা আছে, সেখানে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে ;—ষ্টেসন থেকে গ্রামে যাবার জন্য পাল্কী ঠিক ক'রো, আর গ্রামে ঢুক্‌তেই দেবদারুপাতা দিয়ে নিশেন টিশেন দিয়ে একটা ফটক বাঁধা থাক্‌বে,—রাত্রিতে আলো হওয়া চাই, আর নহবত—আর কল্‌কেতা থেকে যদি একদল সখের কনসার্ট নিয়ে যেতে পার ত ভাল হয়।

ফটিক। আর দেখ, অমনি একটী ছাওয়াল ছোয়ালগোছের ক'নে ঠিক ক'রে রেখ। বাবু আস্‌বার সময় বিবাহ ক'রে আস্‌বেন, তা হ'লেই তোমাদের গ্রামের দুর্ভিক্ষ দূর হবে।

ভজ। আজ্ঞা, তা হ'লে দেখ্‌ছি আপনা হ'তে আর আর উপায় হচ্ছে না। এত টাকাই যদি খরচ ক'র্‌তে পার্‌বে, তবে আর খেতে না পেয়ে ম'র্‌ছে কেন?

ষষ্ঠী। কেন, জমীদারকে দিতে বল ; তোমাদের জমীদার কে ?

ভজ। আজ্ঞা, সীতানাথ সিঙ্গি, তাঁদের অবস্থা এখন ত ভাল নয়,—সরিকানী মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্তপ্রায় হয়েছেন; তবে খাজনার বিষয় কারুর উপর পেড়াপীড়ি করেন না, এই যথেষ্ট, আবার ঘর থেকে খেতে দেন কি ক'রে ?

। সীতানাথ সিঙ্গি তোমাদের জমীদার ? Oh that scoundrel ! জমীদারদের ভিতর অত বড় পাজী অত্যাচারী আর নাই ; আমার কাগজখানা নিচ্ছিল, তা বন্ধ ক'রে দিয়েছে ; উদ্ধার ভাণ্ডারের চাঁদার জন্য লোক পাঠালেম, তা পঞ্চাশটী টাকা বই দিলে না, তা সে ত যে লোক গিয়েছিল, তার খাওয়া

দাওয়া ট্রেনভাড়া কমিশনেতে খেয়ে গেল। I owe him a grudge; তা এতক্ষণ বলনি কেন? আচ্ছা, তোমাদের কাজ আমি অমনি ক'রে দেব, কিন্তু খাজনা দেওয়া একেবারে বন্ধ ক'রে দাও, তা হ'লে মেদিনীপুরের বন্যার চাঁদার টাকা এখনও আমার কাছে জমা আছে, তাই থেকে খরচা কেটে নিয়ে তোমাদের গ্রামের জন্য আমি লাগ্‌ছি। বেশ হয়েছে, একটা প্লি পাওয়া গিয়েছে, লেখা যাবে যে, জমীদারের পীড়নে প্রজারা মারা যাচ্ছে।

ভজ। আজ্ঞে, জমীদারের ত কোন অত্যাচার নাই—

ষষ্ঠী। তৈয়ারি ক'রে নেব, অত্যাচার তৈয়ারি ক'রে নেব, সেজন্য তোমাদের কোন ভাবতে হবে না।

ফটিক। কলমের জোর কত গো, জোর কত? ইংরেজীটা বেশী রকম শিখ্‌লে "হাঁ"কে "না" করা যায়, বাবুরা একেই বলে ডিপ্লোমেসি।

ষষ্ঠী। এখন যাও, সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা ক'রো, আমার বার্থডে ডিনারটা কবে ফেলেছে দেখে তবে যাবার দিন স্থির ক'রে দেব।

ভজ। আজ্ঞে, তবে এখন আসি, প্রণাম হই।

ষষ্ঠী। প্রণাম! হাঃ হাঃ হাঃ! কি ব'ল্‌তে হয় ফটিকচাঁদ?

ফটিক। "জয়োঽস্তু," তা পোড়ার মুখ দে বেরুবে না, ডান পা তুলে বষ্ঠিনাথের গোরুর মতন আশীর্ব্বাদ কর।

[ভজহরির প্রস্থান।

ষষ্ঠী। ফটিক! পবলিক্‌ম্যান্ হওয়ার একবার ঝঞ্ঝাটটা দেখ্‌ছ, পরের কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তেই গেলেম।

ফটিক। কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে? ছেড়ে দাও না, বড় লোক হ'তে গেলেই ও সব বিপদ আছে, তবে কি জান, ছাড়্‌তে পাচ্ছ না, কেমন? আপনা আপনির ভিতর বল্‌ছি, কাজটা নেহাত বেমুনফারও নয়!

(তিতুরামঠাকুরের প্রবেশ)

তিতু। এই যে ব্যাটম্বল বাবু! কেমন ধরেছি, বাড়ীতে ত দেখা পাবার যো নেই, টিকিট ক'রেছ, ভাগ্যে এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, তাই এই দরজায় তোমার ট্যাট্যাম ট্যাম দেখ্‌তে পেলেম।

ফটিক। ও বাবা, এ আবার কে? এও তোমাদের একজন দেশহিতৈষী না কি। তুমি কি বাবু বল্লে হে?

তিতু। ব্যাটম্বল বাবু।

ফটিক। বাঃ বাঃ, পৈতৃক বটব্যালকে নিজে ত ক'রেছ ভ্যাটাভ্যাল, এ তল্‌পিদারটী তাকে ব্যাটম্বল ক'রে তুলেছে বুঝি।

ষষ্ঠী। কি, আমায় খুঁজ্‌ছ? তুমি চাও কি?

তিতু। আর চাই কি, এইটে কি কলির ধর্ম্ম! বাবা, সেবারে টেক্স আফিসের কাস্মিরী হ'বার জন্যে আমায় ধ'র্‌লে, পাড়ার লোকটা ব'লে আমি আড্ডাধারীকে ধ'রে তার ঘেঁাট ক'টা তোমায় দিইয়ে দিলুম, তখন ত বাবা চাঁদ হাতে দিয়েছিলে, এখন শেষ আমাদেরই উপর নেমকহারামীটা ক'র্‌তে যাচ্ছ!

ষষ্ঠী। ওহোহো, তুমি সেই আমাদের পাড়ায় থাক না?

তিতু। খুব বল্লে বাবা, বন কেটে বাস গাঙ্গুলীদের, তুমি কাল্‌কের বাসাড়ে, তুমি আমায় বল্লে কি না "আমাদের পাড়ায় থাক না?" কোন্ দিন দেখ্‌ছি ব'লে ব'স্‌বে, অক্রুরদত্তদের বাড়ী আমার কানাচে; আর সেই কাস্মিরী ঘেঁাট নেবার সময় যে বাবা এই তিতুরামের দরজায় সাতবার ডাকাডাকি ক'র্‌তে, তিতুরামের দরজার মাটী রাখনি,

ইষ্টগুরু দেখ্‌লে মাথা নোয়াও না, তখন আমার পায়ের ধুলো নিয়ে চামড়া তুলে দেছ্‌লে যে; আর এখন বাবা লাটসাহেবকে ব'লে কয়ে আমাদেরই মাথায় কুড়ুল আচ্ছ—মুল্লুক থেকে আফিমটা উঠিয়ে দেবার চেষ্টায় আছ; শুন্‌লুম, তুমি তামাতুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে সাক্ষী দিয়ে এসেছ যে—আফিমটাতে দেশ মজাচ্ছে, মৌতাতি লোকেতে চোর হয়ে থাকে,—কবে চাঁদ তোমার বিদ্যার মন্দিরে সুড়ঙ্গ কাট্‌তে গিয়েছিলুম? গঙ্গাজলি কচ্ছো, মহাব্যাধি হবে যে।

ষষ্ঠী। ওহোহো, তুমি সেই ওপিয়ম' কমিসনের কথা বল্‌ছ? তা কি জান, তুমি এ সব বুঝ্‌বে না, বিলাতের বড় বড় সাহেবেরা বেশ ঠাউরে দেখেছেন যে, আফিমই আমাদের দেশের যত অনিষ্টের মুল, এর চাষবাস কারবার উঠিয়ে দেওয়াই উচিত।

তিতু। বিলেতের সাহেবেরা ধুয়ো ধ'রেছে আর ব্যাটম্বল অমনি বাবা তোমরা নেচে উঠেছ? ও বেরাল-চোখোদের ত তোমরা চেন না, খবর নিয়েছিলে ভেতরের ব্যাপারটা কি? ওদের মামত পিস্‌তুত ভাইদের সব মদের ভাঁটী আছে, তাই আমীরি নেশাটা উঠিয়ে দিয়ে কোন রকমে মাতালের একযাই ক'র্‌তে চায়; বাবা! খবরদার, তাদের শলায় প'ড়ো না প'ড়ো না, নেশাটা আস্‌টা না ক'ল্লে মনিষ্যি বাঁচ্‌তেই পারে না, দেখনি বাবা! খুদে খুদে শৈশবগুলো খেল্‌তে খেল্‌তে ঘুরপাক খায়, খেয়ে একটু টলাটলি করে; আমীর দুর্গানাথ বাবুর একটা শালিক আছে, সেটাও বিকেলে পাঁচটা বাজে আর হাই তুল্‌তে থাকে, পায়রা-মটর ভোর তার মৌতাত, এই আমীরি মৌতাত উঠিয়ে দাও যদি বাবা, দেখ্‌বে খালি মাতালের প্রেতকীর্ত্তি হচ্ছে,—দাঙ্গা-হাঙ্গাম, খুনোখুনি, মারামারি,—তা অপিক্ষে ঐ ঠাণ্ডা মৌতাতটা কি ভাল নয়? নির্ব্বিরোধী লোক আমরা, আমাদের উপর হাঙ্গাম কেন বাপ? মাটীতে যে আমরা পা ফেলি, তাও অতি সন্তর্পণে, পাছে মা বসুমতী ব্যথা পান!

ষষ্ঠী। আফিম ত খারাপই, তাও যদি না উঠাতে পারি—গুলি!—কি বল তুমি? গুলির চেয়ে খারাপ জিনিস আর আছে?

তিতু। বাবা, তোমরা পাশ দিয়েছিলে কি খালি বিয়ের সময় রূপোর ঘড়া মার্‌বার জন্যে, বুদ্ধি-সাধ্যি কি কিছুই হয়নি? এই যে গুড়ুক তামাক খাও, এ কি বাবা, ড্যালা ক'রে মুখে পূরে দাও, না হুঁকোতে সেজে আরাম ক'রে ধোঁয়াটী খেয়ে থাক; তেমনি আমরা আফিমের রিফাইন করা গ্যাসটুকু সেবন করি বই ত নয়। আর বাবা, সকাল বেলা চল দেখি লালবাজারের পুলিস-আদালতে, ক'টা বা মাতালই ধরা পড়ে, আর ক'টা মৌতাতি লোকই বা জরিমানা দিয়ে থাকে; আর তুমি একটা দেখিয়ে দাও, আফিমে কা'র সর্ব্বনাশ হয়েছে; আর আমি তোমায় লম্বা ফিরিস্তি দিচ্ছি যে, মদে কত কুবেরের ঐশ্বর্য্যি উড়ে গেছে, তা'দের মাগ ছেলেরা না খেতে পেয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে। একটু কাহিল দেখে ঠাট্টা কর, কিন্তু কতকাল মৌতাতের পর শরীরের এ ভাব দাঁড়িয়েছে, তা কি খবর রাখ? মদে যে এতদূর পৌঁছুতে হয় না বাপ, রক্ত মাংস থাক্‌তেই শিঙে ফুঁকিয়ে দেয়; এই যে বাবা ক'খানা হাড় দেখ্‌ছ, টেঁক্‌বে কত কাল! বাবা, বেউড় বাঁশের লাঠির মতন ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় পেকে আছে; আর তোমরা ঐ বোতলের বিষগুলো খেয়ে খালি ফানসের মতন ফুলে আছ বৈ ত নয়—টুস্কিটীর ভর সয় না, ফস্‌ ক'রে ফেঁসে যাবে!

ষষ্ঠী। তুমি কি জান না, কত লোক, কত অবলা বালা এই আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করে?

তিতু। তাই বুঝি বাবা, আফিমটা উঠিয়ে

দিতে হবে—বলি গলায় দড়ি দিয়েও ত লোকে ম'রে থাকে, জলে ডুবেও কেউ কেউ ভব-যন্ত্রণা এড়ায়; তবে বাবা, পোস্তর ঢেঁড়ির সঙ্গে সঙ্গে অমনি পাটের চাষটাও উঠিয়ে দাও, আর দড়ি যেন না তৈয়ার হয়; আর কুমোরের অন্নটাও মার, কল্‌সী গড়া বন্ধ কর; আর একটা দমকল বসিয়ে মা-গঙ্গাকে শুষে ফেল।

ষষ্ঠী। যাও যাও।

তিতু। যাচ্ছি বাবা—কিন্তু বাবা দেখ, সাবেকি লোকের একটা পরামর্শ শোন, তোমাদের বোকা পেয়ে ধোঁকা দিয়ে যেমন আফিম ওঠাবার কমিসন পাঠিয়েছে, তেমনি তোমরাও এক জোট হয়ে সেই বিলেত সহরে মদ ওঠাবার কমিসনি পাঠাও; আপনার আপনার মৌতাত ছেড়ে কে কতটা থাক্‌তে পারে দেখা যাক্; আর পহিলে নম্বর এখানে বিলেতি মদটা আমদানীর রেওয়াজ বন্ধ ক'রে দাও দেখি; আমাদের আড্ডাধারীদের যদি ফেইল করেন, আমরাও ওঁদের ভাঁটীওয়ালা-দের ইন্‌সল্‌ভ্যাণ্ট নেওয়াচ্ছি, আমাদের কাছে এই বন্দোবস্ত; আর চীনে সাহেবেরা খুব ধড়ি-বাজ আছে, তার জন্য ভাবনা নেই; সেখানে আফিমের রপ্তানী বন্ধ করেন, তারা নিজের মুলুকে মালের চাষ ক'র্‌বে, তবু ওঁরা যা ভাব্‌ছেন, মদ ধ'রে কাহিল হয়ে প'ড়্‌বে, তা হবে না।

ষষ্ঠী। যাও যাও।

তিতু। যাচ্ছি বাবা, জ্যাণ্টল্‌ম্যান লোক কি আর তোমাদের কুসংসর্গে অধিকক্ষণ থাকে!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠী। দেখেছ ফটিক, আমাদের দেশের লোকের একবার অন্যায়টা দেখেছ; বিলে-তের কতকগুলি সদাশয় সাহেব আমাদের দেশের দুঃখে দয়া ক'রে এই আফিমটা ওঠা-বার চেষ্টা কচ্ছেন, আমরা তা'তে সহায়তা কচ্ছি, আর অমনি কতকগুলো লোক তা'র বিরুদ্ধে লেগেছে; তুমি কি মনে কর, এই গুলিখোরটা নিজের বুদ্ধিতে এসেছিল; এর ভিতর তোমাদের মাথাল মাথাল অনেকে আছেন, যাঁরা পিছনে থেকে কল টিপ্‌ছেন। একটা কত বড় ফ্যালেসেস্ আরগুমেণ্ট তুলেছে জান যে, আফিম উঠে গেলে মদের চলন বাড়্‌বে, সুতরাং আফিম ওঠাবার প্রয়ো-জন নাই, হাউ রিডিকুলাস! একটা বড় অনিষ্ট বাড়্‌বে ব'লে আর একটা ছোট অনিষ্টকে নির্ম্মূল ক'র্‌বে না!

ফটিক। দেখ, আমি দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিলুম, কোন কথাই কইনি; কিন্তু বিলেতের সাহেবেরা সময়ে সময়ে যখন দয়াল হন, তখন আমার একটু একটু পিলে চম্‌কে ওঠে; একবার সেখানকার কতকগুলি কল-কারখানাওয়ালা সাহেব হঠাৎ আমাদের এখানকার কারখানা-ওয়ালা মজুরদের উপর কৃপা করেছিলেন, করুণাবলে বেচারাদের রোজগারটা আস্‌টা ক'মে গিয়ে এখন বেশ সুখে আছে; আবার এই আফিমের করুণা জেগে উঠেছে--আমাদের টেক্সর টাকা ভেঙ্গে কমিসনের খরচা চ'ল্‌ছে, তা ত চল্‌বেই—ধরা কথা; ত'ার উপর শুনেছি, ঐ লোকটা যা বল্লে, মিথ্যা নয়, বিলেতে কোন কোন বড় বড় লোকেরও নিজের মদের ভাঁটি আছে, তাতেই করুণার অর্থটা কেমন কেমন ঠেকে। আর ঐ অনিষ্ট উঠান সম্বন্ধে তুমি যা রিডিকুলাস্ না ফিডিকুলাস্ বল্লে, আমি ত তা'তে অতটা বেকুবি দেখ্‌ছিনে; সহজ বুদ্ধিতে এই আসে যে, একটা ছোট রকমের অনিষ্ট থাক্‌লে যদি একটা বড় অনিষ্ট বন্ধ হয়, তা হলে বরং ছোট অনিষ্টটা থাক্‌তে দেওয়াই ভাল; আফিমের চেয়ে মদে যে বেশী অনিষ্ট হয়, তার আর সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠী। ও কথা থাক্, এ সব তর্ক তোমার

সঙ্গে তখন আর একদিন হবে, এখন যা বল্‌তে এসেছিলুম শোন, কাল সকালেই তোমার ভগ্নীকে আমাদের ওখানে যেতে হবে, আমি টম্‌টম্ পাঠিয়ে দেব।

ফটিক। নীরদা কি টম্‌টম্ হাঁকিয়ে যাবে না কি?

ষষ্ঠী। She ought to.

ফটিক। আমি বল্‌ছিলুম কি,টম্‌টম্ ঢ্যাপ্-ঢ্যাপ্ না পাঠিয়ে একটা বেলুন পাঠিয়ে দিও,তুমি ভারত-উদ্ধারের সর্দ্দার পাণ্ডা; তোমার পরিবার উড়্‌তে উড়্‌তে গেলেই ভাল দেখায়।

ষষ্ঠী। তবু ভাল যে একটা বৈজ্ঞানিক ঠাট্টা কর্‌লে; তা টম্‌টম্ হাঁকাতে না পারেন, আমি আফিস-গাড়ী আস্‌তে বল্‌বো; পাল্কীতে যাওয়াটা আমি পছন্দ কর্‌ব্রি না, অসভ্য উড়ে-বেহারাগুলো গজ গজ করে বড় অশ্লীল কথা কইতে কইতে যায়।

ফটিক। তা এত তাড়াতাড়ি যাওয়া কেন?

ষষ্ঠী। ওঃ! কাল আমার ওখানে Conversazione হবে, বিস্তর লেডিস এণ্ড জেণ্টল্‌মেন এক সঙ্গে মিল্‌বেন; রাজনৈতিক, সামাজিক তর্ক হবে।

ফটিক। তা নীরদা ত তোমার ও তর্ক-মর্ক বোঝে না, তা'কে রেহাই দাও না কেন?

ষষ্ঠী। Oh Heavens! that's impossible; তাঁকে থাক্‌তেই হবে, তিনি হচ্ছেন হোষ্টেস্।

ফটিক। হোষ্ট হোষ্টেস, ঘোষ্ট ঘোষ্টেস্!

ষষ্ঠী। ঠাট্টা রাখ, নাও পাঠিয়ে দিও; Ta-Ta—Ta-Ta.

ফটিক। অমনি অমনি প্যাঁটা প্যাঁটা, আর হাত-কাড়াকাড়িতে কাজ নেই, সেকহ্যাণ্ডের চোটে নড়া ছিঁড়ে যায়।

[ষষ্ঠী বাবুর প্রস্থান।

শালারা দেশহিতৈষী হয়ে, আছে এক রকম মন্দ নয়; খালি চাঁদা তুল্‌ছে; আর লম্বা লম্বা চাল চালছে, আমি যে হেসে ফেলি, নইলে চাকরি-বাকরি নেই, একটা দেশহিতৈষী ফেশহিতৈষী হ'লে হ'ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কন্দর্পের বাড়ীর রাস্তা।

স্বাধীনা মহিলাগণ।

(গীত)

পতি ম'লে হাতের বালা খুল্‌ব না লো খুল্‌ব না।
বিচ্ছেদ-আগুন প্রাণে আর ত
জ্বাল্‌ব না লো জ্বাল্‌ব না॥
আমরা সবাই বিদ্যাবতী,
আসলে পরে দোস্‌রা পতি,
টান্‌লে প্রাণ তার পানে সই,
কেন ঢল্‌ব না লো ঢল্‌ব না॥
হালের পতি হাতে ধ'রে,
বলে আমি পটোল তুল্লে পরে,
আন্‌তে ঘরে নূতন বরে,
সতি ভুল্‌বে না ত ভুল্‌বে না॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাধারণ গৃহ।

সজনীকান্ত ও অশনিপ্রকাশ।

অশনি। তা ত বল্‌ছি, হিঁদুরা যেমন দশ হাত, পাঁচ মাথা, লাল নীল সবুজ এই রকম সব পুতুল গড়ে পরমেশ্বরের মূর্ত্তি বলে, তা আমি

স্বীকার করি না; কিন্তু তা ব'লে যে আপনারা নিরাকার নিরাকার করেন, সেটাও ভুল!

সজনী। তবে অশনিবাবু, আপনি কি বলেন, ঈশ্বরের আকার আছে?

অশনি। Certainly, নইলে সায়েন্সই মিথ্যা—and that's impossible. আপনি জানেন, এই যে হাওয়া, এরও একটা ফরম অর্থাৎ আকৃতি আছে, মাই-ক্রস-কোপের দিন দিন যেরূপ উন্নতি হচ্ছে, তাতে বেশ আশা করা যায়, শীঘ্রই এমন একটা যন্ত্র তৈয়ার হবে যে, ঈশ্বর যদি থাকেন—তাঁকে সকলেই এ যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে দেখ্তে পাবে, কিন্তু সে দেখায় সায়েন্সের গৌরব ছাড়া আর যে কিছু ফল আছে, তা ত আমি বুঝ্তে পাচ্ছিনে। এই সায়েণ্টিফিক্ এজে, সজনীবাবু আপনি লেখা-পড়া জেনে ঈশ্বর ব'লে একটা আশ্চর্য্য বস্তু মনে করেন, এটা বড় লজ্জার কথা!

সজনী। কি জানেন অশনিবাবু, তিনি যখন আমাদের মতন জীবকে সৃষ্টি কর্তে পেরেছেন, তখন তাঁর কার্য্য আশ্চর্য্য বল্তে হবে বৈ কি।

অশনি। হ্যাঁ, ঐ সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টিকর্ত্তা ব'লে আপনার তাঁকে ভারি বাড়িয়ে তুলে-ছেন; সৃষ্টি যে কেউ ক'রেছে, আমি তা মানিনে, ফিজিক্যাল চেঞ্জে সবই আপনা আপনি হচ্ছে; আর যদিই কেউ ক'রে থাকে, তাতে আর বেশীটা কি—না হয় সেই ঈশ্বরই বল আর যাই বল, তিনি না হয় একটু বেশী সায়েন্সই প'ড়েছিলেন, আমাতে তাঁতে এ ছাড়া আর কিছু অধিক তফাৎ দেখ্তে পাচ্ছিনে; আমি যদি half an ounce protoplasm পাই, তা হ'লে আমিও এখনি একটা সৃষ্টি কর্তে পারি।

(ভাইদামোদরের প্রবেশ)

দামো। ভ্রাতা সজনীকান্ত, ভ্রাতা সজনীকান্ত, বড় সুসংবাদ, ভাই গোবর্দ্ধনের চিঠি এসেছে—সাঁওতালগণ দলে দলে আমাদের প্রেমধর্ম্ম আলিঙ্গন কচ্ছে।

সজনী। বটে, বটে, কার চিঠি বল্লে? ভাই গোবর্দ্ধন, কোন্ গোবর্দ্ধন?

দামো। ভগিনী তরঙ্গিণী মাশ্চটকের স্বামী-ভ্রাতা।

সজনী। বেশ, বেশ—ধন্য ধন্য ভগিনী তরঙ্গিণী। ভাই পদ্মলোচন আজই রাত্রে নাড়া-জোলে যাবেন ত?

দামো। না, তিনি যেতে পাচ্ছেন না, তাঁর যাওয়ার কথা শুনেই ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরী কর্ম্মকার একেবারে অনবরত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন কচ্ছেন; ভগিনী দ্বিতীয়বার বিধবা হ'য়ে সম্প্রতি "ঘেঁটু কুটীরে" এসেছেন, নিদারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণায় এমন আকুল যে, শিশু সন্তান-টীকে পর্য্যন্ত কোলে ক'র্তে পারেন না; যা কিছু ধৈর্য্য ধ'রে আছেন, সে কেবল ভাই পদ্ম-লোচনের বিশেষ উপদেশে।

অশনি। তা যদি বেশী দরকার থাকে, তবে পদ্মলোচন বাবুকে কোথায় পাঠাচ্ছেন পাঠান না, বৈধব্য-যন্ত্রণার জন্য ভাব্বেন না, আমি তা নিবারণ ক'রে দিব।

দামো। কে, অশনিবাবু, আপনি! আপনি কি আমাদের সম্প্রদায়ে আস্তে রাজী আছেন—ভগিনীকে বিবাহ কর্তে প্রস্তুত আছেন?

অশনি। না না, আমি ভগ্নী টগ্নীকে বিবাহ ক'র্বো না; ভগ্নী কেন আমি মানুষ-কেই বিবাহ ক'র্বো না, ইলেক্‌ট্রিসিটী দ্বারা যদি কখনও আমার ছেলেপুলে হয়, তা হবে, নয় ত আমার নির্ব্বংশ হওয়াই কর্ত্তব্য! তবে আমি সায়েন্সের দ্বারা বৈধব্য-যন্ত্রণা ঘোচাতে পারি

সজনী। সায়েন্সর দ্বারা—সে কি রকম?

অশনি। কেন—ডাক্তারেরা যখন বড় বড় সারজিক্যাল অপারেসন্ এমনতর ক'রে কর্তে

পাবেন যে, পেসেণ্টরা কোন কষ্টই টের পায় না, আর এই সামান্য বৈধব্য-যন্ত্রণাটুকু নিবারণ হয় না ? আমার বোধ হয়, আমি এমন একটা গ্যাল্‌ভানিক ব্যাটারি তৈয়ার কর্‌তে পারি, যা দুহাতে ধ'রে থাক্‌লে বৈধব্য-যন্ত্রণা একেবারে অসাড় হয়ে যাবে।

সজনী-দামো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(হাস্য)।

সজনী। (জিব কাটিয়া) এঁ্যা, কল্লুম কি—কল্লুম কি! অশনিবাবু, যদিও আপনার সায়েন্স—আমার ধর্ম্ম—প্রোফেসন আলাদা, কিন্তু মনে কর্‌বেন, অনেক দিনের আলাপ, তাই আমি আপনার হাতে ধ'রে মানা কচ্ছি, এ কথাটী কারুর কাছে প্রকাশ কর্‌বেন না।

অশনি। কি কথা ? কই, আপনি ত কিছু করেন-নি ;—

সজনী। আর কাইনি, মহাপাতক করেছি, আমরা দুজনেই অশ্লীল হাসি হেসে ফেলেছি।

অশনি। তা হাস্‌লে দোষ কি, লাফিংগ্যাস ব'লে এক রকম গ্যাস্‌ই আছে, যা শুঁক্‌লে আপনা আপনিই হেসে ফেল্‌তে হয়।

সজনী। না না অশনিবাবু, আপনি সায়েন্সই পড়েছেন, ধর্ম্মের কিছু জানেন না, হাসিটা বড় অশ্লীল কার্য্য, এ পৃথিবী কাঁদ্‌বার যায়গা, সর্ব্বদাই কাঁদা কর্ত্তব্য !

অশনি। তা বারণ কচ্ছেন, বেশ, বল্‌ব না।

দামো। তবে নাড়াজোলে কে যায়, কাকেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না—

সজনী। ভ্রাতা, তোমাকেই দেখ্‌ছি যেতে হ'ল।

দামো। আমাকে ?

সজনি। হ্যাঁ, যেমন ক'রে হোক আমাদের দলে শীঘ্রই যত অধিক পারা যায় "ভ্রাতা ভগিনী" আন্‌তে হবে, ষষ্ঠী বটব্যালের দল ক্রমে পুরু হয়ে উঠ্‌ছে ; আমরা বাপ মা ছেড়ে জাত খুইয়ে এত বিধবা বার ক'রে তাদের বে দিয়ে ভারত উদ্ধার কর্‌তে পারব না—আর ষষ্ঠী বটব্যাল আর তার চেলারা লেক্‌চারের কুহকে ভুলিয়ে যে খামকা ভারত উদ্ধার ক'রে নামটা কিনে নেবে, তা কখনই প্রাণে সহ্য হবে না ; ভারত উদ্ধার যদি আমাদের দ্বারা হয় ত হবে, না হয় ভারত উৎসন্ন যাক্ !

দামো। জয় ভারতের জয় !

সজনী। "সত্যমেব জয়তে" "অহিংসা পরমোধর্ম্ম", হে আত্মানাথ ! আমাদের বল দাও, ষষ্ঠী বটব্যালের ভারত উদ্ধারের চেষ্টা যেন নিষ্ফল হয়।

অশনি। তা হবে ; ভারত উদ্ধার যদি হয়, লেক্‌চার দিলেও হবে না, বিধবার বে দিলেও হবে না ; আমরা যদি কখনও স্বাধীন হই, তা নিশ্চয় জান্‌বেন, সে সায়েন্সের সাহায্যেই হবে। কলাগেছের কাছে গঙ্গার ভিতর তার দিয়ে এমন একটা ইলেক্‌ট্রিক্ কারেণ্ট চালাতে হবে যে, ইংরেজের জাহাজ ওখানে পৌছিলেই ভুস্ ক'রে ডুবে যাবে ! আপনাদের যে একটু পার্‌সিভিয়ারেন্স নাই ; দিনকতক ধৈর্য্য ধ'রে থাকুন না, ইলেক্‌ট্রিসিটীর ক্ষমতাটা দিন দিন কত বাড়্‌ছে দেখ্‌ছেন ত ; টেলিফোঁ হচ্ছে, ফনোগ্রাফ হচ্ছে, ইলেক্‌ট্রিসিটীতে জাহাজ চল্‌ছে, ট্রাম চল্‌ছে—দেখে নেবেন, আমি যদি বেঁচে থাকি—আর তা থাক্‌ব, কেন না, আমি রোজ দুবেলা খানিকটা ক'রে ইলেক্‌ট্রিসিটী খাই,—তা হ'লে এই ইলেক্‌ট্রিসিটীর দ্বারাই জাতিভেদ উঠিয়ে দেব, বিধবার বে দেওয়াব, মেয়েদের ঘোড়ায় চড়াব, এই ইণ্ডিয়াতে পার্লামেণ্ট বসাব, আরও কত কি ক'র্‌বো।

দামো। পারেন ভালই, কিন্তু যত দিন না তা হচ্ছে, তত দিন আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়।

সজনী। কখনই নয় ; তাই ভ্রাত বল্‌ছি, তোমাকেই নাড়াজোলে যেতে হবে, কেন

ভ্রাতা, নাড়াজোলবাসিদের জন্য তোমার কি প্রাণ কাঁদে না? '

দামো। কাঁদে না! যদি এই এ হৃদয় খুলে দেখাতে পার্‌তেম—

অশনি। দেখাবেন, দেখাবেন, আমার কাছে যন্ত্র আছে, খুলে দেব?

দামো। ও বাবা, না না, অশনিবাবু আমার উদ্দীপনায় বাধা দেবেন না, যদি খুলে দেখাতে পার্‌তেম, দেখ্‌তে পেতেম যে, নাড়াজোলে ভ্রাতাদের জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে! যাওয়া তুচ্ছ কথা, যদি প্রয়োজন হয়, তা'দের উদ্ধারের জন্য, সেখানকার "ভ্রাতা ভগিনীদের প্রেম দিবার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি কিন্তু—

সজনী। কিন্তু কি?

দামো। আমার ছোট ভাইকে—সেই পৌত্তলিক সহোদরকে বাড়ী থেকে বেদখল কর্‌বার জন্য হাইকোর্টে যে মোকদ্দমা রুজু ক'রেছি তা'র তদ্বির কর্‌বে কে?

সজনী। ভ্রাত, তা'র জন্য চিন্তা কচ্ছো কেন? তুমি তোমার পৌত্তলিক ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌বে, এ মহৎ কার্য্যে—আমাদের মধ্যে এমন কে দুর্ব্বলহৃদয় আছে যে—সহায়তা ক'র্‌বে না! উকীল ভ্রাতা বিশ্বরঞ্জনের সহিত পরামর্শ ক'রে আমি নিজেই সমস্ত বিষয়ের তদারক কর্‌বো, বাইরের লোক না পাওয়া যায়, আমি স্বয়ং সাক্ষী দেবো, তার পর না হয় দুদিন বেশী ক'রে অনুতাপ কর্‌বো, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

দামো। ধন্য ধন্য ভ্রাতা, ধন্য তোমার ধর্ম্মবল! ধন্য ভ্রাতৃ-প্রেম! আমার স্ত্রীকে সেই নরাধম ভাই যদি খেতে না দিত, তা হ'লে আমি যখন আঁস্তাকুড়ে পইতে ফেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসি, তাকেও আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌তে হ'ত, ঐ পাপাত্মা ভাইয়ের জোরেই সে হিন্দু হয়ে বাড়ীতে ব'সে রইলো; যে ভাই হ'য়ে আমার নিজের স্ত্রীকে আমার ভগিনী হ'তে দিলে না, তার আর মুখদর্শন কর্‌তে আছে? আপনি এমনটী কর্‌বেন যে—যদি ঐ বাড়ী বিক্রী ক'রে এর পর উকীলের দেনা শোধ ক'র্‌তে হয়, তাও স্বীকার—যেন কোর্টের লোক এসে ওকে, সপরিবারে হাত ধ'রে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেয়, যেন ওর দাঁড়াবার স্থল না থাকে, আমি নাড়াজোলে ভ্রাতাদের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন কর্‌তে চল্লেম।

[প্রস্থান।

অশনি। এ কেমন কথাটা হ'ল সজনীবাবু? এদিকে আপনার ভাইকে নালিশ ক'রে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেবেন, তার উপর একটু মমতা নাই, আর সদিকে কোথায় কে সেই নাড়াজোলে অসভ্য লোক আছে, তার জন্য প্রাণ দিতে পারেন! এ ত ভারি অসঙ্গত, এ আপনাদের কেমনতর ধর্ম্ম? বিশেষ এ ম্যাথ্যামেটিক্‌সের রুলেরই বাইরে, নাড়াজোলরা যদি ভাই—আর সহোদর ভাই যদি ভাই—তা হ'লে "Things which are equal to the same thing are equal to one another," দুভাইয়ে সমান সম্পর্ক দাঁড়াচ্ছে।

সজনী। আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না, পরোপকারই হচ্ছে পরম ধর্ম্ম, পরের জন্য ধন মন প্রাণ সব দেবে; তা ব'লে আপনার লোকের জন্য কিছু করা যেতে পারে না, আত্মীয়-উপকার করা কিছু ধর্ম্ম নয়। আজ উপরি উপরি তিন বৎসর নাড়াজোলে অনাবৃষ্টি হওয়ায় অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয়েছে, লোকে খেতে পাচ্ছে না, তাদের এই জঠর যন্ত্রণার সময় আত্মাকে প্রেম-খোরাক দিতে পাল্লে তারা আনন্দে নৃত্য কর্‌তে থাক্‌বে।

অশনি। আহা-হা! অনাবৃষ্টি হয়েছে, এতক্ষণ তা বলেন নি, এর যে অতি সহজ

উপায় রয়েছে, অনায়াসে কৃত্রিম বৃষ্টি করা যেতে পারে।

সজনী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাগজে দেখিছি বটে, কি ডিনামাইট, হাইড্রোজিনগ্যাস-বেলুন এই সব দিয়ে কি এক রকম আর্টিফিসেল বৃষ্টির এক্‌সপেরিমেণ্ট হচ্ছে বটে।

অশনি। হ্যাঁ, কিন্তু সে সব বিস্তর ব্যয়সাধ্য, সেখানকার গরিব লোকে তার খরচ জুগিয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে না; একটা অতি সহজ উপায় আছে, এক পয়সা খরচা নাই; দামোদর বাবুর সঙ্গে যদি যাবার আগে দেখা হয়, তা হ'লে মুখে ব'লে দেবেন, না হয় চিঠি লিখ্‌বেন যে, সেখানে পৌঁছেই গ্রামে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেন, সেখানে সব খড়ের চাল ধাঁ ধাঁ জ্ব'লে যাবে।

সজনী। (হাস্য চাপিয়া) সাবধান অশনি বাবু, আর অমন কথা বল্‌বেন না, আমি এখনি আবার সেই অশ্লীল হাসি হেসে ফেল্‌ব।

অশনি। না না, আপনি জানেন না, এর প্রমাণ আছে, আমেরিকার শিকাগোর নাম শুনেছেন ত? এই সে দিন যেখানে বড় এক-জিবিসন হয়ে গেল। আপনি নাড়াজোলে আগুন লাগিয়ে দেখুন, গ্রাম সব জ্বলে গেলে নিশ্চয় বৃষ্টি হবে, আর দুর্ভিক্ষ দমন হবে।

(তিনকড়ি মামা ও গুরুচরণের প্রবেশ)

তিন। কি বাবা, খালি জ্বালান নিয়েই আছ,—হাড় জ্বালাচ্ছ, মাস জ্বালাচ্ছ, আবার ঘর জ্বালাচ্ছ কার?

সজনী। তিনকড়ি বাবু যে অনেক দিনের পর, কি মনে ক'রে?

তিন। আর বাবা, নেহাত দায়ে পড়ে,—সখ ক'রে বাবা কে আর তোমাদের সংসর্গে এসে থাকে? এই লোকটী কোত্থেকে শুনেছে, তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাই গিয়ে ধ'রে নে এল; বল হে গুরুচরণ, তোমার কি বল্‌বার আছে বল, ইনিই হচ্ছেন সজনীকান্তবাবু—প্রেসিডেণ্ট, সভাপতি, আরও কি কি

গুরু। আজ্ঞা, নমস্কার করি বাবু, বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি।

সজনী। বি-প-দ—হ-য়ে-ছে—ধৈ-র্য্য—ধ-র!

তিন। তা ত ধ'রেই আছে, এখন কি বল্‌তে এসেছে শোন।

গুরু। আজ্ঞা বাবু, আমি গরিব, আপনাদের আশ্রিত, আপনাদের মেয়েছেলেরা যে বাড়ীতে গানটান করেন, তারি পিছনে আমার ঘর; গঙ্গায় নিয়ে যেতে পারিনি, আমার মাঠাকৃরুণের ঘরেই গঙ্গালাভ হয়েছে; দাহ ক'ত্তে নে যাবার লোকজনের মধ্যে আমি, আমার পরিবার আর এক ভগিনী আছেন। কোম্পানীর রাস্তা দে নে যেতে হ'লে অনেক ঘোর হবে, যদি হুকুম দেন, তা হ'লে আস্তে আস্তে আপনাদের ঐ পোড়োটার উপর দে নে যাই, তা হ'লে আমাদের বড় উপকার হয়।

সজনী। তা আগে আমার কাছে এসেছ কেন, অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর কাছে দরখাস্ত করা উচিত ছিল।

তিন। তা আদব-কায়দার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই, সেই শেষরাত্র থেকে ঘোরপাক খাওয়া যাচ্ছে; সে অ্যাসিষ্টেণ্টের কাছে যাওয়া হয়েছে, তিনি পাঠালেন আমার খাস সেক্রেটারীর কাছে, তিনি চোখ বুজিয়ে বসেছিলেন, আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তবে তাঁর দৃষ্টি খুল্লো, তিনি পাঠালেন তোমার ভাইসের কাছে, আবার তাঁর বরাতি তোমার কাছে এলেম, এখন যা হয় একটা ব'লে দাও।

সজনী। হ্যাঁ, তা আজ হচ্ছে রবিবার, আফিস বন্ধ, আজ ত এর কিছুই হ'তে পারে না—কাল দশটা থেকে এগারটার মধ্যে এসে

আমায় একবার মনে ক'রে দিয়ে যেও; শুক্রবারদিন সব্ কমিটির একটা মিটিং বস্‌বার কথা আছে, সেই সময় তোমার দরখাস্ত আমি প্রেজেণ্ট কর্‌বো, তাতে যদি মেজরটির মত হয়, তা হ'লে একটা জেনারেল মিটিং কল করা যাবে; বেশী দেরী নয়, দিন পনের বাদে সেটা বস্‌তে পার্‌বে, তাতে যা রেজোলিউসন পাশ হয়, তুমি জান্‌তে পার্‌বে।

তিন। বস্, আর দিন ছত্তিন গড়িমসি ক'রে নিয়ে যেও, তা হ'লে ত্রিশদিনও ভর্‌তি হবে, অমনি দাহ ক'রে সেইখান থেকে শ্রাদ্ধশান্তি সেরে আস্‌বে; বাবু কতটা সুবিধা ক'রে দিলেন দেখেছ গুরুচরণ, মিছিমিছি গঙ্গাতীরে দুবার হাঁটাহাঁটি কত্তে হবে না। হ্যাঁ সজনীকান্ত, যেন বাপ-পিতামহের ধর্ম্মই ছেড়েছ, তার সঙ্গে সঙ্গে সখ করে এমন আহাম্মক কেন হ'লে বল দেখি? জমীর উপর দিয়ে মড়া নিয়ে যাবে, সোজা কথা বলে দিলেই হয়, তার মিটিং রেজোলিউসন এ সব ভিট্‌কিলিমি কেন?

সজনী। তা প্রোসিডিওরে যা আছে, ঠিক ঠিক অবজার্ভ কত্তে হবে না?

তিন। বিশ পঁচিশ দিনের বাসি মড়া যে তত দিন প'চে গ'লে যাবে, সেটা উপলব্ধি হচ্ছে না?

অশনি। কেন পচ্‌বে কেন? আমার ম্যাগনেটীক্ তেল এক শিশি কিনে নে গে মাখিয়ে দাও, পাঁচ বৎসর মড়া তুলে রাখ, কিছু হবে না; সাত সিকে করে শিশি, তার সঙ্গে একটা লাল-নীল পেন্সিল উপহার পাবে।

তিন। বাপু যে যার ব্যবসাটা বুঝি কেউ ছাড় না, দাঁও দেখেছ আর মালটা গছাবার চেষ্টায় আছ। সে যা হোক্ সজনীকান্ত, এর হবে কি?

সজনী। ঐ যা বল্লেম।

তিন। দেখ, অনেকদিনের আলাপ, এখন যেন ভ্রাতা দাঁড়িয়েছ, আগে ত মামাটা আস্‌টা বল্‌তে; দিনকতক মতিভ্রম হয়েছিল, আড্ডাঘরে এক সঙ্গে ব'সে চোখবুজে কেঁদে টেঁদেও গেছি, আমার অনুরোধটা রাখ, ব'লে দাও যে—নিয়ে যাও।

সজনী। রামচন্দ্র!—না না, "নিরাকার, নিরাকার!" আমি এই বল্লেম "না", আর কি হাঁ বল্‌তে পারি, সে যে মিথ্যা কথা কওয়া হবে।

তিন। গুরুচরণ, আমি গোড়ায় বলেছিলেম বাপ্‌, কেন আপনিও কষ্ট পাবে, আমাকেও দেবে; ইনি এক অদ্ভুত জীব, মনুষ্যের চামড়া গায়ে নেই; যাও, আর মিছে দেরি কেন, ঐ ঘুরিয়েই নে যাও, আস্তে আস্তে নাবাতে নাবাতে নিয়ে যেও।

গুরু। যে আজ্ঞা, তাই করি, আর কি কর্‌বো, খুব দয়ার কথা শুনেছিলুম বটে বাবুদের।

[প্রস্থান।

সজনী। তিনকড়ি বাবু, আমাদের এখানে আর আসেন না কেন?

তিন। কি জান—ক্রমে তোমাদের মতন দয়াল হয়ে দাঁড়াব, আমার বাতিকের ধাত, অত করুণা সহ্য হবে কেন?

সজনী। আপনার কি এ বয়সে আবার ঘুরে ফিরে হিন্দু হওয়াটা উচিত হয়েছে?

তিন। কি জান—আসন্নকাল যত নিকটবর্ত্তী হচ্ছে, ভিট্‌মিলিমিগুলো তত ক্ষয় পাচ্ছে; শীঘ্র শীঘ্র যার সামনে গিয়ে হাজির হিতে হবে, এ বয়সে এখন সত্য সত্যই তাঁর নামটা নিতে হয়; তোমাদের এখনও বয়স আছে, দিনকতক ধর্ম্মের ফ্যাসান সংস্কারের রঙ্গ কর, তার পর যতই চুল পাক্‌বে, ততই জাল গুড়িয়ে আস্‌বে, শেষ হরি হরি! মা মা! বই আর গতি নাই!

অশনি। তা চুল পাকৃতে না দিলেই হ'ল, একটা করে নেগেটিভ আংটী হাতে রাখ্‌লে আর চুল সাদা হবার যো নেই।

সজনী। হরি হরি—মা মা—বল্‌তে আমার আপত্তি নাই, তা ব'লে হিন্দু হওয়ার আবশ্যক কি? দেখুন, প্রেমের বলে আমাদের হৃদয় এখন উদার হয়েছে, আত্মায় কিছুমাত্র মলা নাই, তাইতে ক'রে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, হিন্দু-মাত্রেই মিথ্যাবাদী, প্রতারক, অত্যাচারী, রমণী-পীড়নকারী,—তারা সকলেই নরকে যাবে।

তিন। বাঃ! এ তোমার বড় চমৎকার ভাব হয়েছে তো, প্রাণটা যথার্থ উদার করেছ বটে!

সজনী। এতদিনে দেশের সমস্ত লোকের প্রাণ এমনি উদার করে তুল্‌তে পারতুম্, কিন্তু আপনাদের মত লোক ফিরে হিঁদুয়ানীর ভিতর ঢোকায় আমাদের মহা অনিষ্ট হচ্ছে। এই কলেজের গ্রাজুয়েট, অণ্ডার-গ্রাজুয়েটগুলো যাদের একেবারে আমাদের কাছে আস্‌বার কথা, তারা পর্য্যন্ত কি না চাল তিল চট্‌কে বাপ-মার পিণ্ডি দিতে আরম্ভ করেছে, হরি-সভা কর্‌ছে।

তিন। আচ্ছা বাবা, তোরা যদি এক-দিনের জন্য এ রাজত্বটা হাতে পাস্, তা হ'লে এদের ধরিস্ আর কোতল করিস্। কেমন?

সজনী। "সত্যমেব জয়তে" তার আর সন্দেহ আছে? এই বরদাটার উপর আমা-দের কত আশা ছিল, যেমন মুখে বক্তৃতা কর্‌তে পার্‌ত, আবশ্যক হ'লে শারীরিক বলেরও প্রয়োগ তেমনি কর্ত্তে পার্‌ত, তা সে কি না আমাদের ছেড়ে গিয়ে আর কতকগুলো কলে-জের ছেলেকে জুটিয়ে, সব গেরুয়া পরে হরি-বোল হরিবোল ক'রে বেড়ায়।

তিন। বাবা! তার জন্য কিছু ভেবো না, বরদা ত সে তোমাদের সাতকাটী উপর হয়ে দাঁড়িয়েছে; তোমাদের ত চৈতন্য, মুসা, সেণ্ট জন এঁদের সঙ্গে দেখাটা আস্‌টা হয় মাত্র; বরদার দল এখন আপনা আপনি তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরদা হয়েছেন নিজে চৈতন্য, মধু কাঁসারির ছেলে গুপেটা হয়েছে নিতাই, নোক্‌ড়ো তাঁতি অদ্বৈত, আরও এই রকম সব কি কি হয়ে খুব জোটপাট মিলিয়েছে;—তোমরা ত ধরাকে সরাখানা মাত্র দেখ বই ত নয়, তারা গেরুয়া পরে ইংরেজী কথা কয়, পৃথিবীকে একেবারে মধুপর্কের বাটী দেখ্‌ছে, বেশ আছে, কিছু কর্ম্মকাজ কর্‌তে হয় না, যেখানে যাচ্ছে, চর্ব্ব্যচোষ্য আহার পাচ্ছে।

(সৌধকিরীটিনীর প্রবেশ)

সৌধ। ছোট বাবা, ছোট-বাবা—

তিন। ও বাবা! ছোট-বাবা আবার কি! আজকাল তোমাদের ভিতর আবার বড়, মেজ সেজবাবা হয়েছে না কি?

সজনী। না, আমায় ডাক্‌ছে। এটী আমার স্বামিনীর প্রথম পক্ষের স্বামীর সময়ে জন্মেছিল, তাই আমাকে ছোট বাবা ব'লে ডাকে।

তিন। তোমার কার মেয়ে বল্লে?

সজনী। স্বামিনীর;—আমরা এখন স্ত্রীকে স্বামিনী বলি; সৌধ আমার সপত্নী-কন্যা।

তিন। দিব্বি মেয়েটী, তোমার নাম কি বাছা?

সৌধ। কুমারী সৌধকিরীটিনী—

তিন। লক্কা?

সৌধ। না লক্কা নয়, কুমারী সৌধকিরী-টিনী গড়গড়ি চাকি।

তিন। বেড়ে মোলায়েম নামটী রেখেছ ত মেয়েটীর!

অশনি। নামটা যেন ল্যাটীন ল্যাটীন ঠেক্‌ছে, কোন বৈজ্ঞানিক নাম কি?

সজনী। না, ওঁর মার সহিত আমার বিবাহ হবার পূর্ব্বে ওঁকে ভূতি বলে ডাকৃত,—

বড় কুসংস্কার-পূর্ণ অসভ্য নাম, তাই আমি বদ্‌লে সৌধকিরীটিনী রেখেছি।

তিন। কেন, ঠাকুর-দেবতার নাম না রাখ, তরলা সরলা অবলা এগুলোও কি খুঁজে পেলে না?

সজনী। এ নামের ভিতর যে একটু অর্থ আছে,—মেয়েটী ভূমিষ্ঠ হবার পরেই ঝড়ে আঁতুরঘর চাপা পড়ে—মাথায় ঘর পড়েছিল, তাই নাম দিয়েছি সৌধকিরীটিনী, বেশ ঠিক হয় নি? আর ওঁর আগেকার বাপের পদবী ছিল গড়গড়ি আর আমার চাকি, এই দুয়ে মিলিয়ে গড়গড়ি-চাকি হয়েছে।

তিন। তা তোমাদের ভিতর এত আছে, ম্যাচলা ট্যাচলা পদবীওয়ালা এমন কেউ নেই, তারি একজনকে দেখে শুনে মেয়েটীর বে দিও, তা হ'লে একেবারে গড়গড়ি-চাকি-মেচলা হয়ে দাঁড়াবে,—রাজ-যোটক হবে।

সজনী। না, ওঁর মার ইচ্ছে, ওঁর কথনই বিবাহ না হয়, মেয়েটী চিরকুমারী থাক্‌বে।

অশনি। কেন?

সজনী। সকল স্ত্রীলোককে যে বিবাহ কর্‌তে হবে, এমন কিছু কথা নাই। কন্যা চিরকুমারী থাক্‌লে দেশের অনেক উপকার কর্‌তে পারে।

তিন। বটে, মেয়ে একেবারে চিরকাল আইবুড় থাকে, তাতে তোমাদের আপত্তি নাই—থালি বিধবা যদি স্বামীর চিতে নিব্‌তে না নিব্‌তে বে না করে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ হয়!

সৌধ। ও ছোট বাবা! শীঘ্র চল না, আমি যে জিম্‌ন্যাষ্টিক্ ক'ত্তে ক'ত্তে চ'লে এসেছি।

সজনী। কেন, কি দরকার?

সৌধ। মা যে তোমায় ডাক্‌ছেন।

সজনী। (সভয়ে) ডাক্‌ছেন—কেন জান?

সৌধ। কাল রাত্রে তিনি চুলের ফিতে কোথায় ভুলে রেখেছেন, মনে পড়্‌ছে না, বড় রেগেছেন, কা'কেও ব'ক্‌তে পাচ্ছেন না, তোমায় ব'ক্‌বেন ব'লে বোধ হয় ডাক্‌ছেন।

তিন। ও বাবা, এও বুঝি তোমাদের একটা চাকরীর ভেতর?

সজনী। কি করি, এখন কাকেও না ব'ক্‌তে পেলে তাঁর হিষ্টিরিয়া হ'তে পারে; চল, চল—একটু বসুন, আমি আস্‌ছি।

তিন। আর কেন, আমিও প্রস্থান করি।

সজনী। না না, একটু ব'স্‌বেন, আপনার সঙ্গে আমার এখনও অনেক কথা আছে, অশনিবাবুও যাবেন না।

[সৌধ ও সজনীর প্রস্থান।

তিন। তবে অশনিপ্রকাশ! খবর কি—নূতন এক্সপেরিমেণ্ট টেক্সপেরিমেণ্ট কি হচ্ছে না কি?

অশনি বিস্তর রকম। হালফিল ছারপোকা থেকে একটা ভাল গন্ধওয়ালা এসেন্স তৈয়ার করেছি।

তিন। বটে, তা হ'লে ত দেখ্‌ছি স্তম্বলের বাজার একেবারে মাটী হয়ে যাবে!

(ভাই-বাঞ্ছারামের প্রবেশ)

বাঞ্ছা। "সত্যমেব জয়তে" "সত্যমেব জয়তে" সাম্য—সত্য, সাম্য—সত্য।

তিন। "ফলেন পরিচীয়তে," "ফলেন পরিচীয়তে" ডি গুপ্ত—ডি গুপ্ত।

বাঞ্ছা। ভ্রাতা-সজনীকান্ত কোথায়?

তিন। ভগিনী-রজনীকান্তের মান ভাঙ্‌তে গেছেন। আপনি কে?

বাঞ্ছা। কেমন ক'রে ব'ল্‌বো।

তিন। কেন, ব'ল্‌বে না কেন, নামে ফৌজদারী ওয়ারেণ টোয়ারেণ আছে না কি,—তোমার নাম কি?

বাঞ্ছা। আমি একজন "ভ্রাতা" বোধ হয়।

তিন। বলি মশা'য়ের সঙ্গে কুটুম্বিতার

কথা হচ্ছে না; ভদ্রলোকে ভদ্রলোকে আলাপ ক'ত্তে হ'লে প্রথম নামের পরিচয় হয়, তাই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল।

বাঙ্গা। ভ্রাতার আবার নাম কি? তবে ভ্রাতায় ভ্রাতায় গোল না বাধে, তাই লোকে একটা ব'লে ডাকে।

তিন। বলি, লোকে ব'লে ডাকে না ত আর আপনাকে আপনি কে নাম ধ'রে ডাকে?

বাঙ্গা। তাকে যদি নাম বলেন, তবে নাম বোধ হয় ভাই বাঙ্গারাম।

তিন। কথাবার্ত্তা আকৃতি প্রকৃতি সব বাঙ্গালীর মত দেখ্‌ছি, নামটা অমন বোম্বায়ে গোচ কেন? আপনি কোন্ জাতি?

বাঙ্গা। জাতি?

তিন। হ্যাঁ হ্যাঁ জাতি জাত—জাত; M A D না কি?

অশনি। ব্রেনের ইলেক্‌ট্রিসিটী খারাপ হয়ে গেছে বোধ হয়; দেহ হচ্ছে একটা ব্যাটারী, মাথা হ'ল তার প্রধান সেল।

বাঙ্গা। ওহো, আজ আমায় জাতি কথা শুন্‌তে হ'ল!

(ক্রন্দন)

অশনি। নিশ্চয় মাথার সেল খারাপ হয়ে গেছে, এসিড শুকিয়ে গেছে।

তিন। বলি তোমার কেউ কি অভিভাবক নেই—এমনি আল্‌গা ছেড়ে দেয়? ভাল ক'রে কথা-টথা কও না, তোমায় নিয়ে না হয় একটু আমোদই করা যাক্।

বাঙ্গা। আমোদ! হাসি! আপনি হাস্‌তে চান, হাসাতে চান! কি পরিতাপ! কি কুরুচি! আপনি বুঝি হিন্দু? তা না হ'লে আপনাকে "ভ্রাতা" বল্‌তেম, আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, ও দুষ্ট সম্প্রদায় পরিত্যাগ করুন, আর হাস্‌বেন না, ক্রন্দন করুন, উচ্চরবে ক্রন্দন করুন, ক্রন্দন ভিন্ন আর উপায় নাই! দেখুন, ক্রন্দন আদেশ কি না,—ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু ক্রন্দন করে,—ক্রন্দন করুন, ক্রন্দন করুন; আহা! কত দিনে এই পৃথিবী ক্রন্দনপূর্ণ আনন্দধাম হবে?

তিন। ভাই মনসারাম!

বাঙ্গা। আজ্ঞা বাঙ্গারাম বোধ হয়।

তিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাই মনসারাম, আপনার কথায় আমার আজ জ্ঞানোদয় হ'ল, বুঝ্‌লেম, যখন ঘরে ঘরে দিবারাত্রে মড়াকান্না উঠ্‌বে, তখনই ভারত উদ্ধার হবে।

বাঙ্গা। মড়াকান্না নয়—প্রেমকান্না, নবধরণের কান্না।

তিন। ঐ হ'ল, থোড়া ইদ্রিক্ উদ্রিক্। ভাই মনসারাম, এই কান্নাধর্ম্মে আস্‌বার আগে আপনার ত একটী জাত বা বংশ ছিল, সেটা কি?

বাঙ্গা। হ্যাঁ, একটা অশ্লীল পৌত্তলিক জাতি ছিল বোধ হয়, সে হিসাবে আমরা সূর্য্যবংশ।

তিন। কি রাজপুত?

বাঙ্গা। না, আমাদের উপাধি ছিল "সাধু", তার পর জাঁহাঙ্গীর বাদ্‌শা "খাঁ" খেতাব দেওয়ায় সাধুখাঁ হয়েছে।

তিন। "সাধুখাঁ"—কি, কলু?

বাঙ্গা। হ্যাঁ, অশ্লীল ভাষায় ঐ কথা বলে বটে, কিন্তু আদত ওটা সূর্য্যবংশ, জগতে আলো দেবার কর্ত্তা—দিবসে সূর্য্য, রাত্রে ঐ যে নাম বল্লেন, ঐ আমরা বোধ হয়; কিন্তু আমি আর জাতিভেদ মানি না—আমি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতির সহিত একত্রে ভোজনাদি করি, আমার মনে কোন দ্বিধা নাই।

তিন। আমি ক্রমে বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তোমাদের উদারতাই এমনি বটে! কলুকুলতিলক হয়েও আপনি বামুন, কায়েত, বদ্দিটদ্দিগুলোর সঙ্গে আহারাদি করেন—কিছু ঘৃণা নাই, এ কি আপনার কম মাহাত্ম্য!

বাঞ্ছা। কি করি, প্রেমের অনুরোধে সব ক'র্ত্তে হয়।

তিন। সূর্য্যবংশাবতংস ভাই মনসারাম, কলু মশাই, এখন থাকা হয় কোথা?

বাঞ্ছা। সেওড়াকুটীরে।

তিন। সে আবার কি?

বাঞ্ছা। একটী ভ্রাতা-ভগিনীর মধুচক্র, ভ্রাতা-ভগিনীর পবিত্র পারিবারিক সংসর্গে সেখানে সতত স্বর্গের সোপান দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

তিন। সাধু সাধু, আমি তোমাদের দলে মিশে পরীর বারিকে থেকে স্বর্গের সিঁড়ি দেখ্‌ব।

বাঞ্ছা। কি সৌভাগ্য! কি শুভদিন! ক্রন্দন করুন, ক্রন্দন করুন—

তিন। চিম্‌টী কাট, চিম্‌টী কাট, তা না হ'লে প্রথম প্রথম রপ্ত হবে না। ভাই মনসারাম, তোমার পিতার নাম কি?

বাঞ্ছা। আমাদের সম্প্রদায় নূতন, সকলেই "ভ্রাতা" আছেন, এখনও কেহই "পিতা" হ'ন নাই; পারিবারিক কুটীর স্থাপন হয়েছে, ভ্রাতা ভগিনী মিলিত হয়েছেন, বিশেষ উন্নতিশীলগণ শীঘ্রই "পিতা" হবেন বোধ হয়।

তিন। তা নয়, তোমার ঐ সূর্য্যিবংশের পিতা।

বাঞ্ছা। ওঃ! সেই পিতার কথা, যাকে আমি সাকার ব'লে ত্যাগ ক'রেছি? তার নাম আমি আপনাদের সমক্ষে ব'ল্‌তে পারি না।

তিন। কেন, মনে নাই কি?

বাঞ্ছা। না, নামটা বড় অশ্লীল।

অশনি। অশ্লীল! বাপের নাম অশ্লীল! কি তবু বল না শুনি, এখানে ত আর পুলিস নেই।

বাঞ্ছা। কি বেরিয়ে গেলে মানুষ ম'রে যায়?

অশনি। ইলেক্‌ট্রিসিটী।

তিন। না না, চুপ কর। প্রাণ? তোমার বাপের নাম প্রাণকৃষ্ণ না কি?

বাঞ্ছা। না না, তার চেয়েও অশ্লীল, ঐ কথাকে ইতর লোকে যা বলে।

তিন। কি, পরাণ—তুমি পরাণে কলুর ছেলে?

বাঞ্ছা। (সরোদনে) ওঃ! ওঃ! আজ আমায় অশ্লীল কথা শুন্‌তে হ'ল, সাকার পিতার কথা শুন্‌তে হ'ল, কি অত্যাচার! তা অত্যাচার বিনা অনুতাপ নাই, অনুতাপ বিনা আত্মার উপায় নাই; আসুক অত্যাচার, সাঁড়াসাঁড়ির বানের ন্যায় অত্যাচার আসুক, আশ্বিনে ঝড়ের ন্যায় অত্যাচার আসুক, আসুক অত্যাচার ত্রিশ সালের বন্যার ন্যায়, পাহারাওয়ালার হল্লার ন্যায় অত্যাচার আসুক, বস্তাফাটা সর্ষের ন্যায় বর্ষণ হউক। অত্যাচারের ঘানী যেন দেহকে পেষণ করিয়া খোলা করিয়া ফেলে, আত্মা তথাপি তৈলের ন্যায় হৃদয়-ভাণ্ডে চোয়াইতে থাকিবে। (ক্রন্দন)

তিন। আচ্ছা, বাপকে—বলি একটু ঘেউ ঘেউ থাম না—জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—বাপকে সাকার ব'লে ত ত্যাগ ক'রেছ, তুমি নিজে সাকার না নিরাকার?

বাঞ্ছা। তা আমি এখন ঠিক ব'ল্‌তে পারিনে, আমি এখন শুধু "ভাই" "রেভারেণ্ড ভাই" হ'লে বুঝ্‌তে পারব বোধ হয়।

তিন। তোমাদের "ভাইএর" ঝাড় যেদিন নিরাকার হবে, সে দিন আমি কালীঘাটে জোড়া মোষ দেব।

(সজনীর পুনঃ প্রবেশ)

সজনীকান্ত! দেখ্‌ছি ভারি উন্নতি ক'রে ব'সেছ, আমি যখন তোমাদের আড্ডায় আসা যাওয়া ক'র্‌তেম, তখন এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না, এই কলুভ্রাতার মতন আর ক'টী আছে?

সজনী। কে, ভাই-বাঙ্গারাম—উনি অদ্বিতীয়! তবে ভ্রাতা, বীরভূমের দুর্ভিক্ষ-দমন-কার্য্য শেষ ক'রে আসা হ'ল?

বাঙ্গা। হাঁ, দুর্ভিক্ষ দমনও হয়েছে, আর সেই অর্থ থেকে একটী বিধবাকে উদ্ধার করা গিয়েছে।

সজনী। কিরূপ? কিরূপ?

বাঙ্গা। ভগ্নীর নাম ক্ষমাসুন্দরী পালুধি; তার বড় কন্যাটীর বিবাহ হয়েছে, সন্তানাদিও হয়েছে, ছোট মেয়েটী সঙ্গেই আছে, আর ভগিনী যে রাত্রে আমার সহিত পবিত্র পলায়ন ক'রে আসেন, পুত্রটী তার পরদিনই ডাকঘরের চাকরীটীতে জবাব দিয়ে কোথায় বিবাগী হয়ে গমন ক'রেছে, এক্ষণে ভগ্নী আমার ভার্য্যা।

তিন। পুত্ররূপ ভাগ্নে প্রসব ক'র্‌লেই সব গোল চুকে যায়; বাঃ! তিন সন্তান, দৌহিত্র হয়েছে, শিশু ব'ল্লেই হয়, এরূপ বিধবার বিবাহ হওয়া অতীব কর্ত্তব্য!

বাঙ্গা। শান্তি! শান্তি! শান্তি!

তিন। ভগ্নীটীর বয়স কত, তার হিসাব আছে?

বাঙ্গা। আহা, তাঁর বয়সের ইয়ত্তা নাই! ভগিনীকে দেখ্‌লে সাক্ষাৎ ঋষি ব'লে বোধ হয়।

তিন। কি রকম, তিনিও কি দাড়ী রেখেছেন না কি?

বাঙ্গা। ভগিনীজাতির কি দাড়ী হয়?

তিন। কেন হয় না? নাতিপুতি কোলে ক'রে বামুনের মেয়ের কলুর সঙ্গে বে হয়, আর তোমাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ দাড়ী, তাই মেয়েদের হয় না; এই বুঝি ধর্ম্ম-মহিমা! আমি কত বিবির দাড়ী দেখেছি—খৃষ্টানীর জোর বেশী!

বাঙ্গা। আপনার স্মরণ রাখা উচিত, নবীন ধর্ম্মের এখনও শৈশবাবস্থা।

অশনি। আপনাদের দলের মেয়েদের যদি দাড়ীর আবশ্যক হয়, আমার বৈদ্যুতিক কবচ ধারণ করান, বেরিয়ে প'ড়্‌বে; টাক ত আমি অনেক ভাল করেছি।

বাঙ্গা। পৌত্তলিক ঔষধে আমাদের প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই কোন মহাত্মা আবির্ভাব হয়ে প্রার্থনা, অনুতাপ ও বক্তৃতার দ্বারা দুঃখিনী ভগিনীদের এই অভাব মোচন ক'র্‌তে পার্‌বেন। ভ্রাতা সজনীকান্ত, আপনার সহিত একটা বড় বিশেষ কথা ছিল, তা অন্য সময় সাক্ষাৎ কর্‌বো, এক্ষণে চল্লেম।

সজনী। যাবেন?

বাঙ্গা। বোধ হয়।

তিন। ঐটেতে "বোধ হয়" রেখো না বাবা! নিশ্চয় ব'লে তফাৎ হও, না হয় আমরাই পথ দেখি; সূর্য্যবংশ-সংসর্গ অনেকক্ষণ ভোগ করা গেল, ক্রমে দেহ থাক হয়ে এল, ফিরে দেখ বাবা, নইলে তোমার ভগিনীদের মাথা খাও।

বাঙ্গা। পিতঃ! তুমি কোথায় জননী! এই পাপীদিগের আত্মায় অনুতাপ দাও প্রাণসখা!

(উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

তিন। এই সূর্য্যবংশ! আস্তে, পাড়ার ছেলেপুলে আঁত্‌কে উঠ্‌বে, আমাদের ত বরদাস্তের বা'র হয়ে দাঁড়িয়েছে; চল্লেম সজনী, এস অশনি! আবার ওর মুখের সামনে হাত নেড়ে কি কচ্ছো?

অশনি। মেস্‌মেরাইজ ক'রে দেখ্‌ছি, যদি লোকটার মাথায় ইলেক্‌ট্রিসিটীটা ঠিক হয়।

তিন। আর মেস্‌মেরাইজ কত্তে হবে না, চল।

[তিনকড়ির ও অশনির প্রস্থান।

সজনী। ভাই-বাঙ্গারাম, কি বিশেষ কথার বিষয় বল্‌ছিলে?

বাঙ্গা। ভ্রাতঃ! দেশের জন্য, সংস্কারের

জন্য, আত্মার জন্য, আমি বিবাহ কর্‌লেম, কিন্তু এক্ষণে দেখ্‌ছি, ভগিনীগ্রস্ত হয়ে ত আমি মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হলেম, এই জন্যই এতদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে আস্‌তে পারিনে।

সজনী। কেন—সে কি ?

বাঙ্গা। ভগিনী কিঞ্চিৎ বীরভাবাপন্না, আমি পৈতৃক ব্যবসাদি ত্যাগ ক'রে সংস্কারকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছি, এতে ত আর রজত-কাঞ্চনের লোভ রাখিনে, কিন্তু ভগিনী কিছু গরীয়সী চালে চল্‌তে চান, আর তার উপর বিষম ঈর্ষাযুক্তা, সেওড়াকুটীরে আর কয়েকটী ভগিনী আছেন ব'লে তিনি কোন মতেই সেখানে বাস কর্‌তে চান না।

(ক্ষমাসুন্দরীর প্রবেশ)

এই যে আত্মারঞ্জিনী ভগিনী স্বয়ং সাকারে উপস্থিত!

সজনী। (স্বগত) যেরূপ দেখ্‌ছি, ভ্রাতা-ভগিনীর এইখানেই পবিত্র প্রেম-কোন্দল বাধ্‌তে পারে, আমার এখান থেকে যাওয়াই শ্রেয়। (প্রকাশ্যে) ভাই-বাঙ্গারাম, মিসেস্ চাকি কিছু অসুস্থ, আপনার কথা পরে শুন্‌বো, আমি এখন বাসায় যাই ; এ সাধারণ গৃহ, আপনারা প্রেমালাপ করুন।

[প্রস্থান।

ও ভ্রাতঃ, ভ্রাতঃ! আমায় একলা ফেলে—প্রিয়তমা সহসা এখানে কেন ?

ক্ষমা। কেন—এখন ত আর কোণের কনেবউটী নেই, তোমাদের দলে ত আর হাটে বাজারে যেতে মানা নয় ; সে সব থাক্, আমি আর একদণ্ড ওখানে থাক্‌ব না, বাসা ঠিক কল্লে ?

বাঙ্গা। দেখ, বুঝ্‌ছ ত আলাদা বাসা কর্‌বো, রাঁধুনী রাখ্‌ব, এমন ক্ষমতা আমার কোথা ?

ক্ষমা। আমার সঙ্গে এমন কথা ত না ; যখন ভজন দিয়ে বাড়ী থেকে আন, কি বলেছিলে মনে আছে, না মনে করে দেব—বলেছিলে না "যে, বিয়ে হলে রাঁধ্‌তে হবে না, বাড়্‌তে হবে না, দাসীর মত খাটতে হবে না, ইংরেজি পড়্‌বে, রাত-দিন বিবির মত সেজে বসে থাক্‌ব, যেখানে সেখানে বেড়াতে যাব, ভাল ভাল জিনিস খাব ; বলে "সে সব এখন কথার কথা মনের ব্যথা রইল মনে।"

বাঙ্গা। তাই বল্‌ছি ত সেওড়া-কুটীরে থাক, আর রাঁধ্‌তে হবে না।" ভগিনীদের মঙ্গলের জন্য ভাই গোবর্দ্ধন সেখানে সমস্ত রান্নার ভার লয়েছেন, তা তুমি যে কোনমতে সেখানে থাক্‌তে চাচ্ছ না।

ক্ষমা। ওখানে না থাক্‌লে চল্‌বে কেন ? একপাল দস্যিমাগী, দিবারাত্র ধিঙ্গি লাফ পাড়্‌ছে,—ওখানে কেউ সোয়ামী নে বাস কর্‌তে ভরসা করে ? তাতে আবার দোজ-পক্ষের সোয়ামী।

বাঙ্গা। শান্তি, শান্তি, তারা সব পবিত্রা ভগিনী।

ক্ষমা। ঢের অমন ভগিনী দেখেছি, ভগ্নী ত আর সম্পর্ক নয়, ও ত আমাদের খেতাব, যাক্ এ কথা চুলোয় যাক্—

বাঙ্গা। ছি, আবার তুমি ঐ সব অসভ্য ভাষায় কথা কচ্ছো—

ক্ষমা। সভ্য তখন হওয়া যাবে, যখন সভায় গে বস্‌বো ; যেখানে সেখানে মাগ-ভাতারে আর দিন-রাত সভ্য হতে পারা যায় না।

বাঙ্গা। এ কি, ক্রমে অসভ্যতা থেকে কুরুচি ধর্‌লে! স্ত্রী পুরুষ কি! ভ্রাতা ভগিনী বল্‌তে পার না ?

ক্ষমা। সবে দিনকতক দলে ঢুকেছি এখনও তোমাদের ব্যাকর্ণ অতটা বোধ হয়নি,

তামার সেওড়া-কুটীরের ভগ্নীরা খুব পুরুত-াকরুণ।

বাঙ্গা। ওহো হো! পৌত্তলিকতা—পৌত্তলিকতা! (ক্রন্দন)

ক্ষমা। আবার কি শোক উথ্‌লে উঠ্‌লো! ছিচকাঁদুনি খোকা,—বুড়ো মিন্সে, কথায় কথায় কান্না, দুটো ভক্তির কথা হ'ল, কি একটু কীর্ত্তন হ'ল, দুফোঁটা চোখে জল ফেল্লি, তা না—ও কি রে বাপু! ভাত খাবে গা—ভেউ ভেউ ভেউ কোথা যাচ্ছ গা—ভেউ ভেউ ভেউ, কেমন আছ গা—ভেউ ভেউ ভেউ। গা লে যায়, সংসার যেন শ্মশান ক'রে তুলেছে। ও এখন ঢং রাখ, কি করবে ঠাওরাও, আমি দাসীপনা করতে জাত খোয়াইনি; আমার কথা শোন, সংস্কার ফংস্কার ছেড়ে দাও, চাকুরি বাকরীর চেষ্টা কর, ক্রমে সংসার বাড়্‌বে বই আর কম্‌বে না কিছু।

বাঙ্গা। চাকরি হওয়া দুষ্কর; অল্প-দিন অপেক্ষা কর, যেরূপ বন্যা হয়েছে, এ বছরও নিশ্চয় দুর্ভিক্ষ হবে।

ক্ষমা। তা হ'লে কি আবার একটা ভদ্র-লোকের ঘর মজিয়ে আস্‌বে না কি?

বাঙ্গা। সে কি?

ক্ষমা। এই আমার বাবার যেমন মাথা কাটা গেল!

বাঙ্গা। একমেবাদ্বিতীয়ং! তুমি একাই যথেষ্ট, আর আমার প্রয়োজন নাই!

ক্ষমা। তবে হবে কি?

বাঙ্গা। প্রেমের কি অপার মহিমা, কিছুই বুঝা যায় না; অথচ দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি দেশের কোন অমঙ্গল হ'লেই আমার অন্ন-কষ্ট থাকে না, বরং কিছু সঞ্চয় হয়; আমার বোধ হয়, পাপী হিন্দুদিগের অমঙ্গলে আমাদের মঙ্গল, তাই এরূপ পবিত্র ঘটনা হয়। দুর্ভিক্ষের জন্য প্রার্থনা কর, সকল বাসনা পূর্ণ হবে। (রোদন)

ক্ষমা। আবার কান্না সুরু হচ্ছে—(ঘুসি উত্তোলন) আচ্ছা, দুর্ভিক্ষ টুর্ভিক্ষ তখন বুঝ্‌ব, এখন চল ত একবার দেখি, কোথা তোমার সেই ভ্যারাণ্ডা-ভাই-অদ্বৈতচন্দ্র, আমার বাপের বাড়ীর দরুণ গহনা ক'খানা বুঝিয়ে দাও।

বাঙ্গা। গহনা—রেভারেণ্ড-ভাই-অদ্বৈত-চন্দ্রের নিকট রেখেছিলেম বটে, কিন্তু অনেক দিন হ'ল, সে সব স্বর্ণকার-ভবনে গমন ক'রেছে।

ক্ষমা। তা হ'লে স্যাকরাবাড়ী থেকে ফিরিয়ে আন্‌বে চল, আর আমার ভেঙ্গে বিবি-য়ানা গহনা গড়িয়ে কাজ নেই; আজ ছ'মাসে একখানা হ'ল না, তোমাদের আচরণ আমি ভাল বুঝ্‌ছিনি, কোন কথার ঠিক নেই।

বাঙ্গা। স্বর্ণকার-ভবনে গমন ক'রেছে বটে, কিন্তু প্রত্যাগমনের আর সম্ভাবনা নাই।

ক্ষমা। এ কি রকম কথা হ'ল?

বাঙ্গা। আদেশ না পাওয়াতে এতদিন তোমার নিকট প্রকাশ করি নাই, কিন্তু সম্প্রতি আদেশ লাভ করেছি, এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে বিবেক-বিশুদ্ধ অন্তরে বলি—সেই গর্ব্ববৃদ্ধি-কারী অকিঞ্চিৎকর অলঙ্কার-বিনিময়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়া বিবাহের খরচা, প্রীতি-ভোজ, কুমারী সত্যবালা শ্রীমানীর ওকালতী পুস্তক ক্রয় ও ভ্রাতাগণের সাহায্যে তাহার সদ্ব্যয় হইয়াছে

ক্ষমা। কি—গহনা গেছে না কি?— —

বাঙ্গা। সমস্ত; শান্তি! শান্তি! শান্তি!

ক্ষমা। তোর শান্তির মুখে মারি এককুড়ি ঝাঁটা, আমার গহনাগুলি উড়িয়েছ? বৌমার গহনা—হতচ্ছাড়া মিন্‌ষে, তোরই ফোঁস-লানিতে প'ড়ে এনেছিলুম, ঠক কোথাকার?

বাঙ্গা। মিসেস্ সাধুখাঁ! আপনা বিস্মৃত হ'চ্ছো—তুমি জান কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছো!

ক্ষমা। চোরের সঙ্গে, জোচ্চোর, ভণ্ড, বিটেল—

বাঞ্ছা। খবরদার—

ক্ষমা। ষ্টুপিড স্থওয়ার, আমায় চোক রাঙানি, মার্‌ব এই শ্লীপট্‌ জুতোর বাড়ী।

বাঞ্ছা। দেখ, "ভগ্নী" ব'লে অনেক সহ্য ক'রেছি, হিন্দু স্ত্রী হ'লে এতক্ষণ জাট পেটা ক'র্‌তুম।

ক্ষমা। তবে রে ছোটলোক কলু, বামুনের মেয়ের গায়ে হাত তুল্‌তে চাও? তোর সঙ্গে একত্তরে ঘর ক'র্‌ছি, তোর বাবার ভাগ্যি, তোর চৌদ্দপুরুষ আমার পাদকজল পেলে উদ্ধার হয়ে যায়।

বাঞ্ছা। পাপাত্মী পাপিয়া পামরী, চারিদিকে সব "ভগ্নীর" বাস, জান না এখনি সবাই শুন্‌তে পাবে, এই কি তোমার পারিবারিক ধর্ম্মশিক্ষা?

ক্ষমা। যা তোর পরীর বারিকে গে ধর্ম্ম শিখ্‌ গে; ও ধর্ম্মের ধ্বজা রে আমার! আজ গহনা আদায় কর্‌বো, তবে ছাড়্‌ব।

বাঞ্ছা। অসম্ভব! এ নশ্বর জগতে যা যায়, তা আর আসে না।

ক্ষমা। আসে কি না এই দেখাচ্ছি, তোকে থানায় টেনে নে যাব, চোর ব'লে গ্রেপ্তার করিয়ে দেব, তখন আমি যে কেমন ক্ষেমা-বামনী, তা টের পাবি।

বাঞ্ছা। (সুরে) অলঙ্কারে মত্ত সদা রূপের বাসনা।

বিক্রমপুরে গেলে পরে ফিরে ঘরে
আর আসে না॥

ক্ষমা। দেড়ে পোড়ারমুখো! আমার সঙ্গে ঠাট্টা—আমাকে তাচ্ছিল্যি! তোর এই চাঁপ-দাড়ী ধ'রে থানায় নিয়ে যাই আয়।

(দাড়ী ধরিয়া আকর্ষণ)

বাঞ্ছা। গেলুম, গেলুম, ক্ষমাসুন্দরী ক্ষমা কর—শান্তি, শান্তি—

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কন্দর্পের বাসা।

আজিমা ও কন্দর্পকান্ত।

কন্দর্প। আজিমা, আমার মাথার কিরা, তুমি সম্মত অও, এট্টা বিধবার বিয়ে গর অইতে না দিতি পাল্লি আমি আর সোমাজে মু' দেখাইতে পার্‌ছি না; আমার গর্ব্বধারিণী শৈশবে মর্‌ছিলেন, তুমি আতে কইরে আমায় মানুষ কর্‌ছো, তুমি আমায় বোরই বালবাস, আমার কথা রইক্ষা কর, উন্নত সোমাজে আমার মান রইক্ষা কর, তুমি বিবাহ কর্‌তে স্বীকার অও

আজিমা। এ কেমন কথা কোস্‌ রে, কন্দর্পে? তিনকুরি সোয়া তিন গোণ্ডা বয়স অইল আমার; আর্রাই কুরি বছরের কালে তোর আজা কুঞ্জে বস্‌ছে, এখন আমার তুলসী-তলায় সোমাজ দিলেই অয়,—গউরচন্দ্র কবে দয়া কর্‌বোন—টানি লবোন, আমি বিয়ে কর্‌বো, এ কেমন কথা কোস্‌? হিন্দুর গরে রাঁরের বিয়ে কি অয়? দর্ম্ম যাবা, দম্ম যাবা।

কন্দর্প। আজিমা, আমি বোরই বাল কথা কইছি, য়্যাত দিন আমাগোর দ্যাশের তাবৎ বিধবাগণ বিবাহ না করে, ত্যাত দিন বারত উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই; তুমি যদি একদিন যাইয়া সজনীকান্তব্রাতার ল্যাক্‌চোর শুন, তা অইলে এট্টাত এট্টা—তুমি সেইক্ষণেই সোভায় যাইয়া দশটা বিবাহ কর্‌বা! ল্যাক্‌চোর শুন্‌তি শুন্‌তি আমার আপন পরাণ এমন ফাল পারিয়ে উঠে যে, মনে করি, তহনি গলায় দরি দিয়া দ্যাহ বিসর্জ্জন দি, সুবদ্রা আমার বিধবা বিবাহ ক'রে দ্যাশ উদ্ধার করুক।

আজিমা। কন্দর্পে গুপাল আমার! আর চেংরাপনা করিস্‌ না, আপন লিখাপরা যাইয়ে

কর, আমি বইয়ে বইয়ে একটু গউরচন্দ্রের নাম লই।

কন্দর্প। না আজিমা, তা কোন দিনই অবা না, তোমার ক্যালেশ আমি গুচাইমুই গুচাইমু; আমি মনে মনে এক প্রকার পাত্র ঠিক কর্ছি—ষষ্ঠীবাবুর ছাপাখানার প্রিণ্টর স্থাবকরাম—বয়ঃক্রম পচিশমাত্র, পাচটাহা ব্যাতন বৃদ্ধি পাইলেই বিববা বিবাহ ক'র্তে স্বীকার আছে; আমি আপন অইতে সে টাহা দিমু; আবার তোমায় শাখা সিন্দুর পরাইমু, অঙ্গে চিকণ শারী দিমু, বাশীর প্রায় নাসায় নলক দোলাইমু, পা দুটীতে পাইজর পরাইমু, জুমুর জুমুর ক'রে তুমি ব্যাড়াইবে, আমার ছাতিখানা গোরের মাঠের মতন অইব;—আর ই না স্থাখ্যে সকল সৈভ্য লোক কইবন যে, কন্দর্পকান্ত এট্টা বারত-সন্তান বটে, আপন আজিমার বিধবা বিবাহ দিল—স্থাশ উদ্ধার কর্ল; স্বীকার অও আজি! স্বীকার অও। তোমার দুক্ষ আর আমি চইক্ষে স্থাখ্তে পারি না।

আজিমা। কও কন্দর্পে, আমার আর দুক্ষ কি? তোরে মানুষ কর্লাম, তুই কল্কাত্তা স্থাখ্লি, কত ইংরাজী কিচির মিচির পর্লি, কবে জানি থানায় দারোগা হোস, আমার এহন আর দুক্ষ কি? এই শ্রীনবদ্বীপ দর্শন ক'রে আলাম, তোর কল্যাণে একবার শ্রীবৃন্দাবন দর্শন কর্লেই ছ্যাহ সফল অয়।

কন্দর্প। আজি, তুমি লিখাপরা শিখ নাই, ইংরাজী পর নাই, সোভায় যাও নাই, কার্পট বুন্তি জান না, হার্মনি বাজাইতি পার না; এই কারণ বুজ্তি পার্ছ না যে তোমার কি দুক্ষ; কওত আজিমা, বসন্তকালে যহন দক্ষিণা বাতাস ফুর্ ফুর্ কর্বার লাগে, আমের ডালে বইসে কাল কোহিলা যহন কুহুকুহু ফুক্রাইবার লাগে, ফুলবাগিচায় ভোমরাগুলা যহন গুন্ গুন্ কর্বার লাগে, তহন তোমার প্রাণটী নি ক্যামন করে আজিমা, তুমি ওবলা সোরলা, বিচ্ছেদ-জ্বালা সইবে আর কয়দিন বাচ্বা, (নেপথ্যের দিকে) ওরে নদেরচাঁন্দা তুই কর্ছুস্ কি? জল্দি ক'রে আয়, আমায় বার অইতে অইব না?

নদে। (নেপথ্যে) আসি-ই-ই—

আজিমা। কন্দর্পকান্ত গুপাল আমার, আর তোমার বা'র অয়ে কাজ নাই, আর আমি তোমায় কল্কাত্তায় রাখ্মু না কোন্ পুরাকপালীর বিটা—কোন্ ভাতারখাগীর পুত বাছুরি আমার যাদুটোনা কর্ল, কি না জানি জরি খাওয়াইল, এক্কেবারে পাগল বানায়ে দিল; চল বাড় স্থাশে লইয়ে যাই, রোজুনীকান্ত কবরাজের বিটারে দিয়ে তোমার চিকিৎসা করাইমু, তাগোর গরে বোর জবর মত্তমণারায়ণ তোল আছে, মাসেক কাল মোর্দ্দন কর্লেই গুপাল আমার বাল।

(নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদে। এই লন কোর্ত্তা পাচকান।

কন্দর্প। দে, (চাপকান লইয়া) আরে এ চিট্চিটাইছে কি?

নদে। হঃ, আপনি না কইলেন ভুরুষ কত্তে, ভুরুষ কর্লাম—চিট্চিটাইব না।

কন্দর্প। ও হালার পুত, জুতার কালি দিয়ে ভুরুষ কর্চু; আমি না ক্যাবল ভুরুষ লাগায়ে জার্তে কইলাম।

নদে। তা বালই অইচে, স্থাহেন ত ক্যামন চকৃচকাইছে, কেউ জিগাইলে কইবন ব্যাল্যাতি খোসবু মাখছি, বাসত একই।

কন্দর্প। যা, টোপি চোস্মা টোস্মা লইয়ে আয়।

[নদের প্রস্থান।

আজিমা। ওরে বা'র অস্নে রে কন্দর্পে, বুরীর মাথার কিরে, বা'র অস্নে—

কন্দর্প। আজিমা, তুমি ক্যামন ক'ও, আজ জানানাবঙ্গের ল্যাক্চোর অইব, আমারে

সোভাপতি মুসার ম্যাজের নিকট বইসে তালি বাজান দরাইয়ে দিতি অইব, আমি বার অমুনা! এই তোমার বিয়াটা দিতে পারলিই তোমারে জোতা টোপী পরাইয়ে সৈভ্যা সাজাইয়ে বগল দইরে বার করমু।

আজিমা। আমার পোরাকপাল কেডা পোরাইল রে! কোন্ সর্ব্বনেশের মাগ রারী অইল, আমার দুদের ছাওয়ালেরে বুত বানাইল।

কন্দর্প। আজিমা, আরে বোজ বোজ, তোমার বরই বিরহ অইচে, বিয়া না অলি তুমি আর বাঁচ্‌বা না, হ্যাহ ত কতদিন না অইল তুমি ইল্‌শা মাছের জোল মুয়ে দাও নাই, তোমার যে কি ক্যালেশ অইচে, বুজতি পারছ না, সৈভ্যা অইলেই বোজবা।

(নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদে এই লন পরকোলা, এই লন টোপী।

কন্দর্প। (চোসমা টুপী লইয়া) দারীকইরে আর সেই ফ্যাটা—আনচুস্—দে। (দাড়ী পরিধান)

আজিমা। আরে সৈত্য সৈত্য বুত বানাইছে—বুত বানাইছে, হ্যাহ হ্যাহ মুয়ে গুয়ার ল্যাজ পইরে বুর্ত সাজ্‌ছে; ও কন্দর্পে, তুই কি অইলি, ও কন্দর্পে,তুই কি অইলি,আরে অলঙ্গঠাহুরকর্ত্তা ওহানে রইত ত' তোরে কবচ বাধিয়ে দিতরে—কবচ বাধিয়ে দিত কন্দর্পে।

কন্দর্প। কও আজিমা,তুমি বরই অসৈভ্যা। আমি কর্‌ছি কি, আপন হইতে দারী গজাইল না দারী লাগাইছি,দারী না থাক্‌লে সৈভ্য অইব ক্যামনে; দে লদে চইক্ষে ফ্যাটা বাইধে।

(নদেরচাঁদ কর্ত্তৃক কন্দর্পের চক্ষে ফ্যাটা বন্ধন)

আজিমা। পোড়ার মুয়ে লদে, ছাওয়ারের চইক্ষে ফ্যাটা বাধুস্ ক্যান? এ ক্যামন কল্‌কাত্তা ক্যামন সৈভ্যতা! ইংরাজী পর্‌লি, সৈভ্য অইলি, কি চইক্ষু বন্দন কইরে কুলুদের গাছে গুরায়।

কন্দর্প। কুলুদের গাচে গুরায়—তোমার মাথা গুরায়, চইক্ষু না বন্দন কইরে সরকে যাইব ক্যাম্‌নে? এ কল্‌কত্তা সহর—সরকে বারাণ্ডায় কত অশ্লীল মা'য়ে লোক আচে, তাগোর পানে তাকাইলি আমার চিত্তিবিকার অইব না, আমি অশ্লীল অইব না! কত গুরু, বোলদ, গাদা, কুত্তা, বিলেই, সব উলঙ্গ অইয়ে সরকে গতায়াত কর্‌চে, তাগোর পানে তাকাইব ক্যাম্‌নে! মনে কুভাব আস্‌বো না! আজিমা তোমার কন্দর্প আর সে ঝাউগাঁয়ের গাচে-চরা অসৈভ্য ছাওয়াল নাই, ছয়মাসকাল কলকেত্তায় বাস কর্‌চে, আর বাঙ্গাল কথা কয় না, ইংরাজী পড়্‌চে, ফুটবল খ্যাল্‌ছে, বার্ডসাই খাইছে, সোমাজে যাইছে, ল্যাক্‌চোর শুন্‌ছে, সৈভ্য অইচে; সে তারিখ রাজবাটীতে বর জোবর একটা শ্রাদ্ধ অইল, কত আতী গুরা দান অইল, আমায়ও নিমন্ত্রণ ছিল,তা যাইলাম না, কথনই যাইলাম না; সেহানে বয়ঙ্কর অশ্লীল কাণ্ড অইল, এট্টা অশ্লীল স্ত্রীয়ালোক না আইসে শুন্‌লাম কীর্ত্তন কর্‌লো।

আজিমা। আ আবাগে! কীর্ত্তন শুন্‌লি না, কীর্ত্তন শুন্‌লি না, কৃষ্ণনাম শুইনে হ্যাহ পবিত্র কর্‌লি না?

কন্দর্প। হঃ, হ্যাহ পবিত্র! অশ্লীল মা'য়ে মানুষরে না হ্যাহে আমি অশ্লীল অইয়ে যাই; সে গাহান করুক কৃষ্ণ কোথা, আর তার চইক্ষু হ্যাখে আমার মনে জাগুক বিরহ ব্যাথা; জানত না—সৈভ্য অইলি, সোমাজে যাইলি, উন্নত প্রাপ্ত অইলি, মাইয়া মানুষ হ্যাথ্‌বা মাত্রই মলে কুভাব অয়, তবে স্বাধীন স্ত্রীয়ালোক অইলি সে কথা জুদা। তা য়্যাহন আমি চল্লাম, সদরে আমার পার্‌লোরে কএকটী সৈভ্য লেডী বইসে আছেন, তোমার নিকট

তাঁ'দিগের পাঠায়ে দিছি, তোমায় ঝ্যামন ক'রে পারেন বুঝাইয়ে সুজাইয়ে ধইরে বাধিয়ে সৈভ্যা করাইবন, পুনঃ বিবাহে স্বীকার করাইবন। লদে, হাত দর, চ'লে চল্, দেহিস্ যেন যাতি যাতি উপরপানে তাকাস্ না, স্ত্রীয়ালোক দেখিস্ না, অশ্লীল অইবি।

নদে। লন কর্ত্তা, আমরা চাষা মানুষ, আপনকার ইংরাজীওয়ালাগোর মত মাইয়ালোক ঢ্যাখ্লিই আমাগোর মুয়ে লাল জরে না; আইসেন।

[নদে ও কন্দর্পের প্রস্থান।

আজিমা। রইক্ষা কর মহাপ্রভু গউরচন্দ্র! কন্দর্পকান্তেরে আমার মতি ফিরায়ে দাও, আমি গল্ল কইরে মালসা ভোগ দিমু, কন্দর্পেরে সাথে কইরে লইয়ে শ্রীনবদ্বীপ যাইয়ে পূরা মচ্ছব দেয়াইমু। আ পোরাকপালে কল্কত্তা, আ পোরাকপালে কল্কত্তা, ছাওয়ালেরে আমার লিখাপড়া করতি পাঠাইলাম, ছাওয়াল আমার বুত অইল, ছাওয়াল আমার বুত অইল!

(কতিপয় সভ্য মহিলার প্রবেশ)

১ম মহিলা।—

বঙ্গের বিধবা বালা ব'সে বুঝি অই রে!
লট্ পট্ কেশপাশ, না পরে চিকণ বাস,
প্রাণে নাহি প্রেম চাষ, বিরহেতে হাঁস ফাঁস
সদা ব'সে করে রে!

সকলে।—

বঙ্গের বিধবা বালা ব'সে বুঝি অই রে!
কবরীতে নাহি ফুল, আঙ্গুল না বোনে উল
কাণে নাহি দোলে দুল, এখনও না ত্যজে কুল,
জুল জুল চায় রে!

সকলে।—

বঙ্গের বিধবা বালা ব'সে বুঝি অইয়ে!
বয়স সত্তর মাত্র, সঙ্গে নাহি বরপাত্র,
কাতরে কাটায় রাত্র, থাকিতে এতেক ছাত্র,
গাত্রদাহ সয় রে!

সকলে।—

বঙ্গের বিধবা বালা ব'সে বুঝি অই রে!
স্বাধীনা ভগিনী মোরা, প্রেমরসে প্রাণ পোরা,
আঁব যেন বর্ণচোরা, বীরদাপে আয় তোরা,
উদ্ধারিব ওয়ে রে।
ছুঁড়ি বুড়ী বঙ্গে আর রাঁড়ী নাহি রবে রে।
উড়াব উন্নতি ধ্বজা কত মজা পাব রে;—

সকলে।—

উড়াব উন্নতি ধ্বজা, কত মজা পাব রে;—
বঙ্গের বিধবা বালা ব'সে বুঝি অই রে!

আজিমা। দুর দুর দুর! নুটীর বিটী, মুরীঘাটা যাবারে! সইরে যা, সইরে যা, ছুঁইসনে—মাথায় পগ্য বান্ধে যত বিটী নুটী আস্ছেন ডা'নের মন্তর ঝাড়তি, আমারে বুত বানাইতি, ছাওয়ালেরে বুত বানাইছেন, আমারেও বুত বানাইব; ও তিলোকদাসী, ও তিলোকদাসী—ঝট ক'রে এক লোটা গঙ্গাজল লয়ে আয়, এহানে ছিটায়ে দে, ছিটায়ে দে, আমার বৈষ্ণবের গর নোংরা কর্লো নোংরা কর্লো।

২য় মহিলা। অয়ি বিরহতাপ-তাপতাপিনী আসন্নাপ্রায়া বিষণ্ণবদনা বিরহিণী বিধবা বালে! অয়ি কন্দর্পকান্তস্য মাতামহী মহীয়সী মহিলে! মা ভৈঃ মা ভৈঃ, আমরা এসেছি;—নবপতিরূপ অমোঘ বিরেচক দিয়ে তোমার বহুদিনাবদ্ধ বিরহ-কষ্ট শীঘ্রই মোচন ক'র্ব্বো; অয়ি তরিতে সুকুমার পতির হাত ধ'রে তুমি আমাদের সঙ্গে গড়ের মাঠে মলয়-বায়ু আহার ক'রে ভ্রমণ ক'র্বে; বহুকালাবধি বিরহ সহ্য ক'রে তোমার হৃদয়ের প্রেম-তরু শুষ্ক হ'য়ে গেছে, এস, পবিত্র প্রণয়-রস ঢেলে আবার তাহা সতেজ করি।

সকলে।— (গীত)

ঠান্দি তোমায় সাজাব গো ক'নে।
অতি যতনে, যত এয়োগণে॥

বেণী বাঁধিব ওলো রূপুলি চুলে,
থরে থরে থরে ঘিরে দিব ফুলে,
ধরে কি না ধরে দেখ নূতন বরের মনে ;—
পরাব আবার কি গুল্‌বাহার,
মাছে ভাতে দিনে রেতে হবে লো আহার,
বিচ্ছেদ বাঁধাব লো তোর একাদশীর সনে ;
মগনা ভগিনী মোরা প্রেম-বিতরণে ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

ষষ্ঠীবাবুর বসিবার ঘর ।

ষষ্ঠী। (লেক্‌চার অভ্যাস করণ) If I live—If I am permitted to breahe the air of this terrestrial globe—if the steam that animates this corporeal mechanism is not exhausted,—if the scarlet fluid called blood flows in my veins—if pulsation remains regular in my radial artery,—then I promise you—I give you my most solemn assurance—Ladies and Gentlemen—with all the emphasis I can command, that I will shake the Empire to its very foundation !

(শ্রীমতীর প্রবেশ)

শ্রীমতী। হ্যাঁ বাবা ষষ্ঠী, একলা আছ ?

ষষ্ঠী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি এখানে কেন ?

শ্রীমতী। আমি বুড়ো মানুষ, আমার আর বাইরে আস্‌তে লজ্জা কি বাবা ?

ষষ্ঠী। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুড়ো মানুষ, তাই বল্‌ছি—একেবারে বাইরে ঘরে, এখনি একটা ভদ্রলোক এলে কি মনে ক'র্‌বে বল দেখি ?

শ্রীমতী। আমায় দেখ্‌লে আর কি মনে কর্‌বে বাবা, কত ভদ্রলোকের সাম্‌নেই যে তুমি আপনি গিয়ে বৌমাকে টেনে টেনে আন।

ষষ্ঠী। তাঁকে কি অম্‌নি আন্‌তে যাই, জামা-টামা পরিয়ে, জুতো-টুতো পায়ে দিয়ে, সভ্যের মতন সাজিয়ে আনি ; আর তুমি—পাকা চুল-গুলো নড়বড় কর্‌ছে; ময়লা ছেঁড়া কাপড়, কোঙ্গা হ'য়ে যেন বাঙ্গলা হ্রস্বউর মত হাঁট্‌ছ ; কেউ এসে যদি টের পায় যে, তোমার গর্ভে আমি জন্মেছি, তা হ'লে আমায় শুদ্ধ অসভ্য ঠাওরাবে !

শ্রীমতী। তা তুমি দিলেই আস্ত কাপড় প'র্‌তে পাই বাবা, কতদিন বল দেখি আধ-খানা থানের জন্যে তোমায় ব্যাগ্যতা ক'র্‌ছি ; তোমার মাসী এই ন্যাকড়াটুকু দিয়ে-ছিল, তাই কোন মস্ত আব্‌রু রেখেছি।

ষষ্ঠী। কি! তোমায় কাপড় দিইনি ? মিথ্যাবাদী ! এই সেদিন যে তোমায় আধখান নয়ানশুক দিলুম, এখনও দুবচ্ছর হয়নি।

শ্রীমতী। কবে বাবা ?

ষষ্ঠী। এর মধ্যে ভুলে গেলে ? সেই একটা থান এনে, তার আধখানা ছুবিয়ে আমার জন্ম-তিথির ভোজের দিন নিশেন ক'র্‌লুম, আর আধখানা তোমায় দিলুম।

শ্রীমতী। ওঃ পোড়াকপাল, সে কি আমার ভোগে লেগেছে ! সে যে বৌমা কেড়ে নিয়ে তার বাজার-বাক্‌স টাক্সর ঘেরাটোপ না কি তৈয়ের ক'র্‌লে।

ষষ্ঠী। ক'ল্লে কি ? ক'র্‌লেন ব'ল্‌তে পার না ? ভারি অসভ্য ; এখন চাই কি ?

শ্রীমতী। আর চাই কি ! বাবা, মাসে তিনটী ক'রে টাকা খোরাকি দিচ্ছিলে, তা'তে রাত্রে একটু গুড় গালে দিয়েও জল খাবারের পয়সা কুলোয় না, তা মরুক্ গে এক রকম চ'ল্‌-ছিল, তার ভেতর বাবা আবার এ মাসে বারটী পয়সা কম দিয়েছ কেন ?

ষষ্ঠী। কম দিয়েছি—না তুমি আমায় বরাবর মাসে তিন আনা ক'রে ঠকাচ্ছিলে, ভাগ্যে নীরদা ব'লে দিলেন যে, মাসে দুটো ক'রে একাদশী পড়ে; দুদিন ত তুমি খাও না, সে পয়সা কি হয়? মাসে বাড়া কম আছে, গড়ে আমি ছপয়সা ক'রে কেটে নিয়েছি।

শ্রীমতী। ও বাবা! একাদশী করি ব'লে সেই পয়সা কেটে নিলে, ঐ থেকেই ত দশমী দোয়াদশীর জলখাবার করি।

ষষ্ঠী। ওঃ! একাদশীর উপোস কর ব'লে তাই বুঝি দশমীতে ডবল ক'রে খেয়ে নাও, অমন চৌয়াঢেকুর তুল্‌তে তুল্‌তে উপোস ক'রে সবাই পুণ্যি ক'র্‌তে পারে; যাও যাও, তোমাদের সব ভিটকিলিমি আমি বুঝি; আমার কাছে খোরাকি নিতে তোমার লজ্জা করে না? বাঙ্গালী বাপ-মার মনে একটু সেল্‌ফ রেস্পেক্ট নাই! আচ্ছা ইচ্ছেও করে না যে, কেন ছেলের রোজগারের উপর নির্ভর ক'র্‌বো, আপনার খরচে আপনি স্বাধীন হ'য়ে চালাই?

শ্রীমতী। হ্যাঁ ষষ্ঠী, তোমরা দেবে না ত বুড়ো মা কি নিজে রোজগার ক'র্‌তে যাবে? অমন কথা মুখে এনো না, বাবা, মাতৃভক্তি ক'র্‌লে তোমার ভালই হবে।

ষষ্ঠী। সে তোমার মতন মা'কে ভক্তি ক'র্‌লে নয়; আমি খুব মাতৃভক্তি ক'র্‌তে জানি, ভারতমাতার জন্য আমি দিন-রাত ব্যতিব্যস্ত—

শ্রীমতী। সে আবার কে—তোমার আর কে মা আছে?

ষষ্ঠী। ভারতমাতা, ভারতমাতা, দেশ—দেশ, যা'কে মাদার কন্‌ট্রি বলে—বুঝেছ?

শ্রীমতী। ও সব ইংরিজী বৌমাকে বুঝিও বাবা, আমি কি বুঝ্‌ব, আমার বাবা ঐ তিনটী গণ্ডা পয়সা আর কেটো না।

ষষ্ঠী। দেখ, ফের যদি ঘ্যান ঘ্যান কর, তা হ'লে যা দিচ্ছি, তাও বন্ধ ক'রে দেব; এখন যাও, আমি ঘরের চাবি বন্ধ ক'রে বেরুব, তোমার সঙ্গে ব'কে সময় নষ্ট ক'রে মাতৃভূমির কাজ মাটী ক'র্‌তে পারিনি।

শ্রীমতী। হাঃ পোড়া অদৃষ্ট, সন্তান হ'তে এমন হ'ল!

ষষ্ঠী। তুমি জান, হঠাৎ আমায় পেটে ধ'রেছিলে, জায়গা না দেবার তোমার এক্তারই ছিল না, এই হিসাবে তোমাকে মা বলা যায়; তা ব'লে দিবা-রাত্রি আপনার মার ভাবনা ভাব্‌তে গেলে ভারতমাতার কাজ হয় না; আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, মায়া, এনার্জী, য়্যাজিটেসন, চাঁদা-রোজগার এখন সবই তাঁর জন্য; ভারতমাতা বই আর আমার মা নাই, এখন আমি ভারত-সন্তান।

শ্রীমতী। আহা, হোক্ হোক্, যে ভাগ্যিমানী আমার পেটের ছেলেকে পর ক'রে নে আপনার ক'রেছে, তার ভালই হোক্; ভারত ভারত ক'চ্ছো বাছা, আমি বুঝেছি, সে ভারত কে, তোমার শাশুড়ী ত—বৌমার মা? আমি বেটা পেটে ধ'রে যা না পেলুম, সে মেয়ে বিইয়ে তা পেলে, ভাল হোক্—ভাল হোক্।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠী। আঃ botheration botheration! মাগুলো—বিশেষ আমাদের বাঙ্গালির ঘরের মাগুলো—sources of all evils, সকল অনিষ্টের মূল। Nature এর accident এ পেটে ধ'রে একেবারে মাথায় চ'ড়ে বসে! আমাদের মতন এমন enlightened men, who are destined to accomplish great things in this world—সব বিষয়ে এমন লায়েক আমরা—একটা অসভ্য মেয়ে মানুষের পেটের ভিতর দিয়ে না এনে কি আমাদের ভারতে appear করবার অন্য উপায় ছিল না?

"———O, why did God,
"Greator wise, that peopled highest heaven

"With spirits masculine, create at last
"This novelty on earth, this fair defect
"Of nature, and not fill the world at once
"With men, as angels without feminine
"Or find some other way to generate
"Mankind ?"

কিন্তু তা হ'লে আমাদের better হাফ স্ত্রীও থাকৃত না ত। তা'ই ত বলি যে এজ্ যত য়্যাড্ভান্স ক'চ্ছে, পৃথিবী যত পুরাতন হ'য়ে আস্ছে, মানুষের বুদ্ধির দৌড় তত বাড়্ছে; ইণ্টেলিজেন্স ফোর্সাইট্ তত কীনার হ'চ্ছে; এই মিল্টন মেয়েমানুষদের বিরুদ্ধে ঐ কথা লেখ্বার সময় স্ত্রীর কথা ভাবেন নি, কেন এর ত অতি সহজ উপায় প'ড়ে রয়েছে—ত্যাট্ ইজ্ পরমেশ্বর যদি অম্নিপোটেণ্ট হন—আমি যদি পরমেশ্বর হ'তেম,তা হ'লে য়্যাডাম ইভ্ যেমন একেবারে হয়েছিল, তেমনি সব বড় বড় জোড়া জোড়া মানুষ একেবারে তৈয়ার কর্ত্তেম, নিদেন আমাদের কমিউনিটীর ভিতর।

(নীরদার প্রবেশ)

নীরদা। ওগো—

ষষ্ঠী। হাম্বা—

নীরদা। রকম্ দ্যাখ! ও কিও?

ষষ্ঠী। যেমন ডাক, তেমনি উত্তর, তুমি আমায় 'গো' কি না গোরু ব'লে ডাক্লে, আমিও তেমনি ডাক ডেকে উত্তর দিলেম।

নীরদা। তা আর তোমায় কি ক'রে ডাকবে?

ষষ্ঠী। কেন, ইংরেজের স্ত্রীরা তা'দের হজ্ব্যাণ্ডকে যেমন ক'রে ডাকে—হেন্‌রিকে হ্যারি, উইলিয়মকে বিল্, তেমনি—আমি ত তোমায় কতবার তা শিখিয়ে দিয়েছি,আমাকে ফেমিলিয়ার্লি কখনও ষষ্ঠে ব'ল্লে, কখনও আদর ক'রে ব্যাটাব্যালকে কুঁচ্কে ডিয়ার ব্যাটা ব'ল্লে; দেখ তুমি উন্নতি পেয়েও পাচ্ছ না।

নীরদা। কেন, ঘোমটা তুলে দিয়েছি, সময় সময় জুতো মোজাও পরি, শাশুড়ীকে লজ্জা করিনি, ধম্কে কথা কই, তোমার ইয়ার দের সাম্‌নে বেরুই, আর কি করতে হবে?

ষষ্ঠী। একবারে পূরো স্বাধীন হ'তে হ'বে, যেমন আমি, তেমনি তুমি।

নীরদা। কেন, ঐ রকম দাড়ী রেখে, চোগা-চাপকান পর্‌বো? তা আমা হ'তে হবে না।

ষষ্ঠী। না না, চেহারা বদ্‌লাতে হবে না, সজনীবাবুদের মত অনেকটা ঐ রকম, আমি তা মানিনে, কিন্তু আমার সঙ্গে সকল জায়গায় যেতে হ'বে, চল আজই ইডেন গার্ডনে বেড়াতে যাই।

নীরদা। গাড়ীর ভিতর ব'সে থাকৃতে বল ত পারি, তার ওপর আর নয়।

ষষ্ঠী। না, বেশ আমার সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে বাগানে বেড়াবে, যেমন সাহেব বিবিরা বেড়ায়।

নীরদা। দেখ দেখি, তোমার সব বাড়াবাড়ি, বাঙ্গালী মেয়ের অতটা কি ভাল দেখায়? আমি তা পার্‌ব কেন?

ষষ্ঠী। বেশ পার্‌বে, তোমার সেই পোষাক-টোষাক প'রে বেড়ে! বেশ! ওঃ, কেমন দেখাবে! ডার্‌লিং তোমার অমন নন্-পেরিল বিউটী কি জানানার ভিতর বন্ধ রাখলে ভাল দেখায়?

নীরদা। না না, ছি ছি, সবাই মনে ক'র্‌বে কি! মা, দাদা, এঁরা শুন্‌লে কি বল্‌বেন? পাড়ার পাঁচ জন মেয়ে আসে যায়, তারা ঠাট্টা ক'র্‌বে; যতটা চ'ল্‌ছে, সেই ভাল, বাঙ্গালীর মেয়ের আর বেশী কি ভাল দেখায়?

। না না, তুমি বোঝ না, আমার মেজাজ ঠাণ্ডা,তাই ভাল ক'রে ব'ল্‌ছি, মিষ্টার দামুপোদ্দারের স্ত্রী ঐ রকম লজ্জা কর্‌ত, স্বাধীন হ'তে চাইত না, তার পর একদিন

তিনি এমন জুতোর বাড়ী দিয়েছিলেন যে, স্ত্রীলোকটী সেই দিন থেকেই পূরো স্বাধীন হ'য়ে গেল।

নীরদা। মুখে আগুন তা'র। আমি বেশ বুঝিছি—তুমি কি পাগল হ'লে না ক?

(গীত)

ছি ছি ছি ছি ছি
তুমি পাগল হ'লে কি?
ওগো লজ্জা দিও না ধরি তোমার পায়,
দেখ কাঁপ্‌ছে বুক মুখ শুকিয়ে গেছে হায়,
পরপুরুষের কাছে বাবু যাওয়া কি গো যায়;—
ভুল্‌ছ কেন ওপ্রাণনাথ আমি বাঙ্গালীর ঝী॥

ষষ্ঠী। নীরদা, আমি পাগল হবার ছেলে নই, আমার এর ভিতর একটু মৎলব আছে; একটা কাজ হাসিল ক'র্‌তে হ'বে, সেটা সজনীদের দলের সঙ্গে না ভিড়্‌লে চ'ল্‌বে না; আমরা স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা-সম্বন্ধে একটু কম মনোযোগী ব'লে ওরা আমাদের নিন্দা করে, দিন কতকের জন্য একটু মেশামিশি কর্‌তে হবে; ওরা আজ ইডেন গার্ডনে সব লেডী নিয়ে যাবে, আমায়ও তোমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে মিট্ কর্‌বার কথা আছে।

ফটিক। ভ্যাটাভ্যাল ভ্যাটাভ্যাল,——সম্বন্ধী।

ষষ্ঠী। কি তুমি যে হঠাৎ?

ফটিক। এই যা হ'ল, আর বারদিগর হবে না, কার্ড-টার্ড ছাপিয়ে নিচ্ছি ব'সো না; আপাততঃ এক কাজ কর ত, আমার নামটা লিখে নাও।

ষষ্ঠী। নাম লিখে নেব কি?

ফটিক। আর কি, আমি দেশহিতৈষী হ'ব, যা থাকে কপালে; চাকৃরি-বাকৃরি হ'ল না, তাতেও চেপে চুপে ছিলুম; কিন্তু আর পারা যায় না, হারাণ চাটুর্য্যের ছেলের সঙ্গে খুকীর সম্বন্ধ হচ্ছে, তা শালারা একবারে পাঁচ হাজার টাকার ফর্দ্দ দিয়ে বসেছে হে! আর কি দেশহিতৈষী না হ'লে চলে, তোর হিঁদুয়ানির মুখে মারি ঝাড়ু!

ষষ্ঠী। are you in earnest? সত্য বল্‌ছ?

ফটিক। গাটুর গাটুর গোষ্ট,—সত্য না ত কি; নাপ্‌তে এসেছিল, বলেছি আর খেউরি হচ্ছিনে, তোমার অন্ন গেল, এবার দাড়ী রাখ্‌বই রাখ্‌ব,দেশহিতৈষী হবই হব; আচ্ছা শালা, এখানে খালি নীরদা আর তুমি আমি আছি, আর ত কেউ নেই, একটী ভাই যথার্থ পরামর্শ দিবি। আচ্ছা, কি হওয়া যায় বল্ দেখি? দেশহিতৈষী হই, না বেহ্মজ্ঞানী হই, না আজকাল ঐ যে হয়েছে গেরুয়া কামিজ-টামিজ পরে হিঁদুয়ানি,—তাই হওয়া যায়? কি করা যায় বল্ দেখি, বেশী সুবিধা কিসে?

ষষ্ঠী। Oh you are joking.

ফটিক। পোক্—পোকিং।

ষষ্ঠী। যাও যাও, ঠাট্টা করো না, এখনি আবার তোমার সিস্‌টারকে নিয়ে ইডেন গার্ডেনে যেতে হবে।

ফটিক। সে কি—নীরদা?

নীরদা। এই দেখ না দাদা,তা ভাই—আমি ভাই—কি ক'র্‌বো ভাই? বলে—"প'ড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে বলে সাথে।"

ফটিক। ও শালা! তোর দেশহিতৈষিতার মাত্রা বেড়েছে যে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোর দলে নাম লেখালে ত আমাকেও ক'রে মাগ্‌-রের কর্‌তে বল্‌বি, পোষাল না বাবা, চ'ল্লেম, ঐ গেরুয়া-টেরুয়ারই চেষ্টা দেখি, আজকা'ল ঐটের নূতন নূতন পসার আছে।

নীরদা। ও দাদা, আমি কি ক'র্‌বো?

ফটিক। ঐ শালাকে জিজ্ঞেস্ কর, একদিন আক্কেল না পেলে ত ও সোজা হবে না, চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠী। কি এ সম্পর্ক! শালা, শালা— ভারি অসভ্যতা; দেখ নীর, তুমি কাপড়-চোপড় পরে ঠিক হও গে, আমি ঝাঁ করে ছাপা-খানাটা ঘুরে আসি।

[প্রস্থান।

নীরদা। গেলে মজা বেশ—কিন্তু ভয় করে, যে সাহেব টায়েব,—তা উনি ত সঙ্গে থাক্‌বেন, আরও পাঁচজন মেয়ে যাবে শুন্‌ছি; পাড়ার পাঁচজন ঠাট্টা কর্‌বে, তা আমি কি কর্‌বো? সোয়ামী যদি নিয়ে যায়, তা আমি কি জোর কর্‌তে পারি? আমি ত আর আপনি সাধ করে যাচ্ছিনে!

(প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ)

এই যে ভাই তোরা এসেছিস্ আঃ, বাঁচ্‌লেম, ও ভাই কায়েত-ঠাকুরঝী, তোমার ত ভাই সম্পর্ক। তুমিই না হয় ভাই বুঝিয়ে বল, মানা কর।

কা-ঠা। কাকে—কি মানা কর্‌বো—কি হয়েছে?

নীরদা। আমি যার ঘরের ভিতরই ওঁর সঙ্গে মুখের পানে চেয়ে কথা কইতে পারিনে, হাত ধরে কেমন ক'রে বেড়াতে যাব?

কা-ঠা। কার সঙ্গে? কোথায় বেড়াতে যাবি?

নীরদা। তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আর কোথায়, আমায় ভাই সেই কোথায় হিডেন্ গাডেন্ না কি, যেখানে সাহেব বিবিরা হাওয়া খায়, সেইখানে নিয়ে যেতে চাচ্চে, হাত ধ'রে কেমন করে বেড়াতে যাব?

কা-ঠা। তা যাবি যা না, তার আবার ভয় কি? তোর ভাতার একজন দেশ-উদ্ধার, পর্-দার আবরু ঘুচুতে বরাহ-অবতার, আছে ত পাঁচজন ইয়ার, দেখ্‌বে না তারা মেগের বাহার! আহা, মনে হয়েছে সাধ, সাধিস্‌নে ভাই বাদ; বলে—"পড়েছি দজ্জালের হাতে, জঞ্জাল জড়ায় দিনে রেতে"; তোমার কি ভাই লজ্জা কর্‌লে চলে? সজ্জা ক'রে যাও টউন হালে।

নীরদা। বেশ ভাই যা হোক্, ভাল লোককে সহায় হ'তে বলেছি, বলে—"যার কাছে চাই ব্যবস্থা, সেই করে তিন অবস্থা"; তোমায় বল্লুম কি না তোমার ভাইকে ব'লে কয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা কর, না তুমি পাঁচালীর ছড়া গাইতে সুরু কর্‌লে।

কা-ঠা। কেন ভাই, আমি কি মন্দটা বল্‌ছি, কেমন লো জ্ঞানদা, তোরা চুপ্ ক'রে রইলি কেন? বল্ না, যার জন্যে লজ্জা সরম, সেই যখন তা চায় না, তবে আমাদের কেন মিছে বায়না; বল্‌ছে বেড়াতে যেতে যা, আর ত পাঁচজন আছে পালে, তারাও ত মাগ বনের হাত ধ'রে আস্‌বে বাগানে, তুই ও দলে মিশে যাবি সেখানে, এলো চুলে ঘোম্‌টা খুলে, হেলে দুলে, বেড়াবি ফুল তুলে, ভাতার শিউরোবে না আর পরপুরুষ ছুঁলে; ষষ্ঠীদাদার আমার মনটী শাদা, বুদ্ধিটুকু মস্ত হাঁদা, বল্‌ছে যেতে, সেজে গুজে চল্‌না, হ্যাঁলা ওলো, তোরা বল্‌না লো বল্‌না!

জ্ঞানদা। শুনেই ভাই হয়েছি অবাক্, বলার কথা তোলা থাক্; কবে আমার তিনি যে উঠ্‌বেন খেপে, তাই ভেবে আমি মর্‌ছি কেঁপে।

নীরদা। এখন কথা রাখ ভাই, উপায় বল; এখন যে সে আস্‌বে নিতে, যদি বলি যাব না, বিপরীত হবে হিতে!

শীলদা।

কে জানে ভাই নীরদা কেমন তোমার মন,
কত করেছিলে পুণ্যি তাই পেলে এমন পতিধন।
আমায় যদি অমনি ক'রে আদর ক'রে বলে,
আমি সোহাগেতে পাগল হই
আহ্লাদে যাই গলে!
রেল-পেড়ে কাপড়খানি পরি রং করে,
দুখান চারখান যা আছে গায়ে নিই প'রে।

"কুন্তলীন" মেখে চুলে বাঁধি বেণে খোঁপা,
কাঁটার মাঝে এটে দিই গোলাপফুলের থোবা।
মামার আছে দরজীর দোকান
জামা আনি চেয়ে,
ঠোঁট দুখানি করি রাঙ্গা ছাঁচি পান খেয়ে।
কাজল তুলে চোখের কোলে ধীরে ধীরে দিই,
তুলোয় ক'রে বেলের আতর কাণে গুঁজে নিই।
ঠম্‌কে চলি ঝম্‌ঝমিয়ে জলতরঙ্গ মল,
পর্‌তে রাজি চীনের জুতো লাজে দিয়ে জল।
তা ত নয়—হাঁদা পতি গোমড়ামুখো কাঠ,
দিবে রাত্রি খিঁচিয়ে আছে মুখের নাইক আঁট।
পাকাচুলো গোঁপ কামান ঘুমোয় খালি প'ড়ে,
আমায় নিয়ে বেড়াবে কি আপনিই না নড়ে।
কোন সখ নাইক প্রাণে
যেন আস্তিকেলে বুড়ো,
কথায় কথায় বলেন "আমরা
হিন্দুকুলের চূড়ো"।
বিস্তর পাপে মনস্তাপে পেয়েছি এমন ভাতার,
তাঁতির হাতে প'ড়ে আমার উলুবনে সাঁতার!

কা-ঠা। এই দেখ দেখি শীলদা কত আক্ষেপ ক'চ্ছে, বাহার দিয়ে বাইরে বেড়াবার ওর কত সখ!

শীলদা। না কায়েত-ঠাকুরঝী, তা নয়, সখের কথা ব'ল্‌ছিনে, তবে স্বামী যদি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি তত লজ্জা ভাবি না।

নীরদা। বাজে কথা রাখ কায়েত-ঠাকুরঝী, আমায় এখন উপায় বল, তোমার পায়ে পড়ি, ঠাট্টা ক'রো না!

কা-ঠা। উপায় আর কি—কোথায় যেতে যাবি? ষষ্ঠীদাদার কতকগুলো বাতিক চেগেছে বই ত নয়, যত আটকুটে বরাখুরে ডোকলার মজলিসে কুলের বউকে তা'ই টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে; মাগ না বা'র ক'র্‌লে বুঝি সভ্য হয় না! আমাদেরও ত আছেন উনি, সবাই বলে একজন মস্ত জ্ঞানী; ইংরাজীতে খুব বিদ্যা ভারি, সাহেব-মহলে আছে নামটা জারি; মানেন কি সেই বেম্ম-ধম্ম, কিন্তু নয় ত এমন হতভম্ব! এই যে আমার আছে বার-ব্রতটা, তাতে ত তিনি হন্তারক হন না, আর জামা-জোড়া প'রে বৈঠকখানায় গিয়ে বার দিয়ে বস্‌তেও বলেন না। তুই পণ ক'রে বস্‌বি ধনুক ভঙ্গ, বাইরে বেড়াতে যেতে নিস্‌নে সঙ্গ; যদি কর্‌তে আসে জোর, ঘরে গিয়ে দিবি দোর একদিন না একদিন আক্কেল পাবে যখন, দেখিস্ কত ভাল ব'ল্‌বে তোকে তখন। আমরা এখন চ'ল্লুম, তুই ভয় ক'রিস্‌নি। বলে, "সতীর পতির নারায়ণ, পতি লজ্জা নিবারণ," পতি হ'য়ে কোথা লজ্জা রাখবেন—না লজ্জা ঘুচিয়ে দিচ্ছেন; এমন কখনও ত শুনিনি, ঘরের ভেতর নাচি কুঁদি যা ব'লে তা'ই ক'ত্তে পারি, তা ব'লে বাইরে—ছি ছি!

প্রতিবাসিনীগণ।

(গীত)

কথা শুনে মনে লাজ পাই।
দে দে ঘোমটা টেনে ম্যানে কম্‌নে যাই॥
ওলো হ'ল ত লো ভাল জ্বালা,
অবলা কুলের কুল-বালা,
কেমনে বল না ধরম সরম খাই।
সাজ-গোজ সব ক'রে ঠাটে,
হ'বে বেড়াতে গড়ের মাঠে,
ভাতারের আবার এ কি বিয়াড়া বাই—;
শিখলে এ ঢং কোন্ পোড়ারমুখোর ঠাঁই॥

[নীরদা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নীরদা। যা, আমার দোষ কেটে গেল, এবার ঠাট্টা ক'র্‌লে ব'ল্‌ব, উনি খুনোখুনি হন, সেটা চোখে দেখা কি ভাল; কিন্তু কখনও যাইনি, ভয় ভয় একটু ক'র্‌ছে বটে তা; আরও পাঁচজন ত থাক্‌বে, আমি ওঁর কাছে কাছেই থাক্‌ব, বিশেষ শুনেছি সাহেবেরা খুব ভদ্রলোক, তা'রা মেয়েমানুষকে, কিছু

বলে না। বেড়ে মজা হবে, গড়ের বাজনা শুনব, ইলেক্‌ট্রিক্‌ আলো দেখ্‌ব—একদিন ভয়টা ভেঙ্গে গেলে আর কি ওঁকে ছাড়্‌ব, তা হ'লে রোজ রোজ যাব।

(স্বাধীনা মহিলাগণের প্রবেশ)

(সুরে-পাঠ)

আমরা এসেছি নিতে,তোমারে দেশের হিতে,
দশের ছি-তে চিতে ক'রো না সরম।
সবে ভাঙ্গিব জানানা,তুমি তা কিগো জান না,
মেন না মেন না সখি বকেয়া ধরম॥
আদেশ দিয়েছে পতি, এস ভগ্নী রসবতী
আবরু রেখ না আর পুরাণ পর্দ্দার।
চল যাই সহচরী, ভারত উদ্ধার করি,
কি ভয় তোমার তিনি দলের সর্দ্দার॥

নীরদা। যেতে ত মন সরে, কিন্তু লজ্জা যে কেমন করে।

সকলে।— (গীত)

পতি পাগল সাধিছে পায়ে ধ'রে।
লজ্জা কেন লো চল না সজ্জা ক'রে॥
জাগ জাগ ভগিনী উদিল সুদিন,
তেড়ে ফুঁড়ে এস হ'বে যদি লো স্বাধীন,
আর পাবে না এমন দিন পরে।
কবে ভারত উদ্ধার যাবে স'রে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—*—

রাস্তা।

স্কুলের ছাত্রগণ।

(গীত)

হাঃ হাঃ হাঃ কেয়া মজা পাই কেয়া মজা পাই!
ফূর্ত্তি ক'রে স্কুলেতে ভর্ত্তি হ'তে যাই॥
লেখা-পড়া হয় বা না হয়,
আর ত নাইক বেতের ভয়,
হালের ছেলে স্বাধীন,
সবে লেক্‌চারেতে বাজাই তাই।
আর গ্রামার প'ড়ব না, তেরিজ ক'সে মরব না,
ডিগ্‌বাজীতে প্রাইজ পাব,
ভ্যালা মোদের প্রতাপ ভাই;—
ক'র্‌বে আলো ফিউচার নেশন,
এডুকেসন হ'ল হাই॥

বেণী। শেৎলা ছোঁড়া ভাই ভারি চেঙ্গড়া—বুঝেছ হে ঘনশ্যাম, কা'লকে সকাল সকাল ছুটী চাইলে, তা জ্ঞানা মাষ্টার ব'ল্লে বাড়ীর চিঠি না পেলে দেব না, আর ও অম্‌নি চুপ ক'রে রইল।

ঘন। র'স না বেণী, আজ বিকেলে প্লে-গ্রাউণ্ডে এলে ক্লব থেকে ওর নাম কেটে দেব, একদিন যদি আমাদের ভাল ক'রে ফীষ্ট দেয়, তা হ'লে ফের ঢুক্‌তে দেব, নইলে কখনও নয়।

চন্দ্র। হ্যাঁ, ও আবার ফীষ্ট দেবে! শালা দুটো ক'রে পয়সা সবে জলপানী পায়—হরির দোকানে ছ' আনা বার্ডসাইএর ধার হয়েছে, তা'ই যার দিতে পারে না।

বেণী। বাবা জলপানীর পয়সায় এখন কি আর চলে চন্দর, আমি—বাবা আপিস থেকে এসে হাত-মুখ ধুতে গেলেই চাপকানের পকেট হাতড়াই।

কৃষ্ণ। আমার ভাই বড় মজা, মা জানে আমি ভাল ছেলে—আমায় খুব বিশ্বাস করে, হাত জোড়া টোড়া থাক্‌লে পয়সার দরকার হ'লে বাক্সের চাবি আমায় দেয়, আমিও ভাই তা'র ভেতর কিছু কিছু হাতাই; মা টাকা কি পয়সা কম হ'লে বক্‌তে ঝক্‌তে থাকে, আমি অমনি ভ্যাক ক'রে কেঁদে ফেলি, মা মনে করে, কেষ্টা নেয় নি, একে তা'কে মনে করে।

বেণী। আর শেৎলা শালাকে আমি যত শিখিয়ে দিই যে, রাত্রে তোর মা'র বালিশের নীচে থেকে চাবি চুরি ক'রে বাক্স থেকে কিছু হাতাস, তা শালা বলে কি না "চুরি ক'ল্লে পাপ হয়," "বাপ-মার মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়"—Stupid ভারি চেঙ্গড়া, যে মর‍্যাল্-করেজের কথা শুনেছিস্ বেটার তা আদপে নাই!

(গোবিন্দবাবুর প্রবেশ)

গোবিন্দ। কি বাবা ঘনশ্যাম! এগারটা। বাজে যে, এখনও রাস্তায় বেড়াচ্ছ, স্কুলে যাবে না?

ঘন। এই যাওয়া যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে—

গোবিন্দ। না না, ছি ছি, স্কুলে যাও, দেরী হ'লে মাষ্টার বকবে টকবে

ঘন। আপিস যাচ্ছ যাও না, মিছে ফ্যাচাং কর কেন? তোমরা যেমন গোলামী কর, আপিসের সাহেবের বকুনির ধার ধার, আমরা অমন মাষ্টারের বকুনির তোয়াক্কা রাখিনে, এক কথা ব'ল্লে অমনি ঝাঁ ক'রে নাম কাটিয়ে যাব, আমাদের ক্লাশে ইউনিটী আছে, সকলে এককাট্টা হ'য়ে মাষ্টারকে একদিন ছুটীর পর রাস্তায় খুব ট্যাঙ্গানি দেব, তার পর গিয়ে ঝাঁ ক'রে যষ্ঠীবাবুর স্কুলে ভর্ত্তি হ'ব; তিনি ব'লেছেন, আমাদের মতন মর‍্যাল্‌করেজ-ওয়ালা ছেলে পেলে এক ক্লাশ উপরে ভর্ত্তি ক'র্‌বেন, আর আমি যদি দশটা ছেলে নিয়ে যেতে পারি, আমাকে ফ্রি ক'রে নেবেন; বাবার কাছে মাসে মাসে ঠিক মাইনে আদায় ক'র্‌ব, তাতে ডুশ মজা ওড়ান যাবে।

গোবিন্দ। হ্যাঁ রে ঘনশ্যাম! তুই আমার সাম্‌নে ও সব কি বলিস্? তুই যে কাল্‌কের ছেলে—কত কোলে ক'রেছি তোকে, তোর বাপ যে আমার সঙ্গে মান্য ক'রে কথা কয়।

ঘন। বাবা সেকালের গউরমোহন আড্ডীর স্কুলে প'ড়েছিলেন, তার পর ওজন সরকারী চাকরি ক'রে ক'রে তাঁর কি আর স্পিরিট আছে? তোমাকে মান্য ক'র্‌ব, তুমি কে? ও সব বয়সে বড় টড় এখন আর আমরা মানিনে।

গোবিন্দ। র'স্ ত তোর বাপকে আজই ব'লে দিচ্ছি!

কৃষ্ণ। হুর্‌র্ বক দেখেছ—

গোবিন্দ। দূর বেটা মালীর ছেলে, তোদের কি, ছোটলোক বেটারা—দুবছর পরে যে যাঁর জাত-ব্যবসা ধর্‌বি; এ ভদ্র লোকের ছেলেদের এখন উৎসন্ন গেলে এর পর শোধরালেও যে আর অন্ন হ'বার উপায় থাকবে না, লেখাপড়া না জান্‌লে, সহবৎ না শিখ্‌লে এর পর যে কেউ কাছে ব'স্‌তে দেবে না।

ঘন। ওহে বুড়ো ইয়ার, পকেটে দেশ-লাই টেশলাই আছে, একবার দাও না, বার্ড-সাইটা ধরিয়ে নিই।

বেণী। মাষ্টার, অনেকগুলো পাণ হাতে ক'রে চ'লেছ যে, দু এক খিলি ছাড় না।

গোবিন্দ। ও গুখেগোর বেটারা! আমি যে তোদের বাপের চেয়ে বড়, পাড়ার সকলে যে আমায় মুরুব্বির মতন দেখে, তোদের মুখের আঁট নেই; কি সর্ব্বনাশ—এসব কি ছেলে জন্মাল! তা যেমন শিক্ষা পাচ্ছে, তেমনি হচ্ছে, মাথায় এখনও রসুন-তেল মাখাতে হয়, এদের শেখায় কি না স্বাধীন হও; তা ছেলে-দের অধীনতার আইডিয়াটুকু হচ্ছে, বাপ মা পড়্‌তে বলে, মাষ্টার বকে, বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বি লোকে শিষ্টশান্ত হ'তে বলে, সেইগুলো না মানা বই ত আর কিছু নয়; এদের অভিধানে ইউনিটী অর্থে কন্‌স্পিরেসি, মর‍্যাল্‌করেজ অর্থে ইম্পার্টিনেন্স, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অর্থে ইন্‌সবর্-ডিনেসান!

ঘন। (চুমকুড়ি দিয়া) বাঃ বাঃ বেশ বল্‌ছ, পড় বাবা আত্মারাম!

গোবিন্দ। চোপরাও ছুঁচো, এখনি কাণ ম’লে কাণ ছিঁড়ে দেব; যত কতকগুলো হয়েছে পেশাদার স্কুল, কেবল একরাশ ছেলের পাল জমিয়ে মাইনে আদায় কর্‌বার ফিকির, একবার সলিয়ে কলিয়ে কম মাইনেয় ভর্ত্তি কর্‌তে পার্‌লে হয়, তার পর খালি মাইনে বাড়াচ্ছে, আর বছরে হাইকোর্টের চেয়ে বেশী ছুটী, তার উপর পাথার পয়সা, জলের পয়সা,—আর একবার ছেলে দিলে যে ছাড়িয়ে আর একটা স্কুলে ভর্ত্তি কর্‌বে, তারও যো নাই; পুরাণ বাঁধি বই সব উঠে গেছে, এই সব স্কুলে এক এক জায়গায় এক এক ধরণের বই, স্বয়ং যে যার মাষ্টাররা লিখেছেন, আবার তার উপর এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে কর্‌পোরেল পনিশমেণ্ট একেবারে উঠে গেছে,—গুরুমহাশয়ের আড়কাটায় টাঙ্গান, বিচুটী মারা খারাপ ব’লে একেবারে কি ছেলেদের গায়ে হাতটী দেবে না,—মধ্যে মধ্যে এক এক ঘা বেত কি এক আধটা কাণুটী না খেলে ছেলে যে ছেলে, তা তার মনে থাক্‌বে কেন?

বেণী। কামেলুং ইউ সনিয়ার পিচ্‌। ফাইট্‌ লড়্‌বে?

ঘন। দাও না বেণী, ড্যাম্‌ ইওর্‌ আই-জ্‌কে ব্যাট্‌ পেটা ক’রে

গোবিন্দ। এর কম ছাড়্‌বে কেন? সাহেবদের ছেলেরা স্কুলে ব্যাটম্বলে হাতের তাগ চোখের দৃষ্টি প্র্যাক্‌টীশ করে, বড় হ’লে যুদ্ধক্ষেত্রে গুলী গোলাতে খাটায়, না হয় বাঘটা আসটা মারে, তা তোদের সে সব ত কিছু হবে না, তা তোমরা জীবননাস্তিক ক’চ্ছো, ফুট্‌বল খেল্‌ছ, গায়ে জোর হচ্ছে, এক জায়গায় তা ত রাখ্‌তে হবে, তা বাঙ্গালীর ছেলে ফৌজেও ঢুক্‌বে না, লড়াইও কর্‌বে না, অন্য কা’কেও মার্‌তে গেলে পুলিস হাঙ্গামা আছে, তা বাপ-জ্যাঠার অন্ন খেয়ে শক্তি, তাদেরই ঠেঙ্গিয়ে হাত-নিস্‌পিস্‌নিটে নিবৃত্তি কর্‌বে বই কি! সেই যে হরলাল ভায়া ব’লেছিল মন্দ নয়, একজামিনের সময় ছেলে কোস্তাকুস্তি ক’রেছে ব’লে বাপ খুড়োকে হলফ ক’রে সার্টিফিকেট দেবার হুকুম যদি সেনেট থেকে বেরোয়, তা হ’লে কি আর কর্‌ব, চোখের কোলে একটা কালশিরে পাড়িয়ে রেজিষ্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ব’ল্‌ব, এই দেখ, ছেলে আমার খুব জীবন-নাস্তিক শিখেছে, আমায় দেগে ছেড়ে দিয়েছে।

চন্দ্র। এই এই—আপিস গো, আপিস গো—দেরী হ’লে সাহেব মাইনে কাট্‌বে।

গোবিন্দ। আমার ছেলে যদি অমন হয়, তা হ’লে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলি।

ঘন। তোমার ছেলে আমাদের ক্লবের কাপ্তেন।

চন্দ্র। চাকরী ক’র্‌তে যাচ্ছ যাও, মোদ্দাৎ সন্ধ্যের পর মুখুয্যেদের বাড়ী দাবা খেল্‌তে যাও, তাঁতিপুকুরধার দিয়ে যেতে হয়, সেটা যেন মনে থাকে।

গোবিন্দ। চোর হবি বেটারা—ঘানি টান্‌বি—জেলে থাক্‌বি, বামুনের ভাতে আছিস্‌, এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে, যখন বালামের খবর নিতে হবে, তখন হাড়ে হাড়ে টের পাবি; আর তোদের ব’ল্‌ব কি;—মুখে আগুন তোদের মাষ্টারের, মুখে আগুন তোদের লেখা পড়ায়, আর মুখে আগুন তোদের সেই ষষ্ঠী বটব্যালের! সেই আঁটকুড়ীর বেটা এক স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে কচি কচি ছেলের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে, ভদ্রলোকের ছেলেগুলোকে একেবারে উচ্ছন্ন দিলে, এর পর যে অন্ন জুট্‌বে না—অন্ন জুট্‌বে না।

[প্রস্থান।

সকলে। হুর্‌র্‌ বক দেখেছ! বুড়ো ইয়ার, বক দেখেছ!

চন্দ্র। চল যাওয়া যাক্‌ একবার স্কুলটা বেড়িয়ে, আজ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়্‌তে

হবে, বঙ্কিমবাবু কল্‌কেতায় এসেছেন, তাঁর কাছে লাইব্রেরির জন্যে থানকতক বই গাপ্‌ ক'র্‌তে হবে।

ঘন। বাবাকে বড় কেয়ার করি—তা গোবিন বাঁড়ুয্যে আবার এসেছিল চালাকি ক'র্‌তে!

চন্দ্র। বাপের নাম কর্‌বো লোপ,
তবে হ'ব দেশের হোপ,
নেড়ে দাড়ী চেড়ে গোঁপ,
ষষ্ঠীবাবু স্পষ্ট ব'লেছে।

ঘন। জন্মেছি সব কুলের ধ্বজা,
হয়েছে বেজায় মজা,
ভারতমাতার আসন ট'লেছে।

বেণী। পুজিনাক ইট পাট্‌কেল,
দুর্গা কালী গোটে হেল,
বাবার ধর্ম্মে থাল্লি ভেল,
দ্যাখ ভাই আমার কেমন বিদ্যে
ফলেছে।

কৃষ্ণ। আমাদের জোড়া মেলা ভার,
কথায় ক্ষুরের ধার,
বাহাদুর বথার,
দেদার ইয়ার্‌কি চ'লেছে।

সকলে।— (গীত)

বেয়াদব বাপ দাদারে করিনাক কেয়ার।
(আমরা) সার্ট পরেছি, ব্যাট ধ'রেছি,
পার্ট ক'রেছি হেয়ার॥
না হ'তে সব পিউবার্টি পেয়েছি ফুল লিবার্টি,
পেষ্টার করে মাষ্টার মশাই প্রাণে হয় না
বেয়ার।
ট্রেনিং হয়েছে হাই, স্মোকিং তা'ই বার্ডসাই,
ফুট্‌বলেতে মোর্যালিটি মজার য়্যাফেয়ার,
গোডিম ভাঙ্গেনি তবু পলিটিক্‌সে আছে শেয়ার।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

ইডেন গার্ডেন।

(প্যাগোডার সান্নিধ্য)

সস্ত্রীক সংস্কারকগণ।

মহিলাগণ। (গীত।)

আমাদের প্রেম ধরে না,
প্রেম ধরে না প্রেম ধরেনা প্রেম ধরেনা সই।
হৃদয় ব'য়ে উথ্‌লে পড়ে ফুট্‌ছে মুখে খই॥
শিখেছি প্রেম ব'য়ে প'ড়ে,
বেড়াই পতির মাথায় চ'ড়ে,
প্রেম বিলুতে এ ভারতে আসা
মোদের রসমই॥
হ'ল নারী ঘরের বা'র, ডর কর্‌বে কেন আর,
আঁচল ধ'রে বাচাল হ'য়ে,
হ'বে সবাই ভারতজই।
প্রেম ধরমের সরম বোঝ
দিতে ত কেউ কাতর নই॥

সজনী। মিসেস্‌ চাকি, আত্মারঞ্জিনী, দয়িতদলনী, দেখ, কেমন সুরম্য স্থান, কি মধুর শ্বাস!

দয়িত। চমৎকার! পবিত্র! আত্মাবল্লভ, এই প্রেমময় স্থানে কপাটী খেল্‌তে কেমন?

বাঞ্ছা। ভগিনী দয়িতদলনি, আহা প্রেম-পূর্ণ—প্রেমপূর্ণ!

ক্ষমা। (জনান্তিকে বাঞ্ছারামকে) মরণ আর কি, মাঠে এসে আবার কবাট দেওয়া ছুয়ি খেল্‌তে সাধ হ'ল; খবরদার পোড়ারমুখো খেল্‌তে মেল্‌তে যাস্‌নি।

(চক্ষুবন্ধ কন্দর্পের হস্ত ধরিয়া
নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদে। রোয়েন কর্ত্তা হুরামুরি কৈরে চল্‌বন না, চল্‌বন না, চল্‌বন না; হুস্থার হুস্থার, গাছের ওপর পা দিবন না, ওহানে লালমুখা কাষ্টপিল

খারাইয়া আছে, য়্যাহনি আইসে রোলের গুত্তা লাগাইব।

কন্দর্প। আরে থো কর্ তোর রোলের গুত্তা, আমার সর্ব্বনাশ অইল, য়্যাহন ত্থ্যা ত্থ্যা চইক্ষের ফ্যাটা খুলিয়ে ত্থ্যা, সজনীবাবু য়্যাহানে আছেন ত্থ্যাখ্তে পাচ্ছস্।

নদে। বাবু ত কয়জনাই আছে, তানাগোর সাথে ত সব বাল বাল খাপসুরাৎ মায়ালোক সব রইছে, চইক্ষের ফ্যাটা খুলে দিমু, তাগোর পানে নজর পর্বে ত, আপনকার জরবিকার অইব না?

কন্দর্প। ওরে না, তিনিরা সব সৈভ্যা বগ্গী, তানাগোর পানে তাকাইলে পরাণের বিতর পবিত্র প্রেম আচল পাচল করে, চিত্তবিকার কি অয়?

নদে। (চক্ষু খুলিয়া দিয়া) ত্থ্যাহেন তবে বাল কইরে ত্থ্যাহেন; গউরচন্দ্রই জানেন আপনাগোর কেমন মন, আমি ত ত্থ্যাহি সোরকের মাইয়া লোক অপিক্ষ্যা ইরা বোর জোবর ব্যাশ করছে।

সজনী। আসুন আসুন কন্দর্পবাবু, এদিকে এসে প'ড়েছেন, একা যে, ভগিনী কই?

কন্দর্প। আর বগিনী কই! আমার সর্ব্বনাশ অইছে! মাথাকাটা যাইছে, উদ্দার কার্য্য একেবারে বন্ধ অইছে! আজিমায়েরে এত বুঝাইলাম, বিবাহের সমস্ত যোগার কর্লাম, আর অলপ্পায়ে বুরী কি না রাত্র-শ্যাষে আমার বার্য্যা সুবদ্রা বগিনীরে লইয়া ত্থ্যাশে পলাইছে! সোজনীবাবু, ব্রাতা-বাঞ্ছারাম, বগিনীমণ্ডলী, আপনগার সম্মুখে আমি আর মু ত্থ্যাহাইতে পার্ছি না, হালার বিটী আজিমা আমারে একেবারে ডুবাইল, বারত-সোন্তান অইতি দিল না, শান্তিদামে যাইতি দিল না! ব্রাতা-বাঞ্ছারাম, আমি য়্যাহানেই চিৎ অইয়া শয়ন করি, বগিনী ক্ষ্যামাসুন্দরীরে কয়েন আমার গলায় পা চাপাইয়া মাইরে ক্যালেন!

ক্ষমা। এই পোড়াকপালে না আপনার বুড়ো ঠান্‌দিদির বিয়ে দিতে চেয়েছিল? শো, নির্ব্বংশের ব্যাটা শো, আর খেদ থাকে কেন, দিচ্ছি তোরে যমের বাড়ী পাঠিয়ে।

সজনী। কন্দর্পকান্ত, দুঃখ ক'রো না, তোমার প্রতি বড়ই অত্যাচার হয়েছে স্বীকার করি।

বাঞ্ছা। ভেঁউ ভেঁউ, অত্যাচার! অত্যাচার! (ক্রন্দন)

ক্ষমা। এই নাও কলুর পোলা আবার চিক্কুরে উঠেছেন, চুঁচড়োর সং আমায় খালি জ্বায়লা ক'র্ছেন।

সজনী। এ অত্যাচারের প্রতিবিধান হ'বে, একজন ভ্রাতা শীঘ্রই পূর্ব্বাঞ্চলে যাবেন, তিনি আপনার স্ত্রী ও ঠান্‌দিদিকে বীরদর্পে উদ্ধার ক'রে আন্‌বেন।

বাঞ্ছা। শান্তি, শান্তি, শান্তি—

ক্ষমা। আঃ মুখপোড়া, আবার সেই শান্তিমাগীর নাম?

(একান্তে ষষ্ঠীবাবু ও নীরদার প্রবেশ)

ষষ্ঠী। চ'লে এস, আবার মাথায় কাপড় টানে, ফুলগুলো যে খারাপ হয়ে যাবে।

নীরদা। তোমার পায়ে পড়ি ভাই, বাড়ী চল, আমি সত্যি সত্যি বল্‌চি বড় ভয় কর্‌ছে, ঐ দেখেছ, উদিকপানে গোরাগুলো সব কেমন ক'রে বেড়াচ্ছে।

ষষ্ঠী। ডারলিং, তুমি আমার ওয়াইফ হ'য়ে একটা সামান্য গোরা দেখে ভয় কর? তুমি জান, আমি এই হাতে ভারত উদ্ধার কর্‌বো; ছিছি!

নীরদা। না বাবু, যদি হঠাৎ গায়ে হাত-টাত দেয়!

ষষ্ঠী। কি! গায়ে হাত দেবে—আমার সাম্‌নে! তখনি আমি তলোয়ারের চোটে—না হয় স্পীচের চোটে একেবারে তাকে ভূমিসাৎ কর্‌বো, তুমি জান না?

সজনী। ওয়েলকম্! ওয়েলকম্! স্বাগত ষষ্ঠীবাবু! ভগিনীকে সঙ্গে ক'রে এনেছেন,—কি সৌভাগ্য—কি সৌভাগ্য—জয় ভারতের জয়!

সকলে। জয় ভারতের জয়!

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—প্রেম—প্রেম!

ক্ষমা। এ মিন্‌ষের যে খালি থেকে থেকে প্রেম উথ্‌লে ওঠে গা—বুড়োবয়সে যে ভারি রস!

ষষ্ঠী। নীরদা কিছু লজ্জাশীলা।

বাঞ্ছা। লজ্জাশীলা—কি অশ্লীল! কি অশ্লীল!

সজনী। এস মিসেস্ চাকি, তোমায় ইনট্রোডিউস্ ক'রে দি, তুমি প্রিয়ভগিনীর লজ্জা ভঙ্গ ক'রে দাও; ইনি হচ্ছেন মিসেস্ দয়িত-দলনী চাকি—ইনি মিসেস্ নীরদাসুন্দরী ভ্যাটাভ্যাল।

ক্ষমা। অলপ্পেয়েরা নামগুলো পায় কোথায়? চাকি, বেলন, ভ্যাটাভ্যাল,—পোড়া একটা যদি মনিষ্যির মতন সোজা নাম থাকে।

দয়িত। ভগিনী নীরদা, তুমি কিসের লজ্জা কচ্ছো? আমরা যদি লজ্জা করবো, তা হ'লে পুরুষেরা যে ভারত উদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হয়েছে তাতে উৎসাহ দেবে কে? তুমি কি জান না, এই যে আমরা প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে স্বাধীন হ'য়ে বাইরে বেরুতে শিখেছি, এইবারেই অতি শীঘ্র ভারত উদ্ধার হ'বে; এস ভগ্নী, আমরা ফুট্‌রেস করি,—দৌড়ুতে পার্‌বে ত—এক শিশি "কুন্তলীন" বাজী।

নীরদা। না ভাই, আমি আজ এই সবে বেড়াতে এসেছি, দৌড়ন-ঢৌড়ন আমার অভ্যাস নাই।

সজনী। ভগিনী দৌড়ুতে শিখ্‌তে হ'বে, প্রাণপণে দৌড়ুতে হ'বে, দৌড় দৌড় কেবল, দৌড়, দৌড় ভিন্ন ভারতের স্বাধীনতার দ্বিতীয় আর উপায় নাই!

বাঞ্ছা। সত্যমেব জয়তে, ভ্রাতা—সত্যমেব জয়তে; প্রেয়সীভগিনী ক্ষমাসুন্দরী তাড়া করেন, আমি দৌড় দিই, এইরূপে আমি ভারত উদ্ধারের উপায় অভ্যাস করি। (ক্রন্দন)

কন্দর্প। স্যা বারত উদ্ধার আমি খুব পার্‌মু। ফাল পারিয়ে পারিয়ে আমি খুব দৌড় দিতে পার্‌মু।

(তিতুরাম ঠাকুরের প্রবেশ)

তিতু। শুনেছি যে অপরাহ্নকালে এই-খানেই মেয়েমানুষ নিয়ে পায়চারি ক'রে থাকে। আছ কি বাবা, ও ব্যাটম্বলবাবু, আছ কি? বলি এতটা পথশ্রম ক'রে ভদ্রলোক এলুম, সাড়া দাও না বাবা।

দয়িত। ও কেও! সজ, সজ, হোয়াট্ এ ফ্রাইট্! বদ্‌চেহারা! বদ্‌চেহারা! স'রে যেতে বল, নয় ত আমি মূর্চ্ছা যাব।

সজনী। দয়ি, ডার্লিং, ভয় নাই—ভয় নাই।

তিতু। কি ঠাক্‌রুণ, অমন ত্যাওড়াচ্ছ ম্যাওড়াচ্ছ কেন? তিতুরাম গাঙ্গুলী, ভদ্রসন্তান, জ্যাণ্টলম্যান—তোমার চেয়ে বড় বড় ভদ্র মেয়েমানুষের বাড়ী আমার যাওয়া আসা আছে, তা জান? ফিরিঙ্গী কামিনীর হোথায় যদি তিতুরামের খাতিরটা দেখ ত অমনি ব'সে পড়, আমাদের যে দৈর্ঘ্যটা আসুটা, তা বড় খামকা পাওয়া যায় না, মেজাজ আমীরি, বাবা নড়ে চড়ে কে! তবে আড্ডাধারী খুড়ো নূতন লাইসেনটা পেয়ে কালীঘাটটা দিলে, ট্রামের গাড়ীতে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, তাই এতটা পৌছন গেছে।

সজনী। তুমি চাও কি, কা'কে খোঁজ?

ক্ষমা। মিন্‌ষে গুলিখোর বুঝি—

তিতু। বাঃ বাঃ, ঠাকরুণ, তুমি ত দেখ্‌ছি বাবা নেহাত বেরসিক, খাম্‌কা ভদ্রসন্তানকে

অপমানের কথা কইছ? হ্যাগা বাবু, ব্যাটস্বলবাবু তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিল না?

সজনী। ব্যাটস্বল কে?

তিতু। আহা, ঐ ষষ্ঠী কেষ্ট ব্যাটস্বল গো, এমন খেলোয়াড়ী নাম ত কখন শোনা যায়নি।

সজনী। ওঃ, ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যালকে খুঁজ্‌ছ?

তিতু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ ব্যাটস্বলই বল আর বাতব্বলই বল, সবই এক, সুশ্রী স্বচপ কোন্‌টা বল; তিনি না তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলেন?

ষষ্ঠী। (অগ্রসর হইয়া) কে কে—আমার নাম হচ্ছিল না?

তিতু। হ্যাঁ বাবা, ঐ মোলায়েম নামই এখন জপমালা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; বোক্‌নই ফাটুক, আর মালই ঝোসোড় হ'ক, পেছনে লেগেছ যে রকম, কাজেই দায়ে প'ড়ে নামটা মধ্যে মধ্যে কর্‌তে হয়; আড্ডাধারী খুড়ো বিশেষ ধ'রেছে পাক্‌ড়েছে, তাই আবার তোমার ইন্তাজারিতে আস্‌তে হয়েছে,—দেখ বাবা, একটা কথা রাখ, আফিমটা ওঠাবার মতলবটা আসটা ছেড়ে দাও, না হ'লে মদে আর দেশ রাখ্‌বে না বাবা;—লক্ষি লক্ষি লোকের পেটে কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতি ক'রে আরতির আসবাব জমে যাবে, আর কত শিষ্ট শান্ত প্রাচীন ব্যক্তি একটু আফিমের জোরে বেঁচে আছে, তাদেরও মহাপ্রাণীর হানি হবে।

ষষ্ঠী। হেথায় আবার ত্যক্ত কর্‌তে এসেছ—যাও যাও, তুমি গোল ক'রো না, সব এখানে লেডীরা র'য়েছেন।

তিতু। তা থাক্‌লেনই বা লেডীসিপেরা,—তোমরাই বা কোন্‌না রয়েছ? এমন ত নয় যে, আমি একাই পুরুষ মানুষ, তোমরা ত আর ব্যাকর্ণর ক্লীবলিঙ্গ নও।

সকলে। অশ্লীল, অশ্লীল!

তিতু। ও বাবা, এদের যে ভারি শ্লেষ্মার ধাত দেখ্‌ছি। ব্যাকর্ণর কথাটী পর্য্যন্ত মুখে আন্‌বার যো নেই; ছেলেবেলায় পড়াশোনা গিয়েছিল, ভোলা কি যায়; তোমরা লাট গবর্ণর হ'লে দেখ্‌ছি, ক্রমে মকরধ্বজ পর্য্যন্ত খাওয়া বন্ধ হ'বে, আর মদনমোহনকে বাগবাজার ছাড়া কর্‌বে। সেই যে কথা আছে—জামাইকে ব'ল্লে জামাই মুড়কী খাবে? জামাই ব'ল্লেন "কি—খৈয়ে গুড় মেখে হয় মুড়কী, গুড় আসে গোরুর গাড়ীতে, গোরুর গাড়ী করে ক্যাঁচ ক্যাঁচ, ছুঁচোও করে ক্যাঁচ ক্যাঁচ,—তবে আমি কি ছুঁচো? আমার অপমান!" তোমরা যে সেই রকমই কথার অর্থ কর দেখ্‌তে পাই; তা থাক বাবা তোমরা তোমাদের লেডীসিপের বডিগার্ড হ'য়ে, আমি চল্লেম, কিন্তু আফিম যদি উঠিয়ে দাও, তা হ'লে তোমাদের সর্ব্বনাশ হ'বে।

[প্রস্থান।

সজনী। ছি ছি, কবে এই সব নীচ লোক পৃথিবী হ'তে লোপ পাবে?

ক্ষমা। কেন, মন্দটা ও বল্‌ছিল কি; মদ খেয়ে হুটোপাটী কর্‌বার চেয়ে একটু একটু আফিম খাওয়া ভাল নয়? বাবার অমন পেটের অসুখ আফিমে সেরে গেল; আমাদের গাঁয়ের কায়েতদের কেষ্টটা কল্‌কেতায় চাকরী কর্‌তে এসে মদ খেয়ে চাকরী খুইয়ে, পেটে কাঁসর ঘণ্টা হয়ে মর্‌তে ব'সেছিল, এখন বাবার পরামর্শে আফিম ধ'রে কেমন হয়েছে;—বাইরে কোটাটী কর্‌লে, বৌকে দুপাঁচ ভরি সোণা দিয়েছে, ঠাকুর মশাইকে ডাকিয়ে মন্ত্র নিলে, কারুর পানে উঁচু নজরে চায় না,—শরীরও দিব্যি হয়েছে, আগেকার কেষ্টামাতালকে এখন আর চেনা যায় না।

(নেপথ্যে মত্ত সেলার) Drink to me. (গীত)

কন্দর্প। সজনীবাবু ত্যাহেন ত, য়্যাড্ডা শ্যালর না ত্যাশা খাইয়ে এইবাগে আস্‌ছে?

সজনী। তাই ত তাই ত!

নীরদা। ও মা, আমি কোথা যাব!

ষষ্ঠী। র'স র'স, আগে দেখা যা'ক্ ও কি রকম ইংরেজ, ভারতের শত্রু—না ভারতের বন্ধু।

(সেলারের প্রবেশ ও সকলের সভয়ে দূরে গমন)

সেলার। (গীত) Drink to me,
Drink to me,
Drink to me,

বাঞ্ছা। ভগিনী ক্ষমাসুন্দরী, সম্মুখীন হও, আমি তোমার অন্তরালে যাই।

সেলার। Fine woman indeed, come on my Rosebud.

ষষ্ঠী। Now—Sir—don't interfere—with এঁ-এঁ এঁ—our ladies—

কন্দর্প। হাঁ ত সাহেব, যাও, তুমি অপর যায়গামে যাইয়ে এ-এ—পাইচারি কর, হাম-লোক হিয়া লেডী লেকে বায়ু সেবন কর্-কর্-কর্‌তা হায়, তুমি কাহে-এঁ-এঁ মাতলামি করনে আয়া?

সেলার। Hang your gibberish you Catter-Box; the ladies are mine. (ঘুষি তুলিয়া অগ্রসর হওন)

নীরদা। ও মা গো, কি হবে গো!

ক্ষমা। দরি, দৌড় দৌড়, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়!

পুরুষগণ। দৌড় দৌড়! ভারত উদ্ধার, ভারত উদ্ধার!

(অন্তরালে পলায়ন)

সেলার। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! (নীরদার পথ রোধ করণ)

ষষ্ঠী। (উঁকি মারিয়া) এ কি! এ কি! এস ভাই সকলে সাহায্য কর, আমার নীরদাকে ধ'রেছে।

সজনী। উচিত উচিত, ভাই বাঞ্ছারাম, সাহায্য কর, সাহায্য কর।

বাঞ্ছা। অবশ্য অবশ্য; ওরে আয় মহা-পাতকী ইংরেজ! আমি তোকে প্রেম দিব, প্রেম দিব, ওরে স'রে আয়, অজস্র প্রেম নিয়ে যা!

নীরদা। ওগো ওগো, আমায় রক্ষা কর গো তুমি আমায় কেন এখানে আন্‌লে গো, তুমি যে বল্‌ছিলে, সাহেব টাহেব যদি আমার গায়ে হাত দেয়, তুমি যে তা'কে মেরে ফেল্‌বে গো, ওগো, তুমি সরে এস, আমায় বাড়ী নিয়ে যাও!

সেলার। Deary don't be silly.

কন্দর্প। ও হালার সাহেব! বৌরি তুমি ছারান দেগা নেই, খ্যা-খ্যা-খ্যা-খ্যাখেগা, কনেষ্ট-বল বোলায়েগা?

নদে। ও কাষ্টপিল, ও কাষ্টপিল, ওরে হাদে আয়, এট্টা বাল্‌মান্‌ষির মাইয়া মারা পরে খাথ আইসে।

সেলার। ভাগো ইউ জঙ্‌লি, Or else I will dosh your broins out, (ঘুসি তুলিয়া অগ্রসর হওন)

সকলে। বাবা রে, বাবা রে দৌড় দৌড়।

(সকলের পলায়ন)

নীরদা। ও সাহেব, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও। আমি হিঁদুর মেয়ে, ভদ্র-লোকের মেয়ে, আমি এখানে আস্‌তে চাইনে, আমার সোয়ামী আমাকে জোর ক'রে এনে-ছিল; ও সাহেব, আমায় ছেড়ে দাও, আমি আর কখনও আস্‌ব না! ওগো, তুমি কি সত্যি সত্যি আমায় ফেলে পালিয়ে গেলে গা? এই কি তোমার বীরত্ব ফলান! একটা সাহে-বের কাছ থেকে তুমি তোমার স্ত্রীকে রক্ষা কর্‌তে পাচ্ছ না, আর তুমি লড়াই ক'রে ভারত স্বাধীন করবে! ওগো তোমরাও ত পাঁচজন ভদ্রলোক ছিলে, সবাই কি পালালে?

(ষষ্ঠী কৃষ্ণ অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইয়া)

ষষ্ঠী। সজনীবাবু, এস, সকলে সাহায্য কর,

কি, আমরা না ভারত-সন্তান—একজন মাতাল সেলার এসে আমার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক আট্‌কে রাখ্‌বে, আর আমরা কিছু ক'র্‌তে পার্‌ব না? বাঞ্ছারামবাবু, চল অগ্রসর হও।

বাঞ্ছা। অনুতাপ করুন, অনুতাপ করুন, বিবাদে প্রয়োজন নাই, "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম"—সাহেবের গায়ে কখনও হাত তোলা যেতে পারে না, পশুক্লেশ-নিবারিণী সভার লোক ধ'রে নিয়ে যাবে!

ষষ্ঠী। (অতি কাতরভাবে) Please leave my wife.

সেলার। Your wife! you brute; had she been your wife, you wouldn't have stood there making faces.

নীরদা। ওগো, এস গো, ওগো, সকলে এস গো, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি,—ও ভাই, তোমারও ত মেয়েমানুষ, তোমাদের দৌড়ুন অভ্যাস আছে, তোমরা দৌড়ে পালালে, আমি পার্‌লুম না ব'লে সকলে কি আমাকে এই পিশাচের হাতে ছেড়ে দেবে?

ক্ষমা। মুখপোড়ারা এতগুলো মিন্‌ষে রয়েছিস্, কোমর-টোমর বেঁধে তেড়ে যা না, সকলে গিয়ে হুড়মুড় ক'রে ব্যাটাকে ফেলে দিয়ে বুকে হাঁটু দিয়ে ব'স না।

বাঞ্ছা। ভগিনী, তুমি যদি পার, অগ্রসর হও, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

ক্ষমা। আ মর্ মিন্‌ষে কলু, আমি মেয়েমানুষ এগিয়ে যাব, আর তোরা গাছের আড়ালে ল্যাজ গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বি?

ষষ্ঠী। এ অত্যাচার আমি কখনই সহ্য কর্‌বো না, কখনই নয়;—আমি য্যাজিটেসন কর্‌বো, টাউন্‌হলে মনষ্টার মিটীং কন্‌ভিন্ কর্‌বো, সমস্ত কাগজে করেস্‌পণ্ডেন্স লিখ্‌ব, শেষ পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত যাব,—দেখি, আমার স্ত্রী আদায় হয় কি না

সজনী। এ অতি উত্তম কথা, আসুন, এখনি একটা কমিটী ফর্‌ম্ করা যাক্, এর জন্য পার্লামেণ্টে ডেলিগেট পাঠাতে হবে।

বাঞ্ছা। বিজ্ঞাপনটা লিখে দি'ন, আমি এখনি চাঁদার খাতা লয়ে বাহির হই, ভগিনীর উদ্ধারের জন্য গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভিক্ষা কর্‌বো।

ষষ্ঠী। প্রিয়ে তুমি, ভেব না নিশ্চিন্ত হও, তুমি জেন যে, তোমার প্রতি যে এই অত্যাচার, এ হ'তে ভারতের অনেক মঙ্গল হ'বে; উপযুক্ত চাঁদা আদায় হয় যদি, আমি স্বয়ংই ডেলিগেট হয়ে বিলেত যাব, সেখানে পার্লামেণ্টে মহা আন্দোলনের ঢেউ তুল্‌ব, ষষ্ঠীকৃষ্ণ যে কত বড় বীর, জগৎ তা টের পাবে; ঐ দুরাত্মা সেলারকে যথোচিত দণ্ড দিয়ে একদিন না একদিন তোমার সমক্ষে অপমান কর্‌বো।

সজনী। চলুন চলুন, এখনি সভা করা যা'ক্, ষষ্ঠীবাবু, এবার আমি সভাপতি হ'ব।

ক্ষমা। ও অলপ্পেয়েরা! এখন ভদ্রলোকের মেয়েটা রইল সাহেবের হাতে প'ড়ে, তোরা সভা কর্‌তে চল্লি কি?

সজনী। সব কাজই নিয়মমত হওয়া চাই, আন্‌পার্লালেণ্টেরি রকমে কিছু করা যেতে পারে না; চল চল সকলে চল, জয় ভারতের জয়!

সকলে। জয় ভারতের জয়!

নীরদা। সে কি গো, তোমরা আমায় ফেলে কোথায় যাও গো? সভা কি? আমার যে এখন মান যায়, জাত যায়, প্রাণ যায়, ধর্ম্ম যায়! ওগো, এ বিপদে কে আমায় রক্ষা কর্‌বে গো! ওগো, আমার আপনার স্বামী যে আমায় দস্যুর হাতে ফেলে পালায়! ও মা দুর্গা, ও মা কালী, কোথায় হরি দয়াময়, তুমি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ ক'রেছিলে, আজ এই অবলা কুলবালার লজ্জা রাখ!

সেলার। টুমি কেন ভয় কর্‌ছো, আমি টোমায় খুব বালো রাখ্‌বে, টোমায় হজ্‌ব্যাণ্ড

শালা কুত্তাকা মাফিক বাগ্ছে, হামি আছে, কি ভয়?

নীরদা। আমার স্বামী আমাকে বেশভূষা কর্তে গাওনা বাজনা কর্তে শিখিয়েছেন; প্রেমের গল্প বিরহের কবিতা প'ড়্তে শিখিয়েছেন, কখনও ধর্ম্ম-শিক্ষা দেন নাই, তাই ঠাকুর কখনও তোমায় ডাকিনে, তা ব'লে তুমি আমায় পরিত্যাগ ক'রো না, দয়াময় হরি, আমায় রক্ষা কর!

বাঙ্গা। পৌত্তলিকতা! পৌত্তলিকতা! (ক্রন্দন)

(তিনকড়িমামা ও অশনির প্রবেশ)

তিন। কি এ—কি সর্ব্বনাশ! মেয়েমানুষের গলার কান্না শুনেই আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল যে, আমাদের ঘরের অকালকুষ্মাণ্ডেরাই একটা কি কাণ্ড বাধিয়েছে; কে ষষ্ঠী না—ও স্ত্রীলোকটী কে?

ষষ্ঠী। আমার স্ত্রী।

অশনি। ভাগ্যে তিনকড়ি! মামা! আমরা এই দিক্টাতেই বেড়াচ্ছিলুম।

ষষ্ঠী। দেখ দেখ তিনকড়ি মামা, তুমি না আমায় ভারত উদ্ধারের চেষ্টা ছাড়্তে বল, আজ অত্যাচারটা দেখ, পাপিষ্ঠ মাতাল গোরার স্পর্দ্ধা দেখ!

তিন। তা ত দেখ্ছি, তা ঐ বালিকাটীকে একটা বদমায়েস সাহেব মাতাল হ'য়ে আক্রমণ ক'রেছে, এ দেখেও তোমরা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে এখানে কি ক'র্ছ?

অশনি। কাছেই স্কটটমসনের বাড়ী, সেখান থেকে খানিকটা নাইট্রোগ্লিসেরাই এনে পিচকিরি দিলেই হ'ত, আপনি কচ্ছেন কি?

ষষ্ঠী। কি কর্ছি, মনে করবেন না যে আমি চুপ ক'রে আছি, এখনি সভা কর্বো, লেক্চার দেব, পার্লামেণ্টে যাব, আপনি জান্বেন, এ সব বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি না।

কন্দর্প। আমি আরাই টাহা চাঁদা দিমু।

ক্ষমা। চুপ কর্ নির্ব্বংশের ব্যাটা—আওয়াজ দেখ!

তিন। চিকিৎসা করাও, ষষ্ঠী, চিকিৎসা করাও, তোমরা সত্যই পাগল হয়েছ! আপন স্ত্রীকে একটা দুর্ব্বৃত্ত মাতালের হাতে ফেলে তোমরা যাচ্ছ কি না সভা করতে, চাঁদা তুলে বিলেতে গিয়ে পার্লামেণ্টে লেক্চার দিয়ে স্ত্রীকে উদ্ধার কর্বে? ধিক্! ধিক্! আপনার স্ত্রীকে অপমান হ'তে রক্ষা কর্বার ক্ষমতা নাই, আবার স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা মুখে আন? তোমার গলায় দড়ি যোটে না? এই একটা সামান্য গোরা, তোমরা এই ক'জন রয়েছ, মার খাবার ভয়ে ওর কাছে এগুতে পাচ্ছ না, না হয় দু ঘা মার্বে, না হয় ম'রে যাবে, তবু যে তোমার ধর্ম্ম-পত্নী, যার পৃথিবীতে তুমি বই আর সহায় নাই, রক্ষা কর্বার কেউ নাই, তা'র উদ্ধারে তুমি অগ্রসর হচ্ছ না, এত প্রাণে ভয়! যত দিন না প্রাণ অপেক্ষা মানকে মূল্যবান্ জ্ঞান কর্বে, ততদিন কলঙ্কিত জিহ্বায় স্বাধীনতার কথা উচ্চারণও করো না! বুঝ্তে পাচ্ছ কি,—সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী, একতা এ সব তোমাদের জিভ ছাড়িয়ে প্রাণে পৌঁছায়নি; অবলার ক্লেশ, আত্মোন্নতি, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, জাতীয় বল, দেশের মঙ্গল, এ সবের ছায়াও তোমাদের প্রাণে নাই;—কেবল হুজুগ, কেবল সস্তায় নাম বাজান, কেবল নীচ সঙ্কীর্ণ আত্ম-স্বার্থসিদ্ধির নামান্তর মাত্র!

ষষ্ঠী। তিনকড়ি মামা, আর ব'লো না, আর লজ্জা দিও না, এঁরা সকলেই পালালেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাই পালিয়ে এসেছি; তুমি আমার যথার্থ হিতৈষী, সহায় হও, আমি জানি, তুমি হিঁদুয়ানিই কর আর সাবেকি চালেই চল,

বিপদের সময় তোমার সাহস আছে, তুমি আমার নীরদাকে বাঁচাও, আমার মান বাঁচাও, আমি তোমার কাছে কেনা হ'য়ে থাক্‌বো, আমি এমন কর্ম্ম আর কখনও ক'র্‌বো না।

নীরদা। আপনি যে হোন—আমার পিতা, আমি আপনার কন্যা,দুহিতার ধর্ম্ম রক্ষা করুন, প্রাণ বাঁচান!

তিন। নাউ জ্যাক্ লীভ্ দি লেডী।

সেলার। ওঃ জেমিনি! গো টু দি ডেভিল!

তিন। তোর কিচির মিচিরের নিকুচি ক'রেছে, আমার বাড়ী জাহানাবাদ, আমায় চেন না—একটী লাঠিতে তোর মাথাটী দোফাঁক ক'র্‌বো হারামজাদা মাতাল!

সেলার। এই—এই—কর কি তিনকড়ি মামা!

তিন। এঁ্যা! এ কি—কে এ?

সেলার। (পরচুল খুলিয়া) ফটিকচাঁদ দেবশর্ম্মণ, চক্রবর্ত্তী।

তিন। ফটিক!

নীরদা। দাদা!

সকলে। (বীরদাপে অগ্রসর হইয়া) এঁ্যা, বাঙ্গালী আহা-হা-হা!

কন্দর্প। ও হালা, এতক্ষণ তা বলনি, আমি চাকা মার্‌তাম।

ক্ষমা। চাকা কি রে নির্ব্বংশের বেটা!

কন্দর্প। যারে তোমরা ইট্টে কও, হেই ইট্টে ছুরে মার্‌তাম, শালা গ্যাশি লোক জান্‌তি পার্‌লে।

বাঙ্গা। জয় ভারতের জয়! ওহোঃ, কি ভ্রম! কি ভ্রম! (ক্রন্দন)

ষষ্ঠী। ফটিকচাঁদ! তোমার এ কি অন্যায়?

সজনী। আপনি জানেন, বহুরূপী সেজে রাস্তায় বেরুলে পেনেলকোডের মতে শাস্তি হয়, থামকা থামকা আমাদের এ রকম ভয় দেখান ভাল হয়নি।

অশনি। বাস্তবিক ফটিকবাবু! আপনি বড় র‍্যাশলি কাজ করেছেন, আপনি জানেন, এ রকম হঠাৎ ভয় পেলে নারভাস্ সিষ্টেমের ইলেকট্রিসিটী একেবারে খারাপ হয়ে যায়।

ফটিক। শোন সবাই, তোমরা ত আপনা আপনি সব ভ্রাতা বল, তা ষষ্ঠীবাবুকে যখন শালা বলে থাকি, তখন সেই সম্পর্কে তোমরা সকলেই আমার. শালাবাবু; তোমরা ত কিছু-তেই আক্কেল পাও না, বাতিক ভঃঙ্কর বেড়েছে, সাহেবদের দেখাদেখি ঘরের স্ত্রীকে বাইরে বার করতেই হবে; তাই তোমাদের আক্কেল দেবার জন্যে যা কখন করিনে, তাই করতে হ'ল, এই ম্লেচ্ছর পোষাক আজ পরতে হ'ল। আর গোল-টোল ক'রো না, ঘরে যাও; এই সাজা সাহেব দেখেই সব ল্যাজ গুটিয়েছিলে, ভাব দেখি, আজ সত্যি সত্যি যদি একটা কাণ্ড হতো, তা হ'লে কি হ'ত! কি ভ্যাটাভ্যাল, আর স্ত্রী-স্বাধীনতা ক'র্‌বে?

তিন। এখন যাও, গোল ক'রো না, ফটিক-চাঁদ ফষ্টিনষ্টি করুক আর যাই করুক, আজ কৌশল করে তোমাদের যা শিক্ষা দিয়েছে, এটী বেশ ক'রে মনে ক'রে রেখ, আগে আপনারা স্বাধীন হও, আত্ম-রক্ষা করতে শিক্ষা কর, তার পর স্ত্রীলোককে স্বাধীন ক'রো। স্বামীর প্রধান কর্ত্তব্য স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করা, আদর-যত্ন করা, ইহকাল পরকালে রক্ষা করা, সেইটী যেখানে যেমন অবস্থায় রেখে ভাল ক'রে করতে পার, তারি চেষ্টা কর।

ফটিক। কেমন শালা ভ্যাটাভ্যাল, শুনা হ্যায়? আপনার মার পেটের বোন্, কি কর্‌বো, রং টং মেখে গোরা সেজেছিলুম, এর পর একটু আধটু হুইস্কি খাইয়ে সত্যি গোরা কার উপর কোন্ দিন নেলিয়ে দেব, ভাল মন্দ লোক যে যেখানে আছ সাবধান হও!

মহিলাগণ— (গীত)

ছি ছি ছি হব না আর ঘরের বার।
কুলবালা.কুলে ।রব মুখে আগুন সভ্যতার॥

প্রাণনাথ করি মানা, সাজিও না আর বিবিয়ান।
ঘরের লক্ষ্মী বাইরে এনে,
দেশ দিও না ছারেখার।
রমণী-রতন-হারে, যত্নে রাখ নিজাগারে,
হীরা মতি হাট-বাজারে,
কে বল ভাই ছড়ায় আর॥

যত চাও ক'র্‌বো মান,
মান ভেঙে নাথ রেখো মান,
কত টাণ প্রাণে প্রাণে
বুঝ্‌বো তখন কেমন কার;—
কাজ নাই আর স্বাধান হয়ে
একদিনেতে পেলেম তার॥

যবনিকা-পতন।

তরুবালা

(সামাজিক নাটক)



নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক (বসু)	ধনাঢ্য ব্যক্তি।
অখিলচন্দ্র দত্ত	মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিবেশী সঙ্গতিপন্ন যুবক।
বেণী	অখিলের ধর্ম্ম-ভ্রাতা।
হারাণ	মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালক।
বিহারী	অখিলের সহাধ্যায়ী।
হীরালাল	বেণীর অনুগত ব্যক্তি।
শোভন্‌লাল	চৌবেঠাকুর।

মধুসিং, ভিখারীদ্বয়, পাহারাওয়ালা ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

প্রসন্নময়ী	অখিলের মাতা।
আমোদিনী	মৃত্যুঞ্জয়ের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী।
তরুবালা	অখিলের স্ত্রী।
শান্ত	অখিলের বিধবা ভগিনী।
দামিনী	বেণীর স্ত্রী।
সহচরী	গোয়ালিনী।
পারুল	শিক্ষিতা বারাঙ্গনা।
বামা	পারুলের মাতা।
হেনা, কিস্‌মিস	পারুলের পরিচিতা বারনারীদ্বয়।

তরুবালা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অখিলের বাটীর দরদালান।

প্রসন্ন ও অখিল।

প্রসন্ন। তা বাছা, যা ভাল বোঝ, তা কর, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও।

অখিল। এ যে মা তোমার অন্যায় রাগ!

প্রসন্ন। রাগ কি বাছা, আর আমি কত দিন কর্‌বো? তোমায় মানুষ-মুনুষ কল্লেম, ডাগর-ডোগর হলে, জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে, এখন আপনার সংসার আপনি কর, চিরকালই কি সংসার নিয়ে জড়িয়ে প'ড়ে থাক্‌ব, আমার কি আর তীর্থধর্ম্ম নাই?

অখিল। তা হলে আমি কোথায় যাব?

প্রসন্ন। সত্য সত্য তো আর তুমি কচি-খোকাটী নাই; আর মা কি লোকের চির-কালই বেঁচে থাকে? আমার কাজ যা আমি করেছি, বৌ ঘরে এনে দিয়েছি, তাঁকে নিয়ে ঘর-সংসার কর। এক বেলা এক মুটো আলোচাল নিয়ে কাজ, এ ঝক্কি আমার কেন?

অখিল। মা, তোমায় আমি বোঝাতে পাল্লেম না; ওর সঙ্গে আমার মিল হবার যো নাই।

প্রসন্ন। কেন যো নাই? সত্য সত্য তো আমি বাগ্দীর মেয়ে ঘরে আনিনে। বৌমা আমার লক্ষ্মীঠাকৃরুণ, যেমনি রূপে, তেমনি গুণে; বাছা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কাজ করে।

অখিল। কাজ ক'র্‌লেই বুঝি 'লভ' (Love) হয়?

প্রসন্ন। কি হয়?

অখিল। লভ্ লভ্; সে মা তুমি বুঝতে পার্‌বে না, তা যদি বুঝ্‌তে, তা হ'লে আর আমায় দুষ্‌তে না।

প্রসন্ন। বে হলো, বৌ এল, ঘর-সংসার কল্লে, ছেলেপুলে হ'লো, এই লাভ, আর লাভ কি?

অখিল। লাভ নয় মা,—লভ্ লভ্, যাকে প্রণয় বলে।

প্রসন্ন। আলাপ-প্রণয় ক'র্‌লেই প্রণয় হয়। তুইই তো অম্বরস করিস্, বৌ তো আর ঝগ-ড়াটে নয়; এত হেনস্থা, তবু বাছা আমার দুটী ঠোঁট এক করে না।

অখিল। বল্লেম তো, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না; এ আলাপ-প্রণয়ের প্রণয় নয়, এ—এ—এ আর এক প্রণয়।

প্রসন্ন। তা যাই হোক্ গে বাছা, আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও, আমিই বালাই হয়েছি, আমি তফাতে গেলেই তোমাদের সব গোছ হবে।

অখিল। আচ্ছা, তুমি যে রাগ ক'চ্ছো, আমার দোষ কি? যেখানে প্রণয় হলো না, আমি ভণ্ডামো ক'র্‌তে চাই না, আর তো কিছু নয়; এমন তো নয় যে ঘরে থাকি না, উড়োন-চড়ে বাউণ্ডুলে হয়েছি, তা হ'লে

ব'ল্‌তে পার্‌তে; আমি আপনার দুঃখে আপনিই আছি।

প্রসন্ন। বল্লেম, একটা কাজকর্ম্ম কর্, তাও তোর হলো না। রাতদিন ব'সে ভাব্‌লেই মন খারাপ হয়; কিছু রেখে গেছে ব'লে কি তাই ব'সে ব'সে ভেঙে খেতে হয়? লেখাপড়া শিখেছ, জ্ঞান হয়েছে, দুপয়সা বাড়াবার চেষ্টা কর; কাজের দিকে মন প'ড়্‌লেই সংসারের ওপর টান হবে।

অখিল। চাকরী আমি ক'র্‌বো না, অত খোসামোদ আমার পোষাবে না। বেণীদা একটা ব্যবসা ক'রতে বলে, তাই তাঁর সঙ্গে একটা পরামর্শ ক'রে আমায় ক'রে দাও না?

প্রসন্ন। তা বেণীকেও জিজ্ঞাসা কর্, তোর ও বাড়ীর ঠাকুরদাদাকে জিজ্ঞাসা কর্ না; যা ভাল হয় কর্ না; আমি কি মানা কচ্ছি?

অখিল। আমিও কি পরিশ্রম ক'র্‌তে রাজী নাই, আমায় যা বল, তাই কর্‌ছি, তবে ঐটী পার্‌বো না, ধ'রে বেঁধে বে দিয়েছ, সেখানে কি প্রণয় হয়?

প্রসন্ন। আচ্ছা, কাজকর্ম্ম কর্, কেমন হয় কি না আমি দেখি। বেণীকে একবার আমার কাছে ডেকে দিস্।

অখিল। আচ্ছা দেবো, এখন আমি চল্লেম।

প্রসন্ন। তোর ও বাড়ীর ঠাকুরদাদা কেন ডেকেছেন, একবার শুনে যাস্।

অখিল। আচ্ছা।

[প্রস্থান।

প্রসন্ন। আমি ম'লে হবে কি, এরা কি ক'রে সংসার করবে? পোড়া অদৃষ্ট আমার না হ'লে অমন ছেলে, অমন বৌ নিয়ে সুখী হতে পাল্লেম না! একটী নাতির মুখ দেখে কাশী গিয়ে বাস ক'র্‌বো, তা আমার কপালে হলো না! তিনি স্বর্গে গেছেন, নিশ্চিন্ত আছেন, আমি পোড়ার-মুখীই জ্ব'ল্‌তে পুড়্‌তে আছি; মেয়েটার কপাল পুড়্‌লো, সাধ ক'রে বৌ আন্‌লেম, তাও নিয়ে ব্যাটা আমার ঘর করে না; পোড়া প্রেম ই তো ফুরোয় না!

(শান্তর প্রবেশ)

এখনও মা, তুমি তোমার রান্না চড়াওনি? বেলা যে ঢের হয়েছে।

প্রসন্ন। তুমি যে বাছা ঠাকুরঘর থেকে বেরুলে, এই ঢের! বাবা! সেই আমি বেরিয়েছি, আর তুমি ঢুকেছ!

শান্ত। পূজো ক'রে মা অমনি বাসনগুলো ধুয়ে রেখে এলেম, আবার ও বেলার ল্যাঠা রাখ্‌বো?

প্রসন্ন। কেন, ঝিকে ব'ল্লে হ্‌তো না?

শান্ত। ঠাকুরঘরের বাসন মা আর ওদের হাতে দিয়ে কাজ নাই, ওরা কি তেমনি মন দিয়ে পরিষ্কার করে, বেগার ঠেলা একবার জল বুলিয়ে দেয়।

প্রসন্ন। বৌ খেয়েছে?

শান্ত। না। সহচরী যে আজ দুধ আন্‌তে বেলা কর্‌লে; দুধটুকু আগুনে চড়িয়েছে, জ্বাল হ'লে তার পর ভাত খাবে। বামুন ঠাক্‌রুণেরও হাত খালি হয়নি, ও বেলার জন্যে মাছ সাঁত্‌লে রাখ্‌ছে।

প্রসন্ন। খেয়ে উঠে দুধ জ্বাল দিলে হতো না? বৌয়ের সকলি বাড়াবাড়ি।

শান্ত। কতক্ষণ হবে, আউটে রাখ্‌বে বই তো নয়।

প্রসন্ন। রোজ পিত্তি প'ড়ে, একটা অসুখ হোক্, তার পর মর্ মাগী, তুই ভেবে মর্।

(তরুবালার প্রবেশ)

তরু। কেন মা, ব'ক্‌ছো কেন? এই যে আমার হয়েছে, উনুন পেড়ে দিয়ে এসেছি, তোমার বোক্‌নো চড়িয়ে দেবে এস।

প্রসন্ন। তোমার বাছা, আমার সঙ্গে পিত্তি পড়ান কেন,? কখন্ রান্না হয়েছে, একটু সকাল সকাল খেলেই হয়।

তরু। পিত্তি পড়্‌বে কেন, তুমি যে নার-কোল নাড়ু করেছিলে, আমি নেয়ে উঠে তা একটা খেয়েছি।

প্রসন্ন। যা বোঝ বাছা কর, আমি আর কদ্দিন,এই বেলা আপনি সব বুঝে সুঝে নাও।

তরু। সে কি মা, তুমি কোথায় যাবে?

প্রসন্ন। আমি চিরকালই বেঁচে থাক্‌বো? যে ক'দিন আছি, একটা তীর্থধর্ম্মও ক'র্‌বো না? তবে লোক ছেলে-বেলা ব্যাটার বে দেয় কেন? অখিলকে বড় কল্লেম, তোমায় ন' বছরের মেয়ে এনে মানুষ কল্লেম, এত দিন দেখ্‌লে শিখ্‌লে, এখন বুঝে সুঝে নাও, আমায় একটু সোয়াস্তি দাও।

শান্ত। সে দাদার হাত,—বৌ কি ক'র্‌বে?

প্রসন্ন। কেন, আমরা কি ক'রেছিলেম? আমরা কি বৌ ছিলেম না? আমাদের শাশুড়ী এমনি হাতে ধ'রে কাজকর্ম্ম শিখিয়ে-ছেন, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছেন, তবে তো এখন গিন্নী হয়েছি।

শান্ত। তা আমার বাবার মতন লোক ক'টা হবে? এ যে দাদা কাছে ঘেঁষ্‌তে দেয় না।

প্রসন্ন। তা ব্যাটাছেলে অমন রাগ ক'রে থাকে, তা ব'লে মেয়েমানুষ কি একেবারে ব'য়ে যায়? কাছে টাছে যেতে হয়, দু'টো খোসামোদ কর্‌তে হয়।

শান্ত। ও কি যায় না, গেলে দাদা কি করে দেখনি?

তরু। ঠাকুরঝি, মাকে নিয়ে এস, অম্বলটা জ্ব'লে যাচ্ছে, আমি একবার দেখি গে।

[প্রস্থান।

শান্ত। চল মা চল, বেলা ঢের হয়েছে।

প্রসন্ন। যেমন পাপ আমি ক'রেছিলেম, ছুঁড়ীর মাও তেমনি পাপ ক'রেছিল! বাছার মত দুঃখী আর নাই!

শান্ত। ও তো মা বারমেসে কথা আছেই, এখন চল, রান্না চড়াবে চল।

প্রসন্ন। চল, মধুসূদন!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মৃত্যুঞ্জয়ের বৈঠকখানা।

মৃত্যুঞ্জয় আসীন।

(অখিলের প্রবেশ)

অখিল। আমাকে ডেকেছ ঠাকুরদা?

মৃত্যু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এস এস সম্বন্ধি।

অখিল। ঠাকুরদার আর সম্বন্ধীর আশ মিট্‌লো না দেখ্‌ছি যে! তিন দফা হয়েছে, আরও চাই?

মৃত্যু। আরে, তারা হলো এক তুমি হলে আসল সম্বন্ধী, তোমার সঙ্গে কি হারাণের তুলনা, না আর কারুর তুলনা?

অখিল। আমায় ডেকেছ কেন?

মৃত্যু। ডেকেছি কেন জান, বার বার তিনবার তো বিবাহ কল্লেম, ছেলেপিলে তো কিছুই হলো না; তা ভাব্‌ছি, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আর কর্‌বো না, নাতবৌ সোমত্ত সামত্ত হয়েছে, তুমি তো ঘরে নিলে না, তা বুড়োকেই কেন দাও না?

অখিল। তোমরাই তো বে দিয়েছ, নিলেই নিতে পার, আমার কি, আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক?

মৃত্যু। সে তো জানি, তোমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু বাড়ীর ভেতর শুনতে পাই, শালী যে তোমার জন্যই কেঁদে খুন হয়!

অখিল। ঠাকুরদা, তামাসা নয়, মার সঙ্গে আমার এই কথা হচ্ছিল, তোমরা বে দিয়েছ, খাওয়াও পরাও, বাড়ীতে থাক, এই পর্য্যন্ত—বস্, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে বোল না।

মৃত্যু। তা তো বলছিনি; তাই এক একবার মনে করি, আমিই নিই; বে দিয়ে নিয়ে এসেছি; ছুঁড়ী কোথায় যাবে; তা তোমার নূতন ঠানদিদি যে ঘরে সতীন থাকতে দেবে, এ আমার বোধ হয় না, বুঝেছ; এক কাজ কর, আমি লুকিয়ে মাইনে দেব এখন, বুঝেছ; একটা ছোকরা দেখে চাকর রাখ, বুঝেছ?

অখিল। তুমি এই জন্য বুঝি আমায় ডেকেছিলে? আমি চল্লেম।

মৃত্যু। আরে বস বস, আচ্ছা ভায়া, আমরা তো মুখ্যু-সুখ্যু বুড়ো; তোমরা ইয়াং বেঙ্গল, এলে বিয়ে পাশ করেছ; পরিবার ত্যাগ করে থাকবে, এ কেমন বল দেখি?—বিবাহিতা স্ত্রী।

অখিল। কিসের বিবাহ, কিসের স্ত্রী? আমি আপনি দেখে শুনে বিবাহ করেছি কি?

মৃত্যু। দেখ, তোমার বে বড় যার-তার মত নয়, নাতবৌয়ের অন্নপ্রাশনের আগে তোমাদের সম্বন্ধ হয়ে গিয়েছিল! তোমার বাপেতে আর শ্বশুরেতে এক আপিসে কর্ম্ম করেছিল কি না, বুঝেছ, তাই তোমার বাপ পার্ব্বতী বাবুকে বলেছিল যে, তোমার মেয়ে হ'লে আমার ছেলের সঙ্গে বে দেব, বুঝেছ? আহা, গোকুল আমার মরবার সময়ও বলে গিয়েছিল যে 'কাকা, আমার অখিলের সঙ্গে পার্ব্বতীর মেয়ের বে দিও'।

অখিল। ভাব দেখি ঠাকুরদা, কতটা অন্যায়! বাবা বলে গেছেন তাই, আমি জানিনি শুনিনি, একজনকে বে করতে হবে! আচ্ছা ঠাকুরদা, যাকে নিয়ে চিরকাল ঘর করতে হবে, তাকে আপনি পছন্দ করে না নিলে, কখন ভাববাসা হতে পারে?

মৃত্যু। কেন হবে না ভায়া? বাপ মা ত আপনি কেউ পছন্দ করে নেয় না, তবু তো শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়; ভাই বোনেও তো ভালবাসা হয়, তারাও তো ফরমাসে আসে না; স্ত্রীও তেমনি, বুঝেছ; একসঙ্গে থাকতে থাকতেই ভালবাসা হয়, বুঝেছ?

অখিল। ঠাকুরদা, আমি যে ভালবাসার কথা বলছি, তুমি বুঝতে পারবে না।

মৃত্যু। না, একটা বে করে, ঘর না করে, তুমি ভালবাসা বুঝেছ; আর আমি তিন তিনটেয়ও বুঝতে পাল্লেম না! প্রথম কুলকর্ম্ম হয়—কালো, তার উপর কপাল উঁচু, আবার মুখে বসন্ত; দিনকতক ভারিই চটেছিলেম, ক্রমে বয়েস হতে সব ভুলে গেলেম, মুখ যেমন তেমন হোক্, হাতের রান্না—মোচার ডাল্না, মুড়ীঘণ্ট খেয়েই মন মজে গেল; সে পালিয়ে গেল, হারাণের বোনকে বে করলেম, দেখতে যে এমন কিছু পরী ছিল, তা নয়, তবে তার সেবায় যত্নে ভুলে গেলেম; তার পর তোমার ক'নে-দিদির পালা, সে তো দেখতেই পাচ্ছো। আমার কথা শোন, বেশী নয়, তিনটে মাস একসঙ্গে থেকে দেখ দেখি, তার পর কেমন ঘরছাড়া হতে চাও বুঝি।

অখিল। তা ঠাকুরদা আমি পারবো না।

মৃত্যু। আমার কথা শোন, বোঝ, ঘরসংসার কর; তিনবার বে কল্লেম, ছেলে-পিলে হলো না, এক জাত, প্রতিবাসী, তা ছাড়া আর অন্য সম্পর্ক নাই, তবুও তোমার বাপ আমাকে আপনার খুড়োর মতন মানতো; আমিও তোমাকে আপনার নাতি বই আর ভাবিনে। দুপক্ষে তেরাত্তির শ্রাদ্ধ—পুষ্যিপুত্তুর আমি নিচ্ছিনে; হারাণকে স্থাপিত করা আর

তোমার কনে-দিদির খোরপোষ বাদে আমার যা কিছু আছে, তা বুঝেছ বুঝেছ—তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নাই; ঘর-সংসার কর, ঘর-সংসার কর, নাতবৌ আমার বড় লক্ষ্মী, তোমার লক্ষ্মীশ্রী হবে।

(হারাণের প্রবেশ)

হারাণ। মল্লিক মশায়!—

মৃত্যু। কি হারু, অমন ক'রে ব'সে পড়্‌লি কেন?

হারাণ। আমায় একটু আফিং কিনে দাও, আমি মরি।

অখিল। কেন হারুদা, আবার কি হলো?

হারাণ। প্রাণ যায় ভাই, প্রাণ যায়, তার জন্যে প্রাণ যায়!

মৃত্যু। এই নাও, হতভাগা ছোঁড়া আবার খেপেছে। কি রে শালা, আবার কার জন্য খেপেছিস্?

হারাণ। তোমাদের কি, তোমরা ঠাট্টা কর্‌তে পার; যার হয়, সেই জানে।

মৃত্যু। বিধির সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছে?

হারাণ। আরে রাম রাম! সে কথা আর বোলো না, সে বেটী যাচ্ছে তাই, তার কাছে কি মানুষে যায়?

মৃত্যু। তবে এবার কার পালা?

হারাণ। অখিল বাবু, কারুর কাছে বোলো না; এবার সহচরী বেটীই আমায় সার্‌লে, বেটী কেঁড়ে কাঁকালে ক'রে দুধ দিতে যায় আর আমার মাথা ঘুরিয়ে দেয়!

মৃত্যু। দূর দূর! বেটী বুড়ো, ঐ চেহারা—

অখিল। তা বলা যায় না, যদি যথার্থ প্রণয় হয়—

মৃত্যু। প্রণয় কি হে? সে যে মহাপ্রলয়! সহচরী! সে একটা মহামারী!

হারাণ। যাই হোক্ দাদা, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়!

মৃত্যু। হেরো, আমার কথা শোন্, ভট্‌চাযি মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করেছি, তোর বে দিই, একটা বে কর্, আর অমন পাগ্‌লামো করে বেড়াস্‌নে!

হারাণ। দাদা, তা হবে না, ও আমার মন ঠিক থাকে না; বে করে একজনের কাছে কয়েদ থাকা আমার পোষাবে না।

মৃত্যু। দূর হতভাগা! বে কর্, আমি বে দিই।

(আমোদিনীর প্রবেশ)

আমো। হ্যাঁগা! দরওয়ান গেল, ওকে অমনি রতনচূড়ের কথা বলে দিলে কেন?

মৃত্যু। তা দিয়েছি দিয়েছি, বুঝেছ, দিয়েছি।

অখিল। ক'নে দিদি, আমায় দেখ্‌তে পাচ্ছ—

আমো। যাও, তোমার সঙ্গে আমি কথা কইব না; মাগের কাছে যেতে যে ভয় পায়, সে পুরুষ আবার পুরুষ!

মৃত্যু। ক'নে বৌ, আমি অখিলকে বলেছি, পুষ্যিপুত্তুর আমি নেব না, এই বুঝে সুঝে চলুক।

আমো। যে যা ভাল বুঝ্‌বে কর্‌বে; আমার তরুকে যে না আদর করে, আমি তার সঙ্গে কথা কই না।

অখিল। রাগ কচ্ছো কেন ক'নে দিদি? আমার প্রণয় হলো না—

আমো। প্রণয়ের কিছু বোঝ, না শুধু ব'য়েই পড়েছ?

অখিল। ক'নে দিদি, প্রকৃত প্রণয় তো ব'য়েই আছে।

আমো। তবে আজ থেকে ছাপাখানায় গিয়ে শুয়ে থেকো। তুমি যদি আমার হাতে পড়্‌তে!—

অখিল। ক'নে দিদি, তুমি যে একজন প্রণয়ী।

আমো। আর তরু কি আমার ভুজো-ওলা?

হারাণ। সহচরীর কাছে কেউ নয়!

মৃত্যু। ক'নে বৌ, এস দিনকতক বদলা-বদলি করি।

আমো। তা হ'লে যে তোমার পিত্তি পড়্বে।

মৃত্যু। অখলে শালা অতি চোয়াড়, অমন নাত-বৌয়ের মর্য্যাদা বুঝ্‌লে না। কালে বুঝ্‌বে, কালে বুঝ্‌বে,—বলে—

"এখন না বুঝ্‌লে বঁধু যৌবনের জোরে।
পশ্চাতে কাঁদিবে তুমি অজ ঝোর ঝোরে॥"

অখিল। ক'নে দিদি, আমার ওপর রাগ কোরো না, আমার সাধ্য থাকৃলে আমি ওকে ভালবাস্‌তেম।

হারাণ। সাধ্য নাই তো বলেই—নইলে কি আমি সহচরী বেটীর জন্যে খেপি!

আমো। এখন একবার বাড়ীর ভেতর এস, গর্ম্মিতে ঘুম হয় না, তেতালার ঘরে বিছানা-টিছানা করেছি, দেখ্‌বে এস; অখিল, এস না, আমাদের নতুন ঘর তো তুমি দেখনি।

অখিল। চল।

মৃত্যু। চল হারু।

হারাণ। না, আপনারা যান, আমি তোষা-খানায় পড়ে একটু ভাবি গে। সহচরি! সহ-চরি! ছ' সেরের দর! নতুন দিদি, এক যায়গা থেকে দুধ নেবে? আমি করে দিতে পারি, ছ' সেরের দর, গায়ের বাঁট থেকে দুয়ে দিয়ে যাবে।

আমো। তা হবে, শুনবো এখন এস।

মৃত্যু। চল, এস হে নাতি।

[হারাণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হারাণ। ওহো হো সহচরি রে!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বেণীর বাটী।

বেণী।

বেণী। হোমিওপ্যাথি তো অতি সহজ দেখ্‌ছি; এর আর পড়াপড়ি কি, বই দেখে দেখেই তো চিকিৎসা চল্‌তে পারে। একো-নাইট, বেলেডোনা, পল্‌সেটিলা, নক্সভমিকা, এই চারটের একটা না একটা যে সে রোগে লেগে যেতে পারে। কিন্তু একটা ডিস্‌পেন্সারি আর একখানা গাড়ী না কত্তে পাল্লে পসারের সুবিধা হবে না। অখ্‌লেটাকে বলে একটা ব্যবসায় তো অনেকটা রাজী করেছি, তা এই ডিস্‌পেন্সরিই করুক্ না; ওর মাকে আমি রাজী করাতে পারবো। দেখ দেখি, ভগবানের বিচার! আমি এত ফিকির খাটাচ্ছি—মত্‌লব কর্‌ছি, অথচ একদিনও সুশৃঙ্খল হ'তে পাল্লেম না, আর অখ্‌লের মজা দেখ, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাচ্ছে; বাপের বিষয় তো ভোগ কর্‌ছিলই, জলেই জল বাধে, কোত্থেকে দেখ না বোন্‌টা বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়ীর বিষয় বা'র করে নিয়ে বাড়ীতে এসে ঢুক্‌লো, মজা ক'রে এখন তা'ও ভোগ কর্‌ছে! শান্তকে কোন রকম ক'রে হাত কর্‌তে পারি! কুভাবের কথা ওর সঙ্গে চল্‌বে না, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে আবার বে কর্‌তে রাজী করাতে পারি, তা হ'লে বিষয়টাও হাতে আসে, স্ত্রীর মতনও স্ত্রী হয়! যিনি আছেন, এঁর বাক্যির জ্বালায় তো অস্থির! অখ্‌লেটাকে না বওয়াতে পার্‌লে কিছুই হচ্ছে না। হীরেকে তো লাগিয়েছি, দেখি কি হয়। একটা ডিস্‌পেন্সরি আর এক-খানা গাড়ী চাই-ই চাই। বাড়ীখানা এক-প্রকার বেড়ে জমকাল রকম পাওয়া গেছে, বিস্তর ভাড়া পাওনা, নোটীস দেব দেব কর্‌ছে, যাক্, টাকাটা বের কর্‌তে পার্‌লেই মাস দুয়ের

ভাড়া ফেলে দেব, তা হ'লে দিনকতক টাল দেওয়া যাবে।

নেপথ্যে হীরালাল। বেণীবাবু! বেণীবাবু!

বেণী। কে ও?

নেপথ্যে হীরা। আজ্ঞা আমি হীরালাল।

বেণী। হীরু! এই যে নাম কর্‌তে কর্‌তেই; ওপরে এস না। (স্বগত) একটা কিছু যোগাড় হলে এ ছোড়ার কিছু করে দিতে হবে।

(হীরালালের প্রবেশ)

হীরা। বেণীবাবু! বড় মজা হয়েছে,—বাবু মজ্‌গুল!

বেণী। কে বাবু?

হীরা। অখিল বাবু—একবারে হাবুডুবু!

বেণী। অখিল! অখিল কি হয়েছে?

হীরা। আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আজ নিয়ে গিয়েছিলেম।

বেণী। কোথায়?

হীরা। পারুলের বাড়ী।

বেণী। মেয়েমানুষের বাড়ী? কি রকম? কি রকম?

হীরা। পারুল—ও স্কুলের ছেলে-ধরা মাগী! বিকেল বেলা এলো চুল করে বই হাতে ছাদের উপর কেদারায় বসে থাকে কি না, বাবু তাই ক'দিন বেড়াতে গিয়ে দেখেছিলেন, ভয়ে ঢুক্‌তে পারেননি। আজ আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেম।

বেণী। অ্যাঁ, অখিল 'গেছলো! ও যে বেশ্যার নাম শুন্‌লে জ্বলে যেত।

হীরা। তবে আর মজা কি; বাবু বলেন, ও বেশ্যা নয়, অমন ইংরেজী পড়্‌তে পারে, সাধু-ভাষায় কথা কয়, ও কি বেশ্যা হতে পারে? পারুল—ও বামচাঁদের মেয়ে, আসল মাগী, ও বেটী ধাঁজ বদ্‌লেছে, জানে, এখন লেখাপড়া জানা লোকের সঙ্গে বাজারে-মাগীদের কেতায় কাজ হয় না, একটু ইংরেজী ফিংরেজী প'ড়ে নূতন ঢং ধরেছে।

বেণী। তা অখিল গেছলো?

হীরা। আমায় সঙ্গে করে নিয়ে, সে যে ধরণ—আমি ঢের কষ্টে হাসি চেপেছিলেম; খালি লেখাপড়ার কথা, আর বলে 'লভ্ লভ্' আমার কুভাব নেই, আমি খালি 'লভ্' বুঝি।

বেণী। ঐ তো ওর উইক্ পয়েন্ট (weak point)।

হীরা। যে রকম দেখ্‌লুম, ও এপয়েন্ট (appoint) হ'বে, কুভাব টুভাব ঘুচে যাবে।

বেণী। আচ্ছা হীরু, আজকে তোমার খবরে আমি খুসী হলেম। যদি ওদিকে অখিলের মন রাখ্‌তে পার, তা হ'লে বোধ হয়, ওর মা'র ঠেঁয়ে ডিস্পেন্সরি কর্‌বার টাকাটা বাগিয়ে সাগিয়ে বার করতে পার্‌বো, একটু জাঁকাল রকম করা যাবে।

হীরা। আমার কি হ'বে?

বেণী। ডিস্পেন্সরিটে কর্‌তে পার্‌লেই তোমায় একটা যোগাড় করে দেব; কম্পাউণ্ডারি কর্‌তে পারবে না?

হীরা। তা দেখিয়ে শুনিয়ে দিলে পার্‌বো না কেন? তা যা হোক্, একটা কিছু কর্‌বেন, দেরি কর্‌বেন না; এখন চল্লেম।

[প্রস্থান।

বেণী। ভগবানের ইচ্ছায় অখিল যদি বা'রমুখো হয়, তা হলে তো আমি ও বাড়ীর কর্ত্তা; তখন কি শান্তকে পাব না?

(দামিনীর প্রবেশ)

দামিনী। কি গো! খরচপত্র দেবে না, রান্না-বান্না চড়াব না?

বেণী। জান তো আজকাল হাতে টাকা নাই, গুছিয়ে সুছিয়ে নাও না।

দামিনী। গুছোও গে তুমি, আমি অত

পারিনি; কবে পাঁচটা টাকা দিয়েছ, মনে আছে কি?

বেণী। আরে টাকা যে আস্‌ছে না, করি কি? ম্যালেরিয়ার ওষুধ বিক্রী একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে; অমন ফার্শখানা (Farce) লিখ্‌লেম, যার কাছে পড়েছি, সেই কেঁদেছে, তবু কোন শালা থিয়েটারের ম্যানেজার এক্ট (Act) কর্‌তে চায় না; "প্রণয়-প্রবেশ" বইখানা লেখা রয়েছে, ছাপালেই বিক্রী হয়, না হয় "গুপ্ত-প্রেম" গুলো তো পোকায় কাট্‌ছে, সঙ্গে উপহার দিই, বিনা মূল্যে—কেবল ডাক-মাশুল আদির জন্য এক টাকা দশ আনা মাত্র বলে বিজ্ঞাপন দিলে, মফঃস্বলে ঝাঁ ঝাঁ কেটে যেতে পারে; ছাপাখানারও যোগাড় করেছি, কিন্তু কাগজ কোথাও ধারে পাওয়া যাচ্ছে না।

দামিনী। আমি ও সব জানি না, আমি এমন ক'রে আর চালাতে পার্‌বো না।

বেণী। পাগ্‌লি! রাগ কর্‌তে আছে, কোথায় পাব বল্ দেখি।

দামিনী। তা আমি কি জানি? এমন ক'রে আমি পার্‌বো না।

বেণী। দেখ, আমায় রাগিও না।

দামিনী। রাগ কিসের? সংসারের পয়সা দিতে পারেন না, আবার রাগ কর্‌বেন, উঃ রাগ—

বেণী। খুব চট্‌লে যে!

দামিনী। ন্যাকাপনা রেখে দাও, টাকা আন, নইলে আমি আর চালাতে পার্‌বো না।

নেপথ্যে অখিল। বেণীদা ওপরে?

বেণী। কে ও অখিল, এস এস। বস্—সাম্‌নে ঝগড়াঝাটী কিছু করো না, খালি মিষ্টি কথা—ভালবাসা।

(অখিলের প্রবেশ)

অখিল। বেণীদা, একবার এলেম, ঘড়ীটে তোমার এখন দরকার না থাকে তো আমায় একবার দেবে?

বেণী। তা নিও এখন;—ঘড়ীটে ভাই—

দামিনী। অখিল ঠাকুরপো! তোমার এ কি আচরণ? শুন্‌তে পাই না কি বৌকে কাছে আস্‌তে দাও না?

অখিল। প্রণয় না হ'লে কি মিলন হয়?

দামিনী। তোমার ছড়া কবিতা রেখে দাও, বে করেছ, ঘরে শোবে না?

বেণী। যাক্ যাক্, ও কথা যাক্, অখিলকে গোটা দুই পান এনে দাও।

[দামিনীর প্রস্থান।

অখিল ভায়া, আমি মনে কর্‌ছি, হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা কর্‌বো; একটা ডিস্পেন্সরি না হ'লে কিন্তু সুবিধে হবে না; হাজার দুই টাকা বা'র কর দেখি, তোমায় আমায় ডিস্পে-ন্সরি চালাই; একশো টাকা ক'রে মাসে লাভ দেখিয়ে দেব।

অখিল। তা তুমি যদি দেখা শোনা কর, আমার প্রাণে শান্তি নাই, আমি ও সব পার্‌বো না। আমি তোমায় কি বল্‌তে এসেছিলেম শোন; পবিত্র প্রণয় যদি হয়, তাতে ব্যভিচার আছে?

বেণী। পবিত্র প্রণয়ে ব্যভিচার কি?

অখিল। আমি যদি কুভাব না ভেবে কোন স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করি, তাতে দোষ কি?

বেণী। কি ব্যাপারখানা বল দেখি?

অখিল। বেণীদা, একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে; বেশ্যার ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু বেশ্যার কোন ধরণ নাই, আমার সামনে গেজ্ ফেবল্ (Gay's Fable) থেকে পোইট্রি কোট্ (Poetry quote) কর্‌লে; তুমি আমার সঙ্গে চল, এক

দিন তা'কে দেখ্‌বে; আমার কবিতা লেখা দেখ্‌তে চেয়েছে, একটা লিখে নিয়ে যাব।

বেণী। দেখ, তুমি আপনার যেমন সুখের চেষ্টা কর্‌ছো, তোমাদের আপনা আপনি বলেই বল্‌ছি, শান্তর কি কর্‌ছো? ষোল বছরের মেয়ে একাদশী ক'রে থাকে, এইটে তুমি চক্ষে দেখ্‌ছ? তুমি প্রণয় প্রণয় ক'রে পাগল হলে; ও অবলা, মনে কর কি, ওর প্রাণে প্রণয় নেই?

অখিল। ওর বে হোক্ না ফের, আমার তা'তে অমত নেই; মা যে আলাদা ধরণ।

বেণী। তুমি যদি বল, আমি শান্তকে বোঝাই।

অখিল। যা জান কর। মা তোমায় একবার ডেকেছেন; তিনিও আমাকে একটা কারবার করতে বল্‌ছিলেন, বোধ হয়, তোমার কাছে সেই কথাই ক'বেন।

বেণী। তা যাব এখন। এ যে স্ত্রীলোকটীর কথা বল্‌ছিলে, যথার্থই কি ভাল?

অখিল। স্বর্গীয়! পবিত্র! কবিতাময়! প্রণয়পূর্ণ!—রোম্যাণ্টিক!—রোম্যাণ্টিক! (Romantic), তুমি না দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে না, একদিন আমার সঙ্গে চল।

বেণী। আচ্ছা যাব, তুমি যখন বল্‌ছ। ঘড়ীটার কথা বল্‌ছিলে, সেইটার জন্যে ভাই আমি তোমার কাছে লজ্জায় পড়েছি।

অখিল। আহা, কি দেখ্‌লেম! কি দেখ্‌লেম!

(দামিনীর প্রবেশ)

দামিনী। এই নাও ঠাকুরপো, পান নাও।

অখিল। অ্যাঁ!

দামিনী। চম্‌কে উঠ্‌লে যে, পান খাও।

বেণী। দামিনী, সেই ঘড়ীটার কথা অখিলকে বল্‌ছিলেম; হয়েছে কি ভাই, হঠাৎ গ্লাসখানা ক্রাক (Crack) হয়ে গিয়েছিল, তাই একজনকে মেরামত করতে দিয়েছিলেম, এখন শুন্‌ছি, ব্যাটা দোকান-টোকান ফেলে পালিয়েছে,' তা আমি তোমাকে শীগ্‌গির একটা কিনে দেব।

অখিল। তা গেছে গেছে, তার আবার কি হবে, আমি এখন চল্লেম, তুমি তবে যেও। "জোছনা-গঠিতা কুসুমেরি লতা!"

বেণী। (স্বগত) ওষুধ ঠিক ধরেছে, সবই সুবিধেমত হয়ে আস্‌ছে; টাকা কি হাতে হবে না? শান্তকে কি পাব না? (প্রকাশ্যে) যাও না রান্নাবান্না কর গে না।

দামিনী। রাঁধ্‌বো কি? ছাই সিদ্ধ ক'রে দেব, খাবে কি?

বেণী। ঐ হবে এখন, হবে এখন, একটা করে নাও না গো।

দামিনী। মনে করছিলেম, ঘড়ীর কথা ভেঙে দিই, আমাকে তা থেকে দশটী বই টাকা দাওনি, বাকি সব আপনি গাড়ী ভাড়া দিয়ে নবাবী ক'রে উড়্‌লে। এমন লোকের হাতেও পড়েছিলেম, একদিনের তরেও সুখ পেলেম না।

বেণী। হবে হবে, একটু বুঝে সুঝে চল দেখি, শীগ্‌গির যোগাড় কর্‌ছি, এইবার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারটাকে কর্‌তে পাল্লে কিছু আস্‌বেই আস্‌বে।

দামিনী। তোমার ও সব আমি বুঝি নে; বিধাতা মরে না, এমন ঘরেও আমায় এনেছিল, চিরকালটা জ্বলে মলেম।

বেণী। শীতলাং ভব, শীতলাং ভব, ঠাণ্ডা হও।

দামিনী। যাও, আমি তোমার কথা শুন্‌তে চাইনে, ভগবান্ এক দিনও আমার অদৃষ্টে সুখ দিলে না।

নেপথ্যে মধু। বাবু ওপরে আছেন?

বেণী! চুপ, চুপ!—কে ও মধুসিং?

নেপথ্যে মধু। আজ্ঞা হ্যাঁ, ওপরে আস্‌বো?

বেণী। এস; (দামিনীর প্রতি) চ'খ মুছে ফেল, চ'খ মুছে ফেল, তবু ফোঁপাতে লাগ্‌লে? এই মধুসিং এলো; দাঁড়াও দাঁড়াও, চখে ফুঁ দিয়ে দিই, একটু ভাল করে চাও দেখি

(মধুসিংএর প্রবেশ)

চখে কিছু পড়্‌লেই ত পা পেছিয়ে যেতে হয়, পোকা হয় তো তখনি বেরিয়ে যায়। ফুঁ-ফুঁ-ফুঁ, এখনও কর্‌কর্ কর্‌ছে? ভেতরে ঢুকে গিয়েছে বোধ হয়।

মধু। চখে মাকড়-টাকড় পড়েছে না কি?

বেণী। হ্যাঁ, একটু জল আন তো মধুসিং চট্ করে।

মধুসিংএর প্রস্থান।

ফুঁ-ফুঁ-ফুঁ।

দামিনী। মোধোকে তাড়াও, আমি রাগ সামলাতে পাচ্ছিনা।

(মধুর জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

বেণী। একটু চুপ, ফুঁ-ফুঁ-ফুঁ; জল এনেছ, কৈ দাও দেখি? (দামিনীর চক্ষে জল দিয়া) কি হে মধুসিং, কিছু আদায়-পত্র হলো? দত্ত কোম্পানীর ওখানে গিয়েছিলে?—(দামিনীর প্রতি) ঠাণ্ডা হচ্ছে?

মধু। গেছলেম, আবার ফিরে শুক্রবার কড়ার করলে। আজ আমায় একটু ছুটী দিতে হবে, বড়বাজারে আমার একজন দেশের লোক এসেছে, দেখা কর্‌তে যাব।

বেণী। আচ্ছা যাও, সকাল সকাল এস; পীরপুখুরের জমীদার বৌবাজারে বাসা করে আছে, দাতব্য সভার চাঁদার খাতা নিয়ে একবার যেতে হবে। (দামিনার প্রতি) চাও চাও, জল দিতে দিতেই বেরিয়ে যাবে।

মধু। তবে চল্লুম বাবু।

প্রস্থান।

বেণী। আহা! আহা! বড় কষ্ট হচ্ছে, ভারি কর্‌কর্ করছে না? মারি মাথায় এই ঘটীর বাড়ি, এখনি আমাকে অপ্রস্তুত করেছিল, প্যানপ্যানানি—প্যান প্যান করতে শিখেছে!

দামিনী। মার মার, মেরে ফেল, না মার তো দিব্বি আছে।

বেণী। আরে পাগ্‌লি, তা কি পারি, তামাসা কর্‌ছিলেম, তুমি আমার প্রাণপ্রিয়ে, প্রিয়তমে, তোমার গায় কি আমি হাত তুল্‌তে পারি?

দামিনী। আর নেকাপানার কাজ নাই, আমি ম'লে তুমিও বর্ত্তাও, আমিও বর্ত্তাই!

বেণী। বালাই বালাই, তা হ'লে আমার সংসার সরগরম রাখ্‌বে কে? তা হ'লে যে বাড়ীতে কাক-চিল বস্‌তে পারে।

দামিনী। আমি এমনি কুঁদুলীই বটে, আর ত্যো কেউ কোঁদল জানে না!

বেণী। কোঁদল কি প্রিয়ে! সে তো ছার মানুষের কাজ, দামিনী নল্‌কালে বজ্রাঘাত হয়! তুমি হ'লে প্রিয়ে স্বর্গের জিনিস।

দামিনী। তোমার রঙ্ পড়েছে, রঙ্ কর; আমার অত রঙ্ এসেনি।

[প্রস্থান।

বেণী। কোথা যাও, কোথা যাও, দাঁড়াও, দাঁড়াও, এমন প্রেম-আলাপ ভঙ্গ কোরো না, যেও না, যেও না; প্রাণেশ্বরি, শশিমুখি, দামিনি, বিদ্যুৎলতা, চক্ষুধাঁধায়িনি, ঝঞ্ঝনারঙ্গিণি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

—*—

অখিলের বাটী।

অখিল ও হীরালাল।

অখিল।—

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে।
"কাঁদাইতে অভাগারে,
"কেন হেন বারে বারে,
"গগন-মাঝারে শশী পুনঃ দেখা দেয় রে॥

হীরা। বাঃ বাঃ! চমৎকার চমৎকার!

অখিল।—

"তারে যে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
"জ্বলিল যে শোকানল কেমনে নিভাই রে!

হীরা। একস্লেন্ একস্লেন্! এন্‌কোর এন্‌কোর!

অখিল। শোকানলের চেয়ে প্রেমানল হলে ভাল হতো;—

"ওই শশী ওইখানে,
"এই স্থানে দুই জনে,
"কত দিন মনে মনে কত আশা করেছি।
"কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি॥"

হীরা। এ সব কি বাবু বিদ্যাসুন্দরে আছে—না বাবু আপনি রচেছেন?

অখিল। এ এক কবির রচনা, তিনি একজন হাইকোর্টের প্রেমিক উকীল।

হীরা। তাই বটে! যা বল্লেন, উকীল না হলে প্রেমিক হয় না। উকীলের সঙ্গে একবার আলাপ হলে আর ছাড়ান-ছুড়োন নেই।

অখিল। আচ্ছা হীরেলাল, আমি চলে এলেম, তুমি তো বসে রইলে, আমার কথা আর কিছু হলো?

হীরা। হলো না! যতক্ষণ ছিলুম, পারুল আপনার কথাই কইতে লাগলো; আমায় বল্লে—হীরুদা, আমার বড় মন খারাপ হয়ে গল, আপনার মত ছড়া বল্‌তে লাগলো, এই আপনার নামের সঙ্গে বেশ কোকিলের মিল খায় কি না, তাই—"কোকিল কুহু কুহু, অখিল উহু উহু" আর হুহু টুহু দিয়ে তখনি একটা ছড়া বেঁধে ফেল্লে।

অখিল। কবিতা, কবিতা!

হীরা। আর দুচক্ষু কপালে তুলে যে হাঁপ ছাড়া।

অখিল। আর বোলো না, আর বোলো না; শূন্যদৃষ্টি, দীর্ঘশ্বাস, কবিতা—প্রণয়ের আর বাকি কি!

হীরা। কিছু নয় বাবু, কিছু নয়, খালি যাওয়া আসা।

অখিল। আচ্ছা হীরু, আমার মনে তো কোন কুভাব নাই, বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তারও কি এই রকম? তোমার কি বোধ হয়?

হীরা। আমার তো বোধ হয় মনে কোন কু নাই; এত দিনের আলাপ, কত লোক এল-গেল দেখ্‌লেম, কু-ভাব তো কারুর সঙ্গে দেখিনি; দেখুন, সে যেমন আপনার নামে ছড়া বেঁধেছে, আপনিও ওর নামে একটা ছড়া বেঁধে ফেলুন, দেখে খুসী হবে।

অখিল। এই তো আর একটু বাদেই সন্ধ্যা হবে; সুনীল আকাশে শশী ভাস্‌বে, জোছনা হাস্‌বে, কুমুদিনী আমোদিনী হবে, আমার দশা তখন কি হবে? প্রিয়াশূন্য প্রেম-শূন্য উদ্যমশূন্য উদ্দেশ্যহীন জীবন!

হীরা। তা চলুন সন্ধ্যার পর যাওয়া যাক্; গোটাকতক টাকা সঙ্গে নিন, ওর মা-বেটী ভারি পাজী, বেটীর ভারি টাকার খাঁই, সে বেটী প্রণয়-ট্রণয় বোঝে না, তাকে কিছু দিতেই হ'বে, কি বলেন—যাবেন?

অখিল। না না, তা কখন হ'তে পারে না, তা হ'লে সে আমাকে নিতান্ত অপ্রণয়ী মনে কর্‌বে। হয় তো সে আমারই মত ভাব্‌ছে, শশধর যে তা'কেও দাহ কর্‌বে, এই ভাবনায় সেও কাতর হচ্ছে! হয় তো গভীর নিশীথে

জোছনার দেহখানি জোছনায় ঢেলে দিয়ে বিরহ-কল্পনায় ভাসমান হ'বে! যন্ত্রণা সহ্য করতেই হ'বে—যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তেই হ'বে, বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য কর্‌লে কখনই পবিত্র প্রণয় হয় না! কারুর হয়নি—কারুর কখনও হয়নি। রেবেকার (Rebecca) হয়নি, জগৎসিংহের হয়নি, রোমিওর (Romeo) হয়নি, লীলাবতীর হয়নি। হীরু! অনেক বিঘ্ন-বিপত্তি স্বজন বিনাশন কর্‌তে হ'বে, তবে যথার্থ প্রণয় হ'বে! এক কথায় যদি মিলন হতো, তা হ'লে দুর্গেশ-নন্দিনী, বিষবৃক্ষ, কেনিলওয়ার্থ (Kenilworth), মেরি প্রাইস্ (Mary Price) এ সব তিন পাতায় ফুরিয়ে যেতো।

হীরা। তা যা ভাল বোধ হয় করুন, মোদ্দা বেশী নোলকাছি দেওয়া কিছু নয়, মেয়েমানুষের মন, কি বলা যায়; আর এই উঠতি বয়েস, অমন চেহারা, ও কি বেশী দিন খালি থাক্‌বে, বিস্তর মফঃস্বলের আমদানি, ঝাঁ কেউ জুটে যাবে।

অখিল। অ্যাঁ! কি বল! প্রণয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'বে? পারুলের হৃদয় লয়ে যুদ্ধ বাধ্‌বে? সেই তো চাই, তা হ'লে আমার হৃদয়ে কত প্রেম, তা দেখাতে পার্‌বো। সংসার ত্যাগ কর্‌বো, দাড়ী রাখ্‌বো, গেরুয়া পর্‌বো, যোগী হয়ে কাননে কাননে গিরি-গহ্বরে গমন কর্‌বো, তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ ক'রে পারুলকুমারীকে দেখাব,—তা'কে আমি কত ভালবাসি, পৃথিবী শুদ্ধ লোক দেখ্‌বে, আমার হৃদয়ে কত প্রেম!

হীরা। না বাবু, খুনোখুনি কর্‌বেন না, ও পুলিস হাঙ্গামওলা প্রণয় কিছু নয়।

অখিল। হীরু, তুমি দেখ্‌ছি প্রণয়ের কিছুই জান না; সত্যই কি মর্‌বো? এ সব প্রণয়ের অঙ্ক গর্ভাঙ্ক, শেষ তো মিলন আছেই।

হীরা। মিলনের আগেই গর্ভ?

অখিল। সে গর্ভ নয়, এ তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না; তুমি এক কাজ কর, একবার সেখানে যাও, আমার হৃদয়ের অবস্থা যেমন দেখ্‌লে, তা'কে গিয়ে বল, আর সেও কি কর্‌ছে, দেখে এস; তা'কে সব বেশ করে বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌বে তো?

হীরা। বেশী বায়নাক্কা পার্‌বো না, আমি দু' কথায় বলে দেব,—বাবু হাত-পা ছুড়্‌ছেন, ছড়া কাটাচ্ছেন, আর রাত্তিরে চাঁদ উঠ্‌লে একবারে পাগল হবেন।

অখিল। তাই বোলো, সে বুদ্ধিমতী প্রণয়িনী, সে বুঝ্‌তে পার্‌বে।

হীরা। তবে আমি চল্লুম, কাল মোদ্দা যেতে হ'বে।

[হীরালালের প্রস্থান

অখিল। এস রজনীদেবী, আর দেরি কেন, এস আমায় দাহ কর্‌বে এস! ওঠো শশী, উদয় হও, জ্যোৎস্না ঢেলে আমার অঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি কর! তারামালা, আকাশ জুড়ে বোসে আমার দুঃখ দেখে বিদ্রূপ কর! আমি সকল সহ্য কর্‌বো! চিন্তা চিন্তা চিন্তা—চিন্তা ভিন্ন আমার উপায় কি আছে? কোথায় যাই, কোথায় গিয়ে নিভৃতে চিন্তা করি? কলিকাতার মত প্রেম-শূন্য স্থান জগতে নাই! কলিকাতায় বন নাই, প্রস্রবণ নাই, পর্ব্বত নাই, অধিত্যকা উপত্যকা মরুভূমি কিছুই নাই, কলিকাতায় বিরহের উপায় নাই। যেখানে দু' চক্ষু যায়, সেইখানেই যাই; পারুল—পারুল—আমার পারুলকুমারী! উঃ!

[প্রস্থান।



পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

মৃত্যুঞ্জয়ের বাটী।

আমোদিনী ও তরুবালা।

আমো। পালালে চল্‌বে না, আমার কথার উত্তর দে, যা জিজ্ঞেস কর্‌লেম, ঠিক ক'রে বল্।

তরু। কি বল্‌বো, তোমার যেমন কথা! এখন যাই, মা আবার বোক্‌বেন!

আমো। আমার বাড়ী দু' দণ্ড বস্‌লে আর বোক্‌বেন না, আর এখনকার মতন তো কাজকর্ম্ম সেরে এসেছিস্।

তরু। বোসে আর কি কর্‌বো?

আমো। ঘরেই কোন্ তোমার শ্যামসুন্দর বাসর সাজিয়ে বোসে আছেন?

তরু। নাই বা থাক্‌লো শ্যামসুন্দর, আমার বাসর বজায় থাক্, আমার আমি আপনি গোপী, আপনি শ্যাম; তুমিই বরং এই বেলা নিরিবিলি হও, বাঁকা শ্যামের আস্‌বার সময় হয়েছে।

আমো। আমার বাঁকাশ্যাম মদনমোহন।

তরু। আহা দিব্যি চুলগুলি! কোত্থেকে গিল্‌টী করে এনেছেন ভাই?

আমো। তোর ভাতারের তো খুব কালো চুল, তা হ'লেই হলো, তবে আপ্‌সোসের মধ্যে গিন্নী টিকিটী দেখ্‌তে পান না।

তরু। আমার ভট্‌চাষ্যির সঙ্গে বে হয়েছে না কি যে টিকি দেখ্‌বো?

আমো। আচ্ছা, টিকি দেখে কাজ নাই, জন্ম জন্ম সেই ফ্যাসিয়ান করা সিঁতেই দেখো; আমি যা জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেম, তার কি হলো? কোথাকার কথা কোথায় এল; এখন সিঁতেয় সিঁতের ছোঁয়াছুঁয়ি নাই, তার জন্যে মনটী কেমন করে বল দেখি?

তরু। মন আবার কি কর্‌বে?

আমো। তবু?

তরু। কে জানে ভাই, কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি।

আমো। দেখ্ তরু, তুই আমায় পুরুষ মানুষ পেলি না কি যে মেয়েমানুষের মনের কথা বুঝ্‌তে পারিনি?

তরু। যদি বুঝ্‌তে পেরে থাক, তবে আবার জিজ্ঞেস কচ্ছো কেন?

আমো। দেখ্ তরু, তুই লোক দেখিয়ে হেসে বেড়াস্, সোয়ামীর কথা পাড়্‌লে আর পাঁচ কথা পেড়ে উড়িয়ে দিস্, মনে করিস্ কি সবাই তাতে ভুলে যায়? এই সোমত্ত বয়েস, কত সাধের সময়, তোর তা কোন্‌টা আছে? তুই ভাল করে চুল বাঁধিস্‌নি কেন? একখানা ভাল কাপড় পরিস্‌নি কেন? তোর গহনা সব বাক্সেতে বন্ধ কেন? তোর আতর গোলাপ ল্যাভেণ্ডার শিশিতে পচ্‌ছে কেন? শান্ত বলে—ক'নেদিদি, বৌ একবার ভাতের কাছে বসে মাত্র, এ সব কেন?

তরু। বুঝেছ তো কেন; কার জন্যে দিদি চুল বাঁধ্‌বো, গহনা পর্‌বো, সাজ্‌বো গুজ্‌বো? কার জন্যে আতর গোলাপ মাখ্‌বো? মেয়েমানুষ না হ'লে মেয়েমানুষের মনের কথা বুঝ্‌তে পারে না, বল দেখি, স্ত্রীলোকের বেশ-বিন্যাস কি তার নিজের সুখের জন্য?

আমো। বুঝি ভাই সবই, তা এর একটা উপায় কর্।

তরু। আমার হাত কি দিদি, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই; পরমেশ্বর যাকে যেমনি রাখ্‌বেন, তাকে তেমনি থাক্‌তে হ'বে। এই যে শান্ত ঠাকুরঝি সোয়ামী কেমন জান্‌তে না জান্‌তে বিধবা হ'লো, তা কি কর্‌বে, চুপ করে সয়ে যাচ্ছে, ভগবান্ সইতে দিয়েছেন, সইছে। রাগ ক'রো না ক'নেদিদি, তোমার এই রূপ, এই বয়েস, ঠাকুরদার সঙ্গে কি তোমার সাজে? কি কর্‌বে, যেমন অবস্থায় পড়েছ,

তারই মত সব দিক্ বজায় রেখেছ; তেজ-পক্ষের সোয়ামী নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ ক'রে তারি মতন চল্ছো; আমারও এই এক রকম, ঘর বর সবই যেমন চাইতে হয়! তবে অদৃষ্টে পতিপ্রেম নাই—হলো না।

আমো। বল্ছিস্নে কিছু মিছে বোন্, কিন্তু এ যে থাকৃতে নাই বড় বালাই; শান্তর যমে নিয়েছে, ফেরাবার নয়, উপায় নাই; আমার কি জানিস্ ভাই, ভাঁড়াবো না, প্রথম প্রথম একুটু কেমন কেমন হয়েছিল,তার পর ভাব্লেম, দূর হোক্ গে ছাই, যা হয়েছে—তা তো আর ফির্বে না, তবে কেন, ভগবান্ অদৃষ্টে যেটুকু সুখও লিখেছেন, আপনার দোষে মন খারাপ ক'রে তাতেও বঞ্চিত হই; মনকে বোঝালেম যে, রূপ-যৌবন আর ক'-দিনের, এই তো আমিও আর দু'দিন বাদে বুড়ো হব; বিশেষ বোন্, তোমার ঠাকুরদার আদরে যত্নে আমি আর ও সব কথা ভুলে গেলুম, তোর সাক্ষাতে বল্ছি ভাই, এখন আমার একটীবারের জন্যেও মনে হয় না যে, আমার সোয়ামীর বয়স হয়েছে; তা তুই যে থাকতে পেলিনি. তোর মনকে বোঝাবি কি ক'রে বল্? আস্ছে, যাচ্ছে, বস্ছে, কথা কচ্ছে, হাস্ছে, অথচ তুই যেন কিছুরই মধ্যে নয়, তোর জিনিস তুই পাচ্ছিস্নি, কি করে বল্ দেখি তোর মনটী?

তরু। ক'নেদিদি, আমি ম'লে বেশ হয়—না? ও আবার নিজে দেখে শুনে বে করে বেশ মনের সুখে থাকে; আমি অভাগী একটা সংসারে কাঁটা দিতে এসেছি, ও জ্বালাতন, যার মনে সুখ নাই, দুঃখের ভরা নিয়ে ঠাকুরঝি ভাইয়ের সংসারে একটু জুড়ুতে এসেছিল—তাও সোয়াস্তি পেলে না, তুমি—যার মুখে এক তিলও হাসি ছাড়া নাই, সেও আমার জন্যে—ও মা, ঠাকুরঝি আস্ছে।

(শান্তর প্রবেশ)

শান্ত। খুব মাজার লোক-যা হোক্ বৌ! বল্লুম, ঠাকুরঘরের পাট্টা সেরে নিই, নিয়ে এক সঙ্গে যাব, তা তোমার আর তর্ সইলো না, আমায় ফেলে চলে এসেছিস্?

তরু। বাহবা! আমার দোষ বুঝি, ক'নে-দিদি যে ছাদ থেকে ডাক্লে।

শান্ত। তোমার কথা অমন ভার ভার কেন বৌ? মুখ শুকিয়ে গেছে, চ'খ ছল্ ছল্ কর্ছে!

তরু। ঠাকুরঝি থাকে থাকে স্বপ্ন দেখে, এর মধ্যে আমার আবার কি হলো?

শান্ত। আমিও তো তাই জিজ্ঞেস কর্ছি, এর মধ্যে তোর কি হলো?

আমো। আর হবে কি, তোমার দাদার কথা হচ্ছিল।

শান্ত। ওঃ! তাই আমার পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে! ঐ জন্যে ক'নেদিদি, ও কথা ভাই আমি বৌ'র সাম্নে পাড়িনে।

আমো। মুখের কথাই যেন না পাড়্লে. মনের আঁক তো আর মুছে ফেল্তে পার্বে না। আচ্ছা শানু, মা অখিলকে কিছু বলেন না?

শান্ত। মা'র বল্বায় কসুর নাই, কত বোঝান, তা ভবি ভোল্বার নয়। দাদার আমার সব ভাল, শরীরে কোন দোষ নাই, কেবল এই যে এক কি গোঁ, কিছু বল্তে পারিনে; ও শুভদৃষ্টির ক্ষণ অক্ষণ আছে।

আমো। তা ব'লে কি ছুঁড়ী জন্মের মত ভেসে যাবে? কালো কুৎসিত হতো,তা হ'লেও বুঝ্তেম; এমন সোণার পুতুল, আর এখন-কার ছেলেরা যা চায়—লিখ্তে জানে, পড়্তে জানে, ছুঁচের কাজ জানে, কেমন আমুদে. তোমার দাদা আবার চান কি?

তরু। ক'নেদিদি, ক্ষমা দাও ভাই, ও

বিরহ-পালায় আর কাজ নাই, অন্য পালা থাকে তো বল।

আমো। বিরহিণীর আর বিরহ লাগ্‌ছে না, তবে একটা সখীসংবাদ শোন; যে বলে, ধ'রে বেঁধে পিরীত হয় না, সে কিছু জানে না, পিরীত করতে জান্‌লে ধ'রে বেঁধেও হয়, আপনার প্রাণের পিরীত প্রাণের জনকে একটু ধার দিতে হয়; প্রেমময়ি! তোমার প্রাণ উছ্‌লে প্রেম পড়্‌ছে, তাই থেকে প্রাণনাথকে একটু বেঁটে দাও, যেমন ক'রে আমার বুড়ো স্বামীকে যুবা করেছি, তাই কর; প্রাণ দিয়ে প্রাণ নিতে হয়।

তরু। প্রাণ দিই কাকে—নেয় কে? চোরে কামারে দেখা হলে তো?

আমো। নিতে না আসে, বাড়ী ব'য়ে দিয়ে আস্‌তে হবে; চোরে কামারে দেখা হয় না সত্যি, কিন্তু তা ব'লে কাজ আটক থাকে না, কামারও মজুরীর পয়সা বুঝে পায়, চোরেরও সিঁদকাঠীটী গড়ান হয়। কামারের নজরে পড়ে, এমন জায়গায় নিজের প্রাণটী রেখে এস, দেখ দেখি, ক্রমে তার প্রাণটী চুরি কর্‌তে পার কি না?

তরু। কে জানে ভাই, তোমার হেঁয়ালি বুঝ্‌তে পারিনি।

শান্ত। শোন বড় বৌ! শোন, ক'নেদিদির কথা শোন, ওঁর বুদ্ধি নাও, ওঁর বাতাস একটু তোমার গায়ে লাগুক্, অমনি স্বামীর সোহাগ পাও। আমার বোন্! ইহকালের সকল সাধই ফুরিয়েছে! দেবতা বামুনের পূজো করি, বুড়ো মার একটু সেবা করি, আর তোমরা দু জনে সুখে থাক, তোমাদের ছেলেপিলে হোক্,—নিয়ে মানুষ করি, এই বই আমার আর কি সুখ আছে বল!

আমো। অখিলের কি হয়েছে জানিস্ শান্তু, উচক্কা বয়েস, আপনার মন বোঝে না, পরের মুখে ঝাল খায়, খানকতক গল্পর বই পড়ে এক কথা শিখেছে "প্রণয়"!—প্রণয় কি জানিস্? মাগ কাজ কর্‌বে না, কর্ম্ম কর্‌বে না, রাতদিন পটের বিবিটী সেজে দুই চক্ষু কপালে তুলে কেবল প্রাণনাথ প্রাণনাথ প্রাণনাথ কর্‌বে।

তরু। পোড়া দশা আর কি!

শান্ত। মিছে নয়, হ্যাঁ ক'নেদিদি, এ বয়ে আছে, না সত্যি কেউ এমন করে?

আমো। এখনকার এই দাঁড়িয়েছে; কি কর্‌বে বল? ভিন্ন ভিন্ন ভূত, ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র, যা'তে যে বশ হয়। আমার কথা শোন্ তরু, অমন তফাৎ তফাৎ থাক্‌লে চল্‌বে না, ভাল ভাল কাপড় বার ক'রে পর্‌বি, গহনা গায়ে দিবি, আমি তোর রকম রকম ক'রে চুল বেঁধে দেব, জলটা দিতে পানটা দিতে ঘরে যাবি, হলো ভাত খাবার সময় পাখাখানা হাতে ক'রে বস্‌লি—

তরু। শোন, ঠাকুরঝি শোন।

শান্ত। ও দিদি, তা কি যায় না—যায়, আমি পাঠিয়ে দিই, মা নিজে পাঠিয়ে দেন, তা বৌ ঘর ঢুক্‌লেই বাবু দৌড় দেন।

তরু। আর সে দিন যে আমায় বক্‌লে, মুখের ওপর বল্লে—তুমি আমার ঘরে এস কেন?

আমো। বল্লেই বা, সোয়ামীর কাছে স্ত্রীর আবার মান অপমান কি লা? যে হাসি গল্প রসিকতা আমাদের কাছে বাজে খরচ করিস্, সেইটুকু তা'র সঙ্গে করিস্ দেখি।

তরু। অত যেচে সোহাগে আমার কাজ নাই।

আমো। তবে আপনার মান নিয়ে ধুয়ে খাস্; মান করিস্, আগে বশে আন্, তবে তো মান কর্‌বি। সোয়ামী বশের মন্তর তো জানিস্‌নি, ঘোমটা দিয়ে খড়ম এগিয়ে দিলে একালের ভাতারের মন ওঠে না, এখন—

কলিকাটা ঝাপ্‌টা দোলা চলে না লো আর,
ওলো তা'য় ভোলে না ভাতার।

সিঁতেয় বেঁধে রাঙ্গা ফিতে এলিয়ে দিবি চুল,
চুলে পর্‌বি গোলাপ ফুল।
মা'থাঘষা মেশা তেল মান ছিল ভারি,
তা'র নাই এখন জারি।
ম'ষে কেশ পমেটমে ছড়ায়ে সুবাস,
হেসে ঘেঁসে যাবি পতির পাশ।
খাড়ু পঁইছে ঢেঁড়ি ঝুম্‌কো নথে সেজে,
এখন ঠাঁই পাবিনি শেষে।
বডি প'রে বুকে বুরুচ হাতে চাঁদির চুড়ি,
তবে তো ভাতার পাবি ছুঁড়ী!
মুখে মেখে পাউডার ব্রুম্ দিলে ঠোঁটে,
পতি আস্‌বে আপন কোটে।
বিবিয়ানা সেজে গুজে বাড়াবি সোহাগ,
করে ধ'রে কর্‌বি অনুরাগ।
হাসি দৃষ্টি-ফাঁসি চ'খে ফুল-বাণ,
ভাতার রাখ্‌বে কোথা প্রাণ?

তরু তোমার মত রসিকতা আমি জানিনি।

শান্ত। না, না, বৌ! ক'নেদিদি ভাল কথাই বল্‌ছে, একটু সাধ্‌লে অপমান সইলে যদি সোয়ামী আপনার হয়, তা কি ছাড়্‌তে আছে? আমার দু'খানা হাত কেটে দিলেও যদি সে ফিরে আসে, ফিরে এসে যদি চিরজীবন আমায় দল্‌তে থাকে, তা হ'লেও আমি মনে করি যে, আমার মত ভাগ্যবতী আর কেউ নাই।

আমো। চিরকালই যে সাধ্‌তে হবে, তারই বা কি কথা! মেয়েমানুষের স্বামী আর পুরুষের ঘোড়া,—দুই-ই এক, যত দিন বুনো থাকে, লাথি ছোড়ে, দাঁত দেখায়; কষ্টে স্বষ্টে বাগে আন্‌তে পার্‌লেই চ'ড়ে বেড়াও, চাবুক দাও। আমার কথা শুনে দেখ, দেখি ধরা দিচ্ছে না—ধেয়ে গিয়ে ধর্; এই মুখখানি, এই চ'খ দুটী, অমন মিষ্টি হাসি, মধুর বাণী, কিছুরই কি ধার নাই? একদিনে না হয়—দু'দিনে, দু'দিনে না হয়—দশ দিনে, ফোঁটা ফোঁটা জল প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে পাষাণও ক্ষয় হয়।

শান্ত। আহা ক'নেদিদি, তোমার আশীর্ব্বাদে দাদার আমার মনটী ফেরে—

নেপথ্যে মৃত্যু। ক'নেবৌ কি রান্নাঘরে?

তরু। ও মা ঠাকুরদা! ঠাকুরঝি! চল চল।

আমো। শান্তু! একটু বোস্ না।

তরু। না, ঠাকুরঝির সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে; এস ঠাকুরঝি!

আমো। তবে কা'ল দুপুর বেলা একটু সকাল ক'রে আসিস্, ক'দিন খেলা হচ্ছে না।

তরু। দুপুর বেলা কেন, আমি আজ রাত্তিরেই আস্‌বো।

আমো। আহা, তা আসিস্ আসিস্, এই বয়সে একদিনও আঁব খেতে পাস্‌নি, একটু আঁবসত্ব দেব এখন।

তরু। তোমার যে নোলা, আগে আপনারি কুলুগ।

[তরু ও শান্তর প্রস্থান।

আমো। দু' ছুঁড়ীরই কি অদৃষ্ট!

(মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবেশ)

মৃত্যু। এই যে ক'নেবৌ, তুমি এখানে, আমি বৎসহারা গাভীর মত সৃষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমো। যাও—ও কি কথা?

মৃত্যু। ঐ হলো, না হয় গাভীহারা বলদ।

আমো। আমি বলি, তুমি বলদহারা পঞ্চানন।

মৃত্যু। ক্ষতি কি, তা হ'লে তুমি আমার অসুরনাশিনী সিংহবাহিনী।

আমো। ছাড় ছাড়, এখন আহ্নিক কর্‌বে না? সন্ধ্যা হয়েছে।

মৃত্যু। আহ্নিক কর্‌তেই তো এলেম, তা

তোমায় দেখ্‌লেই যে আমার আত্মশ্রাদ্ধ হয়ে যায়।

আমো। আমায় গালাগাল দিচ্ছ ?

মৃত্যু। বালাই, তুমি পাকা মাথায় সিঁদুর পর, আমার ঘেটের কোলে ঘাট দিয়ে দেড় শো বচ্ছর প্রমাই হোক্। আহা! আজ বড় চমৎকার সাজ হয়েছে, বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে! কবেই না দেখায়, তবে আজ আরও! আহা! চমৎকার বেণী রচনা ক'রেছ, মরি মরি! "সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুঁকায়"!

আমো। কবিতার মুখে আগুন! আমার চুল বুঝি সাপ ? দেখ্‌লে গা শিউরে উঠে ?

মৃত্যু। সে সাপ নয়, ঐ সাপ গলায় দিয়ে আমি তোমার প্রেমে যোগী হয়েছি!

আমো। আ মর্, তোমায় কে বলে বুড়ো!

মৃত্যু। ঐ পাঁচ শালায়; শালাদের যুবার লক্ষণের ভিতর দু'গাছা কালো চুল, এ দিকে প্রাণে মেচেস্তা প'ড়েছে। ঐ দেখ না—অখ্‌লে শালা—নাতবৌর আমার ভরা যৌবন, রূপের তুফান, শালা আমার সে রসে বঞ্চিত; চাই, স্ত্রীর রূপ-যৌবন ভোগ করা কি সবার ভাগ্যে ঘটে ? থাক শালা—যাবে কোথায় ? আস্‌তে হবে, ঠ'কে আস্‌তে হবে।

আমো। এই তরু এতক্ষণ আমার কাছে ছিল; তরুও ছিল, শান্তও ছিল, তোমার সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল।

মৃত্যু। আহা! শান্ত! শান্তকে দেখ্‌লে আমার এক একবার মনে হয় যে, বিদ্যাসাগরের কথা ঠিক, বিধবা-বিবাহ হওয়াই উচিত। আহা, দুখের বাছা!

আমো। আমরা যত মনে করি, শান্ত কিন্তু তা করে না; এমন লক্ষ্মী মেয়ে! এই বয়সে এমন ধর্ম্মে মতি! আপনার মন এমনি ঠিক ক'রে নিয়েছে;—একদিন আমি মন বোঝ্‌বার জন্যে বিধবা-বের কথা পেড়েছিলেম, তা আমায় বল্লে—'দিদি, বে তো কেনা বেচার জিনিস নয়, স্ত্রী-পুরুষ যে ইহকাল পরকালের সম্বন্ধ; পৃথিবী তো দু'দিন, আমার যদি আবার বে হয়, পরকালে আমি কোন্ স্বামীর কাছে থাক্‌বো!'

মৃত্যু। আহা, কি জ্ঞান! কি বিশ্বাস! স্ত্রীলোককে কে অবলা বলে ? লাঠি ঠ্যাঙ্গা মার্‌বার বেলা অবলা বটে; কিন্তু আসল বল যে মনের বল, তা তোমাদেরই আছে; হ'বে না কেন—হ'বে না কেন, মহাশক্তির অংশ কি না! আহা প্রকৃতিস্বরূপিণী! তোমাদের তুলনায় আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল! তোমার শ্যামা-বিষয় সে গানটা কি ?

আমো। চুপ্।

মৃত্যু। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলেম—ভুলে গিয়েছিলেম, নিষেধ আছে—নিষেধ আছে; রাত্রে হ'বে—রাত্রে হ'বে; সকলে ঘুমুলে।

আমো। চল, আহ্নিক কর্‌বে চল।

মৃত্যু। চল, চল। ইষ্টদেবীর ধ্যান কর্‌তে গেলেই তুমি চ'খের ওপর এসে পড়, ঐ যা-চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অখিলের বাটী।

প্রসন্ন ও বেণী।

বেণী। জল বেচে পয়সা মা—জল বেচে পয়সা, এক বোতল জলে দু' ফোঁটা ওষুধ—আট আনা দাম, আর সে আসল ওষুধ এক শিশি কিন্‌লে পঞ্চাশ শিশি করা যায়।

প্রসন্ন। তা তুমি যদি দেখে শুনে কর বাছা তো আমার বিশ্বাস হয়। অখিল পয়সা নষ্ট করে না বটে, সে ছেলে আমার নয়, তবে ওর মতির ঠিক নাই, তুমি সঙ্গে সঙ্গে রেখে কাজ-কর্ম্মে মন ফিরিয়ে যদি ওকে সংসারী ক'রে দিতে পার।

বেণী। তা হ'বে বই কি, পয়সার দিকে নজর পড়লেই মাথার ঠিক হ'বে; আর এ কাজে পরের হাতে যেতে হ'বে না, আমি আপনি ডাক্তারী করবো, ওষুধ বিক্রীর জন্য অন্য ডাক্তারের খোসামোদ করতে হবে না।

প্রসন্ন। তা বাবা, তোমার সঙ্গে অখিল থাকলে আমি নিশ্চিন্দি হই; আমার অখিলও যে, তুমিও সে, ছেলেবেলা থেকে দু'জনে এক-সঙ্গে খেয়েছ, খেলিয়েছ, পড়াশুনা ক'রেছ।—

বেণী। আমারও ছেলে-বেলায় মা ম'রে গেছলো, আপনাকেই মা ব'লে জানি, কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকি ব'লে এখনই যেন রোজ আসতে পারিনে, যখন পড়াশুনা করতেম, এই বাড়ীতে তো রাতদিনই থাকতেম; তা মা! একটু জল আনিয়ে দিতে পার? বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।

প্রসন্ন। শুধু জলটা খাবে, একটু কিছু মুখে দেবে না?

বেণী। না,এই বাড়া থেকে খেয়ে আসছি, এখন কিছু খাবো না, আপনার ঘরে আবার শুধু জল কি?

প্রসন্ন। ও শান্ত, তোমার বেণীদাদার জন্য ঠাণ্ডা দেখে এক গেলাস জল আন দেখি।

নেপথ্যে শান্ত। যাই মা!

বেণী। আহা, মা, শান্তর পানে আর চাওয়া যায় না। ছেলে-বেলা কত কোলে ক'রেছি, খেলনা দিয়েছি, পড়া ব'লে দিয়েছি, মাষ্টারের কাছে প'ড়তে চাইতো না—আমার কাছে প'ড়তে ভালবাসতো, সেই শান্তর দশা এই হলো!

প্রসন্ন। আমার পাপের শাস্তি বাছা—আমার পাপের শাস্তি!

(জল লইয়া শান্তর প্রবেশ)

শান্ত। এই নাও।

বেণী। শান্ত, ভাল আছ তো?

শান্ত। হাঁ্যা, বৌ ভাল আছে?

বেণী। হাঁ্যা।

শান্ত। কদ্দিন দেখিনি, একদিন আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিও না।

বেণী। সংসারে একা, তাই আসতে পারে না।

প্রসন্ন। তা যাই, আমি মালা-ছড়াটা ফিরিয়ে আসি গে,তবে বেণী! এদিক্‌কার সব ঠিকঠাক ক'রে একটা ভাল দিন দেখে আমায় বলো; প্রথম কত টাকা দরকার হ'বে?

বেণী। এখন হাজার দুই হ'লেই হ'বে, তার পর যেমন দরকার হবে,তেমনি দেবেন।

প্রসন্ন। আচ্ছা, তবে একটা ভাল দিন দেখে এসে আমাকে বলো।

[প্রস্থান।

শান্ত। কিসের টাকা বেণীদা? ভাল দিন দেখে কি হবে?

বেণী। ঐ মা বলছিলেন—অখিল ব'সে ব'সে থেকেই ওর মন খারাপ হয়ে যায়, তাই একটা কিছু কারবার করতে বলছিলেন; তা আমি এখন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করছি কি না, একটা ডাক্তারখানা করবার পরামর্শ করেছি। তুমি এখন পড় টড় না?

শান্ত। অবসর হ'লে কালীসিঙ্গির মহাভারত একটু একটু পড়ি।

বেণী। কালী বল্লে না যে?

শান্ত। ও যে আমার ভাসুরের নাম।

বেণী। সব বুঝতে পার?

শান্ত। অনেক শক্ত শক্ত কথা আছে—সব মানে বুঝ্‌তে পারি না।

বেণী। তার চেয়ে নাটক নভেল টভেল প'ড়ো—সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

শান্ত। আগে আগে পড়্‌তেম, এখন আর ভাল লাগে না; মহাভারতে অনেক উপদেশের কথা আছে, পড়্‌লে মনে একটু সোয়াস্তি হয়।

বেণী। ভাল নাটক নভেল বুঝে পড়্‌তে পার্‌লে তাতেও অনেক উপদেশ পাওয়া যায়; তুমি বিষবৃক্ষ প'ড়েছিলে?

শান্ত। সেই তো! যাতে বিধবা কুন্দর আবার বে হলো? আহা, ভারি উপদেশ! আপনিও মলো, সূর্য্যমুখীর সংসারটাও ছারে-খারে দিলে।

বেণী। সে কুন্দর দোষ নয়, নগেন্দ্রের দোষ; কুন্দ যথার্থই নগেন্দ্রকে ভালবেসেছিল, সেই অভাগিনী সরলা বালা নগেন্দ্রকে যথার্থই প্রাণ সমর্পণ ক'রেছিল কিন্তু নগেন্দ্র রূপমোহে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল মাত্র, ভালবাসেনি—তা'ই কুফল ফল্লো।

শান্ত। ভালবাসা কি! হিঁদুর ঘরে বিধবা বে করাই পাপ।

বেণী। শান্ত, এটী তোমার সম্পূর্ণ ভুল। বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-সম্মত, বিদ্যাসাগর মহাশয় তা'র প্রমাণ ক'রেছেন। তুমি তো রামায়ণ প'ড়েছ, দেখ মন্দোদরী, তারা—দু'জনেই আবার বিবাহ ক'রেছিল।

শান্ত। হা হা হা! বেণীদা,' খুব দৃষ্টান্তই দিয়েছ! একজন রাক্ষসী, আর একজন বাঁদরী! আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশে দেখেছি, দুলে কাওরার মেয়েরা ছেলে কোলে ক'রে বে করে, ভদ্রলোকের ঘরে কি হয়?

বেণী। হয় না—সেইটেই অন্যায়; তুমি আপনার কথা ভাব দেখি, তোমার এই অল্প বয়স—এরির মধ্যে তুমি স্বামিসুখে বঞ্চিত হ'লে, তা'ই ব'লে কি তোমায় আজীবন কষ্ট-ভোগ করতে হ'বে?

শান্ত। অদৃষ্টে ছিল, হলো—কি কর্‌বো ভাই!

বেণী। এ বিষয়ে অদৃষ্ট আপনার হাতে, তুমি মনে কর্‌লেই আবার বিবাহ করতে পার, তোমার দাদারও তা'তে আপত্তি হবে না; এ ইচ্ছা ক'রে দুঃখ ভোগ করা কেন?

শান্ত। কি দুঃখের কথা বল্‌ছো? ভাল কাপড় পর্‌তে পাইনে, গহনা পর্‌তে পাইনে? সাজাগোজা তো স্বামীর চক্ষে ভাল দেখাবার জন্যে; একাদশী করা?—হিঁদুর মেয়ে, পাঁচ বৎসর বয়স থেকে ব্রত কর্‌তে শিখেছি, একটু একটু ক'রে উপোস অভ্যাস হয়েছে; আর যে কষ্ট বল, সে শরীরের,—ম'লেই ফুরিয়ে গেল, পুড়ে ছাই হবে। মনের সুখ দুঃখ?—সে নিজের হাতে, ঐ সব ভাব্‌লেই মনও খারাপ হয়—দুঃখও হয়; ম'লেই তো আবার সেই স্বামীকে পাব, তখন তো আর বিধবা হবার ভয় থাক্‌বে না। আমার স্বামী স্বর্গে গিয়েছেন—দেবতা হয়েছেন, এখন যে আমি দেবতার স্ত্রী!

বেণী। (গদ্‌গদভাবে) শান্ত, তোমায় আমি বড় ভালবাসি, ছেলেবেলা থেকে ভাল-বাসি, তোমার এই দশা দেখে আমার বড় কষ্ট হয়, তা'ই বলি।

শান্ত। আমার জন্য কিছু দুঃখ করো না দাদা, আমি এক রকম বেশ আছি। প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হয়েছিল, তখন বুঝ্‌তে পারিনি, তখন মনকেও বোঝাতে পারিনি, তাই দিনরাত কাঁদ্‌তেম, আর পরমেশ্বরকে ডাক্‌তেম, তাঁকে ডাক্‌তে ডাক্‌তেই আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হ'তে লাগ্‌লো; কে যেন আমায় ব'লে দিলে, পতি মেয়েমানুষের প্রাণের জিনিস, চ'খের আড়ালে গেছে বটে, কিন্তু প্রাণের আড়ালে যায়নি। যথার্থ বলছি বেণীদা,

আমি সর্ব্বদা তাঁ'কে বুকের ভিতর দেখ্‌তে পাই!

বেণী। তুমি পরকালের কথা যা বল্‌ছো, তা সত্যি হ'তে পারে, কিন্তু সকলেই যদি পরকালে কি হ'বে ভেবে পৃথিবীর সকল সুখ—সকল ভোগ—সকল কাজ ছেড়ে দেয়, তা হ'লে তো আর সংসার চলে না।

শান্ত। মন আমি এক রকম ঠিক করেছি, এ সব কথা তোলাপাড়া কর্‌লে আবার শরীরে ভাবনা আস্‌তে পারে, মনও খারাপ হ'তে পারে, আমায় আর ও সব কথা কিছু বলো না। যাই, ঠাকুরঘরে যাই, আবার পূজোর উদ্যোগ কর্‌তে হ'বে।

বেণী। আচ্ছা, আজ থাক্, তোমায় আর একদিন আমি ভাল ক'রে বোঝাব।

শান্ত। আমি বেশ বুঝেছি।

[প্রস্থান।

বেণী। লক্ষ্মী লক্ষ্মী লক্ষ্মী! সাবিত্রীও এর কাছে হার মানে! ওর মনে যতই পবিত্রতা দেখ্‌ছি, ততই আমার লালসা বাড়্‌ছে! আমি ওকে খারাপ ভাবে পেতে ইচ্ছা করি না—বিবাহ কর্‌তে চাই, শান্ত যদি আমার স্ত্রী হয়, আমি আর এক মানুষ হই; কি কোমল! কি সরল! বিধবা হয়ে যেন রূপ শতগুণে বেড়েছে!

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অখিলের শয়ন-কক্ষ।

অখিল।

অখিল।—

কা'রে দেখিবার সাধ, তাই পূর্ণিমার চাঁদ,
সারা নিশি আকাশেতে জাগিয়ে ব্যাকুল,
কা'রে দেখে ঝক্‌মকে বল তারাকুল—
পারুল পারুল!

কাননে গোলাপ হাসে, সলিলে কমল ভাসে,
সুবাসে মাতায় ক্ষিতি সলাজ বকুল,
কোন্ ফুল বল কিন্তু ধরায় অতুল—
পারুল পারুল!

জাগাইয়া হৃদি-তান, সুরধুনী করে গান,
ক্ষিতিতলে সে গীতির নাহি কিছু তুল,
কি গীত গাইছে সতী করি কুলকুল—
পারুল পারুল!

নীরস আমার প্রাণ, অমৃত কে দিলে দান,
সুখে ভরা কা'র তরে হইয়া আকুল,
কি ফুল সে বল যা'র নাহি হয় মূল—
পারুল পারুল!

এক রকম হলো মন্দ নয়, যা'ই হোক্, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যা এল, তা'ই লেখা গেল; যাই—এখন বেরোন যাক্। ও শান্ত, গোটা দুই পান দিয়ে যাও তো আমায়। একদিনেই মন কি হয়ে গেল! কতবার মনে কর্‌ছি, আর যাব না, দেখ্‌ব না, হীরুকে দিয়ে কবিতাটা পাঠিয়ে দেব, না গিয়েও থাকৃতে পাচ্ছি না। আহা! কি সেই মুখখানি!

(পান লইয়া তরুবালার প্রবেশ)

তরু। কার গা?

অখিল। অ্যাঁ! তুমি কেন এখানে?

তরু। এ তো আমার ভাসুরের ঘর নয়—এলুমই বা; এই নাও, পান নাও।

অখিল। কেন, শান্ত আস্‌তে পার্‌লে না? ঝি কোথায় গেছে?

তরু। কেন, আমার হাতে খেতে কি দোষ আছে? আমি কি ঝির চেয়েও অজাত?

অখিল। তা না, তা না;—আমি সেই বকার পর তো ক' দিন এসনি।

তরু। ক' দিন আসিনি বলে কি চিরদিনই আস্‌বো না?

অখিল। না, না, তা হবে না, তা হবে না; তুমি তো জান, তোমায় তো সব বলেছি,

আমি সবাইকে বলেছি, তোমায় আমায় প্রণয় হবে না, তোমায় আমায় স্ত্রীপুরুষ-ভাব হওয়া অসম্ভব।

তরু। সে আমার কপাল! তা এখন পান নাও, খাও, এতে আর দোষ কি? প্রণয় না হ'লে যে হাতে পান খেতে নাই, এমন ত কিছু কথা নয়। এই যে ঝি পান এনে দেয়, তার সঙ্গে তো আর প্রণয় নয়, স্ত্রীপুরুষ-ভাবও নয়

অখিল। আচ্ছা,ঐখানে রাখ, রেখে যাও।

তরু। কেন, একটু রইলুমই বা, দু'টো কথা কইলুমই বা; রাস্তার লোকের সঙ্গেও তো কথা কও, তাই মনে ক'রে কও না; প্রণয় না হ'লে কি আর কথা কইতে নাই?

অখিল। না, আমায় এখন বেরুতে হবে।

তরু। না হয় দু'দণ্ড বসেই বেরুবে, একটা ভদ্রলোক যদি দেখা করতে আস্‌তো—বস্‌তে না?

অখিল। যাও যাও, এখনই মা এখানে আস্‌বেন!

তরু। মা সবে এই পূজোয় ব'সেছেন।

অখিল। তুমি যাও যাও, তোমার আজ কি হয়েছে?

তরু। তোমায় সঙ্গে দু'টো কথা কইবার সাধ হয়েছে।

অখিল। খামোকা খামোকা কি কথা কইবো?

তরু। যা ইচ্ছে, নিদেন দু'টো বকো, কি গালাগাল দাও।

অখিল। আমি কি তোমায় গালাগাল দিই?

তরু। তবে দু'টো মিষ্টি কথা বল; কার মুখখানি ভাব্‌ছিলে—বল না।

অখিল। কার? কার?—কার আবার মুখখানি?—কার—ও একটা বসে বসে মনে পড়্‌লো, তাই একটা কবিতা লিখ্‌ছিলেম।

তরু। কি লিখ্‌লে, পড় না, শুনি।

অখিল। ও তুমি কি বুঝ্‌বে?

তরু। তুমি আমায় এতটা মুর্খ ঠাওরাও কেন?

অখিল। তুমি যদি কবিতা বুঝ্‌তে, তা হ'লে আর ভাবনা কি?

তরু। না বুঝ্‌তে পারি, বুঝিয়ে দাও, তুমি না শেখালে আমায় কে শেখাবে?

অখিল। মাষ্টারী ক'রে প্রণয় করা আমার কাজ নয়; তুমি যাও—যাও।

তরু। থাকি না একটু; ভয় নাই—প্রণয় হবে না।

অখিল। বিশুদ্ধ প্রণয় হবে না, তা জানি, কিন্তু সর্ব্বদা কাছে থাকলে কথাবার্ত্তা কইলে একটা মিছামিছি প্রণয় জন্মে যেতে পারে—তোমাদের বাঙ্গালীর প্রণয়।

তরু। সাহেব! তোমার এ প্রণয়টা কি—আমায় বুঝিয়ে দিতে পার?

অখিল। সে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না, বাঙ্গালায় তার ঠিক কথা নাই, ইংরাজীতে বলে "লভ্", তাতে রোম্যান্স চাই; তুমি যাও যাও, আর জ্বালাতন করো না, আমি বেরুই।

তরু। বেরিও—আমার একটা কথা শুনে যাও। কেন তুমি জ্বালাতন হও বল দেখি? কি একটা মিছে মনে করে আমাকেও কষ্ট দাও, আপনিও কষ্ট পাও; তুমি আমার প্রতি ফিরে চাও না বটে,কিন্তু আমি তোমার পানে চেয়েই বেঁচে থাকি, একতিলও তোমায় মন-ছাড়া করিনে; আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি, তোমার মনে সদাই অসুখ, আমার জন্যই তুমি অসুখী! কেন বল দেখি এ অসুখ ভোগ কর? সুন্দরী না হই, আমি একেবারে কুৎসিতও নই, লেখাপড়া ভালবাস ব'লে আমি এর তার খোসামোদ ক'রে তা'ও একটু আধটু শিখেছি, মনের দুঃখ মনে মনেই সই, তোমার নিন্দা কখনও কারো কাছে করি না; তবে কি অপরাধে তুমি আমায় পায়ে ঠেলে রেখেছ?

তুমি কি চাও? আমায় কি হতে বল, কি কত্তে বল, তাই করছি! আমায় বুঝিয়ে দাও, শিখিয়ে দাও, শাসিত কর, ক'রে আপনি সুখী হও। তোমার চরিত্র আমি খুব ভাল ব'লে জানি, যদি তোমার অন্য দোষ থাকতো, যদি বাইরে কোথাও যেতে, তা হ'লে হয় তো তোমায় আমি এত কথা বল্‌তেম না। আমি যথার্থ বল্‌ছি, আমি নিজের জন্যে বল্‌ছিনি, তুমি আপনি সুখী হও, পায়ে ধরি, আমার মনের মত ক'রে নাও।

অখিল। তুমি বোঝ না, বোঝ না, প্রণয় তোমার হবার যো নাই, তোমার চেহারায় রোম্যান্স নাই।

তরু। সে কি?

অখিল। সে তুমি বুঝ্‌তে পারবে না; সে কি জান, রোম্যান্স—এই যা থেকে রোম্যাণ্টিক্ হয়; সে একটা ভাব আলাদা, অপূর্ব্ব-দৃষ্ট, স্বপ্নময়! প্রাণে ক্রমাগত প্রেম ভাব্‌তে ভাব্‌তে চেহারায় একরকম ভাব ফুটে পড়ে—ও ঠিক বোঝান যায় না, রোম্যান্সের বাঙ্গালা নাই।

নেপথ্যে প্রসন্ন। বৌ মা!

অখিল। মা আস্‌ছেন—মা আস্‌ছেন; তুমি সর্ব্বনাশ কর্‌লে, তিনি হয় তো মনে কর্‌বেন, তোমার সঙ্গে আমার প্রণয় হয়েছে, যাও, যাও, শীগ্‌গির যাও, এখনও দাঁড়িয়ে রইলে? তবে আমি গোল করি—এই! এ সব কি এ? আমার ঘরে যে সে আসবে? আমায় বাড়ীতে কি টেঁক্‌তে দেবে না? যা মানা কর্‌বো—

তরু। আমি যাচ্ছি, চেঁচিও না, তোমার পায়ে পড়ি।

[প্রস্থান।

অখিল। কি গেরো! ভাগ্যে আমার মনে বিশেষ দৃঢ়তা আছে, নইলে তো সর্ব্বনাশ হ'তো! এমনি নরম নরম কথাতেই তো বাঙ্গালীর স্ত্রীরা তাদের পতির মাথা খায়! আমি জাঁক ক'রে বল্‌তে পারি, আমি তাই সাম্‌লে গেছি, অন্য পুরুষ হ'লে আজ নিশ্চয়ই মায়ায় ভুলে যেত। আমায় দেখ্‌ছি বিশেষ সাবধান হ'তে হবে; কি জানি,—মন না মতিভ্রম, পাঁচ দিন ঐ রকম কথা শুন্‌তে শুন্‌তে যদি একটা অপবিত্র মিথ্যা প্রণয় জন্মে যায়।

(প্রসন্নের প্রবেশ)

প্রসন্ন। বৌমা বুঝি ঘরে এসেছিল, তুমি বকেছ, তাই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গেল?

অখিল। আমি কাঁদ্‌বার কথা কাকেও কিছু বলিনি, আমার ঘরে আস্‌তে বরাবরই মানা ক'রে থাকি, আজ তাই করেছি।

প্রসন্ন। কেন বল দেখি ছুঁড়ীকে অমন হেনস্থা কর? আর নিতান্ত ছেলেমানুষটী তো নাই, জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, আর কি অমন ধারাটী ভাল দেখায়?

অখিল। আমি আদরও কর্‌তে চাই না, হেনস্থাও কর্‌তে চাই না, আমি কোন সম্পর্কই রাখ্‌তে চাই না।

প্রসন্ন। তোমার সম্পর্ক থাক্‌বে না, তবে ছুঁড়ী ভেসে যাবে?

অখিল। তা আমি কি জানি?

প্রসন্ন। ছি বাবা! ও সব ছাড়, তুমি এই রকমটা কর, পাঁচ জনে আমাকেই দোষে, লোকে মনে করে, মাগীই বুঝি ব্যাটাকে আট্‌কে রাখে।

অখিল। লোকের সে মুখ্যমি; তুমি কি আমার মনে জোর ক'রে প্রণয় জন্মে দিতে পার, না যথার্থ প্রণয় জন্মালে তার বেগ আট্‌কে রাখ্‌তে পার?

প্রসন্ন। ঐ এক কি কথা ধ'রেছ বাছা, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

অখিল। তা পারবে না; সেকালে প্রণয় না, তা বুঝবে কেমন করে?

প্রসন্ন। সে যা' হোক্ বাবা, বরণ ক'রে ঘরে তুলেছি, ফেল্‌বার তো নয়, ভবিতব্যি যা ছিল হয়েছে, ঐ নিয়েই ঘর করতে হবে।

অখিল। ইম্পসিবল্! অসম্ভব!

প্রসন্ন। দেখ, আমার কথা ঠেল্‌তে নাই।

অখিল। সে অন্য বিষয়ে, প্রণয় সম্বন্ধে মা বাপের হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নাই।

প্রসন্ন। দেখ, আমি আর কদ্দিন, এই বেলা থেকে তোমাদের সংসার তোমরা বুঝে নাও, নইলে আমি ম'লে কি হবে?

অখিল। যা হবার হবে, তা আমার কি? আমার আবার সংসার কিসের? কার জন্য সংসার? আমি তো গিয়েছি, আমার যে সিভিল ডেথ (Civil death), দেওয়ানি মৃত্যু হয়েছে; তোমরা আমার হৃদয়ে আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিয়েছ; এ পৃথিবী তো আমার পক্ষে এখন অরণ্য! যে দিন আমার প্রণয়-মূলে কুঠারাঘাত করেছ,—এই পৈশাচিক বিবাহ দিয়েছ, সেই দিনেই তো আমার হৃদয়ের সুখ-শান্তি কেড়ে নিয়েছ! সংসার উচ্ছন্ন যা'ক্—জলে যাক্—ভেসে যাক্!

প্রসন্ন। এমন কথা কখনও শুনিনি বাপু! চিরকালই তো বাপ মায়ে দেখে শুনে ছেলের বে দেয়—বৌ আনে, ছেলে বৌয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে, এ আবার কি! হঁ্যা, কালো কুৎসিত হতো, খাঁদা বোঁচা, হতো, কি দুষ্টু, হেজোল্‌দাগা হতো, তা হলেও বা বুঝ্‌তেম। প্রথম প্রথম মনে করতেম, যাক্, ছেলেমানষি করেছে করুক্, বয়েস হ'লে বুদ্ধি পাকলে সব শুধ্‌রে যাবে। ছুঁড়ী না কি বড় লক্ষ্মী, মুখে কথাটী নাই, তাই সব মানিয়ে যাচ্ছে; অন্য মেয়ে হ'লে এদ্দিন একটা ঢলাঢলি হতো।

অখিল। কর ব'সে গজর্ গজর্, আমি চল্লেম; আমার প্রণয়ের মাথায় বজ্রাঘাত করেছেন, সর্ব্বনাশ করেছেন, আরও আমায় বক্‌বেন। বাড়ীতে ত আমার শান্তি নাই। দেখি, অন্য কোথাও পাই কি না।

[প্রস্থান।

প্রসন্ন। দূর হোক্ গে,—পেটের ছেলে পর হলো!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

মৃত্যুঞ্জয়ের বাটী।

মৃত্যুঞ্জয় ও বেণী।

মৃত্যু। পরামর্শ মন্দ নয়—পরামর্শ মন্দ নয়; হাজার খাবার পরবার সংস্থান থাক্, যে বয়সে যা, তা করা উচিত। যুবা বয়সে পরিশ্রম না করলে, একটা কাজকর্ম্ম নিয়ে না থাক্‌লে মনের ঠিক থাকে না, আর চরিত্রদোষ ঘট্‌বারও সম্ভাবনা—তা তুমি এ চিকিৎসা করতে এর মধ্যে কবে শিখ্‌লে?

বেণী। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উপর আমার বরাবরই সখ, একটু আধটু পড়া ছিল; তার পর আপাততঃ বইগুলো একবার ভাল ক'রে দেখে শুনে নিচ্ছি; আর এই ডিস্পেন্সারিটে খুল্লেই বেশী ক'রে কতকগুলো বই আনাব। এর একবারে সব মুখস্থ ক'রে রাখ্‌তে হয় না, বই দেখে দেখেই চিকিৎসা চল্‌তে পারে।

মৃত্যু। দেখো ভায়া! খুব সাবধান, চিকিৎসা বড় শক্ত কাজ—জীবন মৃত্যু নিয়ে কথা।

বেণী। আজ্ঞে, তা কি আমার ভয় নাই!

মৃত্যু। তা দেখো—খুব বুঝে সুঝে হুঁশিয়ার হয়ে চলো, অখিলকে সর্ব্বদা কাছে রেখো

হাতে নাতে সব কর্তে দিও, কাজকর্ম্ম কর্তে কর্তে ছেলেমানষি-বুদ্ধিগুলো সব সেরে যেতে পারে; তা হ'লেই সংসারের দিকে টান হবে। নিজের সন্তানাদি হলো না, ওরাই আমার সব, শান্তর উপায় নাই, তবু অখিল যদি ঘরবাসী হয়, ওর ছেলেপিলে হয়, দেখে যেতে পারি!

বেণী। দাদাম'শায়! শান্তর যে উপায় নাই, সে কেবল আমাদের নিজের দোষে বই তো নয়; এই বালিকাকে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করান কি মানুষের কাজ?

মৃত্যু। যা বল্ছো, মিছে নয়; শান্তকে দেখ্লে আমারও এক একবার মনে হয় বটে যে, বালিকার চির-বৈধব্য কিছু নয়; তবে শাস্ত্রকারেরা আমাদের চেয়ে অনেক জ্ঞানী ছিলেন, তাঁরা অবশ্যই একটা কিছু ভাল ভেবে এই নিয়ম ক'রে গেছেন, কাজেই আমাদের তা মান্তে হচ্ছে।

বেণী। কেন, শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের বিধি আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তা তো প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন।

মৃত্যু। কি জান ভায়া—নানা মুনির নানা মত; কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ,—তর্ক কর্বার সাধ্য আমাদের নাই, তবে যে মতে বরাবর দেশাচার চ'লে আস্ছে, সেই অনুযায়ী চলা ভাল। আরও এক কথা কি জান, ছোট ছোট মেয়েগুলোর কপাল ভাঙ্লে দেখে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এই ঘোর কলিতে সকলেই ভোগবিলাস স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত; মুনি ঋষি নাই, ব্রহ্মচারী নাই, দেবতা নিদ্রাগত; সংসারে ব্রহ্মচারী এখন আমাদের বিধবারাই আছে, এদের মুখপানে চাইলে বোঝা যায় যে, হিন্দু-ধর্ম্ম এখনও লোপ পায় নাই; হিন্দুর ঘরে বিধবাই জাগ্রত দেবতা!

(জনৈক ভিখারীর প্রবেশ)

ভিখারী। জয় হোক্ কর্ত্তাবাবু! একাদশীর দিন ব্রাহ্মণকে একটা পয়সা হুকুম হোক্।

বেণী। তোমার এমন জোয়ান শরীর, ভিক্ষা কর্তে লজ্জা করে না?

ভিখারী। কি কর্বো বাবা, উপায় থাক্লে কি আর কারুর দ্বারস্থ হই?

বেণী। খেটে রোজগার কর্তে হয়, একটা কাজকর্ম্ম কর্তে পার না?

ভিখারী। পাড়াগেঁয়ে ঘর, ছেলেবেলায় বাপ ম'রে গিয়েছিল, লেখাপড়া শেখা হয়নি, যজমানপত্রও তেমন নাই, বুড়ো মা আছেন, ভিক্ষা না করলে আর চলে কৈ?

মৃত্যু। থাক্ থাক্, কিছু পিত্তেশ করে এসেছ—

বেণী। না না, আপনি বুঝ্ছেন না, এ সব লোককে ভিক্ষে দিলে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এতে পাপ হয়।

মৃত্যু। শুন্ছো ঠাকুর—বেণী ভায়া ঠিক বলছে; এখানকার মতই এই, ভিক্ষা দিলে পাপ হয়; তবে কি করি, নিষ্পাপ দেহ নয়, সংসারে এসে অনেক মহাপাতক করেছি, না হয় আরও একটা করি। দেখি তোমার বরাতে কি আছে—কৈ ঠাকুর! পয়সা চাইলে, তা তো সঙ্গে নাই, কে আর এখন বাক্স আনায়, এই সিকিটেই নাও, যা তোমার বরাতে ছিল।

ভিখারী। রাজ-রাজেশ্বর হ'ন—মনের আনন্দে থাকুন!

মৃত্যু। এই ঠাকুর গোল আরম্ভ করলে, ব্রাহ্মণ!—আশীর্ব্বাদ ক'রতে হয়, মনে মনে কর; এস, এখন গোলমাল করো না; প্রণাম!

ভিখারী। বাবু, সবাই এমন হ'লে কি আজ ব্রাহ্মণের এমন দুর্দ্দশা হয়?

[প্রস্থান।

বেণী। দাদাম'শায়ের হাত বড় দরাজ; শাদা মানুষ, বোঝেন না তো,—ও সব ভি' সেজে আসে।

মৃত্যু। তা এলোই বা, ভিখারী সেজেছে বই তো নয়, হাতে তুলে দেবে, তবে পাবে; জমাদার সেজে সেলামী লুটতেও আসে না; জামাই সেজে দুধের বাটী মারতেও আসে না; ভিখারীর চেয়ে আর অমানী কে? তাও স্বীকার পেয়ে যদি তোমার কাছে হাত পাতে—যথাসাধ্য দিলেই বা!

বেণী। আপনারা ও আলাদা ভাবে দেখেন; তা আমি এখন আসি।

মৃত্যু। চল্লে,—তবে খাতাপত্রগুলো কি রকম রাখ্তে হয়, আমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যেও—আমি খুব সহজ উপায় বলে দেব!

বেণী। যে আজ্ঞা; ইস্! দাদামহাশয়ের চুল যে ক্রমে ধপধপে শাদা হয়ে উঠ্লো!

মৃত্যু। তোমার ক'নেদিদির হুকুম, আর কলপ দেবার যো নাই, বলেন,—'কেন, এ দেখ্তে মন্দ কি? ভগবানের উপরে কারিকুরি করা ভাল দেখায় না;—ভাল, তাঁর ভাল লাগ্লেই ভাল।

বেণী। তা বটেই তো; তবে আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

মৃত্যু। যাই, ভাড়ার চিঠি ক'খানা মোহর ক'রে দিয়ে একটু নিদ্রা দিই গে—কালী কৈবল্যদায়িনী!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পারুলের বাটী।

পারুল, অখিল ও হীরালাল

পারুল। "নীরস আমার প্রাণ,
অমৃত কে দিলে দান,
সুখে ভরা কা'র তরে হইয়ে আকুল,
কি ফুল সে বল যা'র নাহি হয় মূল—
পারুল পারুল!"

মেয়েমানুষ পেয়ে বেশ ঠাট্টা করেছেন যা হোক্।

অখিল। আপনার ঠাট্টা বোধ হচ্ছে কিসে?

পারুল। কবিতা অতি সুন্দর হয়েছে; তা ব'লে কি আপনি মনে করেন, যা লিখেছেন, সত্যি ব'লে আমি মনে কর্বো? চাঁদ আমায় দেখ্তে চায়, আমি গোলাপের চেয়েও সুন্দর!

অখিল। আমি পরের চ'খে দেখিনে।

পারুল। ভাগীরথী আমার নাম গায়!

অখিল। কা'ল সন্ধ্যার সময় যখন গঙ্গাতীরে একলা ব'সে ভাব্ছিলেম, তখন যেন আমার তাই বোধ হচ্ছিল।

পারুল। আর আমি কার নীরস প্রাণে অমৃত দান করেছি?

অখিল। তা আবার জিজ্ঞাসা কর্ছেন? আমায় বিশ্বাস করুন, আমার অন্য দোষ যা থাক্, আমি ভণ্ড নই; রচনা-প্রণালী, কল্পনাশক্তি দেখাবার জন্য আমি লিখিনি, লেখ্বার সময় কাগজ কলমের দিকে আমার মন ছিল না, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আপনি বেরিয়ে গেছে!

পারুল। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে পাগল মনে ক'রেছেন।

হীরা। আমি মাঝে থেকে একটা কথা বলি; আর কেন? "আপনি" "মশাই" গুলো ছেড়ে দিন; যেন গুরুর বাড়ী আসা গেছে,—আসা গেছে ব'লে বোধ হয়।

পারুল। ছি হীরুদা! অখিলবাবুর মতন বিদ্বান্ লোককে আমার কি "তুমি" বলা ভাল দেখায়?

অখিল। যদি আপনার ব'লে ভাবেন, তা হ'লে বল্তে পারেন।

পারুল। আপনি আমায় "আপনি" বল্-

ছেন, তবে কি আপনি আমাকে আপনার ভাবেন না?

অখিল। আচ্ছা, আমি বল্‌ছি,—পারুল, তুমি আমায় 'তুমি' 'তুমি' বলো।

পারুল। আপনি কি—না—না তুমি কি মনে কর,—আমি যথার্থই বিশ্বাস কর্‌বো যে, একবার দেখে আমার উপর তোমার ভালবাসা হয়েছে?

অখিল। আপনি তো—

পারুল। আবার?

অখিল। অভ্যাস; তুমি তো এত পড়াশুনো ক'রেছ, তোমায় কি ব'লে দিতে হ'বে যে, প্রকৃত প্রণয় প্রথম দর্শনেই হয়; জগৎসিংহ তিলোত্তমাকে সেই মন্দিরে চকিতমাত্রে দেখেছিল, জুলিয়ট্‌কে রোমিওর দু'বার দেখ্‌বার অপেক্ষা কর্‌তে হয়নি?

হীরা। আমিও কান্তকে সেই নিমতলার ঘাটে মাথা পুঁছতে দেখেই পিছু নিয়েছিলেম, তার পর একাদিক্রমে চার বৎসর,—ও যখন হ'বার হয়, তখন একবার দেখাতেই হয়।

অখিল। তবে পারুল! আমার জন্য তোমার মনে কি কিছু হয়নি?

পারুল। স্ত্রীলোককে কেন লজ্জা দেন—দাও?

অখিল। বল বল—আমার প্রাণ রাখ—বল।

পারুল। মূর্খ স্ত্রীলোক প্রণয়ের কি জানি বল? আর বেশ্যার হৃদয়ে কি প্রণয় হয়?

অখিল। তুমি মূর্খ? তুমি প্রণয়ের কিছু জান না? তুমি বেশ্যা? না পারুল, আমি তোমায় বেশ্যা ব'লে দেখি না! আমি কখনও বেশ্যালয়ে যাই না, আমি যথার্থ বল্‌ছি, আমার মনে কুভাব নাই; আমি তোমার মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দেখ্‌ছি, ঐ নয়ন-যুগল পবিত্র প্রণয় সলিলে ঢলঢল দেখ্‌ছি, ঐ নিবিড় কেশরাশিতে প্রেমের হিল্লোল! আমার চক্ষে তুমি নারী নও—দেবী! আমার বিলাস-লালসা নাই, আমি তোমায় পূজা কর্‌তে চাই, হৃদয়ের হৃদয়ের ভিতর রেখে আরাধনা কর্‌তে চাই! সংসার যা হ'বার হোক্‌, প্রকৃতি যে সাজে সাজে—সাজুক, আমার কিছুতেই কাজ নাই! বাহ্য চৈতন্য বিলুপ্ত হোক্‌, অন্তরের অন্তরে তোমার প্রণয়ে নিমগ্ন থাকি! বল, পারুল! বল, আমায় তুমি ভালবাস্‌তে পার কি না, বল?

হীরা। আর কেন দিদি, তোমার সেই ছড়াটা দেখিয়ে ফেল না;—"কোকিল কুহু কুহু অখিল উহু উহু।"

পারুল। যাও—তুমি বুঝি ব'লে দেছ? তোমায় আর কিছু বল্‌বো না।

অখিল। তবে পারুল! তুমি আমায় ভালবাস? নগেন্দ্র! হেমচন্দ্র! ললিত! বিজয়! আইভ্যান্‌হো! রোমিও! আমার কাছে আজ তোমরা সকলেই পরাজিত! কোন্ নায়ক আজ আমা অপেক্ষা সুখী?

পারুল। তোমার গলার বোতামটা খুলে গেছে, এস আমি দিয়ে দিই।

অখিল। পারুল—পারুল! কি কোমল হাত! কি সৌরভ! আমার শরীর কেমন কর্‌ছে!

হীরা। অখিলবাবু, সৈরভ টৈরভ কি দেখছো, একবার দিদির গানটা শোনো; দিদি! একটা গাও তো!

পারুল। আমি কি গেয়ে অখিলবাবুকে খুসী করতে পারব?

অখিল। না না, গাও গাও, সঙ্গীত প্রণয়ের অলঙ্কার।

পারুল।— (গীত)

এখনো এখনো কেন তারে মনে হয়।
দেখি বা না দেখি চ'খে প্রাণে আঁকা রয়॥
নাম যদি শুনে কাণ, চমকে শিহরে প্রাণ,
বিষাদ হরিবে মিশি বিহ্বল হৃদয়॥

পশি প্রাণে ধীরে ধীরে ভাসায়ে সোহাগ নীরে,
কখনও মনের সনে কত কথা কয়॥

নেপথ্যে বামা। ও পারুল—পারুল! একবার উপরে এসে দুধটুকু খেয়ে যা না মা।

পারুল। আঃ, ভাল জ্বালাতন! একটু তোমার কাছে এসে বস্‌লেম,না অমনি ডাকাডাকি কর্‌তে আরম্ভ করেছে; আমার ক্ষিদে নাই, আমি এখন খাব না।

(বামার প্রবেশ)

বামা। এস মা—খেয়ে যাও মা; আবার জুড়িয়ে যাবে; বেশী নাই,আড়াই সের চড়িয়েছিলুম, সব ম'রে গিয়ে আধ সের আছে।

পারুল। (শিশুর ভাবে) আমি বুঝি দুধ খেতে পারি, আমার গা কেমন কেমন করে না?

বামা। পার্‌বে এখন, তুমি যেমন ভালবাস—সরটর ছেঁকে রেখেছি।

অখিল। আহা! বালিকার কি সরলতা!

হীরা। যাও না, ঢুক ক'রে এক চুমুক দিয়ে এস না, দুধ না খেলে গায়ে গত্তি লাগ্‌বে কেন?

বামা। না এলে সেদিনকার মত কোলে ক'রে তুলে নে যাব।

পারুল। কই, নে যাও দেখি, এই আমি বাবুকে ধ'রে ব'সে রইলেম।

বামা। বাবা! তুমি বল তো বাবা! তুমি বল্লে খাবে এখন।

অখিল। তা যাও না, একটু খেয়ে এস না?

পারুল। তোমার পায়ে পড়ি, আমি এখন পার্‌বো না, এই বিকেলবেলা একরাশ পেস্তা বাদাম খাইয়েছে, তার উপর আবার জোর ক'রে আবার দু'খানা ক্ষীরের কচুরি দিলে।

বামা। তা বাবা, তুমি তো সব বোঝ; বল দেখি, বাঁচ্‌বে কেমন ক'রে? ভাতে হাত দেবে না, পাতে মাছ দিলে একটু ডিম ভেঙ্গে খাবে, আর সর্ব বেরালকে দেবে।

অখিল। যাও, আমার অনুরোধে একটু খেয়ে এস।

পারুল। তুমিও বুঝি মা'র দিকে হ'লে? আমি কিন্তু সব খাব না।

বামা। এস মা! এস, যা পার,খেয়ে যাও; দেখ বাবা, খায় না—খায় না; মাথম জ্বাল দিয়ে ঘি ক'রে লুচি ভেজে দিই, তা রাত্তিরে দু'খানি—বড় জোর তিনখানি, তাও সেই কবে তুমি এসেছিলে?—পরশু বুঝি? সে দিন থেকে তাও ছোঁয় না; তা যদি একটু দুধ কি মেওয়া টেওয়া না খাবে তো শরীর থাক্‌বে কিসে?

[বামা ও পারুলের প্রস্থান।

অখিল। হীরেলাল! এ কথা তো তুমি আমায় বলনি; পরশু দিন থেকে রাত্তিরে খায় না।

হীরা। দোহাই ধর্ম্ম, আমি এটী বাবু জান্‌তেম না।

অখিল। আমিও যে পরশু থেকে খাইনি, দিনে একবার লোক দেখান বসি মাত্র।

হীরা। তা হয়, মাসের মধ্যে আটদিন ক্ষান্তরও খাওয়া হ'ত না, আরারও খাওয়া হ'ত না; পিরীত কর্‌লেই কষ্ট পেতে হয়, সব সময় তো আর স্বচ্ছল থাকে না।

অখিল। পারুলের মাও তো বেশ ভদ্রলোক দেখ্‌লেম।

হীরা। সব ভাল, তবে একটু পয়সায় দিকে নজর।

অখিল। তা কি কর্‌বে? সে তো মেয়ের জন্যই করে, ওর নিজের তো দেখ্‌লেম বেশ গেরস্তর মতন চা'ল।

(পারুলের পুনঃপ্রবেশ)

পারুল। এই জ্বালালে আবার হীরুদা,

খুড়ো ব্যাটা দেখ্‌ছি আবার কোত্থেকে মদ খেয়ে এসেছে।

অখিল। কে! কে! এখানে আস্‌বে না কি? আমি তবে একটু লুকিয়ে থাকি, কোথায় যাব? ও ঘরে যাব না কি?

পারুল। কেন অখিলবাবু! আমার ঘরে এসেছ, কেউ দেখ্‌লে তোমার অপমান হবে না কি?

অখিল। না না, তা নয়, আমার তো কুভাব নাই, তবে কি জান, আমি কখনও কোথা যাই না; ঐ যে জুতোর শব্দ হচ্ছে, উপরেই আস্‌ছে, আমি ও ঘরে যাই, চেনা লোক না হয় তো বেরিয়ে আস্‌বো এখন।

(গৃহান্তরে প্রবেশ)

হীরা। খুড়ো ব্যাটা শাদা লোক, কোন ভয় নাই।

(বিহারীর প্রবেশ)

বিহারী। কি পারুল! আমায় দেখে পালিয়ে এলে কেন বাবা? এই যে হীরু খুড়ো, আর কে?

হীরা। আর কেউ নাই—বসো।

বিহারী। তবে এ দু'যোড়া জুতো কার? কে আছ বাবা বেরিয়ে এস না; কে পারুল, বল ত বাবা কে? কোন পুরণো লোক, না নতুন আমদানী? আমার জন্যে লজ্জা কি বাবা? আমি মাতাল; ঢুলি নয় তো বাবা যে, ঢ্যাটরা দেব।

হীরা। বসো বসো, চুপ ক'রে বসো, ঠাণ্ডা হও।

বিহারী। ঠাণ্ডা হই কিসে? তুমি তো দেখ্‌ছি তালেবর হ'য়ে ব'সে আছ; মা লক্ষ্মী, কিছু আছে?

পারুল। না, কোথায় কি পাব?

বিহারী। তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ঝাড়্‌লে ঝুড়্‌লে একটু বেরুবেই; দেখি, ও ঘরে বোতলগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে একটু খোঁয়ারীর মত হবে না কি?

হীরা। না না, ও ঘরে যেও না।

বিহারী। কেন যাব না? আমার মেয়ের বাড়ী, আমায় কে মানা করে?

(গৃহান্তরে প্রবেশ)

হীরা। মুস্কিল হলো, আমায় বোধ হয় দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বে; বিহারী খুড়ো বোধ হচ্ছে যেন অখিল বাবুর সঙ্গে এণ্ট্রেন্স দেয়।

(অখিল ও বিহারীর প্রবেশ)

বিহারী। আরে অখিলবাবু! য্যাদ্দিনের পর দেখা—তুমি এসা তরিবৎ পেয়েছ, আমার পারুলের সঙ্গে জুটেছ? বিশ্বনিন্দুক শালারা বলে, অখিল মুখচোরা, বইয়ের পোকা; এস এস, লজ্জা কি? য্যাদ্দিন ক্লাস-ফ্রেণ্ড, ভাই ছিলে, আজ জামাই হ'লে।

অখিল। বিহারীবাবু, তা মনে ক'রো না, আমার মনে কুভাব নাই

বিহারী। তা কি জানি না, স্কুল থেকেই জানি, তোমার পবিত্র প্রণয়—তা এখানে কদ্দিন? পবিত্র প্রণয় আউটে নেছে, না সবে বলক্ উঠ্‌ছে?

পারুল। খুড়ো, বসো বসো, বাবুর হাত ছেড়ে দাও; এস অখিলবাবু, তুমি এই সোফায় বসো।

বিহারী। তা অখিলবাবু, সুধু প্রণয়, না একটু ঢুক ঢুকও হয়?

হীরা। ছি বিহারীখুড়ো! তুমি বড় গোলমাল আরম্ভ কর্‌লে; অখিলবাবু এখানে কি কর্‌তে এসেছেন,—তুমি জান না।

বিহারী। কেন জান্‌বো না? মনসা পূজো দিতে। মেয়েমানুষের বাড়ী লোক কি আর পিতৃশ্রাদ্ধ কর্‌তে আসে?

অখিল। বিহারীবাবু, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না,

আমার কোন কুভাব নাই; পারুলকে আমি পবিত্র ভাবে—ভগ্নীভাবে দেখি।

বিহারী। তা'তো দেখ্‌বেই, সভ্য হ'লেই আজকাল তা দেখে; "ভগ্নী শব্দে দুই অর্থ অভিধানে দেখ ধনী"; তা যা হোক্‌, এখন একটু খাওয়াবে টাওয়াবে?

হীরা। (জনান্তিকে) অখিলবাবু, গোটা দুই টাকা দিন, আমি একে মদের লোভ দেখিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাই।

অখিল। তাই যাও, টাকা নাও।

হীরা। গোটা কুড়িক টাকা এখানে ঝেড়ে যাবেন, মা বেটী খুব খুসী থাক্‌বে। এস বিহারী খুড়ো, এই টাকা আছে, চল একবার নোড়তলার দিকে যাওয়া যাক্‌।

বিহারী। অল্‌ রাইট্‌! অখিলখুড়ো, থ্রি চিয়াস ফর ইয়োর পবিত্র প্রণয়! মা লক্ষ্মী, আমার কাছ থেকে দূরে থেকো, জামাই বাবুকে আদরে রেখো।

[বিহারী ও হীরালালের প্রস্থান।

অখিল। কি হাঙ্গাম—আমার বড় ভয় কর্‌ছে!

পারুল। তাই তো, বুক দুড়্‌ দুড়্‌ কর্‌ছে যে! মাথায় একটু ল্যাভেণ্ডার দিই।

অখিল। আমি এখন যাই।

পারুল। সে কি?

অখিল। না; প্রণয়-স্রোতে আজ এই বাধা, এ ক্লেশ আমায় ভোগ কর্‌তে হবেই হবে।

পারুল। সত্যই যাবে?

অখিল। কিছু মনে ক'রো না, আজি বিদায় দাও—এই কাগজটুকু তোমার মা'কে দিও।

পারুল। কা'ল কখন্‌ আস্‌বে?

অখি । কাল আস্‌তে হবে?

পারুল। তুমি আস্‌বে না? তবে ছুরি এনে দিই, আমার বুকে বসিয়ে দাও! তুমি আমায় কি ক'রেছ—বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

অখিল। পারুল! পারুল! আমি কি শুন্‌ছি, সত্য তুমি আমায় ভালবাস?

পারুল। নাথ!

অখিল। প্রণয়িনি—প্রিয়তমে!

পারুল। কা'ল দুপুর বেলা যদি একলা না এস, তা হ'লে জান্‌বে যে, পারুল ম'রেছে!

অখিল। ছি ছি ছি ছি! আমি ঠিক আস্‌বো, প্রাণ এইখানে রইলো।

[প্রস্থান।

পারুল। না, এই বয়সের মধ্যে কত রকমই দেখ্‌লেম; আবার এই এক রকম, দিন কত এই রঙ্গই করি।

(বামার প্রবেশ)

বামা। হ্যাঁলা নক্‌ড়ি! কি রকম বুঝ্‌লি? খালি ফক্কুড়ি, না শাঁসে কিছু আছে?

পারুল। কেন, গোকুল দত্তকে কি তুমি চিন্‌তে না? বেশ রেখে গেছে; আবার হীরু-দা'র মুখে শুনেছি, বোন্‌টা বিধবা হ'য়ে শ্বশুরের বিষয়ের বখ্‌রা নিয়ে বাপের বাড়ী এসেই রয়েছে, ওদের হাতে সব।

বামা। ভাল হ'লেই ভাল বাছা!

পারুল। এই নাও, একখান কুড়ি টাকার নোট দিয়ে গেল। ওর ধরণ আলাদা, আমি বুঝিছি, গোড়ায় বড় টাকার চাপাচাপি ক'রো না, আমি ওর জন্যে কাঁদি টাঁদি—এই কথা শুনিও, তার পর আমার ভার আমার উপর।

বামা। তা বাছা জানি, তুমি এতদিন দেখ্‌লে শুন্‌লে, সেয়ানা হয়েছ, যে সে ছুঁড়ীর মত ভালবেসে বয়ে যাবার নও।

পারুল। তা কি আর বুঝ্‌তে পারিনি মা! তের বচ্ছর বয়স থেকেই তোমার ভিক্ষেয় যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

বামা। হ্যাঁলা নক্‌ড়ি! হাঁরে ব্যাটা কি বল্‌ছিল? ওকে কিছু দিতে হবে না কি?

পারুল। কিছু হবে, কথা দিয়েছি, পাঁচটা দেখে শুনে আনে, বেইমানী করা ভাল নয়; শীতের সময় এক জোড়া শাল দেব ব'লেছি, টাকা পঁচিশেক হ'লেই হবে।

বামা। পঁচিশ পঁচিশ টাকা! ছ' গণ্ডা এক টাকা!

পারুল। তা আর কি কর্‌বো বল মা; তা সে যাক্‌ গে; বড় ক্ষিদে পেয়েছে, সেই কখন্ দুটী পান্তা খেয়েছি।

বামা। ও পোড়া দশা! তোর মঙ্গলা মাসী ক'টা বেগুনি দিয়ে গিয়েছিল, এই আঁচলে বাঁধা আছে, ভুলে গিয়েছি—খা, খা।

পারুল। বাঃ বাঃ! বেশ মচ্‌ মচ্‌ কর্‌ছে! পরশুকার বাসি ডাল চচ্চড়ি আছে, একটু দি'বি চ—তাই দিয়ে খাই গে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

সহচরীর বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা

(গীত)

(তোর) যদি মাতাল হতে হয় বাসনা।
এন রে তারা-নাম-সুরা প্রাণ পূরে পান কর না॥
ভোলার চোলাই করা মাল গলায়
ঢেলে পাগল হ না।
এমন মজা মেশা খাসা নেশা হুইস্কিতে তোর
হবে না॥
আবগারি ত্রিপুরারি লাইসেনি তার নাইকো
মানা।
কালী নাম পান করিলে শ্যাম্পেন শেরীতে
মন সরে না॥
ভক্তিতে খাঁক্তি হলে নামের চাট্ তো আর
পাব না।
আশার ভাসান হবে নেশায় ভুলে যাবি সব
কামনা॥

(হারাণের প্রবেশ)

হারাণ। ভাল আপদ্! এ ব্যাটা কি আজ এখান থেকে নড়্‌বে না? দুশো দাতাকর্ণ প্রায় এখানে ঘুর্‌ছে! ভিক্ষা কর্‌বার আর জায়গা পেলে না। বেড়ে নিরিবিলি আছে দেখে এলেম, কোথেকে এক শত্রু জুট্‌লো দেখ না—বলি ও ঠাকুর!

ভিখারী। (গীত) "তোর যদি মাতাল হ'তে হয় বাসনা"।

হারাণ। একটু থাম না, যে বাজখাঁই আওয়াজ বার ক'রেছ, প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে আর কি!

ভিখারী। ভিখিরী মানুষ বাবা, আমরা এর চেয়ে ভাল গান কোথায় পাব?

হারাণ। তা চৌমাথায় যাও না, এখানে তোমাকে আর কে ভিক্ষে দেবার জন্যে ব'সে আছে?

ভিখারী। এই যে বাবা, তুমি আছ।

হারাণ। আমি আছি বুঝি—এইটে তুমি ঠাওরালে? আমি থেকেও নাই।

ভিখারী। সে কি বাবা, তুমি রাজা লোক।

হারাণ। এইবার ঠিক ঠাউরেছ, দেখ্‌ছো না—সঙ্গে চোপ্‌দার, বরকন্দাজ, আশাশোঁটা, ঐরাবতে চ'ড়ে ব'সে আছি—

ভিখারী। আমাদের গরীবের পক্ষে তোমরাই রাজা বাবা।

হারাণ। তুমি ভারি ভুল বুঝেছ, আমায় চিন্‌তে পারনি, আমারও তোমারই হাল, তবে তোমায় পাঁচ দোর সাধ্‌তে হয়, আমার নয় বোনায়ের বাড়ী আট্‌কে বাঁধা।

ভিখারী। দাও না বাবা, একাদশীর দিন ব্রাহ্মণকে কিছু খেতে দাও না বাবা ?

হারাণ। একাদশীর দিন ব্রাহ্মণকে খেতে দিয়ে তার ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌বো ? এমন মহা-পাতক আমা হ'তে হবে না ; এক কর্ম্ম কর, ঐ গলীর মোড়ে মল্লিকদের বাড়ী যাও. কর্ত্তা খুব কালীভক্ত, এখন বাইরে ব'সে আছেন, দু'টো কালী নাম শোনাও গে, কিছু পাবে এখন।

ভিখারী। সত্যি বল্‌ছো বাবা ?

হারাণ। তুমি তো আমার পাওনাদার নও যে, তোমার সঙ্গে মিছে কথা কইতেই হবে।

ভিখারী। আচ্ছা বাবা, আচ্ছা বাবা, মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

[প্রস্থান।

হারাণ। আচ্ছা ঠাকুর, হালফিল একটা মনোবাঞ্ছা আছে, দেখ্‌ছি তোমার আশীর্ব্বা-দের জোর। দিই দোরে ধাক্কা, ডেকে তো ফেলা যাক্, মুখ চাপ্‌তে গেলে যে বুক যায়, কপাল ঠুকে বোলে ফেলা যাক্, কুলের কুলবধূ তো আর নয়—গয়লা বৌ—গয়লা বৌ, ও সহচরি !

নেপথ্যে সহচরী। কে ডাকে গা ?

হারাণ। আ—আ—আ—আমি।

নেপথ্যে সহচরী। আমি কে ?

হারাণ দোর খোল না, চিন্‌তে পার্‌বে এখন।

নেপথ্যে সহচরী। কে বল, নইলে আমি দোর খুল্‌বো না।

হারাণ। আমি এক জন খদ্দের।

নেপথ্যে সহচরী। কোথাকার খদ্দের ? যাও, এখন দোর খোল্‌বার যো নাই।

হারাণ। আরে পায়ে পড়ি, শীগ্‌গির খোলো, এখনই কোত্থেকে কে এসে পড়্‌বে ; ও সহচরী !

সহচরী। তোমার নাম কি ?

হারাণ। আমার নাম—আমার নাম—সহচর।

নেপথ্যে সহচরী। আমার সঙ্গে ন্যাকরা কর্‌তে এসেছ ? . দাঁড়াও তো।

(সহচরীর প্রবেশ)

কে রে মুখপোড়া মিন্‌যে ?

হারাণ। গয়—গয়—গয়লা বৌ,—সহ-চরি,—আমি—আমি হারাণ।

সহ। হারাণ বাবু ! কেন গা তুমি আমার সঙ্গে লাগ্‌তে এসেছ ? যাই দেখি মল্লিক মশা-য়ের কাছে ; বড়মানুষের শালা আছি—তুমিই আছ. তা বোলে আমার সঙ্গে লাগ্‌বে কেন ?

হারাণ। রাগ করছো কেন ? আমি তো তোমার সঙ্গে লাগিনি।

সহ। লাগনি তো ডাক পাড়াপাড়ি কর্‌ছো কেন ?

হারাণ। কি জান সহচরি, আর কিছু না—এই—এই—আমার বড় বাতিক বৃদ্ধি হয়েছে, তাই একটু চো—চো—চোনা চাইতে এসেছি।

সহ। আমায় ন্যাকা পেলে না কি ? সহ-চরী গয়লানী তোমার মতন সাতটা বাবুকে হাটে বেচে আস্‌তে পারে। দেড় প্রহর রাত্তিরে ওঁর চোনার দরকার হয়েছে ! আমি কিছু বুঝ্‌তে পারিনে বটে ?

হারাণ। কি বুঝ্‌তে পেরেছ ?

সহ। আমি যা বুঝ্‌তে পেরে থাকি—যাও, আমায় সেই চরিত্রের লোক পেলে কি না ?

হারাণ। প্রাণ যায় সহচরি, প্রাণ যায় ! তুমি আমায় মেরে ফেল, নইলে আমি মাথা খুঁড়্‌বো !

সহ। আবার আমার জন্যে প্রাণ গেল কেন? মুখুয্যেদের ঝি বিধি গেল্ কোথা?

হারাণ। আরে রাম রাম, সে বেটীর নাম ক'রো না! কালপেঁচী বেটী, শুঁটকী—বয়সের গাছ-পাথর নাই!

সহ। দিন কতক যে তার জন্যে খুব খেপেছিলে?

হারাণ। গেরোর ফের—গেরোর ফের! একটা ফাঁড়া ছিল, কেটে গেছে।

সহ। তা আর ফাঁড়ায় কাজ নাই; এখন বাড়ী যাও।

হারাণ। তোমার পায়ে পড়ি সহচরী, আমার প্রতি নির্দ্দয় হয়ো না, তোমাদের গয়লা-বংশ দাতাবংশ, আমাকে দয়া কর, তুমি বই আমার তিন কুলে কেউ নাই!

সহ। যাবে তো যাও, নইলে মাথায় গোবোর-গোলা ঢেলে দেব।

হারাণ। তা দাও, তা দাও, আমায় শুদ্ধ ক'রে নাও, আমার প্রাশ্চিত্তির হ'য়ে যাক্।

সহ। আজ এখন যাও, এর পরে যা হয় দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

হারাণ। দোর দিলে কেন? ও সহচরি! ও সহচরি! আমি ম'লে তোর কিন্তু পাপ হবে! এই কি তোমার গয়লার ধর্ম্ম? ও সহচরি! আর একবার দরজা খুলে একটী কথা ক'য়ে যাও, নিদেন দু'টো গাল দিয়ে যাও, তবু ভরসা পাই সহচরি!

(বেণীর প্রবেশ)

বেণী। কে ও, হারাণবাবু না? এখানে কি হচ্ছে?

হারাণ। কে?

বেণী। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না?

হারাণ। কে বেণীবাবু—আপনি কোত্থেকে?

বেণী। আমি রুগী দেখে' আস্‌ছি; তুমি কি কর্‌ছিলে এখানে?

হারাণ। তাই তো ভুলে যাচ্ছি, কি কর্‌ছিলেম বলুন দেখি?

বেণী। এ সহচরী গোয়ালিনীর ঘর না? ওর কপাটে ঘা দিচ্ছিলে কেন?

হারাণ। সহচরীর ঘর! আমি মনে করেছিলেম ভট্‌চায্যির টোল, কা'ল দোয়াদশী কতক্ষণ থাক্‌বে, তাই জিজ্ঞেস কর্‌বো মনে করে এসেছিলেম।

বেণী। বটে! নাম ধ'রে সহচরী ব'লে ডাক্‌ছিলে।

হারাণ। বেণীবাবু, শুনে ফেলেছ? এ কথা কারেও বোলো না দাদা!

বেণী। কি! আবার সহচরীর জন্য খেপেছ না কি?

হারাণ। ভয়ঙ্কর!

বেণী। মতি নাপতিনী গিয়েছে না কি?

হারাণ। সে অনেক দিন; তার পর পাঁচী ধোপানী দিন কতক পাগল কল্লে, সে বেটী গেল তো বিধি ঝি; এখন সহচরীর পালা, বেটী আমল দিচ্ছে না!

বেণী। তোমার যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় মন বদ্‌লায় দেখ্‌ছি।

হারাণ। কে জানে বেণীবাবু, ঐটে আমার রোগ; সহচরী বেটী তো আপনাকে খুব মানে, যদি একটু ইসেরা ইঙ্গিতে বোলে দেন।

বেণী। আরে দূর খ্যাপা, বেটীর ঐ চেহারা!

হারাণ। তা ঠিক, বেটীর পানে আমি ফিরেও চাইতেম না; পরশু দুপুর বেলা ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ মনটা কেমন খারাপ

হ'য়ে উঠ্‌লো, সেই অবধি আর স্থির হতে পাচ্ছি না।

বেণী। এখন রাত হলো, আজ তো বাড়ী যাও, আর ও ভেব না, তা হ'লেই মন ঠিক হয়ে যাবে।

হারাণ। উঁহু; তা হবে না, দেখ বেণী-বাবু, আমার একটু সাহায্য কর, আমার ঐ দাসীটে বাঁদীটে দাদা,—আমার উঁচু নজর নাই।

বেণী। আচ্ছা, আজ তো এখন যাও।

হারাণ। যাচ্ছি—কিন্তু রেতে আর ঘুম হবে না, তোমার ভরসায় রইলেম দাদা!

বেণী। আচ্ছা।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পাহারাওয়ালা ও বিহারীর প্রবেশ)

বিহারী। ছেড়ে দাও না বাবা, কাহে বদিয়াতি কর্‌তা হ্যায়?

পাহা। আরে চল্‌ চুপ্‌ চাপ্‌।

বিহারী। আচ্ছা বাবা, হামি কি করা হ্যায় কা? গির্‌ পড়া? চেঁচাচেঁচি কিয়া? আস্তে আস্তে চলা যাতাথা, তবে খামোকা পাকাড়কে তোমাদের লাভ কেয়া?

পাহা। আস্তে আস্তে চলা যানেকা বি হুকুম নেই।

বিহারী। তবে হুকুম কি, ডিগ্‌বাজী খেতে খেতে যেতে হবে? যথেষ্ট রসিকতা হয়েছে, এখন বাবা ছেড়ে দাও, দু' একটা চোর-টোর ধর্‌বার চেষ্টা দেখ; নেহাত না পার, ঐ গয়লাদের গোল থেকে একটা গোরু খুলে নিয়ে গে কাজীহাউসে দাও।

পাহা। কেয়া তোম্‌ পুলিসকা সাৎ ঠাঁট্টা কর্‌তা হ্যায়?

বিহারী। কি করি বল, অমন রসের সাগর প্রাণের ইয়ার আর কোথায় পাব?

পাহা। হ্যায় তেরা কুচ পকেট্‌মে?

বিহারী। দিব্যি কলের একহারা বখেয়া শেলাই আছে। দেখ পাহারাওয়ালা সাহেব, হামারা সাৎ আবি কুচ হ্যায় নেই, তোম্‌ হাম্‌কো ছোড় দেও, হাম্‌ তোম্‌রা ভালা করেগা।

পাহা। আরে ভালা করণেওয়ালা! চলো, নেই তো দাণ্ডা খাওগে।

বিহারী। দেখো, তোম্‌ হাম্‌কো জান্‌তা নেই, মেদিনীপুরকা রাজা হামারা বন্ধু হ্যায়, ট্যাংরাকা নবাব হামারা ইয়ার হ্যায়, বাঁশবেড়েকা নবাব হাম্‌কো খুড়ো খুড়ো বোল্‌তা হ্যায়, এদের এক জনকে না এক জনকে তোমারা একটা হিল্লে লাগায় দেগাই দেগা

পাহা। কেয়া তোম্‌ হল্লা করোগে! শালা, হাম্‌কো জান্‌তা নেই?

বিহারী। না! কই, তা তো জান্‌তেম না, এত নিকট সম্পর্ক! তবে আর বদিয়াতি কর কেন?

পাহা। চল্‌বে শালা চল্‌।

বিহারী। নেহাত ছাড়্‌বে না?

পাহা। নেহি।

বিহারী। আমার জরিমানা হ'লে তোমার লাভ কি?

পাহা। সরকারকো খয়েরখাঁই।

বিহারী। সরকারের খাঁই, তা বুঝেছি; একদফা মদ বেচে লাভ, আবার মাতালের জরিমানায় লাভ।

পাহা। চলোগে, না বকোগে?

বিহারী। তবে জরিমানা করাবে?

পাহা। হাঁ।

বিহারী। ছাড়্‌চো না?

পাহা। নেহি।

বিহারী। তবে দস্তরমত কাজ হোক, হেঁটে তো যাচ্ছিনি, ঝোলা নিয়ে এস।

পাহা। কেয়া?

বিহারী। আর কেয়া কি? এই জমী নিলেম, আর দু' এক জন জুড়িদার বোলাও, কাঁধে ক'রে নিয়ে চল, জরিমানাই দেবো তো পায়ে হাঁট্‌বো কেন বাবা?

পাহা। বদ্‌মায়েসি সুরু কিয়া?

বিহারী। ঝোল্লা লেয়াও, আইন মাফিক কাম করো।

পাহা। উঠ্‌বে উঠ্‌!

বিহারী। কান্ধা করো—কান্ধা করো।

পাহা। দাণ্ডা খাওগে?

বিহারী। তা তো খাবই, তোমরা কোন্ জন্মে কাকে আর রসগোল্লা খাইয়ে থাক?

পাহা। শালা বদমায়েস মাতোয়াল হ্যায়, আচ্ছা শালা, চলো থানামে; 'এ জুড়িদার হো—

নেপথ্যে। হৈ!—

পাহা। এক শালা মাতোয়াল গির্ পড়া, জেরা আকে খাড়া হো, হাম ঝোলা লেয়াতা।

নেপথ্যে। হৈ—হৈ—হৈ!—

বিহারী। পাহারাওয়ালার পো দুয়ো!

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

পাহা। আরে শালা ভাগা ভাগা! মোড় পর কোন্ হ্যায় হো, মাতোয়াল ভাগা, পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ডাক্তারখানার ঘর।

বেণী ও সহচরী।

বেণী। অম্বলের ব্যারাম তো অমনি আরাম ক'রে দেবই, তোমার একটী পয়সা খরচ হ'বে না; তা ছাড়া তোমায় নগদ একশ টাকা দেব, যদি কোন মতে এ কাজ করতে পার।

সহ। বড় শক্ত ডাক্তারবাবু! বড় শক্ত, শান্ত দিদির একেবারে ও সব ভাবই নাই, আমি এদিক্ ওদিক্ কত পিরীতের গল্প ক'রে দেখেছি—কাণও দেয় না, উল্‌টে বলে, 'গয়লাদিদি, দুটো রামায়ণ মহাভারতের কথা কই আয়'।

বেণী। ও কিছু নয়;—আপনার অবস্থা আপনি বুঝ্‌তে পারে না, তাই অমন করে; উপোস ক'রে শরীরের তেজ গিয়েছে, মনের জড়তা হ'য়েছে, নইলে কি সম্ভব? বছর সতের বয়েস, অমন রূপ, সে কি একেবারে সব লালসা ত্যাগ কর্‌তে পারে?

সহ। ডাক্তারবাবু, এটা তুমি মন থেকে ছেড়ে দাও, আর কারুকে বল তো আমি ক'রে দিতে পারি।

বেণী। সহচরি! তুই কি মনে করিস্, আমি বদমায়েস—ঐ সব চেষ্টা করি? তা নয়, আমি শান্তকে বড় ভালবাসি, সহজে ওর ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে চেষ্টা করিনে, বড় ভালবাসি; আমার জাত যাক্, তাও স্বীকার, তবু ওকে আমি বিবাহ কর্‌বো মনে ক'রেছিলেম, বিধবা-বিবাহের কথা ওর কাছে ঢের পেড়েছি, ঢের বুঝিয়েছি, তা কোন মতে বুঝ্‌লে না; কিন্তু আমার প্রাণ যায়, শান্তকে না পেলে আমার প্রাণ যায়!

সহ। তাই তো, কি করি, মাথার ওপর অমন ভাই রয়েছে!

বেণী। ভাইয়ের ভয় ক'রো না, সে পারুলের হোথায় হাবুডুবু খাচ্ছে, বাড়ীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, দেখ্‌বার আর তার অবসর নাই; সেও আমি ক'রেছি, শান্তকে পাবার সুবিধা হবে ব'লেই ক'রেছি, আমি লোক লাগিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে অখিলকে বেশ্যার জালে

ফেলেছি, এত ক'রেও যদি শান্তকে না পাই, তা হ'লে আমি মারা যাব। আমার ভাগ্যে কখনও স্ত্রীসুখ হয়নি, তোমার সাক্ষাতে প্রকাশ ক'রে বলি, ঘরে জ্বালাতন, আমি অনেক সহ্য ক'রে যাই, তাই বাইরের লোকে টের পায় না; কিন্তু স্ত্রীর কাছে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ ঝগড়া বই আর কাজ নাই; দামিনীর সেই উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেখ্‌লে শান্তকে পাবার জন্যে আমার মন আরও ব্যাকুল হয়, শান্ত আমার স্ত্রী হ'লে আমি আর এক মানুষ হ'তেম!

সহ। আচ্ছা যদি এতই, তবে প্রথমে শান্তকে বে করনি কেন? তোমরা এক জাত, ওদের বাড়ীর সঙ্গে এত ভাব, তোমায় এত ভালবাসে, সে সময় বল্লেই তো বে হ'তে পার্‌তো।

বেণী। আমার তখন বয়স অল্প ছিল; লজ্জায় বল্‌তে পারিনি, দাদা ব'লে ডাক্‌তো, কেমন বাধো বাধো ঠেক্‌তো; বিশেষ আমি জান্‌তেম, বল্লেও হতো না; গোকুলকাকা অত খরচ ক'রে আমার মতন তিনকুলে-কেউ নাই গরীবের সঙ্গে কি মেয়ের বে দিতেন? তিনি বরাবরই বড়মানুষ কুটুম্ব খুঁজ্‌ছিলেন, তাতেই অমন জমীদারের ঘর জুটলো। তুমি চেষ্টা কর—চেষ্টা কর, তেমন উঠে প'ড়ে লাগ্‌লে মানুষের মন ক'দিন ঠিক থাকে? মেয়েমানুষই কি, পুরুষমানুষই কি, এই যে অখিল অত ভাল ছিল, বেশ্যার নাম কাণে শুন্‌তো না, এখন সেই বেশ্যার পায়ের তলায় পড়ে আছে।

সহ। অখিলবাবুর কথা আলাদা; শান্ত দিদির যে শরীরের সুখের দিকে একটু দৃষ্টি নাই। তের বছরের মেয়ে বিধবা হলো, গিন্নী হাতের বালা রাখ্‌বার জন্যে কত বুঝিয়েছিলেন, তা বল্লে, 'না মা, আর কেন?' কখনও একখানা ভাল শাদা ধুতি পর্‌লে না, নিরামিষ তরকারি টরকারি খেতে দোষ নাই, তা ঐ হবিষ্যি; দশমীর দিন বই একটু দুধ খায় না; শ্বশুরের অত টাকা হাতে পেলে, তা একটু বাবুয়ানা আছে? দাসীদের সঙ্গে মিলে কাজ করে।

বেণী। ওতেই তো ওর জন্যে মন আমার আরও খারাপ হয়েছে; ও যদি বাবুটাবু হ'ত, তা হ'লে হয় তো আমার মনে এত ইচ্ছে হ'ত না; সুন্দর মুখের চেয়ে মিষ্টি স্বভাবই বেশী বশ করেছে, শান্তকে বুকে রাখ্‌তে পার্‌লে প্রাণের সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়!

সহ। একটা ওষুধ পত্তর ক'রে দেখ্‌বো? এক রকম শেকড় আছে, তা খাইয়ে দিলে যার হাত দে খাওয়ান যায়, তার ওপর খুব মন পড়ে; আমি দিতে পারি, তুমি যদি খাওয়াতে পার।

বেণী। সত্যি হয়?

সহ। খাইয়ে দেখ না।

বেণী। না সহচরি, তাতে কাজ নাই; শেকড় ফেকড়ে আমার বিশ্বাস নাই, ওতে বরং খারাপ দাঁড়ায়; দেখ, আমি ওকে সত্যি ভালবাসি, ওর অনিষ্ট আমি হ'তে দেব না; যদি মারা যায়! ও বাপ্ রে বাপ্ রে, শান্ত মারা গেলে আমি বাঁচ্‌বো না! আমি ওকে ওষুধ খাইয়ে বশ কর্‌তে চাইনি, ভালবেসে পেতে চাই; বিধবা-বের কথা বুঝিয়েছি, বাড়ীতে কখনও নিজের কথা বল্‌বার সুবিধে হয় না, যদি ওকে আলাদা একবার কোথাও পেতেম, আমি ওর জন্যে কি ব্যাকুল—যদি একবার বোঝাতে পার্‌তেম, তা হ'লে কি হ'তো, বল্‌তে পারিনি; যদি পায়ে প'ড়ে বল্‌তে পার্‌তেম যে, তোমার জন্যে আমার প্রাণ যায়, তা হ'লে ওর যে মমতার শরীর, বোধ হয়, দয়া হ'লেও হ'তে পারে।

সহ। দেখ, একটা কথা মনে পড়্‌লো, কিন্তু সে বড় শক্ত কাজ, সাহস হয় না।

বেণী। কি—কি—কি ?

সহ। না, সে কাজ নেই।

বেণী। কি বল্ না—বল্ না—যদি ওর শরীরের কিছু না হয়, তা হ'লে পার্‌বো ; যা বল্‌বে পার্‌বো।

সহ। তুমি আলাদা দেখা হ'বার কথা বল্‌ছিলে না কি, তাই সে কথাটা বল্‌ছিলেম।

বেণী। আলাদা দেখা হবার সুবিধা হতে পারে ? কোথায়—কোথায়—বল্ ?

সহ। সেই যে ওর মামাতো ভাইয়ের ভেদবমির ব্যামো হয় কি না, ও সেখানে গিয়ে ক'দিন রাত জেগে সেবা-সুস্থ করে, তাইতে মেনেছিল যে আরাম হ'লে নিজে গিয়ে ওলা-উঠা ঠাকরুণের তলায় পুজো দিয়ে আস্‌বে।

বেণী। কবে যাবে ? কবে যাবে ?

সহ। এখনও ঠিক হয়নি, মোদ্দা এই মাসেই একটা মঙ্গলবার দেখে যাবে, আমা-কেও ব'লেছে যে, গয়লাদিদি, যাস্ তো আমা-দের সঙ্গে যাস্।

বেণী। মা সঙ্গে যাবেন না ?

সহ। তা যাবে, তবে তুমি যদি কাছা-কাছি একটা বাগানে থাক্‌তে পার, তা হ'লে বোধ হয়, আমি ফিকির-ফুকির ক'রে বাগান দেখ্‌বার নাম করে একবার নিয়ে যেতে পারি, ওর মনে তো পাপ নাই, তা বোধ হয় যেতে পারে।

বেণী। তা আমার কাছাকাছি বাগান জানা আছে, নিয়ে যেতে পার্‌বে ?

সহ। কিন্তু নিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত, তোমায় এমন ফিকির কর্‌তে হবে যে, আমি কিছুর ভিতর আছি, না প্রকাশ হয়।

বেণী। তা আমি একটা মতলব ভেবে ঠিক কর্‌বো তুমি একবার আলাদা দেখা করিয়ে দাও, আমি দু'টো পা জড়িয়ে ধর্‌বো, আমার প্রাণের ভিতর কি পাঁজার আগুন জ্বল্‌ছে দেখাব, তার দয়া হবেই হবে।

সহ। তবে আমি এখন চল্লেম।

বেণী। আচ্ছা যাও, আমি মতলব-টতলব সব ঠিক ক'রে রাখ্‌বো ; যে দিন যাবে, তার দু'দিন আগে আমাকে জানিও।

সহ। আচ্ছা।

[প্রস্থান।

বেণী। বোঝাতে পার্‌বো না ? তার মন নরম কর্‌তে পার্‌বো না ? আমার আজন্মের সাধ পূর্‌বে না ? একবার শান্তকে পেলে ডিস্পেন্সরি-টিস্‌পেন্‌রি সব ছেড়ে দেব, অখি-লের টাকা যত পারি সব তুলে দেব, আর কখনও কোন বদ মতলব কর্‌বো না। তখন আর আমার আবশ্যক কি ? কি অভাব ? অমূল্য রত্ন শান্ত। তার উপর অত বিষয় !—হীরা-লাল !

নেপথ্যে হীরালাল।

(হীরালালের প্রবেশ)

বেণী। অখিলকে একশ টাকা দিয়ে এসেছ ?

হীরা। কাল পরশুর ভেতর আর আড়াইশ চেয়েছেন, ফুল চিরুণীর জন্যে সোণা কেনা হবে।

বেণী। মার ঠেঁয়ে টাকা আর না চাইলে তো চল্‌বে না, বল্‌বো, অখিল জোর করে ক্যাশের টাকা নিয়ে যায়, আমি কি কর্‌বো ?

হীরা। হাঁ বাবু, একটা কথা শুনেছিলেম, ডিস্পেন্‌সারি না কি তুলে দেবেন ?

বেণী। অখিল দেখে না শোনে না, খালি খরচ করে, মা তাই তুলে দিতে চেয়েছিলেন বটে, তা অখিল রাজি হয় নি। তুমি একটু বাইরে থাক, আমি একবার সিঙ্গিদের বাড়ীর কেশটা দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অখিলের শয়নকক্ষ।

অখিল ও তরুবালা।

অখিল। যাও যাও।

তরু। না, আমি যাব না, তুমি তাড়িয়ে দিলেও যাব না, আমার কথা শোন, বাড়ী থেকে বেরিও না।

অখিল। বাড়ী থেকে বেরুবো না, ঘরে জুজু হয়ে থাকৃতে হবে?

তরু। আমি সে বেরুনোর কথা বল্‌ছি না, আগে কি কথনও মানা করেছি?

অখিল। তবে আবার কি বেরুনো? আমি কোথায় যাই?

তরু। কোথায় যাও, তুমি কি তা জান না? কোথায় যাও, আমি কি তা বুঝ্‌তে পারি না? যে দিন প্রথম গিয়েছ, সেইদিনই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার মনকে কে যেন বলে দিয়েছে। তোমায় কি করে বোঝাব বল যে, স্ত্রীলোকে এ কথা বুঝ্‌তে পারে, স্বামীর প্রাণের কথা স্ত্রী আগে টের পায়; তুমি যে আমার প্রাণের ভিতর আছ! তোমার প্রাণে কথন্ কি ভাব হয়, আমি বুঝ্‌তে পারি না? যে দিন আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, সেই দিনই আমি জেনেছি; তোমার চখে, মুখের ভাবে, ওঠায় বসায়, চলায় ফেরায়, সেই দিন থেকেই অন্যভাব দেখেছি।

অখিল। যাও যাও, বোকো না, বোকো না, আপনার কাজে যাও, আপনার কাজে যাও।

তরু। এর চেয়ে আমার আবার আপনার কাজ কি? তোমায় রক্ষা কর্‌বার চেয়ে আমার আর কি বড় কাজ আছে?

অখিল। যাও না, সংসারের কাজকর্ম্ম নাই?

তরু। সংসার! কিসের সংসার? কারু সংসার? সংসার তো তোমার, তোমার জন্যেই তো সব; তুমিই যখন ভেসে যাচ্ছ, তবে আর কার জন্যে সংসার করা? আমাদের পোড়া পেটের জন্যে?

অখিল। ভারি জ্যাঠামো আরম্ভ কর্‌লে! যাও না।

তরু। তোমার পায়ে পড়ি, বেরিও না, পায়ে পড়ি, ও সব ছেড়ে দাও, বেরিও না।

অখিল। যাতে ভাল মন্দ হয়, আমি সব বুঝি, আমায় কারু বোঝাতে হবে না।

তরু। তুমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্, অন্য সব বোঝ, কিন্তু এইখানে বুঝ্‌তে পারনি, আপনার সুখের বেলা বুঝ্‌তে পারনি!

বেশ পেরেছি।

তরু। না না, পারনি, তুমি কিসে সুখী থাক, আমি তা বেশ বুঝি; যে দিন এ বাড়ীতে এসেছি, সেইদিন থেকেই আমার ঐ ভাবনা; গুরুর কাছে এখনও ইষ্টদেবতা চিনিনি, তুমিই আমার ইষ্টদেবতা, তোমার সুখই আমার ধ্যান জ্ঞান; কখনও মনে করো না, আমার অন্য কোন ভাব্‌না আছে। দেখ দেখি, তুমি কি হয়ে গেছ, তোমার সে শ্রী এর মধ্যে কোথায় গেল? খাওয়া একেবারে গিয়েছে; তোমার টাকা তুমি খরচ কর্‌বে, আমি বল্‌বার কে? কিন্তু তোমার শরীর যে একেবারে যায়! তোমার প্রাণ যে আমার প্রাণের সঙ্গে বাঁধা; হেনস্থা কর, পায়ে ঠেল, কাছে আস্‌তে না দাও, কিন্তু তবু সে পরমেশ্বরের ধন—ছেঁড়্‌বার যো নাই! মাথা খাও, দুটী পায়ে পড়ি, আমায় বালা দুগাছি পর্‌তে দাও।

অখিল। দেখ, এ সব কথা তোমার কাছে বলা উচিত নয়, বল্‌বো না মনে করেছিলেম, কিন্তু আমার দোষ নাই, তুমিই ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে শুন্‌লে; তুমি জান, তোমার সঙ্গে বে হয়ে

আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার প্রাণ মরু-ভূমি হয়ে গিয়েছে! আমি রাশি. রাশি পুস্তক পড়ে প্রাণে যত প্রণয়ের আশা করেছিলেম, তোমার জন্যে আমার সে সমস্ত বিসর্জ্জন হয়েছে! আমি প্রণয়ে উন্মাদ হয়ে বেড়াচ্ছিলেম, তার পর যদি এমন কারুকে পাই যে, আমায় সুখী কর্‌তে পারে, যার কাছে থাক্‌লে আমি প্রাণে শান্তি পাই, তা হলে আমি কেন তাকে ত্যাগ কর্‌বো?

তরু। যথার্থ বল দেখি, সুখী কি হও? সে শান্তি কি পেয়েছ?

অখিল। সম্পূর্ণ না হোক্, সময়ে সময়ে পাই; আর কিছু দিন গেলে কতকগুলো হাঙ্গাম চুকিয়ে দিতে পার্‌লে সম্পূর্ণ রকম পাব।

তরু। আমি জানি, তুমি কিছুই পাওনি, কখনও পাবে না।

অখিল। কে বল্লে পাইনি, কে বল্লে পাব না?

তরু। সবাই।

অখিল। কে সবাই?

তরু। তোমার চোখ-মুখ, তোমার থেকে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা, সদা অন্যমনস্ক থাকা, খাওয়ায় অরুচি, সব বিষয়ে বিরক্তি; বই অত ভালবাস্‌তে, তার সঙ্গে তোমার আর দেখা নাই; আমায় ভালবাস না বটে, আমায় কাছে আস্‌তে দিতে না বটে, কিন্তু তবু যে চোখে দেখেছ, এখন আর সে চোখে দেখ না; তবু তুমি মুখে বল্‌বে—সুখে আছ? শান্তি পেয়েছ? আমার কথা শোন, আমি মেয়েমানুষ, পুরুষ কিসে সুখী হয়, মেয়েমানুষ বেশী বুঝ্‌তে পারে, যা খুঁজ্‌ছো, যেখানে যাও, সেখানে তা কখনও পাবে না; কেউ কখনও পায়নি; যার গোড়ায় দোষ, তা হতে কখনও সুখ হয়? মেয়েমানুষের কটা প্রাণ? ক' জনকে দেবে? তবে আর বিধবার বে হয় না কেন? প্রাণ একবার বই দেওয়া যায় না, ঠাকুরঝি মরা পতির পূজা করে; যে রূপ বাজারে বসিয়েছে, দেহ ভাড়ায় খাটায়, সে কি প্রাণ দিতে পারে? প্রাণ দিয়ে যে প্রাণ খোঁজে, তাকে কি সে সুখী কর্‌তে পারে? সময়ে সময়ে যে শান্তির কথা বল্‌ছো, সে নেশার ঝোঁক, আর কিছু নয়; মাতাল যেমন মদের নেশায় রাজা হয়, দাতা হয়, বন্ধুর জন্যে প্রাণ দেয়, কুহকিনীরাও তেমনি এমনি চোখের নেশা করাতে পারে যে, পুরুষ সেই নেশার ঝোঁকে মনে করে যে, আমি বড় সুখে আছি।

অখিল। তুমি বোঝ না, বাজারে-বেশ্যাদের কথা শুনেছ, তাই ও রকম বল্‌ছো; পা—আমি যার কথা বল্‌ছি, তাকে তুমি জান না, দুর্ভাগ্যবশতঃ সে বেশ্যার ঘরে জন্মেছে, নইলে তার প্রাণ প্রণয়ে পূর্ণ! সে আমায় বলেছে যে, তার মার তাড়নাতেই অপর লোক ঘরে আস্‌তে দিয়েছিল, কখনও কাকে ভালবাসেনি, এক আমাকেই ভালবেসেছে, মা না থাক্‌লে আমার কাছে টাকা পর্য্যন্ত নিত না।

তরু। লেখাপড়া তোমার সব কোথায় গেল? এটা বুঝ্‌তে পার না যে, প্রাণ তার ব্যবসার জিনিস, ও সব না বল্লে কেউ নেবে কেন? ময়রা বলে না যে, "বাবু! এ ভাল সন্দেশ—আপনার জন্যে আলাদা তৈয়ার করেছি?" সকল খদ্দেরকে ঐ এক কথা বলে।

অখিল। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না, এ যে ভাল লেখাপড়া শিখেছে, লেখাপড়ায় মন কত উন্নত হয়!

তরু। তা আর বুঝিনি, নইলে তুমি ভুল্‌তে? তোমার অমন বিদ্যা, অমন চরিত্র, তোমায় আর কেউ মায়ায় ভুলাতে পার্‌তো? আমার সর্ব্বনাশের জন্যেই সর্ব্বনাশী লেখাপড়া শিখেছিল—তোমায় বশ কর্‌বার অস্ত্র ধরেছিল!

অখিল। আচ্ছা, সে যখন বোঝ্‌বার আমি

বুঝ্‌বো; এখন দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই।

তরু। যেও না; আচ্ছা, আমার আর একটী কথা রাখ, আমায় ভালবাস্‌তে পার না, পায়ে ঠেলে রাখ্‌বে রাখ, তুমি আবার বে কর; যেমন তোমার ইচ্ছে, লেখাপড়া জানা পরমা সুন্দরী বে কর; আপনি দেখে শুনে স্ত্রী ঘরে আন। মা যখন প্রথম প্রথম বের কথা বলেছিলেন, তুমি মাকে বুঝিয়েছিলে যে, আমায় দেখ্‌তে পার না ব'লে যন্ত্রণা দিতে চাও না, সতীনের জ্বালা দিতে চাও না; আমি বল্‌ছি, অনুরোধ কর্‌ছি, পায়ে ধর্‌ছি, তুমি আবার বে কর, পিশাচী-সঙ্গ ত্যাগ কর, ঘর-বাসী হও, সুখী হও, শরীর রাখ, প্রাণ রাখ; আমার মাথা খাও, এ কাজ কর; তোমার দাসী আছি, তাকেও বোনের মত যত্ন কর্‌বো, তুমি বল, দাসী হয়ে সতীনের সেবা কর্‌বো; তুমি সুখী হও, আমার শ্বশুরের সংসার রাখ।

অখিল। আজ দেখ্‌ছি তুমি বাড়াবাড়ি কর্‌লে, ও সব আমি ঢের বুঝি; এখন সর, আমি যাই।

তরু। যেও না।

অখিল। আহা হা! কেন ত্যক্ত কর?

তরু। আচ্ছা, আমার জন্যে না হোক্—মা কাঁদেন, ঠাকুরঝি কাঁদেন, ও-বাড়ীর ঠাকুরদা ঠানদি দুঃখ করেন, তাঁদের মনে ক'রে তুমি বেরিও না; আমায় কখনও ছোঁওনি, আমি আজ তোমার হাতে ধর্‌ছি, বাড়ীতে থাক।

অখিল। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

তরু। আচ্ছা, আজকের দিনটী থাক, এক দিন থাক।

অখিল। ছাড় না।

তরু। এই তোমার দুটী পায়ে জড়িয়ে ধর্‌ছি, থাক।

অখিল। ছাড়্‌বে না?

তরু। না, আমি ছাড়্‌বো না। কিসে সে তোমায় সুখী করে বল, আমি তাই কর্‌বো; কি কথা কয়, আমি তাই কইব; কি কাপড় পরে, আমি তাই পর্‌বো; কি করে চুল বাঁধে বল, আমি তাই বাঁধ্‌বো; কি খাবে বল, আমি তাই নিজে রেঁধে দেব; আমি ঘুমুবো না, সমস্ত রাত তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেবো, পা টিপ্‌বো, তুমি বাড়ীতে থাক;—যেও না।

অখিল। ভাল গেরো! ছাড়ো না।

তরু। আমার মুখপানে চাও, ভাল করে চাও; দেখ, বুঝ্‌তে পার্‌বে, আমার প্রাণ কি কর্‌ছে! দেখ না, দেখ না, আমি তত কুৎসিত নই; আর যদিই হই, তোমার দাসী, দাসীকে কি পায়ে ঠেল্‌তে আছে?

অখিল। ছাড়্‌বে না?

তরু। না।

অখিল। দেবে না পা ছেড়ে?

তরু। আমি পায়ে পড়ে থাক্‌বো।

। ছাড়্‌বে না সহজে? তা হ'লে আমার দোষ নাই।

তরু। কি দোষ?

অখিল। এখনও ভাল কথায় বল্‌ছি, ছাড়।

তরু। তার অনেক আছে, আমার তো আর কেউ নাই, আমায় কার কাছে ফেলে তুমি যাবে?

অখিল। কি! তার অনেক আছে? বড় যে লম্বা লম্বা কথা!—তবে এই দূর হও।

(পদাঘাত)

তরু। (স্থির হইয়া) আমায় লাথি মার্‌লে? আচ্ছা, বেশ করেছ! আমি তোমার স্ত্রী—দাসী, আমায় তুমি সব কর্‌তে পার; বেশ, যেতে পাবে না, আমি পায়ে ধর্‌লেম; তোমার আমাকে লাথি মার্‌বার ক্ষমতা আছে, স্বীকার করেছ, তবে আমি তোমার স্ত্রী, অন্য স্ত্রীলোক হ'লে তো তুমি তাকে লাথি মার্‌তে পার্‌তে না; স্ত্রী ব'লে স্বীকার করেছ, লাথি

মেরেছ, এখন বুকে নাও; পতি স্ত্রীকে হেনস্থাও করে, আদরও করে; ঢের হেনস্থা করেছ, একবার আদর কর, আদর না কর, শুধু মুখের কথটা রাখ, আমাকে তোমার সেবা কর্‌তে দাও।

অখিল। আমি এ সব ঢের শুনিছি, ঢের ভণ্ডামো দেখেছি; যে শিখিয়ে দিয়েছে, তার কাছে যাও; ভাল কথার কেউ নও! মনে করেছিলেম—যাক্, ভালবাসি না বাসি, দুর্ব্যবহার কর্‌বো না, আজ তা করালে; ক্রমে দেখ্‌ছি, একটা রীতিমত কেলেঙ্কার করাবে; ছেড়ে দাও আমায়, যাও—মর গে। (পদাঘাত)

[প্রস্থান।

তরু। পরমেশ্বর! পরমেশ্বর! রাজরাজেশ্বর! আমায় দয়া কর! আমার মতি স্থির ক'রে দাও! আমার মর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে, আত্মহত্যা হতে ইচ্ছা কর্‌ছে! ভগবান্! এ মহাপাতক থেকে তুমি আমায় না বাঁচালে আর কে বাঁচাবে? আমি কোথায় যাব? আমার স্বামী বুঝ্‌তে না পেরে বিপদে পড়েছেন, তাঁকে না রক্ষে ক'রে আমি কোথায় যাব? আমি মলে কে তাঁর জন্যে ভাব্‌বে? প্রাণ দিয়ে কে তাঁর প্রাণরক্ষার চেষ্টা কর্‌বে?

(শান্তর প্রবেশ)

শান্ত। হ্যাঁ বৌ, রাখ্‌তে পার্‌লিনি? দাদা বেরুলো?

তরু। ঠাকুরঝি, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! কোন্ সর্ব্বনাশী আমার দেখ্‌বার সাধেও ছাই দিয়েছে!

শান্ত। আজ অমন কর্‌ছ কেন? দাদা কি কিছু রূঢ় কথা বলেছে?

তরু। কিছু না, কিছু না;—ঠাকুরঝি, ওঁর কি হবে, আমি তাই ভাব্‌ছি।

শান্ত। আর কি হবে ভাই! আয়, এখন আয়; আবার মা কাঁদ্‌ছে, ঠাণ্ডা কর্‌বি আয়।

তরু। মা আমার কাঁদ্‌ছেন? মাগী আমাদের জন্যই গেল, চল ভাই, যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেণীর বাটী।

বেণী ও দামিনী।

বেণী। স্থিরো ভবঃ, স্থিরো ভবঃ; একদিন জ্বালাতন ক্ষান্ত দাও—একদিন ঠাণ্ডায় যেতে দাও।

দামিনী। আমি খুব ঠাণ্ডাই আছি, তোমার মত লোকের কাছে মানুষ এর চেয়ে ঠাণ্ডায় থাক্‌তে পারে না।

বেণী। তোমার এই যদি ঠাণ্ডা, তা হলে গরমটা কেমন, আমি তো আঁচ কর্‌তে পার্‌লেম না।

দামিনী। আঁচ করাতে পারি, অন্য মেয়ে হলে করাতো, আমি আপনার মান আপনি রেখে চলি, তাই তুমি আমায় হাড়ে-নাড়ে জ্বালালে।

বেণী। আচ্ছা, কেন বল দেখি তোমায় সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়? টাকা-কড়ির ঝঞ্ঝট এক রকম মিট্‌লো, যা হোক্ কোন মতে স্বচ্ছলে চলে আস্‌ছে, আবার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঝগড়া তোল?

দামিনী। টাকায় তো আমায় নেল করে দিয়েছেন! তোমারই স্বচ্ছলে চল্‌ছে, আমার কি? আমায় দশ ভরি সোণা দিয়েছ না আমার নামে একখানা কাগজ করে দিয়েছ? ডাক্তারখানা করে এক ইয়ারকি জটলার আড্ডা হয়েছে।

বেণী। ইয়ারকির আড্ডা, ইয়ারকির আড্ডা!—তুমি দেখ্‌তে গেছলে?

দামিনী। দেখ্‌তে যাই আর না যাই, ঘরে ব'সে আমি সব টের পাই, সহচরী গেছলো সেখানে কি কর্‌তে?

বেণী। কি কর্‌তে আবার? অম্বলের ব্যামো হয়েছে, তাই ওষুধ আন্‌তে গেছলো; সহচরী কেন, আরও কত মেয়ে ছেলে যায়।

দামিনী। ওষুধ আন্‌তে গেছলো, তবে আধঘণ্টা ধরে আড়ালে তার সঙ্গে কি ফিসির ফিসির হচ্ছিল?

বেণী। আড়ালে ফিসির ফিসির! বেয়ারা ব্যাটা এসে লাগিয়েছে বুঝি?

দামিনী। লাগালাগি কিসের? বেয়ারার দোষ কি? আমার কি লোক নাই? তুমি কোথায় কি কর, আমি কি সন্ধান পাই না?

বেণী। এর আর সন্ধান পাওয়া-পাওয়ি কি? রুগীর সঙ্গে ডাক্তার আলাদা কথা কয় না? সব রোগের কথা কি সবারই সামনে বলা যায়?

দামিনী। সহচরীর রোগের কথা, না নিজ রোগের কথা? শান্তর নাম হচ্ছিল কেন?

বেণী। কি—কি! শান্তর কথা—তার নামে কে কি বলে? বেয়ারা ব্যাটা তো ভারী পাজী!

দামিনী। সে পাজী বই কি! তার ভারি অপরাধ! গরীব মানুষ মনিবের রকম সকম দেখে ভয় পেয়েছে, তাই বলেছে, বলে, "মা, বাবু বল্‌ছিল, বাঁচ্‌বো না, শান্ত দিদির কথা হচ্ছিল, আর তার পর হীরু বাবুর সঙ্গে ডাক্তারখানা উঠে যাবার কথা"।

বেণী। হ্যাঁ হ্যাঁ, অখিল টাকা নষ্ট করে বলে মা ডাক্তারখানা তুলে দিতে বলেছিলেন।

দামিনী। সে কথা তো আগে মিটে গেছে, তার ভেতর শান্তই বা আস্‌বে কেন? আর ডাক্তারখানা থাকা না থাকার সঙ্গে সহচরীরই বা সম্বন্ধ কি? ও মিন্‌ষে যেন বোকা, বুঝ্‌তে পারে না; আমি তো আর ন্যাকা নই; ও গয়লানী হারামজাদী আদত নষ্ট, ওর সঙ্গে মিশে শান্তর মাথা খাবার চেষ্টায় আছ? তাই শান্তর জন্যে অত ভাবনা, তাই আবার ওর বে দেবার কথা হয়; কথায় কথায় শান্তর রূপের কথা, বয়সের কথা হয়; ওর রূপ বয়স নিজের নজরে লেগেছে কি না!

বেণী। আরে ভাল রে ভাল! আমি বলি রাত-দিন ছগড়াঝাঁটি কর, আমায় বুঝি তুমি ভালবাস না; আজ আমার একটা ভুল ঘুচে গেল, এই যে আমায় তুমি খুব ভালবাস, থামোকা থামোকা একটা গার জ্বালা ক'রে ব'সে আছ; প্রেমময়ী প্রিয়তমে! শুধু মুখেই ঝগড়া কর—প্রাণে প্রাণে অধীনকে ভালবাস?

দামিনী। ঢের ছাঁদের কথা জান, ছেঁদো কথায় আমাকে ভুলাতে পারবে না। আমি গিন্নীকে ব'লে পাঠাচ্ছি, না হয় ত্ব'পুরবেলা একদিন পাল্কী ক'রে যাচ্ছি, তোমার চরিত্তের কথা সব প্রকাশ ক'রে দিয়ে আস্‌ব, যাতে আর তোমায় ও বাড়ীর ত্রিসীমেয় না যেতে দেয়, তাই ক'রে আস্‌ছি, ডাক্তারখানা ফাক্তারখানা সব ঘোচাব, দেখি একবার, শান্তর জন্যে প্রাণ যায়, কি অন্নের জন্যে প্রাণ যায়!

বেণী। ও বাড়ীর সম্পর্ক ঘোচালে, ডাক্তার-খানা ঘোচালে খাবে কি?

দামিনী। আমার তো আর একলার পেট কাঁদ্‌বে না, সঙ্গে সঙ্গে তুমিও তো উপোস্‌ কর্‌বে, বেশ,—না হয় ত্ব'জনেই উপোস ক'রে মর্‌বো।

বেণী। দামিনি! তুমি যথার্থ সতী, স্বামীকে উপোস করিয়ে মেরে সহমরণে যাবে?

দামিনী। আমি সতী কি না, ভগবান্‌ জানেন! দেখ একবার আচরণটা! আমি মরি এত ক'রে ওঁর জন্যে, কি ক'রে গুছিয়ে

সুছিয়ে সংসারটী চল্‌বে, রাতদিন তারই ভাবনা ভাব্‌ছি, এত কষ্ট সচ্ছি, আর উনি কি না টিপে টিপে আমার মাথা খাবার জোগাড় কর্‌ছেন!

বেণী। কি মাথা খাবার চেষ্টা কর্‌ছি? কেন মিছে কোঁদল গড়ে ঝগড়া কচ্ছো?

দামিনী। শাস্তি পোড়ারমুখীরই বা কি আক্কেল! তুই না দাদা বলিস্, এ দিকে মুখে কথাটী নাই, পেটে পেটে এত! যার অমনি বাইরে ভিতভিতে, তারই ভেতরে হারামের ছুরী—পোড়াকপালী ছাই-চাপা আগুন।

বেণী। আর কি কাজকর্ম্ম নাই, কেন বসে বসে তারে গাল পাড়্‌ছো? সে করেছে কি?

দামিনী। তাই তো গা! গায়ে একেবারে ফোস্কা পড়ে উঠ্‌লো যে! ভারি দরদ দেখ্‌তে আমার খুসি, আমি গালাগাল দেব, গতোরখাকী আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বে, আর আমি কিছু বল্‌বো না, রাঁড় হয়ে ষাড় হয়েছেন!

বেণী। আচ্ছা বাপু! তাই গাল দাও, গাল দিয়ে খুসী থাক, তাই দাও, আমি দু'দণ্ড কোথাও ঘুরে আসি।

দামিনী। খুসী দেব—যা মুখে আসে, তাই দেব—হারামজাদী নচ্ছারণী হাড়হাবাতী হতচ্ছাড়ী—

বেণী। হাঁড়িখাগী হুড়কো—

দামিনী। ভাতারখাগী ডাইনী আট্‌কপালী—

বেণী। রাক্কুসী গস্তানী পেত্নী—

দামিনী। কি! আমায় গাল পাড়্‌ছো? শান্তির হয়ে আমায় গাল দিতে এসেছ?

বেণী। রামচন্দ্র! তোমায় গালাগাল দেব? কি গালাগাল পাব! তোমার দুল [illegible] আস্‌ছে এক তো[illegible] বুদ্ধি [illegible] না, তাই

দামিনী। আমায় আর তোমার গালাগাল শেখাতে হবে না।

বেণী। বেয়াদপি মাপ হয়,, কত মহিমা সব কি বুঝ্‌তে পারি!

দামিনী। নষ্টামির আর যায়গা পায়নি! সব্বনাশী ভাতারখাগী, আমার ভাতার কেড়ে নিতে এসেছেন—ডুক্‌লী—

বেণী। উনুনমুখী বেরালখাগী পাড়াকুঁদুলী—না না না, আমার ভুল হয়েছে,—বলে যাও, বলে যাও।

নেপথ্যে দ্বারবান্। বাবু!

বেণী। একটু চুপ কর, একটু চুপ কর—কে ও?

নেপথ্যে দ্বারবান্। এক দফে জল্‌দি আইয়ে, হেমবাবুকা বাড়ীসে বোলানে আয়া, লেড়কাকো খুঁথি যাস্তি হুয়া, আদ্‌মী খাড়া হ্যায়।

বেণী। দুর্গা আছেন, দুর্গা আছেন! মা মুখ তুলে চাইলেন, নইলে আজ আর নিষ্কৃতি ছিল না।

নেপথ্যে দ্বারবান্। কেয়া বোলে?

বেণী। তোম চল চল, হাম আতা হ্যায়। মধুরভাষিণি! হাতা বেড়ী, হাঁড়িকুঁড়ি, দরজা, জানলা, স্থাবর, অস্থাবর—সব রইলো, এদের নিয়ে মিষ্টালাপ কর, গালাগাল-কল্পদ্রুম ঝাড়; অধম বেণীর প্রতি মা আপাততঃ মুখ তুলে চেয়েছেন!

[প্রস্থান।

দামিনী। চোক্‌খাকী এত লোক থাক্‌তে আমার ভাতারের ওপর চোখ দিয়েছেন! আমার বুকে ভাতের হাঁড়ী চড়াবেন! নেকী বেটীর আবার [illegible]কামো দেখ, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেন! [illegible] হয়, আমিই ধর্ম্মের ঢাক বাজিয়ে দেব

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পারুলের বাটী।

পারুল, অখিল, হেনা, কিস্‌মিস্ ও বিহারী।

(গীত)

কিস্‌মিস্ ও হেনা।

সুধাফল ফল্‌বে ব'লে প্রেমের তরু পুতি হায়।
আদর ঘিরে রাখি বেড়ে
বিচ্ছেদ গোরু পাছে যায়॥
যতন-নিড়েনে খুলে,
আঁখি-জল ঢেলে মূলে,
সারের সার প্রাণ আমার,
সার দিলাম গো তায়॥
হেন কালে বুনো লতা, রাতারাতি এলো সেথা,
সাধের গাছে বেড়ে পেঁচে
লতা আমার মাথা খায়॥

বিহারী। কেয়া তোফা, কেয়া তোফা! খুব গেয়েছ, রাগিণী বাগতাড়ানি বুঝি? কিস্‌মিস্‌বিবির গলা যেমনি মিষ্টি, হেনা বিবির গলার খোসবোও তেমনি!

হেনা। যাও, আবার আমাদের সঙ্গে লাগ্‌তে এলে কেন?

বিহারী। তারিপ কর্‌ছি, লাগা হ'লো বুঝি? নাও এখন একটু একটু খেয়ে নাও, গলা শুকিয়ে যাবে।

হেনা। দেখ না ভাই ল্যাভেণ্ডার, বেহারী খুড়ো আবার আমাদের নিয়ে পড়্‌লো।

বিহারী। বাবা, জাল-জালিয়াত না হ'লে কি থাকতে পার না? আমিও বসে, তোমরাও বসে, এর মধ্যে পড়্‌লেম কোথা বাবা? গো অন্, এক এক চুমুক খেয়ে ফেল, কাম্ কিস্‌মিস্।

কিস্‌মিস্। চল্ [illegible]

বিহারী। একটু [illegible]

পারুল। ওদের খাবার ইচ্ছা নাই, কেন জেদ কর্‌ছো? আপনি খাচ্ছো খাও না। তোরা বোস্ ভাই!

হেনা। না, অনেকক্ষণ এসেছি, আর বস্‌বো না।

বিহারী। না হেনা, না হেনা, না হেনা, অখিলবাবু! একবার ছন্দবন্দের অনুপ্রাসের ঘটাটা দেখ, তোমার সঙ্গদোষে আমিও কবি হয়ে পড়্‌লেম ক্রমে।

হেনা। আসি ভাই তবে ল্যাভেণ্ডার!

পারুল। একটু বোস্ বোস্, কিসি বোস্ ভাই।

হেনা। না, তখন কাল আস্‌বো, ঘর ফেলে এসেছি।

পারুল। তবে ভাই, আর একটী গেয়ে যা।

হেন। না ভাই, আজ গলাটা খারাপ হয়ে আছে।

অখিল। না না, বেশ মিষ্টি আছে, বেশ মিষ্টি আছে।

পারুল। মাথা খাস্ আর একটী, মাথা খাস্ আর একটী, বাবু তোদের গান শুন্‌তে ভারি ভালবাসে।

হেনা। তোমার বাড়ী এলেম, তুমি একটী গাও।

পারুল। বেশ যা হোক, আমি না গাইলে গাবিনে? আচ্ছা, গাচ্ছি।

(গীত)

ছি ছি! তারে না বুঝে দিয়ে মন।
সই লো এখন হলেম জ্বালাতন॥
এসে নয়ন-জলে ভেসে, বল্লে আমায় ভালবাসে,
প্রাণ বাঁধিয়ে প্রেম-ফাঁসে করিছে দহন।
চাতুরী যে ছিল মনে, বুঝিনে সই সেইক্ষণে,
এখন তারি অদর্শনে খালি আঁখি বরিষণ।

কিস্‌মিস্‌। তবে নে হেনা, শীগ্‌গির গ্‌গির গেয়ে নে।

হেনা। কি গাই?

অখিল। ঐ রকম প্রণয়-বিষয় একটা!

বিহারী। ভাগ্যিস্‌ বলে দিলে অখিলবাবু, ইলে আর একটু হলে ওরা ব্রহ্ম-সঙ্গীত গেয়ে সেত্‌ল আর কি!

কিস্‌মিস্‌। তোমায় খুড়ো বলি, তুমি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা কর কি সম্পর্কে?

বিহারী। ভাইঝি সম্পর্কে, তুমি যে আমার ডিয়ার মিস্‌ কিস্‌মিস্‌!

হেনা। চুপ কর, ওর সঙ্গে পার্‌বিনে, এখন গাস তো একটা গেয়ে যাই চ'।

অখিল। হ্যাঁ হ্যাঁ গাও; বেহারীখুড়ো, একটু থাম।

কিস্‌মিস্‌ ও হেনা।—

(গীত)

আজ প্রেমের খেলা খেল্‌বো দু'জনে।
কেউ জান্‌বে না শুন্‌বে না অতি গোপনে॥
ব'সে ভাই নিরিবিলি,
প্রাণের কথা কব খালি,
দেখ্‌বো দোঁহে প্রেমের মোহে বিভোর নয়নে॥

বিহারী। আহা, এমন মিষ্টি গলা! বল্‌ছিলে ধরে রয়েছে, মধ্যে মধ্যে রোদ্দুরে দিও, নইলে পিপ্‌ড়ে ধর্‌বে!

অখিল। ও মিউজিক্‌, মিউজিক্‌! মিউজিক্‌ ইজ্‌ দি ফুড্‌ অফ্‌ লভ! (O Music! Music! Music is the food of love!)

বিহারী। ওর বাঙ্গলা হলো কি—গাও না পিরীতের খোরাক, তা খাওয়া হলো, এখন একটু পান কর।

অখিল। আবার আমার সঙ্গে! অমন কর তো আর কখনও আনিয়ে দেব না।

বিহারী। চট্‌ছো কেন? ব্রাণ্ডী হলো পিরীতের গরম মশলা, একটু আধটু না খেলে কি পিরীত মজে? ব্রাণ্ডী খাও, চা'র দিকে পবিত্র প্রণয়ের খোস্‌বো ছুট্‌বে।

পারুল। বাবুকে ত্যক্ত কর তো বোতল কেড়ে নেব।

বিহারী। মরি মরি, কত দরদ গো! সাবধান পারুল, বাবুর চরিত্তির না খারাপ হয়।

হেনা। এইবার তবে আসি ভাই ল্যাভেণ্ডার!

পারুল। বস্‌ না একটু।

হেনা। না ভাই, মা বক্‌বে।

পারুল। তবে আর কি বল্‌বো বল্‌,—কিসিও চল্লি?

কিস্‌মিস্‌। হ্যাঁ, আজ যাই।

বিহারী। কিস্‌মিসের বক্‌বে কে—মনক্কা মাসী?

কিস্‌মিস্‌। রঙ্গ দেখ,—হেনা চ'; আসি বাবু!

[কিস্‌মিস্‌ ও হেনার প্রস্থান।

অখিল। এরাও বেশ সভ্য, বেশ মিষ্টি গাইলে, গান শুনে মনটা অনেকটা ভাল হলো, নইলে বাড়ী থেকে এসে অবধি আজ মনটা বড়ই খারাপ ছিল।

পারুল। কেন বাবু, কি হয়েছে? কিসের জন্যে মন খারাপ হয়েছিল? আমার কাছে এলে কি তোমার মন ভাল হয় না?

অখিল। তা নয়, তোমার কাছে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণই আমি ভাল থাকি; তবে আজ একটা বড় অন্যায় কাজ হয়ে গেছে, যা কখনও করিনি, তা আজ করেছি।

পারুল। কি কি! আমায় বল্‌বে না?

অখিল। আজ আস্‌বার সময় যাকে আমার স্ত্রী বলে, তাকে লাথি মেরে এসেছি, আমি ভালবাসিনে বটে, কাছে আস্‌তে দিইনে বটে, কিন্তু কখনও কোন দুর্ব্যবহার কর্‌মিনি;

বিশেষ স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলাই

বিহারী। তা এ আর কি, শাস্ত্র বাঁচিয়ে কাজ করেছ, হাত তোলনি, পা তুলেছ।

অখিল। ঠাট্টা নয়,বাস্তবিকই মনটা খারাপ হয়েছে।

পারুল। তবে বাবু, তুমি তাকে ভালবাস, নইলে কি মেরে অত প্রাণ খারাপ হয়?

অখিল। না পারুল, আমায় অবিশ্বাস করো না,তোমা ছাড়া এ জগতে আর কাউকে ভালবাসিনে; তবে মারাটা ভাল হয়নি।

বিহারী। এ বীরত্বটা ফলান হলো কেন?

অখিল। আরে, এদানী বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে,রাত-দিনই ভ্যান্ ভ্যান্ করতে কাছে আসে; আজ বেরুচ্ছি, এমন সময় এসে ন্যাকাম আরম্ভ কর্‌লে, দু'শোবার সরে যেতে বল্লেম, তবু শুন্‌লে না, উল্টে পা দুটো ধরে টান্‌তে আরম্ভ কল্লে; আমার তখন পারুলকে দেখ্‌বার জন্যে প্রাণ ছটফট কর্‌ছে, বড়ই অধৈর্য্য হয়েছিলেম, তার ওপর আস্পর্দ্ধা— বল্লে কি না, পারুলের অনেক আছে; কাজেই রাগ বরদাস্ত হলো না।

পারুল। মাগগুলোই আমাদের শত্রু, তোমার যদি বে না হত!

অখিল। তার চেয়ে তোমার সঙ্গে যদি আমার বে হত!

বিহারী। তোমার বাপ মার অদৃষ্ট, এমন কুলীন-কুমারী ঘরে নে যেতে পার্‌লেন না!

অখিল। ঐ এক কুলীন-কুমারীই শিখেছ! পবিত্র প্রণয়ের মর্ম্ম তো বুঝ্‌লে না! পারুলই আমার যথার্থ স্ত্রী, সে যে বিবাহ হয়েছে, তা একটা কুসংস্কারের সঙ্ঘটন বই তো নয়।

বিহারী। তার আর সন্দেহ কি? বিবাহ একটা ঘোর কুসংস্কার! আচ্ছা, ঘরের সেই কুসংস্কারটী যদি পবিত্র প্রণয় করে একটী যথার্থ পতি করেন, তা হ'লে কেমন সুসংস্কার হয়?

অখিল। সে যদি পবিত্র প্রণয় জান্‌বে,তবে আমি তাকে ত্যাগ কর্‌বো কেন? তার ভালবাসার আইডিয়াই নাই; পা টিপ্‌তে আসে, সেবা কর্‌তে চায়, রেঁধে খাওয়াতে চায়, মনে করে—এই কর্‌লেই বুঝি প্রণয় হয়।

বিহারী। আবার পড়ে পড়ে লাথিও খায়; ঢাল খাঁড়া ধর্‌বে, পাঁয়তাড়া কস্‌বে, জল-গেলাসটী এগিয়ে দিলে এলিয়ে পড়্‌বে,কাকেও বঞ্চিত কর্‌বে না, তবে তো পবিত্র প্রণয় হবে!

পারুল। মদ খাচ্ছ, খাও, অত বক্‌ছো কেন? তুমি তো খুব মাগের সোহাগ জান! সেই ভাল।

বিহারী। কি কর্‌বো বল? বাবা একটী মৌরসী দাসী দিয়ে গেছেন, কাজেই তার সঙ্গে একটু অপবিত্র প্রণয় কর্‌তে হয়; পবিত্র প্রণয়ে বিস্তর খরচা, বিস্তর জখ্‌মি।

অখিল। আচ্ছা পারুল! তুমি আমায় কত ভালবাস?

পারুল। কত ভালবাসি,তা কি বলা যায়? যে প্রণয়ের পরিমাণ আছে, তা অতি তুচ্ছ!

অখিল। শোন বেহারী, শোন!

বিহারী। তুমি শোন,—আমি সেই নফর কামারের আমল থেকে শুনে আস্‌ছি।

অখিল। আচ্ছা পারুল, আমার [illegible] টাকা দেবার ক্ষমতা না থাক্‌তো, তা হ[illegible] তুমি আমায় এমনই ভালবাস্‌তে?

পারুল। ঐ তো জানি, তো[illegible]দের বিশ্বাস কর্‌বে না; অদৃষ্টের [illegible] জন্মেছি, তোমরা না দি[illegible] তাই টাকা নিতে হয়। [illegible] আমার দরকার নাই, তরে [illegible] না, কি কর্‌বে বল? আমার সদাই [illegible] করে,তুমি ত্যাগ ক'রে যাবে; [illegible] পুরুষ মানুষ, কখনই এক যায়[illegible]; তোমাদের মন চিরকাল ঠিক থাকে না।

[illegible] ছি পারুল! তুমি কি আমা[illegible]

লম্পট ভাব যে, অন্য স্ত্রীর প্রতি আমার মন পড়বে? প্রণয়ের-জন্যে আমি পাগল হয়েছিলেম, তোমার কাছে এসে আমি তা পেয়েছি, তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যাব?

পারুল। অন্য কোথাও না যাও, তোমার স্ত্রী তো রয়েছে; সত্যি সত্যি চিরকালই কি স্ত্রী ত্যাগ করে থাকবে; বিশেষ তোমারই মুখে শুনতে পাই, সে যে রকম বেহায়া, তুমি তাড়িয়ে দিলেও ধরে টানাটানি করে।

অখিল। পারুল! আমার চ'কে সে স্ত্রী আমার পরস্ত্রী, আমি আবার বল্‌ছি, তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি, আমি লম্পট নই, ব্যভিচারী নই; তোমায় ত্যাগ ক'রে যদি সে স্ত্রীরও সংসর্গে যাই, সে আমার ব্যভিচার করা হবে।

বিহারী। বাবাজী! আমি বিস্তর দেখেছি, তোমার মত ধর্ম্মজ্ঞান কারু দেখ্‌লেম না! স্ত্রীসংসর্গের মত ব্যভিচার আর নাই—যা বল্লে! সকালে বাড়ী গিয়েই সে ছুঁড়ীর একটা ঘর ভাড়া করে দিও, পরস্ত্রী বাড়ীতে রাখ্‌তে আছে? পারুলকে ঘরে নিয়ে যাও, তোমার মার হবিষ্যি রেঁধে দেবে।

। পারুল রাঁধ্‌বে?

বিহারী। ভুল হয়েছে, ভুল হয়েছে, হেঁসেলে গেলে প্রণয়ভঙ্গ হয়, প্রণয় কাঁচের জিনিস, আগুন-তাতে চিড়্ খায়।

(বামার প্রবেশ)

বামা। হ্যাঁ বাবা! একটা কথা বল্‌তে এলেম; যদি কিছু মনে না কর তো বলি।

অখিল। কি বল না মা, বল না?

বামা। বল্‌ছিনি বাবা! তুমি মনে কর্‌বে, মা মাগী বড় হ্যাঙ্গলা, দিবেরাত্তির দাও দাও করে।

অখিল। না না, তুমি বল।

বামা। তবে বলি বাছা, কিছু মনে করো না; বল্‌ছিলেম, অতগুলো টাকা খরচ করে ফুল চিরুণী গড়িয়ে দিলে, কিন্তু পারুল তা পর্‌তে পাচ্ছে না!

পারুল। আমি না মা তোমায় বারণ করেছি, বাবুকে ও কথা বল্‌তে? তুমি সেই কাণের কথা বল্‌তে এসেছ, আমি রোজ রোজ অত খরচ করান ভালবাসিনি; যাও, আমি কাণও পর্‌বো না, ফুল চিরুণীও পর্‌বো না।

বামা। ঐ দেখ বাবা! তোমার কাছে আমি কিছু চাইলেই পারুল রাগ করে; কাণ না হলে কি ফুল চিরুণী মানায়?

পারুল। আমি কি নাচ্‌তে যাই যে, ফুল চিরুণী পর্‌তে হবে?

বামা। নাই গেলে নাচ্‌তে, তুমি দুখানা গহনা পর্‌লে বাবুরই মান বাড়ে, অত বড় লোকের কাছে আছ, দুখানা সোণা-দানা না হলে লোকে বল্‌বে কি?

বিহারী। গায়ে থুথু দেবে গিন্নি! গায়ে থুথু দেবে! এই ভাড়াটে বাড়ীতে আছ ব'লে কত লোকে কত বলে, আমি ত আর মুখ দেখাতে পারি না।

বামা। তা পারুলের অদৃষ্টে নিজ-বাড়ীতে বাস করা থাকে তো বাবু হতেই হবে; ও তো আর বাবু বই জানে না। মল্লিকদের মেজ-বাবু তিনশো টাকা মাইনে আর একখানা বাড়ী দেবে বোলে লোক পাঠিয়েছিল, তা ও তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে, একবারে কেঁদে কেটে আকুল—পাগল! শুনেছ বাবু ও বলে, তোমার সঙ্গে ছাড়া হলে ও গলায় দড়ি দেবে।

বিহারী। না না, মা লক্ষ্মী! অমন কাজ করো না, তা হ'লে অমন সোণার অঙ্গ হাঁস পাতালে নিয়ে গিয়ে চির্‌বে ফাঁড়্‌বে!

অখিল। সর্ব্বনাশ!

বিহারী। বামচাঁদ তোমার সন্ধানে শুন্‌ছিলেম না, এক যোড়া বেশ সস্তায় ঘু

আছে? অখিল বাবাজীকে দাও না, পুষ্‌বে, ভদ্রাসনখানা খাঁ খাঁ কচ্ছে!

পারুল। খুড়ো, বাড়ী যাও, তোমার নেশা হয়েছে।

বিহারী। যাচ্ছি বাবা, এই অল্পই আছে, লবঙ্গ দিয়ে আর চল্‌ছে না, ঘরে ফুলুরিটে আস্‌টা আছে?

বামা। ফুলুরি কোথা পাব?

পারুল। (বালিকার ন্যায়) ফুলুরি কি মা?

বামা। ও বাছা! সে ডাল দিয়ে এক রকম ক'রে, ছোট লোকেরা খায়।

পারুল। ছি বিহারী খুড়ো! মদ খাচ্ছ খাও; ঐ সব জিনিস তুমি আমার বাড়ীতে আন্‌তে চাও? তা হবে না; পেস্তাভাজা হয়নি মা? তাই না হয় ছুটো এনে দাও না।

বিহারী। লক্ষ্মী! অত দমকা খরচ করো না, ফেল্ হয়ে যাবে!

অখিল। যাক্ যাক্, থাম বেহারী! আচ্ছা মা, কাণ না হ'লে কি ফুল চিরুণী মানায় না?

বামা। না বাছা; সুবিধেমত ছিল, তাই বল্‌ছিলেম, বানি লাগ্‌বে না, কামিনীর ভাড়াটে বিলেস তার কাণ বেচ্‌তে চাচ্ছে, চোদ্দ ভরি আছে, গিনি সোণা, তাই বল্‌ছিলেম।

অখিল। তা মা তুমি আনিয়ে রেখো, আমি দেখ্‌বো।

বামা। তাই তো আমি বলি! বড়লোক, দরাজ হাত! তা বাছা, খাবার বাড়্‌বো কি?

পারুল। বাড় গে, বাবুর দিনে কিছু খাওয়া হয়নি।

বিহারী। কোত্থেকে হবে? সেখানে মা, বোন্, পরিবার—যত আপদ জুটেছে, কেউ তো যত্ন কর্‌বার লোক নাই।

বামা। যাই, আমি খাবার বাড়ি গে।

[প্রস্থান।

পারুল। না বাবু, তুমি এখন কাণ কিনো না, কেন মিছি মিছি তিনশো সাড়ে তিনশো টাকা খরচ কর্‌তে যাবে?

বিহারী। বাবাজী! মেয়েমানুষের কথাটা রাখ—ও কিনো না!

অখিল। না না, মাকে কথা দিে

বিহারী। কি, নরকের ভয়?

নেপথ্যে বামা। পারুল, বাবুকে নিয়ে এস।

পারুল। চল বাবু, খাবে চল।

বিহারী। আমায়ও খান দুই লুচি-টুচি দিও, রাত্তির-বাস ছাড়া আর সবেতেই রাজী আছি।

অখিল। চল।

বিহারী। আহা! অখিল বাবাজী, তুমি চিরকাল এই পবিত্র প্রণয় কর, ঘরের পর-স্ত্রীকে বাজারে পাঠিয়ে দাও; আমার রাত্তিরের লুচি কালিয়াটা চলুক, বাড়ীর সেই রুটি আর পুঁইশাক বড়ই বালাই হয়েছে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মৃত্যুঞ্জয়ের দরদালান।

আমোদিনী ও তরুবালা।

আমো। এস এস, দিদি এস; তুমি যে বোন্, এ বাড়ী আবার আস্‌বে, তা মনে ছিল না! এখন তো আর কোন অসুখ নাই?

তরু। না কনেদিদি! আর কিছু নাই, তবে মাথাটা কেমন কেমন করে, আর থেকে থেকে

বুকের ভেতরটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে; ওষুধ এখনও খাচ্ছি, কিন্তু ঐ কস্থরটুকু যাচ্ছে না।

আমো। দিদি, ঐ হলো আসল রোগ! অত বাড়াবাড়ি যে হয়েছিল, সে ঐটুকু থেকেই; ও ডাক্তারের ওষুধে যাবার নয়, ওর চিকিৎসা মনের জোরে কর্‌তে পার, হয়; আর তা নইলে সবার চেয়ে যা ভাল, নাতি মনে কর্‌লেই সেরে যায়

তরু। হ্যাঁ কনেদিদি, গুণটুন কি সত্যি? ওকে তো কেউ কিছু করেনি? আমি মরি, তাতেও ওর ইচ্ছে নাই, তা হ'লে অত ক'রে ডাক্তার দেখাবে কেন? রাত্তিরেও একবার ক'রে সেখান থেকে এসে দেখে যেত, তবে কেন আমায় ঘরে নেয় না?

আমো। আমি বলিনি তোকে—ওটা ওর পাগলামী; বইএ সাহেব-বিবিদের কথা পড়ে পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে! আমি একটা মতলব আঁট্‌ছি, দেখি ওরে তোর পায়ের গোলাম ক'রে দিতে পারি কি না; একবার কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করি, তিনি কি বলেন শুনি।

তরু। কি কনেদিদি, কি কনেদিদি, ওষুধ-টষুধ? তা যদি হয় তো আমি পার্‌বো না, কোত্থেকে কি হবে, অমনি তো শরীর একেবারে গেছে!

আমো। না লো না, সে খাওয়াবার দাওয়াবার ওষুধ নয়, সে আর এক ওষুধ; আমি ওর রোগ বুঝিছি, সে যেমন রোগ, তেমনি ওষুধ।

তরু। কিছু ক'রে কাজ নাই কনেদিদি! আমি মাকে বলেছি, তুমি চেষ্টা ক'রে দাদামশায়কে বলে কয়ে ওর আর একটা ভাল দেখে বে দাও, তা হলেই সব গোল চুকে যাবে, সব দিক্ বজায় থাক্‌বে, আমি হয়েছি বালাই।

আমো। বে দেব বই কি! আমার তরুর চেয়ে ভাল বৌ আর কোথায় পাব? তরুকে যে দেখ্‌তে পার্‌লে না, তার কপালে আবার ভাল জুট্‌বে! তোমার আমি সতীন ক'রে দেবো? দেখ না, আমি কি তেমনি—তরু?

তরু। না কনেদিদি! তুমি বুঝ্‌ছো না, বে দিলেই সব ভাল হয়ে যাবে; ও কি বলে, আমি তা জানিনি, ইংরিজী মিংরজী পড়্‌তে শিখিনি, তাই আমাকে দেখ্‌তে পারে না, এখনকার তো অনেক মেয়ে ইংরিজী পড়েছে, বিবি হয়েছে, তাই দেখে একটা বে দাও, তা হলেই ঘরবাসী হবে।

আমো। তোর একটা ঐ বাই হয়েছে বুঝি? বিকারের ঝোঁকেও ঝোঁকে ঝোঁকে উঠে শাশুড়ীর পায়ে ধর্‌তে যেতিস্, আর বল্‌তিস্, 'বে দাও মা, বে দাও মা।'

তরু। না কনেদিদি, রাগ ক'রে বলিনি, আমি মনের সঙ্গে বলি; যেমন ক'রে হোক্, সর্ব্বনাশীর কাছ থেকে ওকে নিয়ে এস, ঘরবাসী কর, শরীর ভাল থাক্, সুখে থাকুক্, তাই আমি দেখি। আমার কি? আমি আমার শাশুড়ীর বৌ, হাজার সতীন আসুক, তা থেকে তো আমায় কেউ পর কর্‌তে পার্‌বে না।

আমো। হ্যাঁ, তাই হবে, তাই হবে; আমি যা ভাল বুঝ্‌বো, তাই কর্‌বো; যা বল্‌বো, তাই শুনিস্। এখন আয়, তিনটে বোধ হয় বেজে গেছে, তোর ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, খেগে যা।

তরু। হ্যাঁ যাই।

আমো। শান্তও কি তোর শাশুড়ীর সঙ্গে ঠাকরুণের তলায় গেছে?

তরু। হ্যাঁ, ঠাকুরঝির যে দেওরের জন্যে মানত ছিল।

আমো। ভ্যালা মেয়ে যা হোক্! কপাল পুড়ে যেন বুড়িয়ে গেছে; তোর এত উপোস-তিরেস ঠাকুরদেবতা কেন? আর কে গেছে?

তরু। বুড়ো ঝি গেছে, আর গয়লা-দিদিকে নিয়ে গেছেন; তবে আমি এখন চল্লেম।

আমো। আচ্ছা আয়, ওরা ফিরে এলে সন্ধ্যার পর একবার আসিস্, একটা বোঁচের ডাল হাতে করে আনিস্, কাল মশারিতে একটা ছারপোকা দেখেছিলেম, রেখে দেব একটা ঘরে।

তরু। আন্‌বো।

[প্রস্থান।

আমো। আজ কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ কর্‌বো; দেখ্‌ছি, অখিলের বই-পড়া প্রণয় করা; দেখি উনি মেয়েমানুষের বুদ্ধির কাছে কোথায় লাগেন! ভূত দে ভূত ঝাড়াব, ওর পাগ্‌লামী আমি ঘোচাব; তরু রাজী হবে না? রাজী না হ'লে আমি ওর সঙ্গে কথা কইব না।

(হারাণের প্রবেশ)

হারাণ। নতুনদিদি! বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কি খাব? কিছু দাও না।

আমো। কি খাবে? লুচি তো এখনও ভাজা হয়নি, কাল গজা তৈয়েরি হয়েছিল, এনে দেব?

হারাণ। না, তাতে আমার বড় অম্বল হয়, আমার দুধটুকু বরঞ্চ এখন দাও, রাত্তিরে খাব না।

আমো। তা দিচ্ছি এনে।

[প্রস্থান।

হারাণ। নতুনদিদি মনে করেছে, সত্যিই আমার ক্ষিদে পেয়েছে; এ যে সহচরী ক্ষিদে, তা কে বুঝ্‌বে বল! বেটী আমায় ন্যাজে খেলাচ্ছে, সব বুঝ্‌ছি বাবা, বুঝে সুঝেও বোকারাম।

(আমোদিনীর পুনঃপ্রবেশ)

আমো। এই নাও,—জল চাই?

হারাণ। আমি কি দুধ খেয়ে জল খাই?

আমো। তবে ঝিকে ডেকে বাটীটে ধুতে দিও, আমি লুচি কখানা বেলে দিই গে।

[প্রস্থান।

হারাণ। এতেই যা হয়! সহচরীর দুধ! তার গায়ের বাঁটের! মারি এক চুমুক, আহা হা! যেন বসুমত্তি ক্ষীর! আর এক চুমুক, রাবড়ী! রাবড়ী! নিজে দুয়েছে, আহা হা! সেই মোটা মোটা হাত দুখানি দিয়ে দোয়—চ্যাঁ চোঁ গাবুর গুবুর—আর এক চুমুক, কি মিষ্টি! কি মিষ্টি! সহচরি, তোর গায়ের বাঁটে আখের ক্ষেত! হাতে মিছরির বুকনি!—ঢক্ ঢক্ মেরে দিই। তবু সহচরীর হাতের দুধটা খেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল, আতল পাতল কর্‌ছিলেম! মল্লিক মশাই আবার র‍্যাপার কিনে দিতে চান, আমার যে পিরীতের গরমে ঘাম ছুট্‌ছে, তা বোঝেন না। জোর কর্‌বো না কি? ভাল কথা মনে, আজ না শালী বন-ভোজনে গিয়েছে? যা থাকে কপালে—শ্যামবাজারের পোলের কাছে গিয়ে দাঁড়াই, সন্ধ্যাবেলায় তো ফির্‌বে, দেব পেছন থেকে আঁচল ধরে টান—সহচরী গোপী গোয়ালিনী!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেলগেছের বাগান।

বেণী, সহচরী ও শান্ত।

সহ। ঐ দেখ, ঐ বসে আছেন, এখনও ধ্যানে আছেন।

শান্ত। না ভাই, চ', বৌকে বলিনি, ক'নেদিদিকে বলিনি, ওষুধ পালায় কাজ নাই,

ওদের ব'লে তখন নয় আর একদিন আসবো; মাছ দেখাতে এনেছিলি, দেখলেম; এখন চল্, মা আবার ব্যস্ত হবেন।

সহ। কতক্ষণ আর হবে, মাকে তো আমি ব'লে এসেছি যে, দিদিমণিকে খোট্টাদের বাগান দেখিয়ে আনি। এলি যখন, সাধুকে প্রণামটা করে যাবিনে?

শান্ত। তা চ ভাই, প্রণাম ক'রে আসি?

সহ। আয়; বাবা, প্রণাম হচ্ছি, মুখ তুলে চাও,আমাদের দুজনকে আশীর্ব্বাদ কর।

বেণী। শিব শঙ্কর! শিব শঙ্কর! হর হর বিশ্বেশ্বর! কোন্ হ্যায় রে বেটী?

সহ। বাবা, আমরা তোমার দাসী, শুনেছি বাবা, তুমি তো কিছু নাও না, তা যদি কৃপা করে আমার এই বোন্‌টীকে একটু ওষুধ দাও; ওরা খাওয়াবে না—কোন ফোঁটা-টোটা দাও, ওর ভায়ের কপালে টিপ ক'রে দেবে;—একেবারে ঘরবাসা নয়, বৌকে দেখতে পারে না।

বেণী। ইন্‌হিকো ভাই? আরে এস্‌কা তো বড়া লচ্ছন দেখতা হ্যায়, দেখে ছোক্‌রি! তেরা হাত।

শান্ত। না গয়লাদিদি, আমি হাত দেখাব না, আমার আবার কি!

বেণী। আরে ভগওয়ান যো তেরা লিলা-টমে বড়া ভাগমান সন্তান লিখা হ্যায়, ও সন্তান জনমকে দুনিয়াকো ভালা করেগা, জগৎমে ধরম শিখায়েগা।

সহ। শোন দিদিঠাকরুণ, শোন।

শান্ত। কি শুনবো? হ্যাঁ ঠাকুর, আপনি কি বলছেন? আমি ন'তের বৎসর বয়সে বিধবা হয়েছি, আমার আবার সন্তান কোত্থেকে হবে?

বেণী। তেরা লিলাটমে লিখা দেখতা, হাম কেয়া করে? সন্তান হোনাই চাহিয়ে?

শান্ত। চল্ গয়লাদিদি, আমরা যাই।

বেণী। আরে বৈঠো বৈঠো, তেরা জনম নচ্ছত্তর মিলায়কে সাধি হুয়া নেই,ওসি ওয়াস্তে বিধবা হুয়া, তেরা যো স্বামী লিখাথা, ও আবি জীতা হ্যায়, উসিসে তেম্নি সন্তান হুগা; তেরা ওয়াস্তে ও আবি পাগল হোকে ঘুমতা হ্যায়, তোম ওসকো সাধি না করোগে তো বেচা-রাকো মরণ লিখা হ্যায়, মরণমে তেরাই পাতক লাগেগা।

শান্ত। এ সব কি কথা! চল্ গয়লাদিদি চল্।

বেণী। *শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা, ধরমকে ব্যাখ্যা হোতা হ্যায়, তোম বেজারি হোতি কাহে?

শান্ত। বিধবাকে বে করতে বলছেন, বুঝি আপনার শাস্ত্রের কথা?

শাস্ত্রকা কথা নেহি? লিখা হ্যায়; সাধি করো, কুচ অধরম নেহি, হাম উপদেশ দেতা; তেরি এই ছোকরি উমের, ইয়া সুন্দর সুরত, আত্মাকো ক্লেশ দেনা চাহিয়ে।

শান্ত। যার জন্যে এলি, তার কিছুই হল না, এ সব কথা কেন এল গয়লাদিদি?

সহ। গোঁসাই, ওর ভায়ের ওষুধ দিন, শান্তদিদি নিজের কথা শুনতে চায় না।

বেণী। ঠাণ্ডা হো ঠাণ্ডা হো, উন্‌হিকো বাত আবি পূরা ধ্যানমে আ গিয়া।

সহ। ঐ শোন, আমি কি করবো দিদি? তোমার কথাই এখন গোঁসাইয়ের পূরো ধ্যানে এসেছে;' ধ্যানে যা আসবে,' তাই তো বল-বেন, ধ্যান ছাড়া তো আর বলবার যো নাই; দেবতা ওঁকে যা বলাচ্ছেন, তাই বলছেন, কথার মত কাজ কর আর না কর, যা বলেন, চুপ করে শুনে যাও, অশ্রদ্ধা ক'রে মুনি কুড়ও না। মাথাটা বড় জলছে, আমি দৌড়ে ঘাট থেকে গামছাখানা ভিজিয়ে আনি।

শান্ত। না না—তুই থাক্, তুই থাক্।

সহ। এই যে, যাব আর আসবো, দু পা

বই ত নয়; সন্ন্যাসী মানুষ, ওঁর কাছে ভয় কি?

[প্রস্থান।

বেণী। বোম্ বোম্! বোল্ দে বাবা বোল্ দে! কেয়া নাম বোলা—শান্ত? বড়া মিঠা নাম—শান্ত! শান্তকা অদৃষ্ট হাম্‌কো দেখায় দে, কেয়া বোলা বাবা—বড়া ধরমশীল সন্তান হোগা? উন্‌কা জনমসে পৃথিবী পবিত্র হোগা? সন্তানকো বাপ ক্যাসা হোগা? বড়া আচ্ছা আদমি শান্তকো বহুৎ পেয়ার করেগা, উন্‌কা এক সাধি হ্যায় সো আউরাৎ বেচারাকো বহুৎ তক্‌লিপ্ দেতা হ্যায়, শান্তকো সাৎ মিলন হোনেসে ও স্ত্রীকা মুখ নেই দেখেগা, শান্তকা ওয়াস্তে ও আবি পাগল হোকে ঘুম্‌তা হ্যায়।

শান্ত। ঠাকুর! আপনার পায়ে পড়ি, ও সব কথা আমাকে শোনাবেন না, আমার বড় কষ্ট হয়। রাগ কর্‌বেন না, শাপ দেবেন না, অন্য কথা বলুন, আর কিছু ধ্যান করুন!

বেণী। পাগল হুয়া হ্যায়, পাগল হুয়া হ্যায়! রো রোকে ঘুম্‌তা হ্যায়! শান্তকা সাৎ সাধি না হোনেসে ও মর্ যাগা, মর্ যাগা—যথার্থই প্রাণে মরে যাবে. প্রাণ যায় যায় হয়েছে, শান্ত না দয়া কর্‌লে মরে যাবে; উন্মাদ হয়েছে, উন্মাদ হয়েছে! ভালবেসে উন্মাদ হয়েছে!

শান্ত। এ কি—কি এ! আপনি কে?

বেণী। দয়া কর শান্ত, দয়া কর, তোমার জন্যে মরি।

শান্ত। কি সর্ব্বনাশ! সহচরী কি আমায় কোন ফাঁদে এনে ফেল্লে! গলা যেন চেনো চেনো কর্‌ছি। সহচরি! সহচরি! কে তুমি?

বেণী। (জটা-শ্মশ্রু ত্যাগ করিয়া) তোমার দাস, তোমার প্রেমের চির-ভিখারী দেখ, তোমার পায়ে প'ড়ে!

শান্ত। অ্যাঁ বেণীদা! তুমি—তুমি—বেণীদা!

বেণী। দয়া কর শান্ত, দয়া ক

শান্ত। বেণীদা! তোমারই এই কাজ? আমি যে তোমার ছোট বোন, আমার মা যে শুধু তোমায় পেটে ধরেনি!

বেণী। প্রাণের দায়ে করেছি শান্ত! অনেকদিন চেপে থেকেছি, আর থাক্‌তে পারিনি!

শান্ত। সরে যাও, সরে যাও, পা ছুঁয়ো না—ছি ছি ছি!

বেণী। ভয় নাই, ভয় নাই; আমি তোমার প্রতি কুব্যবহার কর্‌বো না, তত্দূর কু-অভিপ্রায় আমার নাই, আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার ভালবাসা পেতে চাই, তোমায় বিবাহ করতে চাই, আমার প্রাণের কথা তোমায় কখন বাড়ীতে খুলে বল্‌তে পারিনে, তাই আজ এই কৌশল করেছি; তোমায় আমি কত দূর ভালবাসি, তোমায় পাবার জন্যে আমার প্রাণ কত দূর ব্যাকুল, তোমায় আমি কি চক্ষে দেখি, তোমায় পেলে আমি কি স্বর্গ পাই, তাই বল্‌বার জন্যে আমি আজ সন্ন্যাসী সেজেছিলেম!

শান্ত। তোমার একটু লজ্জা হচ্ছে না! আমার মুখপানে চেয়ে ও সব কথা কি করে বল্‌ছো? তুমি যে আমায় কোলে করে মানুষ করেছ!

বেণী। সত্যই তোমায় ভালবাসি, ছেলেবেলা থেকে ভালবাসি, সেই ভগ্নী-স্নেহ ক্রমে প্রণয়ে পরিণত হয়েছে। তোমরা মনে কর্‌তে, আমি স্ত্রী নিয়ে বেশ সুখে আছি, কিন্তু না—আমি একদিনের জন্যও ভালবাসার সুখ পাইনে; দামিনী চিরকাল আমায় বাক্য-যন্ত্রণায় জ্বালাতন করেছে, তার উগ্রমূর্ত্তির পরে যখন তোমার ঐ স্থির কোমল মুখখানি মনে পড়ে, তখনই তোমায় পাবার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে কেঁদে উঠে!

শান্ত। ধিক্! তোমায় ধিক্! তুমি আর মুখ দেখাবে কেমন করে? (গমনোদ্যত)

বেণী। যেও না, যেও না; আমার সব কথা বলা হয়নি, একটা কথা শুনে যাও।

শান্ত। পথ ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও, নইলে আমি চেঁচামেচি করবো।

বেণী। শোন শান্ত, শোন, ভয় নাই! তুমি না বল্লে আমি গায়ে হাতও দেব না; সে ভাব আমার নাই;সে রকমে তোমায় পেতে চাইনে, তোমায় আমি বিবাহ করবো! কেন তুমি আমার স্ত্রী হতে অমত করছো? আমি কখনও সুখী হইনে—আমায় সুখী কর, আপনিও কখনও সুখী হওনি - সুখী হও!

শান্ত। হয় তুমি অতি পাষণ্ড, নয় পাগল!

বেণী। পাগল! পাগল! তুমিই পাগল করেছ; আমায়ও পাগল করেছ, আপনিও পাগল হয়েছ! পাগল না হ'লে স্বেচ্ছায় সুখে জলাঞ্জলি দেব কেন? আমার আর একটী কথা শোন শান্ত! তার পর তোমার যা ভাল বোধ হয় করো; যথার্থ বলছি তোমায় না পেলে বাঁচবো না, তবে দিন দিন একটু একটু মরা কেন? যদি তুমি আমার হতে স্বীকার না কর, তবে তোমার সামনে এখনি মরবো,—বল, আমার হবে; না হয় এই দেখ ছুরী, এখনই তোমার সামনে বুকে বসিয়ে দিই।

শান্ত। তা যদি পার, তা হ'লে ভগ্নীকে কুকথা বলবার কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হয় বটে!

বেণী। বল—আমি মরি।

শান্ত। বুঝতে পেরেছ—যা করেছ, তাতে তোমার মরাই ভাল। কিন্তু তুমি তা পারবে না। যে শরীরের সুখের জন্যে এত লালায়িত, সে কি প্রাণ অল্পে দিতে পারে? আমি হিন্দুর ঘরের বিধবা, এ দেহখানা যে কি তুচ্ছ, তা আমি বেশ বুঝতে পারি; সহমরণ-প্রথা নাই, নইলে যে দিন পতি মলো, সেই দিন হাসতে হাসতে চিতায় গে উঠতে পারতুম; এখনও প্রাণ সেই পতির পায়, শূন্য দেহখানা লয়ে আছি, এর কোন সুখের চিন্তা নাই; আর তুমি এই দেহের জন্যে নরকে যেতে রাজী, তোমার সাধ্য কি যে, তুমি মর!

বেণী। শান্ত, শান্ত! তুমি আমায় বিশ্বাস করছো না?

শান্ত। তোমায় বিশ্বাস! বরং কেউটে সাপের মুখে হাত দেব, বিশ্বাসের কথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা করে না? তুমি আজ একটা আশ্রমের উপর অশ্রদ্ধা করিয়ে দিলে! আমরা কুলের কুলবধূ, শ্বশুর ভাশুরের সামনে বেরুতে আমাদের মানা; কিন্তু দেবতার স্থানে, সাধু-সন্ন্যাসীর সামনে যেতে বাধা নাই; সন্ন্যাসী বলে আমি তোমার কাছে বিশ্বাস করে এসেছিলেম, কিন্তু এখন থেকে যথার্থ মহাপুরুষ হলেও তাকে প্রণাম করতে যেতে আমার মনে অবিশ্বাস হবে। ভাই বলতেম, তোমার কাছে মাথার কাপড় খুলে বেরুতেম, এই ব্যবহার দেখে এ জন্মে আমি আর কারুর সঙ্গে ভাই সম্পর্কও পাতাতে পারবো না! জন্মের মতন আমার মনে অবিশ্বাস জন্মে দিলে, আবার বিশ্বাসের কথা মুখে আনছো?

বেণী। শান্ত, শান্ত! আমায় মাপ কর, আমি বুঝতে পারিনে, তোমার সঙ্গে কৌশল করেছি, মাপ কর; কিন্তু প্রাণ খুলে বলছি, তোমায় আমি বড় ভালবাসি!

শান্ত। এখনও ঐ কথা! কি আশ্চর্য্য! তুমি আমায় ছেলেবেলা থেকে জেনেও বুঝতে পারলে না? আমাকে তো অনেক দিন বিধবা-বিবাহের কথা বুঝিয়েছ, কি উত্তর পেয়েছ, মনে নাই? প্রথম—স্বামী-স্ত্রীর ইহজন্মের সুবাদ নয়, আমি মহাভারতে পড়েছি, পর-কালেও সেই সুবাদ থাকে; দুদিন বাদে তো মরবো, তখন কটা স্বামীর সেবা করবো? তার পর আমি এক সংসার থেকে আর এক সংসারে এসেছি, এক গোত্র থেকে আর এক গোত্রে এসেছি, সাহেবদের মতন আমাদের মাগটী ভাতারটী নয়; শ্বশুর, শাশুড়া, ভাশুর,

দেওর, জা, ননদ, আমিও তাদের মাঝে এক-জন বৌ; যে দিয়ে এনে হাতের ভাত খেয়ে জাতে নিয়েছে, সে ঘর কবার বদ্‌লাব? তোমায় বলি শোন, যে ব্যবহার আজ করেছ, কি শাস্তি দিলে যে তার শোধ হয়, বল্‌তে পারি না, কিন্তু তবু আমি তোমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করতে চাই না, ছেলেবেলা থেকে অনেক স্নেহ-যত্ন করেছ, লেখাপড়া শিখিয়েছ, ভাই বলে মানতুম, গুরু বলে জান্‌তুম; আজকের এ কাণ্ডে অন্য মেয়ে হলে ভয় পেতো, কাঁদ্‌তো, চেঁচামেচি কর্‌তো, কিন্তু আমি এখনও তোমার সঙ্গে স্থির হয়ে কথা কচ্ছি; আমি আমাকে চিনি, জানি; জোর কর, প্রলোভন দেখাও, আমার কিছু করতে পার্‌বে না, দেবতা আমার প্রাণে বল দিয়েছেন, তাঁর নাম করা ভিন্ন শরীরের সঙ্গে আমার মনের কোন সম্পর্ক নাই; তুমি আমায় কখনও বোঝাতে লওয়াতে পার্‌বে না; লাভের মধ্যে—ভাই সম্পর্ক ছিল, তাও ঘোচালে।

বেণী। শান্ত, শান্ত! তোমার মত সতী আমি দেখিনে। আমি কিছু লেখাপড়া শিখিছি, লম্পট নয়, এবার আমার কথা বিশ্বাস কর; আমি সত্য বল্‌ছি, তোমার মতন স্ত্রী হ'লে আমি আর এক মানুষ হতেম, সংসারের একটা আদর্শ হতেম। যা হয়েছে, ভুলে যাও, আমায় ভাই বলে মন থেকে পরিত্যাগ করো না আমি তামার সরলতায়, রূপের মোহে পাগল হয়েছিলেম; বুঝ্‌লেম, তুমি এ পৃথিবীর নয়, সব কথা ভুলে গিয়ে আমি যে বেণীদা ছিলেম, তাই বলে এক একবার মনে করো, আমি যে অসুখভোগ কর্‌তে জন্মেছি, তাই কর্‌বো!

শান্ত। কেন তা কর্‌বে? পতিসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে আমিও যে এক রকম সুখে কাটাচ্ছি, আর তুমি সংসারী হয়ে সুখী হতে পার্‌বে না? সুখ দুঃখ আপনার হাতে; বৌ যদি মনের মত না হয়, তাকে গিয়ে সব খুলে বল; বুঝিয়ে দাও যে, সে ঝগড়া করে বলে তুমি সুখী হতে পার না; গহনা দিতে না পার, তাকে আদরে ভরিয়ে দাও; দেখাও যে, তাকে সুখী কর্‌বার জন্যই তুমি পরিশ্রম কর; তার পর দেখ, সে তোমার দুঃখে দুঃখী হয় কি না। দুঃখের দুঃখী পাওয়ার চেয়ে পৃথিবীতে আর সুখ নাই; ভগবান্ দুঃখীর দুঃখে দুঃখী, তাই স্বর্গে অত সুখ!

বেণী। শান্ত, দিদি, বোন্! এ উপদেশ আমায় কেউ দেয়নি! যা বল্লে, আমি তাই কর্‌বো; কিন্তু আজকের কথা তুমি প্রকাশ করো না, তোমায় দেখ্‌লেই আমার এই লজ্জার কথা মনে আস্‌বে; আট দিন বই কলিকাতায় থাক্‌বো না; ডাক্তারখানা বেচে মাকে যা পারি টাকা বুঝিয়ে দিয়ে, পরিবার নিয়ে কাশী যাব চিকিৎসা করতে কতক শিখেছি, যেমন করে হোক্ এক রকম সেখানে চলে যাবে। একটী কথা বল শান্ত, সব ভুলে যাবে? আমায় সেই বেণীদা বলে ভাব্‌বে?

শান্ত। বেণীদা! যদি তুমি যথার্থই অনুতপ্ত হয়ে থাক, তা হ'লে আজকের ঘটনা মন থেকে মুছে ফেল্‌বো, তুমি আমার সেই দাদাই থাক্‌বে। যে মোহে মোহিত হয়ে আজ তুমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলে, আমি জানি, সে মোহে বড়ই প্রলোভন, সহসা তা দূর করা যায় না; কিন্তু যথার্থ যদি তোমার হৃদয়ে অনুতাপ হয়ে থাকে, তা হ'লে তোমায় ঘৃণা করা দূরে থাক্, আমি তোমায় সাধু ব'লে পূজা কর্‌বো, তোমার মূর্ত্তি আবার সেই বেণীদাদা বলে হৃদয়ে রাখ্‌বো। কিন্তু তুমি যা বল্লে, দূরদেশে যাওয়াই তোমার কর্ত্তব্য; চক্ষু বড় শত্রু, মনুষ্য-হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল! আমি চল্লেম।

বেণী। একা যেতে পার্‌বে?

শান্ত। মা এই সামনের বাগানে বন ভোজনের আয়োজন কর্‌ছেন। আমি ঠিক যাব।

[প্রস্থান।

বেণী। আমি কি ভুল বুঝেছিলেম, কি ভুল বুঝেছিলেম! সাক্ষাৎ স্বর্গের প্রতিমাকে রক্ত-মাংস-জড়িত মানুষ ভেবেছিলেম! ভয়ে চীৎকার কর্‌লে না, ক্রোধে কর্কশ বল্লে না, অমানুষিক হৃদয়বলে, সতীত্ব-সম্পদের অতুল ঐশ্বর্য্যে, প্রাণের জোরে, শান্তগুণে শান্ত আমার জীবন-প্রবাহ আজ পরিবর্ত্তন ক'রে গেল! যা বলেছি, তাই কর্‌বো,—কাশী যাব, দেখি, আবার নূতন মানুষ হতে পারি কি না।

প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পারুলের কক্ষ।

বামা ও পারুল।

বামা। খোল্ দেখি তোর আন্‌লার বাক্স, কেমন টাকা নাই দেখি।

পারুল। যদিই থাকে, তাতে আর কি, তোমার খরচপত্র তো সমানই দিচ্ছি।

বামা। সমানই দিচ্চিস্ কি? হ্যাঁলা ও নোক্‌ড়ি! সমান মানে কি লা? একলা তোর প্রতি কত খরচ পড়ে, বল্ দেখি?

পারুল। আমার আবার খরচ কি? ওঃ! না জানি, তবু ভাল করে খাওয়ালে কি না বল্‌তে! এক-তরকারি ভাত আর খান দুই পোড়া রুটী।

বামা। খান দুই পোড়া রুটী কি লা? জব্‌জবে করে ঘি মেখে কোলে যে গোছা ধরে দিই; হ্যাঁলা বেটী! তুই এমনি নেমক-হারাম? এই যে গেল-রাত্তিরে খেয়েছিস্; আবার তা ছাড়া একবার বাবুর সঙ্গে বসে খাওয়া আছে!

পারুল। বাবুর সঙ্গে ব'সে আর আমি কি খাই, দুখান লুচির কোস্কা ছিঁড়ি বই তো নয়!

বামা। আর বাবুকে যে আদর করে গিলিয়ে গিলিয়ে খাওয়াও—ভারি আমার বাবু! এক্‌শোটী টাকা দেন, তা পঁচিশ ত্রিশ টাকা মাসে ওঁর পেটেই যায়! তার আবার দু' মাসের টাকা পাওনা হয়েছে; টাকা আদায়ের কচ্ছিস কি? না লুকিয়ে নিয়ে বসে আছিস্?

পারুল। হ্যাঁ—আমি লুকিয়ে নিয়ে তালুক কিনেছি।

বামা। তালুক কিনেছিস্ কি মুলুক কিনেছিস্, তা আমি কি জানি? তাই তো বল্লুম, খোল্ না তোর আন্‌লার বাক্স!

পারুল। আন্‌লার বাক্সোয় আমার যা থাক্, তোমার তাতে কি? আ মর্ বেটী! আমি গতর খাটিয়ে রোজগার কর্‌বো, আর ওঁর হেঁপোরুগী মাসীকে বেদানা খাওয়াবেন! আর আমার জলখাবার বেলা ফুলুরি!—বলে "যে নিয়ে এল চষে, সে যাক্ ভেসে"!

বামা। নোক্‌ড়ি! মুখ সামলে কথা কোস্—আ মর্!

(হীরালালের প্রবেশ)

হীরা। পারুল দিদি, পারুল দিদি, এই যে মা আছ!

বামা। কি রে হীরে?

হীরা। মা, পারুল দিদি এক কাজ কর্‌বে? এখনই কিছু পাওয়া যায়।

বামা। কি? বল্ না?

হীরা। এখন ত অখিলবাবু নাই, দুটো গান শুনিয়ে দাও না, গোটা কুড়ি টাকা আস্‌বে।

পারুল। যাও যাও হীরুদা, মিছিমিছি ন্যাকাপনা করো না; তুমি জান না—আমি সেই রকমের মানুষ কি? ধাপ্পা দিতে এসেছ বুঝি!

হীরা। আরে না দিদি, বিশ্বাস না কর, ছাদে এসে দেখ, ঐ গাড়ীতে বসে, খোট্টাবাবু পশ্চিম থেকে এসেছে, আমি তোমার কথা গল্প করেছিলেম, শুধু দুটো গান শুন্‌তে চায়।

পারুল। না, ও সব আর কাজ নাই; এ যেমন আছি, সেই ভাল।

বামা। হ্যাঁলা নোক্‌ড়ি, হলি কি! একেবারে বয়ে গেলি! কুড়ি কুড়িটে টাকা খামোকা ছাড়্‌বো?

পারুল। না না, ভদ্রলোকের ছেলে দিচ্ছে থুচ্ছে, মনে কর্‌বে কি?

বামা। রেখে দে তোর দিচ্ছে থুচ্ছে, দু মাসের টাকা পাওনা।

হীরা। দিদি, আমি এনেছিলেম, আমিই বলি, ওখানে আর বড় কিছু পাচ্ছ না; বেণী-বাবু কাশী গেছেন, ডিস্পেন্সরি গুড়িয়েছে, আর এ দিকে এক্‌জিউটার মল্লিক ম'শাই বিষয় ঋষিবরে দেবার দরখাস্ত ক'রেছেন।

বামা। হীরে! আমি বল্‌ছি, তুই নিয়ে আয়, সঙ্গে করে খোট্টাবাবুকে গাড়ী থেকে নিয়ে আয়।

পারুল। অখিলবাবু যদি এসে পড়ে?

হীরা। হ্যাঁ পারুলদিদি, আমি কি তা না বুঝে এনেছি? তার পিসীর বাড়ী আজ জগ-পূজো, ভোরে তোমার এখান থেকে সেখানে গেছে, যদি আসে তো সেই শেষ রাতে।

বামা। যা যা হীরে, তুই ডেকে নিয়ে আয়, ভদ্রলোক কতক্ষণ গাড়ীতে বসে আছে!

হীরা। এই তো কথা, আমার কিন্তু চার টাকা।

বামা। আ মর্ ছোঁড়া! সেদিন অমন এক যোড়া শাল দিলেম;—দুটো টাকা পাবি, যা।

হীরা। তা মা—তা মা—তুমি যা দেবে—যা দেবে।

[প্রস্থান।

বামা। নোক্‌ড়ি! আমি নীচে যাচ্ছি, দেখিস্, বেশ আদর-যত্ন করিস্; গানটান শুন্‌তে চায়—শোনাস্, পারিস্ তো কিছু বেশী ক'রে আদায় করিস্, ওরা চৌবে—মথুরার রাজা, ঢের টাকা!

[প্রস্থান।

পারুল। আজ নয় কাল—আর এক জন তো দেখ্‌তে হবেই, অখিলের মুড়ো মরে এসেছে। ভাল চৌবে—চৌবেই সই।

(শোভনলাল ও হীরালালের প্রবেশ)

হীরা। আইয়ে আইয়ে ঠাকুরজী!—দেখিয়ে দেখিয়ে!

শোভন। বন্দেগি বিবি সাহেব!

পারুল। বন্দিকি।

হীরা। বৈঠো ঠাকুরজী; ঠাকুরজী! ঘর-কন্না কর্ লেও, এ তোমার আপ্‌কো বাড়ীই হ্যায়।

শোভন। হাঁ দাদা, হাঁ দাদা! তুমি ব'সো, কেমন বিবি সাহেব, মেজাজ তো আচ্ছা? আছে ভালো?

পারুল। এই আপনি যেমন রেখেছেন।

শোভন। আমি আর কোথা রাখ্‌লে? হামরা এসা অদেষ্ট কোথা? আপ্‌কা শুনি, বড়া পেয়ারা বাবুআছে

হীরা। বাজে কথা ছেড়ে দাও, ঠাঁকুরজী! গান শুন্‌কে লেও; পারুল দিদি, একটা গাও।

শোভন। কেয়া নাম আছে বিবিজীর—ফুরুল্? ভাল বিবিজী, একঠো গান তো শুনাও।

পারুল। হয় তো অখিলবাবু এখনি এসে পড়্‌বে।

হীরা। আরে আমি বল্‌ছি, আস্‌বে না।

পারুল। হ্যাঁ হীরুদা! আমাকে কি যে-সে বাজারে পেয়েছ? (জনান্তিকে) হীরুদা! কই, কি দেবে, দিক্ না।

হীরা। ঠাকুরজী! কুচ্ রুপেয়া দেও, আগাম দে দেও, তব তো খাতির হোগা।

শোভন। আরে টাকার কি ভাবনা আছে? হাঁ বিবিজী! কেতো লেবে এই লেও; দেখো, পড়্‌তে পার ইংরাজী? কুড়ি রুপেয়া লোট আছে।

পারুল। বন্দিকি; হীরুদা, একবার অই-খান থেকে দেখ না, মা কি করছে।

হীরা। (চীৎকার) মা—মা—ও মা! কোথা গেলে গো! কই, মার উত্তর পাইনে তো! তবে বুঝি দোকানে টোকানে গেছে।

পারুল। (জনান্তিকে) চুপ।

শোভন। ক্যা বিবিজী! একটী গান তো শুনাও।

পারুল। কি গান শোনাব?

শোভন। যা তোমার মনে লেয়।

হীরা। গেয়ে ফেল, গেয়ে ফেল; ওঁর আবার যজমানবাড়ী যেতে হবে।

পারুল।— গীত।

ভেঙ্গ না রে আমার সুখের স্বপন।
হেরনি তাহারে নিয়ে আমার নয়ন॥
অন্য যদি থাকে ভাল, যার ভাল তার ভাল,
আমারও হৃদয় আলো সে চাঁদবদন।
সে রূপ-জলধিজলে, ঝাঁপ দিয়ে কুতূহলে,
জুড়াব সকল জ্বালা হয়ে নিমগন॥

(বিহারীর প্রবেশ)

বিহারী। কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ! মা লক্ষ্মী যে, দুপুর বেলাই তান ধরেছ!

হীরা। কেও বেহারীখুড়ো! বেহারীখুড়ো, বসো, গোল করো না।

বিহারী। কে বাবা তুমি সারেঙ্গীওয়ালার মত বসে আছ?

শোভন। বাবুজী কুচ মজায় আছেন—বোসেন বোসেন।

বিহারী। বস্‌বোই তো বাবা ভেড়ীওয়ালা! আমার পারুলের বাড়ী তুমি আবার আমায় খাতির কর্‌বে কি! মা লক্ষ্মী, অখিলকে বর-তরফ করেছ না কি? ভাল ভাল, আমার সব সমান।

পারুল। বসো বেহারীখুড়ো, বসো।

বিহারী। বস্‌ছি বাবা,—কিন্তু এ মেড়ুয়া-বাদী কোথায় পেলে? কি বাবা! তুমি কোত্থেকে জুটলে? বহুৎ খুব, বহুৎ খুব! "রাম নাম সত্য হ্যায়, রাম নাম সত্য হ্যায়!"

শোভন। ঠাণ্ডা হোয়ে বোসেন বাবু, দুটা গান শুনেন

বিহারী। কি বাবা, তুমি গাইবে?

শোভন। বিবিজীর গান শুনেন।

বিহারী। বিবিজীর গান বাবা, আজীবন শুনে আস্‌ছি; তুমি একটা গাও না, কিছু সেঁইয়া বেঁইয়া ক'রে।

হীরা। বেহারীখুড়ো, বল্লেছ ভাল, পারুল দিদি, তা জান না বুঝি, শোভনলাল ঠাকুরজী গাওনায় ভারি মজবুত।

পারুল। বল কি! তবে একটী শোনাতে বল না।

শোভন। হামারা গান কি শুনবে? কে বুঝবে? কাশীজীকো রাজাকা হুঁয়া একবার গাওনা হয়েছিল—বাজপাই আছলো, যোধসিং আছলো, বাপুলি নাম কোরে এক বাঙ্গালী আছলো, ও কুছু কুছু বুঝ্‌লো।

বিহারী। কিষ্কিন্ধ্যার ছাঁচ লো, তুমি কিছু গাও লো, এখন মোরা শুন লো।

শোভন। তানপূরা তো আছে না?

বিহারী। ভ্যান্ ভ্যান্ আর করে না, গাও তো গাও, নেশা ছুটে যাচ্ছে।

শোভন। (স্বরে) হুঁউঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—

বিহারী। কেয়াবাত! তান ছাড়—কথা ধর।

শোভন। (স্বরে) ইঁ—ইঁ—ইঁ—ইঁ—এ জীইই——

(গীত)

পেখরা বরতো করতো সে ইয়া।
ঢু ঁড়ত আঙ্গিনা তু কাঁহা গেঁইয়া,
এ তু কাঁহা গেঁইয়া।
তু কাঁহা গেঁইয়া এ তু কাঁহা গেঁইয়া,
এ গেঁইয়া তু কাঁহা গেঁইয়া,
ও গেঁইয়া সে গেঁইয়া তু কাঁ গেঁইয়া,
আ জী তু কাঁহা গেঁইয়া॥

বিহারী। (শোভনের মুখ চাপিয়া) কাশীমিত্তিরের ঘাটে গেঁইয়া! আঁটকুড়ীর ব্যাটা, তার পর কি আছে বল্ না; খালি গেঁইয়া গেঁইয়া কাঁহা গেঁইয়া—যমের বাড়ী গেঁইয়া!

(অখিলের প্রবেশ)

অখিল। পারুল, আমি পালিয়ে এসেছি, তোমায় না দেখে থাকৃতে পাল্লেম না। ও কে ও! হীরু, খোট্টাটা কে বসে?

বিহারী। উনিও তোমায় না দেখে থাকৃতে না পেরে মিয়া সাহেবটাকে অনিয়েছেন।

অখিল। সে কি!—পারুল?

বিহারী। না, পারুলের পিসী।

অখিল। পারুল! এ কি এ!

পারুল। উনি আমাদের চৌবেঠাকুর, আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এসেছেন।

অখিল। আমি যে সিঁড়িতে গান শুন্‌তে পাচ্ছিলেম; পারুল! তোমায় আমি অন্য রকম জান্‌তুম, আজ এ কি দেখ্‌লেম!

বিহারী। অদ্ভুত—অদ্ভুত বাবাজী! এমন আর কেউ কখনও দেখেনি।

শোভন। কি বাবু! বোসেন বিবিজীর বাড়ী আসা গেছে, দু' একটা গান শুনেন না।

অখিল। কে তুমি? আমার প্রণয়ে তুমি কি ওসমান?

বিহারী। বাবাজী! রাগ কচ্ছো কেন? গেরস্থর ঘরে হাঁড়ী বাড়ন্ত রাখ্‌তে নাই, তুমি ছিলে না, তাই মা লক্ষ্মী আমার একটী চৌবে কেড়ে ভাঁড়ার ভরপূর রেখেছেন।

অখিল। আহা হা! আমার এত আশার স্বপ্ন ভঙ্গ হলো! পারুল! তোমায় যে আমি আমার হৃদয়ের ছবি জেনে পূজা কর্‌তেম! ভেবেছিলেম, আমার প্রণয়ের প্রতিমা মিলেছে! তা তুমিও কি সামান্য বারবনিতার ন্যায়! আর না, আর না, পারুল! এই শেষ দেখা। আমি চল্লেম, আর এ বাড়ীতে প্রবেশ করবো না!

পারুল। কেন অখিলবাবু, রাগ কচ্ছো? যেও না, যেও না।

শোভন। তুমি এতো করছো কেন বিবি? আমি যেতো দিন কল্‌কেতায় থাকৃবে, তোমার কি ভাবনা আছে, আমরা চৌবে—মাথায় পা উঠাই, পয়সা লি, আমাদের কি ভাবনা আছে?

বিহারী। মিয়াসাহেব! সুফল দাও, সুফল দাও, গয়ায় পিণ্ডি দিলে চোদ্দপুরুষ বই তো উদ্ধার হয় না, এ গয়ায় পিণ্ডি দিলে বায়ান্ন পুরুষ উদ্ধার হয়!

পারুল। হীরুদার আলাপী—সঙ্গে করে আনলে—

অখিল। হীরু! তোমার এই কাজ? তুমিই না আমায় বলেছিলে,পারুল বেশ্যা নয়। আর না, আর না—এই শেষ বিদায়!

(বামার প্রবেশ)

বামা। বিদেয় কি বাবু? দু মাসের টাকা পাওনা রয়েছে, তার পর এই কমাস রাত্তিরে খেয়েছ,—বেশী না ধরি, গড়ে পনের টাকা করেও তো পড়েছে।

অখিল। কি মা?

বামা। আর মায়ে কাজ নাই বাছা, জবাব দিলে তো টাকাগুলো বুঝিয়ে দে দাও; পারুল তো আর তোমার ঘরের মাগ নয় যে, হেলায় হেনস্থায় থাকবে; যতক্ষণ দেবে, ততক্ষণ সবে।

পারুল। তা অখিলবাবু! যদি তোমার সত্যই না বনে, তা মা যা বলছে কর, টাকাকড়ি চুকিয়ে দাও; তুমিও তোমার পথ দেখ, আমিও আমার পথ দেখি; দেখি, আমার চেয়ে যত্ন কোথা পাও! ইস্—এ যে তোমার বড় বাড়াবাড়ি, একদিন এক ঘণ্টার জন্যে ভদ্রলোক গান শুনতে এসেছে, এর জন্যে এত রাগ?

অখিল। পারুল! পারুল! আমি যে তোমায় ভালবাসতে এসেছিলেম!

বিহারী। পবিত্র প্রণয়! পবিত্র প্রণয়! বুঝ্‌ছো না বাবাজী; মেজাজ বেশ গরম হয়েছে—এই রাগের চোটে বাড়ী গিয়ে অপবিত্র বৌ বেটীকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর।

বামা। নাও বেহারী, থাম; ছাড়ানছোড়ান হলো তো টাকা-কড়ি বুঝিয়ে দিক্।

অখিল। টাকা!—আমি তেমন ছোট লোক নই, আমার যখন সুবিধা হবে, সমস্ত পাঠিয়ে দেব, বরং কিছু বেশী দিব।

বিহারী। হঁ্যা বাবা, দিও বাবা; কিন্তু তবু পার পাবে না; মাতৃ-ঋণ, গয়ার ঋণ, আর এদের ঋণ কখনও শোধ যায় না; তবে চৌবেঠাকুর স্বয়ং উপস্থিত, যদি সুফল দেন।

অখিল। হীরু, ছি ছি! তুমি না আমার ফ্রেণ্ড? তুমি এই কাজ করলে?

হীরা। যেতে দিন না বাবু! আপনা আপনি; আপনি হাত গুটুলেন, আমারও তো দু পয়সার চেষ্টা চাই।

শোভন। এ তো হীরুবাবু ভাল বলেছে, চলো, আজই তোমার জুতা কিনে দিই; আসো, বড়া বখেড়া হইছে, উঠো হীরু;—বিবি! সন্ধ্যার পর হামি আস্‌ছে।

হীরা। চলুন,—আপ যাঁহা যাগা, হাম তাঁহা যাগা।

শোভন। আও! একদফে আলিপুর চিড়িয়াখানা দেখ্‌কে আসে;—বন্দেগি বিবিজী!

পারুল। বন্দেকি;—তবে মনে রাখ্‌বেন।

হীরা। মা, একবার এদিকে এস, একটা কথা শুনে যাও।

বামা। যাই বাছা, ঠাকুরজী, আপনি রাত্তিরে আস্‌বেন, আমি এইখানেই ছাতুটাতু আনিয়ে রাখ্‌বো।

শোভন। নেই, কুচ দরকার নেই, হামলোক মথুরাবাসী,ভাঙ ওঙ পিকে আওয়েগা।

অখিল। পারুল—পারুল! একবার শেষ বিদায় দাও! কথা কচ্ছ না যে?

পারুল। কি কথা কব? অত ন্যাকাপনা আমি করতে পারিনে!

অখিল। তুমি কি সেই পারুল?

পারুল। না, নতুন গড়ে এসেছি; বস্‌তে হয় বসো, যেতে হও যাও, আমি একটু শুই গে।

[প্রস্থান।

বিহারী। এই তো চাই, নিজ মূর্ত্তি না ধরলে কি হয় মা লক্ষ্মী! অখিল বাবাজী, পবিত্র প্রণয় কেমন গড়াচ্ছে দেখ্‌ছো?

অখিল। পারুল—পারুল! গেলে? তুমি সেই পারুল! তুমি, না কবিতায় আমায় মোহিত করেছিলে? রোম্যান্সে মাতিয়ে তুলেছিলে! তোমায় না আমি প্রণয়ের আদর্শ-প্রতিমা মনে করেছিলেম! আর তুমি এই সামান্য বারবনিতা, আমি প্রণয়-বিহার মনে করে এতদিন ব্যভিচার করেছি! ভালবাসি—না বাসি, বিবাহিতা স্ত্রী বটে, তোমার জন্যে তাকে আমি লাথি মেরেছি, আসন্নজীবন হয়ে সে আমার একটা ভালবাসার কথা শুনতে চেয়েছে, তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হব ব'লে তাতেও তার সঙ্গে একটা আলাপ করিনে! তুমি সেই পারুল! তুমি কবিতাময়ী প্রেমময়ী কোমল প্রতিমা নও! প্রচ্ছন্নবেশে আমায় আচ্ছন্ন করেছিলে! আমার চিরদিনের সাধ—প্রণয় তবে কি পেলেম না! দূর হোক্—দূর হোক্! হা জগদীশ্বর! হা জগদীশ্বর!

বিহারী। বাবাজী! ও পালা এ পর্য্যন্ত। মা লক্ষ্মী আমার পবিত্র প্রণয়ের ছাঁচ বদলেছে; আর কোথাও পবিত্র প্রণয় কর্‌বে তো আমার সঙ্গে চল।

অখিল। আর না—আর না—প্রণয় নাই, জগতে প্রণয় নাই!

বিহারী। বাবাজী! "খুঁজি খুজি নারি" কর্‌লে কি প্রণয় পাওয়া যায়? বাড়ী যাও—বৌ-মার সঙ্গে ভাব ক'রে দেখদেখি প্রণয় পাও কি না! এই তো বাবা, আমি এমন বয়াটে, সাত দোরে মদ মেরে বেড়াই, বিস্তর ঢুঁড়ে দেখেছি, প্রণয়ই বল আর তুমি ইংরেজী ক'রে যাই বল, আসল কথাটা যা—তা বাবা, ঘর ভিন্ন পাবার যো নাই। আর এখানে চোখ কপালে তুলে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে? আর এখানে তোমারও উপায় নাই, আমারও উপায় নাই—চল!

অখিল। চল;—ছি ছি, পারুল এই কর্‌লে!

বিহারী। বলি, পারুল টারুলই অমনি করে, নইলে কি আর ঘরের মেগে করে?—চল।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মৃত্যুঞ্জয়ের দরদালান।

মৃত্যুঞ্জয় ও আমোদিনী।

মৃত্যু। কি বুদ্ধি, কি বুদ্ধি! কনেগিন্নি, তোমার জন্য আমার অমর হতে ইচ্ছা হয়! তোমায় পেয়ে আমার কোন সুখের অভাব নাই, যা একটু অসুখ—অখ্‌লে শালা ঘরবাসী হলো না—এই! পুষ্যিপুত্র নিলেম না, আমি গেলে এ সব কে দেখ্‌বে? কে ভোগ কর্‌বে? হাজার সেয়ানা হও, তবু তুমি মেয়েমানুষ তো!

আমো। কোথা যাবে তুমি আমার! আবার ঐ কথা মুখে আন্‌ছো? তবে আজ থেকে আমি বামুন-ঠাকুরুণের কাছে শোব।

মৃত্যু। না না, কথার কথা বল্‌ছিলেম, রাগ করো না আমোদ! তোমার জন্ম-এয়োৎ হোক্;—মোদা, যা বল্লে—তরু পার্‌বে তো?

আমো। পার্‌বে না!—ও সব পার্‌বে; ও কি কম ফচ্‌কে! বজ্জাতি ক'রে আমার কথা না শোনে, আমি ওর সঙ্গে কথা কব না।

মৃত্যু। ঠাউরেছ ঠিক, ঐ ছোঁড়া-শালাদের দু পাত ইংরিজী পড়ে মাথা ঘুরে গেছে; শালারা কাণে খায়, চোখে রূপ দেখে না, মনে গুণ বোঝে না, প্রাণে রস নাই, যত্ন আদরের কদর জানে না; যেখানে পায়, ভালবাসা সত্যি পায়, সেখানে তাচ্ছল্য করে, আর পাথরের তলায় গে মাথা খোঁড়ে।

আমো। তোমাদের জাতের দোষ-

ছোঁড়াদের দোষ কেন ?' আমরা যত সাধি, তোমরা তত বেঁকো, আর আমরা বেঁকলেই তোমরা সোজা হও ; তরু গড়িয়ে পড়িয়েই সব বিগ্‌ড়েছে। তা আমি এখন যাই, সব ঠিক করি গে।

মৃত্যু। অখিল বাড়ী আস্‌বে তো ?

আমো। হ্যাঁ, সন্ধ্যা-বেলা একবার করে আসে। তোমার কি খাতা-পত্র আছে, সকাল সকাল সেরে নাও, খবরটা রেখো—অখিল কখন্ আসে, ডাকিয়ে বলো—আমি খিড়কীর বাগানে আছি, আমার সঙ্গে বড় দরকার, একবার দেখা করে।

মৃত্যু। শোন শোন, একটা কথা বলি।

আমো। আবার কি ?

মৃত্যু। যা বলেছিলে, মনে আছে ?

আমো। কি বলেছিলেম ?

মৃত্যু। সেই আমার সামনে—অখিলকে ?

আমো। কে জানে, আমার মনে পড়্‌ছে না।

মৃত্যু। মনে পড়্‌ছে না ? অখিলকে বলনি যে, অখিলের সঙ্গে নাত-বৌয়ের ভাব হ'লে তাকে গান শোনাবে ?

আমো। ঠাট্ট দেখ !

মৃত্যু। না কনেগিন্নি,—তা গাইতে হবে।

আমো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তখন হবে।

মৃত্যু। ও হেসে উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না, ছোঁড়াছুঁড়ীতে ভাব ক'রে দিতে পার তো আমি তোমার গান শুন্‌বোই শুন্‌বো ; আচ্ছা পালাও, আমি অখিলের খবর নিচ্ছি।

[আমোদিনীর প্রস্থান।

মনোমত সহধর্ম্মিণী লাভ বড়ই ভাগ্যের কথা, কালী-তারার আমার প্রতি বড়ই কৃপা, নইলে আমোদিনীর মত গৃহিণী হয়। অখিলের মঙ্গলের জন্য কনেগিন্নী আমারই মত ব্যাকুল, অখ্‌লেটা ঘরবাসী হলে, আর হারুর একটা স্থিতি করে দিতে পার্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত হই। দেখি যা হয়, তারা আছেন !

(হারাণের প্রবেশ)

হারাণ। মল্লিক মশাই !

মৃত্যু। কি রে ! অমন কর্‌ছিস্ কেন ?

হারাণ। আমি গেছি—মলুম. আর বাঁচ্‌ব না !

মৃত্যু। ওরে শালা ! সহচরী বেটীকে ভোল্ না ; বে কর্, দিব্বি এগার বছরের মেয়ে, কালও ঘটক এসেছিল।

হারাণ। আর বে কর্‌বো—আমি গেছি ! সহচরী বেটী—ঐ বুড়ো—ঐ চেহারা—ছি ছি ছি ! জঘন্য বেটী, দূর কর, দূর কর !

মৃত্যু। দেখ দেখি—বুঝিস্ তো !

হারাণ। বুঝিনে মল্লিক মশাই ! বেটীর মত বদ্ চেহারা আমি জন্মেও দেখিনে, হারামজাদীর নাম মনে পড়্‌লে ন্যাকার ওঠে ! বেটীর হাতের দুধ পর্য্যন্ত আমি খাব না ! তুমি কি মনে করেছ—আমি ঐ বেটীর জন্যে এমন কর্‌ছি ?

মৃত্যু। তবে আবার কার জন্যে ?

হারাণ। আজ বাঁধাকপি উঠেছে কি না দেখ্‌তে নূতনদিদি বাজারে পাঠিয়েছিল, সেই বাজারে গিয়ে সর্ব্বনাশ হয়েছে !

মৃত্যু। বাজারে আবার কি হলো—কাকে দেখ্‌লি ?

হারাণ। এক বেটী মেছুনী, মল্লিক মশাই, এক বেটী মেছুনী ! ভেট্‌কি মাছ বেচছিল ; তোমার সাক্ষেতে বল্‌ছি মল্লিক মশাই ! বসন্তর দাগে তো চেহারা খারাপ হয়, মুখে বসন্তর দাগ না থাকলে একে মানাতোই না।

মৃত্যু। তুই অতি হতভাগা ! রোজ রোজ তোর মন বদলায় ? এ কি ? যাকে তাকে দেখেই ভুল্‌বি !

হারাণ। আর কাউকে না মল্লিক মশাই !

এই শেষ, এই মেছুনীতে কাবার। বেটীর নাম জিজ্ঞাসা করতে গেলুম গো,তা শালী দু আঁজলা আঁস-জল গায়ে দিয়ে দিলে!

(অখিলের প্রবেশ)

মৃত্যু। আরে এস সম্বন্ধী! তোমার দেখা পেলেম, এই ভাল!

অখিল। ঠাকুরদা! আমি একটা কথা বল্‌তে এলেম; মাকে বল্লেই কান্নাকাটি কর্‌বেন, তাই তোমায় বলেই যাই!

মৃত্যু। কি ভায়া! মুখ অত ভার কেন? ব্যাপারটা কি?

অখিল। ঠাকুরদা! আমি পশ্চিম যাব

হারাণ। যাবে—যাবে? অখিলবাবু, আমায় সঙ্গে নাও।

মৃত্যু। থাম্ হারু; কি ভায়া! ব্যাপারখানা কি, ভেঙ্গেই বল না!

অখিল। আমার জীবনে সুখ নাই! আমি আর দেশে থাক্‌বো না!

হারাণ। ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, আমিও বিবাগী হব; মেছুনী রে মেছুনী! আমায় দেশত্যাগী কর্‌লি শালী!

মৃত্যু। অখিল ভায়া! দেখ, আমার কথা শোন, বুড়োকে আর ক্লেশ দিও না, সন্তানাদি হলো না,তুমিই আমার সব,তোমার ঠান্‌দিদিও তোমাকে ভালবাসে; আমার কথা শোন, পাগ্‌লামী ত্যাগ কর, ঘরবাসী হও, তোমার সব ভাল হবে। নাত-বৌ আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-ঠাকরুণ, দু দিন ঘর করে দেখ দেখি, কেমন না সুখী হও,তোমার জন্যে সে কেঁদে খুন হয়।

হারাণ। আর মেছুনী আমার গায়ে আঁস-জল দেয়! আহা! ভেট্‌কি মাছ বেচ্‌ছিল, ভেট্‌কি মাছ বেচ্‌ছিল!

অখিল। ঠাকুরদা! আমার অদৃষ্টে সুখ নাই!

হারাণ। ঐ যা বল্লে অখিল ভায়া—আমারও তাই! মঙ্গলা গেল, সৈরবী গেল, বিধি গেল, তার পর সহচরী বেটী জালালে—পেত্নী বেটী, লক্ষ্মীছাড়া বেটী, এখন মেছুনী শালী প্রাণ আতোল পাতোল করে তুলেছে!

মৃত্যু। অখিল ভায়া! ঠাণ্ডা হও, বোঝ, তোমার ঠান্‌দিদির কথা-শোন; কনেগিন্নী তোমায় ডেকেছে, খিড়কীর বাগানে আছে, যাও দেখি, তার সঙ্গে দুটো পরামর্শ কর গে। আমি সন্ধ্যা-আহ্নিকটা সেরে যাচ্ছি, যা ভাল পরামর্শ হয়, বল্‌বো এখন, কিন্তু দেখো ভায়া, পুষ্যিপুত্র লওয়ায় আমি বড় চটা, শেষ দশায় যেন,সেটা করিও না।

অখিল। তা যাচ্ছি ঠাকুরদা—মোদ্দাৎ আমি আর এখানে থাক্‌ব না।

মৃত্যু। আচ্ছা, এখন এস, কনেগিন্নী কি বলে শোন, তার পর সব বুঝ্‌বো তখন। আয় হারু, তোর দিদি খিড়কীতে আছে, আমায় একটু গঙ্গাজলটল দিবি আয়।

হারাণ। উহু হু! ভেট্‌কি মাছ রে, ভেট্‌কি মাছ!

মৃত্যু। চোপ শালা! অগ্রাণ মাসেই তোর বে দেব; আয়।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

মৃত্যুঞ্জয়ের খিড়কীর দালান।

আমোদিনী ও তরুবালা।

আমো। দেখ্ দেখিন, ফুল-টুল পরে কেমন তোকে দেখাচ্ছে! বেশ মানিয়েছে!

তরু। মাইরি ঠান্‌দিদি, আমার বড় লজ্জা করছে, মা যদি শোনেন—ঠাকুরঝি যদি দেখ্‌তে পায়!

আমো। তোর শাশুড়ী এখন, মালা ফিরুচ্ছেন, আর শীতল না হয়ে গেলে কি শান্ত ঠাকুরঘর থেকে নাব্‌বে?

তরু। না ঠান্‌দিদি, আমি সব খুলে ফেলি।

আমো। দ্যাখ, কিলিয়ে গাল ভেঙ্গে দেব, আ গেল যা! ছুঁড়ী—ব্যামো হলে ওষুধ খাবিনে?

তরু। ছি ছি, এ কি তোমার পাগ্‌লামী!

আমো। তোমায় পাগল ক'রে পাগল ধর্‌বার পাগ্‌লামী, বুঝ্‌লে সতী? এখন যা যা বলেছি, সব মনে আছে তো? ছড়াটড়া কথা-বার্ত্তা যেমন শিখিয়ে দিয়েছি, ঠিক তেমনি বল্‌বি; স্বামীর ভালর জন্যে স্ত্রীকে প্রাণ দিতে হয়, আর তোমার স্বামী আপনার সর্ব্বনাশ করতে বসেছে, তার মতি স্থির কর্‌বার জন্যে একটু পাগ্‌লামীর খেলা খেল্‌তে পার না?—ন্যাকা ছুঁড়ী!

তরু। ঠান্‌দিদি! ওর যদি মতি ফেরে, আমার দিকে ফিরে চাক্ না চাক্, যেমন ছিল, ও আবার যদি তেমনি হয়, সর্ব্বনাশীর সঙ্গ যদি ছাড়ে, তা হ'লে তুমি জান ঠান্‌দিদি, আমি কি না কর্‌তে পারি, প্রাণ দেওয়া ত তুচ্ছ কথা!

আমো। হ্যাঁ, এই দেখ্‌, দেখিন্, এই লক্ষ্মী-টীর মত কথা বল্‌ছিস্‌। আমি কর্ত্তাকে ব'লে এসেছি, অখিল কখন্ আস্‌বে খবর রাখ্‌তে, এলেই আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এইখানে পাঠিয়ে দেবেন, খবরদার! লজ্জা করিস্‌নে।

তরু। না ঠান্‌দিদি, তুমি যা বলেছ, আমি তাই কর্‌বো ঠান্‌দিদি, তোমার কাছে আমার কোন কথা লুকোন নাই, লুকোবার যোও নাই, তুমি মনের কথা টেনে বের কর। এ সংসারে এসে আমার কোন সুখের অভাব নাই, মার চেয়ে আদর করেন—এমন শাশুড়ী কারুর হয়নি! শতদোষ করলে শাশুড়ী আমার ঢেকে নেন; ননদ নয়—মার পেটের বোন্, বোনের চেয়েও বেশী; ঠাকুরদা আর তোমার কথা কি বেশী করে বল্‌বো, যে ধার শোধ দেবার নয়, সে ধারের কথা তুল্‌তে নাই; এক অসুখ, বড় সোহাগের—বড় সাধের স্বামী আমায় কখনও আদর কর্‌লেন না; দিদি! পতিভক্তি করি, এটা কিছু বড় কথা নয়, হিঁদুর মেয়ে জন্মে অবধি বিবাহের আগে যত ব্রত করেছি, তাতে পতিসেবা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাই শিখেছি; তাই দিদি, আমার বড় মনের মত স্বামী হয়েছে! ওকে আমি বড় ভালবাসি, বোধ হয় একবার—খালি একটী বারের জন্য মিষ্টি ক'রে যদি আমায় তরু ব'লে ডাকে, যদি আমার হাতের এক গেলাস জল বা একটা পান খায়, ভুলেও যদি একবার পা টিপ্‌তে বাতাস কর্‌তে দেয়, তা হ'লে বুঝি আমি আহ্লাদে গলে যাই! মনে করি, আমার মত সুখী আর কেউ নাই! লোকে যে স্বর্গের কথা বলে, সেই স্বর্গ বুঝি আমি হাতে পাই! কি পাপ করেছিলেম দিদি যে, আমার এত সাধে বাদ হলো!

আমো। আমার কথায় বিশ্বাস কর্ তরু! তোর দুঃখ ঘুচ্‌বে। স্বামী কিসে সুখী হয়, এই আমার জীবনে ধ্যান জ্ঞান, সেই ধ্যানের ফলেই আমার বুড়ো স্বামীকে আমি মনের মতন করে নিয়েছি। নিজের সুখের পরই আমি তোর ভাবনা ভেবেছি, ভেবে ভেবে অখিলের মন কি, ও কি চায়, আমি বেশ বুঝেছি, খালি একটা মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছে; ভক্তি সেবা যত্ন এখন বুঝ্‌তে পারে না, বয়েস হ'লে বুঝ্‌বে; এখন বইএ এক সাহেবী প্রণয় পড়েছে, তাইতে পাগল হয়েছে, প্রণয়ে পাগল স্ত্রী চায়, সেবা যত্ন বোঝে না, তাই ভাই! আমি তোকে পাগল হয়ে পাগল ধর্‌তে বলেছি।

নেপথ্যে অখিল। ঠান্‌দি! ঠান্‌দি! তুমি কি বাগানে?

তরু। ঐ যে! ঐ যে! ঠান্‌দি, আমার বুক গুর্‌গুর্‌ কর্‌ছে, আমি কি কর্‌বো?

আমো। স্থির হ,—যত ভয় প্রথমটায়, একবার লজ্জা ভেঙ্গে গেলে দেখিস্‌ বুক গুর্‌-গুর্‌ করবে না। সাবধান!—ও যেমন তোর সঙ্গে ব্যাভার করে, তুইও তেমনি কর্‌বি, না হইলে কোনমতে নুইবিনি; এখন আয়, একটু ঐ আড়ালে দাঁড়াই গে, এসে কি করে দেখি, সময় বুঝ্‌লেই তোকে ঠিক সাম্‌নে আস্‌তে দেব।

তরু। না না ঠান্‌দিদি! তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

আমো। আবার গোল করে! বলেছি না, আমি একটু পরে বেরুব, এখন আয়, আয়।

(উভয়ের অন্তরালে অবস্থান)

(অখিলের প্রবেশ)

অখিল। ঠান্‌দি! ঠান্‌দি! আমায় ডেকেছ, কোথায় গেলে? আঃ! ঠাকুরদা যায়গাটী কি সুন্দর করেছেন! ঝির্‌ঝির্‌ হাওয়া বচ্ছে, ফুলের সৌরভে চাঁদনীর আলোয় ভোর, তা এ মধুরতা আমি কি ভোগ কর্‌বো? আমার প্রাণে যে ভীষণ আগুন জ্বল্‌ছে, চিতার জল না পড়্‌লে আর সে আগুন নিব্‌বে না! বৃথা জীবন এনেছিলেম, কোথাও জুড়োতে পেলেম না! যেখানে যাই, সেখানেই জ্বালা! উঃ! পারুল! পারুল! এমন ছলনা! আমি এক দিনের জন্যও ওকে বারাঙ্গনা মনে করিনে! কি ভুল ভুলেছিলেম! কি মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলেম! অমন কবিতা—অমন মধুরতা—অমন প্রণয় আলাপ—ব্যভিচারিণীদের মোহিনীমন্ত্র সঙ্কলন অসংখ্য!—হা জগদীশ্বর! স্ত্রী যদি আমার কিন্তু প্রণয় জান্‌তো, তা হ'লে কি আমি এ জ্বালা ভোগ করি? যাই, কই, এখানেও তো ঠান্‌দি নাই; কোথায় যাব? ঘরে—আরও জ্বালা বাড়্‌বে—এইখানেই একটু দাঁড়াই, যতক্ষণ যায়, ততক্ষণই ভাল।

(তরুবালার প্রবেশ)

তরু। তোমায় সুধাই সুধাকর! কেমনে
ভোলাই প্রাণেশ্বর,
কোন্‌ চোরে আমার তারে কর্‌লে বল পর?
পেলে কি আদর আমার নাগর আস্‌বে
সোহাগ করে?
বারেক পেলে সরম ফেলে কাঁদি গলা ধরে!
মুছে ফেলি প্রাণের কালি, ধরে দিই প্রেমের
ডালি,
ফুটে ওঠে মলিন কলি, মুখে মুখে গলাগলি,
সযতনে সে রতনে রাখি বুকের প'র।

(স্বগত) কি ভাব্‌ছে, আমার কথা শুন্‌তে পায়নি, আকাশপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমায় দেখ্‌তে পায়নি, আজ কিছু বেশী অন্যমনস্ক, বেশী ভাবিত দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমি থাক্‌তে পাচ্ছিনে, পায়ে ধরে জিজ্ঞাসা করি গে—তোমার কি অসুখ? না, কাজ নাই, আবার ঠান্‌দি বক্‌বে; যা শিখিয়ে দিয়েছে, তাই করি। (প্রকাশ্যে) বল সাজ্‌বো কেন আজ, কিসে ভুল্‌বে রসরাজ?

আমি ভাসিয়ে দিয়ে লাজ, পর্‌বো লো সে
সাজ!
যারে দেখ্‌লে পাগল হই, সে সাধের স্বামী
কই?
(আমার) কে আছে আর স্বামী বই,
আমার আমি নই!
আমার তারে চুরি ক'রে হান্‌লে কে লো

অখিল। প্রণয়ের কথা কে কয়? স্বপ্ন কি? না না, ঠিক শুন্‌লেম! ও কে ও? এ কি ফুলের ভূষা পরে কে ও? অ্যাঁ! সে কি তাই তো—তরু! হ্যাঁ—না—হ্যাঁ হ্যাঁ, তরুই তো বটে! তরু! আমার স্ত্রী! আজ এ বি

বেশ! কি ভাব! তরু-তরু—তুমি—তুমি? এ মূর্ত্তি এদ্দিন কেন দেখাওনি? এমন কথা তোমার মুখে কেন কথনও শুনিনি?

তরু। (স্বগত) ও মা. কোথা যাব! ভারি লজ্জা করছে! ঐ আবার ঠান্‌দিদি আড়াল থেকে শাসাচ্ছে; দেখ্‌ছি; এই ওষুধ বটে! করি আর একটু পাগ্‌লামীর ভাণ।

অখিল। তরু! তরু! আমায় দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

তরু। গাঁথ্‌বো সিঁতি গোলাপ তুলে,
গোড়্‌বো বালা ফুল-মুকুলে,
জাতি যূথি সেঁউতি ফুলের সার,
ভাতার দেখ্‌বে কি বাহার.
আমার কাজ কি অলঙ্কার!

অখিল। আজ কি দেখ্‌ছি! জগদীশ্বর! জগদীশ্বর! আমার হৃদয়ে আগুন ধূ ধূ জ্বল্‌ছে, তাই কি দয়াময় দয়া ক'রে আজ আমার জন্যে এই সুশীতল অজস্র বারি রেখেছ!—তরু! আমি ডাক্‌ছি, কথা কইছো না?

তরু। যার প্রাণে নাইকো টান,
তার কথায় না দিই কাণ।
প্রাণের টানে ভেসে আসে,
প্রাণ দিয়ে সেই ভালবাসে,
বাঁধ্‌তে জানে প্রেমের ফাঁসে,
আমি পড়্‌বো বাঁধা তারই পাশে।
যার প্রাণে নাইকো রস,
তার হব কেন বশ,
প্রাণ না পেলে প্রাণ দেবো না
মিছে ক'রে ভাণ!

অখিল। তরু, তরু। তোমার কি হয়েছে? আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি তোমার স্বামী! তুমি আমার স্ত্রী! আমি সেই স্বামী, যাকে তুমি অত যত্ন করেছ! যে তোমায় অত তাচ্ছল্য করেছে, আমি সেই স্বামী!

তরু। ছি ছি! কে তুমি? স'রে যাও। আমি যার, সে আমার কই? আমার এই প্রাণভরা প্রণয় যাকে ডালি দেব, সে আমার কই? আমার প্রণয়ে যে পাগল হবে, সে আমার কই? আমি যারে বই কারেও চাইনে, সে আমার কই?

অখিল। তরু, তরু! তুমি কারে চাও? আমায় চাও না? এই না তুমি আমায় এত যত্ন করতে! তোমার প্রাণে এত প্রণয়—আমায় কথনও দেখাওনি! যা খুঁজে আমি পাগল হয়ে বেড়াচ্ছিলেম, আমার ঘরে তা আমি দেখ্‌তে পাইনি!

তরু। চাঁদের রজত কিরণের খেলা! রঙ বেরঙ ফুলের মেলা! ফুলের বাসে ভরা নিশার এই মধুর হাস! আর আমি প্রণয়-আশে হতাশ হয়ে তার আশে ঘুরে বেড়াচ্ছি! সে আমার এল না! সে আমার এল না!

অখিল। কে তোমার আস্‌বে? কে তোমার আস্‌বে? আমি ছাড়া আবার কে তোমার আস্‌বে?

তরু।—
সে তো প্রেম জানে না প্রাণ বোঝে না,
বোঝাই তারে এত ক'রে!
ভেসে সই নয়নজলে, প'ড়ে তার পদতলে,
বুঝিয়েছি তার করে ধ'রে!

অখিল। কি তরু! কি তরু! আমায় ছেড়ে তুমি অপরকে প্রণয় দাও? এই কি তোমার সতীত্ব? ছা ধিক্! ছা ধিক্! আমার কোথাও সুখ নাই,!

(আমোদিনীর প্রবেশ)

আমো। তরু! তরু! বাগানে পালিয়ে এসেছিস্?—এ কি! নাতি যে?

অখিল। ঠান্‌দি, ব্যাপার কি? তরু আজ এ সাজে এখানে অমন করছে কেন?

আমো। বোঝ ভাই, দেখ তোমার কাজের ফল, তোমার জন্যে ভেবে ভেবে তরু আমার

পাগল হয়ে গেছে! তুমি কি বল্‌তে "প্রণয় প্রণয়"—সেই প্রণয় প্রণয় রাত-দিন কর্‌ছে!

'ঠান্‌দিদি! তরুর হৃদয়ে প্রণয় ছিল, তা আমি জান্‌তেম না। তরু আমার প্রণয়ের পাগল!—তরু! তরু! আমি বুঝ্‌তে পারিনে—তোমায় চিন্‌তে পারিনে!

তরু। ছি ছি! কে তুমি? আমার কাছে এস না, আমায় ছুঁয়ো না, তোমার হৃদয়ে প্রণয় নাই! চেহারায় প্রণয় নাই! প্রণয়ী না পেলে এ প্রেমপূর্ণ প্রাণ আমার কারুকে দেব না!

অখিল। তরু! ভাল ক'রে দেখ—আমায় চেন; আমি যা পাবার জন্য এত কাল লালায়িত হয়ে বেড়িয়েছি, যার তরে ছলনা-ময়ী সর্ব্বনাশী কুহকীর চাতুরী-জালে পড়ে-ছিলেম, সুশীতল সলিল ভেবে বালুকাময় মরীচিকায় পড়েছিলেম, অমরাবতীর সে ঐশ্বর্য্য আমার ঘরে ছিল—অমি চিন্‌তে পারিনি! ঠান্‌দি! ঠান্‌দি! তরু আমার কেমন ক'রে প্রকৃতিস্থ হবে? ও একবার আমায় চিনুক, একবার যা ছিল, তাই হোক্—আর আমি ওকে ছেড়ে কোথাও যাব না! ঠান্‌দি, আমি ওকে চিন্‌তে পারিনি, আমি ওকে চিন্‌তে পারিনি!

আমো। ভাই! তরু যেন প্রকাশ করেনি, আমরা তো তলে তলে টের পাই। সেই লাথি মেরে গেছলে, যমে মানুষে টানাটানি হলো, তার পরেই এই রোগ হলো।

অখিল। ঠান্‌দি! আমার অপরাধ হয়েছে, শত সহস্র অপরাধ হয়েছে! তরু! তরু! আমি তোমার উপর বিস্তর অত্যাচার করেছি, এই পায়ে ধর্‌ছি, সে সব ভুলে যাও! আমায় ক্ষমা কর! আমি ভালবাসা খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি, কিন্তু অন্ধ হয়ে অসীম ভাল-বাসার ভাণ্ডার আমি দেখ্‌তে পাইনি!

তরু। ছি ছি, ও কি, ও কি, ওঠো ওঠো, আমার অপরাধ হয়! তোমায় ঘরবাসী কর্‌-বার জন্যে ঠান্‌দির শেখানতে আমি এই রকম কর্‌ছিলেম, আর আমি থাক্‌তে পাল্লুম না। ঠান্‌দি! ও অমন করছে, আমি আর দেখ্‌তে পারিনে! ওঠো, ওঠো. জান না কি. আমি তোমার পদসেবার দাসী!

আমো। দুর ছুঁড়ী, আর একটু খেলাতে হয়! তোকে অত জালিয়েছে—ভুলে গেলি, তুই এমন গায়ে পড়া মেয়ে?

অখিল। অঁ্যা! তরু আমার ভাল আছে! ঠান্‌দি, ঠান্‌দি! তোমায় আর কি বল্‌বো, আমায় ভূতে পেয়েছিল! আমি প্রণয়িনী ভেবে পেত্নীর আশ্রয় নিয়েছিলেম! আজ আমি খুব শিক্ষা পেয়ে এসেছি! প্রাণের জ্বালায় জ্বলে দেশত্যাগী হব বলে তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছিলেম, তার পর তরুকে এই মূর্ত্তিতে এই ভাবে দেখ্‌লেম, আর আমি আমার নই! তরু আমার সর্ব্বস্ব! যা খুঁজেছি, তাই পেয়েছি! আমার শরীরে অন্য দোষ নাই, নিজের স্ত্রীকে চিন্‌তে পারিনি—এই দোষ, এই দোষ!

আমো। আ গেল যা ছুঁড়ী! কথা ক' না, নইলে মার্‌বো কিল, একেবারে শাসিয়ে কড়া-ক্কড় করে নে, যেন ফের না বিগ্‌ড়োয়।

তরু। ঠান্‌দি এত লজ্জা দিতেও পারে!

আমো। কি আমার লজ্জাবতী লতা লো! এই যে আজ পাঁচ বৎসর ছট্‌ফট্ কর্‌ছিলি, তখন আমার কাছে লজ্জা হয়নি?

তরু! তরু! ঠান্‌দি'র কাছে আমাদের কোন লজ্জা নাই। দেখ, আমি তোমায় বড় হেনস্থা করেছি; তুমি সেধে কথা কইতে এসেছ, আমি মুখ ফিরিয়েছি; আহ্লাদ ক'রে পান দিতে এসেছ, তাচ্ছল্য ক'রে আমি তা ছুড়ে ফেলে দিয়েছি; ভক্তি ক'রে পা টিপ্‌তে এসেছ, আমি প্রেত, লাথি মেরেছি; তুমি বড় সুশীলা, পার যদি সে সব

ভুলে যা সমস্ত জীবনের প্রাণ-ঢালা ভাল-বাসায় যদি সে অবজ্ঞার শোধ হয়, ঈশ্বর সাক্ষী—সে ভালবাসা আমি তোমায় দেব!

তরু। তুমি অত বলো না, আমার প্রাণ কেমন করে! অবজ্ঞা করেছ, তায় ক্ষতি কি? আমি তোমার দাসী, দাসীর প্রতি যা ইচ্ছা, তাই করতে পার, তার জন্যে কেন এত বল্‌ছো? এত দিনের পর যে হুটো মিষ্টি কথা বল্লে, এতেই আমি স্বর্গ পেলেম!

অখিল। তুমি দাসী?—তুমি আমার গৃহ-লক্ষ্মী! আমার সর্ব্বস্ব! আমার হৃদয়-রাজ্যের রাজ-রাজেশ্বরী!!

তরু। ঠান্‌দি! ঠান্‌দি! তুমি আজ আমায় কি সুখী কল্লে! সুখের ঘোরে সত্যই কি আমি পাগল হব না কি? এ সোহাগ—এ আদর হৃদয়ে যে ধরে না!

অখিল। (সচকিতে) ঠাকুরদা! ঠাকুরদা!

(মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবেশ)

মৃত্যু। শালা! ক'নেগিন্নীকে চেন না? আমি হেন মানুষটা, আমায় ফাঁদে ফেলেছে, আর তোমায় জব্দ কর্‌বে—তার আবার কথা! মনে করেছ বুঝি, আমি কিছু জানি না? অই কামিনী-গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুন্‌ছিলেম। নাকখত দে শালা! নাকখত দে! তুই শালা ঘোম্‌টা দে রয়েছিস্ কেন? শালীর যত লজ্জা আমায়; গিন্নী, দেখাই শালাকে! কি বল? যার জন্যে এদ্দিন ছাপা-ছাপি করেছিলেম, তা তো মিটে গেল;—নে শালা, পড়্ দেখি কাগজখানা!

অখিল। (কাগজ পড়িয়া) অ্যাঁ! ঠাকুরদা—এ কি এ! তোমার সব বিষয় আমাকে দিয়েছ?

মৃত্যু চোপ রাও শালা!—ক'নে-গিন্নি! দেখেছ শালা মিথ্যাবাদী; ওঁকে দিয়েছে, ওঁকে দিয়েছে,—কেন; তরু বুঝি আমার ভেসে এসেছে? কেমন—বরা-বর বল্‌তেম, সাবধান—পুষ্যিপুত্র আমি নিচ্ছিনে।

অখিল। তা দাদা,—তরু আমি কি ভিন্ন? তুমি আমার নাম বাদ দিয়ে কেন তরুর নামে সব লিখ্‌লে না?

মৃত্যু। ভাই রে! ক'নেগিন্নীর যত্নে আমার সুখের অবধি নাই, তোর এই ধরণ দেখে যা একটু বাকি ছিল, আজ আমি সুখের সাগরে ভাস্‌ছি! তোর বাপকে এক প্রকার আমি হাতে ক'রে মানুষ করেছিলেম, যা কিছু আছে, তা তোদের না দিয়ে কোন্ ব্যাটা পরের ছেলেকে ঘরে নিয়ে পুষ্যিপুত্র ক'রে আমি ভোগ করাব? চোখ ছল্‌ছল্ কি? ও কি ও? এ দিকে আয়, প্রণাম কর্, প্রণাম কর্ আমাকে! শালী আমার বাদশাজাদী, আড়ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে রইলেন! দু'জনে এক সঙ্গে প্রণাম কর্, প্রণাম কর্; থাক্—হয়েছে, আশীর্ব্বাদ করি, এই আমরা বুড়ো-বুড়ী—থুড়ি—বুড়োছুঁড়ীতে যেমন মনের মিলে সুখে আছি, তোরাও দুজনে তেমনি একশ' বচ্ছর পেরমাই পেয়ে সুখে থাক্! কনেগিন্নি! এইবার যা কথা ছিল——

আমো। যাও—ন্যাক্‌রা দেখ!

অখিল। কি কথা ঠাকুরদা?

মৃত্যু। তোরা লেখা-পড়া শিখেছিস্ কেমন করে? সব ভুলে যাস্? তোকে না বলেছিল—যেদিন নাতবৌয়ের সঙ্গে ভাব হবে, সেই দিন গান শোনাবে?

অখিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠানদি!—এখন সত্য রাখ।

আমো। তুমিও বুঝি লাগ্‌লে?

(গীত)

আদরে অধরে ধরে না হাসি।
সোহাগে অনুরাগে প্রাণে প্রাণে মেশামিশি॥

মিলে নয়নে নয়ন, নীরবেতে আলাপন,
উদয় প্রণয়-শশী বিরহ-তামস নাশি।
সুখ-ঘোরে আত্মহারা, প্রাণভরা প্রেমধারা,
উথলে হৃদয় মথি অবিরল সুধারাশি॥

যবনিকা-পতন।

বৌমা

(সামাজিক নক্সা)

পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষ।

বাবুরাম	নব্যযুবক।
মতিলাল	বাবুরামের প্রতিবেশী।
বামাদাস	হিড়িম্বার স্বামী।
সুচারু	বামাদাসের আত্মীয় যুবক।
কিশোর বাবু	পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর।
রজনী	হেড্‌-কনষ্টেবল্‌।
মাধবচন্দ্র	লালমোহন বাবুর এজেন্ট।
সোণাউল্লা	পাহারাওয়ালা।
চাপরাশি	

স্ত্রী।

অন্নপূর্ণা	বাবুরামের মাতা।
হিড়িম্বা	পুরুষোচিত শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা।
কিশোরী	বাবুরামের স্ত্রী।
কাম্না	
সুবাসা	
এলা	কিশোরীর কুটুম্বিনী ও সখীগণ।
রেণু	
সুভ্রু	
কুহারা	
সৈরভ (পুটী)	বাবুরামের ঝী।



বৌমা

প্রস্তাবনা।

হ্যারিসন রোড—পূর্ব্বধার।

গায়কগণ।

(গীত)

ক্যা মজাদার সহর গুলজার।
চেহারা হর্ তর্ বহুত বহুত বাহার॥
মর্দোয়া ছোড়া ধরম,
জেনানা আপনা সরম,
কোই নেহি নরম, সবকো মগজ গরম,
করম সারি হরদম জারি মেজাজ দেদার॥
নেহি ছোটা বড়া, জবান ঢোটা চড়া,
মুরদ্ লোটা দড়া, ইজ্জৎ সড়া কড়া,
সিপাহী মিলতা থোড়া, দেখো লাখো জমাদার॥
আজব্ নয়লা কল, আয়া মিউনিসিপাল,
রায়ৎ সামাল সামাল, টেকস বেগানা বেহাল,
তলব গালি গাল, সেলাম হাজার হাজার;—
হাজির হামেহাল বেহাল কমিসনার॥
হাম ভণ্ড, তুম ভণ্ড, কাম ভণ্ড, নাম ভণ্ড,
ভণ্ড ভেল্ মেলা,
ভণ্ড ভরু ভণ্ড জরু ভণ্ড দারু ভণ্ড ধারু
ভণ্ড গুরু চেলা,
ঘর ঘর ভণ্ড, পণ্ড করে কুল,
দণ্ড ডর ক্যা বিচার॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বাবুরামের বহির্বাটী।

(অন্নপূর্ণা ও বাবুরাম)

বাবু। কি, কি বল্লে মা?

অন্ন। ও বাবা, চোখ রাঙ্গিয়ে উঠ্‌লি যে, মার্‌বি না কি?

বাবু। আমি এত বড় (Coward) কাওয়ার্ড নই যে, স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলি। তুমি আমায় চাকরী কর্‌তে বল, ইংরাজের চাকরী, ছি ছি ছি!

"গোলামের জাতি শিখেছ গোলামী,
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়ে নয়নে লেগেছে ধাঁধা।"

অন্ন। তুই বল্‌ছিস্ কি, চাকরী-বাকরী ক'রে টাকা আন্‌বি বল্লেম, ভাল কথা না মন্দ কথা;—চাকরীর নাম কল্লে অমন তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠিস্ কেন?

বাবু। জ্বলে উঠি কেন? (You—You—You) ইউ—ইউ—ইউ—তুমি মূর্খ; আমার (Eeeling) ফিলিং তুমি কি ক'রে বুঝ্‌বে?

কি জ্বালা যে জ্বলিছে হৃদয়ে দিবানিশি,
দাবানল সম—

কেমন করে তুমি তা (Appreciate) এপ্রি-সিয়েট কর্‌বে ? জান আমি ভারত-সন্তান !

অন্ন। না বাপু, তা আমি জানি না আমি ভাল কথাই মনে ক'রে বলেছিলেম।

বাবু। ভারত-সন্তান কাকে বলে, বুঝ্‌তে পাল্লে না? তা কেমন ক'রে বুঝ্‌বে ? খালি কতকগুলো থোড়-বড়ি-খাড়া চড়চড়ি রাঁধ্‌তে শিখেছ বই ত নয়। (Sublime idea) সব্‌-লাইম্ আইডিয়া তুমি কোথায় পাবে? তোমার বৌকে জিজ্ঞাসা কর, বৌকে জিজ্ঞাসা কর; তার কাছে বসে এই সব একটু শিখে নিও। ভারত-মাতা কাকে বলে জান না, ছি ছি! ভারত সন্তান কাকে বলে,চেন না? আশ্চর্য্য—তোমার গর্ভে আমি জন্মেছি!

(মতির প্রবেশ)

মতি। কি—এ পাগলকে আবার খেপালে কে ?

বাবু। কি কি বল ?

মতি। আবার পাগলামো কর্‌ছো কেন, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

বাবু। দেখ, অমন ক'রে তুমি আমায় পাগল পাগল বলো না বল্‌ছি, তা হ'লে আমি কামড়াব।

মতি। শুদ্ধ ঐ লক্ষণটী বাকি ছিল!

বাবু। আমি ভারত-মাতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন কর্ত্তে যাচ্ছি, আমায় বল পাগল ?

অন্ন। ও কি বলে মতি, ভারত-মাতা ভারতমাতা বল্‌ছে, কে সে মাগী ?

মতি। মাগী ফাগী কেউ নয়। দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি ওঁদের ভারত রক্ষা করেন; তাঁরে উল্লেখ করে বল্‌ছে। (বাবুরামের প্রতি) ইংরেজদের যেমন ব্রিটেনিকা আছে—না ?

অন্ন। ও হরি, তাই বল! অশ্রদ্ধা করে কথা কয়ে অপরাধী হয়েছি, ক্ষমা কর মা। তা তিনি তো জগজ্জননী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী; তা ও ভারত-মাতা ভারত-মাতা কচ্ছে কেন ?

মতি। ঐ নামটী এখন নূতন উঠেছে। ঋষিদের সে মহাভাব—জগৎ-প্রসবিত্রী, জগৎ-রক্ষয়িত্রী এক মহাশক্তির কল্পনা পাবে কোথায়! তাই আজকালিকার মহা-পণ্ডিতেরা সেই জগন্মাতাকে কেটে ছেঁটে ভারত-মাতা তৈয়ারী করেছেন! ক্রমে গাঁয়ে গাঁয়ে অলিতে গলিতে দেশহিতৈষিতা যে রকম ভাগাভাগি করে পৌঁছুচ্ছে, বেঁচে থাকি যদি, তা বোধ হয় কল্‌কেতা-মাতা ঢাকা-মাতা বাখরগঞ্জ মাতা, পটলডাঙ্গা-মাতা, বৌবাজার-মাতা, বেলেঘাটা-মাতাও দেখ্‌তে পাবে।

বাবু (Treason ! Sacrilege !) ট্রিজন্! সেক্রিলেজ্!

মতি। তোমাদের নূতন পণ্ডিতেরা বিশ্ব-জননীকে তাঁদের ভাবের হাড়্‌কাটে ফেলে বিলাতী পান দেওয়া বাঙ্গালা ভাষার কাটা-রীতে তাঁর অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, সঙ্গ, বাহন কুচি কুচি করে কেটে বাহাদুরী নিতে পারেন, আর আমি বল্‌তে পারি না ?

বাবু। ও কি কতকগুলো বল্লে, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

মতি। এই দেখ দেখি,তুমি একজন ভারত-সন্তান,আর সঙ্গে একটা ইণ্টারপ্রিটার রাখ না! এখনি আমার কথাগুলো ইংরাজীতে তর্জ্জমা করে বুঝিয়ে দিতে পার্‌তো। সে যা হোক্, হ্যাঁগা দিদি, বচসাটা হচ্ছে কি নিয়ে ?

অন্ন। অপরাধের মধ্যে দাদা, চাকরীটী কর্‌তে বলেছি।

বাবু। কাকে—বুঝেছ—কাকে ? আমায় —আমায়—হাঃ হাঃ হাঃ!—আমায় বলে চাকরী কর্ত্তে; বাঙ্গালীর মেয়ে কি না! কারে কি বলে, তার ঠিক নাই।

মতি। তাই ত দিদি, জান না শোন না,

খামকা কি বলে ফেল—সাহেবের ছেলের সঙ্গে একটু বুঝে সুঝে কথা কইতে হয়।

অন্ন। দূর পোড়া-কপালে!

বাবু। মতি-মামা মনে কচ্ছো বুঝি খুব ঠাট্টা করলে? আমার সত্যই মনে হয় যে, এ মার পেটে জন্মেছি কি না!

মতি। না, তোমায় চুণোগলির এক বিবি হাঁড়ী করে ভাসিয়ে দিয়েছিল, এই মাগী গঙ্গা-নাইতে গিয়ে কুড়িয়ে এনে মানুষ—থুড়ি—বাঁদর করেছে। হ্যাঁরে বাবুরাম, এর উপরও বল্‌তে চাস যে, তুই সজ্ঞানে আছিস্!

বাবু। জ্ঞান তো হারিইছি! ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর! (Responsibilty) রেস্পন্‌সিবিলিটী, ঘোর ঘোর কর্ত্তব্য আমার মাথায় রয়েছে,আর আমায় বলে চাকরী কর্ত্তে!

মতি। কি তোর কর্ত্তব্যগুলো শুনি।

বাবু। তুমি জান, আসামের সেই আলুলায়িতকেশা, বিগলিতবেশা, কটাক্ষ-লোচনা, অবলা, সরলা কুলি-রমণীদের প্রতি কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার হয়?

মতি। ও সর্ব্বনাশ! যে রকম চুটিয়ে আরম্ভ করেছিলি, আমি মনে কল্লেম, তুই বুঝি শকুন্তলা দ্রোপদী ট্রোপদীর কথা বল্‌বি, নিদেন তোদের বিলাসিনী কার্‌ফর্‌মা-টারকর্‌মার কথাও বা বর্ণনা হবে;—ও মা কুলির মেয়ের কথা!

বাবু। হলই বা কুলি-রমণী, রিফরম্‌ড্ ড্রেস্ ট্রেশ পরালে তারাও কেমন রোম্যাণ্টিক্ চেহারা ধারণ করে, তা যাদের দুই একজনকে উদ্ধার করে এনে (Reclaim) রিক্লেম করা হয়েছে, তাদের দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার। ওহো! বুক ফেটে যায়! সেই নাতিদীর্ঘ,নাতি-খর্ব্ব, কুসুম-কোমল-বপুনি প্রেম-বিহ্বলারা কি না (Ladies finger) লেডিজ্-ফিঙ্গার অর্থাৎ ঢেঁড়স-বিনিন্দিত অঙ্গুষ্ঠি দ্বারা বসন্তের অশান্ত তাপেও চায়ের পাতা বিচরণ কর্ত্তে বাধ্য হয়।

মতি। হ্যাঁরে, এতেও তোর বাঙ্গালা কাগজ চলেনি? ভাষার কি ব্যাকরণ, কি অভিধান, অন্য লোকে কেটে জোড়া দেয়, তুই যে একেবারে কাঠি-কলম কচ্ছিস্!

বাবু। ওঃ, কুলি-রমণী! কুলি-রমণী! হৃদয়-বিস্ফোটক হল!

মতি। এই যত বিস্ফোটক হচ্ছে, বুঝি রমণীদের জন্য? কুলি-রমণীগুলো যে চাবুকটা আসটা খায়, তার জন্য কৈ বড় একটা কারুর কিছু তো হয় না। আচ্ছা, তার পর?

বাবু। তার পর জুডিসিয়াল এণ্ড একজিকিউটিভ্—বিচার ও শাসন-বিভাগ আলাদা করাতেই হবে।

মতি। আচ্ছা, তার পর?

বাবু। তার পর এই হিন্দুদের বিষম কন্যা-দায়, বর-কর্ত্তাদের ভয়ানক অত্যাচার; এর জন্য আমি কামস্কাট্‌কার প্রাইম মিনিষ্টার, মেক্সিকোর গবর্ণার, সিকাগোর রেলওয়ে-ইঞ্জিনিয়ার, পর্টুগ্যালের কম্যাণ্ডার ইন্-চিফ্, টর্কীর সুলতান, এদের সকলকেই চিঠী লিখেছি।

মতি। খুব করেছ! তাঁরা না এলে হিন্দুদের মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত কেউ আর ঠিক করে দিতে পারবে না! সব ক'টীই জাজ্বল্যমান দেবীবর ঘটকের সন্তান—

বাবু। তাঁরা সকলেই সিম্প্যাথি প্রকাশ করে আমার পত্রের উত্তর দিয়েছেন।

মতি। তা তো বড় লোক দিয়েই থাকে। তা সেগুলো খবরের কাগজে ছাপিয়ে নাম জাহির করবে তো?

বাবু। কেবল দোষ দেখ বই ত নয়। আর আমাদের গবর্ণমেণ্টের বড় বড় লোকের কাছে লিখ্‌বো মনে কচ্ছি।

মতি। ওরে হতভাগা,সাহেবদের এর আর জানাবি কি? আমাদের কন্যাদায়ের কথা বল্‌ছিস্; ভদ্র ইংরাজের ঘরে আইবুড়ো মেয়ের কি

বিপদ্,তা জানিস্? দু পাঁচ হাজারে কুলায় না, অনেককেই আইবুড়ো চুল পাকিয়ে সন্ন্যাসিনী সাজ্‌তে হয়। মধ্যবিৎ অবস্থার ইংরাজের ছেলেদের মধ্যে অনেকেই বিয়ে করে ফর্‌চুন ফেরাবার আশায় বসে থাকেন। ওরা আবার আমাদের মেয়েদের বিয়ের উপায় কর্‌বে কি রে! আগে আপনাদের ঘর সামলাক।

বাবু। কখনও রিফর্মে সনে মাথা দাওনি, তুমি এ সব (Tactics) ট্যাক্‌টিক্স্ বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আরও কত বিষয়ের জন্য আমায় ভাব্‌তে হচ্ছে, দিনে খাওয়া রাত্রে ঘুম হয় না, আমি আবার চাকরী কর্ত্তে যাব! ভারতের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, বিধবার ক্লেশ, বম্বে-প্লেগ, চ্যারিটেবল সোসাইটী—উঃ উঃ উঃ! আমায় কত দেখ্‌তে হচ্ছে!

মতি। আচ্ছা বাপু, তোমার এইবার সব বলা হয়েছে? তোমার উঃ উঃ উঃতে বুঝে নেওয়া গেল যে, তুমি ঠিক করে রেখেছ, এই ভারতবর্ষখানার যেথায় যা কিছু অভাব আছে, এর তুমি না দেখ্‌লে আর উপায় নাই। ভাল, আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এটা ঠাওরালে কেন—তুমি কে?

বাবু। আমি কে? আমি কোথাও এক্‌জিকিউটীভ্ কাউন্সিলের মেম্বর, কোথাও এসিষ্টেন্ট্-সেক্রেটারী, কোথাও ডেপুটি-ট্রেজারার, কোথাও ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট্—

মতি। কেন, এ সব হয়েছ কেন? তাই ত আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি; তুমি কে—দেশে কি আর লোক নাই?

বাবু। থাকবে না কেন? তুমি কি কিছু খবর রাখ, খালি আফিসে যেতে আর ঘরে বসে আলু-পটোলের হিসেব কর্ত্তে শিখেছ বই ত নয়। যদি একটুও (Radical spirit) র‍্যাডিক্যাল্ ইস্‌পিরিট থাকৃত, পবলিকে কোথায় কি হচ্ছে খবর রাখ্‌তে, তা হ'লে দেখ্‌তে পেতে এই দুর্ভিক্ষ, এই প্লেগের জন্য কত মহাত্মা দেশে দেশে সভা-প্রচার, চাঁদা-সংগ্রহ কচ্ছেন; যত বিশালবক্ষা-মহাত্মা প্রেম-ঢল ঢল-হৃদয়ে ভিখারিণী সেজে দরিদ্রদের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কচ্ছেন!

মতি। তা সে মহাত্মা মহাত্মীদের ঘর নাই, সংসার নাই,ঢং না হ'লে পেট চলে না,তাদের ও ঢং টং সাজে; তোমার বাপু এ সব কেন?

বাবু। দেশের মঙ্গলের চেষ্টা দেশের প্রত্যেক লোকেরই কর্ত্তব্য।

মতি। তা তুমি বুঝি আপনাকে একজন তেমনি লোকটা ঠাউরেছ?

বাবু। কি! আমার কি (Noble aspiration) অ্যাস্‌পিরেসন নাই?

মতি। কেন সবাইকে যে **কৃষ্ণদাস পাল,কেশব সেন,মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্র বাড়ুয্যে** হতে হবে,তার ত মানে নাই। যার যেমন শক্তি, সময়, সঙ্গতি, সেই রকম কাজ কল্লেই ভাল হয় না? তোমার মতন অবস্থার দশটী যদি কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে দুর্ভিক্ষ-দমন কর্ত্তে ছোটে, তা হ'লে যে আর দশটী সংসারে দুর্ভিক্ষ বাড়্‌বে। দশজনকে নিয়ে তো পবলিক্; জনে জনে আপনার আপনার ঘরের মঙ্গল চেষ্টা কর দেখি,তা হলে আপনা আপনি যে সাধারণ মঙ্গল হয়ে যাবে। তবে যার নিজের সামলে উথলে পড়্‌বার মতন আছে, সে তা'র (Surplus) সর্‌প্লসটুকু যে ক'জনকে পারে বেঁটে দিয়ে সাহায্য কর্‌বে। বিদ্যা-বুদ্ধি বা,ধনের জোরে যাঁদের (Influence) ইন্‌ফ্লুয়েন্স বেশী, তাঁরা গিয়ে যে সব লোক আপনি ঠিক হতে শেখে নাই, তাদের সাহায্য করুন। তোমার হলো "অশ্ব ভক্ষ্য ধনুর্গুণ" যতক্ষণ গতর খাটিয়ে কিছু আন্‌বে, ততক্ষণ পাঁচটীর পেট ভর্‌বে, তারা তোমার মুখ চেয়ে আছে; তোমার এক্তার কি যে তুমি তাদের বঞ্চিত করে আসামের আলু-

লাম্বিতকেশাদের বেণী বেঁধে দিতে যাও! (Noble aspiration! Noble aspiration!) নোবল্ এস্পিরেসন্! নোবল্ এস্পিরেসন্! আপনার মা বাপ ভাই ভগ্নী এদের খাওয়ান সুখে রাখা এগুলো বুঝি (Ignoble aspiration) ইগ্নোবল্ এস্পিরেসন্? মেয়ের বিয়ে দিতে লোকের সর্ব্বনাশ হয়, এটা বড় প্রাণে বেজেছে বটে? ভাল, তুমিও তো দুটো পাশ মেরেছিলে, বৌমার বাপের গলায় রসুড়ি দিয়ে তোমার বাপ তখন দিব্য দেঁড়েমুসে নিয়েছিলেন; আচ্ছা লাগ দেখি, আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর, দিন-রাত খেটে মোটা ভাত কাপড়ে সংসার চালিয়ে যতদিন না তোমার শ্বশুরকে সেই টাকাগুলি ফিরিয়ে দিতে পার, ততদিন বিবাহ-সংস্কারই হোক্ আর যা কিছু হোক্ কোন পব্লিক কাজে কথা কইবে না। বেচারার গলায় এখনও ঢেয় দায় আছে, গহনা ছাড়াও নগদে জিনিসে প্রায় হাজার তিনেক দিয়েছিল, সেগুলো পেলেও বেঁচে যাবে। কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য! কর দেখি সামান্য কাজটা, কর্ত্তব্যটা বুঝে নিই। বাবা, ভারত-মাতার ঋণ পরে শুধ্বে, আগে পিতৃ-ঋণ শোধ কেটা।

বাবু। আমি যে এ জীবনটা কেরাণীর ডেস্কতে বা স্কুলমাষ্টারি করে কাটিয়ে যাব, তা হবে না। আমার ছেলেবেলা থেকেই পব্লিক কাজে টেষ্ট, স্কুলে পড়্বার সময়েই আমি লাইব্রেরী আর চরিত্র-সংশোধনী সভা করেছিলেম! পবলিক্ম্যান হবার আমার বরাবর সখ, যদি একটা নামই না রেখে গেলেম, তবে পৃথিবীতে এলেম কেন?

মতি। এই নাম বাজান একটা রোগ দাঁড়িয়ে গেছে। সমগ্র ইংরাজ সমাজের বিষয় কিছু জানা নাই অথচ তাদের দু' দশটা বড় লোকের কীর্ত্তি পড়া হয়; তার উপর এ দেশে একটা মহৎ দোষ দাঁড়িয়েছে—রাজাবাহাদুরদের ছেলে, তোমার আমার ছেলে, প্রহ্লাদ পরামাণিকের ছেলে সবাই এক বেঞ্চিতে বসে এক বিদ্যা শিক্ষা কর্ছেন, আবার প্রায়ই দাঁড়ায় যে, পরামাণিকের পো রাজপুত্রের চেয়ে কলেজের পড়ায় বড় হয় আর অমনি আশা আস্থা চাল সব বেড়ে যায়। বাপই না খেতে পেয়ে মরুক্ আর মা টোক্‌লাই সাধুক, নিজে একটা রাজা-বাহাদুর কি অনারেবল না হলেই নয়। বুঝেছ বাবুরাম, বিলেতেও সবাই গ্লাডষ্টোন ব্রাইট্ নয়; লক্ষ লক্ষ জন স্মিথ আছে, সমাজটা মাথায় করে রেখেছে তারা, কিন্তু একজনও খবরের কাগজে নাম ছাপায় না। তার পর হিন্দুদের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য বড়ই বেশী; এক একটী একান্নবর্ত্তী পরিবার এক একটী রাজ্য, প্রত্যেক বাড়ীই এক একটী ছোট খাট অতিথিশালা, অন্নসত্র, হাঁসপাতাল, দেবালয়, বিদ্যালয়, আর ধর যদি এক একটী পোলিটিক্যাল ইউনিটিও বটে। সবাই আপনার আপনার রাজ্যটুকু যাতে ভাল চলে চেষ্টা কর দেখি, তা হলেই এই বড় রাজ্যটী উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়াবে।

বাবু। তোমার সংসর্গে দিনকতক থাক্লেই আমার সব স্পিরিট ড্যাম্প্ হয়ে যাবে। এখন মা, কি বল টাকার কি হবে? কিছু আমায় দিতেই হচ্ছে, আমি বলেছি তো আর একবার চেষ্টা করে দেখ্বো।

অন্ন। আর আমি টাকা পাব কোথায় বাছা? আমার হাতে তো আর তালুক-মুলুক ছিল না, এদ্দিন যে খাওয়া চলেছে, এই ঢের! তার উপর তোমায় দু' দু'বার ঐ খবরের কাগজ কর্তে ছ' সাতশ টাকা বার করে দিয়েছি।

বাবু। দেখ, যা হবার হয়েছে, আর তিনশখানি টাকা এবার আমায় দিয়ে দেখ, তোমার যা নিয়েছি, সব শোধ করে দিব, আর দেখো, আমি কত বড়লোক হয়ে যাব।

অন্ন। বাবুরাম, দেখ বাবা, আমার কথা শোন,আর কাগজ-মাগজ কর্ত্তে যাস্‌নে, দু দুবার তো ক'রে দেখ্‌লি, শেষ দেনার দায়ে ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত লুকিয়ে বসে থাকৃতে হয়েছিল। লক্ষ্মী বাবা আমার! যা হোক্, লেখাপড়া তো একটু শিখেছিস্, আমি আবার বল্‌ছি, একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা কর; এই দেখ দেখি, মতি কেমন চাকরী-বাকরী করে সুখে-সচ্ছন্দে ঘর-সংসার কচ্ছে; তুইও তাই কর্।

বাবু। উঃ—আবার ঐ চাকরীর কথা!

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—
কে বাঁচিতে চায়!"

তুমি নিশ্চয় জেন মা, আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে খাব,তবু এ জীবন থাকৃতে কখন ইংরেজের চাকরী কর্‌বো না।

মতি। দিদি, একবার ঠাউরে দেখ, স্বাধীনতার চোট্‌টা বোঝ; তোমার ছেলে এক মুষ্টি চালের জন্য লোকের দোরে দোরে দাঁড়াবে, তবু গতর খাটিয়ে চাকরী কর্‌বে না! উঃ! বুকের জোর বটে! হ্যাঁ বাবুরাম, যদি তেজই দেখালে বাবা, নিদেন মোট বয়ে খাব, কি কোদাল পেড়ে খাব, এর একটা মুখ দিয়ে বেরুল না কেন? বনেদি চাল হাড়ে হাড়ে বিঁধে গেছে, তুমি কি কর্‌বে বল!

বাবু। তুমি টাকা কটা বার করে দাও মা, এবার আমি নিশ্চয় সফল হব। আমি প্রাণের ভিতর জান্‌তে পেরেছি যে,ভারত-মাতা আমায় বদন ব্যাদান ক'রে ডাকৃছেন,যাকে ইংরাজিতে (call) কল্ বলে। I have a call mother, I have a call!—বুঝ্‌লে মা?

মতি। আঃ—এইবার বুড়ী ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছে! এতক্ষণ কি ছাই চাষার ভাষায় কথা কচ্ছিলে, বীরের মা ইংরাজী ক'রে না বল্লে কি বুঝ্‌তে পারে?

অন্ন। এই দেখ মতি,আবার সেই কাগজের বাই ধরেছে, আমায় টাকার জন্য পেড়াপিড়ী কচ্ছে।

বাবু। তোমার কোন্ ভয় নাই মা, এবার লোকসান হবে না, তখন ছেলেমানুষ ছিলেম, (Business) বিজ্‌নেস্ বুঝ্‌তুম না, এখন এডিটারের সব (Tactics) ট্যাক্‌টিক্‌স্ শিখেছি, কি করে পসার কর্ত্তে হয়,তার সন্ধান পেয়েছি, আর কি ঠকি!

মতি। পসারটা কি রকমে জম্‌বে শুনি?

বাবু। প্রথমেই বিজ্ঞাপন দিব, যে সকল গ্রাহক অগ্রিম মূল্য পাঠিয়ে দিবে, তাদের প্রত্যেককে ইমারত প্রস্তুতের কোন একটী বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্য উপহার দিব।

মতি। ভিতরকার কথাটা কি?

বাবু। ঐ কলুদের ঠাকুরবাড়ীটা ভেঙ্গেছে, ওদের কাছে কিনে সকলকে এক একখানা পুরাণ বরগা পাঠিয়ে দিব।

মতি। ওঃ! সভ্য রকম জুচ্চুরি!

বাবু। জুচ্চুরি কিসে? ডায়মণ্ড্ কাট ডায়মণ্ড্ (Diamond cut Diamond) এক টাকা কি দেড় টাকা দিয়ে যাঁরা একখানা ভাল বই কি এক বচ্ছর ধরে একখানা খবরের কাগজ পড়্‌বেন, আর তার সঙ্গে হাতী ঘোড়া পাবার আশা করেন, তাঁরা জোচ্চোর ন'ন? উভয়ে উভয়কে বোকা ঠাওরাচ্ছে, ইট্ ইজ্ ডিপ্লোমেসি। (it is dipiomacy) এর উপর একটী বড় রকম টেম্‌টেসন্ (Temptation) দিব যে, এক বৎসরের মধ্যে যে সকল গ্রাহক মরে যাবে, তাদের স্ত্রীরা যদি ছ মাসের ভিতর বিধবা-বিবাহ করে,তা হ'লে তাদের প্রত্যেককে এক একখানি পুরুষপীড়ন শাড়ী ও একজোড়া ক'রে তরুবালা-ইয়ারিং উপহার দিব; দুয়ের মূল্য পাঁচত্তর টাকার ন্যূন নহে। স্ত্রীর অনুরোধে অনেককেই গ্রাহক হতে হবে; আমারও কাগজের শ্রীবৃদ্ধি, সমাজ-সংস্কার এক সঙ্গে দুই কাজই হবে।

মতি। এ সব বিষয়ে তো দেখ্ ছি মাথা বেশ পরিষ্কার আছে!

বাবু এতেও মা আমায় চিন্‌তে পারেন না! আরও শোন, নিজের হাতে কাগজ, বিজ্ঞাপনের খুব সুবিধা, অন্য কাগজের সঙ্গেও সস্তায় বন্দোবস্ত হতে পার্‌বে; ঝড়াঝঝড় পেটেণ্ট মেডিসিন সব চালিয়ে দিব। মতি-মামা, তোমার তো অনেক ফিকির আসে, কি সব ঔষধ করা যায় বল দেখি?

মতি। না বাবা, চিকিৎসা আমার এসে না, মানুষ-মারা বিদ্যা আমার নাই।

বাবু। আহা হা সে কেন? ঔষধ আমি তৈয়ার কর্ত্তে পারি, রোগের কথাটা তুমি বলে দাও না, এখন এ দেশে কি কি ব্যায়রাম খুব বেশী লোকের হয়, তারির ঔষধ তৈয়ার করবো।

মতি। তা হলে বাইয়ের ব্যামোর ঔষধ কর, কি মেয়ে কি পুরুষ একটা নয় একটা বাই সকলকেই ধ'রে আছে।

বাবু। আমি ঢের লেক্‌চার দিয়ে এলেম, আমায় আর তোমার লেক্‌চার দিতে হবে না! মা, একটা সাফ বল, আমায় আবার পাঠশালে যেতে হবে।

অন্ন। পাঠশালে যাবি কি রে?

বাবু। সে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না, পোলিটীক্যাল্ পাঠশালা। মতি-মামা, বুঝেছ, রাজনীতিতে আমরা শিশু কি না, তাই পোলিটীকাল্ ট্রেনিং দিবার জন্য একটা পাঠশালা হয়েছে; আমরা আর সব ছেড়ে সেজেগুজে পাঠশালের ছেলের ভাবে সেখানে পলিটীক্‌স্ শিক্ষা করি।

মতি। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে! হ্যাঁ বাবা, বেতের বন্দোবস্ত আছে তো—জল-বিচুটী-টীচুটী?

অন্ন। না মতি, আর দাঁড়িয়ে মিছে বকো না, আপনার কাজে যাও, আমারও রান্না-বান্না সব পড়ে রয়েছে, বৌমা তো দশটা না বাজ্‌লে আর উঠ্‌বেন না।

মতি। হ্যাঁ যাই; বাবুরাম, যা কর তা কর বাবা, মনে রেখ, বালাম ছ টাকা দাঁড়াল, মহাত্মীরা তো ভিক্ষার বখ্‌রা আর তোমায় দেবেন না।

[মতির প্রস্থান।

বাবু। মা চল্লে যে, কি হল?

অন্ন। কি আর হবে?

বাবু। তা হবে না, তা হবে না, টাকা দিতেই হবে, না হ'লে আমি আফিং খাব, বিলাত পালিয়ে যাব——

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

ইংরাজটোলার রাস্তা।

সভ্যা-ভিখারিণীগণ।

(গীত)

প্রাণে কা'র প্রেম আছে গো ভিক্ষা দিয়ে যা।
আমরা সখের ভিখারিণী নয়ন-কোণে চা' ॥
চাঁদা সেধে বারেবার, পুরুষ হারিয়েছে পসার,
তারো বলে তাই এবারে, ধর্‌লে নারীর পা ॥
মোরা বিত্তবতী মেয়ে,
(তাই) বেরিয়ে এলেম ধেয়ে,
খালি পতির পেটের দায়ে বুঝ্ ছও তো তা;—
জয় "রাধে-কৃষ্ণ রাধে-কৃষ্ণ"
(ওগো) ভিক্ষা দাওসে না ॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

হিড়িম্বার কক্ষ।

হিড়িম্বা ও চাপরাশি।

চাপ। সাহেব তো'জবাব মেঙ্গবে মেম্‌সাব্।

হিড়ি। মুলাকাৎ হোনেসে ভাল কর্‌কে জবাব দেগা, সাহেবকো বোলো, সাহেব সম্‌ঝেগা ; আবি 'বোলো মেমসাহেব চিঠি পাকে বহুৎ খুসি হুয়া, সেলাম দিয়া!

চাপ। খালি ঐ সেলামই কয়ে দিমু? মেমসাহেব মোর উপর একটু নেক্‌-নজর রাখ্‌বেন, পূজোর সময় বক্‌শিশ টক্‌শিশ তো কিছুই মিল্লো না!

হিড়ি। নেই নেই, পূজামে হামলোক বক্‌শিশ দেতা নেই, উস্‌মে হামলোকক। অধরম হোতা হ্যায়।

চাপ। সে হুজুর বালই করেন, ও হালা কাফের হাঁদুর দুগ্‌গী পূজার বক্‌শিশ না দেন, বালই করেন। তা মোরে কেনে ইদির নাম করে কিছু মেহেরবান্‌কি করেন না।

হিড়ি। ও হাম দে শেক্তা, এই লেও।
(আধুলী প্রদান)

চাপ। কি এ—আট আনি! মেমসাহেব গোলামের গোস্তাকি মাফ কর্‌বেন, এডা রাখি দেন, আপনগার মিশি খরিদে লাগি যাবে। নসিবের ফেরে হালে চাপরাশিগিরী কর্‌ছি বটে—লেকেন্ নবাবী আমলে মোর দাদা নানা আমিরী করি গেছে ; যশোর জেলায় এহেনো তাজুফৌজদারের নাম কর্‌লি বাঘে গোরুতে পানি খায় ; আট আনা এনাম হাত পাতি নিলি আমাগোর ইজ্জৎ যায়।

হিড়ি। তব্ তোম্ ক্যা মাঙ্গতা।

চাপ। মিস্ পাচি তরফদার তো হুজুরের চেয়ে কম টাহা পয়দা করেন, তানার কাছে সাহেবের চিঠি নিয়ে গেলি দুইটী টাহার কম আর মোর হাতে দিতি পারেন না। বড়দিনের সময় চারিটী টাহা দিবার কইছেন।

হিড়ি। (সাশ্চর্য্যে) মিস্ তরফদারকি পাশ্ বি সাহেবকা চিঠি যাতা? (Oh Men Men!) ওঃ মেন মেন! আচ্ছা, লেও তোম দু রুপেয়া লেও, বড় দিন বাদ তোমকো আওর মিলেগা।

চাপ। সেলাম সেলাম, খোদা মেমসাহেবের দৌলত সুরত বহাল রাখেন। পাচি মিস্ হুজুরের আয়ারও যুগ্যি নয়

হিড়ি। আচ্ছা, তোম্ যাও—দেখো সাহেব আবি ঘরমে হ্যায়?

চাপ। না, চিঠি মোরে দিয়িই, সাহেব তো পাঁয়দলেই বার হলেন, মালুম করি ভট্টাচায্যি-সাহেবের ওহানে আগুাল খেল্‌বার গিছেন।

হিড়ি। আচ্ছা। হ্যাঁ—আউর দেখো, সাহেবকো বোলো যো হাম সোমবার কো দো বাজে শিবপুর কোম্পানী-বাগিচা মে হাওয়া খানে যাগা।

চাপ। আচ্ছা হুজুর, সেলাম।

[চাপরাশির প্রস্থান।

হিড়ি। Thanks Thanks Mr. Naga; টাকাটা পেয়ে বাঁচা গেল; those fellows the Jewellers were dunning me to death for this trifle!

(সুচারুর প্রবেশ)

সুচা। বল দেখি দিদিমণি সোণাটী আমার,
এনেছি কি উপহার দিতে চারু করে?

হিড়ি। সুচারু যে ক্রমে কবিতায় কথাবার্ত্তাও আরম্ভ কল্লে?

সুচা। একাকী আছিনু আমি অসভ্য বর্ব্বর,
তব স্নেহ-রসে ভাসি লিখিব পয়ার।

হিড়ি। সে দিন বামাদাস কি বল্‌ছিল জান?

সুচা। কি?

হিড়ি। বল্‌ছিল, আমি সুচারুর বাপের বন্ধু, সে আমায় কাকা বলে, তুমি ত তা হলে তার কাকী হলে, তবে ও তোমায় দিদি বলে কেন?

সুচা। বামা-কাকার ভীমরতি হয়েছে, অমন ঢের ভুল বকে থাকেন। তুমি কি জবাব দিলে দিদি?

হিড়ি। বল্লেম কাকী কাকী—কী—কী—ও একটা কি শুন্‌তে বুড়ুটে বুড়ুটে, ওর চেয়ে দিদি ভাল।

সুচা। বেশ বেশ বেশ বলেছ—

ছোট ছোট বোনটী গো ফোট ফোট ফুল।
কপালে অলকা খেলে কাণে দোলে দুল॥

হিড়ি। আমায় তার জবাব দিলে যে, কাকীকে দিদি বলা এ কেমন সম্পর্ক।

সুচা। তা তুমি এর কিছু উত্তর দিলে না?

হিড়ি। দিলেম না! বল্লেম, ভাইঝীকে প্রিয়তমা, আর খুড়োকে প্রাণনাথ বলা যেমন সম্পর্ক, কাকীকে দিদি বলাও তেমন সম্পর্ক। আগেকার সম্পর্কে তুমি আমার সত্যি ভাই হও তা জান সুচারু?

সুচা। হ্যাঁ ভাল বলেছ, ঠিক তো—বামা কাকাকে বিয়ে কর্‌বার আগে তুমিও তো কাকা বল্‌তে!

হিড়ি। হ্যাঁ, ঐ তোমারি মতন—সম্পর্কে কাকা; আমার বাবার কাছে সদা-সর্ব্বদা যেত আসত কি না, দু'জনে প্রায় এক বয়সই হবে, যদি বামাদাস-কাকা এক আধ বছরের ছোট হয়।

সুচা। ও কি বল্লে! এখন বামাদাস কাকা বল্লে যে?

হিড়ি। (Association of Ideas) এস্‌সিয়েসান্‌ অব আইডিয়াজ; পুরাণ কথা পড়েছে কি না। সে যাক্‌, অত সরস কবিতা হচ্ছিল, কি এনেছ আমার জন্য?

সুচা। পদ্মিনী ভগিনী তুমি পদ্ম-গন্ধ গায়।
কৃত্রিম কি গন্ধ আছে মাখাব তোমায়॥

তাই ভাবি—

হিড়ি। ভ্রাতৃ-প্রেমে আছে তব অতুল সুবাস।
আর কোন বাসে মম নাহি অভিলাষ॥

সুচা। (একটী শিশি দিয়া) দেখ দেখি এটী কি।

হিড়ি। পারফিউমারি—কেন আন্‌লে? পিস্নে, আট্‌কিন্‌সন্‌ আমার আলমারিতে পচ্ছে।

সুচা। একবার ছিপিটা খুলে শুঁকে দেখ।

হিড়ি। (আঘ্রাণ লইয়া) বড় চমৎকার গন্ধ! এ কিসের—

সুচা। চুরি করা আছে ধরা চামেলীর বাস।
ঘ্রাণেতে পরায় প্রাণে ছায়াময় ফাঁস॥

তার পর এটা কি দেখ দেখি।

হিড়ি। এও বড় মধুর!

সুচা। নিশি-গন্ধা মন্দ গন্ধে অন্ধ অলিকুল।
রসালে বসন বাসে রসিক আকুল॥

হিড়ি। আরও আছে যে দেখ্‌ছি, বা বা বা—এ যে প্রাণ মাতিয়ে তুল্লে!

সুচা। মনোতোষ দেল্‌খোস দিলে এলোচুলে
প্রাণেশ পড়িবে লুটে প্রিয়া-পদ-মূলে।

হিড়ি। আমার প্রাণেশ অমনিই পদে পড়ে আছে। আরও একটা শিশি আছে যে দেখ্‌ছি।

সুচা। কামিনী কোমল বাসে ধীরে আসে অলি।

ঢাল লো নলিনী অঙ্গে যাও ভৃঙ্গে দলি।

হিড়ি। যথার্থ বলেছ, বড়ই সুন্দর গন্ধ! দিশি ফুলে এমন পার্‌ফিউমারি তৈয়ার হয়?

সুচা। কবি বলে গেছেন—

নানান দেশে নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশীয় ভাষা,
মিটে কি আশা?

নদনদী প্রস্রবণ, আছে কত অগণন,
বিনা বারি বরিষণ,
চাতকীর মিটে কি পিয়াসা ?

হিড়ি। কোথায় পেলে—বিলাতী না ফ্রেঞ্চ?

সুচা। এই খানে তৈয়ারি। দিশি ফুলের গন্ধ আমাদের প্রাণে যত ভাল লাগে, বিলাতী কি তত ?

হিড়ি। তা হলে তো আমাদের পেট্রনাইজ করা উচিত।

সুচা। সে তোমার বিবেচনা তোমার আছে। আমি ভাবলেম, এমন মনোহর পার্-ফিউমারি দিদিকে মাখিয়ে একবার জন্ম সার্থক করি।

না করি বিলম্ব প্রিয় হিড়িম্বার তরে।
আনিনু সুরভি নব প্রাণের আদরে॥

হিড়ি। আদরে এনেছ ভাই স্নেহ উপহার।
দিব প্রেম-প্রতিদান শুধিব না ধার॥

সুচা। জনম জনম ঋণী আমি তব আদ-রিণী—

হিড়ি। আবার ঐ কথা! কাল একবার সকালে দেখা করো, যে পঞ্চাশটী টাকা কদিন চাচ্ছিলে, বোধ হয় দিতে পারবো।

সুচা। ভগিনি, দেবি, স্বর্গবাসিনি! বোন্‌টী আমার, দিদিটী আমার! বামাকাকার কত সৌভাগ্য যে, তুমি তাঁকে বিবাহ করেছ! তোমার করুণায় আমার কোন্ সুখের অভাব? কি না তুমি আমায় দিচ্ছ? টাকা-কড়ি, ছড়ি ঘড়ি, ঘোড়া গাড়ী। শুভক্ষণে বামাকাকাকে তুমি দম্পত্য-জালে আবদ্ধ করেছিলে, তাই এমন ভগ্নি-স্নেহভরা বামা কাকী পেয়েছি।

হিড়ি। কাকা আস্‌ছে—কাকা আস্‌ছে, তোমার—তোমার—এখন যাও, চা খেতে এস কাল সকালে।

সুচা। পোহাও যামিনী আজ সকাল সকাল!

[সুচারুর প্রস্থান।

(বামাদাসের প্রবেশ)

বামা। সুচারু গেল না?

হিড়ি। হ্যাঁ; কটা এসেন্স কিন্‌তে দিয়েছিলেম, দিয়ে গেল।

বামা। এসেন্স কিন্‌তে? তা আমায় দিলে না কেন? এনে দিতেম।

হিড়ি। তা আন্‌লেই বা সুচারু।

বামা। না, তা না—এসেন্সেই কত পয়সা যায়

হিড়ি। কার গো! দেখ যেন আমার মাসহারা বন্ধ করে দিও না!

বামা। টাকা তোমারই বটে, নষ্ট কর, তাই বল্‌ছি।

হিড়ি। এত এসেন্সে দরকার তো তোমারই জন্য।

বামা। আমার জন্য!—আমায় আবার কবে দিয়েছ?

হিড়ি। স্বামী মহাশয়! আপনার অঙ্গে যে এক অদ্ভুত ছাগল-সৌরভ আছে, একবার প্রবেশ করিলেই দ্বাদশ দণ্ড গৃহ আমোদিত থাকে! ছ'শিশি এসেন্স ছড়ালেও সে গন্ধ দূর হয় না।

বামা। শুনেছি, ছেলেবেলায় অনেক ছাগল-দুধ খেয়েছিলুম, বোধ হয় তাইতেই—

হিড়ি। চেহারার চটক্ আক্কেল আচরণ সেই চারপেয়ে দাই-মার মতন দাঁড়িয়েছে।

বামা। এ সব দেখে শুনেই তো বিবাহ করেছ, এখন আর গঞ্জনা কেন? গোটা পাঁচেক টাকা আমায় দিতে হবে।

হিড়ি। এখন আমার হাতে কিছু নাই।

বামা। বিশু নাগের চাপরাশি কি একখানা চিঠি দিয়ে গেল না?

হিড়ি। বিশু নাগ কি?—মিষ্টার ন্যাগ মুখ দিয়ে বেরোয় না? চিঠি দিয়ে গেছে, তা কি হয়েছে?

বামা। চাপরাশি-সাহেব হাস্‌তে হাস্‌তে

গেল, দু'টাকা বক্‌শিশি দিয়েছ দেখিয়ে আমায় শুদ্ধ সেলাম কল্লে।

হিড়ি। দেখ, একটা ব্যারিষ্টারের চাপরাশি তোমায় সেলাম কল্লে; এ মান্যও তোমার আমার জন্য, তা বোঝ ?

বামা। তা তোমারও যত সাহেবসুবোর সঙ্গে আলাপ হচ্ছে আমারও তত মান বাড়্‌ছেই তো। আমি বল্‌ছিলেম কি, চাপরাশিকে যখন বক্‌শিশ দিলে, তখন চিঠির ভিতর কি আর কিছু ছিল না——

হিড়ি। চারশ' টাকার একখানা চেক ছিল; টাকাটা মিষ্টার স্যাগার কাছ থেকে লোন্ করতে হলো, অবশ্য ডেট্ অফ্ অনার, (Debt of honor) কিছু লিখে পড়ে দিতে হয়নি। (Cable) কেবল্ হারের দরুণ এস্, কে, দাসের ডিউ (Due) অনেক দিন হয়ে গেছে; ও টাকা থেকে একটী পয়সা খরচ কর্‌বার যো নাই।

বামা। আমি যে বেরুতে পাচ্ছিনে,জুতো জোড়াটা একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

হিড়ি। তোমার পায়ে এত জুতো ছেঁড়ে কেন ? চিবও না কি ?

বামা। হিড়িম্বা, ডিয়ার! সুরুচিসম্পন্ন প্রেমালাপ তোমা ছাড়া আর কেউ কর্‌তে পারে না। আজ এক জোড়া কিনে দাও,এবার খুব সাবধানে চালাব.

হিড়ি। জুতো—জুতো—রসো—গ্রিশিয়ান্ সি্পার পায়ে দেবে ?

বামা। গ্রিশিয়ান্ সি্পার! খুব দেব, খুব দেব. আমার বরাবরই ক্লাসিক টেষ্ট. (Classic taste)।

হিড়ি। এ জোড়াও যেন আর (Taste) টেষ্ট্ করে ফেল না। আমার পড়্‌বার ঘরে আছে, নাও গে, প্রায় নূতনই আছে।

বামা। তোমার সি্পার আমার পায়ে হবে কেন ?

হিড়ি। হবে হবে—সে আমার নয়, জেণ্টল্‌ম্যানের জুতো; মন্মথ বাবু যখন আমায় ফ্রেঞ্চ পড়াতে আস্‌তেন, অনেকক্ষণ বস্‌তে হ'ত বলে বুট খুলে পায়ে দিতেন, সেই পর্য্যন্ত আর নিয়ে যাননি; তোমার ঠিক ফিট্ হবে; দেখি—(অঙ্গুলী দ্বারা মুখ মাপিয়া) ষোল আঙ্গুল, ঠিক হবে।

বামা। মুখ মাপ্‌ছো যে ?

হিড়ি। মুখের মাপে জুতোর মাপ ঠিক মেলে জান না ? ষষ্ঠীবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলে ?—এবার লেডিজ্‌দের কাউন্সিলে বস্‌বার রেজোলিউসন্ মুভ্ হবে তো ?

বামা। না, ওরা কোন মতেই রাজী হয় না, বিশেষ ষষ্ঠী বাবু বড়ই নরম হয়ে পড়েছেন, যেখানে সেখানে আপনাকে হিঁদু বলে পরিচয় দিচ্ছেন আর বলেন, "আমি বড় বাড়াবাড়ি করে ভুল করেছি." "বাঙ্গালীত্ব বজায় রেখে বাঙ্গালীর উন্নতি কর্‌তে হবে", এই এক নূতন ধূয়ো আরম্ভ করেছেন।

হিড়ি। রিয়্যালি! (Really ?)

বামা। মাইরি!

হিড়ি। কি—কি বল্লে ?

বামা। আর বল্‌বো না, আর বল্‌বো না, তোমার পায়ে পড়ি, হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

হিড়ি। কতবার এমন হঠাৎ বেরুবে ?—পাড়াগেঁয়ে ভূত! কিছুতে অসভ্যতা গেল না ? কাণ মল বল্‌ছি।

বামা। এই বারটী মাপ—

হিড়ি। মল কাণ,নইলে মনে থাক্‌বে না।

বামা। তোমার দুটী—

হিড়ি। মল।

বামা। এঁ্যা—এঁ্যা—

হিড়ি। মল্‌বে কি না ? বেহারা—

বামা। এই মল্‌ছি, মল্‌ছি, তোমার পায় পড়ি।

হিড়ি। এখন ভাল করে বল, ষষ্ঠী বাবু কি বলেন ?

বামা। সে সব হিঁদুর মত নানান কথা কন, ইংরাজী ছেড়ে বাঙ্গলায় বক্তৃতা দিতে হবে; বলেন, আগে পেটের ভাতের জোগাড় কর্ত্তে হবে, তার পর আর সব সেই ইডেন্ গার্ডেনের সাজা সেলারের ব্যাপার থেকে ষষ্ঠী-বাবু যেন কেমন মুস্‌ড়ে গেছেন; ওয়াইফের পরামর্শে বিগ্‌ড়ে গেলেন দেখ্‌ছি।

হিড়ি। সেটা অমনি মিন্‌মিনে মেয়ে-মানুষ, আমি বরাবর জানি। গলায়দড়ে বামুনের মেয়ে কি না!

বামা। প্রেয়সি হিড়িম্বা, তোমার মত উন্নতিশালিনী বিপুলবক্ষে তুমুল-বলধারিণী, শিক্ষিতা দীক্ষিতা ভক্ষিতা বিখ্যাতা স্ত্রীলোক আর ক'জন পাওয়া যায় ?

হিড়ি। স্তব রাখ, এখন কি করবে বল দেখি ?

বামা। কি কর্‌বো তাই ত ভাব্‌ছি, কাগজে তো খুব কড়া কড়া আর্টিকেল লিখেছি, ইংরাজী কাগজেও করেস্‌পন্‌ডেন্স পাঠাচ্ছি।

হিড়ি। তা হলে তো দেখ্‌ছি, সব বাসায় গিয়ে ঘরে ঘরে মরে থাক্‌বে! দেখ, ও সব লম্বা চওড়া অপরের কাছে করো, আমার কাছে নয়, তোমার কাগজে লেখার যে ফল হয়, তা তুমিও জান, আমিও জানি। আসল কাজের প্র্যাকৃটিক্যাল্ কিছু উপায় কর্ত্তে পেরে থাক তো বল।

বামা। প্র্যাকৃটিক্যাল্ উপায়ের মধ্যে যারা একটু বেশী জোগাড়ে, কি টাকা দিয়ে বিশেষ সাহায্য কর্‌তে পারে, এমন সব লোক-গুলোকে তাড়াবার একটা ফিকির বার করেছি।

হিড়ি। কি রকম ক'রে তা হবে ?

বামা। ঐ আমাদের যা মূলমন্ত্র আছে, "কুচরিত্র কুচরিত্র" ব্রহ্ম-অস্ত্র ঝেড়ে দিয়েছি; অধঃপতিত হিন্দুদের ভিতর আর তো স্ত্রী-স্বাধীনতাও নাই, প্রেমের বিকাশও নাই; কোর্টসিপ্ ফিমেল্‌-সোসাইটী কিছুই নাই; অথচ কিছু আমোদ প্রমোদ না হলেও মানুষ থাক্‌তে পারে না; কাজেই একটু খুঁজ্‌লেই অনেকেরই চরিত্রে খুঁত বার করতে পার্‌বো। তখন বল্‌বো, ঐ সকল কুচরিত্র লোকের সঙ্গে আমরা একত্রে বস্‌বো না, দেশোদ্ধারের পবিত্র কার্য্যে তাদের সংযোগী হব না, দু' একটীকে এই রকম করে বিদায় করা হয়েছে; ক্রমে ভাল ভাল কাজের লোক সবও জড় কর্‌তে পার্‌বো বোধ হয়।

হিড়ি। এত কাণ্ড হয়ে তার পর স্ত্রীলোকের ইলেক্‌সনের চেষ্টা হবে, তা হ'লে তো আর আমি বয়স্ থাক্‌তে থাক্‌তে কাউ-ন্সেলে বস্‌তে পেলেম না দেখ্‌ছি। শোন একটা কথা বলি, তুমি আমায় যথার্থ ভালবাস ?

বামা। ভালবাসি না ?
সাক্ষী চন্দ্র সূর্য্য, সাক্ষী গ্রহ তারা,
সাক্ষী বেদি বেঞ্চি, সাক্ষী দাড়ী চসমা,
চাঁদার খাতা ছাপাখানা সব সাক্ষী—

হিড়ি। আর উদ্দীপনায় দম দিয়ে কাজ নাই, সফিনা দিলে এরা কেউ হাজির হতে পারবে না।

বামা। ভালবাসি কি না, তা কি তুমি জান না? যখন সেই তোমাদের বাড়ী যেতেম, যখন সেই সবে পনের কি ষোল বৎসর বয়সে তুমি এলোচুলে ফিতে বেঁধে বালসুলভচপল-তায় সরলপ্রাণে মধুর লম্ফনে ছুটোছুটী করে বেড়াতে, যখন সেই আধ আধ স্বরে তুমি আমায় খুড়ো খুড়ো বলে ডাক্‌তে, তখন থেকে তোমায় আমি প্রাণ মন সব সমর্পণ করেছি; তোমার বিদ্যার অপূর্ব্ব বিকাশ দেখে তখন সকলেই মনে কর্‌তো যে, এ দেশে তোমার যোগ্য বর মিল্‌বে না, বিলাত থেকে

তোমার পতি আন্‌তে হবে ; কিন্তু ধন্য উন্নতি, ধন্য স্ত্রী-স্বাধীনতা, অবশেষে তুমি কৃপা করে আমাকেই দাসত্বে নিযুক্ত কর্‌লে!

হিড়ি। কাকা! তখন থেকেই তোমার মূর্ত্তি আমার প্রাণে আঁকা ছিল ; তুমি অনেক রাত্রে বাবার টেবিলে খানা খেয়ে চলে এলে, আমি তোমায় স্বপ্ন দেখে কত দিন হাঁউ মাঁউ করে ডরিয়ে উঠেছি—

বামা। আহা, পতি-ভীতা সরলা বালা!

হিড়ি। ভাল, আমি তোমায় বিবাহ করায় তুমি কি অসুখী হয়েছ?

বামা। অসুখী! আমি কে—তুমি ছাড়া আমি কে? তোমার বলেই আমি সম্প্রদায়ের ভিতর কান্না তুলে দিয়ে বীররস প্রবেশ করিয়েছি! ভেবে দেখ দেখি আমি কি ছিলেম আর কি হয়েছি, তখন আমায় ক'জন লোকে জান্‌তো, কিন্তু এখন হিড়িম্বার স্বামী বল্লে কে না আমায় চিন্‌তে পারে? তোমার মহিমায় কত বড় লোকের পায়ের ধূলো আমার বাড়ী পড়ে! কে আমায় ভাল করে ইংরাজী শেখালে?—আজও কে আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়? আমি যে আমি, সে কেবল তুমি আছ বলে ; পঞ্চাশের পাঁচ তুলে নিলে যেমন শূন্যটীর কোন মূল্য থাকে না, তেমনি হিড়িম্বা তুমি যদি অধমকে ত্যাগ কর, তা হ'লে আমি একটী শূন্যের মত পড়ে থাকব ; তুমি ইউনিট্ (Unit), আমি জিরো (Zero)!

হিড়ি। ভাল, বুঝ্‌লেম যে, এখনও পুরুষের ভিতর কৃতজ্ঞতা আছে।

বামা। জান তো প্রিয়ে, অধম বামাদাস চিরদিনই অবলা-বান্ধব, তার উপর হিড়িম্বা তুমি আমার গর্ব্ব, আমার সর্ব্বস্ব আমার পালন ! যে দিন থেকে তুমি আমায় তোমার প্রেম-শকটে জুড়ে দাম্পত্য-চাবুকের জোরে সংসার-ক্ষেত্রে চালাচ্ছ, সেইদিন থেকে আমি বুঝেছি যে, সকল ধর্ম্মের সারধর্ম্ম "স্ত্রী-পূজা"। আর জগৎকে এই মহাসত্য শিক্ষা দিবার জন্য "জয় হিড়িম্বার জয়" বলে বুক বেঁধে দাঁড়িয়েছি।

হিড়ি। বেশ, তা হ'লে আমায় সুখী কর্‌বার জন্য একটী কাজ কর্‌তে হবে।

বামা। এখনই হুকুম কর ; বল, তোমার সামনেই আমি গলায় দড়ী দিয়ে মরি, তুমি যাকে ইচ্ছা আবার বিবাহ করে সুখী হও ; সকলেই তোমায় ভালবাসে, কেউ কেউ আমার মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করেও শুনেছি।

হিড়ি। না না, এতদুর কর্‌তে হবে না ; আর কাকেও বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছা থাকলে, আমি মনে কল্লেই তোমায় ডিভোর্স (Divorce) কর্‌তে পার্‌তেম ; তোমার মত পতি আমার বিশেষ আবশ্যক।

বামা। কোথায় প্রিতঃ আত্মাবল্লভ! আমি যে আর নাই! পৃথিবীতেই যে হিড়িম্বা আমায় স্বর্গের সুধা এনে দিলে ; কি প্রেম, কি প্রেম!

হিড়ি। চুপ কর, এখন যা বল্‌ছি, শোন ; তুমি একেবারে সমস্ত কাগজে ছাপিয়ে (Declaration) ডিক্লারেসন্ দাও যে, আজ থেকে তোমরা ষষ্ঠীদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেড়ে দিলে, কোন কাজে সহায়তা কর্‌বে না।

বামা। তা—তা—আমার যে কিছু—লাভ—এই ইণ্টারেষ্ট (Interest)—

হিড়ি। যাক্ গে, তোমার কোন্ খরচ না আমি যোগাচ্চি?

বামা। কিন্তু আমি লিখে দিলে আমাদেরই সবাই কি রাজী হবে?

হিড়ি। তুমি তো লিখে পাঠাও, সে ভার আমার উপর।

বামা। কি রকম লিখ্‌তে হবে, তুমিই একটা লিখে দাও, আমি সই করে দেব এখন। কিন্তু আর একটা ফিকির আছে, তুমি রাজী হ'লে ওদের যথেষ্ট অপদস্থ করা হয় আর ধনে প্রাণে মারা যায়।

হিড়ি। কি—কি?

বামা। একটা ডিফ্যামেসন্ কেস্; আজ-কাল অনেকেই কচ্ছে, চল্‌ছেও ভাল; ক্রিমিন্যালের সঙ্গে সঙ্গে একটা সিভিল্ ড্যামেজের সুট্।

হিড়ি। (That's it—That's it!) হ্যাটস্ ইট্, হ্যাটস্ ইট্! বামা কাকা! চক্রান্তে তোমার মত দ্বিতীয় নাই; ইউ আর এ ডার্‌লিং! (You are a darling!)

বামা। প্রেয়সি, আমি যখন হিন্দু ছিলেম, দেশে আমায় লোকে ধড়ীবাজ-বামা বল্‌তো।

হিড়ি। (And they were Prophets all.) এণ্ড দে ওয়্যার প্রফেট্‌স্ অল্। কমিটী করে এর একটা পরামর্শ কর্ত্তে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কলেজ স্কোয়ার।

গুরু-দিদিমণিগণ।

(গীত)

ঘুচ্‌বে জ্বালা কুলবালা বিদ্যা নিবি আয়।
হবে না কাণাকাণি জানাজানি—
বিদ্যা দিব জানানায়॥
জেগে আছ কে যুবতী, শুন পতি অনুমতি,
হ'তে হবে বিদ্যাবতী, কাটিয়ে কাজের দায়॥
শেখাব আঙ্ক আঙ্ক ফলা,
দুলিয়ে বেণী খুনী ধাঁজে চলা,
গুপ্তলিপি প্রেমের কাপি ইসারায় সায়॥
ওলো এলিয়ে দিয়ে চুল,
তোরা তুল্‌বি উলে ফুল,
কুলবতীর ভক্তি হলে মুক্তি দেব তায়;—
(আবার) কাল চখে দেখ্‌বি আলো গাউন
পরে গায়॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বাবুরামের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

ঝী ও অন্নপূর্ণা।

ঝী। (ছড়া-ঝাঁট দিতে দিতে) পায় পায়
জড়িয়ে যায়,
কাজ নাই আর গোবর-ছড়ায়।
দিনে রেতে নাইক ছুটী,
কেমন ক'রে ভোর ভোর উঠি।
বলি বয়স তো এই বই নয়,
এতে আর কত সয়?
পোড়ারমুখো ছোঁড়া সকাল সকাল মলো,
তাই ত দাসী হতে হলো।
হোক্ চাষা, ছিল মনের মতন,
কর্‌তো তবু খুব যতন।
দেখ না এই জাড়ের দিনে,
যদি না পার্‌তো কিনে,
গাছে থেকে নামিয়ে কলস—
দোর দে আমায় খাওয়াত রস।
যা করি তা করি মনে নাইক কু,
কাটা ঘায়ে ধর্‌লে জ্বালা কে না দেয় ফুঁ!
নইলে আমি তারি,
তারে ভুল্‌তে নারি,
সাঁজে সকালে ডাকি হরি,
মরে যদি অপ্লেয়ের কাছে যেতে পারি—

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্ন। বলি হ্যাঁগা মেয়ে, এত দেরি করে কি আস্‌তে হয় বাছা?

ঝী। জাড়কালে যে কুয়াসা, বেলা যায় না আঁচা।

অন্ন। হাঁরে কোয়াসা কোথা, আকাশে না তোর চথে?

ঝী। হাঁ গো হাঁ, গরিব পেলে সব বল্‌তে পারে লোকে।

এয়েছ এই ঢের,
কর্‌বো কি গেরোর ফের।
রগ্ কর্‌ছে টন্ টন্,
চোখ কর্‌ছে কর্ কর্,
বুঝি কম্প দিয়ে আসে এই জ্বর।
আঃ—ইঃ—উঃ—আঃ—
ভাঙ্গছে দেখ্‌ছ গা!
তাড়াতাড়ি দিই গে মুড়ি,
আজ ছুটী দাও গো বাছা।

অন্ন। তাই ত, তোর চোখ দুটো লাল, রাঙা হয়েছে গাল—
রাত্রে কি খেয়েছিলি কাল?
উঃ তোর মুখ দে ভক্ করে বেরুল কি গন্ধ!

ঝী। দেখ বাছা—
তার পর আরও কত কি কর্‌বে সন্দ!
আমার বাত-পৈত্তিকের ধাত—
আর দাঁড়াতে পারিনে হইগে একটু কাত।

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

(গীত)

ঘুমের ঘোরে পড়ি ঢলে কাজে কি লাগে মন।
গোপালে জাগালে রাত করে জ্বালাতন॥
কি জানি কি খাইয়ে দিলে,
মনের চাবি কেড়ে নিলে,
গপে গে পন্ন ঢলে হারায়ে চেতন॥
গতর খাটাব বলে,
সহরে এলেম চলে,
পর্‌বো না গায়ে দু'খান, দেখ্‌বে না দশ জন?
তবে মিছে কি গতর মাটী, কাটানো যৌবন॥

[প্রস্থান।

(অন্নপূর্ণার পুনঃ প্রবেশ)

অন্ন। দেখ ক'দিন কাজ বন্ধ করে!—জোর করে বল্লে এখনই জবাব দিয়ে চলে যাবে। একালের বৌ ঝীর গতর গিয়েছে, ওদের চাকরীর ভাবনা কি? ঘরে ঘরে সব ঘর-ভাড়া করা ঝী, জাত জন্ম আর রইল না, তবু আমি বেঁচে আছি বলে রাঁধুনী ঢুকতে দিইনে। উঠানটাও তো ভাল করে ঝাঁট পড়েনি, বাসনগুলো কল্‌তলায়; এদিক্ কর্‌বো, না হেঁসেলে যাব? অমন যুগ্যি বৌ, তা কি একদিন হাঁড়ির কাছে এগোবে, তারই সেবা করে কে, তার ঠিক নাই, এখনও তো পড়ে ঘুমুচ্ছেন। ছেলে যে এক বারে লাট সাহেবের মেজাজ, সংসারের কুটোর উপকারটী তার দ্বারা হবার যো নাই। (দ্বারাঘাত) বৌ-মা ও বৌ-মা, সাড়েনটার ভোঁ অনেকক্ষণ বেজে গেছে যে, ওঠ না, এতক্ষণ অবধি বিছানায় গড়াগড়ি দিলে অসুখ কর্‌বে যে।

(চোখ পুছিতে পুছিতে কিশোরীর প্রবেশ)

কিশো। দেবি দেবি, কি কল্লেন—কি সর্ব্বনাশ কল্লেন!

অন্ন। কি কি কি হয়েছে মা, অমন কচ্ছো কেন?

কিশো। মরি মরি, আমি কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম, কর্কশকণ্ঠে আহ্বান করে কেন আপনি তা ভঙ্গ কল্লেন?

অন্ন। ষাট ষাট, কি দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছ বাছা?

কিশো। বড়ই মনোহর স্বপ্ন মা;—
নিশা-শেষে দেখিনু স্বপন,
আগুন লাগিয়া যেন গিয়াছে সংসারে
বিবাহের দিনে মম।

অন্ন। কি সর্ব্বনাশ! কি অলক্ষণ মা, আগুন লেগে গেছে?

কিশো। তার পর শোন—
নব-বধূ-বেশে আমি দাঁড়ায়ে প্রাঙ্গণে,
দুধে-আল্‌তায় পাদুখানি দিয়া;

ভস্ম হলো ঘর দ্বার দেখিতে দেখিতে,
তুমি মা গো সে আগুনে যাইলে জলিয়া,
বেগুণ ঝলসে যথা উনুন মাঝারে।

অন্ন। চুপ কর মা চুপ কর, আমি ব্রহ্মার পূজা দিব।

কিশো। ভয় পাও কেন মা, আরও চমৎকার কথা শোন—

বিনা অর্থে হলো তব উত্তম সৎকার,
হরষে ভাসিল পুত্র তব,
হেরিয়া সে ছবি!
চারিদিকে চাহি দেখি নাহি কিছু আর,—
কিবা অন্ন পরিধেয় জলপাত্র কিবা।
বিবাগী হইয়া বাছা—
থুড়ি—নাথ চলিল ভিক্ষায়,
সঙ্গ নিনু আমি তাঁর,
অঙ্গ ঢাকি পাউডার দিয়া,
এলাইয়া দিয়া চুল সাজিনু যোগিনী,
কে জানে কে দিল আনি গৈরিক বসন—
বেড়িনু কটিতে সাধে;
সোহাগে প্রাণেশ আসি গলাটী ধরিয়া,
চুমিল পবিত্র এক বঙ্কিম-চুম্বন।

অন্ন। বাছা, এ বড় অমঙ্গলের স্বপ্ন, লোকের কাছে বল্‌তে নাই, সবাই তা হ'লে তোমায় অলক্ষণে বল্‌বে।

কিশো। বলে বলুক, তারা প্রেম জানে না। তুমি যদি মা লেখাপড়া জান্‌তে, তা হ'লে বুঝ্‌তে যে, পতির হাত ধরে বনে বনে বেড়ানয় কত সুখ—কত প্রেম!

অন্ন। যাক্ বাছা, আমি ও সব কথা বুঝ্‌তে পারি না। এখন বল্‌ছিলেম কি, ঝী মাগী তো জ্বর বলে লেপ মুড়ি দিয়ে শুলো; আমি উনুনে আগুন দিয়েছি, হাঁড়িটা চড়িয়ে দিই, তুমি যদি বাছা একটু রান্না-ঘরে বসে আঁচটা-পানে নজর রাখ, তা হ'লে আমি তাড়াতাড়ি করে বাসন ক'খানা ধুয়ে নিই।

কিশো। মা!—

অন্ন। কি বাছা?

কিশো। মা, আপনি কি বাতুল হয়েছেন?

অন্ন। বাত তো অনেক দিনই ধরে আছে বাছা, তা এমন কি কপাল ক'রে এসেছি যে, দুদিন জিরিয়ে সোয়াস্তি পাব?

কিশো। আহা—হা—হা—বাত নয়; বাতুল, আপনি কি পাগল হয়েছেন?

অন্ন। সে কি বাছা, অমন প্রার্থনা আর করো না।

কিশো। না, নিশ্চয়ই আপনি পাগল হয়েছেন; তা না হ'লে আমাকে—আর কেউ নয়, আমাকে—কেমন ক'রে রান্না-ঘরে গিয়ে উনুনের দিকে চেয়ে থাক্‌তে বল্লেন?

অন্ন। কেন, এতে আর দোষ কি বাছা, তুমি আমার যুগ্যি বৌ—ঘরের লক্ষ্মী।

কিশো। লক্ষ্মী—আমি লক্ষ্মী! মা, অমন কথা আর মুখে আন্‌বেন না, ওতে আমায় গালাগালি দেওয়া হয়।

অন্ন। কে জানে বাছা, তুমি কি বল, গেরস্তর বৌয়ের হেঁসেলে গেলে দোষ কি?

কিশো। দোষ কি? আসুন, আমার সঙ্গে আসুন, আলমারি খুলে সমস্ত বই আপনার সামনে ফেলে দিচ্ছি, দেখে বলুন যে, তার মধ্যে যত নায়িকা আছে, তারা কে হেঁসেলে গিয়েছিল? তিলোত্তমা কখনও ঘরের কাজ করেছিল? মৃণালিনী যখন একজন গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে বাস করে, তখনও সে প্রেমের ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছু করেনি; মনোরমা পুকুরে হাঁস দেখা ভিন্ন আর কি করেছিল? সূর্য্যমুখী কখনও রেঁধেছিল? কুন্দ কখনও ভাত বেড়েছিল? শান্তি, ভ্রমর, শ্রী, মাধবী-কঙ্কণ, এরা কেউ কখনও বিছানাটী পর্য্যন্ত পাতেনি। হাঁ, তুমি বল্‌বে যে, কমল একবার কাজ করেছিল বটে, কুন্দকে পেয়ে একবার তার গা ধুইয়ে চুল আঁচড়ে দিয়েছিল; তা মা, কমল একজন উপনায়িকা মাত্র। আর—

আর যদি সে দিন হয়, সে শুভদিন আসে—তোমার পুত্র, আমার প্রাণেশ্বর যদি কখন কোন সুন্দরী যুবতীকে কুড়িয়ে ঘরে আনেন, তখন যদি আমি সূর্য্যমুখীর মতন বেরিয়ে না যাই, তা হ'লে না হয় আমিও তার গা ধুইয়ে দিব।

অন্ন। বৌ-মা, তুমি আজ কি বক্‌ছো, কে তারা—কাদের কথা বল্‌ছো ?

কিশো। তারা সব নায়িকা—অপূর্ব্ব সৃষ্টি—প্রেমের অবতার—এবং এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের জজ ও জুরিদের মতে তারাই বাঙ্গালী কুলবালার আদর্শ রমণী! তোমাদের মহাভারতে সীতা সাবিত্রীকে এঁরা অন্ধকারে ফেলে দিয়েছেন

অন্ন। কি বৌ বাবা—কি বলে গা! বই পড়্‌লে কি মাথা এমনি খারাপ হয়ে যায়? আমারও ঝকমারী যে ওকে আবার কাজ কর্‌তে বলি। যাই রান্না-ঘরের দাওয়ায় বসে বাসন কখানা মাজি গিয়ে।

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

কিশো। পরিচারিকে—পরিচারিকে!

(বাবুরামের প্রবেশ)

বাবু। কি প্রিয়ে, এর মধ্যে উঠেছ! অমন করে দাঁড়িয়ে কেন—মা কোথা ?

কিশো। দেখ দেখ নাথ দেখ দেখ চেয়ে,
গগনে বাড়িল বেলা, তাতিল তপন ;—
আমি কিন্তু এখনও গো
খাই নাই চা!

বাবু। সে কি, সে কি! এখনও চা খাওয়া হয়নি? সর্ব্বনাশ! না এ (Poor thing) পুওর থিংকে আর বাঁচ্‌তে দিলে না! কেন, চা হয়নি কেন—ঝী কোথায় ?

কিশো। কই, পরিচারিকাকে তো আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি না, অবলাকে কেউ হরণ ক'রে নিয়ে গেল, না মা তাকে কোন দৌত্যকার্য্যে পাঠালেন, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

বাবু। তা মা নিজে বুঝি একটু চার জোগাড় করে দিতে পারেন নি ?

কিশো। হা ধিক্—তিনি চা তৈয়ার কর্‌বেন! তিনি অজ্ঞে আমায় যে কথা বলেছেন—

বাবু। কি, তোমায় কোন কড়া কথা বলেছেন না কি ? আমায় চেনেন না!

কিশো। রাগ করো না, রাগ করো না, বুড়ো মানুষ, তায় অশিক্ষিতা, কথাটা ভাল ক'রে বুঝ্‌লে কি আর বল্‌তেন ? তুমি রাগ্‌ছ, শুনে আমার তো কেবল হাসিই পেয়েছিল, তুমি নাই, কার সঙ্গে হাসি, তাই এতক্ষণ চেপে রেখেছি।

বাবু। কি কথাটা [illegible] না।

কিশো। শুন্‌বে [illegible]—আমায় বল্‌ছিলেন কি না হা-[illegible]-ঘরে বসে হা-হা-হা-হা—ভাতের হাঁ[illegible] থাক্‌তে হা-হা-হা-হা—

বাবু। হা-হা-হা-হা, মা [illegible] মধ্যে মধ্যে চাকরী কর্‌তে [illegible] যা হোক্, ঘুম থেকে উঠে এ[illegible] তুমি দাঁড়িয়ে আছ কি করে কিশো[illegible] তামাসা করি আর যা করি, মার বড় অন্যা[illegible] মা—মা—

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্ন। বাবুরাম এসেছিস্—কেন ডাক্‌ছিস্?

বাবু। ডাক্‌ছি কেন—বলি, এই যে একটী ভদ্রলোকের মেয়েকে বাড়ীতে আনা হয়েছে, কি খুন করবার জন্য ?

অন্ন। সে কি রে, আমি ত ওকে কখন কুটোটী নাড়্‌তে বলিনে, তবে আজ ঝীর অসুখ করেছে, তাই—তাই একবার হেঁসেলটায়—

কিশো। ও ভাই, সেই কথা ভাই, সেই কথা, হা-হা-হা-হা—

বাবু। সে সব শুনেছি ; তা যেন বোঝ না সোঝ না একটা আহাম্মুখের মতন কথা বলেছ, কিন্তু এ কি এ—তাড়াব না উঠান চষা কেন, আস্তে আস্তে গলাটা টিপে বাড়ী থেকে বার করে দিলেই হয়! আর না হয় তার চেয়ে সোজা, ভাতের সঙ্গে একটু সেঁকো মিশিয়ে দিতে পার না? আর তা হ'লে জান, আমি সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিব, তোমার সব আপদ একেবারে চুকে যায়।

অন্ন। অবাক্ কল্লে! কি কথা—ও বৌ-মা, আমি কি বলেছি, কি করেছি?

বাবু। ওগো লাগায়নি গো লাগায়নি, ওর দিকে রাক্ষসীর মতন কটমটিয়ে চাচ্ছ কি? ওর যদি সে স্বভাব হত, তা হলে একদিনও তুমি এ বাড়ীতে টেক্‌তে পার্‌তে না। বল্‌ছিলেম, এতটা বেলা হলো, বেচারি এখনও একটু চা খেতে পায়নি!

অন্ন। ঝীয়ের একটু অসুখ করেছে—সেই ত রোজ করে—

বাবু। কল্লেই বা তার অসুখ, তুমিই বা কি কচ্ছিলে? প্রিয়ে আমার খুব বীরাঙ্গনা, তাই এখনও—এখনও—চা না খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অন্য কোন অবলা হ'লে—

কিশো। ওহো বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক আমার,
শূন্যময় হেরি চারি দিক্!

বাবু। মা—চা—চা—প্রিয়ে যায়!

অন্ন। চা যে শুনেছিলেম আবার ফুরিয়েছে, আমার ছাই মনেও ছিল না, আনাও হয়নি।

কিশো। ওহো চা নাই ঘরে—
কি কাজ সংসারে আর!

বাবু। কি সর্ব্বনাশ! চা নাই, প্রিয়ে যে যায়! ও মা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি, যাও—(A horse a horse my kingdom for a horse) এ হর্স এ হর্স মাই কিংডম্ ফর্ এ হর্স ; চা—চা—চার বদলে আমার রাজত্ব—কি না প্রিয়-তমাকে দিব!

অন্ন। এখন কি করি, চা তো ঘরে নাই, অনেক শুকনো বকপাতা পড়ে আছে, চাড্ডি সিদ্ধ করে দিব? যা খাস, তাও ত কতকগুলো পাতা-শুকনো বই ত নয়।

বাবু। মা—মা, তোমার ইন্‌সোলেন্স (Insolense.) আর (Bear) বেয়ার করা যায় না; (Realy-- -Realy thou art incorrigible) রিয়েলি—রিয়েলি দাউ আর্ট ইন্‌করিজিবিল্।

(মতিলালের প্রবেশ)

মতি। বটেই ত, দাও বেটীকে তেঁতুল-গাছে লট্‌কে, সব বালাই চুকে যাক্।

বাবু। থাম মতি;—তুমি জান না, প্রিয়া গেলে আমার কি দশা হইবে!

মতি। তোমায় গাধার দুধ খাইয়ে মানুষ কর্‌তে হবে আর কি!

বাবু। ঠাট্টা কর কি? দেখেছ—দেখেছ—এমন আশ্চর্য্য স্ত্রী-রত্ন কোথাও দেখেছ?

মতি। সেই সেবার যা এক্‌জিবিসনে একটী এসেছিল।

বাবু। কিশোরী কি আমার স্ত্রী—গুণে সরস্বতী, রূপে—

মতি। পরস্ত্রী।

বাবু। স্নেহে ভগিনী, যত্নে জননী—

অন্ন। ছি ছি বাবা, শেষ কথাটা বল্‌তে নাই।

বাবু। বল্‌তে নাই! একশবার বল্‌বো, পাঁচশবার বল্‌বো—পরামর্শে মন্ত্রী—

মতি। শাসনে পাহারাওয়ালা।

বাবু। আলাপে প্রিয়সখী—

মতি। রহস্যে ভগ্নীপতি, আত্মীয়তায় পিসে মশাই, তত্ত্ব করতে শ্বশুর, নিন্দা করতে বেয়াই,

বাপান্ত করতে মামা। আর কি আছে তোর বল্‌বার, আমি ত সব বলে দিলেম; তর্পণের দিনে বৌ-মার নাম ক'রে এক কোশা জল দিস্, তা হ'লে তোর বাহান্ন পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে।

বাবু। মতি, তোমার মত (Sentiment) সেন্‌টিমেণ্টশূন্য লোক আমি দেখিনে।

মতি। আমার তো প্রাণে ভাবটাব কিছুই নাই, তোমার আজ প্রাতঃকালেই এত ভাবোদয় হয়েছে কেন?

বাবু। মা'র আক্কেলটা দেখেছ? তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না, বেলা এগারটা বাজে, এখনও এই বেচারী একটু চা খেতে পেলে না? আর প্রায় এক ঘণ্টা হলো বিছানা থেকে ডাকাডাকি ক'রে তুলে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

মতি। দিদি, বাস্তবিক তোমার এ বড় অন্যায় কাজ। তোমার উচিত বৌ-মার খুব ভাল ক'রে সেবা করা; শুধু চা কি, সকাল-বেলা উঠে মুখ হাত ধোবার জল দিবে, জুতো পায় দেওয়ার অভ্যাস থাকে তো তা এগিয়ে দিবে;— বৌ-মারও ত আবার বে হ'বে, তুমি এখন এ সব না করলে উনি কা'র দেখে শিখ্‌বেন? শেষে কি ওঁকেও আবার একদিন ছেলের লাথি-ঝাঁটা খেতে হবে?

কিশো। ছি ছি ছি! এ কি অসভ্যতা! আমি যুবতী, প্রেম-বিহ্বলা,—আমার সমক্ষে উনি স্বচ্ছন্দে ছেলে হওয়ার কথাটা বলে ফেল্লেন!

মতি। বেয়াদবাটা কোন্‌খানটায় হয়েছে মা লক্ষ্মী?

কিশো। আপনি কি জানেন না যে, সন্তান হওয়া কত বড় কুরুচি, কি ভয়ঙ্কর অশ্লীল! যদিও কমলের একটী ছেলে হয়েছিল বটে, কিন্তু বলেছি তো কমল উপনায়িকা মাত্র; আর সেও ছেলের সঙ্গে স্বামীর উদ্দেশে দু'টো প্রণয়ের কথা কয়েছিল বই ত নয়। কিন্তু আমি হচ্ছি আসল নায়িকা, আমার কখন সন্তান হ'তেই পারে না।

অন্ন। বালাই বালাই! সে কি মা, আমি তোমায় প্রসাদপুরের বাবার চরণামৃত খাওয়াব, তা হ'লেই তোমার সোণারচাঁদ বেটা হবে।

কিশো। অমন কাজ কখনো করবেন না, আমার গর্ভ হ'লে সমস্ত কবিতা নষ্ট হয়ে যাবে, আমি যে নায়িকা—(Heroine) হিরো-ইন্! প্রাণেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন, ভাল ভাল নায়িকাদের কারও কখন গর্ভ হয় নাই।

মতি। পেত্নী পিশাচী এদেরও তো ছেলে হয় শুনেছি, তবে নায়িকারা কেন আঁটকুড়ী মা লক্ষ্মী?

কিশো। কি লজ্জা! আপনি কেবল আমায় "মা লক্ষ্মী মা লক্ষ্মী" বল্‌ছেন কেন?

মতি। তবে কি বল্‌বো? তোমার যেন জ্ঞান-গোচর নাই, কিন্তু আমি যে পাড়া সম্বন্ধে তোমার মামাশ্বশুর হই মা লক্ষ্মী।

কিশো। হ'লেনই বা মামাশ্বশুর; আমায় সুলোচনা শশিমুখী কৃশোদরা এই সব বল্‌বেন।

মতি। বটে, তা এবার থেকে মন্দোদরী সূর্পনখা তাড়কা বলবো; হাঁ মা, তোমার এ সব নাম তুমি জান্‌লে কেমন করে? তোমার আর্শীতে কি পূর্ব্বজন্মের চেহারা-গুলোও দেখা যায়?

অন্ন। যাও মতি, আর দাঁড়িয়ে কথা বাড়িও না, বেলা হলো, স্নানটান কর গে, আমারও বুঝি ঝালটা জ্বলে গেল।

[অন্নপূর্ণা ও মতির উভয় দিকে প্রস্থান।

বাবু। আমার টেবিলে যেন অনেক দিনের চাড্ডি চা পড়ে আছে;—কিশোরী, কিশোরী, প্রাণাধিকে, চল আমিই তোমার চা তৈয়ারী করে দিই গে।

কিশো। প্রি[illegible] বাবুরাম, তুমি আর আমায় কিশোরী বলে সম্বোধন করো না।

বাবু। আত্মা-রঞ্জিনী! কেন, আমি কি অপরাধ করেছি যে, তোমার ঐ চিনিমাখা নাম আমার এই দগ্ধ বদন দিয়ে বার করবো না?

কিশো। স্বামিন্—পতে,—প্রাণেশ! নামটা আমার বড় পুরণো পুরণো, যেন বটতলা বটতলা, তাই কাল সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি নামটা বদলে ফেলেছি।

বাবু। "Oh what's in a name?
That which we call a rose,
By any other name
would smell as sweet;"

কিশো। এর মানে কি? কি পরিতাপ! বড় মেম যখনই আসেন, আমায় ইংরাজী পড়াব বলেন, কিন্তু আজও আরম্ভ কল্লেন না; মাষ্টার-দিদিকেও বল্লে মনোযোগ করেন না। যা হোক্, আজ এলে আমি ইংরাজী পড়্‌বার জন্য ধর্‌বো, এখন তুমি যা বল্লে, ওর বাঙ্গালা কি, আমায় অনুবাদ করে শোনাও। আমায় নিন্দা করনি তো ভাই?

বাবু। ছি ভাই, অমন কথা মনে কর্‌তে আছে ভাই? আমি বল্‌ছিলাম? (What's in a name?) হোয়াইট্‌স্ ইন্ এ নেম? কি না—

নামে কিবা যায় এসে?
গোলাপ যাহারে বলি,
সম্ভাষিলে অন্য নামে,
বাসে তার হবে না ফারাক্।

কিশো। না ভাই, তোমার সেক্ষপীয়র যাই বলুন, আমার বোধ হয়, নামে বিস্তর এসে যায়, গোলাপকে চাকুন্দে ব'লে ডাক্‌লে আমি ত খোঁপায় পর্‌তেম না। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, বঙ্কিম বাবুর যদি ছেলেবেলায় গোবর্দ্ধন নাম রাখ্‌ত, তা হ'লে তিনি কখনই "বিষবৃক্ষ" কি "ইন্দিরা" লিখ্‌তে পার্‌তেন না।

বাবু। প্রাণতমে, তুমি কি বল! তুমি আমায় ত্যাগ কর, ত্যাগ কর—আমি কখনই তোমার পতি হবার উপযুক্ত নই! যা হোক্, এখন তোমার নূতন নাম কি করেছ?

কিশো। উলাঙ্গিনী। উলাঙ্গিনী মানে জান?

বাবু। পাগল তো?

কিশো। (সহাস্যে) না না, সে উন্মাদিনী উলাঙ্গিনী মানে হচ্ছে, উল—ছিল—অঙ্গিনী—উলাঙ্গিনী? উল কিনা পশম, যা আমরা বুনি, সেই পশমের মত অঙ্গ যার—অর্থাৎ নরম, দেখ দেখি তাই কি না?

বাবু। অতি—অতি! (Down—Dwon! ডাউন—ডাউন! পালক—পালক!

কিশো।—

কত ভালবাস নাথ দাসীরে তোমার!
সে দিন কি হবে গো আমার,
কুটীর বাঁধিব গো, বিজন বিপিনে,
ভিক্ষা করি খাওয়াব তোমায়!
এস এস তোষ নাথ,
কক্ষ রাখি বক্ষেতে তোমার,
করি হাঁ—দাও চা ফুটন্ত বদনে!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

বিডন স্কোয়ার।

সভ্য-বাউলগণ।

(গীত)

আনন্দে মাত রে সবে এসেছ অকাল আবার।
দুর্ভিক্ষের এই হিড়িকে ওড়াব দেদার
দেখে সব মাগ্‌গি চাউল, সেজেছি নবীন বাউল,
হলেতে কর্‌বো হাউল্, ডিরেটে হব আউল্,
প্রাইভেট খাব ফাউল্, হয়ে ফেমিন বেগার,

কাউন্সিলিতে ফেমিনাইন,
করবে পাশ ফেমিন আইন,
পপুলেশন থিন হলে পর সুখী হবে রিফরমার।
তোমার আমার নয় গো কথা
সালিস্‌বারির সমাচার—
বছর বছর চাই গো ফেমিন,
যে দেশেতে নাইকো ওয়ার॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

কিশোরীর কক্ষ।

কিশোরী ও স্ত্রীলোকগণ।

কিশোরী। কিলা এলা, তুই যে বড় হাসছিস?

এলা। আমার ভাই সে বালাই ঘুচেছে,
অনেক বলা কওয়ায় শাশুড়ী মাগী কাশী গেছে,
দু'টাকা করে মাসে মাসে,
ডাক ঘরে গে দি' আসে,
তাতেও তাঁর বলেন, চলেনাকো খোরাকী,
হ্যাঁ ভাই মরবে না কি—মরবে না কি নারকী?

কায়া। মিথ্যা নয়,—
দেখেছিস্‌ কি বায়না,
দাবি যেন আর যায় না।
কবে ধরেছিলেন গর্ভে, মরেন তাই গর্ব্বে;
যেন এক এক মার্কণ্ড, প্রমাই এনেছেন অখণ্ড,
কোন সাধ এ জনমে পূরিল না মোর,
প্রণয় পুষিয়ে বুকে হয়ে থাকি চোর।
প্রথম যেদিন নাথ যাবেন আফিসে,
সাধ হলো রণসাজে সাজাতে তাঁহায়।
যতনে কাটিনু সিঁথি চিরুণী লইয়া,
"কুন্তলীন" মাখাইয়া সুচারু [illegible]
এলোকেশী শাড়ী ছিল অতি সুচিক্কণ,
কোঁচাইয়া দিনু ক্ষীণ কটিতে বেড়িয়া
রঙ্গেতে পরানু অঙ্গে বেলদার জামা,
কামিনী হইল ভ্রম দেখি বীরবরে!
চাদরে আদরে করি ফ্লরিডা সিঞ্চন,
দোলাইনু গলা ধরে—মোহিল মোহন!
তাম্বুলে রঞ্জিত হেরি নাথের অধর,
সাধ হলো সেই রাগে বসাইব দাগ;
দোয়ারে হইল শব্দ—চকিতে ফিরিনু,
স্তব্ধ হয়ে সরে গেনু, সরমে বিবশা,—
আশীর্ব্বাদী ফুল হাতে দাঁড়ায়ে বাঘিনী—
কে যেন মাগীরে সখি গিয়াছে ডাকিতে!
শাশুড়ী সবম সখি এ দুইয়ের এক,
জলাঞ্জলি নাহি গেলে না দেখি উপায়!

ঝী। আর বাবু অমনি দাঁড়িয়ে রইলেন গঙ্গারাম
রাম—রাম—রাম!
আর দেখ দেখি আমাদের বাবু,
মাকে কেমন করে রেখেছে কাবু।
আর মেয়ে বলি আমাদের বৌ-দিদি,
জোড়া নাই এমনি জিদি।
ধরবে যখন করবে তখন যেটা হবে খুসি,
ডোন্ কেয়ার হয় হ'বে তায় ঘুষোঘুষী।
তা নয় বাবু হ'লেন আয়ান ঘোষ,
নে পোষ—মাগীকে আজন্ম পোষ।

কায়া। কেবা এই মায়াবিনী—
ছদ্মবেশে বলে সুবচন!

কিশো। এটী আমার পরিচারিকা,
বড়ই প্রেমিকা।
কাজ-কর্ম্ম তেমন পারে না,
প্রণয়ে সখি কারুর কাছে হারে না।
পড়েনিকো মোটে নভল্,
প্রেমে কিন্তু সিদ্ধ পাগল!
বামাদাসবাবু দেখলেই বলেন, "ও পুঁটি—
তোকে করবই সভ্য,—
'ভগ্নী ভগ্নী' তোর চোখ দুটী।'

পুঁটী নামটী কেমন কেমন,
বদ্‌লে দেব করেছি মন।
ঝী। ওগো আমার নাম সৈরভ,
পুঁটী পুঁটী করে গোপালে একটা তুলেছে রব।
মুখপোড়া না কি ভালবাসে,
তাই বলে মুখে যা আসে।

কিশো। আহা ভালবাসা! ভালবাসা! তিনি বলেন ভালবাসলে নামে কিবা আসে যায়! তিনি—আমার সে—আমার—আমার কি? কি বলি? ক খ গ ঘ ঙ—হিজি বিজি কাকের ছাঁ—আঙ্ক আঙ্ক কলা—হাতী ঘোড়া বেড়ী—ছড়ী ছাতা জুতো—প ফ ব—আ-হা-হা প্রাণের "ব"! মধুভরা প্রেমপোরা "ব"! বএ আকার বা—বা বা—বাবু—বাবু—বাবু— বাবুরাম! আমার—আমার বাবুরাম! বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম—প্রাণের, বুকের ভিতরকার, হাড়ের মাসের রক্ত মজ্জার বাবুরাম! ভাদর কি রাত্তি—নিশি-ঘোরা—মনচোরা এখন কোথায়! অন্ধকার বসুমতীর বুকে আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে; জগৎ সাড়াশব্দহীন, বিশ্ব-সংসারের যেন অনন্ত পক্ষাঘাত হয়েছে! কেবল বাতাস সোঁ সোঁ করে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, যেন শত সহস্র বিরহিণীর রুদ্ধ নিশ্বাস কুড়ায়ে লয়ে কে যুবকের মনপোত বান্‌চাল করতে যাচ্ছে! মাথার উপর আকাশ কালো, তার পর আরও কালো, আরও কালো, ক্রমে এককোণে একেবারে কালোয় কালো—যেন কালির উপর কে কালি ঢেলে দিয়েছে! যমুনার কালো সলিলে কে যেন কেলে হাঁড়ীর সারি ভাসিয়ে দিয়েছে! সেই ঘন কালো মেঘের ভিতর হ'তে থেকে থেকে বিদ্যুৎ প্রকাশ হচ্ছে,—যেন একঢাল কালো চকচকে এলো-চুলের আড়াল থেকে একখানা অনিন্দ্য-সুন্দর মুখ দরজার ফাঁক দিয়ে একবার বেরুচ্ছে—আবার তখনই সরে যাচ্ছে,—সুখের অধিকারিণী যেন ভাব্‌-ছেন; দুর্যোগে বাহিরে যাবেন কি না যাবেন।

সক। উ-হু-হু-হু-সখি—সখি উলাঙ্গিনী—আর না, আর বলো না!

ঝী। না বৌ-দিদি, চলুক চলুক, বুঝি না বুঝি, তোমার কথায় কি যে গরম-মসলা দেওয়া মন্তর মাথান আছে, আমার পাড়াগেঁয়ে গরিব প্রাণেও খাট-পালঙ্ক বিছিয়ে যাচ্ছে! গায়ে গোলাপফুল দিয়ে সুড়সুড়ী দিচ্ছে!

কিশো। বিদ্যুতের পরই পথিকের প্রাণ ত্রাসাইয়া মেঘের গম্ভীর স্তনন; যেন প্রকৃতি সুন্দরীর ঘুমন্ত নাক অসাড়ে ডেকে উঠ্‌লো! দৃষ্টি আসে নাই অথচ এসেছে, পড়ে নাই অথচ পড়েছে, মাটী ভেজে নাই অথচ ভিজেছে। এই অভীতিহারিণী রজনীতে ঘুমায়নি শুধু উলাঙ্গিনী—আর মোড়ের পাহারাওয়ালা! যারে সঙ্গে করে আলোয় আলোয় উলাঙ্গিনীর দেশহিতৈষী বীর-প্রাণনাথ গলিটুকু পার হয়ে বাড়ী আস্‌বেন।

সকলে। বীরপুরুষ বটে, বীরপুরুষ বটে! মেঘনাদবধ সিংহ, মেঘনাদবধ সিংহ!

ঝী।— — — সিঙ্গী।

কিশো। আমার ঘুম কোথায়—প্রাণনাথ এখনও বাইরে, প্রেমিক বাবুরাম এখনও ছাপাখানায়—কাল কাগজ বেরোবার দিন। হঠাৎ কি যেন অদেখা, অশোনা, অজানা, অচেনা, অচাকা, অশোঁকা, অছোঁয়া অশোনা প্রেম-বিহ্বলতা আমার হৃদয় চমকাইয়া দিল, প্রাণের তার বেসুরা হইয়া গেল, বাহার গাহিতে গাহিতে বেহাগ আসিল, আমি উঠিলাম। * (এই বাসন্তি বল্লরীবৎ জমেযাস্থিত-জোছনা-প্রতিম, ঘনীভূত-বিজলী তুল্য, বাচের পানসীর মত কুসুম-সুকুমার তনুখানি কুসুম-শয্যা হইতে তুলিলাম। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, বাটা হইতে একটী চন্দ্রবালা লইয়া মুখে দিলাম। অর্গল খুলিতে মণিবন্ধে সিতোপল-বলয় রুণুঝুনু করিয়া

* চিহ্নিত অংশগুলি অভিনয়ে ব্যক্ত হয় না।

উঠিল; সিনিবালী-নিশার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া একবার বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, কাঙ্ক্ষীপদ কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু এ হৃদয়ের সিতিমা সে অন্ধকারকে গ্রাহ্য করিল না।) * ধীরে বাহির হইলাম, ধীরে ধীরে সিঁড়ি নামিতে লাগিলাম; ধীরে—উলাঙ্গিনী ধীরে—

কাত্যা। যেন উঁচু নিচুতে পা পড়ে না ধীরে—
রেণু। কাদা যেন পায়ে লাগে না ধীরে—
সুবা। হোঁচট্ যেন খেও না ধীরে—
এলা। যেন মুখ থুব্ড়ে পড়োনাকো ধীরে—
সকলে। — — ধীরে—
সুভু। যেন ইঁদুর বিড়াল মাড়িও না ধীরে—
কুহা। পিছলে যেন জমী নিও না ধীরে—
সকলে। পাড়ায় যেন সাড়া পায় না ধীরে
————উলাঙ্গিনী ধীরে।

কিশো। ধীরে প্রাঙ্গণ পার হইলাম, ধীরে চৌবাচ্ছার পুলিনে গিয়া বসিলাম। চৌবাচ্ছা তখন বসুমতী-তল-বাহিনী, কল-নল-বিহারিণী জলরাশিতে পরিপূর্ণ—টল্‌টলায়মান। সলিল-রাশি স্থির—ধীর—প্রশান্ত; বীচিশূন্য আঁটীহীন—বেদানা!

ঝী। হ্যাঁ দিদিবাবু, তোমার ত বেদানা,—গোপালও আমায় একদিন দুটী কিসমিস্ এনে দিয়েছিল।

কিশো। * (দেখিলে মনে হয় যেন কোন সপ্তদশী সুন্দরী নায়ককে বিদায় দিয়া আপনার যৌবনের উচ্ছলিত-ভারে নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।)*

সুবা। * (দেখেছ সখি, আমাদের কি ভাব! সেকালে আর একালে কত প্রভেদ—সেকালের কবিদের এমনি কুরুচি যে, স্ত্রীলোক দেখ্‌লেই তাঁদের যত স্বভাবের জিনিস মনে পড়্‌তো; চুল দেখ্‌লেন তো চামর মনে পড়্‌লো! বেণী দেখ্‌লেন তো নাগিনী! বুক দেখে গিরি! তার পর তিলফুল, খঞ্জন, মৌদানা, কলাগাছ, দাড়িম, কদম;—ভূগোল উদ্ভিদবিদ্যা প্রাণীবৃত্তান্ত কিছু আর বাকী রাখ্‌তেন না। আর ভাই আমাদের মনের কি পবিত্র ভাব! প্রাণে কি সুরুচির বিকাশ! আমাদের কবিতা-পূর্ণ কোমল-হৃদয় যা দেখে, তাতেই যুবতীর যৌবন-সম্পদের তুলনাটাকে টেনে আনে। শ্রাবণের গঙ্গা দেখ্‌লেম, অমনি মনে হ'ল ষোড়শীর রূপ উছ্‌লে উঠ্‌ছে! ঝির্ ঝির্ করে বাতাস বইছে, মনে হচ্ছে, যত বিরহিণী নিশ্বাস ফেল্‌ছেন! সমুদ্রের তরঙ্গ দেখ্‌লে মনে হয়, নবীনার প্রথম যৌবনে হৃদয়ের প্রেম বুঝি টিপ্যাকারে বেরিয়ে এসে—থেমে গেছে! আম-গাছের কচি ডাল দুল্‌ছে—ভাব উঠ্‌ল যে, ক্ষীণা-ঙ্গীর ললিত দেহখানি খেল্‌ছে! দাদা একদিন আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন, মনে হলো, ভাইটী আমার বুঝি কোন মরাল-গ্রীব যুবতীর মুখচুম্বন কচ্ছেন, সেই রাত্রেই পবিত্র-ঈর্ষার বশে আলবোলার নলটা মুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে ফেল্লেম।)*

কিশো। সেই শান্তিপুরে নীলাম্বরী-পরি-ধানা শান্তিময় নিশায় চৌবাচ্ছার সৈকতে এক-বার আপনার হৃদয়ের প্রতি চাহিলাম; দেখি-লাম, সেই নৈশ-জল-কল-নলবৎ এ হৃদয় শূন্য! বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, নল একেবারে শূন্য নয়—বায়ু-পরিপূর্ণ। আমার হৃদয়ও কি তাই? কে জানে—কবি বল্‌তে পারেন,—আর বল্‌তে পারেন পাঁচকড়ি মিত্র প্লম্বার—জিনি উঁচু রাস্তা থেকে এই নিচু বাড়ীতে জল আন্‌তে পেরেছেন! তার পর একবার আপ-নার শয়ন-কক্ষের দিকে তাকাইলাম; মনে পড়িল, গৃহ এখন শূন্য, প্রাণনাথ নাই; তবে আমি মরিলাম না কেন? হাতিশালে হাতী মরে, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরে, ম্যালেরিয়ায়

* চিহ্নিত অংশগুলি অভিনয়ে অভিব্যক্ত হয় না।

* চিহ্নিত অংশগুলি অভিনয়ে অভিব্যক্ত হয় না।

পাড়াগাঁ মরে, টেক্সের জ্বালায় সহর মরে; আমি তবে মরিলাম না কেন?

কায়া, রেণু। ড্রেণের গন্ধে ভূত প্রেত মরে।

সুভু, কুহা। ঝাঁটা খেয়ে শাশুড়ী মরে।

সুবা, এলা। আফিং খেয়ে বৌ মরে।

কায়া, রেণু। ঘোড়া রোগে বাবু মরে।

সুভু, কুহা। দুর্ভিক্ষে প্রজা মরে।

সুবা, এলা। চাঁদার চোটে রাজা মরে।

কায়া, রেণু। পাশের পড়ায় ছেলে মরে

ঝি — — — মরে।

কিশো। আমি তবে মরিলাম না কেন?

কায়া, রেণু। কন্যাদায়ে বাপ মরে।

সুভু, কুহা। ছেলের উৎপাতে মা মরে।

সুবা, এলা। প্রণয় প্রণয় করে কবি মরে।

কায়া, রেণু। খবরের কাগজ লিখে স্কুলবয় মরে।

সুভু, কুহা। বড় মানুষের নকলে গৃহস্থ মরে।

সুবা, এলা। স্ত্রীর খরচে সংস্কারক মরে।

কায়া, রেণু। কংগ্রেসে কেরাণী মরে।

ঝী। — — মরে।

কায়া, রেণু। পিলে ফেটে নেটিভ মরে।

সুভু, কুহা। বাবুর হিংসায় সাহেব মরে।

সকলে। আর ফ্রি পাশের ঠ্যালায় থিয়েটারের ম্যানেজার মরে—আবার যার মান নাই গো, সেই হাকিমী করে মরে,——

কিশো। আমি তবে মরিলাম না কেন? এই যে এতক্ষণ কুসুম-শয্যায় বসিয়া বিরহ-বিকল প্রাণে যতগুলি ছারপোকা টিপিলাম, সকলগুলিই মরিল; আমি তবে মরিলাম না কেন? আমি মরিব—সমীরণ-বসনে সুতনু বেড়িয়া, চুলের ভার এলাইয়া,—হাতে গোলাপ, পায়ে গোলাপ, পেটে গোলাপ, বুকে গোলাপ, মুখে গোলাপ, চখে গোলাপ, কাণে গোলাপ, নাকে গোলাপ, চুলে চুলে গোলাপ, ভ্রূতে দন্তে অধরে উরসে উরস-সরোজে জানুতে কম্বুতে প্রকোষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠে গোলাপ;—গোলাপে গোলাপময়ী হয়ে ঐ চৌবাচ্ছার স্থির বীচিশূন্য বোদামা-জলতলে শয়ন করিবার পূর্ব্বে, আর একবার জানালা পানে চাহিলাম; দেখিলাম, গৃহের ভিতরে আলো, আর উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে মশকদল গৃহে প্রবেশ করিতেছে, শত সহস্র অযুত লক্ষ অর্ব্বুদ নির্ব্বোধ মশা—বন্ বন্ বন্ বন্ ভন্ ভন্ ভন্ ভন্ ভোঁ ভোঁ ভনর ভন্ উড়িতেছে, পড়িতেছে, ঢুকিতেছে, নিকালিতেছে, আমি কেন মশা হলেম না,—কি করিলে মশা হয়?——

সকলে। আহা-হা, কি দুঃখ, কি দুঃখ!

কিশো। কোন্ পুণ্যকর্ম্ম করিলে বাঙ্গালী কুলবালা মশা হয়। প্রাণনাথ আসিয়া এই ঘরে শয়ন করিবেন—মশারি ধোপার বাড়ী গিয়াছে—মশাগণ নাথের কাণে যোগিয়া রাগিণীতে প্রণয়-গান শুনাইবে, চক্ষে চুম্বন করিবে, অধরে প্রেমের আখর লিখিবে, কুন্তলে, অলকায়, চিবুকে, নাসিকায়, বাহুমূলে, পদতলে, বক্ষে, কুক্ষিতে বসিয়া হৃদয়েশ্বরের প্রণয়তরল রক্ত পান করিবে, কেহ বা তাঁর তলাভিভূত সংজ্ঞা-স্বাধীন চপেটাঘাতে মর্ম্ম-পীড়িতা হইয়া বক্ষে সহমরণের ঘুমন্ত ঘুমে ঘুমাইয়া পড়িবে। আহা, কি পুণ্য করিলে আমি মশা-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বামীর প্রেম-শোণিত পান করিতে পারিব?

সকলে। কোন্ পুণ্যফলে মোরা হইব গো মশা,

শুষিব পতির রক্ত কোথা কোথা কোথা॥

ঝি। — — কোথা

কিশো। এমন সময়ে যেন দূরশ্রুত অজানা বাঁশরী-রবের ন্যায়, অনেক দিনের শোনা গোপালে উড়ের যাত্রার মালিনীর গানের মেল্‌তা কলির শেষভাগের ন্যায়, অদূরে কার—জুতার শব্দ হইল। সেই প্রাণ মাতান ভুবন-ভোলান বিশ্ববিমোহন মশ্-মশে, আমার প্রাণে পূরবী রাগিণী বাজিয়া উঠিল। উরজ-

তরলিত মুকুতা-লম্বন তরঙ্গায়িত হইল। আশা-কাঙ্ক্ষা-ভয়-প্রতীক্ষা-প্রভাবিত নয়নে গ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিম করিলাম—আহা কি দেখিলাম! সিঁথ্যোদ্‌ভিন্ন কুন্তল—নিঝুম্ নিঝুম্ নয়ন—শরাসন-প্রতিম বাহু—চাপকানাচ্ছাদিত লবঙ্গ-লতা। প্রণের প্রাণের বাবুরাম! বাবুরাম!—

সকলে। বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম; আবার বলি, বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম—

সুভু। সখি, তোমার হয়ে আমরাই বলে দিলেম।

কাম্না। তা ভালই তো। সখি উলাঙ্গিনে! বাবুরাম যদিও তোমারই হৃদয়েশ্বর, আমাদের কেউ নন, তথাপি তিনি তো একজন প্রাণনাথ বটেন; যে কোন হউক, একটী প্রাণনাথের নাম উচ্চারণ কল্লেও প্রণয়িনী নারীজাতির প্রাণ শীতল হয়!

ঝী। তা বেশ করেছ,শীতল হয় ভালই হয়। এখন ঐ দেখ,এখনও হেঁচ্‌কি উঠ্‌ছে—আরও বল্‌বে; বল দিদিবাবু বল,—আমার যেটুকু গতর ছিল, তুমি সেটুকুরও মাথা থেয়ে দিলে।

কিশো। আহা, নয়নে তুই কি দেখ্‌লি! দেখ্‌লি তো চাইলিনি কেন? চাইলিনি তো বুজ্‌লিনি কেন? বুজ্‌লিনি তো গল্লি কেন? গল্লি তো ধর্‌লিনি কেন? ধর্‌লিনি তো মর্‌লিনি কেন? মর্‌লিনি তো বাঁচ্‌লিনি কেন?

ঝী। উহু উহু উঃ—দিদি, আমিও একদিন গোপালকে গপ্প শুনিয়ে শেষ বলেছিলুম; উ-হু-হু-হু—আমার কথাটী ফুরুলো নটেগাছটী মুড়ুলো,কেনে রে নোটে মুড়ুলি? গোরু কেনে খায়? কেনে রে গোরু খাস? রাখালে কেনে চরায় না? কেনে রে রাখাল চরাস্‌নে? বৌ কেনে ভাত দেয় না? কেনে রে বৌ ভাত দিস্‌নে? ছেলে কেনে কাঁদে? কেনে রে ছেলে কাঁদিস্? পিপড়ে কেনে কামড়ায়? কেনে রে পিপড়ে কামড়াস? কুটুস কুটুস কামড়াব, গত্তের ভিতর সেঁধুবো।

কাম্না। পুঁটী পুঁটী, তোর প্রাণে এত প্রেম! (কিশোরীর প্রতি) তার পর কি হ'ল সখি?

কিশো। প্রাণনাথও স্পন্দহীন, আমিও স্পন্দহীন,উষ্ক-দারু যুগলের ন্যায় দুজনে দুজনের মুখপানে চেয়ে রইলেম!

রেণু। ও ভাই, এইবার বুঝি সেই কথাটা আস্‌বে, বয়সের কথা জিজ্ঞেস কর্‌ নে।

সুভু। সখি, তোমার প্রিয়তমের বয়স কত হবে?

কিশো। শুনেছি পঁচিশ হবে।

ঝী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে; বৌ-দিদি, তুমি বল।

কিশো। ক্রীড়াশূন্য ব্রীড়াহীন দুজনে মুখপানে চেয়ে আছি, কেউ কোন কথা কয় না, এমন সময় দিগ্‌দিগন্তর কাঁপাইয়া একবার বজ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল; বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় সচকিতে হৃদয়েশ্বর আমার হৃদয়ে লাফাইয়া পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বক্ষে মুখ লুকাইলেন,অভাগিনীর চারু কেশ-রাশি নাথের বাহু-লতায় জড়াইয়া গেল; কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলে তিনি সাদরে আমার গলাটী ধরে কি জানি কি ভাবিয়া না বুঝিয়া সুজিয়া মুখে চুম্বন—

সকলে। আঃ, ছি ছি ছি! আরে, ছি ছি ছি ছি ছি! পঁচিশ বৎসর বয়সেই ধিক্! ছি ছি বাবুরাম, কি কল্লে!

কাম্না। আমরা যেমন নবীনা যুবতী, দেখিতে শুনিতে বলিতে লিখিতে লজ্জা নাই; কিন্তু সুরুচি-সম্পন্ন শ্যামসুন্দরেরা শুনিলে কি বলিবেন? চুম্বনের চু আছে বলিয়া হয় তো আর নিজেরা পানে—

সকলে। — চূণ থাইবেন না।

ঝী। — — না।

কায়া। স্ত্রীদের নথে—
সকলে। — চুনী দিবেন না।
ঝী। — — না।
কায়া। ছেলেদের হাতে—
সকলে। — চুনী দিবেন না।
ঝী। — — না।
সকলে। ছি ছি বাবুরাম, ছি ছি! চুম্বনে চুরি!

কায়া। আর উলাঙ্গিনী, তোমারেও ছি, তুমি চোরের স্পর্শে—
সকলে। — কাঁপিলে কেন?
কায়া। চোরের চাতুরীতে—
সকলে। — ভুলিলে কেন?
ঝী। — — কেন?
কায়া। চোরের চুরিতে—
সকলে। — রাজীমামা দিলে কেন?
ঝী। — — কেন?

কায়া। উলাঙ্গিনী, দেখ, চৌবাচ্চার জল টল্ টল্ ঢল্ ঢল্, তাতে শৈবালের পরিমল, সমীর-সঞ্চারে জলতলে পেয়ারা-পাতা কাঁপ্‌ছে, উলাঙ্গিনী—
সকলে। — তুমি ডুবিয়া মর।
ঝী। — — মর।

কিশো। না না সখি,—
অশ্লীল-বিহীন জেনো সভ্যতার কিস।
অধরে অধরে মিশে দুটো ফিস ফিস্॥
ভালবাসা দুই ভাই হইয়া বিবাগী।
ওষ্ঠ-বৃন্দাবনে এসে সেজেছে বৈরাগী॥
প্রেম-গিরিমেণ্ট লেখা উকীলী হরফে।
অধরে চুম্বন-ঢেরা উভয় তরফে॥
দুইটী পানের পিকে মধুর মিলন।
দুইটী হাসির প্রেম-পল্‌কা নাচন॥

কুহু। প্রণয় তোমারই কাজ বুঝিনু সজনী;
শাশুড়ী-বিভ্রাট করে আমারে পাগল।
সুরুচি-সম্পন্ন কোন কবির কথায়,
করে ধরে প্রাণনাথ বলে গো আমায়,
দাঁড়াতে বিশ্বের মাঝে ফেলিয়া বসন,—
(ছাদেতে নিরালা নয় বুঝ বিচক্ষণ)
জোছনা ঢালিবে অঙ্গে চাঁদি সারারাত?
"লাজহীনা-পবিত্রতা" দেখিবেন নাথ।
শাশুড়ী হয়েছে বুড়ী তবু আছে আঁখি;
হলো না সুরুচি প্রেম তারে দিয়ে ফাঁকি।

রেণু। সখী গো, তোমাদের তো শাশুড়ী;
আমার গোড়ায়ই গলদ,
প্রাণনাথ একটী আস্ত বলদ;
আগেই হয়েছিল ভয় শুনে দোজ-পক্ষে,—
পরে ভেবেছিলেম শুধ্‌রে নিব এ পক্ষে;
কিন্তু শেষ দেখি মেজাজ তিরিক্ষে!
আমায় সবাই বলে রসিকা,
তিনি কুঁচ্‌কে উঠেন নাসিকা!
একদিন সখি বড় সাধে ভাসি,
বাঘ-থাবা মেঘ পাড়ি করিনু বসন;
পেড়ে তারামালা, গাঁথিনু মেখলা;
ধরিয়ে জোনাকী, করি সিঁথি সখি;
দু'টো ধূমকেতু তুলে গুঁজিলাম চুলে;
এনে জোড়া ভীমরুল, কাণেতে দোলানু দুল,
ছানিয়ে যমুনা জল, চরণে তরঙ্গ মল;
ঝল্ মল্ ঝম্ ঝম্ ঝমিয়া গরবে,—
সম্ভাষিতে গেনু নাথে হয়ে সোহাগিনী;—
শিহরি সরিয়ে গেল স্বামী-কুলাধম,
"হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ" বলি!
চমকি চাহিয়া দেখি—
গুড়ুক টানিছে বুড়া ভড়র ভড়র,
পাছু ফিরে মোর দিকে!

সকলে। আহা-হা!—সখি সখি!
কায়া। কি পরিতাপ! তা তুমি কি কর সখি?

রেণু। আর কি কর্‌বো সখী! কখনও মেঘের উপর গিয়ে চাঁদ মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ি; কখনও সুখ-তারার একটী টিপ্ পরি; কখনও গোটা কয়েক মল্লিকের পাপড়ি ভেঙ্গে পাপিয়ার দুটো পিউ পিউয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে ফেলি; কখনও বা রবির আড়ালে বসে একটু কিরণ

মাখি! আর দিন নাই রাত নাই সাঁজ নাই সকাল নাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছি—ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস!

কান্না। ও সখি, আমারও তাই—দীর্ঘ-নিশ্বাসের কথা আর তুলো না—দিন রাত ফেল্‌ছি,ঘন-ঘন-ঘন-ঘন দীর্ঘনিশ্বাস! তবু বুক খালি হয় না!

ঝী। দিদি ঠাকরুণ, তাতে হবে না, তোমার শরীর এখনও যে রকম ফুলে রয়েছে, ওর ভিতর ঢের দীর্ঘনিশ্বাস জমে আছে বেশ বোঝা যাচ্ছে; তুমি হুমোপাথী ডাক্তার ডাকিয়ে একবারে ওর জড় মেরে ফেল। আমার হিষ্টি-রসের বাই হয়েছিল, কিছুতেই কিছু হলো না—শেষ হুমোপাথী ডাক্তার এসে জড় মেরে দিলে, তবে রক্ষা পাই।

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্ন। হ্যাঁগা, তোরা সব একদিন এলি বাড়ীতে, তা এখন জলটল খা, গপ্প খেয়ে কি পেট ভরবে?

সুবা। মাসী-মা,আমি আর খাব কি? সেই সৃষ্টির প্রথমে হবা অর্থাৎ ইভ্ (Eve) যে পৃথিবীতে পাপ এনেছিলেন, তার ফলে আমি এখন বড় কষ্টে আছি!

অন্ন। হ্যাঁগা, এরা বলে কি? ও বৌ মা, এদের নিয়ে এসে কিছু খাওয়াও না।

কিশো—

হ্যাঁ খাবে বই কি তুমি নিয়ে এস ,—
তপত কচুরী ঘিরতে ভাজে,

কান্না—

পূরত সিঙেড়া আলুয়া সাজে,—

সুভু—

করব গরাস তেয়াগি লাজে,—

কিশো—

শাশুড়ী লেয়াও লেয়াও লো।

কুহা—

আনহ সুচারু পানতুয়া,

এলা—

কড়ি ও কোমল সুরস কুয়া,

সুবা—

আওর যো কুছু বুঝব তুয়া,—

সকলে—

সজনী কুঞ্জে লা'ও লো।

কিশো—

ঢালে রাবড়ী সুরভি ভার—!

অন্ন। শুধু আমার বৌকে নয়—সবাইকেই ভূতে পেয়েছে, আমারও মরণ নাই,তাই এদের খেতে ডাক্‌ছি।

সুভু। সখি—সখি! তোমার শাশুড়ী অক-স্মাৎ বিদ্যাদিগ্‌গজের মত অমন দৌড়ে পালা-লেন কেন?

কুহা। বোধ হয়, কোন মৃত সৈনিকের অশ্ব দেখেছেন।

কিশো। (সহাস্যে) না না, ওঁর একটু পাগ-লের ছিট আছে,আমাদের পাগল মনে করেন।

সকলে। হা-হা-হা! (হাস্য)।

(গীত)

কোন্ পোড়া বিধি গড়িল গো এ পোড়া শাশুড়ী।
প্রণয় ট্রেনে যত কলিজন্ করে ঐ বুড়ী
আলু থালু তনুখানি ঢালি পতি-অঙ্গে,
রহি রহি মুখ চাহি কথা কহি রঙ্গে;—
"আজ আছ গো কেমন বাবা",
বলে দাঁড়ালো বুড়ী গুড়ি গুড়ি;—
আমি উঠে সরি ছুটে তাড়াতাড়ি,
আহা সে পড়ে গো দিয়ে মুড়ি॥
হলো হাতখানি ধরি সোহাগে সোহাগে,
গহনার কথাটী সবে ফেলিয়াছি বাগে,
অমনি, "ভাত খাবো না এস গো বৌ-মা—"
বলে হাঁকে মুখপুড়ী।
প্রণয়ে পড়িল বাধা,—
সে দিন আর হলো না দেওয়া বায়না চুড়ী॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দর্জ্জির দোকানের সম্মুখ।

সস্ত্রীক দর্জি।

(গীত)

লয়া গুজরাণ ভাঁনি লয়া গুজরাণ।
সৈতন্ সখে ঝাঁক্ জমকে জাকৃতিছি দোকান
জোনানা এলেম পারে ম্যাম্ বনিছে—
পিন্‌ছে সেমিজ সাট্,
দর্জ্জির মর্জ্জিতে হালে চল্‌ছি রূপের হাট ;—
গাঁট্ গাঁট্ গাঁট্ ছাঁট্‌ছি কাপর,
ফর্ ফর্ ফর্ ফাড়ি থান
কোটরচোকী থাঁদানাকী ক'নে আছু কেডা,
প্যাঁটটা ভুঁরি, শুট্‌কা দরি, কুঁজা-ঝুরি ঝেডা ;—
কাম্ হিয়া র মিস্ সিট তো ডাউন,
দেখামু নাইট গাউন ;—
পিনলি পরি চিন্‌বি না কেউ বল্‌বি পরীজান ॥
তেরে-কেটে তেরে-কেটে তেরে-কেটে তাক্
তাক্ তাক্‌সিন্ তাক ;—
ভুঁরি যাবি মুরে, দরি যাবি বেরে,
কুঁজ বুঝি যাবে, ঢাইকে খাঁদা নাক ;—
(আবার) জাকিটের ছাতি-ভরা
পাকিটেতে সুরত্ রাখ্‌বি টানে টান্।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বাবুরামের খিড়কীর বাগান।

কিশোরী, সৈরভ, কায়া, সুবাসা, রেণু, সুভুরু, কুহারা ও এলা।

এলা। নে ভাই, পোষাক তো পর্‌লি, কখন্ তোর হিড়িম্বা মশাই আস্‌বে? ততক্ষণ না হয় আমরাই তাস জোড়াটা নিয়ে বসি।

(হিড়িম্বার প্রবেশ)

হিড়ি। (Fie—fie!) ফাই—ফাই! অশ্লীল তাসের কথা কোথা থেকে কাণে এল কিশোরী?

কিশো। আমি নাম বদলে ফেলেছি, আপনি শোনেন নি? আমাদের বাবু অবশ্য সুচারুবাবুকে বলেছেন—তিনি কি আপনাকে বলেন নি?

হিড়ি। কি নাম হয়েছে?

কিশো। উলাঙ্গিনী! আপনি আমার গুরু, আপনার কাছে সভ্যতা শিখি, আপনি আমাকে উলু বলেও ডাকৃতে পারেন।

হিড়ি। তোমায় তো উলু বল্‌বই, তোমায় আমি কত ভালবাসি! কবে সে শুভদিন হবে, তুমি প্রকাশ্যরূপে আমাদের দলে আস্‌বে, আমি প্রতিদিনই তাই ভাবি।

কিশো। আপনি তো জানেন, শাশুড়ীর একটা কিছু এদিক্ ওদিক্ না হলে—

হিড়ি। কত বিলম্ব বোধ হয়?—শরীরের অবস্থা কেমন?

কিশো। ও হো—হো! সে কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না! এখনও খুব শক্ত আছেন, বাসন মাজা-টাজা ছেড়ে দিয়ে পুঁটী আমার সখী হওয়া অবধি তিনি একলাই এ সংসারের সমস্ত কাজ করেন।

হিড়ি। বেশ—বেশ ; তোমার একটী সখা হয়েছে, বেশ—বেশ ; আমার স্ত্রীলোক সখী নাই, সুচারুর দ্বারায় অনেকটা সে কাজ হয় ; আর এ দিকে বামাদাস ঝী ও শাশুড়ী দুয়েরি কাজ করেন।

কায়া। বামাদাস বাবুর মত স্বামী কটা পাওয়া যায়? আহা, উনি যদি এক সহস্র হতেন!

হিড়ি। বাবুরামবাবুর উন্নতি কেমন হচ্ছে? বামাদাসের সংসর্গে বোধ হয় তিনি আগেকার চেয়ে অনেক সভ্য হয়েছেন? কেমন উলু— তোমায় আগেকার চেয়ে ভালবাসেন কেমন? মায়ের চেয়ে অধিক মান্য করেন তো?

কিশো। তা সব করেন, কেবল ঐ তাঁর মা জ্যান্ত থাক্‌তে আমায় পুরোপুরি দলে নিয়ে যেতে রাজী হন না।

এলা। আবার বাক্যি আরম্ভ হলো,—তাস খেল্‌বি না?

হিড়ি। আবার তাসের কথা কে বল্লে? আমি আস্‌তেই ঐ তাসের কথা কাণে গিয়েছিল। ছি উলু—তুমি এখনও তাস খেল? তাসটা বড় কুরুচি; তবে দেখেছি, মিসেস্ পেজ পল্টনের সাহেবদের সঙ্গে বাজী রেখে তাস খেলেন, সেটা অবশ্য সুরুচি-সঙ্গত।

কিশো। তাস নয়?—তবে হিড়িম্বা মশাই কি খেলার কথা বলেছিলেন? এঁরা সব আপনার কথা-মতই খেল্‌বার পোষাক তৈয়ার করেছেন।

হিড়ি। ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, ক্রিকেট, বাইসিকেল-রেস্, এই রকম মহিলাদের জন্য অনেক কোমল খেলা ও আমোদ আছে; তা সে একটু প্রাক্‌টিস না কর্‌লে একেবারে হবার যো নাই। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকদের যথার্থ আমোদ পল্কা ইত্যাদি নাচ; তা সে আবার সকলেরই এক একটী পুরুষ সঙ্গী চাই। তবে এখনকার মতন আমি একটা সহজ খেলা ব'লে দিতে পারি, সকলেই পার—বেশ আমোদও হয়।

সকলে। কি কি কি?

হিড়ি। (Blindman's Buff) ব্লাইণ্ড ম্যান্‌স্ বফ্; যাকে বাঙ্গালায় কাণা-মাছি খেলা বলে।

সুবা। কাণা-মাছি! আমি সে ছেলেবেলা দাদাদের সঙ্গে অনেক খেলেছি, ভারি মজা হতো; কিন্তু এখন বড় হয়ে কি আর খেল্‌তে আছে—লজ্জা কর্‌বে না?

হিড়ি। লজ্জা কিসের? বড় বড় সাহেব মেমেরাও এ খেলা খেলেন, যুবতীরাও তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও ভাবী-স্বামী নিয়ে এ খেলায় যথেষ্ট আমোদ করেন। বড়ই সুরুচি-সম্পন্ন নির্দ্দোষ প্রমোদ, হাসির তরঙ্গ খেলে যায়।

সুবা। তবে ভাই এস খেলি—কে কাণা হবে?

কায়া। আমি ভাই আগে নয়।

এলা। আমি না—

রেণু। আমি না—

সুভু। আমি না—

সকলে আমি না—আমি না—আমি না।

হিড়ি। নিদেন একটী পুরুষ থাক্‌লেও ভাল হতো; বাবুরাম বাবু বাড়ী নাই?

কিশো। না, তাঁর আস্‌তে ঢের দেরি হবে, আজকাল তাঁর জ্বরের ঔষধের বড়ই কাট্‌তি হচ্ছে। আসামে কি কালা-জ্বর হয়েছে, বাক্স বাক্স ঔষধ রোজ সেখানে চালান যাচ্ছে; তিনি ভারি ব্যস্ত আছেন, মণি অর্ডার গুণে নিতে অবসর পান না বলেন।

এলা। তবে আর পুরুষ কোথায় পাব? তা হিড়িম্বা মশায়, আপনিই কেন কাণা হন না, আপনাকে পুরুষ পুরুষ মনে করে নিব, জুতোটুতো পায়ে আছে, সেই রকম গম্ভীরও অনেকটা।

রেণু। হঁ্যা, তা হিড়িম্বা মহাশয়ের যা বিদ্যা আর নামডাক—অনেক পুরুষেরও অমন নাই।

হিড়ি। (সহাস্যে) কিন্তু যা বল, তবু তো আমি পুরুষ নই! একটী পুরুষ আছে, যদি আপনারা রাজী হন।

সকলে। কে—কে—কে?

হিড়ি। আমার স্বামী বামাদাস বাবু।

কিশো। তিনি কি এসেছেন না কি?

হিড়ি। হঁ্যা, বাইরে আছেন, বল তো ডাকি।

এলা। এঁ্যা—তা—

হিড়ি। আপনাদের কোন ভয় নাই, তিনি পুরুষ বটে, ভদ্রলোকের সভায় বীর বলে পরি-

চয়ও আছে, কিন্তু অবলাদের সামনে এলে তিনি অতি কোমল হয়ে পড়েন ; তাঁকে পুরুষ ব'লে কিছুতেই চেনা যায় না।

কিশো। আপনি তাঁকে ডাকুন।

[হিড়িম্বার প্রস্থান।

কায়া। তোমার শাশুড়ী কিছু বল্‌বেন না ?

কিশো। তিনি ঐ জল খেতে ডাকৃতে এসে তাড়া খেয়ে গিয়েছেন, আর এদিকে বড় আস্‌বেন না। আর—

"আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে !"—এ নিয়ে কত হয়ে গেছে, প্রাণনাথ কারুর কথা গ্রাহ্য করেন নি ; আমায় গাড়ী ক'রে হিড়িম্বা ম'শাইদের বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে যান, বামাদাসবাবুও এখানে এসে দেখা করেন, উপদেশ দেন।

(বামাদাসকে লইয়া হিড়িম্বার পুনঃ প্রবেশ)

বামা। আমি অবলা ভগ্নীগণকে নমস্কার করি

সকলে। (নিম্নস্বরে) নমস্কার।

হিড়ি। ভগিনিগণ ! আপনাদের একটু লজ্জা হচ্ছে বোধ হয়, কেউ কেউ দেখ্‌ছি ঘোমটা টান্‌ছেন। ছি ছি ! তবে আর লেখাপড়া শিখেছেন কি,—লজ্জা অতি কুরুচি, লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিন ; আর দেখুন, ঘোমটা আর খেমটা একজাতীয় কং।।

বামা। বাস্তবিক ঘোমটা দেখ্‌লেই আমার খেমটা মনে পড়ে, আর হৃদয়ের অশ্লীল-লতায় কুরুচি ফুল ফুটিতে থাকে। আর যদিই লজ্জা করিতে হয়, তা আমাকে কেন ? আমি সম্প্রদায়ের ভিতর কান্না অনুতাপ তুলে দিয়ে বীরভাব প্রবেশ করিয়েছি বটে, অসভ্য পৌত্তলিকদের সঙ্গে আমি সদাসর্ব্বদা ঘুষোঘুষী করিতে প্রস্তুত বটে, কিন্তু অবলাদের কাছে আমার কোন পৌরষই নাই। আমি যেমন প্রেয়সীভগিনী হিড়িম্বার ভৃত্য, তেমনি আপনাদেরও সেবকশ্রী বলিয়া জানিবেন।

হিড়ি ক্যাপিটেল্ ক্যাপ্পিটেল্—বামাদাস ডিয়ার !

কায়া। ওঃ! প্রাণনাথ বটে—প্রাণনাথ বটে !

জগতে হইত যদি সবে বামাদাস।
নারী-পূজা ধর্ম্ম তবে পাইত প্রকাশ॥

হিড়ি। এখন এস, খেলা আরম্ভ হোক্, বামাদাসই কাণামাছি হবে, এস, তোমার চোখে রুমাল বেঁধে দিই।

বামা। দেবে দাও, কিন্তু কিছু আবশ্যক করে না, ভগিনীদের কাছে আমি এমনিতেই অন্ধ।

কিশো। দেখুন বামাদাস বাবু, আমার নাম তো জানেনই, আর কায়া-ঠাকুরাণীকেও চেনেন ; এঁর নাম এলা, এঁর নাম রেণু, এই সুবাসা, এই সুভুরু, এই কুহারা ; আয় পু'টী আয়, তোকে নিয়েও খেল্‌ব, তুই তো সখী হয়েছিস্।

বামা। (সোৎসাহে) কি ভগিনী সৈরভ ?

হিড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভগিনী সৈরভ। তা লাফিয়ে উঠ্‌ছো কেন ? (Miserable old wretch) মিজারেবল্ ওল্ড রেচ ! নাও, এখন সব চিনে রাখ্‌লে ? যে তোমায় ছোঁবে, তার নাম ব'লে দিতে পার্‌লে চোখ খুলে দিব। (রুমাল দ্বারা চক্ষু বন্ধন)

(ফুলের ছড়ি দ্বারা মহিলাগণের একে একে বামাদাসকে স্পর্শ)

কিশো। কে ?

বামা। ভগিনী—ঐ যে কি বল্লেন—ভগিনী পেলারাম।

সকলে। (হাস্য)

হিড়ি। দূর দগ্ধানন ! এলাকে পেলা—এবার কে ?

বামা। এবার চিনেছি চিনেছি চিনেছি—সেই ভগিনী বেণু।

কিশো। না রেণু না, এইবার কে বল দেখি ?

বামা। এবার ঠিক ধরেছি, সেই ভগিনী—সেই ভগিনী চৌকোপানা।

সকলে। (হাস্য)

ঝী। (সজোরে চপেটাঘাত)

বামা। উঃ-হু-হু-হু! এ তো উল বোনা হাত নয়, এ কোন্ ভগিনী ? তা হোক্,মারুন মারুন্ উজ্জ্বলে মধুরে মিশেছে, চাপড়ে জ্বলেও যাচ্ছে মিষ্টিও লাগ্ছে,ভগিনীগণ মারুন ঠকাঠক্ ঠোক্কর, চটাচট্ চাপড় মারুন; হিড়িম্বার শিক্ষাগুণে অবলার প্রহারে আমার এখন কোন ক্লেশ হয় না

কিশো। নে ভাই, খেলিস্ তো খেল্,—পিছিয়ে পড়িস্ কেন ?

কায়া। হ্যাঁ, তা বই কি, তা বই কি—ওই ভ্রাতা মাছি, ধর দেখি ভাই—আমরা তোমার সামনে সামনেই আছি।

সকলে।—

গীত।

সামনে সামনে আছি, দেখে না কাণা-মাছি,
পিছে পিছে মিছে ঘুরে মরে।
ধীরে ধীরে চ' ভাই ধীরে ধীরে চ',
শিরে ঠোক্কর মেরে তফাতে র,
হো-হো-হো! হো-হো-হো-হো!
ছুঁতে ছুঁতে ভাই পড়েছি সরে॥
দে পাক্ দে পাক্ দিদি দে পাক্ দে পাক্,
ছোঁবে না ছোঁবে না মাছি লো পাবে না ফাঁক,
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলি ছেঁকে ধরে,—
আট্‌কালে ঝট্‌কা দিব জোরে কাবু করে॥

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্ন।(সভয়ে ও বৌ-মা,সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ! পুলিশে বাড়ী ঘেরাও করেছে, বাবুরামকে বেঁধে এনেছে!

হিড়ি। সে কি, এঁ্যা!

অন্ন। ওগো, আমার বাবুরাম যে কিছু জানে না গো, কে কার ঔষধ জাল করেছে, বাবুরামকে ধরেছে।

কিশো। এঁ্যা! প্রাণনাথ বন্দী—বন্দী!

অন্ন। ওগো, কে রক্ষা করবে গো? মতিকে খবর দেওয়া হয়েছে,—ওগো, থানার লোক বুঝি এখানেও আস্‌বে।

কিশো। এঁ্যা! এই রাজান্তঃপুরেও সৈন্য প্রবেশ করবে? সখি সখি, তবে আমি কোথায় মূর্চ্ছা যাব?

অন্ন। ও বৌ-মা, ও বৌ-মা, এদিকে এস, শোন

হিড়ি। (জনান্তিকে) যাও যাও এগিয়ে গিয়ে শোন, আমি বামাদাসকে আড়াল করে রাখি।

কিশো। (অগ্রসর হইয়া) কি, কেন তুমি এখানে?

অন্ন। সরে এস। (সকলে অন্নপূর্ণার নিকট গমন) ও মা, সর্ব্বনাশ হয়েছে,—ওষুধে কি জাল ধরা পড়েছে। পুলিশ এসে বাড়ী ঘিরেছে!

বামা। প্রিয়ে, খেলা বন্ধ হলো কেন? ফিস্‌ফিস্ শব্দ হচ্ছে কেন? কোনরূপ পবিত্র প্রণয় হচ্ছে না কি?

হিড়ি। তুমি এইখানে একটু গুঁড়ি মেরে থাক, আমি আস্‌ছি।

কিশো। এঁ্যা,প্রাণনাথ বন্দী—বন্দী! সরে যাও, আমি মূর্চ্ছা যাই!

অন্ন। ও বাছা, তোরা সবাই এ পাগলের মেয়েকে টেনে টুনে নিয়ে আয়;—মতি এলেই একটা উপায় হয়।

[কিশোরীর হিষ্টিরিয়ার ভাবাভিনয় ও তাহাকে ধরিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

বামা। হিড়িম্বার হুকুম না পেলে চোখও

খুল্‌তে পাচ্ছি না, কিছু বুঝ্‌তেও পাচ্ছি না। অবলারা আমায় নিয়ে আর কোন পবিত্র আমোদ করিবার পরামর্শ কচ্ছেন বোধ হয়। (ইতস্ততঃ যাইতে যাইতে) কোথা গেলে প্রিয়ে হিড়িম্বা— ভগিনী প্যালারাম—কই কথা কও না যে, কই কেউ নাই না কি? ভগিনী ঝি, কি নাম তোমার—সৈরভ না? 'যদি একাকী থাক তো আমার মাথায় চার চড় বসিয়ে দাও, আমি তোমায় ধ'রে আবার আলো দেখি।

(হেড-কনেষ্টেবল্ ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

হে-ক। (নিম্নস্বরে) খুব সাবধান—মেয়েদের ভুলিয়ে শীলমোহর-টোহরগুলো বা'র কর্ত্তে হবে।

কন্। (বামাদাসকে দেখিয়া) আরে, এই একড়া বাবু না? জোনানার মধ্যি-আসি ছিপাইছে।

হে-ক। জুড়ীদার আসামী বুঝি, ধরা তো যাক্।

কন্। এই (বামাদাসের মস্তক স্পর্শ)

বামা। এইবার—এইবার ধরেছি। (পাহারাওয়ালাকে ধরিয়া) এ তো ভগিনী সৈরভ না হয়ে আর যায় না। সৈরভ—সৈরভ!

কন্। আরে, সৈরভ কেডা রে? ছারান দে—

বামা। গলা বদলালে কি আমায় ঠকাতে পার্‌বে? মুখে হাত দিলেই আমি চিন্‌তে পার্‌বো।

কন্। ও রজনী বাবু, এ যে এ'করে ধ'রে দারী নারা দিইছে—এ হালার মামু চোখে ফ্যাটা বাঁধি কি মস্করা কর্‌ছে?

হে-ক। (বামাদাসের চখের বন্ধন খুলিয়া) তুমি কে? বাবুরামের সঙ্গে মিলে জুচ্চুরি ক'রে এখন কি নেকামো কচ্ছো?

বামা। বা-বা-বা! ব্লাইণ্ড-ম্যান্ হতে হতে (Maspuerade) মাস্কুরেড হচ্ছে দেখি যে! সেই ইংরাজদের ছদ্মবেশের খেলা।

হে-ক। এই খেলা দিই—নিয়ে চল।

বামা। বটে! প্রিয়তমা ভগিনী হিড়িম্বা, তুমি নিজেই হেড-কনেষ্টবল্ সেজেছ? আচ্ছা! সুন্দর মানিয়েছে!

কন্। এড়া বাউরা না কি—না সব্বার খায়ে এমনডা কর্‌ছে?

হে-ক। নিয়ে চল; কিশোর বাবুর কাছে গেলেই পাগ্‌লামো মাতলামো বেরিয়ে যাবে এখনই।

বামা কিশোরী? ভগিনী উলাঙ্গিনী! তিনি কোথায়?

কন্। ও হালা—তুমি ইনিস্পেক্টর বাবুরে বুনিরি গালি দিছো? (রুলাঘাত)

বামা। উঃ-হু-হু হু-! ভগিনী ঝি, তোমার রুলেও কি পবিত্র প্রেম!

কন। চ হালা চ। (রুলাঘাত)

বামা। ছি ভগিনি! ছি হিড়িম্বা! দাড়ী খুলে ফেল, ও ভাল দেখাচ্ছে না—(পাহারাওয়ালা কর্ত্তৃক আকর্ষণ) টান কেন? ভগিনী এলা—ভগিনী উলাঙ্গিনি—

কন্। ও হালা, এত বগ্নী পালা কনে?

বামা। উঃ হুঁ-হুঁ-হুঁ! সৈরভ—ভগিনী, তুমি রসুন খাও। উঁঃ আঃ—ছি ছি—হিড়িম্বা—ছি ছি সৈরভ!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

বাবুরামের বহির্ব্বাটী

ইন্‌স্পেক্টর, মতিলাল, মাধবচন্দ্র ও বাবুরাম ইত্যাদি।

মতি। কিশোর বাবু—আপনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান, সাধারণ পুলিশের মত নয়; অফিসারও খুব ভাল। আপনাদের রায়-বাহা-

ত্তরের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে, তাঁর মুখে সর্ব্বদা আপনার প্রশংসা শুন্‌তে পাই, ভদ্র-সন্তান—ছেলে মানুষ না বুঝে সুঝে একটা কাজ ক'রে ফেলেছে, মিটে গেলেই ভাল হয় না?

ইন্‌। আমার তাতে আপত্তি কি বলুন, এ ত আর (Cognizable) কগনেজেবল্‌ কেস্‌ নয়, ফরিয়াদী ইচ্ছা কল্লেই মিটিয়ে ফেল্‌তে পারেন। এই মাধববাবুই হচ্ছেন ফরিয়াদীর এজেণ্ট, ইনিই ওয়ারেণ্ট বা'র করেছেন, এরই (Identification) আইডেণ্টিফিকেসনে আমি ধরেছি।

মাধ। না মশাই, ছেড়ে দেওয়া হতে পারে না, এ রকম জুচ্চুরি ক্রমে বড় বেড়ে যাচ্ছে। কেন বাবু, এমন কাজটা আপনি কর্‌লেন? খবরের কাগজ লিখ্‌ছিলেন—মস্ত পদ; এখন দেখ্‌ছি, কাগজ-টাগজ আপনার সব মিছে, কেবল এই জুচ্চুরি ঔষধের বিজ্ঞাপন দিবার একটা ফন্‌।

বাবু। তুমি জান, কার সঙ্গে লেগেছ? আমি গোটাকতক আর্টিকেল লিখ্‌লে তোমার লালমোহন সার ঔষধ কেউ ছোঁবে না।

মাধ। তা আপনি দুশটা আর্টিকেল লিখ্‌বেন, আপনার লেখায় আর লালমোহনবাবুর ঔষধের মান যাবে না; যে আসামে বাক্স চালানে ধরা পড়্‌লেন, সেই আসাম গভর্ণমেণ্টই "সর্ব্বজ্বর-গজ-সিংহের" বিষয় কিরূপ কিরূপ পত্র লিখেছেন দেখ্‌বেন; সবই ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দাখিল হবে।

বাবু। আর ইন্‌স্পেক্টর বাবু, আপনিও সাবধান, গভর্ণমেণ্টে তিন কাপি ক'রে আমার কাগজ যায় জানেন তো?

মতি। নে নে থাম—আর বাচালপনা কর্‌তে হবে না, ভারি মুরোদ!—কিশোর বাবু, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না, ওর মাথা খারাপ না হ'লে এমন কাজ করে? আচ্ছা করলি কর্‌লি একটা নূতন নাম দিলেই তো হতো, একজন ভদ্রলোকের একটী চলিত কাজ রয়েছে, তার নকল কেন?

বাবু। সে ঢাকার পেটেণ্ট, আছে, এখানে তার কি?

মতি। তা বই কি! এডিটার সাহেব কি না —আইনে একেবারে টন্‌টনে দখল আর কি!

বাবু। আর ঠিক তো আমি সেই নাম রাখি নি, লালমোহন সার "সর্ব্বজ্বর-গজ-সিংহ," আমি করেছি, "সর্ব্বজ্বর-হরগজ-সিংহ।"

মাধ। আজ্ঞা হ্যাঁ, সে একটু চালাকি, যা দস্তুর আছে, তা করেছেন; লেবেল্‌ টেবেল্‌ সবই এক, শুধু খুদে খুদে অক্ষরে "হর" কথাটী মাঝখানে জুড়ে দিয়েছেন।

মতি। আচ্ছা, দুষ্টুমিতে তো বুদ্ধির অপ্রতুল হয় না, এই বুদ্ধিটুকু সোজা কাজে চালালেউ তো হয়; যদি ঔষধই তোর ঠিক হবে, তবে নিজে একটা নূতন নাম তৈয়ার ক'রে দিলিনি কেন? না, তা হলে চল্‌বে কেন—সে আবার উনুন জ্বাল, চাল চড়াও, এত ল্যাটা করে কে —একজনের দিব্য বাড়া ভাতটী আছে, তা থেকে নুলো বাড়িয়ে গাল ছুচ্চার চোরা গরাস মেরে নেওয়া!

মাধ। মহাশয় অতি সজ্জন, যথার্থ আজ্ঞা করেছেন। লালমোহন সার ঔষধগুলির নামটা না কি যথেষ্ট হয়েছে, বোধ হয় সন্ধান পেয়েও থাক্‌বেন যে, সময়ে সময়ে দিন চার পাঁচ শ টাকার মনি-অর্ডার পর্য্যন্ত এসে থাকে, তাই মনে করেছিলেন, ধাঁ ক'রে কতকগুলো বেচে নিয়ে কিছু মাল ক'রে নিবেন। প্রোপ্রাইটার ঢাকায় থাকেন, ধরা পড়্‌বার ভয় ছিল না,—আমি যে এখানে এজেণ্ট ব'সে আছি, তা জান্‌তেন না। বাবু, আপনি বা কত চালাক, লালমোহনবাবুর "দক্রু হুতাশন" যে জাল করে, সে আপনাকে হাটে বেচে কিনে আস্‌তে পারে, এই মাধবচন্দ্রই তাকে তিনমাস মেয়াদ খাটিয়েছে। এই লাইস্‌কে জিজ্ঞাসা করুন, সেই অবধি সে টিট্‌ হয়ে গেছে।

মতি। সে যা হোক্‌ মশাই, এখন যাতে মিটে

যায়, তার উপায় বলুন ; কিছু নাই—যদি কিছু পেয়ে থাকেন, তা মণ্টিথের বাড়ীর জুতোয়, ফেলপ্সের বাড়ীর জামা আর উইলসন্ হোটেলের খানায় গেছে। বাড়ীর জন্য যে দু এক ভরি সোণা কিন্‌বেন, সে বুদ্ধিও নাই ; কতকগুলো ছেঁড়া রঙ্গিন নেকড়া আছে আর গোচ্চার কাটরা কিনে শোবার ঘরটী সাজিয়েছেন। গৃহস্থের ছেলের ইংরাজী চাল হয়েই সর্ব্বনাশ কর্‌লে আর কি !

মাধ। আমি এজেণ্ট মাত্র, এই জুচ্চুরি ধরবার জন্যই নিযুক্ত, মিটাবার একৃতিয়ার নাই। তবে এক সুবিধা—সকালে একখানা টেলিগ্রাম পেয়েছি যে, লালমোহনবাবু আজ রাত্রের ট্রেনে কলিকাতায় পৌঁছিবেন, চলুন তাঁদের কলকেতার বাসার দিকে একবার ; আপনি যেরূপ ভদ্রলোক, পরোপকারী, মিষ্টভাষী, আপনি বুঝিয়ে দু কথা বোল্লে বোধ হয় তিনি রেহাই দিলেও দিতে পারেন। আপনারা তাঁরে জানেন না, লোকটী বড় সদাশয়।

মতি। সাক্ষাৎ আলাপ নাই বটে, তবে সৎকর্ম্মে বেশ ব্যয়ভূষণ আছে শুনেছি।

বাবু। মিছে কথা। আমি দুর্ভিক্ষের চাঁদা চেয়ে পাঠিয়েছিলেমতা আমায় লিখে পাঠিয়েছিল যে, "আমরা এই ডাহাতেই যথেষ্ট চাউল বিতরণ কচ্ছি, আর নগদ কিছু দিতে হয় তো গভর্ণমেণ্টের আতে দিব।" জোচ্চোর ! জোচ্চোর !

মতি। নে বাবুরাম, তুই হাসালি !

(বামাদাসকে লইয়া হেড কনেষ্টেবল ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

হে ক। বাবু, এই বাড়ীর ভিতর ঢুকতে একটা কুলঙ্গীর ভিতর থেকে খানকতক বিজ্ঞাপন আর কতকগুলো লেবেল পেলাম ; আর এই একটা লোক চখে কাপড় বেঁধে বাড়ীর ভিতর ছিল,—সত্যি পাগল কি আসামীর মদৎকার, ধরা প'ড়ে পাগ্‌লামী কচ্ছে, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

কন্। দাগী বদ্‌মাস হুজুর, হালা মোরে এঁকরে ধইরে বেইজ্জত কর্‌ছে, চুমা দিতি আসে, মোর জাত খাইবার চায়।

ইন্। কে তুমি ?

কন্। লও হালা, মোরে ত পুঁটী বানাইছ, রজনীবাবুরে কর্‌ছো কবিলা, ইন্‌স্পেক্‌টর বাবুরে ফুকু বল্‌বা না নেকা কর্‌বা ?

বামা। ভ্রাতঃ ইন্‌স্পেক্‌টর ! হেড-কনেষ্টবল ভ্রাতা ও ভ্রাতা পাহারাওয়ালা আমার শরীরকে কেন আবদ্ধ করেছেন, বল্‌তে পারেন ?

কন্। ও হালা, রুলের গুঁতা খাইয়া কবিলা বুহিন ছাড়ান দিয়া এ্যাহন বাই কইছ !

বামা। (কম্পিতস্বরে) হে—পাহারাওয়ালা—ভ্রাতা——

কন্। ইঃ ! হালার গলায় এ্যাহন গিট্‌কিরি বল্‌ছে দ্যাখ্‌ছ ?

মতি। বামাদাস বাবু না? একি—এর্ম্মে তেরি মেরি গেল কোথা ? পুলিশের হাতে প'ড়ে এখন বকেয়া সুর ধরেছ না কি ?

(হিড়িম্বার প্রবেশ)

হিড়ি। এই যে বামাদাস ডিয়ার, চল আমরা বাড়ী যাই। এ সব ক্রিমিন্যাল ব্যাপারে আমাদের থাকা উচিত নয়।

বামা। ভগিনী হিড়িম্বা, তোমার আশ্রয়ে থেকে আমি আজ পুলিশের হাতে অপমানিত হলেম। আমি তোমার কুসুম-সুকুমার চিবুক মনে ক'রে এই জমাদার ভ্রাতার দাড়ী খুল্‌তে গিয়েছিলেম।

কন্। অ্যাহেন বিবি, তোমার ষাইনি আমা জাত খাইবার গিইছিলো।

মতি। ও পাহারাওয়ালা সাহেব, এরা ভাই-ভগ্নী নয়, স্ত্রী-পুরুষ।

কন্। ওঃ ! এই বিবি ওনার কাবলা ! তবে যে রজুনী বাবুরী কবিলা বলি ধর্‌ছিল, ঠিক কর্‌ছিল ; বিবি দশবাজে জমাদারকো রেঁ'দ,

একটা বক্‌রা গিয়া থানামে, দোঠো মাতোয়ালা, তেল বাত্তি ঠিক হ্যায়, বদমাস্‌ হাজির—খবর আচ্ছা হ্যায় খোদাবন্দ! সেলাম বিবি, আপ জমাদার হওয়ার লায়েক বটে!

ইন্‌। হ্যাঁ মতিবাবু, এরা সব কে? বাবুরাম বাবুর (Accomplice) একম্‌প্লিস্‌ না কি?

হে-ক। মদৎকার বৈ কি—নইলে অন্দরের ভিতর কি কচ্ছিল?

মতি। হ্যাঁ বামাদাস বাবু, তুমি বাইরের লোক, বিধর্ম্মী, তুমি ভদ্রলোকের বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলে কেন? বাবুরাম পর্য্যন্ত বাড়ী ছিল না, তুমি মেয়ে-মহলে কি কচ্ছিলে? আর তোমার স্ত্রীকেই বা সেখানে নিয়ে গিয়েছিলে কেন?

বামা। অদ্য বাবুরাম বাবুর পৌত্তলিক অন্তঃপুর পবিত্র! সেখানে ভগিনী মেলা হইয়াছে, অবশ্য তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণ ভগিনী নহেন, এখনও অর্দ্ধভগিনী; কিন্তু আজ সকলে প্রেমশান্তি-রসে ডগমগ হইয়া প্রীতি-খেলা খেলিতেছিলেন; আমি অন্ধমক্ষিকা হইয়াছিলাম, ভগিনীগণ প্রেমচক্রে ঘূরিতে ঘূরিতে আমার মাথায় পবিত্র ঠোক্কর মারিতেছিলেন।

মতি। হ্যাঁ বাবুরাম, একেবারে অধঃপাতে গেছ, আর জাতি-কুলের ভয় নাই? একজন যে সে পুরুষমানুষ এসে অন্দরে ঢুকে তোমার স্ত্রী ভগ্নী ভাজ এঁদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কাণামাছি খেল্‌ছে! অবশ্যই তোমার সম্মতি আছে, নইলে কি ওর সাহস হয়?

বাবু। বামাদাস বাবু অতি উন্নতিশালী পবিত্র লোক, কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে ওঁর বাড়ীর ভিতর যাওয়াটা ভাল হয় নাই।

হে-ক। ছি ছি—কি রকম লোক তুমি হে? ভদ্রলোকের মেয়েদের মার মতন দেখ্‌তে হয়, তুমি সেখানে গিয়ে চোখ-ফুটাফুটী খেল?

বামা। ভ্রাতা হেড-কন্‌ষ্টেবল, তুমি আর আমায় স্ত্রীলোকের সম্মানের শিক্ষা দিও না; মাতৃভাব হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ভাব, মা বল্লেই বৃদ্ধা মনে হয়, সুতরাং সে সম্বোধনে এক প্রকার সুন্দরীদিগের অপমান করা হয়; আমি সমস্ত সুন্দরীজাতিকে পবিত্র ভগিনীভাবে দেখি।

মতি। হ্যাঁ, আর ওদিকে সুন্দরীরাও স্বামীকে "ছি ভাই" বল্‌তে আরম্ভ করেছেন, সম্পর্কটা অনেক দূর এগিয়ে এসে থাকে। ইন্‌স্পেক্টর বাবু, ঠিক এই ঔষধের কাজে এঁদের কোন ষড়্‌যন্ত্র আছে কি না, বল্‌তে পারি না, কিন্তু এঁদের সংসর্গেই বাবুরামের সর্ব্বনাশ হলো।

বামা। মতিবাবু, 'এঁদের' কাকে বল্লেন, স্পষ্ট ক'রে বলা ভাল।

মতি। তুমি আর তোমার—কি বল্‌বো—ইনি তোমার ভগিনী না স্ত্রী না মনিব? এঁরই সংসর্গে আর কি!

বামা। বটে বটে! বলুন বলুন, আর কিছু বল্‌বার আছে? আমার স্ত্রী বাবুরাম বাবুর সর্ব্বনাশ করেছেন বল্‌ছেন—

মতি। হ্যাঁ, তোমাদেরই কুপরামর্শে।

বামা। দাঁড়ান দাঁড়ান, টুকে রাখি। "সর্ব্বনাশ—কুপরামর্শ;" ইন্‌স্পেক্টর বাবু, আপনি গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, মতিবাবু যা যা বলেন, আপনার পকেট-বইয়ে টুকে নিবেন। বলুন মতিবাবু—বলুন; সর্ব্বনাশ বলেছেন, কুপরামর্শ বলেছেন, বোধ হয়, আপনি বল্‌তে চান যে, আমার স্ত্রী বাবুরাম বাবুর চরিত্র খারাপ করেছেন।

মতি। হ্যাঁ, তা করেছেনই তো; তোমাদের মতে উন্নতি হতে পারে, কিন্তু আমাদের হিন্দুর চখে লোকাচারত্যাগকে কুচরিত্র বল্‌বো বই কি।

বামা। হ্যাঁ, তা হলে বল্‌বেন বই কি যে, আমার স্ত্রীও অসচ্চরিত্রা।

মতি। সে আমি কি জানি, তুমি জান।

বামা। না না, বলুন না, সব সহ্য করবে, আমার রাগ হবে না। ইন্‌স্পেক্টর বাবু, কথা-গুলো টুকে নেবেন, সাক্ষী দিতে হবে; হেড-কনেষ্টবল বাবু, পাহারাওয়ালা সাহেব, তোমাদেরও সাক্ষী দিতে হবে,মনে রেখ। মতি বাবু, থাম্‌লেন কেন?

হিড়ি। আমারও রাগ নাই; উনি বোধ হয় ইচ্ছা করেন যে, আমায় মাতাল বলেন।

মতি। মা ঠাকরুণ, আমি কিছু বলিনে, তোমরা আমাদের মেয়েদের মত লজ্জা-সরম কর না, রাস্তা ঘাটে বেরোও—

বামা। ইন্‌স্পেক্টর বাবু, লিখুন লিখুন "রাস্তায় বেরোন" (Walking the streets, Walking the streets), ওয়াকিং দি ষ্ট্রীটস্, ওয়াকিং দি ষ্ট্রীটস্,ইংরাজী কল্লে কথাটার আর একটা অর্থ দাঁড়াবে।

হিড়ি। আর কি মশাই?

মতি। পুরুষের দল মেশা—মদ্দানী চাল—

বামা। চলুক—চলুক—

মতি। [illegible]

কি তোমরাই জান। মোদ্দাৎ যে সব কাজ আমাদের হিন্দুর চক্ষে ভাল লাগে না।

বামা। ইন্‌স্পেক্টার বাবু, আপনি লিখ্‌লেন না, আচ্ছা, ক্রস্ একজামিনে সব বেরিয়ে পড়্‌বে। একবার চার্জ্জগুলো শুনে রাখুন; কুপরামর্শ দেওয়া—সর্ব্বনাশ করা—চরিত্র খারাপ করা—ওকে (Seduction) সিডক্সন বল্লেও বলা যায়; তার পর (Walking the streets) ওয়াকিং দি ষ্ট্রীটস্,মদ্দানী চাল—ভাল,কৌন্সলি হ'লে এটার মানে (Loss ef modesty) লস্ অফ্ মডেষ্টি ক'রে নিতে পারবে। হ্যাঁ,তার পর পুরুষের সঙ্গে মেশামিশি—সভায় যাওয়া—মতি-বাবু, কোন্ সভা মিন করেছেন, তা বল্‌তে পারিনে, অবশ্যই কুভাব ছিল; আর ঘোড়ায় চড়া, তা হ'লে সার্কাস-অলিও হতে পারে; (Circus woman) সার্কাস উওম্যান কারা হয়, ইন্‌স্পেক্টর বাবু বুঝ্‌তে পেরেছেন? ঢের হয়েছে —মতি বাবু, আর আপনি না বল্লেও আমার ক্ষতি নাই; আমার যে এটর্ণী আছেন, তিনি এই কথা থেকেই সব ক'রে নিতে পার্‌বেন। ডিয়ার ডিয়ার হিড়িম্বা, তোমার হাত দাও, (I Congratulate you) ওঃ (Grand Defamation case) আই কনগ্রাচুলেট ইউ, ওঃ গ্রাণ্ড ডিফামেসন কেস্! মতিবাবু, আপনার একখানি ভদ্রাসন আছে বোধ হয়? এখন ষষ্ঠী বাবুর নামে বন্ধ রেখে আগে এই কেসটা করা যাক্। ওঃ! দয়াময়—দয়াময়! এদিকে দুর্ভিক্ষ, তার উপর এই কেস, প্রিয়ে, গাও গাও, এস,গাইতে গাইতে যাই।—

(গীত)

করুণার নাইকো সীমা কি মহিমা,
ওহে হয় না বীমা নিরাকার।
ফেমিনে মরবে নেসন্, তার উপরে ডিফামেসন্,
কবরে কতক যাবে, বাকি যারা কারাগার॥

[illegible] প্রস্থান।

ইন্। ছি ছি, এ সবে আর ভগবানের নাম কেন?

মতি। তা এ পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যত অনিষ্ট হয়েছে, অধর্ম্ম নিজ মূর্ত্তিতে তার লক্ষ অংশের এক অংশও করিতে পারেনি। হিন্দু-ধর্ম্মেরও যে এত দুর্দ্দশা, স্বার্থপর ভণ্ডদের উৎপাতই তার সূত্র। আবার যেমনি একটু হিন্দু-য়ানীর দিকে ইংরাজীপড়া লোকেরদের মন ফিরেছে, অমনি তারই ভিতর সুড় সুড় ক'রে ব্যবসাদারের দল ঢুক্‌ছে। ঐ বাবুরাম যে পেটেণ্ট ঔষধের ফন্ করেছিলেন, তাও আজ-কাল অনেক যায়গায় ধর্ম্মের নামে বিক্রয় করা হয়; "অদ্ভুত সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক লঙ্কা হইতে লম্ফ-প্রদানে আনীত এই মহৌষধ ব্যবহার করিলে ঘামাচি মরিয়া গিয়া রাতারাতি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, প্রতি কৌটার সঙ্গে এক একটী নীলপদ্ম

উপহার;" এই রকম সব বিজ্ঞাপন বার করা হয়! চৈতন্যদেবের অমন মধুর ভাব গোঁড়ার জ্বালায় কি মাটীই না হলো! (Papist) পেপিষ্টদের (Inquisition) ইন্‌কুইজিসনের কথা তো পড়েই-ছেন। আবার দেখুন, যে রামমোহন রায়ের গান অতি নিষ্ঠাবান্ বৃদ্ধ হিন্দুরাও ভক্তিভরে শুনে আনন্দ করিতেন, যে কেশব সেন (My God) মাই গড! কি জগদীশ্বর! ব'লে ডেকে উঠ্‌লে বোধ হতো যেন সামনেই ভগবান্ বিরাজমান! আর সেই ডাক শোন্‌বার জন্য লোকে ব্যাকুল হয়ে ছুটতো, যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লোকে হিন্দু যোগীর সর্ব্বোচ্চ সম্মান "মহর্ষি" উপাধি প্রদান করেছে, যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখ্‌লে মনে আবার নবদ্বীপের ভাব উদয় হয়, তাঁদের সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম, যা অবলম্বন ক'রে আজও অনেক পবিত্র-হৃদয় সাধু ধর্ম্মপিপাসু যুবক ধীরে ধীরে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হচ্ছেন, সেই ধর্ম্মকেই কতকগুলি মূর্খ ভণ্ড তাদের স্বার্থসিদ্ধি ভোগ-তৃপ্তি ও বিলাস-স্ফূর্ত্তির আবরণ করে যেখেছে। তা কি জানেন ইন্‌স্পেক্টরবাবু, ডাক্তারেরা যেমন অতি দুঃস্বাদু কালো পিল্‌গুলোতেই রূপার পাত মুড়ে দেন, মানুষে তেমনি অতি কুৎ-সিত কাজগুলোর উপরেই কর্ত্তব্যের (Coating) কোটীং, ধর্ম্মের তবক বসাবার চেষ্টা পায়।

মাধ। বাঃ বাঃ! মতিলাল বাবু আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমি চরিতার্থ হলেম। অতি জঘন্য দুর্গন্ধ পদার্থে যে সার হয়, তারই গুণে বাগান আলো করা গোলাপ ফুল ফোটে! বাবুরাম বাবু ঔষধ-জালরূপ জঘন্য কাজ কল্লেন, কিন্তু সেই সূত্রে আমি আপনার মতন গোলাপ-ফুলের দর্শন পেলেম। আসুন, আপনার খাতিরে আমি নিজে এই মোকদ্দমা মেটাবার জন্য লালমোহন বাবুর হাতে ধর্‌বো, আর আপনার মুখে এইরূপ দুটো একটা ধর্ম্মের কথা শুনলে তিনি একবারে গলে যাবেন, আমায় আর বেশী কছু কর্‌তে হবে না।

মতি। তবে কিশোরী বাবু দয়া ক'রে একটু চলুন; আপনার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে,—তা দেখি চেষ্টা ক'রে যদি কিছু (উৎকোচ স্বীকার ইঙ্গিত)

ইন্। ও সব কথা বল্লে আমার কাছে কাজ পাবেন না। আপনি রায়-বাহাদুরের নাম করেছিলেন না? আমাদের সার্ভিসে দুজন আছেন, কাকে মিন করেছেন বল্‌তে পারি না, কিন্তু আপনি জানেন তো, তাঁদের একজনও ঘুষখোর ইন্‌স্পেক্টরের সুখ্যাতি করেন না।

মতি। (অপ্রতিভভাবে) মাপ কর্‌বেন, আমি চিন্‌তে পারিনে; চল বাবুরাম।

বাবু। আর গিয়ে কি হবে? বামাদাস বাবু যখন আমার অনাগততে বাড়ীর ভিতর গিয়ে অর্দ্ধ-মক্ষিকা খেলেছিলেন শুনেছি, তখনই আমি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে মনে করেছি, সন্ন্যাসী হব, উলাঙ্গিনীরও অনেক দিন থেকে সাধ সন্ন্যাসী সেজে ভিক্ষা করে।

ইন্। এঁর কি কিছু বাইয়ের ছিট আছে

(উলাঙ্গিনী ও সখাগণ গান গাইতে গাইতে প্রবেশ)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা—
জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
দেখাব সবারে রূপের আলা—
জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
দোলাব গলেতে মাতিয়া মালা—

মতি, ইন্, মাধব। (সবিস্ময়ে) এ কি এ—এ কি এ!

কন্। (সভয়ে) আম—আম—হাঁচুর আম—হাঁচুর আম—অক্কে কর—অক্কে কর—পরী আইছে—এডা হানাবারীরে হানাবারী! ইন্‌স্পেক্টর বাবু, মুই বুড়া অইছি, আমার পেন-সিল মঞ্জুর করায়ে দেন, এ কেলার চাকরী মুই আর করমু না।

মতি। এ কি এ! হ্যাঁ গো, তোমরা কি একেবারে লজ্জার মাথা খেয়েছ?

কায়া। যখন একজন প্রাণনাথ বন্দী, তখন আমাদের লজ্জা কি?

মতি। ও কায়া, তুমি কি বল! বাবুরাম যে তোমার মামাতো ভাই।

কায়া। (উদাসভাবে) হবে;—কিন্তু উনি তো সখীর প্রাণনাথ, তা হলেই হলো; যে রকমে হোক্, ওঁতে তো প্রাণনাথত্ব আছে।

মতি। বাড়ীর ভিতর যাও, বাড়ীর ভিতর যাও, ছি ছি ছিঁ!

কায়া। "সাগর উদ্দেশে যবে বাহিরায় নদী, কার,হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি!"

মতি। ইন্‌স্পেক্টর বাবু, দেখেছেন,—ঐ যে যোড়াটী আমার নামে—(Defamation case) ডিফেমেসন্ কেস্ আন্‌বে ব'লে শাসিয়ে গেল, ওঁদেরই আদর্শের ফল এই।

ইন্। ছি ছি! কি বিপদ্! মতিবাবু,আপনি ভদ্রলোক,আপনার উপর বিশ্বাস, এই আসামী রইল; আমরা একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। এস মাধববাব. এস কন্‌ষ্টে...

[মতি ও বাবুরাম ব্যতীত পুরুষগণের প্রস্থান।

বাবু। প্রাণাধিকে—প্রিয়তমে! তুমি আজ কি সাজে সেজেছ? আ মরি মরি—

কিশো। (উন্মাদবৎ) হা-হা-হা-হা (হাস্য)

মতি। ও কি ও—বৌমা অমন কচ্ছেন কেন? হাত তুল্‌ছে, চোক ঘুরুচ্ছে—হেসে উঠ্‌লো—

কায়া। প্রাণসখী কি! আর প্রাণসখী আছেন, উনি যে পাগল হয়েছেন।

মতি। আবার গায়ে মাথায় কতকগুলো লতা পাতা ফুল—

কায়া। তাই তো পর্‌তে হয়। আপনি হারাণ রক্ষিতের বাঙ্গলা সেক্সপীর পড়েন নি? প্রাণসখীর এখন যে (Ophelia) ওফিলিয়ার অবস্থা।

বাবু। আ মরি মরি—আ মরি মরি! (To be or not to be thats the question) টু বি অর্ নট্ টু বি থ্যাট্‌স্ দি কোয়েশ্চেন,ও হোহো (Soft—Ophelia—Maiden in thy orisons remmber me) সফ্‌ট্—ওফিলিয়া—মেডন ইন্ দাই ওরাইজন্স রিমেম্বার মি।

কিশো। (গীত) বনফুল মধুপান, বনে বনে করি গান, বন-বিহঙ্গিনী লো!

মতি। ওগো বাছা! এ বিপদের সময় ও সব আর ভাল লাগে না; বাড়ীর ভিতর যাও, নয় খিড়কিতে পুকুর আছে, ডুবে মর গে।

রেণু। আজ্ঞা না;—যদি প্রয়োজন হয়, রাজপুত-রমণী জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ কর্‌বে।

কিশো। ইচ্ছা হয়, এই দণ্ডে ভীমা অসি করে।

নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর-ভিতরে॥

সখীগণ। (হুঙ্কার) হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ!

"না জাগিলে মোরা ভারত-ললনা।
এ ভারত কভু জাগে না জাগে না॥"

মতি। (ব্যঙ্গস্বরে) আর পোড়া যম কি এদের নেবে না নেবে না ওগো মা-লক্ষ্মী, ইতু-ঠাকরুণ তো সেজেছ, তোমার উম্‌নো-ঝুমনোদের নিয়ে আর কোন চুলোয় যাও; এ তামাসা নয়, দেখ্‌তে পেলে না, পাহারাওয়ালা ইন্‌স্পেক্টর সব,—তোমার স্বামীর হাতে দড়ী পড়েছে;—মেটেবুরুজের দর্জীকে মুটো মুটো টাকা দেওয়া এইবার বেরিয়ে গেছে!

কিশো। কি প্রাণনাথ আমার বন্দী!

সখীগণ। প্রেমিক ভারত-সন্তান বন্দী!

কিশো। প্‌টী—গিরিজায়ে! আমার হেমচন্দ্র কোথায়?

বাবু। প্রিয়তমে—মনোরমে—ভগিনি! দিন পাই তো দেখা হবে!

মতি। চোপ ছুঁচো! বাড়ীর ভিতর যেতে বল্ বল্‌ছি। ওগো, ব্যগ্রতা করি মা, যাও মা, অনেক কষ্টে শ্রেষ্টে মিটাবার চেষ্টা কচ্ছি,নইলে যে জেলে যাবে, পাথর ভাঙ্‌বে. একবার হাতে পায়ে ধ'রে খালাসটী ক'রে এনে দিই, বুড়ী মাগীর প্রাণটা বাঁচাই, তার পর তোমাদের যা হ'চ্ছে, তাই করো। আহা, বুড়ী এতক্ষণ গলায় দড়ী দিলে, কি—কি বল্লে, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

সুধা। কে ওর মা? তার কথা আর বলো না,মাগী ছেলের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে, আমাদের সকলের মানা না মেনে ঠাকুরঘরে গিয়ে ধন্না দিয়ে পড়েছে। ঘোর পৌত্তলিকতা! সব ছারেখারে যাবে!

মতি। আহা-হা, খালাস না 'ক'রে এনে দিতে পার্‌লে মাগী দেখ্‌ছি মুখে জল দেবে না!

কিশো। কি? খালাস! কি—তবে কি প্রাণনাথ কারাগারে যাবেন না?

মতি। না বাছা, বোধ হয়, জগদম্বার কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা হবে। সৌভাগ্যক্রমে ভাল লোকের হাতে পড়েছে, মিটে যাবার খুব সম্ভাবনা; তোমরা যাও—চল বাবুরাম।

বাবু। কি—প্রিয়াকে ত্যাগ ক'রে?

মতি। তা কি ওঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে না কি?

বাবু। (I loved ophelia fortythousand brothers) আই লভ্‌ড্ ওফিলিয়া ফর্টী থাউজেণ্ড ব্রাদার্স;—প্রিয়া তো আমার সঙ্গে যাবেই।

সখীগণ

(গীত)

"মেঘ দরশনে হায় চাতকিনী ধায় রে,
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় রে॥

মতি। (ব্যঙ্গস্বরে) ওরে কেউ এসে কি এদের গলা টিপে দেবে না রে। যা ইচ্ছে তাই কর দাঁড়িয়ে; চ' বাবুরাম। (বাবুরামের হস্তধারণ)

কিশো। কি—কি প্রাণনাথ, কে তোমায় হরণ ক'রে নে যাবে?

মতি। ওরে আবাগের বেটী, স'রে যা,নইলে এখনই পাহারাওয়ালারা ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে গিয়ে জেলে পূর্‌বে।

কিশো। পূর্‌বেই তো!

মতি। তাই বল্‌ছি, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে হাতে পায়ে ধ'রে খালাস ক'রে আনি।

কিশো। আপনি বলেন কি! আপনি কি সব নষ্ট কর্ত্তে চান? যদ্যপি ভাগ্যক্রমে কবিতার বিকাশ হলো, আর আপনি একেবারে সব মাটী ক'রে দেবেন!

কান্না। তা বই কি! শত্রু-সৈন্য আস্‌বে-আমরা চুলটুল এলো ক'রে ঠিক হয়ে আছি, কঙ্কণ ছুড়ে মার্‌বো, যুদ্ধ কর্‌বো, বীররস হবে, তার পর "জ্বল্ জ্বল্ চিতা" গেয়ে আগুনে প্রবেশ কর্ত্তে যাচ্ছি, এমন সময়—

কিশো। এদিকে আমি কতলুখাঁর সভায় নেচে টেচে তার পর গোপনে কারাগারে যাব, যদিও এটী দুজনের কাজ, তবু আমি একলাই কর্‌বো,—জগৎসমক্ষে বল্‌ছি, [illegible] —প্রাণেশ্বর—এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর! আর কেউ না—বাবুরাম—

মতি। আঃ, ছি ছি ছি—স্বামীর নামটা ধর্‌লে গা!

কিশো। হ্যাঁ, কে আমায় নিবারণ করে? তুমি কোথাকার ওস্‌মান? আবার বল্‌বো—বাবুরাম—বাবুরাম—

সখীগণ। বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম—বাবুরাম—

কিশো। সখি, এগুলো এখন তো নয়,এখন যে আমি পিতার অশ্বশালা থেকে বন্দীকে অশ্ব দিব, প্রয়োজন হয় ধন দিব—

মতি। নাচ্‌লে তো কতলুখাঁর মজ্‌লিসে, তোমার পিতা আবার কোন্ খাঁ সাহেব?

কায়া। মতি মামা, ছিঃ! তোমাতে কিছু-মাত্র রস নাই; তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছনা;—আমরা গান গাইতে গাইতে চিতায় প্রবেশ কচ্ছি,—ওদিকে দূরে অশ্বের পদশব্দ,—ঘোটকারূঢ় বাবুরাম সিংহের বেগে প্রবেশ—ও ভারত উদ্ধার—আকাশে পুষ্প-বৃষ্টি!

কিশো। কোথায় এই সব হবে,—কবিতা ফুটে উঠ্‌বে, প্রেমের পূরন্ত-বিকাশ! আর উনি কি না একটা সামান্য লোকের ন্যায় নাথকে নিয়ে গিয়ে মোকর্দ্দমা মিটিয়ে আস্‌বেন।

বাবু। প্রিয়ে, ঠিক বলেছ, আমি মনে করে-ছিলেম, গেরুয়া পর্‌বো, সন্ন্যাসী হব, তুমি আমার সঙ্গে বেতাল-ভৈরবী সেজে ভিক্ষা ক'রে বেড়াবে; কিন্তু না—এখন না—আমি জেলে যাবই! প্রিয়ে, আমার চাবি তোমার কাছেই আছে—বাক্স থেকে টাকা নিয়ে জনকতক লোক পাড়াগাঁয়ে পাঠিয়ে দেবে, তারা চার-দিক্ থেকে (condolance) কনডোলেন্স টেলিগ্রাম পাঠাবে, উঃ, আমি একদিনে—এক-দিনে বড়লোক হয়ে যাব!

ইন্। (নেপথ্যে) মতি বাবু, আসুন, রাত হয় যে।

মতি। অমনি যাবে? না হাতকড়ী পর্‌বে?

কিশো। (সতেজে) যদি নাথ যায় তো আমরাও যাব।

মতি। চ আবাগের বেটীরে চ কোথায় যাবি। দেখ বাবুরাম, ওদের কিছু বলা মিছে, উঠ্‌তে বস্‌তে পয়জার তোর পিঠে! স্ত্রীকে কি শিক্ষাই দিয়েছ। এমন কিছু শিক্ষা দেও-য়াতে পারনি, যাতে চুল এলিয়ে প্রণয় করা আর ঘোড়ায় চ'ড়ে ভারত উদ্ধার ছাড়া কুল-বালার অন্য কিছু কর্ত্তব্যজ্ঞান হয়? "প্রণয় প্রণয়"—রমণী-জন্ম কি কেবল বুকে মাথা রেখে শুতে—দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে—আর ঈর্ষায় জ্বল্‌তে? শেখাতে পারনি যে, পতিকে ভক্তি কর্‌তে হয়, দাসী হয়ে তাঁকে নিজের বশীভূত করতে হয়; যে পতির সঙ্গে শুধু প্রাণেশ্বর সম্পর্ক নয়;—তিনি স্ত্রীর শ্বশুর-শাশুড়ীর পুত্র, দেওর-ভাসুরের ভাই, আর, সকলের চেয়ে সম্পর্ক বড়—তার সন্তানের পিতা! এটী শেখাতে পারনি যে, রমণী-জন্ম শুধু প্রেয়সী হবার জন্য নয়—তাকে কন্যার কর্ত্তব্য—ভগি-নীর কর্ত্তব্য—মাতার কর্ত্তব্য—গৃহস্বামীর মহি-ষীর কর্ত্তব্য—আর সকল সংসারের প্রতি স্নেহ-ময়ী করুণাময়ী দেবতার কর্ত্তব্য পালন করতে হয়? হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রীকে ভগবতী শক্তির অংশ বলে কেন জান? ভগবতী জগৎ-প্রসবিত্রী আর স্ত্রীলোক মনুষ্য-প্রসবিত্রী! অনেক সন্ন্যাসী বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের হাতে ভিক্ষা লয় না, কেন না, সেই অভাগিনীর মনে মাতৃভাবের বিকাশ না হওয়ায় সে সম্পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করে নাই। মাতৃভাব-হীনা রমণী রতি হতে পারে, কিন্তু শক্তি নন। "প্রেয়সী প্রেয়সী"—নির্জ্জাল যৌবনে বড় মধুর—না? কিন্তু একবার ভাব দেখি যে, এই বৌ-মার বয়স হবে, এঁর সন্তানাদি হবে; তার পর সেই ছেলেরা বড় হয়ে তোমাদের দে'খে মনে করে যদি যে, মা "বাবার প্রেয়সী" আর বাবুরাম-বাবা "মার প্রাণনাথ", তা হ'লে—

বাবু। (সলজ্জভাবে) দূর—দূর—দূর—

কিশো। (ঐ) ও মা—কি লজ্জা—ছি—ছি!

সখীগণ। (ঐ) ও মা—ও মা—ছি—ছি—ছি—ছি!

[কিশোরী ও সখীগণের লজ্জায় দ্রুত প্রস্থান।

বাবু। চল মামা চল, এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার ক'রে দাও। খুব গালও দিলে, আক্কেলও দিলে বাবা!

[প্রস্থান।

উপসংহার।

স্টার নাট্যশালার সম্মুখ।

অভিনেতৃগণ।

(গীত)

('শুধু) একটু খানি তামাসা।
সং সাজায়ে রং বাজায়ে,
পাঁচ জনেরে নিয়ে আসা॥
সমাজে নানান্ সাজে,
বুঝি সব যে যার কাজে,
কারুর ভুল চুক্‌টী ধরে ফেলে,
রং রঙ্গায়ে রঙে ভাসা॥
ঠিক যেন পাগল-খানায়,
পাগলে পাগল বানায়,
পাগলকে খেপিয়ে পাগল,
সব পাগলে মিলে হাসা॥
যদি কিছু থাকে সাঁচ্চা,
বেশ তো সে বহুত-আচ্ছা,
কারদানি নাইকো দানে,
পড়ে গেছে হাতের পাশা॥
(নইলে) হাসির কথা উড়িও হেসে,
বুঝবো কেমন মেজাজ খাসা॥

যবনিকা-পতন।

কবিতাবলী

স্মৃতির আদর

[ষ্টারের প্রখ্যাত গায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণি দাসীর স্বর্গলাভ উপলক্ষে]

১

ভেঙেছে ভেঙেছে বীণা ছিঁড়ে গেছে তার।
আর না শুনিবে কেহ সে মধু-ঝঙ্কার॥
জাগাইয়া হৃদিতান,
কে আর করিবে গান,
আকাশ ভরিয়া স্বর উঠিবে গো কার।
গঙ্গা নাই গঙ্গা নাই গঙ্গা নাই আর॥

২

এলোকেশে পাগলিনী নয়ন উদাস।
অঞ্চলে লুটায়ে পরি', রাঙাপেড়ে বাস॥
প্রেমের তরঙ্গ তুলে,
[illegible]
কে দেখাবে শ্যামা-গীতে ভক্তির উচ্ছ্বাস।
গঙ্গার ফুরায়ে গেছে জীবন-নিশ্বাস॥

৩

মোহন বালক-বেশ পড়ে আজি মনে।
সাগর কামিনী দেখা কমলের বনে॥
মশানে শ্রীমন্তসাজে,
আজো যে গো প্রাণে বাজে,
উঠিত ছুটিত সুরে অনন্ত গগনে।
"মা কই" "মা কই" রব গঙ্গার বদনে॥

৪

রবিকরে জলধারা হেরি ছবি আর।
সুরা পিয়ে সোণামণি ভোলে ব্যভিচার॥
প্রেমে তবু নাহি ওর,
হরি পাবে করে জোর,
নসীরাম দিল নাম হীরা হ'ল ক্ষার।
গেল সেই—গেল এই, গঙ্গা স্বর্গদ্বার॥

প্রেমিকা-প্রমদা-ব্যথা বুঝি নিজ মনে।
মিলায়ে পালানো-পতি তরুবালা সনে॥
প্রমোদিনী আমোদিনী,
বৃদ্ধ-পতি-সোহাগিনী,
"আদরে অধরে হাসি" হেরি ফুল্লাননে।
আনন্দে গাবে না গঙ্গা আর কুঞ্জবনে॥

৬

মানস-মঞ্চেতে পট পালটিছে হায়।
রসের তরঙ্গে তা'রে দেখি পুনরায়
সাজিয়ে রজক-বধূ,
কৌতুকে ঢালিছে মধু,
নূপুর বাজায়ে নটী নেচে চলে' যায়।
নেচে গঙ্গা চলে' গেল নটনাথ-পায়॥

৭

শুধু নয় অভিনয়, প্রকৃতি মধুর।
মধু তানে মধু প্রাণে বাঁধা একসুর॥
স্থিরা ধীরা লজ্জাবতী,
দেবপদে দৃঢ় মতি,
কত অর্থ প্রলোভন করে' দিল দূর।
তাই গঙ্গা চলে' গেল হেসে স্বর্গপুর॥

৮

কতই সম্বন্ধ আহা ছিল তোর সনে।
শিষ্যা সখী সহচরী সব পড়ে মনে॥
রঙ্গমঞ্চে বারবার,
সম্পর্ক হয়েছে আর,
সুখে দুঃখে সম সাথী প্রবাসে সদনে।
নিমেষে ভুলিলি গঙ্গা দেখিয়ে শমনে॥

৯

কেমনে নিঠুরা হয়ে হলি বিসরণ।
দ্বাবিংশ বর্ষের আজ বন্ধুত্ববরণ॥

পবিত্র সখীত্বভাবে,
কার পানে প্রাণ চাবে,
যৌবনের হাসিখেলা হতেছে স্মরণ।
ছি ছি গঙ্গা আমি দেখি তোমার মরণ॥

১০

চেয়ে দেখ্ বসে' সখি হরি-পদতলে।
তোর তরে কত আঁখি ঝরিছে ভূতলে॥
রঙ্গমঞ্চে সঙ্গী যারা,
কেঁদে কেঁদে আত্মহারা,
'আর এক হৃদি তুমি গিয়েছ যা দলে'।
দেখ দেখ দেখ গঙ্গা কি অনল জ্বলে॥

১১

কর্ম্মভোগ-অমানিশা হ'ল তোর ভোর।
নিদ্রা ব্যাধি ক্ষুধা চিন্তা ঘুচে গেল ঘোর॥
পলকে ফেলিতে আঁখি,
চলে' গেলি দিয়ে ফাঁকি,
হেলায় ফেলিলি ছিঁড়ে মমতার ডোর।
"মা মা" বলে' কাঁদে গঙ্গা বধূ পুত্র তোর॥

১২

রঙ্গমঞ্চে করেছিল লক্ষ হরিনাম।
আহা হেসে চলে গেল শ্রীহরির ধাম॥
ডেকেছিল "মা মা" বোলে,
মা তাই নিয়েছে কোলে,
ভুলিয়ে জনম-জ্বালা পেলে গো আরাম।
ডেকেছিল দেখে নিলে গঙ্গা বাঁকা-ঠাম॥

১৩

আরে রে পাষাণি তুই আসিবি নি আর।
ঝঙ্কারে দিবি নি ঢেলে প্রাণে সুধাধার॥
"যাই গো বাজায় বাঁশী",
আর কি গাবি নি আসি,
"মা মা" বলে' তুলিবি নি প্রাণে হাহাকার।
নে তবে নে তবে গঙ্গা অশ্রু-উপহার॥

গ্রাম্য বীরাঙ্গনা।

—•—

লোকলোচনের দূরে ঘন-বন-মাঝে।
সুন্দর সুরভি-ভরা কত ফুল রাজে॥
আঁধার খনির গর্ভে মেদিনীর তলে।
কে জানে অমূল্য মণি কত শত জ্বলে॥
বিজনে ফুটিয়া ফুল গোপনে শুকায়।
সাজে না দেবতা-পায় রমণী-খোঁপায়॥
খনির মণির আভা শোভে না সভায়।
অন্ধকূপে' মসীস্তূপে আলোক লুকায়॥
এই ভগ্ন বঙ্গদেশে গ্রামের কুটীরে।
আজো কত পদ্মফুল ফোটে ধীরে ধীরে।
সুদূর প্রান্তরপারে কত কোহিনূর।
উজলিয়া রাখিয়াছে দরিদ্রের পুর॥
কত সীতা শকুন্তলা বিদর্ভ-দুলালী।
সাবিত্রী সুভদ্রা জনা পদ্মিনী পাঞ্চালী॥
তাঁদের সতীত্ব ধর্ম্ম বীরত্ব মহত্ত্ব।
কেবা লেখে ইতিহাস কেবা জানে তত্ত্ব
[illegible] গৌরব নাহি রাজদ্বারে মান।
কবিকণ্ঠে নাহি ফোটে সে কাহিনীগান।
নীরবে সে সব কার্য্য দেখিছে বাতাস।
সর্ব্বসাক্ষী সূর্য্য আর নিশার আকাশ॥
নহে বহুদিন গত নহে দূরদেশে।
বছর-চারির কথা নদীয়া-প্রদেশে॥
সেই পুণ্যতীর্থ হ'তে অল্প ব্যবধান।
জাম্‌না-থানার পাশে গন্‌গন্ স্থান॥
অতি ক্ষুদ্র পল্লীখানি অল্পলোক-বাস।
সম্ভ্রান্ত কৃষক শান্ত অন্নপন্থা চাস॥
শান্তির আবাস গ্রাম নাহি কোলাহল।
গোচারণে খেলে মাঠে রাখালের দল॥
অকস্মাৎ একদিন রজনী-প্রভাতে।
হৃষীকেশ চাষা যাবে ক্ষেতে নাড়া-হাতে॥
মোদক-যুবক এক তাহার সহায়।
গৃহমধ্যে কোন দ্রব্য আনিবারে যায়॥

আড়া হ'তে দেখে এক ঝুলিছে লাঙ্গুল।
হনুমান্ ব'লে তার হ'ল মহাভুল॥
হৃষীকেশে ডাকি দিল লেজে ধ'রে টান।
হনু নয় ব্যাঘ্র এক দিল লম্ফদান॥
হালুম গর্জ্জয়ে দ্বীপী চাপিল মোদকে।
কতক্ষণ চলে রণ খাদ্যে ও খাদকে॥
বজ্রাঘাতে ভেদি' তার জননীর বুক।
এড়াল মোদকপুত্র ধরা-কারোদুখ॥
পড়শী নাপিত এক বয়সে প্রাচীন।
শার্দ্দূলকবলে পরে মুক্ত হ'ল ঋণ॥
হৃষীকেশ রুদ্ধদ্বারে করিছে চীৎকার।
ক্ষৌরকারভগ্না কাঁদে করি হাহাকার॥
জাগিয়া উঠিল গ্রাম প'ড়ে গেল গোল।
ঘরে ঘরে গৃহস্থেরা ভয়ে উতরোল॥
মনুষ্যখাদক ব্যাঘ্র গ্রামের ভিতরে।
কে ভয়ে পাঠাবে গরু চরিবার তরে॥
ইংরাজ-রাজের রাজ্যে প্রাণরক্ষাতরে।
অস্ত্র রাখা মানা বিধি প্রজাগণঘরে॥
তিনক্রোশ দূরে আছে জমিদারবাড়ী।
শিকারী ডাকিতে লোক গেল তাড়াতাড়ি।
ইতিমধ্যে হেথা এক আশ্চর্য্য ঘটনা।
এ বিপদে ঈশ্বরের করুণারটনা।
অক্ষয়কুমার নামে খ্যাত অভিনেতা।
শ্বশুর-আবাস তাঁর বিদ্যমান সেথা॥
বাবুর কুমারী শিশু ঠিক সে সময়।
আলো করি ছিল বালা মাতুল-আলয়॥
"বাঘ বাঘ" রব শুনে বালিকা অবাক্।
ভাবে বুঝি গাঁয়ে মজা হবে কোন জাঁক॥
লুকায়ে না ব'লে কারে বাহিরিল পথে।
মিষ্টি দৃষ্টি খোঁজে বাঘ আসে কোন্ রথে॥
রক্ত আঁখি রক্ত অঙ্গে রক্ত মাখা মুখে।
বালা দেখে বাঘ আসে বেশ টুক্‌টুকে॥
যুগল-মনুষ্য-রক্ত করিয়াছে পান।
শমন ভীষণ নয় সে বাঘসমান॥
সরলা বিভলা বালা দাঁড়ায়ে অটল।
তৃতীয় শিকার হ'ল বাঘের বিফল॥
পাশ দিয়া চ'লে গেল দোলায়ে লাঙ্গুল।
খসিল না বালিকার শিরশোভা চুল॥
কি জানি চিত্রাঙ্গমনে কি রঙ্গ উদয়।
শৈশবসারল্য বুঝি করে যমজয়॥
আঁখিতে নাহিক ভয় কিংবা হিংসা মনে।
ঈশ্বর দেখিল বাঘ বালিকা-বদনে॥
যে জানে মায়ের কোল নির্ভয়-নিবাস।
আপনে নির্ভর নয় স্নেহেতে বিশ্বাস॥
শাস্ত্রতত্ত্ব না শুনিয়ে তার শিশুমন।
চিনিয়াছে রক্ষাকর্ত্তা নিজে নারায়ণ॥
নির্ম্মল হৃদয়ে যার এতই নির্ভর।
পাছে ফিরে হরি তার বাঘে কিবা ডর॥
ফিরে নাও যশ মান ধন সমুদায়।
আবার কর গো পিতা বালক আমায়॥
আবার ছুটিয়া এসে ধরিয়া আঁচল।
মা ব'লে আনন্দে গ'লে হই মা শীতল॥
আবার হাসিয়া ছুটে ধরি গিয়া সাপ।
মৃত্যুভয় না দেখায় আর যেন পাপ॥
ওই দেখ শমনের দূত দেখি বাঘে।
বলবান্ বুদ্ধিমান্ ঊর্দ্ধশ্বাসে ভাগে॥
রুদ্ধদ্বারে কাঁপে বীর উগ্রক্ষেত্রীদলে।
যেই বাঘ ঢোকে তার মরায়ের তলে॥
এতক্ষণে আসিয়াছে শিকারীর দল।
বন্দুকের এক গুলি হইল বিফল॥
মরাই হইতে তবে হইয়া বাহির।
লম্ফের শকতি পশু করিল জাহির॥
গাভী-বৎস-পূর্ণ পাশে আছিল গোয়াল।
পশিল তাহার মাঝে মূর্ত্তিমান্ কাল॥
সামান্য পাতায় ঘর নীচু ঢালু চাল।
আড়ায় চড়িল তার মেরে এক ফাল॥
সকরুণ হাম্বারবে কেঁদে ডাকে গাভী।
মায়ের চরণমাঝে বৎস খায় খাবি॥
নির্ব্বাক্ নিশ্চল হিন্দু যতেক শিকারী।
বাঘেরে মারিতে গুলি পাছে গরু মারি॥
সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ গো-বধ যে হয়।
শার্দ্দূল স্বখাদ্য খাবে ভুলি গুলিভয়॥

হিন্দুগ্রামে প'ড়ে গেল মহা-হাহাকার।
কারো সাধ্য নহে করে কিছু প্রতিকার ॥
সবংশে গরুর পাল চক্ষে হবে হত্যা।
পাতক করিতে হবে দাঁড়ায়ে অগত্যা ॥
বড় বড় বীরদল দাঁড়ায়ে সশস্ত্র।
ঘোমটা টানিতে খোঁজে কোথা লজ্জাবস্ত্র ॥
টিকি নেড়ে পাড়া ছেড়ে পূজারি ব্রাহ্মণ।
কাছা খুলে পৈতে তুলে ডাকে নারায়ণ ॥
নারায়ণ রসনায় ব্রাহ্মণী অন্তরে।
পোড়া বাঘ নাহি মরে অশুদ্ধ মন্তরে ॥
ব্রাহ্মণীর প্রেমে নহে প্রাণ ওঠে কেঁদে।
বাঘে খেলে কেবা দেবে অন্নকাঁড়ি রেঁধে ॥
হেথা কেবা এলোচুলে প'রে ধোয়াথান।
কাস্তে হাতে এলো আস্তে আলো ক'রে স্থান
ভয় চিন্তা কিছু নাই শান্তিপূর্ণ চক্ষে।
গাভীবৎসরক্ষা চাই এক লক্ষ্য বক্ষে ॥
"কি কর কি কর এ কি কর সর্ব্বনাশ।
বাঘের গরাস বড় নহে উপহাস ॥"
এই বলি লোক সব ঘিরিয়া বামায়।
উন্মাদ উদ্যম হ'তে বুঝায় থামায় ॥
ঈষৎ বিষাদহাসি ফুটায়ে অধরে।
বলে বামা অনুপমা স্থির মৃদুস্বরে ॥
"বিধবা হয়েছি নারী ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম।
দেবসেবা বিনা মম নাহি অন্য কর্ম্ম ॥
অনাথ আশ্রয়হীনে অদিনে সাহায্য।
ইহা হ'তে আর কিবা আছে দেবকার্য্য ॥
মাতৃহারা শিশু ধ'রে কোলেতে পালন।
রোগীর শিয়রে বসি নিশিজাগরণ ॥
অভুক্ত-অতিথি-তরে অন্নপাক করি।
অন্তরে তাপিত জনে বলি বল হরি ॥
যত প্রেম রেখেছিনু পুষে পতি-তরে।
সংসারে সবায় আমি বিলাই আদরে ॥
এর মাসী ওর পিসী দেবগৃহে দাসী।
জীবে ভালবাসা কাজ পেলে সর্ব্বনাশী ॥
জগৎপাতার পায় বসি হৃদিরাজ।
আছেন আশায় মোর বহুদিন আজ ॥

মনে মনে গণিতেছি কবে হবে দিন।
প্রেম-আলিঙ্গন পাব বিচ্ছেদবিহীন ॥
শমনে না করি ভয় মৃত্যু মম ভৃত্য।
তারে পেলে পদে দ'লে করি আমি নৃত্য ॥
যদ্যপি শার্দ্দূল করে এ দেহ ভক্ষণ।
তথাপি করিব আমি গোধনরক্ষণ ॥"
বড় বড় বীরগণে লেগে গেল তাক্।
চমৎকার দেখে লোক হইয়া অবাক্ ॥
সত্য শক্তি-অংশে জন্ম লভিল ভামিনী।
সত্য রণে যেতে পারে গজেন্দ্রগামিনী ॥
অসুরনাশিনী বামা সতী ভগবতী।
ভৈরবীভাবেতে কর অগতির গতি ॥
অভয় করেতে তব অন্য করে আসি।
হৃদে শক্তি ধ'রে নারী করে একাদশী ॥
শ্রীপদে প্রণতি শ্যামা করি কোটিবার।
মুক্তকেশি যা মা মুক্ত গোশালার দ্বার ॥
রাখাল সাজিয়ে নিজে পালিয়ে গো-পাল
পাইল গোপাল-নাম ভবের ভূপাল ॥
গোপালের গো-পালের করিলে যতন।
গো-কুল-কল্যাণে লভে গোকুলে ভবন ॥
বিরাট-গোধন রক্ষা কৈল ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণসখা নামে তাঁর আছে পরিচয় ॥
কৃষ্ণসখি কর দেখি আমরা আবার।
শার্দ্দূল-কবল হ'তে গোধন উদ্ধার ॥
ধীরপদে গেল বামা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য।
মানবের নহে ইহা দেবতার কার্য্য ॥
শোণিত-আসক্ত সেই রক্তসিক্ত বাঘ।
বুঝে বুঝি বিধবার প্রেম অনুরাগ ॥
বসিয়া দেখিল কীর্ত্তি ছাড়িল না ঠাঁই।
রজ্জু কাটি লজ্জাবতী মুক্ত করে গাই ॥
বন্ধন-উন্মুক্ত পাল উল্লাসে ছুটিল।
হরিপদে পুরস্কার বিধবা লুটিল ॥
বিধবা মোদকজাতি নামটি অধর।
সুসভ্য-সমাজে তার কোথা সমাদর ॥
সংবাদ মুদ্রিত নয় বার্ত্তাপত্রস্তম্ভে।
মেডেল বামার বুকে দুলিল না দম্ভে ॥

এ গান গাহিলে কবি হবে অপমান।
পত্রপত্রে তাই ছত্র না করিল দান॥
আমি এক আছি প'ড়ে সেকেলে বাঁধিয়ে।
করিনু গোঁয়ারগিরি পয়ার ছাঁদিয়ে॥
লিখিনি ক্লারার প্রেম বার্লে'র পিরিতি।
উধাও উদাস মনে হা-হুতাশ-গীতি॥
বায়রণের আয়রণী নারীপ্রাণ নিয়ে।
শেলির ফুলের শ্বাস চাতকে ডাকিয়ে॥
শিক্ষিত-সমাজে জানি পাব উপহাস।
প্রস্তুত তাহার তরে আছে বন্ধু-দাস॥
কাঙালী-বাঙালী-ঘরে বীর-বামা-গাথা।
হায় হায় লিখিলাম কিবা মুণ্ডু-মাথা॥
চক্ষু গেছে চক্ষুলজ্জা বিন্দুমাত্র নাই।
কোল্ড্ টোনে ওল্ড্ ফুলে বল ফাই ফাই॥
বহু-গুলি-ঘায়ে বাঘ হয়নি নিধন।
পঞ্চ নর হত হয় আহত ছ'জন॥
ক্ষণকাল অচেতন ছিল মৃতপ্রায়।
মড়ারে মারিতে লাথি একজন যায়॥
চাড়ালের পুরোহিত সেই বিপ্রবীর।
মরা বাঘ উঠে তার খাইল রুধির॥
আর একজনে ফেলি পুকুরের জলে।
সাঁতার খেলিল বাঘ শব করি গলে॥
যামিনীর শেষে সবে শুনিল শয্যায়।
ভীষণ গর্জ্জন দূরমাঠে শোনা যায়॥
প্রভাতে দেখিল লোকে প্রান্তের প্রান্তরে
শকুনি শিয়ালে মিলে 'ব্যাঘ্র-ভোজ' করে
যা হোক্ তা হোক্ কেন জগতের রায়।
হরি হরি বলি বন্ধু পাগ্লা কৈল সায়॥

শনিবারের বারবেলা।

ঝিয়া ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো,
জল ফুরুলো কলে।
বাড়ি ডাকায় নাক,
সাঁজের বাতি জ্বলে॥
বিএলে-বেলে, পড়ছে ছেলে,
মাষ্টার ব'সে ঢোলে।
বিছিয়ে পাটি, চায়ের বাটি,
বউ-মা মুখে তোলে॥
শরীর কাঠি, গতর মাটি,
বসেন নাকো ন'ড়ে।
কাটান বেলা, বেগারঠেলা,
পানের খিলি গ'ড়ে॥
ঘরের গিন্নী, মানেন সিন্নি,
বৌয়ের বেটা হ'লে।
ফুলের কুঁড়ি, ননদ ছুঁড়ী,
বিষের বিষে জ্বলে॥
কুরুশি মেজে, গুড়ুক সেজে,
কর্ত্তা ফুড়ুক টানে।
আফিঙ্ খেয়ে, চেঁচিয়ে চেয়ে,
দেখেন আলো-পানে॥
ময়লা বেশে, গয়লা এসে,
কড়ায় মাপে দুধ।
পাড়ার পূণে, দে যায় গুণে,
গেল মাসের সুদ॥
নকলদানা, গরম চানা,
হাঁকছে মিহিসুরে।
পইস্ পইস্, চেঁচায় সইস্,
বাতাস লাগে সুরে॥
সাজিয়ে ডালা, ফুলের মালা,
বেচ্ছে ব'সে মালী।
মেছোর মেয়ে, খদ্দের পেয়ে,
দিচ্ছে দেদার গালি॥
ছ্যাকড়া গাড়ী, ডাকছে হাড়া,
বিবির বাড়ী যাবে।
পাতায় মোড়া, ফুলের তোড়া,
টাট্কা তাড়ি খাবে॥
মাতুল শুঁড়ি, ফুলিয়ে ভুঁড়ি,
ভরছে পিপে জলে।
মাপ্ছে দেশী, বেচ্বে বেশী,
দোকান বন্ধ হলে॥

বিশেষ বাবু, আপিস্-বাবু,
চল্‌ছে এঁকে-বেঁকে।
ভোগ দে দাঁড়া, ট্রামের ভাড়া,
মামার বাড়ী রেখে॥

বিজ্‌লি ছুঁড়ী, হয় না বুড়ী,
টান্‌ছে দেখ গাড়ী।
জ্বাল্‌ছে আলো, ঘোরায় ভালো,
পাখা বাড়ী বাড়ী॥

কতক ছুটোয় ছুটি,
কম কেরাণী পথে।
কেউ বা হেঁটে, হাত দে পেটে,
কেউ ভাড়াটে রথে॥

নাট্যশালায়, আলো জ্বালায়,
টিকিটঘরে মেলা
বাজ্‌বে নটা, লাগ্‌বে ঘটা
কর্‌বে স্নুরু খেলা॥

গর্ভ-বখাট, মুর্খ আকাট,
ব্যাদ্‌ড়া ছেলেগুলো।
সর না দেরি, বাগিয়ে টেরি,
খুঁজ্‌ছে কোথা চুলো॥

মাড়োয়ারীরে, জড়োয়া-হীরে,
হাতে গলায় প'রে।
ফেটিং চোড়ে, ঘুর্‌ছে মোড়ে,
চোখ যেতেছে ক্ষ'রে

মই নে ছুটে, গ্যাসের মুটে,
চল্‌ছে আলো জ্বেলে।
দাঁড়িয়ে মোড়ে, জুয়ের গোড়ে,
হাঁকে মালীর ছেলে॥

মেঠাইওলা, ঘিয়ের খোলা,
চাপিয়ে দেছে আঁচে।
ড্রেনের গন্ধ, নয়কো মন্দ,
ঘৃতসিন্ধুর কাছে॥

দাঁড়ীর ফেরে, তিন পো সেরে,
বেচ্‌বে লুচীর পোয়া
পাপ কাটাতে, তাই পাটাতে,
দিচ্ছে ধুনোর ধোঁয়া॥

পাহারাওলা, লোকের চলা,
ঠাউরে চোখে দেখে।
কার বগলে, কালো বোতলে,
মাল চলেছে ঢেকে॥

এগিয়ে গিয়ে, ধমক দিয়ে,
বল্‌ছে মাতোয়ালা।
চুকাও দাবি, নেই তো আবি,
থানায় চলো শালা॥

এহে হে হে হ্যা, গ্যাস গ্যাস গ্যা,—
পড়্‌লো মাগী চাপা।
ট্রামের গাড়ী, থামুলে পাড়ি,
বোগ্‌নো-ভাঙা নাকা॥

শনির সাঁজে, সহরমাঝে,
বারবেলাটা ফলে
কেউ বা মরে, কাউকে ধরে,
করুর নজা চলে॥

মল্।

ষড়রাগ ঝরে, বামাকণ্ঠস্বরে,
ছত্রিশ রাগিণী চরণের তলে।
এ দুয়ের ধ্বনি, মিশাইলে ধনী,
ফণী মানে বশ মুনিমন টলে

যে-রজত-তরে, ধরা রণ করে,
আকুল-ব্যাকুল পাগলের পারা।
পেলে যার ঘ্রাণ, উপেক্ষিয়া প্রাণ,
উঠে-প'ড়ে ধায় হয়ে দিশেহারা॥

বিপদে না গুণে, ঝাঁপায় আগুনে,
সাগরে ভূধরে বিবরে প্রবেশে।
লাথি-ঝাঁটা খায়, ডুব দিতে চায়,
পাতকপাথারে ঘাতকের বেশে॥

এ মোহিনী কি যে, সে রজত নিজে,
হাসে ব'সে বেশ হুতাশন-মাঝে।
কঠিন লোহায়, সাধে ঢালে কায়,
হাতুড়ির ঘায় কে নাহি বাজে॥

রূপপিপাসায়, রূপা গ'লে যায়,
পা ছুটি বেড়িয়া পড়িয়া সে রয়।
চারু পদতল, করে ঝলমল,
সাধে সেজে বাঁদী চাঁদি সুখী হয়॥
(মল্) বহুরূপ ধ'রে, সে পায় বিহরে,
কতমত বক্র করে চক্র-অঙ্গ।
সাজে সাদামাটা, ডায়মন কাটা,
কখন ছুগাছি সলিলতরঙ্গ॥
ঘুঙুরের সনে, লোটায় চরণে,
ছিলে-কাটা কায় কভু হীরা জ্বলে।
খাম্বাজ মল্লার, পূরবী বাহার,
সাহানা সোহিনী বাজে গো সে মলে॥
ঝিঠে খিনি খিট্, পিলু কি ঝিঁঝিট,
চলিয়া চলিতে ললিত যে বাজে।
ঝম্‌ঝম রবে, আশা বাজে যবে,
"যাই যাই" বলে যারে বলা সাজে॥
মানভরে বেগে, ছুটে যায় রেগে,
ঝনর্-ঝনৎ রাগ চমৎকার।
প্রণয়সমরে, সুধাসুর ঝরে,
তর্ করে প্রাণ সে হরশিঙার॥
দিশি কি বিলাতি, বাদ্য নানাজাতি,
করেছি শ্রবণ নব পুরাতন।
তারেতে ঝঙ্কারে, বাজে বা ফুৎকারে,
পবনসঞ্চারে চাপিলে চরণ॥
মন্দিরা মৃদঙ্গ, সেতার সারঙ্গ,
বেণু বীণাতান রবাব কানুন।
রাগের চমকে, বেজেছে জমকে,
ছুলে ছুলে লয়ে ছুন্-পরছুন্॥
বাঁশী ফ্ল্যাট্ শার্প, ইটালির হার্প,
পিয়ানো অরগ্যান বেহালা গীটার্।
লোহিত অধরে, তুষারের করে,
ঢালিয়াছে কানে কত সুধা-ধার॥
তুলিয়া তরঙ্গ, বনের বিহঙ্গ,
স্বরভঙ্গিরঙ্গে করেছে আকুল।
পাপিয়া কোয়েল, শ্যামা কি দোয়েল,
কেনেরী আর্গিন বিলাতি বুল্‌বুল্॥

কিন্তু নারীপায়, মল যা বাজায়,
তার তুলনায় সব পরাজয়।
সুরের লহরে, শরীর শিহরে,
মাতায়ে গলায়ে মন লুটে লয়॥
বিরহ-বেহাগে, মেলানি গো মাগে,
হৃদিমাঝে জেগে কাঁদে অনুরাগ।
মিলনপিয়াসে, রুণুঝুনু আসে,
আশার নেশায় ঢালিয়া সোহাগ॥
লুকাইয়া মধু, আসে নববধূ,
ধীরপদে চলে মাধুরীমুকুল।
যেন কত লাজে, তার মল বাজে,
থামে মাঝে মাঝে লহর মৃদুল॥
যাপিতে যামিনী, যুবতী কামিনী,
মরাল-দোলনে চলে পতিপাশে।
রসে ঢলঢল, বলে তার মল,
"আসি আসি আমি ভেস না হতাশে॥"
তিরিশের সতী, তুষিবারে পতি,
গজবরগতি মাতিয়া চলিছে।
"কোথা প্রাণধন, কি দেবে গো পণ,"
ঠুন্‌ঠুন্‌ঠনে সে মল বলিছে॥
মাননিবারণে, ধরিতে চরণে,
তুরিতে সরাতে বেজে ওঠে মল।
নূপুরশিঞ্জন, চায় আলিঙ্গন,
পদানত শির করে টলমল॥
বড় সাধ মনে, জীবনে মরণে,
ও চারুচরণে মল হয়ে থাকি।
রুণুঝুনু ঝমে, মজিয়া মরমে,
"তুমি তনু-প্রাণ" ব'লে তোরে ডাকি॥
বয়সের ছলা, ক'রে শশিকলা,
তুমি দেছ মলে ত্বরা পেন্‌শেন্।
রজতের হার, মম কেশভার,
কর অলঙ্কার মেলায়ে চরণ॥
জয় জয় কালী এই লও ডালি,
ঢালিলাম পায় নত শুভ্রশির!
তব পদতল,
জীবনে আমার যমুনার তীর॥

তালের তত্ত্ব।

-*—

আষাঢ়ে রথের তত্ত্ব বাজার
শ্রাবণে ইলিশমাছ কাশুন্দি কুটিয়া ॥
ভাবিনী ভাদ্দরে ভরে ভারি ভাবনায়।
তর্পণের তত্ত্ব নাই 'আব্রহ্মস্তম্বায়' ॥
হেনকালে কচিছেলে চেঁচাইল চিল।
বউমা বসায় পিঠে গুম্ ক'রে কিল ॥
কিল শুনে তিলেকেতে তাল পড়ে মনে।
চালাবে তালের তত্ত্ব জামাইভবনে ॥
চলিল চাল্‌শে সতী পতির সকাশে।
নথ-ফাঁদে হাসি-চাঁদ ছবি-ছাঁদে ভাসে ॥
পাশেতে বসিয়া গিন্না বিনাইয়ে কয়।
ব্যথাটা কেমন, কি গো খেতে ইচ্ছা হয় ॥
ছেলেপুলে সংসারেতে দেহ গেল জ্ব'লে।
কাছে বসি দুদণ্ড যে পারি না তা ব'লে ॥"
শুনিয়া ব্যথার কথা কর্ত্তা মনে ভাবে।
আঁচিয়া এসেছে গিন্নী বুঝি কিছু চাবে ॥
আম্‌তা আম্‌তা ক'রে কর্ত্তা কথা কন।
"ব্যথাটা ততটা—তা—তা—নাহি টন্‌টন্ ॥
এ মাসে তেমন তবে হয়নিকো আয়।
সাম্‌নে আসিছে পুজো কি হবে উপায় ॥"
"আমি এলে'ও কথা তো আছে চিরকাল।
তাই তো আসিনে হেথা বাড়াতে জঞ্জাল ॥
আমি চেলে সব বুঝি উড়ে-পুড়ে যায়।
মনে কর মাগী বুঝি নিজে পেটে খায় ॥"
গর্জ্জিয়া উঠিল গিন্নী এই কথা ব'লে।
হুকুমে ভিজিল নথ নয়নের জলে ॥
আহাম্মুক হ'ল কর্ত্তা নাই ব'লে অর্থ।
গৃহিণী সুবিধা পেলে বাধাতে অনর্থ ॥
হ'ল না বলিতে আর করি ভয় ভয়।
মানে আর রোদনেতে গৃহিণীর জয় ॥
তালফুলুরির তত্ত্বে করিয়া জমক।
ধার্য্য হ'ল লোকমাঝে লাগাবে চমক ॥
দেড়শত লোক যাবে হয়ে গেল স্থির।
তা ছাড়া গোয়ালা-ভারী নেবে দই-ক্ষীর ॥
বিয়ে হ'তে কত লোক রাখিয়াছি ব'লে।
কবে আর যাবে তারা এবার না হ'লে ॥
মকরের চাকরের ভাইপোর মাসী।
জেলেনী মালিনী জয়া সইমার দাসী ॥
ও বাড়ীর হাড়িদের পাড়ার সেই উড়ে।
কাপুড়ে কানাই আর লখাই সাপুড়ে ॥
এমন আত্মীয় ঢের আলাপী সেকেলে।
কথা দিয়ে কতদিন রেখেছেন ঠেলে ॥
পূজাতে নিজের লোক যাবেই সবাই।
এবার এদের গিন্নী পাঠাবেন তাই ॥
বিদায় প্রথমবর্ষে টাকা টাকা থালা।
কবে আর যাবে গেলে পাওনার পালা ॥
কত আছে প্রতিবেশী কুটুমের লোক।
সকলেই পেতে চায় কিছু কিছু থোক ॥
চাকরদাসীর যদি নাহি থাকে মান।
মিছে তবে কুটুম্বিতা মিছে কন্যাদান ॥
পথ জুড়ে ভিড় ক'রে যাবে থালা ভারী।
তবে বলি তত্ত্ব তারে তারিপ তো তারি ॥
কাঁধি-তাল নিয়ে যাবে আটজন বাকী।
আল্‌গা তালের ঝুড়ি কুড়ি ধ'রে রাখি ॥
গুঁড়ি-তরে চাল যাবে কুটিবার ঢেঁকি।
চাঁদিগড়া তালমাড়া নেবে ফুলি নেকী ॥
গাম্‌লা গড়াতে হবে রাখিবারে মাড়।
রূপো কিনে দিলে হবে স্যাক্‌রার চাড় ॥
কড়া বেড়ি চাটু হাতা ঘড়া ঘটী হবে।
একেবারে দু-হাজার ভরি এনো তবে ॥
পিতল-কাঁসার পুরো দিতে হবে সুট্।
না হ'লে কুটুমে বড় ধ'রে বসে খুঁট্ ॥
চ্যাঙারি ধুচুনী কুলো ডালা ডোম-সজ্জা।
গরুর গাড়ীতে গেলে তবে রবে লজ্জা ॥
তাল খেয়ে বেহানের খালি তৃষ্ণা পাবে।
তিনটে না দিলে জালা দেখো খোঁটা খাবে
রাঁধুনী কাপড় পাবে বড়া ভাজিবার।
গাম্‌ছা তোয়ালে তার হাত মুছিবার।

'হগ্গীর খুর্‌দী-পীঁড়ে পায়া দুই মুখে।
পাতিয়ে বসিবে মাগী চুলোর সুমুখে॥
এ ত হ'ল দেয়া ভাল কাপড় সবার।
বরাবর নয় কিছু জোর খেপ্ চার॥
এখন মেয়েরা পরে সবাই শেমিজ্।
সেনেরা দিয়েছে শুনি রেশমী কামিজ্॥
গুড়ের দুকুড়ি চাই ডাগর নাগরী।
ঢালিয়া রাখিতে লাগে যথান সাগরী॥
'নাচ'-গাড়ী নারিকেল দিলে রবে মান।
কুরিতে কুরুণী তাহা দু'খানি-দোকান॥
চন্দ্রপুলী ক্ষীরছাঁচ মেওয়ার রকম।
ছমোন হ'লেও তবু হবে কম-কম॥
গড়িয়ে ক্ষীরের তাল দিলে হবে বেশ।
জানে বটে তত্ত্ব দিতে মেনে নেবে শেষ॥
পালকের পাখা কিনো আপিসের পথে।
বাতাসে জুড়াবে বড়া ভাল তরিবতে॥
সময়ের ফল যাহা বাজারেতে মেলে।
গুছায়ে আনিবে বুঝে তুমি নিজে গেলে॥
ঝাঁটা পঠোইব ঝাড় দিতে রান্নাঘর।
ঘর ক'রে রাখিয়াছি তোমারি সুসর॥
ঘি-ময়দা চিনি তেল নুন কলাপাতা।
পাথরের খোরা চাকী শিল নোড়া জাঁতা॥
খোবানি বাদাম পেস্তা পোস্তদানা তিল।
ঝি জামাই ব'সে খাবে কেদারা-টেবিল॥
ফুলুরী খাইলে যদি পেটে ধরে ব্যথা।
পেপেমেণ্টো দিতে হবে নাহিক অন্যথা॥
হোমোপাথী বাক্‌স সঙ্গে কোলেরোডাইন্।
জ্বর যদি আসে পাছে কিছু কুইনিন্॥
এতেও যদ্যপি ব্যান কন কথা ফড়্‌কে।
আঁচাতে সাবান দেব সোনা চিরে থড়্‌কে॥
কত-কি-যে দেয় লোক ম... নাহি আসে।
খোঁটা যদি ওঠে ফের দেব শেবা-মাসে॥

বালবিধবা।

—*—

রুক্ষ কেশে শুভ্র বাস বসে না মাথায়।
মুখপানে চেয়ে মন কাঁদে মমতায়॥
শেখেনি দেখাতে লজ্জা নয়নের দৃষ্টি
তরল সরল শান্ত স্নেহসুধাবৃষ্টি॥
শ্যামাঙ্গী সুভঙ্গী তন্বী মল্লিকাদশন।
মানবীছবিতে দিব্য দেবী-দরশন॥
কৌমারে বিধবা বালা যৌবনে বালিকা।
না জানে আপন গুণ আগুনের শিখা॥
নিশার শেফালি গেছে উষাগমে ঝ'রে।
বিলাসের হারে নয় যাবে দেবঘরে॥
অলিতে এ ফুল কভু ছুঁইতে না পায়।
ধূলায় লুটায় তবু শুচি নাহি যায়॥
যেমন শৈশবে ছিল তেমনি চপলা।
হাসি পেলে উচ্চ হাসে কাঁদে খু'লে গলা॥
বাহির অঙ্গনে আজো ছুটে ছুটে আসে।
বিগলিত কেশপাশ আলুথালু বাসে॥
কটিটি আঁটিয়া বাঁধে পুঁটালে আঁচল।
লুকোচুরি খেলে লয়ে বালকের দল॥
কখনো কোলেতে তু'লে শিশু সুকুমার।
এলোমেলো গান ব'লে ঘুম আনে তার॥
কখনো করিয়া স্নান কৃষ্ণচূড়া বেঁধে।
রান্নাঘরে গিয়ে বলে আমি দেব রেঁধে॥
তখন কেমন মুখ হয় ভারি-ভারি।
প্রবীণা গৃহিণী যেন এই শিশুনারী॥
কভু বা কোথায় গেছে কেহ নাহি জানে।
সবে বলে এই ছিল এই এইখানে॥
খুঁজিতে ছাদের কোণে দেখিবারে পাই।
বিরলে পুতুলে দেয় মাতৃচিহ্ন মাই॥
ছাড়িতে রমণী পারে আর সব সাধ।
"মা" সাজার সাধে কভু নাহি অবসাদ॥
"মা" বলা শিখেই বালা কেমন কৌশলে।
তুলোর বালিশে কোলে করে ছেলে ব'লে॥

তার তরে রাঁধে-বাড়ে তার দেয় বিয়ে।
বউ ক'রে আনে ঘরে খেলুনীর ঝিয়ে॥
দেখিয়ে ফেলেছি দে'খে মম পাগলিনী।
লাজেতে লুকায় মুখ হিমের নলিনী॥
উঠিয়া উড়িয়া যায় ঘাসের পতঙ্গ।
আঁচলেতে ঢেলে ফে'লে হাসির তরঙ্গ॥
কখনো একাকী শুয়ে শূন্যঘরে সাঁজে।
ধরা প'ড়ে গেছে বালা রোদনের মাঝে॥
আঁখি মুছে চাহিয়াছে হাসিতে আবার।
সে হাসি বিষাদ চেয়ে ধরে ক্ষুরধার॥
কত আবদার করে পিতারে প্রকাশ।
জনকে যতন ক'রে নাহি পূরে আশ॥
প্রত্যুষে রেকাবি ক'রে রাখে ধারে নুন।
বাটাটি পূরিয়া পান দীযে ছাঁকা-চূণ॥
ভাতের পাতের কাছে দেবে সে বাতাস।
অপরে পাতিলে পীঁড়ে কাঁদিয়ে হতাশ॥
গামছা গাড়ুর মুখে আচমন-তরে।
হাতে জল ঢেলে দেয় মায়ের আদরে॥
পাটিটি পাতিয়া দিয়া শীতল ভূতলে।
সেবা করিবারে বসে পিতৃপদতলে॥
"মা" না হয়ে মায়াবিনী কোথা শিখে মায়া
মাতৃহীন বাপে চায় দিতে স্নেহছায়া॥
আবার বাবার প'রে যত অভিমান।
আদরের অনাটনে স'রে স'রে যান॥
বিষাদের কালি দে'খে জনকের মুখে।
কি যেন বেজেছে বড় বালিকার বুকে॥
কত অপরাধী যেন জেনে আপনায়।
প্রবোধ সান্ত্বনা দিতে চাহে সে সেবায়॥
না পারে চাহিতে ভাল মার মুখপানে।
মাথা নত ক'রে সরে কি বুঝে কে জানে॥
বুঝি-বা মায়ের দে'খে সিঁথিতে সিঁদুর।
ভাবে তার রাঙা সজ্জা কেন হ'ল দূর॥
আপনার অলঙ্কার সুচারু বসন।
কখনো গুছায় ব'সে করিয়া যতন॥
আবার ডাকিয়া এনে সোদরা-সোদরে।
বসনভূষণ দেয় বাঁটিয়া আদরে॥

যোগিনী-জীবন বালা দেবতার ধন।
ব্রতপূজাতরে কভু করে আকিঞ্চন॥
নিশাশেষে উঠে তোলে কুসুমের রাশি
কে দেখে চন্দন ঘ'ষে আনন্দের হাসি॥
সকলের আগে আজ করিয়াছে স্নান।
বিবাহের চেলিখানি পুন পরিধান॥
কপালে চন্দনচর্চ্চা গলে জপমালা।
রূপতেজে পূজাঘর করিয়াছে আলা॥
সধবা বিধবা কিবা এ দেবী কুমারী।
শোণিত-শিরায় গড়া হেন কোথা নারী॥
ভূমণ্ডলমধ্যে আর কোথা আছে স্থান।
কে দেখাতে পারে নারী ইহার সমান॥
পুরাণের কোন্ দেবী এত শক্তি ধরে।
জ্যৈষ্ঠমাসে একাদশী জল বিনা করে॥
সমস্ত শরীরসুখে হেসে বলিদান।
লজ্জায় পালায় কাম ফে'লে ফুলবাণ॥
অসূয়া না পুষে বুকে সংসারেতে বাস।
সধবা সখীর বেঁধে দেয় কেশপাশ
পরের বিয়েতে বসে হাসিয়া বাসরে।
পরের ছেলেরে ডাকে মমতার স্বরে॥
যা ছিল লুকানো মনে আপনার বলে।
সব ঢেলে দেছে পরে পরপ্রেমে গ'লে॥
মর্ম্মহীন কর্ম্মহীন হীন চক্ষুচর্ম্ম।
আলস্য ঔদাস্য দাস্য জীবনের ধর্ম্ম॥
বাঙালী বিদ্রূপ করি বলিয়া বাঙাল।
আপনার ধন মাগি সাজিয়া কাঙাল॥
"দেলাও দে রাম" ব'লে করিয়া চীৎকার।
বীরত্ব-বড়াই করি দুয়ারে দাতার॥
আজিকার পেট ভিন্ন কিছু নাহি বুঝি।
অপরের হাসি দেখে মুখখানা গুঁজি॥
কোন্ কালে কোন্ জাতি এত অধঃপাতে।
গেছে আর মাথা কেটে আপনার হাতে॥
বিধবা রমণী বই বাঙালীর ঘরে।
কিছু নাই কিছু নাই গরবের তরে॥
অতুল সে প্রতিমা গো বুঝি ভেঙে যায়।
বিলাস-জাহাজ চ'ড়ে এসেছে হেথায়॥